অবকাশরঞ্জিনী।

পিতৃহীন যুবক।

১

আহা! কিবা সুগভীর নিবিড় রজনী!
নীরব প্রকৃতিদেবী; অবিচল প্রায়
জীবন প্রবাহ এবে; নির্জীব ধরণী;
অবিষাদে অন্ধকার বিরাজে ধরায়।
না পায় শুনিতে কর্ণ; না দেখে নয়ন;
ঘোর নিদ্রা অভিভূত বসুধা এখন।

২

যামিনীর সুমধুর নূপুরনিক্কণ
ঝিল্লিরবে ভাসিতেছে দিগ্‌দিগন্তর,
পাখার প্রহারশব্দ করিছে কখন,
ভগ্ন-নিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর।
কলকল রবে গঙ্গা সাগরসদন
যাইতেছে, অন্ধকারে ঢাকিয়া বদন।

৩

আত্মহত্যা, নরহত্যা, চুরি, ব্যভিচার,
ইন্দ্রিয়-বিলাস, পাপ নিশাচরগণ,—
পূরাইতে পাপ আশা, যত দুরাচার,

কম্পিত হৃদয়ে ভয়ে ভ্রমিছে এখন।
সাক্ষীর স্বরূপ নৈশ নিবিড় গগন,
চেয়ে আছে প্রকাশিয়া সহস্র নয়ন।

৪

জীবন, পবন, এবে উভয়ে অচল;
নিদ্রিত ধরার আর নাহি বহে শ্বাস;
একটী পল্লব নাহি করে টল মল,
একটী ফুলের নাহি সুরভি নিশ্বাস।
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন,
দিবসের শ্রম নর জুড়ায় এখন।

৫

নাহি সে বিমল সুখ কপালে আমার,
অভাগার নাহি শান্তি যাবৎ জীবন;
রাবণের চিতাপ্রায়, হৃদয় যাহার,
নিশীথে তেমনি জ্বলে দিবসে যেমন।
কত করি অবিরত সাধিনু নিদ্রায়,
বাঁচাইতে শান্তিরূপ শীতল ছায়ায়।

৬

যেই দিন পিতৃশোক ছুরিকা বিষম,
ফুটিয়াছে এ হৃদয়ে জেনেছি তখন,
শুকাইবে আশালতা, শুকাবে মরম,
তড়িৎ-আহত তরু শুকায় যেমন।
সেই দিন হতে নিদ্রা করে না বর্ষণ,
শান্তির শয্যায়, সুখ কুসুম রতন।

৭

সৌভাগ্যের সিংহাসনে বিহরে যে জন,
যশের সৌরভে পূরি দেশ দেশান্তর ;
যার প্রেমপাশে রমা বাঁধা অনুক্ষণ,
নিদ্রা দেবী দিবানিশি তার অনুচর।
অশ্রুজলে কলঙ্কিত যাহার নয়ন,
সে নয়নে নিদ্রা নাহি পাতেন আসন।

৮

কণ্টকশয্যায় যদি রাখি কলেবর,
চিন্তানলে জ্বলি, ভাসি নয়নের নীরে ;
ঝরিয়াছে এক বিন্দু, ঝরিবে অপর,—
এই অবসরে নিদ্রা নয়নমন্দিরে
প্রবেশেন যদি, তবে আইসে সঙ্গিনী,
যাতনিতে অভাগায় স্বপ্ন কুহকিনী।

৯

মায়া বলে পাপীয়সী ফিরায়ে কখন
মানস তরণী মম, জীবনের স্রোতে
লয়ে যায়, যথা আহা ! শৈশব যখন
খেলিনু মনের সুখে ; সাগর কপোতে
খেলে যেই মতে শান্ত সুনীল সাগরে,
প্রসারিয়া পক্ষপুট জলধি উপরে।

১০

সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ, শৈশবে আমার,
খেলাইত যেই মতে উর্ম্মিমালাসনে,

নব জীবনের জলে, চুম্বি অনিবার
আশার মুকুল শত সোণার কিরণে,—
দেখায়ে সে গত সুখ চিত্র মনোহর,
হাসায় এ চিন্তাক্রান্ত বিষণ্ণ অন্তর।

১১

অমনি দেখিবামাত্র ছায়াবাজী প্রায়,
পলকে লুকায় সব চপলার গতি;
চিত্র করে পাপীয়সী প্রেমার্দ্র রেখায়,
জনকের, চিন্তাদগ্ধ পবিত্র মূরতি।
দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসিতেছে বুক,
ঋণ দায় যাতনায় অবনত মুখ।

১২

জনকের দীনভাব করিয়া দর্শন,
উচ্ছ্বসিত হয় মম শোক পারাবার;
বিদরে হৃদয় দুঃখে; সন্তরে নয়ন
শোক অশ্রুজলে; আহা! সহেনাকো আর,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ ভাঙ্গে এ স্বপন,
ঝরে নয়নের জল, মানে না বারণ।

১৩

ইচ্ছা হয় তখনই মুদিয়া নয়ন,
নিরখি আবার সেই স্বপনের ছলে,
প্রেমের প্রতিমা মম, স্নেহের সদন,
দেখি, যাহা দেখিব না জীবিতমণ্ডলে।

স্বপন, দীনের আশা, উভয় অসার,
ফলে কি সাধিলে? কবে ফলিয়াছে কার ?

১৪

শুধু একা আমি নহি, কবিতাকাননে
পশিয়াছে যেই জন, বসিয়া বিরলে
কাঁদিয়াছে কত নর জানে সেই জনে !
আমার মতন জ্বলি, চিন্তার অনলে
পশেছে—নিদ্রার নাহি পাইয়া দর্শন—
অনন্ত নিদ্রায়, আমি পশিব যেমন।

১৫

কিন্তু আহা ! কি হইবে নিশীথসময়ে
ভাসি নয়নের নীরে ভাগীরথীতীরে,
অশ্রুতে দ্রবিত যদি কালের হৃদয়,
যেতেন না পিতা মম শমনমন্দিরে।
অশ্রুপাতে করি যদি ধরা বিদারণ,
জনকের তবু নাহি পাব দরশন।

১৬

কি জাগ্রতে, কি স্বপনে, কি নিশি, দিবসে
কাঁদি হিমাচলশৃঙ্গে ; জলধির তলে ;
কিংবা যথা মেঘমাঝে বজ্রাগ্নি ঝলসে,
বাড়াই জলদরাশি নয়নের জলে ;
কিংবা মনদুঃখে, জলপ্রপাত ভীষণ
পরাভবি অশ্রুবেগে, করিয়া রোদন।

১৭

তথাপি সে শান্ত মূর্ত্তি দেখিব না আর,
শুনিব না আর সেই মধুর বচন ;
নাম ধরি অভাগারে ডাকিতে আবার,
শুনিব না আর আমি যাবত জীবন।
মধুমাখা "বাবা" কথা বলিব না আর,
শ্রদ্ধার আলয় মম হয়েছে আঁধার।

১৮

নিরন্তর এই আশা জাগিত অন্তরে—
ফিরিয়া স্বদেশে সুখে মন কুতূহলে,
যুড়াব বিরহজ্বালা পিয়ে প্রেমভরে,
পিতার পবিত্র প্রীতি অমৃত ভূতলে।
অচির বিরহানল নিবিবে কি আর,
ঘটিল কপালে চির বিরহ আমার !

১৯

প্রেমবিগলিত অশ্রু দেখেছিনু যাহা
আসিবার কালে আমি, এখনও ভাসে
যেন নয়নের কাছে ; শুনিয়াছি আহা !
যেই সুমধুর কথা প্রেমপূর্ণ ভাবে,
এখনো বাজিছে যেন শ্রবণে আমার,
এই জন্মে ভুলিব না, শুনিব না আর।

২০

বৎসরেক ভারতীর সেবিয়া চরণ
লভিয়াছি যেই ফল, আশা ছিল মনে,

পাসরিতে শ্রম, গৃহে ফিরিব যখন,
উপহার প্রদানিব পিতার চরণে।
কিন্তু বনবাস শেষে জানি নাই আর,
পিতৃশ্রাদ্ধ ছিল পাপ-কপালে আমার।

২১

যে তরু আশ্রয় করি ছিনু এত কাল,
কালের কুঠারে যদি হইল পতন;
কি কাজ সহিয়া এত সংসারজঞ্জাল,
শুকাইব এইখানে, ত্যজিব জীবন।
ছাড়ুক দীনতা এবে অনল নিশ্বাস;
কি ভয় মরিতে? আমি জীবনে নিরাশ।

২২

উত্তরীয় যেই দিন করিনু ছেদন
জাহ্নবি! তোমার তীরে বিষাদিতমন,
ভেবেছিনু একেবারে কাটিব তখন,
উত্তরীয় সহ এই সংসারবন্ধন।
সংসারের মায়া কিন্তু না জানি কেমন,
দুঃখিনী মায়েরে মনে পড়িল তখন।

২৩

চিত্রিত রবির করে, পঞ্চ সহোদর
দেখিনু ভাসিছে যেন জাহ্নবী-জীবনে;
শৈশব সরল ভাবে প্রসারিয়া কর,
চেয়ে আছে অভাগারে কাতরনয়নে!
দেখিয়া হৃদয় যেন হ'ল বিদারণ,
ভূতলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িনু তখন।

২৪

নাহি জানি এই ভাবে ছিনু কত কাল ;
বোধ হ'লো কেহ যেন তুলিয়া আমায়
বলিল, মৃণালভুজে করিয়া বন্ধন,
সহকারে বাঁধে যথা বসন্তলতায়,—
"প্রাণনাথ ! দুঃখিনীরে ছাড়িয়া কোথায়
যাইবে বল না, মম কি হবে উপায় ?"

২৫

"কি হবে উপায় ?" আহা ! শুনিনু যখন,
বিকল তরল কণ্ঠে কহিতে আমায়,
প্রতিজ্ঞার অসি-লতা ভাঙ্গিল তখন,
কাচের ফলক যথা অনলপ্রভায় !
বিধাতার এতই কি নিদারুণ মন,
মৃত্যুও দীনের পক্ষে দুর্লভ রতন !

২৬

কিন্তু কি সুখের তরে, চিত্ত-দ্রব-করি
গৃহরূপ রঙ্গভূমে ফিরিব আবার ?
দশমীতে ব্যোমকেশ, ত্রিদশ ঈশ্বরী
সহ গেলে স্বর্গপুরে, করিয়া আঁধার
ভকতহৃদয়াকাশ, শূন্যগৃহে পড়ি,
গুটি কত ভগ্ন ঘট যায় গড়াগড়ি।

২৭

তেমতি জনক মম, চিন্তার অনল
নিবাইতে, পশিলেন অনন্তজীবনে ;

সৌভাগ্য গিয়াছে সঙ্গে, হৃদয়মণ্ডল
আঁধারিয়া শোকরূপ ঘন আচ্ছাদনে।
ভগ্ন ঘট প্রায় চিত্ত-ভগ্ন পরিবার,
বুকে হস্ত, ভয়ে ত্রস্ত, করে হাহাকার।

২৮

এই খানে মা দুখিনী পড়ে ধরাতলে,
বাতাহত সুবর্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রায়—
স্থির নেত্র, স্থির গাত্র, বদনমণ্ডলে
নাহি জীবনের চিহ্ন, অচেতন কায়।
দুগ্ধপোষ্য শিশু ভ্রাতা মুখে হাত দিয়া,
কাঁদিছে অভাগা আহা! মা মা মা বলিয়া

২৯

সুকুমার ভ্রাতৃগণ বিনোদ, বিমল,
বালেন্দুবদনকান্তি, কোমল পরাণে
নাহি কোন চিন্তা, আহা! অবোধ চঞ্চল,
কি ঘটেছে অভাগারা কিছুই না জানে।
তথাপি স্নেহের কিবা মহিমা অপার,
মার মুখ চেয়ে তারা কাঁদে অনিবার।

৩০

চঞ্চল চরণে কেহ করিয়া ভ্রমণ,
পতি-হারা-কুরঙ্গিণী-শাবকের প্রায়,
প্রতি ঘরে জনকের করে অন্বেষণ,
ভেবেছে জনক বুঝি আছেন কোথায়।

ডাকিতেছে "বাবা বাবা" বলি শূন্য ঘরে,
প্রত্যুত্তরিছে প্রতিধ্বনি "বাবা বাবা" করে।

৩১

পথপার্শ্বে, তরুতলে, সরোবরতীরে,
বসি কেহ চেয়ে আছে চাতকের প্রায়;
দুনয়নে অশ্রুধারা ঝরে ধীরে ধীরে,
ভাবিছে—"সপ্তাহ শেষ জনক কোথায়"
মলিন কমলমুখ দেখি তরুগণ,
পত্রছলে অশ্রুবিন্দু করে বরিষণ।

৩২

আশ্রয় পাদপ যদি প্রভঞ্জনবলে
হয় ধরাতলশায়ী, ঝরে পত্রগণ;
জলি রবিকরে, ভিজি বরিষার জলে
আশ্রিত লতিকাপুঞ্জ হারায় জীবন।
তেমতি বিশুষ্ক দুই ভগিনী আমার,
মরেছে আশ্রয় তরু, কে রাখিবে আর॥

৩৩

কে চাহিবে অভাগারে? কে চাহে কখন
রাজপথপাশে বসি দরিদ্র নির্ধন
করে যবে হাহাকার? কে করে যতন
বিকচ কমল আহা! শুকায় যখন?
যেই দিন মরেছেন জনক আমার,
সে দিন জেনেছি পর হয়েছে সংসার।

৩৪

সেই দিন ভিক্ষাপাত্র করিয়াছি করে,
করিয়াছি জলাঞ্জলি কুল মান যশে ;
ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে বিষণ্ণ অন্তরে,
ভাসিয়া নয়ননীরে, কি নিশি দিবসে।
সুখ আশা সেই দিন দিয়া বিসর্জ্জন,
চিন্তার অনল হৃদে করেছি স্থাপন।

৩৫

প্রতিদিন ত্যজি শয্যা মুছিয়া নয়ন,
বেড়াই মনের দুঃখে কত শত স্থানে ;
কত পাষাণের কাছে করেছি রোদন,
চাহিয়াছি দীনভাবে কত মুখপানে।
মধ্যাহ্নরবির করে দহি কত বার,
স্বেদ সহ অশ্রুধারা ঝরেছে আমার।

৩৬

আশাপুলকিত মনে দেখি সরোবর,
পশিয়াছি কত বার বিষম দুর্গমে ;
কিন্তু নির্দ্দয়তা-ব্যাধ,—অর্থ-অনুচর,—
হানিয়াছে অস্ত্র আহা ! এ দগ্ধ মরমে।
কত বার দুই কর প্রসারি গগনে,
চেয়েছি লভিতে আমি রজনীরঞ্জনে।

৩৭

প্রভাকর তীব্র করে অনাবৃতশিরে,
নিশির শিশিরে, ডুবি ধূলির সাগরে,

বেড়াইয়া পথে পথে প্রাচীরে প্রাচীরে,
যে ফল লভেছি ভেবে হৃদয় বিদরে।
প্রতিদিন প্রাতে যাই আশা ভর ক'রে,
প্রদোষে নিরাশ হয়ে ফিরে আসি ঘরে।

৩৮

রজনীর কাণে কাণে দুঃখের বারতা,
কহিয়াছি কত শত বলিব কেমনে ;
যামিনী শুনিয়া দুঃখ, দেখি কাতরতা,
কাঁদিয়াছে ঝিল্লিরবে শুনেছি শ্রবণে।
আঁধার হৃদয়াকাশে তারার মতন,
ফুটিয়া শতেক আশা নিবেছে তখন।

৩৯

পুস্তক বিজনবন্ধু, কল্পনা আলয়,
প্রবেশি যুড়াতে মম নিশীথযন্ত্রণা ;
নন্দনকাননে ভ্রমি, তবু মনে লয়,
বাড়িতেছে অভাগার মনের বেদনা।
চিন্তার অনলে যার দহিছে জীবন,
বৈজয়ন্তধাম তার বিজন কানন।

৪০

প্রিয়তম বংশী মম প্রাণের দোসর
আলিঙ্গিয়া দুই করে, কহি তার কাণে
বিরলে দুঃখের কথা ; যথা পিকবর
কহে ঋতুকুলেশ্বরে, মোহিয়া সুতানে।

সন্তাপের স্রোত তবু মানে না বারণ,
উচ্ছ্বসিত হয় দুঃখে, ভাসে দু নয়ন।

৪১

ভাসিতে ভাসিতে এই দুঃখের সাগরে,
যেই সব তৃণ লতা করিনু আশ্রয়,
ছিঁড়িয়াছে সব আহা! বাঁচিব কি করে
আসিতেছে জলোচ্ছ্বাস ডুবিব নিশ্চয়।
আশার অঙ্কুর যত করিনু রোপণ,
ফলবতী না হইতে হইল নিধন।

৪২

জীবনের তরি, বিদ্যা অনন্ত সাগরে
ভাসিয়ে, যাইবে বড় সাধ ছিল মনে
যশের মন্দিরে, যথা আনন্দে বিহরে
অমর কবীশবৃন্দ কনক আসনে।
কল্পনার সূত্রে গাঁথি কবিতার হার,
সাজাইব মাতৃভাষা দিয়া উপহার।

৪৩

প্রকাশিলে জ্ঞানচন্দ্র, ফুটিলে নয়ন,
প্রবেশিব ধর্ম্মারণ্যে; পঙ্কিল হৃদয়
চৈতন্যের ভক্তিস্রোতে করি প্রক্ষালন
যুড়াইব অনুতাপ; যুঝিব নিশ্চয়
বিষয়বাসনা সহ, ত্যজিব জীবন
ধর্ম্মার্থে নিহত দীন ঈশার মতন

৪৪

রণী যাইতেছিল, সাহসপবনে
। তুলি ধবল পাখা গগনমণ্ডলে ;
আশারূপ দীপাবলী উজলি সঘনে
দুরূহ, দুর্গম, পথ ; না জানি কি ছলে
দরিদ্রতা তুলি শিরঃ মৈনাকের প্রায়,
ডুবাইতে চাহে তরী কি করি উপায় ?

৪৫

অকস্মাৎ এ প্রশ্নের কে দিবে উত্তর ?
কে বুঝিবে ভবিষ্যত ? অদৃষ্ট দুর্জ্ঞেয় !
সময়ের যবনিকা করিয়া অন্তর
কে দেখাবে কি রয়েছে ? দেখেছে কি কেহ ?
স্থানভ্রষ্ট সৌভাগ্যের নক্ষত্র যাহার,
কার সাধ্য যথাস্থানে নিয়োগে আবার ?

৪৬

দুঃখের আবর্ত্তশ্রেণী আসিতেছে বেগে
ডুবাইতে জীর্ণ তরি ভীষণ প্রহারে ;
ঢেকেছে হৃদয় কাল চিন্তারূপ মেঘে,
নিশ্চয় উঠিবে ঝড় কে রাখিতে পারে ?
ডুবাবে নিশ্চয় যদি, তবে কেন আর,—
ডুবিব জাহ্নবি ! আজি সলিলে তোমার।

৪৭

কোথায় জননী মা গো র'লে এ সময়ে,
তব ক্রোড়ে এ অভাগা ফিরিবে না আর ;

চিত্রিবে না দূর দেশে তোমারে হৃদয়ে,
মা মা বলে মা তোমারে ডাকিবে না আর?
জননি! জন্মের মত হইনু বিদায়,
হৃদয় কাঁদিলে আর কি হইবে হায়!
নিবিড় তমস মাঝে, নিরখি তোমায়
কাঁদিতেছে, অয়ি মাতঃ! লইয়া হৃদয়ে
কোমল কনিষ্ঠ শিশু; ভাবিতেছে, হায়!
কত দিনে বাছা তব ফিরিবে আলয়ে;
এত যত্নে নারিলাম করিতে উপায়,
কি সুখে ফিরিব ঘরে? আবার বিদায়।

৪৯

আঁধার আলয়ে তুমি, অয়ি অভাগিনি!
কি স্বপ্ন দেখিছ, প্রিয়ে? বল না আমায়,
যে একটী আশা জ্যোতিঃ দিবস যামিনী
জ্বলিত হৃদয়ে, এবে নির্ব্বাপিত প্রায়;—
কুক্ষণে এ অভাগারে করিয়ে বরণ,
জানিলে না সুখ প্রিয়ে! যাবত জীবন।

৫০

সুখ আশে অভাগার প্রেম সরোবরে
প্রবেশিলে যবে তুমি, জানিতে না হায়!
দীনতাভুজঙ্গ তার নিবসে অন্তরে,
এখন শুকাবে পাপ বিষের জ্বালায়।
অকৃত্রিম প্রণয়ের থাকে পুরস্কার,
যাই এবে, পরকালে মিলিব আবার।

৫১

হৃদয় ! কেমনে তুমি বিদাইলে তারে,
প্রেমের প্রতিমা আজি দিলে বিসর্জ্জন ?
নয়নের মণি মম, আলোক আঁধারে,
কাঙ্গালিনী ক'রে তারে ত্যজিলে এখন ?
এ জীবনবৃন্তে ওই কুসুম রতন,
ছিঁড়িলে মৃণাল পদ্ম বাঁচে কি কখন ?

৫২

প্রাণের প্রতিম মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
অভাগা তোদের কাছে লইল বিদায়।
মরিতাম যদি হেরি তোদের বদন,
চুম্বি, হাসি "দাদা" বলে ডাকিতে আমায়,
কালের কবল হতো কুসুমের হার,
শমনভবন হতো সুখের আধার।

৫৩

বয়সের ফুল যদি ফুটে দৈববশে,
বলিও লোকের কাছে চিন্তার অনলে
জ্বলি জ্যেষ্ঠ সহোদর, নবীন বয়সে
ত্যজিলেন প্রাণ দাদা জাহ্নবীর জলে।
মিছে আশা হায় ! এই অঙ্কুর জীবন,
স্নেহজল বিনে কি গো বাঁচিবে কখন ?

৫৪

দীননাথ ! তুমিমাত্র অনাথ আশ্রয় !
তব প্রেমক্রোড়ে নাথ করিনু অর্পণ

পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন, দীন, নিরাশ্রয়,
প্রাণের অধিক মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ।
বল নাথ! ইহাদের কি হবে উপায়,
অভাগার পরকালে কি হইবে হায়!

৫৫

এই স্থলে জীবনরবি অস্তমিত প্রায়,
অপ্রভাত বিভাবরী আসিছে এখন,
সংসারের শোভা যত তাহার ছায়ায়
লুকাইবে, ঠিক যেন মায়ায় স্বজন।
কিন্তু হায়! কিছু মাত্র না জানি এখন
কিরূপ সে বিভাবরী, অনন্তজীবন।

৫৬

সেখানেও সহি যদি চিন্তার দংশন,
যদি এ দুঃখের নাহি হয় উপশম;
কি ফল তোমার আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন,
পাপে কলুষিত হয়ে ত্যজিয়ে জীবন?
কিন্তু ভবিষ্যত ভয় ভাবি মনে মনে,
সংসারের এত জ্বালা সহিব কেমনে?

৫৭

ত্যজিব জীবন, আর যা থাকে কপালে;
হৃদয়ের দাবানল নিবাব এখন;
প্রজ্বলিত পুনর্ব্বার হ'লে পরকালে,
কাতরে তোমাকে নাথ! ডাকিব তখন
দয়ার সাগর তুমি, স্নেহের আসার
বরষিয়া, জুড়াইবে যন্ত্রণা আমার।

৫৮

প্রিয়তম সঙ্গিগণ ! রহিলে কোথায় ?
নিকটে থাকিতে যদি হায় ! এ সময়,
একে একে সবাকার লইয়া বিদায়,
যাইতাম,—আহা ! এই বিদরে হৃদয়—
সখাগণ ! অশ্রুবিন্দু করিও পতন,
স্মরি অভাগার খেদপূর্ণ বিবরণ।

৫৯

জনক উদ্দেশে আমি করি নমস্কার,
জানি না মিলিব কি না আবার দুজন ;
সাধ ছিল চিহ্ন কিছু রাখিব তোমার
স্মরণার্থ, কিন্তু আশা হলো না পূরণ
তরল না হতো যদি নয়নের নীর,
ছুঁইত আকাশ তব সমাধিমন্দির।

কোথা মাতা, কোথা ভ্রাতা, না দেখিনু হায়
দ্বাদশবর্ষীয়া সেই চির বিরহিণী ;
অশ্রুবিন্দু ! কেন তুমি নয়নসীমায়
দুলিতেছ ? এই বেলা পরশ ধরণী।
নাহি দেরি, ছিঁড়িয়াছে মায়ার বন্ধন,
জীবনের অভিনয় ফুরাবে এখন।

(ধরাতলে পতন)

৬১

(নদীরব শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান)

কলকল রবে তুমি, অয়ি ভাগীরথি !
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে ?
দেখেছ কি তুমি সেই দুঃখিনী যুবতী
ভাসিতে নয়নজলে, যথা পারাবারে
ভাসে কর্ণধারহীন বিপন্ন তরণী ?
শুনেছ কি তুমি তার রোদনের ধ্বনি ?

৬২

ধৈর্য্যতাপাষাণ বাঁধা করিয়া অন্তর,
উন্মুক্ত করেছে কিহে শোকপ্রবাহিণী ?
সেই স্রোত অশ্রুজলে হয়ে উষ্ণতর
মিশেছে কি তব নীরে অয়ি মন্দাকিনি !
সে দুঃখের কথা কিহে, আইলে হেথায়,
উক্ত বীচিরবে কাঁদি কহিতে আমায়।

৬৩

ভূধরসম্ভবা তব সহোদরাগণ,
বেড়াইছে অনিবার অভাগার দেশে,
দুঃখিনীর প্রতিবিম্ব, হইয়া পতন
তাদের হৃদয়ে, আহা ! এসেছে কি ভেসে
ভাগীরথি ! তব কাছে ? দেখি তার মুখ,
মনোদুঃখে তোমারও কি বিদরিছে বুক !

৬৪

কিংবা শুনি অভাগার নিশীথবিলাপ,
মলিন মনের ভাব, বিরহযন্ত্রণা,

বাড়িল কি অয়ি গঙ্গে ! তব মনস্তাপ ?
সত্য বল দুঃখী আমি করো না ছলনা।
সর্ সর্ শব্দে কিলো কহিছ আমায়,—
"যাও ঘরে ফিরে, কেন উন্মত্তের প্রায় ?"

৬৫

কিংবা নিজচিন্তামগ্ন আমি দুরাচার !
মর্ম্মরিলে তরুরাজি, নৈশসমীরণে,
আমি ভাবি শুনি শাখী দুঃখ অভাগার,
নিশ্বাসিছে ধীরে ধীরে বিষাদিত মনে।
নিশির শিশির পড়ে, আমি ভাবি মনে,
কাঁদিছে নক্ষত্রাবলি দুঃখিত গগনে।

৬৬

ছিলে তুমি, অয়ি গঙ্গে ! হিমাচলশিরে,
তরল রজতাসনে, রাজরাণী প্রায় ;
ভূতলে পতিত এবে, তাই ধীরে ধীরে
কাঁদিতেছ মনোদুঃখে একাকিনী হায় !
আমি ভাবি শুনি মম দুঃখের কাহিনী,
কাতরে কাঁদিছে আহা ! নগেন্দ্রনন্দিনী।

৬৭

অনন্ত সাগরমুখে যাইতেছ যত,
ততই বাড়িছে তব রোদনের ধ্বনি ;
পারাবারে যেই দণ্ডে হবে পরিণত
ভীষণ প্রলয়ঝড়ে কাঁপিবে ধরণী।
তরঙ্গে করিবে রঙ্গে ব্যোম আলিঙ্গন,
উঠিবে যে কলরব, ফাটিবে গগন।

৬৮

তেমতি এ অভাগার অন্তিম জীবন,
অনন্ত জীবনে লয় পাইবে যখন,
শত গুণ বাড়িবে কি শোক হুতাশন,
পাপে কলুষিত আত্মা করিতে দহন ?
কি ফল জীবনবৃন্ত ছিঁড়িয়া অকালে ?
বরঞ্চ শুকাক্ শোককণ্টকমৃণালে !

৬৯

সামান্য শরীরক্লেশ সহা নাহি যায়,
আত্মার অশেষ দুঃখ সহিব কেমনে ?
কিন্তু ভাবী দুঃখ ভাবি কোন ভরসায়,
ফিরিব আবার মম দুঃখের ভবনে ?
জননীর হাহাকার, প্রিয়ার রোদন,
সহিব কেমনে আহা ! যাবত জীবন।

৭০

নাহি কাজ এ জীবনে, পুনঃ এ সংসারে
পশিব না, ভ্রমিব না অর্থ অন্বেষণে,—
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা, ভাসি নেত্রাসারে,
পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, নগরে, প্রাঙ্গণে।
বিদায় সংসারসুখ, বিদায় মায়ায়,
বিদায় প্রণয়ে, শেষে জীবনে বিদায়।

(ভূতলে পতন এবং নীরবে অবস্থিতি)

(চন্দ্রোদয় হইতে দেখিয়া)

৭১

এস এস শশধর ! রজনীরঞ্জন !
বারেক মনের সাধে নিরখি তোমার

মনোহর শান্ত মূর্ত্তি, রজত কিরণ,
জন্মের মতন যাহা দেখিব না আর।
এস শীঘ্র, এ সংসারে কেহ নাহি আর,
শুনিতে এ অভাগার দুঃখসমাচার।

৭২

তোমার উদয়ে, দেব! বসুধা কামিনী,
কি সুন্দর বেশে মরি! শোভিছে এখন;
সহস্র তরঙ্গকর প্রসারি তটিনী,
তোমাকে প্রণয়ভরে করে আলিঙ্গন।
সর্ব্বরী ত্যজিয়া তার মলিন বসন,
কৌমুদীবসনে ধনী হাসিছে এখন।

৭৩

যে দিকে ফিরাই আঁখি, শোভিছে সকল
অভিনব বেশে, মরি! এ আর কেমন?
নিশানাথ! অভাগার হৃদয় কেবল,
এখনো বিষাদে পূর্ণ তখন যেমন।
দরিদ্রের হৃদয়ের চিন্তা অন্ধকার,
বিনাশিতে, নাহি কিহে শকতি তোমার?

৭৪

উচ্চ সিংহাসনে বসি, তারাদলপতি!
মুহূর্ত্তে দেখিতে পার, সকল সংসার,
বল দেখি, বিনে সেই দুঃখিনী যুবতী,
অভাগার মত আহা! কে জাগিছে আর!
এই অর্দ্ধ নিশাকালে, আমার মতন,
দুঃখিনী জননী বিনে কে করে রোদন

৭৫

এখনও তারা, শশি ! আছে কি বাঁচিয়া ?
এতই কঠিন কি হে মানবজীবন ?
দুর্ভাগ্যের অস্ত্রাঘাত অক্লেশে সহিয়া,
আছে কিহে এত দিন মম পরিজন ?
কুসুমকলিকা মম চিন্তার অনলে,
বিশুষ্ক হইয়া বুঝি পড়েছে ভূতলে !

৭৬

প্রসারি সুস্নিগ্ধ কর, কুমুদরঞ্জন !
ধরিয়া চিবুক তার কহ কাণে কাণে,—
"ভূতলশয্যায় মন্দ-ভাগিনী এখন,
চেয়ে আছ এক দৃষ্টে যে তারার পানে,
উদিলাম যবে আমি আকাশমণ্ডলে,
ডুবিল সে তারা ওই জাহ্নবীর জলে !"

৭৭

শশধর !

তব প্রেমালোকে বসি, নিশীথ সময়ে,
ভূতলে রক্ষিত কর করেতে বদন,—
এই ভাবে বসি দগ্ধ মলিন হৃদয়ে,
বলিয়াছি কত কথা হয় না স্মরণ।
জীবনের কাহিনীর এ উপসংহার
করিলাম ; এই শেষ, বলিব না আর।

(চক্ষু নিমীলিত করিয়া নীরবে অবস্থান)

৭৮

(চমকিতভাবে)

এ——একি!!
কে আমার কাণে কাণে বলিল এখন—
“যুবক! নিরাশ এত বল কি কারণ?
জান না কি সুখ দুঃখ নিশার স্বপন?
সুখ চিরস্থায়ী কবে? দুঃখ বা কখন?
এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী,
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী।”

৭৯

হাসিছে ধরণী? আহা! আমি কেন তবে,
মজিয়া মনের দুঃখে, বসি নদীতীরে,
ভাবিতেছি এই দুঃখ চিরদিন রবে,
কাঁদিতেছি অনিবার ভাসি নেত্রনীরে?
আমার অধিক দুঃখী কত শত জন,
পর্ণকুটীরেতে সুখে করেছে শয়ন।

৮০

মানুষের ধর্ম্ম এই। আশা লতা তার
আজি পল্লবিত হয়, কালি মুকুলিত;
সলজ্জ কলিকা করে সৌরভ বিস্তার,
অভাগারে একেবারে করিয়া মোহিত।
মনে করে বিকাশিবে বাসনাকমল,
সৌভাগ্যের পূর্ণজ্যোতিঃ হতেছে উজ্জ্বল।

৮১

তৃতীয় দিবসে হিম—নিধন কারণ—
তাহার অজ্ঞাতে হায়! এসে আচম্বিত,

না জানি কি বিষবারি করি বরিষণ,
বিনাশে কুসুম কলি লতার সহিত।
তখন অভাগা হায়! হয়ে অচেতন,
ভূতলে পতিত হয় আমার মতন।

৮২

কেবল আমি তো নহি; সকল সংসারে
সুখ দুঃখ ক্রমাগত চক্রের মতন
ঘুরিতেছে অনিবার, কে রাখিতে পারে?
কমলা অচলা হয়ে রয়েছে কখন?
কি সুখ বিষয়ে? কত নৃপতি বিরলে
এ ঘোর নিশীথে ভাসে নয়নের জলে।

৮৩

বিবেক! নিশ্চয় আমি জেনেছি তোমায়,
কহিয়াছ উপদেশ মম কাণে কাণে;
তোমার গম্ভীর বাক্য করিয়া সহায়,
ফিরিব সংসারে পুনঃ, পশিব সংগ্রামে।
কাপুরুষ প্রায় কেন ত্যজিয়া জীবন,
দয়া ধর্ম্ম একেবারে দিব বিসর্জ্জন।

৪

কি ছার বিষয়চিন্তা, কি ছার সংসার,
কি ছার সম্ভোগ সুখ, অর্থই কি ছার!
মরিব কি তারি তরে, করি হাহাকার?
নিশ্চয় লঙ্ঘিব এই দুঃখপারাবার;
কি ভাবনা,—গেছে সুখ, ফিরিবে আবার;
কিবা চিন্তা,—আছে দুঃখ, রহিবে না আর।

৮৫

নাহি কি ধৈর্য্যের অস্ত্র হৃদয় ভাণ্ডারে ?
যুঝিব একাকী আমি, ত্যজিব না রণ।
দেখিব নিষ্ঠুর ভাগ্য কি করিতে পারে,
পাষাণে হৃদয় এই করিনু বন্ধন।
এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ,—
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন"।

পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী।

কবিতা পাঠ কালে স্থানে স্থানে অসঙ্গত বোধ হইতে পারে, এই জন্য এই কামিনী কে, প্রথমে তাহার কি অবস্থা ছিল, তাহা পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে বলিতে হইল। এই যুবতী কোন এক পার্ব্বতীয় প্রদেশের ভাগ্যবানের দুহিতা। তাহার শৈশব কালে জনক জননী অসভ্য জাতির অত্যাচার ভয়ে পলায়ন সময়ে অনাহারে মুমূর্ষুপ্রায় তৃতীয় বর্ষীয়া বালিকাকে অর্থ-প্রলোভনসহ এক জন কৃষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। পরে তাঁহাদের কি হইল, কেহই বলিতে পারে না। সকলের অনুভব, তাঁহারা অসভ্যদিগের খড়্গে নিহত হইয়াছিলেন। এই হতভাগিনী কৃষকগৃহে পালিতা। এক দিন এক যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের চিত্ত বিনিময় হয়। যুবক কৃষকের কাছে সবিশেষ অবগত হইয়া জানিতে পারিলেন, এই যুবতী তাঁহার পিতার পরম বন্ধুর কন্যা। পিতৃসমক্ষে আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। পিতা শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উভয়ের পরিণয় বিধান করিলেন। পরিণামে সেই পরিণয়-বৃক্ষের কি ফল ফলিয়াছিল, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া কবিতাটি পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

প্রত্যুত হতভাগিনী তাহার প্রকৃত জীবনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল।

(জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে গবাক্ষদ্বারে একজন
পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী।)

১

অনন্ত সমুদ্র প্রায় মানুষের মন!
নিরাশার ঝড় যবে প্রবাহিত হয়,
উৎক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, নীল তরঙ্গনিচয়
কে গণিতে পারে আহা! কে গণে কখন?
কে গণে কখন, যবে প্রভঞ্জন বলে
বাতাহত পাদপের ঝরে পত্রগণ?
নিদাঘবাতাসবেগে আকাশমণ্ডলে
বায়ুত্থিত বালিবৃন্দ, কে করে গণন?

২

অকস্মাৎ কি অনল পশিয়া অন্তরে,
পোড়াইল দুঃখিনী র প্রেমতরুবরে?
বহিছে বিচ্ছেদঝড় তাহে নিরন্তর,
ঝরিছে পত্রিকাবৃন্দ হৃদয়কন্দরে।
ফুটিতেছে শুষ্কপত্র কণ্টকের প্রায়,
প্রণয়-দুর্ব্বল, ক্লান্ত, বিষণ্ণ অন্তরে;
অচিরাৎ হবে তরু উন্মূলিত হায়!
ফাটিবে হৃদয়, প্রাণ যাইবে সত্বরে।

৩

কি কায পরাণে, যদি হারানু প্রণয়?
অবলার একমাত্র প্রণয় জীবন।

প্রণয় জীবনবৃন্ত, সংসারবন্ধন,—
ছিঁড়িয়াছে সে বন্ধন জেনেছি নিশ্চয়
তুষিত যে এ জীবন কুসুমের প্রায়,
শীতল স্নেহের জল বর্ষি অনিবার,
সে যদি সঁপিল তারে অনলশিখায়,
কে রাখিবে, কে সহিবে অবলার ভার?

৪

প্রাণনাথ! অবলারে কোন্ অপরাধে,
অতল বিস্মৃতিজলে করিলে মগন?
কমলকলিকা কালে করিয়া গ্রহণ,
প্রস্ফুটিত না হইতে, বল কি বিষাদে
তেয়াগিলে,—হায়! তব নিদারুণ মন?
শতেক পাষাণে বাঁধা হৃদয় তোমার,—
দুঃখিনীরে যে অনলে করেছ অর্পণ,
দিন দুই বই নাথ বাঁচিব না আর।

৫

মরি কিংবা বাঁচি নাথ! কি ক্ষতি তোমার?
শুকাইলে বাসি পদ্ম অলির কি দুখ?
কিন্তু হায়! না দেখিনু তব প্রেমমুখ
মৃত্যুকালে, এই দুঃখে কাঁদি অনিবার।
সেই দিন দুঃখিনীরে করিয়া চুম্বন,
চলি গেলে যবে, যদি বলিতে আমায়—
"বিদায় জন্মের মত," ভরিয়া নয়ন।
দেখিতাম মুখশশী ধরিয়া গলায়।

৬

সুনীল নয়ন পটে নয়নের জলে
লইতাম প্রতিবিম্ব; পরম যতনে

রাখিতাম সেই চিত্র হৃদয় সদনে,—
একটী নক্ষত্র যেন আকাশমণ্ডলে।
সেই মূর্ত্তি নিরখিয়া প্রতিমা সুন্দর
সৃজিতাম; মাখি তার অধরযুগল
কালকূট বিষে, নাথ! চুম্বি সে অধর
ত্যজিতাম এ পরাণ খাইয়া গরল।

দরিদ্রসম্ভবা আমি সামান্যা রূপসী,
ছিলাম প্রান্তরে ক্ষুদ্র কুসুমের প্রায়।
এইরূপ কোন চিন্তা দিবানিশি হায়!
দংশিত না কীটপ্রায় অন্তরেতে পশি।
সামান্য রূপেতে মুগ্ধ হইবে না মন,
জেনেছিলে যদি, তবে বল না আমায়
বনফুল রাজোদ্যানে করিয়া রোপণ,
কেন দহিতেছ তারে নিদাঘজ্বালায়?

ছিল যেই কুরঙ্গিণী নির্জ্জন কাননে,
আপন মনের সুখে শীতল ছায়ায়;
জলআশা দিয়ে এনে মৃগতৃষ্ণিকায়,
কেন অকারণে তারে বধিলে জীবন?
কাননকপোতী ছিল বসি তরুডালে;
দুর্লঙ্ঘ্য প্রণয়ফাঁদে বাঁধি বিহগীরে,
সোণার পিঞ্জরে রাখি, এ যৌবনকালে
ভুজঙ্গের দন্তে কেন সঁপিলে তাহারে?

৯

পিতা মম চিরদুখী জননী দুখিনী,
রূপেগুণে দীনা আমি, দুখিনী মহিলা;

পর্ণকুটীরের দ্বারে, সরলা, সুশীলা,
ছিলাম উজ্জ্বলি (যেন স্থলকমলিনী)
প্রাঙ্গণের মধ্যস্থল ; ভেবেছিনু মনে
দরিদ্র যুবক কেহ তুলিয়া আমায়
পরিবে কোমল কণ্ঠে, পরম যতনে
দুর্লভ রতন সম। তা হইলে হায় !

১৪

দুঃখিনীর এই দশা ঘটিত না আর ;
দহিত না দিবানিশি এচির অনলে ;
কপোল বিন্যাস করি দুই করতলে
কাঁদিতে হত না ; অশ্রু ঝরি অনিবার
ভিজিত না রজনীর রজতবসন।
শোভিতাম প্রাণেশের হৃদয়মণ্ডলে,
চন্দ্রের কিরণতলে শোভিছে যেমন
নিশির শিশিরবিন্দু শ্যাম দূর্ব্বাদলে।

১১

উষার মুকুটজ্যোতিঃ সুনীল গগনে
প্রকটিত হলে ; তৃণশয্যা তেয়াগিয়া,
উষার প্রসাদে নব জীবন লভিয়া,
মেষপাল লয়ে সুখে প্রাণপতি সনে
যাইতাম ধীরে ধীরে কোমল চরণে।
শীতল দক্ষিণানিল প্রভাতে প্রান্তরে
চলে যবে, নাহি নমে মন্দ পরশনে
তৃণদল, নমিত না মম পদভরে।

১২

ছাড়িয়া প্রান্তর প্রান্ত, চঞ্চল চরণে
অলক্ষিত পদক্ষেপে পর্ব্বতশিখরে

উঠিতাম সমীরণে পরাভব করে।
নিরখি হৃদয় মম নাচিতে সঘনে,
হাসিতেন পতি মম, বিকাশি দশনে
সরল প্রণয় হাসি ; প্রতিবিম্বচ্ছলে,
হাসিতে সে হাসি মম হৃদয় দর্পণে,
ঊষার রক্তিমা যথা সরসীর জলে।

১৩

বিদ্যুৎপ্রতিম আমি নিবিড় কাননে
পশিতাম, ভ্রমিতাম নাচিয়া নাচিয়া,
(কাননদুহিতা প্রায়, উল্লাসে মাতিয়া)
বনে বনে অঙ্কে অঙ্কে প্রাণেশের সনে।
দেখিতাম প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভা
ঈষদচঞ্চল মরি সুমন্দ অনিলে,
দূরে স্বচ্ছ নির্ঝরিণী শব্দ মনলোভা,
সুকোমল কলরবে জাগাত কোকিলে

১৪

গাইত কোকিলগণ সুললিত স্বরে ;
মিলাইয়া সেই স্বর "বউ কথা কহ"
গাইত শ্রবণে ঢালি মধুর আবহ,
হাসিতাম পতিমুখ চেয়ে লাজভরে।
কাননগায়ক, বনগায়কীর সনে
আরম্ভিত এক তানে রবির আরতি ;
নাচিত শিখিনী পুচ্ছ প্রসারি গগনে,
নাচিতাম দুই কর তুলিয়া তেমতি।

১৫

মনসুখে পতিপাশে বসি তরুতলে,
গাইয়া পঞ্চম স্বরে কোকিলার সনে

মোহিতাম বনরাজী ; প্রভাত গগনে
বিরাজিত সেই স্বর ; নির্ঝরিণীজলে
কল্লোলিত ; মর্ম্মরিত শ্যাম পত্রদলে।
কুসুমসৌরভ সহ বহিত পবন,
গাইতেন বনদেবী প্রতিধ্বনি ছলে—
কুরঙ্গ ভাঙ্গিতে নৃত্য করিয়া শ্রবণ।

১৬

বাজিত অমৃতপ্রায় প্রাণেশের কাণে,
কহিতেন প্রেমভাবে ধরিয়া আমায়—
"শুনি লো সঙ্গীত তোর অমৃতধারায়
নীরবিল পিকবর ; নীরবে বিমানে
উঠিলেন দিনমণি ত্যজিয়া উষারে ;
নীরবে কুসুমকলি ফুটিল কাননে ;
নীরবে ভাসিছে দেখ নয়ন আসারে
স্থিরনেত্রা কুরঙ্গিণী, অয়ি সুলোচনে !"

১৭

মধুময়ী প্রেমকথা শুনি পতিমুখে,
পুলকে নাচিত প্রেম-পূরিত হৃদয়,
বিকাশি অধরে আহা ! চারু শোভাময়
মধুর ঈষদ্ হাসি। প্রাণেশের বুকে,
—গলিয়া লজ্জায়, সুখে ধরিয়া গলায়,—
রাখিতাম মুখশশী। বহিত মলয়
চুম্বিয়া কুসুমকুঞ্জ, প্রভাত সময়ে,
চুম্বিতেন প্রাণনাথ আদরে আমায়।

১৮

খুলিত স্বর্গের দ্বার। বহিত অন্তরে
কি সুখের স্রোত আহা! বলিব কেমনে?
সেই তুঙ্গ শৃঙ্গে, সেই নির্জ্জন কাননে,
সেই তরুতলে, সেই প্রভাকরকরে,
নাই সেই সুখ। হেন মনে লয়,
তুচ্ছ করি রাজ্যভোগ, তুচ্ছ করি ধন,
যদি পাই প্রিয়তম পতির প্রণয়ে,
সরল বিমল সেই প্রণয়চুম্বন।

১৯

ক্রমশঃ বাড়িত বেলা; ফিরিয়া কুটীরে,
কলসী লইয়া কক্ষে, সমানবয়সী
যত সঙ্গিনীর সঙ্গে, যেতেম সরসী-
তীরে, মানস-সরসে যেন ধীরে ধীরে
কনক হংসিনী—মালা। হাসিতে হাসিতে
কহিতাম, শুনিতাম, কত শত কথা!
করিতাম জল-ক্রীড়া, নীল সলিলেতে
শোভিতাম নীলাকাশে তারাগণ যথা।

২০

রন্ধন-শালায় সুখে, অঞ্চল পাতিয়া
ধরাতলে শুইতাম, বিমুক্ত বসনে;
গাইতাম শূন্য মনে, শূন্য দরশনে,
বঁধুর প্রণয়-গীত, অন্তর খুলিয়া।
অন্যমনা দেখি মোরে নিবিত অনল,
ধূমেতে আঁধারি মম যুগল নয়ন;
জ্বালাইতে পুনর্ব্বার, নয়নের জল
ঝরিত, শুকাতো সেই অনলে তখন।

২১

কভু যদি মনোদুঃখে, অবনত মুখে
বসিতাম, নিরখিয়া অবনীর পানে ;
প্রাণের পুতলী মম, কোমল সন্তানে
মাথা তুলি, "মা মা" বলি মাথা দিয়া বুকে,
কোমল মধুর স্বরে ডাকিত যখন ;
কিংবা যবে প্রাণপতি গলায় ধরিয়া
কহিতেন "কেন প্রিয়ে ! মলিন বদন ?"
সুখের সাগরে আহা ! যেতেম ভাসিয়া

২২

কল্পনে ! এ চিত্র কেন করি প্রদর্শন,
বাড়াইছ দুঃখিনীর বিরহসন্তাপ ?
তৃষ্ণায় কাতরা আমি, আমায় এ পাপ
মরীচিকা দেখাইয়া, বধ কি কারণ ?
অন্ধকারে পথ-হারা যেই অভাগিনী,
ভৌতিক আলোকে কেন, প্রতারিছ তারে ?
দুঃখের সময়ে কহি সুখের কাহিনী,
অনুতাপানলে কেন দহিছ আমারে ?

২৩

আমি অভাগিনী, এই নিশীথ সময়ে,
গবাক্ষের কাষ্ঠোপরি রাখিয়া বদন,
করিতেছি মনোদুঃখে নীরবে রোদন ;
বিষাদস্রোতের বেগে বিদরে হৃদয়।
এই পৃথিবীতে আহা ! কে আছে আমার
মুছিবে নয়নে মম, নয়নের জল ?
প্রেমভরে তুলি মুখ, চুম্বি বারংবার
বাঁচাইবে এই শুষ্ক অধর যুগল ?

২৪

প্রাণনাথ ! অশ্রুবারি পড়ি ধরাতলে,
শোভিছে শিশিরসম দূর্ব্বার আগায়।
আর কত বিন্দু নাহি পড়িতে ধরায়,
কোথায় উড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের বলে
যাইতেছে নাহি জানি ; হেন মনে লয়
পতির উদ্দেশে তারা করিছে গমন।
নিরেট পাষাণময় যাঁহার হৃদয়,
নয়নের জলে সে কি দ্রবিবে কখন ?

২৫

কেমনে হৃদয়নাথ ! জীবনজীবন
ভুলিয়া রয়েছ এই দুঃখিনী তোমার ?
কেড়ে নিয়ে অবলার পরিণয়হার,
কেমনে বিস্মৃতি-জলে দিলে বিসর্জ্জন ?
কেমনে কাটিয়া দৃঢ় উদ্বাহ-বন্ধন
শুকাইলে দুঃখিনীর সুখ-প্রবাহিণী ?
কেমনে ভুলিলে তব বিগত জীবন,
বিগত প্রমোদক্রীড়া, প্রণয়কাহিনী ?

২৬

এক দিন, হায় নাথ ! পড়ে কি হে মনে
সেই দিনে ? এক দিন নির্ঝরিণীপাশে,
যথায় নির্গত বারি তৃষিতে সন্তাষে
ভাসায়ে প্রণালি-শিলা স্ফটিকজীবনে,
বসিয়াছিলাম নাথ ! শীতল ছায়ায় ;
মধ্যাহ্নরবির করে, সলিলশীকর
পতিত হইতে ছিল ইন্দ্রধনু প্রায়,
বিকাশি কিরণছটা, মরি, কি সুন্দর !

২৭

প্রখর ভানুর করে তাপিত অবনি।
মণ্ডিত আতপতাপে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
অদূরে জ্বলিতেছিল ধাঁধিয়া নয়ন,
বিহঙ্গ বসিয়া ডালে নীরবে অমনি
কেবল বায়সগণ কথন কথন
কাতরে ডাকিতেছিল তৃষ্ণাভগ্নস্বরে ;
গাভিগণ তরুতলে মুদিয়া নয়ন,
রোমন্থ করিতেছিল ক্লান্ত-কলেবরে।

২৮

সর্ সর্ স্বরে শান্ত নির্ঝরসলিল
পতিত হইতেছিল রজত-ধারায়।
ফাল্গুনে পল্লবে পূর্ণ অটবীছায়ায়,
তীব্রতাপে ভীত মন্দ মধ্যাহ্ন অনিল
বেড়াইতেছিল ধীরে, চুম্বি পত্রদল,
নাচাইয়া ছিন্ন বেণী অলকাকুন্তল,
দোলাইয়া কর্ণদোল, কলিকাকমল,
উড়াইয়া ধীরে ধীরে সুচারু অঞ্চল।

২৯

শিলাতলে বসে সুখে, বালনিবন্ধন
অনাবৃত দেহ-লতা নবমুকুলিত,
অতি মুকুলিত নহে, নহে বিকসিত,—
প্রাণনাথ! সে মূর্ত্তি কি হয় না স্মরণ?
মধুর অস্ফুট স্বরে, গাইতে গাইতে,
অন্যমনে, অধোমুখে, কুসুমের হার
গাঁথিতেছিলাম নাথ! হরষিত চিতে,
সেই চিত্র, এই চিত্র, দেখ একবার।

৩০

কেমনে না জানি হায়! বিধির বিধান,
কোথা হতে আচম্বিতে পান্থ এক জন,
বলিল মধুর স্বরে, মোহিয়া শ্রবণ—
"সুন্দরি! তৃষিত পান্থে কর জলদান"।
চমকি, চমকে যথা সুপ্ত কুরঙ্গিণী
শুনিয়া, শিয়রে ব্যাধবংশীর সঙ্গীত,
চাহিনু কুক্ষণে হায়! আমি অভাগিনী,
পথিক নয়নপথে, হইল পতিত।

৩১

কে সে পান্থ, প্রাণনাথ! পড়ে কি হে মনে?
পড়ে কি হে মনে সেই নবীনা রমণী?
দ্বাদশ বৎসর গত, তবু অভাগিনী
তুলিতে চিত্রিতে পারে; নিরখে নয়নে
সেই চিত্র; পারে নাথ! বলিতে এখন
করে গণে কত দিন হইয়াছে গত।
সেই দিন প্রবেশিলে জীবনের ধন,
অবলার হৃদয়েতে ভুজঙ্গের মত।

৩২

আর এক দিন নাথ!—সেই দিন হায়!
পড়ে যবে মনে, এই বিষণ্ণ অন্তর
হাসে যথা হাসে শান্ত সুনীল সাগর,
ভাসে যবে পূর্ণশশী শারদ নিশায়,—
"অপ্সরাপর্ব্বত" শিরে শিলার উপরে,
চক্রাকারে বেষ্টি যারে ঝাউ শীত রত,
দাঁড়াইয়া এই চিত্ত-মোহিনী শিখরে,
দূর হতে শোভা পায় কিরীটের মত,

৩৩

অঞ্চল পাতিয়া সুখে করিয়া শয়ন ;
বালিশ দক্ষিণবাহু ; শান্ত দু নয়নে
চেয়ে আছি এক দৃষ্টে একতান মনে।
অস্ত যায় দিনমণি, লোহিত বরণ
বিতরি অলক্ত কান্তি পশ্চিম গগনে ;
কনককিরীটি শিরে পাদপনিচয়
প্রণমিছে প্রভাকরে সায়াহ্নপবনে ;
হাসিছে প্রকৃতি মরি ! চারু শোভাময়।

৩৪

সুদূরে তরঙ্গ-মালা, বঙ্গ-পারাবারে
তুলিয়া তরল শিরঃ, নীল কলেবর,
দেখিছে কেমনে অস্ত যায় প্রভাকর ;—
সে নীল সলিল-লীলা কে বর্ণিতে পারে ?
অদূরে সুবর্ণরেখা শান্ত স্রোতস্বতী,
সন্ধ্যালোকে শোভে যেন রজতের হার ;
শোভে তীরে তরুরাজী শ্যামরূপবতী ;
ভাসে নীরে ক্ষুদ্রতরী পক্ষীর আকার।

৩৫

গাভিগণ অগণন চরিতেছে মাঠে ;
ছুটিতেছে বৎসগণ উচ্চ পুচ্ছ করে ;
নীড় অন্বেষণে এবে দিগ্‌-দিগন্তরে
উড়িতেছে পক্ষিগণ ; সরোবরঘাটে
শোভিতেছে দীনহীনা কুলনারীগণ,—
কলসী কোমল কক্ষে, বক্র কলেবর ;
বহিতেছে ধীরে ধীরে সন্ধ্যাসমীরণ,—
কাঁপে লতা, কাঁপে পাতা, কাঁপে সরোবর।

৩৬

মরালের কলরব, বিহঙ্গকূজন,
তরুতলে শূন্যমনে রাখালের গীত,
বালকের ক্রীড়া-ধ্বনি, শৈশবসঙ্গীত,
গ্রামবাসি-কোলাহল, সাগর-গর্জ্জন,—
দূরবহ সন্ধ্যানিলে মধুর হইয়া,
বিমোহিত করিতেছে শ্রবণবিবর ;
একতানে ঝাউগণ স্বনিয়া স্বনিয়া
গাইতেছে সুললিত সঙ্গীত সুন্দর।

৩৭

দেখিয়া শুনিয়া হলো উচাটন মন ;
ঢাকিল ভাবনা-মেঘে হৃদয়-আকাশ ;
বহিল পাষাণভেদী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ;
হইল পদ্মিনী-প্রায় মলিন বদন।
দুই এক অশ্রু বিন্দু পাষাণে ঝরিয়া
শোভিল পঙ্কজভ্রষ্টনীহার পাতায় ;
কি ভাবনা ? কেন অশ্রু ? কাহার লাগিয়া ?
আছে কিহে মনে নাথ ! বলেছি তোমায় ?

৩৮

মনোদুঃখে আলাপিয়া মধুর মূলতান,
গাইতেছি উচ্চস্বরে মুদিত নয়ন ;
ভাবিতেছি হবে মম অরণ্যে রোদন,
শুনিছে নির্ব্বাক তরু নিরেট পাষাণ।
নীরবিনু যবে ধীরে সাঙ্গিয়া সঙ্গীত,
ফুটিল কপালে এক সুখদ চুম্বন,
মেলিনু নয়ন ভয়ে হয়ে চমকিত,
যে মূর্ত্তি ভাবিতেছিনু দেখিনু তখন।

৩৯

উঠিতে দুর্ব্বল-ভাবে করে ভর করি
অমনি দু হাতে নাথ ! ধরিলে আমায় ;
তব বাম অংসোপরে, গলিয়া লজ্জায়,
রাখিনু বদন মম, মরি মনে করি !
শিহরিল অঙ্গ মম, চঞ্চল হৃদয়
নাচিতে লাগিল দ্রুত না জানি কারণ ;
নিশ্বাস হইতে ছিল সেই তালে লয় ;
নীরবে নয়ন-নীর, হইল পতন।

৪০

পাষাণের পানে প্রাণ ! ছিলাম চাহিয়া,—
তখন তা জানি নাই, জানিনু এখন ;
পাষাণে নয়ন মম না হলে পতন,
নাহি কাঁদিতাম এবে বিষাদে মজিয়া।
প্রাণনাথ ! প্রেমভরে চিবুক ধরিয়া
করিলে "প্রেয়সি !" বলি প্রিয় সম্বোধন ;
চাহিনু সজলনেত্রে, ঈষৎ হাসিয়া,
রুমালে অমনি নাথ ! মুছিলে নয়ন।

৪১

সেই শিলাতলে বসি, সেই সন্ধ্যালোকে,
মোহিয়া মোহন স্বরে মহিলার মন,
বলেছিলে কত কথা, হয় কি স্মরণ ?
স্মরিলে সে সব কথা, পাসরিয়া শোকে,
পাসরিয়া নাথ ! তব নিষ্ঠুর যন্ত্রণা,
আনন্দে অচল হয় অন্তর আমার।
ইচ্ছা হয় ত্যজি এই ধনবিড়ম্বনা,
ম্লান বেশে শিলাতলে বসিগে আবার।

৪২

রাজার নন্দিনী সেই রাজার গৃহিণী,
জানিত কি বনবাস, ললাট-লিখন ?
জানিত কি নিরাশায় যাইবে জীবন ?
আয়েষা অবলাকুলে চির অভাগিনী ?
শ্মশানে কাটিতে হায় ! নেবে প্রাণপতি,
জানিত কি তপস্বিনী কপালকুণ্ডলা ?
দুঃখিনীর পরিণামে এই হবে গতি,
জানিত কি প্রাণনাথ ! অবোধ অবলা ?

৪৩

এত যত্নে পত্নী-ভাবে করিয়া গ্রহণ,
কোন দোষে বিসর্জ্জিলে বিস্মৃতি অনলে ?
অবলাজীবনতরি, প্রেমসিন্ধুজলে
ভাসাইয়া কেন নাথ ! করিলে গমন ?
যদি দাসী কোন দোষে দোষী ও চরণে,
আমূল ছুরিকা কেন বসালে না বুকে ?
তা হলে তো অনুতাপ অনন্ত দংশনে
দহিত না, যাইত না, আজীবন দুঃখে।

৪৪

বিদ্বান্ আদর্শ তুমি ; বীর-অলঙ্কার ;
সঙ্গীত-সুধার সিন্ধু ; শিল্পির সোহাগ ;
দয়ার দক্ষিণ-হস্ত ; দেশ অনুরাগ
প্রজ্বলিত ছিল নাথ ! হৃদয়ে তোমার
যশের আকর তুমি ; গাম্ভীর্য্যে জলধি ;
পরদুঃখে দুঃখী মন আর্দ্র নিরন্তর ;
স্নেহ-জলে নেত্রদ্বয় সিক্ত নিরবধি,
গৌরবব্যঞ্জক তব ললাট সুন্দর।

৪৫

পবিত্র ঈশ্বর প্রীতিপূর্ণ কলেবর
পুলকে পূর্ণিত হতো, যবে একাসনে
চন্দ্রালোকে বসি ছাতে অবিচল মনে
উপাসনা করিতাম, তাপিত অন্তর
দহি অনুতাপানলে ; সলিলশীকর
পতিত করিত তব নব নয়নযুগল ;
গাইতে গম্ভীর স্বরে, সঙ্গীত সুন্দর,
আনন্দে অন্তর তব হইত অচল।

৪৬

কেমনে সে ধর্ম্মজ্যোতিঃ পাপ অন্ধকারে
নিবাইলে প্রাণেশ্বর ! বল না আমায় ?
কেমনে ভুলিয়া সেই জীবনসখায়,
ডুবিলে জঘন্য এই পাপ পারাবারে ?
পবিত্র প্রণয়রূপা ধর্ম্ম-প্রণয়িনী,
পরিণয়-পাশে যারে করেছ বন্ধন,—
কেমনে ত্যজিয়া সেই জনমদুঃখিনী,
ভুজঙ্গিনী প্রেমে নাথ ! হইলে মগন ?

৪৭

ছিল না কি বারি মম প্রেম-সরোবরে ?
নিবিত না তৃষ্ণা কি হে সুশীতল নীরে ?
ত্যজি এ নির্ম্মল জল, ত্যজি দুঃখিনীরে,
কেন ঝাঁপ দিলে হায় ! পাপের সাগরে ?
যৌবন ভাণ্ডারে নাথ ! রূপের রতন
ছিল না কি ? ছিল না কি মাধুরী তাহায়—
চিত্তমুগ্ধকরী শক্তি ? তবে কি কারণ
সঁপিলে জীবন মন পাপের শিখায় ?

৪৮

প্রণয় অমূল্য নিধি সতীর সম্পদ ;
রাখে পতিপ্রাণা নারী পরম যতনে,
প্রদানিতে প্রিয়তম পতির চরণে,—
সতীত্বমৃণালে প্রেম, ফুল্ল কোকনদ।
পরিণয়কালে কলি হ'য়ে বিকশিত,
পরিমল দান করে যাবত জীবন ;
দেবের দুর্ল্লভ আহা! অমরবাঞ্ছিত,—
পারে কি পাপিনী দিতে এমন রতন ?

৪৯

বিকচ কমল আশে কোন মূঢ় জন,
ঝাঁপ দেয় বেগবতী স্রোতস্বতী-জলে ?
মধুলোভে মত্ত হয়ে ত্যজিয়ে কমলে,
ভুজঙ্গিনী ওষ্ঠাধর কে করে চুম্বন ?
সুশীতল জল লাগি তৃষিত হৃদয়ে,
বাড়ব অনলে বল, কে হয় মগন ?
বারাঙ্গনাহৃদয়েতে যে চাহে প্রণয়,
মৃগতৃষ্ণিকায় তার, নীর অন্বেষণ।

৫০

সোণার সংসার তব ডুবাইয়া জলে,
ত্যজিয়া অচল বৃদ্ধ জনক জননী,
ত্যজিয়া কনিষ্ঠা পতিবিহীনা ভগিনী,
কেমনে ভুলিলে সেই পাপিনীর ছলে ?
আজন্ম রোপিত তব প্রণয়ের লতা
কেমনে অকালে তারে করিয়া ছেদন ?
কেমনে পাষাণ মনে, ত্যজিয়া মমতা,
প্রেমের প্রতিমা তব দিলে বিসর্জ্জন ?

৫১

দিবানিশি কাঁদি নাথ ! বসিয়া বিরলে,
পশিনা সস্মিতমুখে সঙ্গিনী-সমাজে।
প্রবেশি কখন যদি, মরি খেদে, লাজে,
যারে চাহি বোধ হয় সেই যেন বলে
মনে মনে,—"ইনি কেন এলেন হেথায়,
পতিহারা কুবাতাস লাগাইতে গায় ?"
অমনি মলিন মুখে নিরখি ধরায়,
ঝরে নয়নের জল, না দেখি কোথায়।

৫২

খেলিত সতত যেই হাসি মনোহর,
প্রণয়পীযূষে মাখা, সুন্দর, সরল,
তরল সুবর্ণপ্রায়, নয়নযুগল
উজ্জ্বলিয়া নীলালোকে, রঞ্জিয়া অধর,
ঢেকেছে বিষাদ-মেঘে বদনমণ্ডল,
লুকায়েছে সেই হাসি ; জলদনয়ন
বর্ষিতেছে অনিবার, বরিষার জল ;
কেমনে বিদ্যুৎ হাসি ভাসিবে এখন ?

৫৩

তেয়াগিতে শরশয্যা নাহিক শকতি,
উঠিতে দুর্ব্বল দেহ কাঁপে থর থর,
দীন নেত্র, হীন চিত্ত, ক্ষীণ কলেবর,
নিদাঘ অনলে শুষ্ক লতিকা যেমতি।
মাটিতে রাখিয়া বুক, রাখিয়া বদন,
কহি বসুধার কাণে দুঃখ-সমাচার
সমুদ্র সমান মম মনেরাবেদন,
ধরা বিনা কে ধরিবে ? কে শুনিবে আর ?

৫৪

বয়সেতে শ্বেতকেশা শাশুড়ী আমার,
প্রাণের অধিক ভাল বাসেন আমায়;
নীরবে ভাসেন তিনি নয়নধারায়,
নিরখিয়া দুঃখিনীর মলিন আকার।
"মা মা" বলি অতি বৃদ্ধ শ্বশুর যখন
ডাকেন আমারে আহা! সকরুণ মনে;
দেখি অশ্রু' ঘোমটায় ঢাকিয়া বদন;
নয়নের বারি নাথ! নিবারি নয়নে।

(নিকটস্থ শয্যার প্রতি চাহিয়া)

৫৫

এই যে রয়েছে শুয়ে চির অনাথিনী
সহোদরা স্নেহনেত্রে নিরখে আমায়;
ভুলাইতে দুঃখ মম, ধরিয়া গলায়,
বলে কত শত কথা দিবস যামিনী।
প্রবোধ না মানে যদি আপনার মন,
দেবের অসাধ্য তারে, করে নিবারণ।
মানে কি জ্বলন্তানল তৈলাক্ত বসন?
নদী-স্রোত মানে কবে বালির বন্ধন?

৫৬

ছায়ারূপে থাকি সদা নিকটে আমার,
ডুবাইতে চাহে তার আনন্দ-হিল্লোলে
বিষাদ-লহরী মম। ধরিয়া কপোলে
একেবারে দিয়ে হাসি-সাগরে সাঁতার,
কত মত রঙ্গ করে; ভাবে মনে মনে
বিকাশিবে হাসিরাশি অধরে আমার;—
নির্ব্বাপিত দীপে যথা দীপ-পরশনে
পুনর্ব্বার হয় পূর্ণ আলোকসঞ্চার।

৫৭

কভু যদি অন্য মনে ভাসি নেত্রনীরে,
কাঁদি আমি, শূন্যপানে করি নিরীক্ষণ,
নিরখিয়া হায়! মম মলিন বদন,
দাঁড়াইয়া পাশে মাথা রাখিয়া প্রাচীরে
কাঁদে ধনী; ভাঙ্গে যবে জাগ্রৎস্বপন,
আপন বৈধব্যদশা সকাতরে কয়;
কি অধিক ক্লেশকর জানে নি এখন,
হতাশ বৈধব্য, কিবা নিরাশ প্রণয়।

৫৮

সখি! তুমি যে নিদ্রায় শায়িত এখন,
পোহাইলে বিভাবরী জাগিবে আবার;
কিন্তু যেই নিদ্রা আজি হইবে আমার,
শত বিভাবরী-শেষে হবে না চেতন:
প্রভাতে সুগন্ধবহ মন্দ সমীরণ
সঞ্জীবনী সুধারাশি করি বরিষণ,
কোকিল-কাকলি, কিবা বিহঙ্গ-কূজন,
ভাঙ্গিবে না নিদ্রা মম, তোমার যেমন।

৫৯

নাথের নিষ্ঠুর ভাব, বিরহযন্ত্রণা,
নিরাশ প্রণয়দুঃখ, চিন্তার দংশন,
দহিবে না, সহিব না এখন যেমন;
কিন্তু ছাড়িব না পতি প্রণয়বাসনা।
ধর্ম্ম-পরিণয়রূপ দুর্লঙ্ঘ্য বন্ধন
দিয়াছেন বিধি সখি! আদরে আমায়
অনন্ত জীবন আমি পাইব যখন,
অনন্ত বন্ধনে সখি! বাঁধিব সথায়

৬০

কালি "দিদি দিদি" বলি ডাকিবে যখন,
কাতরে "কি দিদি" আমি বলিব না আর ;
জীবনযামিনী আজি পোহাবে আমার,
ভাঙ্গিয়াছে প্রিয় সখি ! প্রণয়স্বপন ।
অরুণ খুলিবে যবে পূর্ব্বাশার দ্বার,
অনন্ত জীব-দ্বার খুলিব তখন ;
জানি আমি কত দুঃখ হইবে তোমার,
কিন্তু সখি ! কি করিব ললাট-লিখন ।

সখিরে !—

৬১

পরম আদরে, অন্তরে আমার,
রোপিণু প্রণয় লতা ,
বিষময় ফল, ফলিল এখন,
বাসনা হইল বৃথা ।
যুড়াতে জীবন, শীতল ছায়ায়
বসিনু মনের সুখে,
কে জানিত হায় ! কোটর হইতে
ভুজঙ্গ দংশিবে বুকে ?
সখিরে ! কি কব করম কথা ?
প্রণয় ভাবিয়া, পাষাণ হৃদয়ে
চাপিয়া, পাইনু ব্যথা ।
কুসুম-কলিকা, জিনিয়া বালিকা
ছিলাম যখন সই !
প্রণয় কেমন, জানি নাই আমি,
শৈশব আমোদ বই ।

মধুকর ভ্রমে, বিকাশিনু দল,
ভাসিয়া যৌবন জলে ;
নিদারুণ কীট, পশিয়া মরমে
শুকালো বিকচ-দলে।

সখি !—
যায় প্রাণ যায়, দংশন-জ্বালায়
বাঁচিনে পরাণে আর ;
জীবন-মৃণাল, এই ছুরিকায়,
কাটিব করেছি সার।
আমার লাগিয়া, কাঁদিওনা সখি !
ভাসিয়া নয়ন-জলে ;
কপাল-লিখন, কে মুছিতে পারে,
কে জিনে অদৃষ্টবলে ?
কেন অশ্রু তুমি, কর বিড়ম্বনা,
ভূতলে হও পতন ;
অভাগীর মুখ, বারেক নিরখি,
নিরখি প্রেমনয়ন।

সখি রে।—
কালি যদি পতি, ফিরেন আলয়ে,
বলিও তাঁহার কাণে ;
গত প্রেম স্মরি, হত দুঃখিনীরে
পবিত্রা প্রেয়সী জ্ঞানে ;
লইতে হৃদয়ে, তা হলে নিশ্চয়,
বাঁচিবে দুঃখিনী প্রাণে।
হৃদেশ-পরশে হৃদয়-সরসে,
ফুটিবে জীবন ফুল ;

চুম্বিলে অধর, অমৃত-সিঞ্চনে,
বাঁচিবে লতা নির্ম্মূল।
শ্বশুর শাশুড়ী, শোকের সাগরে,
ভাসিবে আমারি তরে;
নিকটে থাকিয়া, সতত শুশ্রূষা,
করিও পরমাদরে।
কোথায় জননি! বসে মা এখন,
দেখিছ দুহিতাদুঃখ;
কোথায় জনক, এস বাপধন,
নিরখি তোমার মুখ।
বহু দিন "বাবা" বলি নাই আমি,
আনি নি "মা" কথা মুখে;
দেহ অবরোধ, ঘুচিল এখন,
লও মা মেয়েরে বুকে।

সখি!—

যেই অভাগিনী, অনাথা বালিকা,
আমায় মা ব'লে ডাকে;
অলঙ্কার গুলি, দিও তারে সখি!
পালিও যতনে তাকে।

আর একটী কথা—

এই যে অঙ্গুরী, রহিয়াছে করে,
যে করে দিলেন পতি,
প্রেম-নিদর্শন, প্রথম-মিলনে,
রেখেছি করে তেমতি।
দেখিলে অঙ্গুরী, প্রাণেশের মনে,
পড়িবে বিগত কথা,

পাইবেন দুঃখ, কি কাজ, স্বজনি,
মনে তাঁর দিয়ে ব্যথা ?
রকতে লিখিয়া হৃদয়ে আমার
পতির পবিত্র নাম,
চিন্তা-দগ্ধ-হিয়া, চিতায় দহিও,
প্রণয়ের পরিণাম।

৬২

বিগত নিশীথে সখি ! শুয়েছি শয্যায়
তব পাশে, গবাক্ষের অনর্গল দ্বার
অতিক্রম করি ধীরে বহে অনিবার
নৈশ সমীরণ-স্রোত, ক্বচিৎ তাহার
কাঁপিছে অলকাবলী, কাঁপিছে অঞ্চল,
চেয়ে আছি এক দৃষ্টে আকাশের পানে,—
ভাসিতেছে পূর্ণশশী, নক্ষত্রমণ্ডল
কাঁপি চল-সমীরণে সুনীল বিমানে।

৬৩

নীরব নিদ্রিতা ধরা, হাসিছে রজনী
তরুগণ একেবারে সহস্র দর্পণে
দেখাইছে প্রতিবিম্ব কৌমুদীরঞ্জনে,
নাচিয়া উল্লাসে যথা নর্ত্তকী রমণী।
একটী বিমল জ্যোতি, গবাক্ষের দ্বারে
পতিত হইল সখি ! হৃদয়ে আমার,
যুড়াইতে বুঝি চিন্তা-দগ্ধ-অবলারে,
অমনি খুলিল সখি ! স্মৃতির দুয়ার।

৬৪

সুখের শৈশব কাল, কৈশোর প্রমোদ,
প্রেমের সঞ্চার সুখ, পতির মিলন,
সেই নির্ঝরিণীতীর, সেই সম্ভাষণ,
পর্ব্বত শিখরদেশ, পাষাণে আমোদ,
পরিণয়, ভালবাসা, দম্পতি-প্রণয়,
পতির বিচ্ছেদজ্বালা ছুরিকার প্রায়—
একে একে সব মনে হইল উদয়,
ঝরিল একটী অশ্রু না জানি কোথায়।

৬৫

কেন যে ঝরিল অশ্রু বলিতে না পারি।
কে বলিবে সুখ দুঃখ যুগলমিলনে
কি ভাব উদয় হলো দুঃখিনীর মনে?
কে ভুগেছে বিনে এই অভাগিনী নারী?
অবসন্ন হলো দেহ চিন্তার দাহনে,
আবেশে মুদিল সিক্ত নয়নযুগল,
আইলেন স্বপ্নদেবী হৃদয়-সদনে,
অমনি স্মৃতির দ্বারে পড়িল অর্গল।

৬৬

অপূর্ব্ব স্বপন সখি! দেখিনু তখন।
দেখিলাম এসেছেন প্রাণেশ আমার,—
সখি! সেই শান্তমূর্ত্তি মোহিনী আকার,
হয়েছে কঙ্কালশেষ বিকটদর্শন।
সাহসে দক্ষিণ কর, কাতর নয়নে
প্রসারিনু প্রিয়সখি! প্রাণেশ আমার
দিলেন ছুরিকা করে নিদারুণ মনে,—
দুঃখিনীর প্রণয়ের শেষ পুরস্কার।

৬৭

কম্পিত হৃদয়ে সখি ! খুলিনু নয়ন,
দেখিনু জলদাবৃত পূর্ণ শশধর।
শূন্যাসনে বসি মাতা তিমির-ভিতর,
—সজল নয়ন তাঁর মলিন বদন—
কহিলেন, "বাছা ! তোর এতেক যন্ত্রণা!
না পারি সহিতে আমি এক্ষেম হেথায়,
আয় বাছা, আয় ছাড় প্রণয় বাসনা"।
যাইতে চাহিনু, তুমি ধরিলে আমায়।

৬৮

আজিও জননী মম বসিয়া বিমানে,
ওই দেখ ডাকিছেন আদরে আমায়।
মুহূর্ত্তেক ক্ষম, ওমা, দুঃখিনী কন্যায়,
বারেক নিরখি এই দুঃখিনীর পানে।
যাই সখি ! যাই তবে ডাকিছেন মায়,
কেঁদো না আমার লাগি, মোর মাথা খাও,
গ্রাসিছে জীবন-শশী, কাল রাহুপ্রায়,
একটী সঙ্গীত সখি ! এই বেলা গাও।

(চক্ষু মুদিয়া)

৬৯

কোথায় অনাথনাথ ! পতিতপাবন !
দুঃখিনী অবলা বালা ডাকিছে তোমায় !
তুমি বিনা দুঃখিনীর নাহিক সহায়,
এস নাথ ! পাতিয়াছি হৃদয় আসন।
না জানি কি পাপে সহি এতেক যন্ত্রণা,
না জানি কি পাপে আজি ডুবিবু আবার ;

কিন্তু আজীবন মম ও পদবাসনা,
ও পদে যাইব নাথ! বাসনা আমার!

৭০

কোথায় প্রাণের পতি জীবনজীবন,
উদ্দেশে তোমার মুখ করিনু চুম্বন;
স্বপনে ছুরিকা নাথ! করেছ অর্পণ,
কাটিলাম ছুরিকায় জীবনবন্ধন।
শাণিত ছুরিকা দিয়া সুন্দর গ্রীবায়,
ছিন্ন স্বর্ণলতা আহা! হইল পতন।
নিঃসৃত শোণিতস্রোত, পড়িয়া শিখায়,
গৃহদীপ, প্রাণদীপ নিবিল তখন।

বিধবা কামিনী।

—:*:—

[কলিকাতা—১৮৬৪]

১

আসিয়াছি দেশান্তরে ছাড়িয়া তোমায়,
তথাপিও পুড়িতেছে এ পোড়া পরাণ।
কাঁদিছে নয়ন, কিন্তু নয়নধারায়
মনের অনল মম হয় না নির্ব্বাণ।

২

তুলিব না এ কমল ছিল যদি মনে,
প্রেমসরোবরে কেন দিলাম সাঁতার?
কেন সহি এত জ্বালা বিরহদংশনে?
কেন ছিঁড়িলাম আহা! মৃণাল তাহার?

৩

কে জানে চঞ্চল এত মানুষের মন!
দেখিতে দেখিতে হয় পরেতে মগন।
নাহি মানে পাত্রাপাত্র, অবস্থা কেমন,
ফুলমালা-ভ্রমে করে ভুজঙ্গ গ্রহণ।

৪

কে জানে মানস-বৃত্তি এত দুর্নিবার,
বুঝাইলে তবু নাহি বুঝে পাপ মন?
গোপনে, অজ্ঞাত, দুষ্ট করে অত্যাচার,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ করে আচরণ?

৫

ইচ্ছা হয় গত কথা হই বিস্মরণ,
সঁপি অনুতাপানলে বিগত বাসনা।
তবু স্মৃতি চিত্রপটে চিত্রিছে এখন,
যেই দৃষ্টি অনিবার বাড়ায় যন্ত্রণা।

৬

এখনও দেখি যেন নয়নের কাছে,
দীনভাবে, ম্লান মুখে, বসিয়া দুঃখিনী।
ভাবিতেছে এ সংসারে কার ভাবে বাঁচে
নীরবে বিরলে বসি, কাঁদে অনাথিনী।

৭

অশ্রুজলে ছল ছল নয়নের তারা,—
অকালে শিশিরে কেন সিক্ত কমলিনী
নীলোৎপল হতে ঝরে মুকুতার ধারা,
কাহার লাগিয়া আহা! দিবস-যামিনী

৮

মলিন বদন আহা ! মলিন বসন,
মলিন রূপের আভা মলিন বরণ,
চন্দ্রমুখ হইয়াছে কালির বরণ,
এতই নিষ্ঠুর কি হে বিধাতার মন !

৯

দেবের দুর্লভ এই কুসুম রতন,
মুনির মানস টলে ধরিতে গলায়।
দিন দিন বিমলিন শুকায় এখন,—
পশেছে অন্তরে কীট কে রাখে ইহায় ?

১০

অরণ্য-কুসুম-প্রায় ফুটিয়া কুস্থলে,
সৌরভে পূরেছে দেশ যৌবনের ভরে ;
নাহি অলি আর কেবা বিরাজিবে দলে,
অলি বিনা কমলের কে আদর করে ?

১১

নিশ্বাস মনের ভাব করিছে প্রকাশ,
কি ভাব সে দুঃখী বিনা কে বলিতে পারে ?
বহিছে সঘনে যেন নিদাঘবাতাস,
পুড়িয়া বাঁধুলীদল,—ধিক বিধাতারে !

১২

নিরাশার কাল মূর্ত্তি স্থাপিয়া অন্তরে,
অশ্রুজলে প্রক্ষালিছে তাহার চরণ।
সংসারের সুখ যত প্রদানে দু করে,
অবশেষে দিবে বুঝি আহুতি জীবন।

১৩

মুকুতা-যৌবন-হার দিয়ে তার গলে,
বলিতেছে—এস নাথ! এস প্রাণপতি
নিশ্চয় জীবন যদি যাইবে বিফলে,
তোমাকেই এই বেলা দিব প্রেমারতি।

১৪

দেশাচার রাক্ষসীর বিকট দর্শন,
দেখিয়া ভয়েতে কভু কহিছে কাঁদিয়া—
"নাহি কি সুহৃদ হেন এ তিন ভুবন,
বাঁচাইতে অভাগীরে রাক্ষসী নাশিয়া?"

১৫

এখনও দেখি যেন কাতর নয়নে,
দুঃখিনী চাহিয়া আছে এ দুঃখীর পানে
কথা নাহি মুখে, কিন্তু যুগল নয়নে
বলিছে, লজ্জায় যাহা মুখে নাহি আনে।

১৬

নিষ্ঠুর আমায় প্রিয়ে! ভেবো নাকো মনে
ভেবেছ কি দেখি তব সজল নয়ন,
কাঁদি নাহি বিরলেতে ভাবি মনে মনে?
এমত পাষাণ নহে পুরুষের মন।

১৭

তব চারু চন্দ্রানন দেখেছি যে দিন,
সেই দিন হতে মন আপনার নয়;
অন্তরের ভাব যত হয়েছে নবীন,
নবীন ভাবেতে দেখি ধরাতলময়।

১৮

কি নিশীথে, কি দিবসে, আলোকে আঁধারে,
তব প্রেমময়ী মূর্ত্তি করি দরশন ;
সদা দেখি ভাসিতেছে নয়ন আসারে,
শশিমুখে হাসি তব দেখিনা কখন।

১৯

বাম করে বাম গণ্ড করিয়া স্থাপন,
ভাবিতেছে এক মনে অবনত মুখ ;
অশ্রুপাতে করিতেছ ধরা বিদারণ,
পশিবে তাহাতে বুঝি নিবারিতে দুঃখ।

২০

অমনি কাতর ভাবে মুদি দু নয়ন,
মনে করি, হবে তাতে অন্তর অন্তর ;
না বুঝি মনের তবু প্রবৃত্তি কেমন,
সেই চিত্র স্মৃতিপটে দেখায় সত্বর।

২১

সরে না বচন আহা ! কি বলিব আর ?
কবি নহি মনোভাব চিত্রিব কথায় ;
নাহি সাধ্য খুলি এই হৃদয়ের দ্বার,
দেখাই কেমনে তুমি বিরাজ তথায়।

২২

ভুলেছি কি সেই বাণী শ্রবণমোহিনী,
বহিত মলয় যায় অনুরাগভরে,
তুচ্ছ করি কোকিলের সুমধুর ধ্বনি
হইত যাহার লয়, এ মুগ্ধ অন্তরে ?

২৩

এখনও বোধ হয় শুনি এ শ্রবণে,
রজতসম্ভবা ধ্বনি, অমৃত সমান,
কহিছে করুণ স্বরে, গলিত বচনে,—
"হে নির্দ্দয় এতই কি হৃদয় পাষাণ।"

২৪

নহি আমি অভাগিনি! নির্দ্দয়হৃদয়।
পাষাণহৃদয় যদি জেনেছ আমায়,
গলিয়াছে সে হৃদয়, দেখ এ সময়,
তব মূর্ত্তি রহিয়াছে অঙ্কিত তথায়।

২৫

দ্রবিয়া পাষাণ দেখ, নয়নের পথে,
ঝরিতেছে অনিবার যুগল ধারায়,
জলে যদি তব জ্বালা নিবে কোন মতে,
এস তবে, দিব প্রাণ বাঁচাতে তোমায়।

২৬

নিরাশ্রয় অবলার জীবনের তরী,
পড়ে দেশাচার ঝড়ে নিরাশা-সাগরে,
বিনা কর্ণধার আহা! বাঁচিবে কি করি,
নিশ্চয় ডুবিবে পূর্ণ-যৌবনের ভরে।

২৭

ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে ঝাঁপ দিতে জলে,
বাঁচাইতে প্রাণপণে করিয়া যতন;
কিন্তু মিথ্যা এই ঝড়ে পড়িলে অতলে,
কার্য্যসিদ্ধ না হইবে, যাইবে জীবন।

২৮

হা নাথ! তবে কি বালা দুঃখপারাবারে,
অসহায় অনাথিনী হইবে মগন?
হেন সাধু নাহি কি যে নিস্তারে ইহারে?
নয়নের শত ধারা করে বিমোচন?

২৯

আর কত দিন আহা! আর্য্য-সুতগণ,
ভুলিয়া থাকিবে পাপ-মোহের ছলনে?
কত দিন দেশাচার দুর্লঙ্ঘ্য বন্ধন,
পবিত্র মানিয়া তারা রাখিবে যতনে?

৩০

ইচ্ছা করে একবারে জ্ঞান অসি ধরি,
দাসত্ব-শৃঙ্খল একা করি বিমোচন;
কিন্তু আমি অসহায়, তাহে শত অরি,
একেশ্বর কে কোথায় জিনিয়াছে রণ?

৩১

তবে কি হইবে আর নিশীথ সময়ে
ভাসায়ে নয়নজলে কপোল, হৃদয়?
কি কায করিয়া মন পরদুঃখময়?
কার্য্যে যাহা পরিণত হইবার নয়?

৩২

তবে অয়ি অনাথিনি! সতৃষ্ণ নয়নে,
কৃতঘ্নের পানে মিছে চাহিও না আর;
পরস্পর রাখিও না, রাখিব না মনে,
হবে না আমার তুমি, হব না তোমার।

৩৩

প্রদোষ সময়ে তুমি দেখিবে না আর,
দাঁড়াইতে সেতুপাশে চিন্তিত অন্তরে,—
নিশ্বাসে অনলকণা করিতে বিস্তার,
নিরখিতে তব মূর্ত্তি জলের উপরে।

৩৪

বাড়াইতে নদীস্রোত নয়নধারায়,
দেখিবে না ; শুনিবে না কহিতে ধাতারে,—
"দীননাথ ! পতিহীনা, দীনা, নিরুপায়,
বারেক করুণা নেত্রে দেখ অবলারে"।

৩৫

কিংবা তরুতলে স্থির পুত্তলিকাপ্রায়,
নবীন তপস্বী তব দেখিবে না আর ;
কহিতে মনের ভাব জীবনসখায়,
অথবা ভাবিতে—"কিবা বিধি বিধাতার।"

৩৬

কিংবা বসি তব পাশে তাপিত হৃদয়ে,
লিখিতে মনের ভাব, দেখিবে না আর ;
চাহিতে তোমার পানে সময়ে সময়ে,
ভাসিতে নয়নজলে, দেখিবে না আর।

৩৭

কিন্তু মিছে ভূত ভাব করিয়া স্মরণ,
নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন।
যা দেখেছ, যা শুনেছ, হও বিস্মরণ ;—
ফুরাইল, যবনিকা এখানে পতন।

৩৮

যাই এবে—
বিধাতার বিড়ম্বনে মিলিনু দুজনে,
বিধাতার বিড়ম্বনে বিচ্ছেদ আবার ;
কাঁদাইতে অজানিত বন্ধু দুই জনে,
নিদারুণ বিধি বিনে এ কুবিধি কার।

৩৯

কেঁদেছি কাঁদিব আহা ! যাবত জীবন,
তব কথা যখনই হইবে স্মরণ ;
কিন্তু তুমি দেখিবে না আর সে রোদন,
সে অশ্রুতে তব অশ্রু হবে না পতন।

৪০

স্বপনেও জানি নাই দৈবাৎ মিলনে,
ফুটিবে কণ্টক তব কোমল হৃদয়ে ;
ফুটে থাকে যদি, তবে সকরুণ মনে,
ক্ষমিও, ক্ষমিব নিজে পাপিষ্ঠ নির্দ্দয়।

৪১

জানি আমি অয়ি মুগ্ধে ! দুরাশার লতা,
কুক্ষণে মানসক্ষেত্রে করেছ রোপণ ;
বিষময় ফল তাহে ফলিবে সর্ব্বথা,
জীবনের সুখ যত হবে বিসর্জ্জন।

৪২

দোষী আমি ; প্রায়শ্চিত্ত করিব স্বীকার।
একাকী যুঝিব আমি ত্যজিব না রণ ;
যদবধি হইবে না হত দেশাচার,
ভাসিব নয়ন-জলে ঊষার মতন।

৪৩

যাই তবে—কিন্তু আহা! রহ এক পল,
দেখিব বারেক ম্লান বদন তোমার;
দেখিব শিশিরসিক্ত বিকচ কমল,
বারেক দেখিয়া পুনঃ দেখিব না আর।

৪৪

যাও তুমি হে সুভগে! হৃদয় ছাড়িয়া
অভাগার এ যাতনা বাড়ায়ো না আর;
জন্মেছ কাঁদিতে তুমি মরিবে কাঁদিয়া
আমা হতে শশিমুখি! হবে না উদ্ধার।

৪৫

আলো স্মৃতি! আর কেন? নয়ন-আসারে,
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, চিত্রেছ যে ছবি,
অতল বিস্মৃতি-জলে ডুবাও তাহারে,—
দেখিব না আর তারে সাক্ষী শশী রবি!

৪৬

আর কেন অনুতাপ গৃধিনীর প্রায়,
খাইছে অন্তর মম মানে না বারণ?
কিসে নাথ! পাপিষ্ঠের এ জ্বালা যুড়ায়?
"যুড়াইবে", কবি কহে "হও বিস্মরণ"।

চট্টগ্রামের সৌভাগ্য।

("কন্‌ভোকেশন" দর্শনানন্তর)

১

উঠ উঠ জন্ম ভূমি উঠ এক বার !
বসি অবনত মুখে, মজিয়া মনের দুখে,
বিরস বদনে মাতা কেঁদো না কো আর।
কি দুঃখে কাঁদিছ এত বল না আমায়,—
তব মুখ দেখি, বুক বিদরিয়া যায়।

২

বিগলিত অশ্রুধারা কর সংবরণ ;
মাথা তোল জন্ম ভূমি, বল মা ! আমায় তুমি,
এমন মলিন বেশ কিসের কারণ ?
মা ! তোমার অশ্রুবারি ঝরি অনিবার,
বহিতেছে "কর্ণফুলী" স্রোত দুর্নিবার।

৩

সৌভাগ্যের সিংহাসনে প্রফুল্ল বদনে,
সহোদরা ভগ্নীগণ, বিরাজিছে অনুক্ষণ,
নিরখিয়া ব্যথা কি গো জনমিল মনে ?
রমণী-সুলভ ঈর্ষ্যা প্রচণ্ড তপন,
তাহাতে কি মা ! তোমার দহিছে জীবন ?

৪

কিংবা হেরি সভ্যতার বিমল কিরণে,
হাসিতেছে ভগ্নীগণে,— যেমন কুমুদ বনে,
হাসে ফুল্ল কুমুদিনী কৌমুদী-মিলনে,—
পর্ব্বত বাঁধিয়া বুকে হইলে মগন,
বঙ্গ পারাবারে কি গো ত্যজিতে জীবন ?

৫

উঠ মাতঃ! চেয়ে দেখ মেলিয়া নয়ন,
সৌভাগ্যের দিনমণি চেয়ে দেখ মা জননি!
উজ্জ্বল করেছে তব শ্যামল বরণ।
ওই দেখ গিরিশৃঙ্গ নয়ন-রঞ্জন,
কনককিরীটে মরি! শোভিছে কেমন।

৬

প্রখর কিরণরাশি করিতে দর্শন,
তেজে যদি বরাননে! ধাঁধা লাগে ও নয়নে,
প্রতিবিম্ব সাগরেতে কর বিলোকন।
কি দুঃখে পর্ব্বত বুকে কাঁদিছ জননি,
পোহাইল দেখ তব বিষাদ-রজনী।

৭

এত দিনে আশা তব হল ফলবতী,
ভয়ানক সংস্কার, হইবেক ছারখার,
অজ্ঞান-তিমির নাহি পাইবে বসতি;
ধর্ম্মের আলোকে আলো হইবেক দেশ,
অন্তরে বাহিরে হবে সুখের আবেশ।

৮

জননি! সমস্ত বঙ্গে, তব যশঃধ্বনি
হইতেছে প্রতিমুখে, তুমি কেন মনোদুখে,
কাঁদিতেছ একাকিনী দিবসরজনী।
জনরবে শত মুখে তব গুণ কয়,
বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষে মা! তোমার জয়।

৯

কুসুমমুকুট যাহা রচিয়া যতনে
বিশ্ববিদ্যালয়-দেবী, ভারতীচরণ-সেবি,

অর্পিবেন এইবার শ্বেত বরাননে ;
সর্ব্বোপরে তাহে দেখ শোভে নিরমল,
মা ! তোমার প্রিয়তম "প্রসূন যুগল" । *

১০

যেমতি অদৃশ্য লক্ষ্য বিঁধি পার্থ বীর,
লভিয়া দ্রৌপদী সতী, আনন্দেতে মহামতি,
ভেটিলেন পঞ্চ জন চরণ কুন্তীর ,
তেমতি কুমারত্রয় লক্ষ্য সিদ্ধি করি,
আসিছেন সঙ্গে লয়ে কীর্ত্তি সহচরী ।

১১

এই দাদা !—মা ! তোমার প্রাণের "অখিল"
আসিছেন দেখ চেয়ে, উন্নতির ধ্বজা লয়ে,
যশের সৌরভ তাঁর বহিছে অনিল ।
কোলে তুলে লও তব প্রাণের কুমার,
যোড়করে মাগ মাতা কল্যাণ তাঁহার ।

১২

ভগীরথ ভাগীরথী এনে ধরাতলে,
উদ্ধারিল পিতৃগণে জাহ্নবীর পরশনে,
তেমতি এ পুত্রে তব তনয়বৎসলে !
বিদ্যার বিমল-স্রোত এনেছেন যবে,
অজ্ঞান-পঙ্কিল দেহ তব নাহি রবে ।

১৩

জান না কি অয়ি মাতঃ ! তব এ কুমার
সাহসে করিয়া ভর, লঙ্ঘি বঙ্গ-রত্নাকর,

---

* শ্রীযুত অখিলচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের প্রথম এম, এ, বি, এল, এবং গদবন্ধু দত্ত আর চন্দ্রকুমার রায় ১৮৬৮ সনের বি, এ, পরীক্ষাতে থম ও দ্বিতীয় হইয়াছিলেন ।

উন্নতির সূত্রপাত করেন তোমার ?
ছায়ারূপে তাঁর সঙ্গে যশের বসতি,
কপালে কমলা তাঁর কণ্ঠে সরস্বতী।

১৪

এস দাদা ! প্রীতি সহ নমে দীন জন,
এস হে দেশের তারা, তোমার আশ্রিত যারা,
সন্তোষ সকলে করি স্নেহ বিতরণ।
হৃদয়ে দয়ার উৎস করিয়া স্থাপন,
দীনের দীনতা-তাপ কর বিমোচন।

১৫

নাশিয়া তিমিররাশি অরুণ যেমন,
প্রকাশিলে পথ, রবি ধরিয়া ভীষণ ছবি,
আসেন আলোক পূর্ণ করিতে ভুবন,
তেমতি এ পুত্রে, পথ হইলে মোচন,
পশ্চাতে আসিছে দেখ, যুগল তপন।

১৬

আইস "জগতবন্ধু" দেশের গৌরব,
এস "চন্দ্র" প্রিয় ভাই, আনন্দের সীমা নাই,
দুঃখিনী মায়ের তোরা অমূল্য বিভব।
দশ দিক উজ্জ্বলিয়া এস ভ্রাতৃগণ,
নিরখিয়া জুড়াউক মায়ের জীবন।

১৭

নেত্র যদি থাকে তবে দেখ মা ! খুলিয়া,
যেই দুই জ্যোতিষ্মান, হৃদয়ে বিরাজমান,
প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে আছে নিরখিয়া,
মা তোমার পানে,—আহা ! দেখ এক বার,
শত শত দুঃখ মাতা ঘুচিবে তোমার।

১৮

ওই শুন! অতিক্রমি বঙ্গ পারাবার,
তাহাদের যশোধ্বনি, আসিছে গো মা জননি!
শুনিয়া পবিত্র হবে শ্রবণ তোমার।
অনন্ত সাগর গায় তাহাদের জয়,
কিবা গিরি, কি গহ্বর, প্রতিধ্বনিময়।

১৯

এস এস ভ্রাতৃগণ! প্রসারিয়া কর,
তোদের দুঃখিনী মায়, রয়েছে চাতক প্রায়,
তোদের করিয়া কোলে জুড়াতে অন্তর।
শৈশব সুহৃদ আমি, করহ গ্রহণ
অভাগার প্রীতিপূর্ণ স্নেহসম্ভাষণ।

২০

ভ্রাতৃগণ! আজি অতি সুখের সময়!
মনে বড় সাধ আছে, বসি তোমাদের কাছে,
গুটি কত মনকথা খুলিয়া হৃদয়,
শুনাইব, রেখো মনে যদি মনে লয়,—
বিমলআনন্দ-রসে ভিজিছে হৃদয়।

২১

কথা এই——
ঈশ্বরের কৃপাবলে সহোদরগণ!
পূরিয়াছে মনোরথ, পরিষ্কার আশাপথ,
জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ মনের নয়ন,
এ সময়ে এক বার কর নিরীক্ষণ,
জন্মভূমি দুঃখিনীর অবস্থা কেমন।

২২

এই দেখ এই খানে শত ভগ্নীগণ,
বিরহ-বিধুর কায়, শুষ্ক স্বর্ণলতা প্রায়,
পতিহীনা, অতি দীনা করিছে রোদন।
দেখি তাহাদের অশ্রু শুনি হাহাকার,
পাষাণ হৃদয় কার না হয় বিদার।

২৩

শত শত নবজাত কোমল কুমার,
বিধবা জননীগণ, পাষাণে বাঁধিয়া মন,
লোক অপবাদকুণ্ডে করি পরিহার
দয়া, ধর্ম্ম, মাতৃস্নেহ—নিষ্ঠুর এমন—
অনায়াসে বাছাদের বধিছে জীবন !

২৪

আবার এ দিকে দেখ কুলনারীগণ,
অজ্ঞান-তামসকূপে, নৃশংস পশুর রূপে,
ডুবিয়া অবলা আহা ! যাবত জীবন,
কামিনী-কোমল-কর অমৃত-সদন,
সে করে করেছে স্বীয় স্বামীর নিধন।

২৫

কুৎসিত উদ্বাহ-দোষে শতেক যুবতী,
মুকুতাযৌবন ধন, করিয়াছে সমর্পণ
অযোগ্য পাত্রের করে,—নিষ্ঠুর নিয়তি !
পবিত্র উদ্বাহসূত্র হয়েছে এখন,
অর্থগ্রাহী পিতৃদোষে বিষের বন্ধন।

২৬

বিষময়ী সুরা সখে ! কি বলিব হায় !
ভীষণ প্রবাহ প্রায়, দিন দিন বেড়ে যায়

বিদারিয়া জন্মভূমি বিস্তারিয়া কায়।
তটস্থ শৈলের ন্যায় কত পরিবার,
সবান্ধবে পড়ে তাহে হলো ছারখার।

২৭

ভয়ানক তান্ত্রিকতা! তুই পাপিয়সী,
কাল জলধর প্রায়, প্রসারিয়া ভীম কায়,
আবরিবি কত কাল সত্য ধর্ম্মশশী?
যত দিন এ রাক্ষসী না হবে নিধন,
কার সাধ্য সুরা-স্রোত করে নিবারণ।

২৮

দরিদ্রতা দাবানল ভীম-দরশন—
এ পাপ অনলে জ্বলি, জননীর আশাকলি,
শুকাইল কত শত, দেখ ভ্রাতৃগণ;
অর্থ-অপ্রতুলে কত দীন বাছাধন,
অজ্ঞান-আঁধারে বসি কাটিছে জীবন।

২৯

ভ্রাতৃগণ! ইহাদের কি হবে উপায়,
কেমনে অভাগাগণ, বিদ্যার বিনোদ বন,
অবস্থা-শৃঙ্খল-ছিঁড়ি প্রবেশিবে হায়!
দয়ার দক্ষিণ হস্ত করিয়া বিস্তার,
তোমাদের সঙ্গে কর তাদের উদ্ধার।

৩০

বিধবার অশ্রুধারা কর বিমোচন,
ধর্ম্মবলে তিন জন, করিয়া ভীষণ রণ,
দেশাচার রাক্ষসীর বধিলে জীবন,
কামিনীহৃদয় হবে জ্ঞানে আলোকিত,
সত্যের জ্যোতিতে হবে দেশ পুলকিত।

৩১

ঈশ্বরের পুত্র তোরা কারে তবে ডর,
সাজ সাজ ভ্রাতৃগণ! কর কর কর রণ,
উঠ'ক সত্যের ধ্বজা গগন উপর।
এ হেন সংগ্রামে যদি হারাও জীবন,
পূর্ণ আলোকেতে সুখে! পশিবে তখন।

৩২

কি ভয় কি ভয় তবে কি ভয় মানবে,
কি ভয় হারাতে প্রাণ, স্বদেশের পরিত্রাণ,
থাকে যদি পুরস্কার? কি কাজ বিভবে?
কি কাজ সংসারে যশে? ত্যজিব সকল,
কি ভয় নশ্বরে? আমি ঈশ্বরে সবল।

৩৩

আহা!——
কল্পনার শৃঙ্গোপরি বসিয়া এখানে,
অকস্মাৎ মনে লয়, অভিনব শোভাময়
দেখিতেছি জন্মভূমি। বিবিধ বিধানে,
সাজিয়াছে গিরিচয়, এ আর কেমন,
এমন অপূর্ব্ব শোভা দেখিনি কখন।

৩৪

বিধবার দেখিতেছি প্রফুল্ল বদন,
কামিনী বিদ্যায় রত, দরিদ্র-সন্তান যত,
পরেছে গলায় বিদ্যা অমূল্য-রতন
শিহরে শরীর মম হয়ে পুলকিত,
সুদূর সমাজে শুনি ব্রহ্মের সঙ্গীত

৩৫

ভুলিয়াছি আমি কি হে মায়ার স্বপনে?
অথবা ভবিতব্যতা, দূর ভবিষ্যৎ কথা,
কি হইবে, কি না হবে, বলিব কেমনে?
নহে কিছু অসম্ভব ফলিবে স্বপন,
বিশ্ববিদ্যালয়-বৃক্ষে ফলেছে যেমন।

ভগ্নাশ বিদেশী।

পোহাইল বিভাবরী; প্রকৃতি সুন্দরী
ধরেছেন কিবা বেশ, চিত্তমুগ্ধকরী!
পুলকে বিহঙ্গকুল বসিয়া কুলায়,
সঙ্গীত সুধায় মরি! জগৎ জাগায়
ভাসিছেন বসুন্ধরা আনন্দ-সাগরে,
কেবল অভাগা কেন বিষণ্ণ অন্তরে?
নিশিশেষে কেন এত বাড়িল যাতনা?
কেন বহে অশ্রুধারা, বল না কল্পনা?
বৎসরেক যে বাসনা জাগিত অন্তরে,
কাঁদিতাম, হাসিতাম, যাহা মনে করে,
সে আশা-কুসুমকলি শুকায়ে এবার,
ঝরিল দীনতা-তাপে কে রাখিবে আর?
কি সে আশা, কি বাসনা, বলিব কাহারে?
অভাগার মত দুঃখী কে আছে সংসারে?
জননীবিরহে যার দহিছে হৃদয়,
জন্ম ভূমি! নিদারুণ পাপিষ্ঠ নির্দ্দয়,
যদি কেহ থাকে আহা! আমার মতন,

সে বুঝিবে অভাগার যন্ত্রণা কেমন।
আশা ছিল অয়ি মাতঃ! বৎসর অন্তরে,
প্রতিবিম্ব নিরখিব দুর্লঙ্ঘ্য সাগরে।
মোহন শ্যামল মূর্ত্তি নয়নরঞ্জন,
নিরখিয়া জুড়াইব তাপিত জীবন।
বসি তব প্রেমক্রোড়ে ধরিয়া গলায়,
কাতর করুণ স্বরে বলিব তোমায়
দুঃখের কাহিনী যত; নয়ন-আসারে
চিত্র করি দেখাইব সকলি তোমারে।
খুলিয়া হৃদয় এই দুঃখের সদন,
দেখাব ভাগ্যের অস্ত্রে অঙ্কিত কেমন।
সাধ ছিল, আশাফুল ফুটিবে যখন,
তব রাঙা পায়ে সব করিব বর্ষণ।
সৌভাগ্যের সুমৃদুল কিরণ বিহনে,
শুকায়েছে সব আহা! বাঁচিবে কেমনে?
বিঁধিছে হৃদয় এবে কণ্টকের প্রায়,
দ্বিগুণ বাড়িছে দুঃখ তাদের জ্বালায়।
স্মৃতিপটে যেই সব প্রতিমা সুন্দর—
ভেবেছিনু একবার জুড়াব অন্তর,
নিরখিয়া সেই সব নয়নের কাছে—
এত দুঃখ সহে তারা বেঁচে কি মা আছে?
বলনা জননি! তুমি বল না আমায়?
কেমনে মা অভাগিনী দিবস কাটায়?
সুকুমার শিশুগণ স্বর্ণলতাপ্রায়,
বেঁচে আছে এত দিন কাহার ছায়ায়?
কুসুমযৌবনা ধনী বল না কেমনে

কাঁদিতেছে একাকিনী পতির বিহনে ?
কেমনে মলিন বেশে রন্ধনশালায়,
নিশ্বাসে অনলতাপ দ্বিগুণ বাড়ায় ?
বিরহ-উত্তপ্ত অশ্রু ঝরি অনিবার,
শুকায়েছে বুঝি যুগ্ম কপোল তাহার ?
নিরাশা-ভুজঙ্গ তার পশিয়া অন্তরে,
খাইছে হৃদয় বালা বাঁচিবে কি করে ?
আঁধার আলয়ে ব'সি দীনা হীনা বেশে,
সেও কি আমার মত কাঁদে নিশিশেষে ?
যে একটি তারা ছিল হৃদয়-আকাশে,
বিপদে আচ্ছন্ন দেখি মরিছে হুতাশে।
সহজে অবলাজাতি কোমলহৃদয়,
এত জ্বালা, কিসে বালা, অনিবার সয় ?
এত নিদারুণ কিহে বিধাতার মন ?
কোমল কলিকা করে অনলে দাহন ?
অয়ি স্মৃতি ! আর কেন ? মুদ' হু নয়ন,
হৃদয় ! এখানে তুমি হও বিদারণ।

আর কেন—

জীবনের সব সাধ ঘুচেছে আমার,
কালি যেন নাহি দেখি দিবস আবার।

আকাঙ্ক্ষা।

কোমল প্রণয়-বৃন্তে, কুসুম-যৌবনে,
ফুটিয়াছে যেই ফুল সাধ ছিল মনে,
নিরখিয়া জুড়াইব তৃষিত নয়ন,—
দেখিয়াছি, কিন্তু আশা হলো না পূরণ।

নাহি জানি কি কৌশলে বিধি বিচক্ষণ,
সৃজিলেন তব সেই চারু চন্দ্রানন ;
নয়ন ভরিয়া যত করি নিরীক্ষণ,
ইচ্ছা হয় আর বার করি দরশন।

কিন্তু মিছে আশা হায়! সরলে তোমার,
দেখিব কি প্রেমফুল্ল বদন আবার ?
আবার কি আশামত্ত নয়ন যুগল,
নিরখিবে প্রিয়ে! তব নেত্রনীলোৎপল ?

অভাগার ক্রোড়ে গণ্ড করিয়া স্থাপন,
স্মিতিবিকসিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ,
প্রেমবিগলিত স্বরে বলিবে কি আর,
মধুমাখা কথাগুলি শ্রবণে আমার ?
বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
নিবিবে কি দুঃখানল, জুড়াবে জীবন ?
এই রূপ কত আশা নক্ষত্র যেমন,
ফুটিবে নিশীথে হবে দিবসে নিধন।
সে সকল সুখ আহা! কপালে আমার,
ফলিবে না এ জন্মে ; তবে কেন আর,
চিত্র করি এই চিত্র, ভাসি অশ্রুজলে,
মরিয়া মনের দুঃখে বসিয়া বিরলে ?
কেন স্মৃতি-পথে তব, প্রণয়-তুলিতে,
চিত্র করি তারে, যারে দেখে আচম্বিতে
ভুলিয়াছ এত দিনে ; বল না কেমন,
তুমি কিলো অভাগারে ভুলনি এখন ?
মম দীন হীন মূর্ত্তি ভাসে কিলো আর
তব চিত্ত-সরোবরে, বল এক বার ?

সুখের সাগরে প্রিয়ে ! ডুবিয়া কখন
দেখ কি হে বিদেশীয় বন্ধু একজন !
দেখ কি না দেখ, কিন্তু আমি অনিবার,
নিরখি সরলে ! তব মোহিনী আকার।
সুনীল উজ্জ্বল দুই নয়ন তোমার,
মানস-সরসে মম দিতেছে সাঁতার।
কোমল কাঞ্চনকান্তি, রূপের কিরণ,
হাসিছে আলোকি মম হৃদয়-গগন।
মুকুতার হারে গাঁথা অধর যুগল,
সুন্দর গোলাপি রসে করে টলমল।
মধুর সরল হাসি সতত তথায়
বিরাজিছে যেন স্থির বিজলীর প্রায়।
এখনও দেখি যেন ধরিয়া গলায়,
প্রেমভরে কত কথা কহিছ আমায় !
দুলিছে সৌন্দর্য্য তব, স্মৃতির গলায়,
দোলে যথা নব লতা সহকার গায়।
কিন্তু আহা ! সে সকল করিয়া স্মরণ,
নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন ?
এক দিনতরে মাত্র দেখিয়াছি যারে,
খুলিয়া হৃদয়দ্বার, কি ফল তাহারে,
শুনাইয়া অভাগার মনের বেদন ?
সে আমার দুঃখে দুঃখী হবে কি কখন ?
যাই প্রিয়ে ! যত দিন থাকিবে জীবন,
প্রণয়-কমলাসনে করিয়া স্থাপন,
রাখিব তোমারে সখি ! হৃদয়ে আমার ;—
দুঃখী আমি, আর কিবা দিব পুরস্কার ?

প্রেম-বিকাশিত নেত্রে দেখেছ যখন,
হৃদয় তখন আমি করেছি অর্পণ।
মন প্রাণ অভাগার করিয়া হরণ
সুখে থাক বিধুমুখি! বিদায় এখন।
তুলিয়া কমল মুখ দেখ, এক বার,
মনে রেখো দুঃখী বলে বিদায় আবার!

প্রীতি-উপহার।

(কোন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে।)

সংসার সংসার নহে মরুভূমি প্রায়,
যতদিন প্রেমে তার শোভা না বাড়ায়
এত দিন এ অরণ্যে করিয়া ভ্রমণ,
স্থানে স্থানে মরীচিকা করি দরশন,
বেড়ে ছিল তৃষ্ণা তব—সুখের কারণ—
জুড়াও, পেয়েছ এবে অমৃত-সদন।
বিরহ-আঁধার-নিশি ঘুচিল এখন,
প্রেমপূর্ণ শশধর কর দরশন।
প্রণয়-কৌমুদীময় হলে চরাচর,
সকল প্রকৃতি তুমি দেখিবে সুন্দর।
মরুভূমি বলে আর হইবে না জ্ঞান
দুঃখের অনলে নাহি দহিবে পরাণ;
আর না বলিবে কভু দুঃখের আধার
সুখের মানবজন্ম, সুখের সংসার।
সকলি প্রতীত হবে নূতন নূতন
অন্তরে বাহিরে হবে সুধা বরিষণ।

যথা ছিল মরুভূমি হবে সরোবর
ফুটিবে কমল তাহে যুটিবে ভ্রমর।
গুণগুণ স্বরে অলি বলিবে তখন,
সকল সুখের মূল প্রণয়-রতন।
বিরহ-নিদাঘে আগে দহিত জীবন,
প্রণয়-বসন্ত এবে দেখিবে কেমন।
শুষ্ক তরুগণ হয়ে নবপল্লবিত,
সুন্দর শ্যামল রূপে মোহিতেছে চিত।
গাইতেছে প্রতিডালে মধু-সহচর,
কেবল প্রণয়-গীত দ্রবিয়া অন্তর।
তব শুষ্ক আশালতা, দেখিবে অন্তরে
দুলিছে মলয়ানিলে, কুসুমের ভরে।
আহা! এই চারু ছবি করি দরশন,
বলিবে কি এ সংসার দুঃখের সদন?
প্রাণনাথ! বলি তব হৃদয়ে যখন,
রাখিবেন প্রণয়িনী সুচন্দ্র-আনন;
নয়নে নয়নে যবে রহিবে চাহিয়া;
হানিবে কটাক্ষে যবে হাসিয়া হাসিয়া;
ক্ষণেকে আবেশে নেত্র মুদিয়া যখন,
বিতরিবে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন;
খুলিবে হৃদয়-দ্বার, স্বর্গের অর্গল,
প্রেমভরে হবে তব অন্তর অচল।
তখন হৃদয়ে রাখি হৃদয়ের ধন,
বলিবে কি এ সংসার দুঃখের ভবন?
সুখের জনম তব, সুখের জীবন,
লভিয়াছ নিরুপম রমণী রতন।

প্রলয় ঝড়ের শেষে, যদি অনায়াসে
ভূতলে নলিনী ফুটে, চন্দ্রমা আকাশে;
আজন্ম জ্বলিয়া যদি জ্বলন্ত অনলে,
এমন সরসী আহা! মিলে ভাগ্যবলে;—
সহিব তুমুল ঝড় বঙ্গ পারাবারে;
সমর্পিব এই দেহ জ্বলন্ত অঙ্গারে।
ডুবিব, ডুবিয়া যদি অতল সলিলে,
ভূতলে অতুল যাহা সে রতন মিলে।
ধনি! তুমি, সুখে থাক লয়ে এ রতন,
রতন সমান তারে করিও যতন।
আশার স্বপনে ভুলি বলো না কখন,
দুঃখের আবহ শুধু মানব-জীবন।
উদ্বাহ-বন্ধন-সূক্ষ্ম-সূত্র বিধাতার,
হউক তোমার পক্ষে কুসুমের হার!
এ বন্ধনে সুখে বাঁধা রবে চির দিন,
যুগল হৃদয় রেখো ঈশ্বর-অধীন।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

যখন নিরখি তব কোমল অধর,
বিমোহিত মন-অলি কাঁপে থর থর
কিন্তু তারে প্রবোধিয়ে করি নিবারণ,
কি কাজ সে সুখে, যাহা দুঃখের কারণ?
যুগল কমল-কলি, প্রণয়-কিরণে,
ফুটাইতে কর-বৃন্তে সাধ হয় মনে,
কিন্তু পুন ভাবি যদি হৃদয়ে তোমার,

এ পাপ পরশে হয় দুঃখের সঞ্চার।
এই ভয়ে মনোভাব মনেতে লুকায়,
যথা ক্ষুদ্র বারিবিম্ব সাগরে মিশায়।
যবে তব তীক্ষ্ণতর কটাক্ষ বিষম,
অন্তর অন্বেষি, পরে বিঁধে এ মরম,
আশা-পুলকিত মন নাচে বা কখন;
ভয়ে ভীত করে কভু অশ্রু বিসর্জ্জন।
তথাপিও বলি নাই তোমায় কখন,—
কি সুখ নিরখি তব সজল নয়ন?
যে অনল জ্বলিতেছে অন্তরে আমার,
বলি নাই বটে আমি কত জ্বালা তার,
বলিব না মনে ছিল কি করি এখন,
পাপ কিবা প্রেম কভু থাকে না গোপন।
আমার অজ্ঞাতে খুলি হৃদয়ের দ্বার,
দেখায়েছে শিখা তার, এ মন তোমার।
সেই আলোকেতে যদি, তোমার মতন,
দেখে থাক কোন মূর্ত্তি হও বিস্মরণ।
যদি তুমি কোন কথা করেছ শ্রবণ,
মনে কর সে কেবল নিশার স্বপন।
স্বরগ-সমান প্রিয়ে! হৃদয় তোমার
কি কাজ করিয়া তারে দুঃখের আধার?
ভাঙ্গিয়াছে আশানিদ্রা জানিয়াছি সার,
হবে না, হবে না তুমি, হবে না আমার।
উদ্বাহ-বন্ধনে (কিবা বিধি বিধাতার)
হবে না আমার তুমি, হব না তোমার।
তথাপিও চিরদিন প্রণয়-নিগড়ে,

বাঁধা রব দুই জন অন্তরে অন্তরে।
আর কেন? যবনিকা এখানে পতন,
সংসারের সুখসাধে দিনু বিসর্জ্জন।
যে গুপ্ত অনল জ্বলে অন্তরে এখন,
জ্বলুক জ্বলুক দিব আহুতি জীবন।
যা আছে কপালে এবে ঘটুক আমার,
তোমাকে এ পাপ তাপে দহিবে না আর।
আমার দুঃখের স্রোত করি বিমোচন,
ভাসাব না তব শান্ত সুখের সদন।
বরঞ্চ সুখের আশা, দুঃখের জীবন,
একেবারে এই স্রোতে দিব বিসর্জ্জন।
আর কেন? এলে সন্ধ্যা ফুটিলে বাঁধুলি,
চাহিবে না মুগ্ধ মন সুখ আশে ভুলি।
নহ দোষী, নহি দোষী, সাক্ষী মনমথ;
এখন বিদায় হই জনমের মত।
কলঙ্কে না ডরিলাম যাহার লাগিয়া,
দেশাচার হায় তারে নিল কি কাড়িয়া।
ছিঁড়িল বন্ধন যদি পড়িব এখন,
যথা নদীজলে উপকূলের পতন।
নিরাশ-ভুজঙ্গ এবে করুক দংশন,
সহিব অনন্ত জ্বালা যাবত জীবন।
তবু তুমি সুখে আছ করিলে শ্রবণ,
শব দেহে সব সবে, বিদায় এখন।

কল্পনা-বিমল-জলে,
প্রতিবিম্বে প্রতিপলে,
যেই তারা দেখিতাম হায়!

বিস্মৃতির অন্ধকারে, কেমনে লুকাই তারে,
অনুতাপ সহন না যায়।
নিরাশার কাল ছুরি হানিলাম বুকে,
যায় যায় যাক প্রাণ কাজ কি এ দুখে।

হতাশ।

১

অকস্মাৎ কেন আজি জলধর-প্রায়,
বিষাদে ঢাকিল মম হৃদয়-গগন ?
দুর্ব্বল মানসতরী, ছিল আশা ভর করি,
চিন্তার সাগরে কেন হইল মগন ?
দুঃখের অনলে বুঝি আবার জ্বালায়।

২

কেন কাঁদে মন আহা ! কে দিবে বলিয়া ?
কে জানে এ অভাগার মনের বেদন ?
অন্তরে আছেন যিনি, কেবল জানেন তিনি,
যে অনলে এ হৃদয় করিছে দাহন,
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ এ তাপ সহিয়া ?

৩

কেন কাঁদে মন আহা ! ভাবি মনে মনে,
অমনি মুদিয়া আঁখি নিরখি হৃদয়,
চিন্তার অনল তায়, জ্বলিতেছে চিতা প্রায়,
দীনতা পবনবেগে প্রবাহিত হয়,
দ্বিগুণ আগুণ জ্বলে বাঁচিব কেমনে ?

৪

অমানিশা কালে যথা শোভে নীলাম্বর
খচিত-মুকুতাহারে, তারার মালায়,
তেমতি এ অভাগার, হৃদয়েতে অনিবার,
শোভিত শতেক আশা, নক্ষত্রের প্রায় ;
আজি দেখি সকলই, হয়েছে অন্তর।

৫

বিষাদ-জলদ-রাশি, আসি আচম্বিতে,
ঢাকিয়াছে আশা যত, দেখা নাহি যায়,
দরিদ্রতা ভয়ঙ্কর, পিতৃশোক তদুপর,
কেবল জ্বলিছে ভীম দাবানল প্রায়
তারা সাজাইবে চিতা জীয়ন্তে দহিতে ?

একটী চিন্তা।

এস এস প্রিয় সখি কল্পনে ! আমার,
বহুদিন করি নাই আলাপ তোমার।
বারেক আইস প্রিয়ে ! ভ্রমি তব সনে,
নিরখি প্রকৃতিমূর্ত্তি মনের নয়নে।
কিন্তু আহা ! কে দেখিবে আমিও যেমন,
শোকবাষ্পে পরিপূর্ণ মনের নয়ন।
নীরবে কাঁদিছে মন বসিয়া বিরলে,
অন্তরবাহিনী স্রোত বহে অশ্রুজলে।
কত করি বুঝাইনু মানে না বারণ,
নিজে না বুঝিলে কেবা প্রবোধিবে মন ?
কে কবে বেঁধেছে মন ধৈর্য্যের শৃঙ্খলে ?

সদনে কে বাঁধিয়াছে জ্বলন্ত অনলে ?
তাহে স্মৃতি পাপিয়সী ধরিয়া দর্পণ,
বিগত-জীবন-চিত্র করে প্রদর্শন।
যখন আনন্দময়ী জননীর কোলে
নাচিতাম, হাসিতাম,আনন্দ-হিল্লোলে।
যবে সুখে, প্রিয়তম সঙ্গিগণ লয়ে,
নেচে নেচে বেড়াতাম পুলক হৃদয়ে।
বভু তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠি প্রফুল্লিত মনে,
দেখিতাম বিশ্বছবি সায়াহ্ন-পবনে।
দোলায়ে বসন্ত-লতা বহিত পবন,
মর্ম্মরিত পত্রকুল, জুড়া'ত জীবন।
গাইল বিহঙ্গকুল বসিয়া আবাসে,
গাইতাম, তোমা নাথ ! মনের উল্লাসে

দেখিতাম দূর নদী রবির প্রভায়,
জন্মভূমি-কণ্ঠমূলে স্বর্ণ-রেখা প্রায়।
অতি দূরে আম্রবন, স্রোতস্বতী তটে।
চিত্রবৎ দেখাইত আকাশের পটে।
যবে রবি শোভিতেন ভূধরকুন্তলে,
কিংবা যবে শশধর আকাশমণ্ডলে
হাসিতেন, হাসিতাম বসি নদীকূলে,
শিক্ষকের যত জ্বালা যাইতাম ভুলে।
নৈশ আকাশের মূর্ত্তি অমল সলিলে,
দেখিতাম কাঁপিতেছে মলয় অনিলে।
কত শত পূর্ণ শশী এলো-থেলো হয়ে,
বিরাজিত সুনীলাম্বু-সম্বিত-হৃদয়ে।
কল্লোলিত যবে নীল তরঙ্গিণীচয়,

নীরবে থাকিত কি হে এ পোড়া হৃদয় ?
তা নয়, খুলিয়া আহা ! হৃদয়ের দ্বার,
—দুই ধারে বিগলিত অশ্রু, দুই ধার,—
গাইতাম তোমা নাথ ! মনের হরষে,
স্মরিলে, এখনো মন গলে ভক্তিরসে।
হা নাথ ! সে দিন মম ফিরিবে কি আর ?
বসিবে কি নদীকূলে অভাগা আবার ?
এবে কাঁদিতেছি বসে দুঃখনদীকূলে,
সে সকল সুখ আমি গিয়াছি হে ভুলে।
সে সকল সঙ্গী নাই নিকটে আমার ;
আসিবে কি তারা কভু নিকটে আবার ?
কেন বা আসিবে ? আহা ! কে আসে এখন
অভাগার দীন ভাব করিয়া স্মরণ ?
যত দিন ধরে তরু ছায়া সুশোভিত,
কে না হয় ছায়া আশে তাহার আশ্রিত !
নিদাঘ অনলে তারে পোড়ায় যখন,
ছায়া আশে, তার কাছে, কে করে গমন ?
ভগ্ন উপকূল যবে হয় নিমগন,
কে যায় বল না তারে ধরিতে তখন ?
নাহি মম সৌভাগ্যের ছায়াপরিসর।
শমিপ্রায় হৃদে অগ্নি জ্বলে নিরন্তর।
নাহি সেই দিন মম, নাহি ধন জন,
কে আমারে বন্ধু বলে ডাকিবে এখন ?
হৃদয়ের বন্ধু যারা ছিলেন আমার,
আমার হৃদয়াকাশ করিয়া আঁধার,
অস্তপ্রায় ; নাহি আর তোষেন এখন,

করুণ-নয়নে নাহি করেন দর্শন।
হেন বন্ধু নাহি মম এই ধরাতলে,
ভাসিবে আমার দুঃখে নয়নের জলে।
“ভাই” বলে “দাদা” বলে ডাকিনু যে সবে,
গিয়াছে ছাড়িয়া তারা এ জীবিত শবে।
ওহে স্মৃতি! এ সকল দেখায়ো না আর,
কাঁদায়ে এ অভাগারে কি ফল তোমার?
অন্তরে রাখিয়া সব করহ যতন,
সুদিন হইলে তারা দিবে দরশন।
মরিয়া মরমে, জ্বলি চিন্তার অনলে,
যাইতাম সুখ আশে সুহৃদমণ্ডলে;
ভুলিতাম যত দুঃখ কথায় কথায়,
ইথেও বিধাতা বুঝি বিমুখ আমায়।
আমার জীবন-পথ করিয়া উজ্জ্বল,
যে কয়টি তারা ছিল উদিত কেবল,
দুর্ভাগ্য-জলদাবৃত দেখিয়া আমায়,
লুকায়েছে সব আর দেখা নাহি যায়।
হা বিধাতঃ! এতই কি ছিল তব মনে?
কিন্তু আহা! তোমারে বা দূষিব কেমনে?
সংসারের এই গতি যেখানে সেখানে,
দুরদৃষ্ট যার আহা! কে তাহারে মানে?
তবে কেন করি মিছে সংসার সংসার,
সংসারের নহি, নহে সংসার আমার।
হা নাথ! দুঃখীর সখা কেহ নাহি আর,
একই সুহৃদ তুমি জানিলাম সার।

কে বলিতে পারে ?

১

মানুষের অদৃষ্টের বিষম দুর্গমে
প্রবেশিয়া অনায়াসে কে বলিতে পারে
বিপদ ভুজঙ্গপ্রায়, গরলমণ্ডিত কায়
গরজিয়া আসিতেছে হায় ! অভাগারে
দহিতে জন্মের মত দংশিয়া মরমে ?

২

কিংবা অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-সুন্দরী,
সাজিয়া মোহিনী সাজে, ফুলমালা করে,
আসিতেছে ধীরে ধীরে, কনকমুকুট শিরে,
বরিতে আদরে, বরে যথা স্বয়ংবরে
সলাজে কুসুমহারে নারীকুলেশ্বরী।

৩

কে বলিতে পারে এই জীবন-সাগরে,
কখন উঠিবে ঝড় ভীম দুর্নিবার ;
বিপদনীলোর্ম্মিকুল, কাঁপাইয়ে উপকূল,
উঠিবে গগনপথে, ভেদি পারাবার ;
মগনিবে দেহতরী জলধি অন্তরে ?

৪

অথবা কখন পূর্ণ সৌভাগ্যের শশী
বিরাজিবে উজ্জলিয়া জলধি-হৃদয়,
চন্দ্রের কিরণতলে, হাসিবে তরঙ্গদলে,
চুম্বিয়া শতেক চন্দ্র সুধাসুধাময়,
বিনাশিবে দুঃখতম হৃদয়েতে পশি ?

৫

পাঠক !—
আজি তুমি অবনীর রাজরাজেশ্বর,
আসীন হীরকময় স্বর্ণসিংহাসনে,
ভাবিতেছ মনে মনে, সামান্য অভাব সনে,
হবে না সাক্ষাৎ তব এ মর জীবনে,
—প্রণয়, বিষয়, সুখে প্রফুল্ল অন্তর !

৬

জানিলাম মূঢ় তুমি আমার মতন
কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে ? সম্পদে, সংসারে ?
এই স্তূপাকারপ্রায়, একটী তরঙ্গ ঘায়,
কোথায় হইবে লয় কে বলিতে পারে ?
রাজার ভবন হবে বিজন কানন।

৭

কিংবা যদি নিরাশ্রয়, দীন অসহায়,—
কেন কাঁদিতেছ তুমি ভাসি অশ্রুনীরে ?
এই চিন্তা-বিষধরা, এই দুঃখ-বিভাবরী,
কত দিন রবে আর, পোহাবে অচিরে ;
দিবেন সুদিন, যিনি দিলেন আমায়।

নিরাশ প্রণয়।

১

ডুবিয়া সঙ্গীতসাগরে স্বজনি !
মজিয়া প্রণয়-পীযূষ-পানে,

লভিয়াছি সুখ দিবসরজনী,
প্রাণেশে পবিত্র প্রণয়-দানে !

২

বাসিতাম কত ভাল প্রাণেশ্বরে,
কেমনে বলিব ? স্মরিলে মনে,
জনমে যে ব্যথা তাপিত অন্তরে,
ঝরে অশ্রুধারা যুগল নয়নে।

৩

হৃদয়ের ভাব কথায় কেমনে,
প্রকাশিব বল স্বজনী-সকাশে ?
খেলে যে লহরী জলধিজীবনে,
সরসী সে লীলা কেমনে প্রকাশে ?

৪

ভালবাসা সখি সাগরের মত,
কত ভাব তাহে জনমে স্বজনি !
নহে যার মন পর-প্রাণ-গত,
কেমনে বুঝিবে সে সুখী রমণী !

৫

হৃদেশ কখন বিলম্বে আলয়ে,
আসিতেন যদি যামিনী-যোগে,
জাগিতাম নিশি, শঙ্কিত হৃদয়ে
হাসিতাম কভু স্বপন-সম্ভোগে।

৬

নিদ্রাভঙ্গে, যবে পাতায় পাতায়,
শুনিতাম নিশির শিশির-পাত,

বসিতাম মানে মজিয়া শয্যায়,
ভাবিতাম বুঝি এলো প্রাণনাথ।

৭

কপাটের পানে থাকিয়া থাকিয়া,
দেখিতাম সখি ! বঙ্কিম নয়নে।
থেকে থেকে পুনঃ শ্রবণ পাতিয়া,
শুনিতাম বাজে কি শব্দ শ্রবণে।

৮

প্রাতে সমীরণ চুম্বি পত্রদল,
বহিত স্বনিয়া স্বনিয়া শ্রবণে,
কাঁপিত কপাট, কাঁপিত অর্গল,
ভাবিতাম নাথ এলো সদনে।

৯

একদা এ ভাবে কাটিনু যামিনী,
বিষাদে সুদীর্ঘ, নাথবিহনে ;
নিরখিয়া উষা মধুর-হাসিনী,
বলিনু তাহারে লোহিত লোচনে।

১০

আপনি অবলা, হায় ! একি জ্বালা,
অবলার জ্বালা তবু জান না,
কেন হেন কালে জ্যোতি প্রকাশিলা,
বাড়াইলা মম মন-বেদনা ?

১১

আর কি হৃদেশ আসিবে আলয়ে,
আর কি পাব রে প্রাণেশে আমার ?

নিশিযোগে আঁহা! ছিনু যে আশয়ে,
নিবিল সে আশা, হৃদয় আঁধার।

১২

ছি ছি ছি ছি উষে! পাষাণ-কামিনী,
স্বজাতি-যন্ত্রণা কেমনে সহ,
পতি-পাশে কাটে যে নারী যামিনী,
তুমি এসে তার ঘটাও বিরহ।

১৩

অথবা তোমায় মিছে কেন বলি,
যেই সরোজিনী ছিল বিরহিণী,
মিলাইলে অলি, না ফুটিতে কলি,
নিজ-কর্ম্ম-দোষে আমি দুঃখিনী।

১৪

নিশি হলো শেষ, উদিল দিনেশ,
জ্বলিল হৃদয়ে বিরহ-শিখা;
ম্লান কুমুদিনী এলো না প্রাণেশ,
কাঁদিল পিঞ্জরে শুক শারিকা।

১৫

কি ভাবে স্বজনি! কাটাইনু দিন,
জানকী যেমন অশোক-বনে,
শুকাইল মুখ, হইল মলিন,
কি বিষম ব্যথা জনমিল মনে।

১৬

চিত্রিয়া প্রাণেশে প্রণয় তুলিতে,
দেখাইনু চিত্রে বিচিত্র মান,

আবার সে ছবি চুম্বিতে চুম্বিতে,
নয়নের নীরে করাইনু স্নান।

১৭

অপরাহ্নে সখি! তাপিত হইয়া.
প্রবেশিনু মম প্রমোদবনে,
বহে সমীরণ স্বনিয়া স্বনিয়া,
বিকসিত-ফুল-সৌরভ সনে।

১৮

ভ্রমিতে ভ্রমিতে সরোবরতীরে,
গেলাম স্বজনি! মানসভ্রমে;
দেখিলাম রবি সরসীর নীরে,
করিতেছে ক্রীড়া বিলাসবিভ্রমে।

১৯

প্রাণেশের রূপ মনসরোবরে,
চকিতে ভাসিল; ফিরাতে নয়ন,
দেখিনু অমনি মম প্রাণেশ্বরে,
তরুতলে বসে বিষাদিত মন।

২০

নিস্পন্দ শরীর, নয়ন স্থির,
অদৃশ্য জনে দৃষ্টি শূন্যপথে,
ঝরে ধীরে ধীরে নয়নের নীর,
গত মন যেন কোথা মনোরথে।

২১

দাঁড়ানু আড়ালে—দাঁড়াইনু পাশে—
দাঁড়াইনু সখি! নাথের সম্মুখে—

দিনু করে কর প্রেম অভিলাষে,
তবু কথা নাহি সরিল মুখে।

২২

এক বার, দু বার, সখি! বহুবার—
"প্রাণেশ! হৃদেশ! নাথ! প্রাণেশ্বর!"
ডাকিনু সলাজে হায়! বারংবার,
তবু চিত্ত-ভ্রম হলো না অন্তর।

২৩

ধরিয়া গলায় চুম্বিনু অধর;
চমকিয়া নাথ ধরিয়া হৃদয়ে,
কহিলেন সখি! সকাতর স্বর,—
"আমাদের প্রতি বিধাতা নির্দ্দয়,

২৪

"তব পরিণয় হইয়াছে স্থির,
মম সনে নহে" ক্ষণেক নীরব,
"বিড়ম্বনা প্রিয়ে! দারুণ বিধির,
আজন্ম বাসনা ঘুচিল সব।"

২৫

ঘুরিল কানন, তরু, সরোবর,
ঘুরিল রবি, পৃথিবী, আকাশ,
বাত্যাহত যেন ছিন্ন তরুবর,
"কি বলিলে প্রাণ! একি সর্ব্বনাশ।"

২৬

বলিয়া, অমনি প্রাণেশের ক্রোড়ে,
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িনু স্বজনি!

বাঁধা ছিল মন যেই আশা-ডোরে,
ডুবিল হৃদয় ছিঁড়িল অমনি।

২৭

অস্ত গেল রবি জলধির জলে,
অস্ত গেল প্রেম নিরাশা-সাগরে,
সেই দিন হতে সন্ন্যাসিনী ছলে,
করে কমণ্ডলু, পাষাণ অন্তরে।

সায়ং চিন্তা।

১

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
ডুবাতে দিবস-শ্রম বিস্মৃতি-সলিলে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে,
বাসনা, জুড়াতে স্রোতঃসম্ভূত অনিলে,
কার্য্য-ক্লান্ত কলেবর, সন্তাপিত মন।

২

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি সুন্দরী,
ললাটে সিন্দূরবিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিত প্রায়, সুবর্ণে মণ্ডিতকায়,
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনী।

৩

রঞ্জিত আকাশতলে, নীলতরঙ্গিণী
দেখাইছে প্রতিবিম্ব বিমল দর্পণে ;

ভাসে তাহে মেঘগণ, কাঁপে তরু অগণন,
নাচিছে হিল্লোলমালা মন্দ সমীরণে,
বহিতেছে গিরিমূল চুম্বিয়া তটিনী।

৪

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গনিচয় ;
সুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ ;
নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে,
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন,—
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয়।

৫

নাহি জানে অভাগার অবস্থা কেমন !
নহে ভারতের ভাগ্যে বিষণ্ণ অন্তর ;
কেবা রাজা, প্রজা কেবা, নাহি জানে রাজসেব
নাহি জানে অধীনতা কেমন নিগড়,
স্বাধীনতা কি রতন, ভাবে না কখন।

৬

স্বদেশের রাজনীতি, শাসনপ্রণালী,
কেবা রাজা, কিবা জাতি, কোথায় বসতি,
কেমনে ভারতে পশি, দাসত্বে করিল বশি
আর্য্য-সুত-বীর্য্য ভানু,পতঙ্গ যেমতি
ভস্মিল যবন লক্ষ্মী কি অনল জ্বালি।

৭

শিশুমতি এ সকল নাহি কিছু জ্ঞান,
নাহি ভাবে কিসে হবে দেশের মঙ্গল,

বিধবা কুটম্ব যারা, তাহাদের অশ্রুধারা।
নিরখিয়া কাঁদে বাছা প্রণয়বৎসল;
কিসে দুঃখ দূর হবে চিন্তে না বিধান।

৮

কেবা কৃষ্ণ, কেবা খৃষ্ট, কেবা রামমোহন,
ধর্ম্ম কার, কি প্রকার, কেন মতান্তর,
কিছুই না ভাবে না মনে, পুলকিত দরশনে
অপূর্ব্ব জগৎশোভা অতীব সুন্দর,
তথাপি অবোধ শিশু ধর্ম্মের জীবন।

৯

নাহি চাহে ধর্ম্মনীতি; কখন না যায়
কেশবের সঙ্কীর্ত্তনে, দেবেন্দ্রসমাজে,
করি নেত্র নিমীলন, করি অশ্রু বরিষণ
ডাকে না "দয়াল প্রভু"; কিংবা দিবা সাজে
তুলিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা পথে না বেড়ায়।

১০

ওই দেখ তরুতলে প্রফুল্ল হৃদয়ে
গাইতেছে উচ্চৈঃস্বরে না জানে কি গায়;
লতা পাতা জড় করি, কভু ভাঙ্গি পুনঃ গড়ি,
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়,
হায় রে শৈশবকাল সুখের সময়।

১১

চিন্তা কাল ভুজঙ্গিনী করে না দংশন;
নিরাশ-প্রণয়-দুঃখে, দহে না জীবন;
দুরাকাঙ্ক্ষা পারাবার, বিশাল লহরী তার,
খেলে না হৃদয়ে; আহা! জানে না এখন,
মানব-জনম তার, দাসত্ব-জীবন।

১২

হাস হাস হাস শিশু! নহে দিন দূর,
সংসার-সাগরপারে, বসিয়ে যখন,
বিষাদ-তরঙ্গমালা, গণিতে গণিতে কালা,
হইবে প্রফুল্ল মুখ; জানিবে তখন;
নির্ম্মল শৈশবক্রীড়া সুখের স্বপন।

১৩

আমিও ইহার মত ছিলাম নির্ম্মল.
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে,
আমার জীবন কলি, (দিতে সুখে জলাঞ্জলি)
কে ফুটা'ল, পোড়াইতে ভীম হুতাশনে?
কে সুখ-সাগরে মম, মিশা'ল গরল?

১৪

কেন বা ফুটিল মম, জ্ঞানের নয়ন,
কেনই বিবেক-শক্তি হলো বিকসিত,
উথলিতে অভাগার, শোকসিন্ধু অনিবার,
নিজ হীন অবস্থায় করিতে দুঃখিত,
কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব স্বপন।

১৫

পিঞ্জরে আবদ্ধ যেই বিহঙ্গশাবক,
যে বিধি ফুটায় তার যুগল নয়ন,
সে বিধি পাষাণ-মনে, ভারত-সন্তানগণে,
দিলেন জ্ঞানের নেত্র, দেখাতে কেমন
দাসত্ব-শৃঙ্খলভার, অবস্থা-নরক।

১৬

না জানি কি মন্ত্রে বিদ্যা করিল দীক্ষিত,
যত পড়ি তত বাড়ে মনের বিষাদ;

ততই অসুখ মনে, বাড়িতেছে প্রতিক্ষণে,
কেন পড়িলাম আহা ! একি পরমাদ !
ভাগ্যগুণে সকলি কি ঘটে বিপরীত ?

১৭

ভারতের ইতিহাস, শোকের সাগর,
কেন পড়িলাম ; আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয় ; আর্য্যবংশ-কীর্ত্তিচয়
কেন দেখিলাম, আহা ! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর ?

১৮

বল মা ভারতভূমি বল না আমায়,
কোথায় তোমার সেই বীর পুত্রগণ ?
যাহাদের কীর্ত্তিবলে, তব নাম ধরাতলে,
পূজ্যতম ছিল যেন অমরভবন,
সে সকল পুত্র তব বল না কোথায় ?

১৯

তাঁদের সন্তান কিগো আমরা সকল !
আমার দুর্ব্বল ক্ষীণ পাপিষ্ঠ হৃদয় !
জননি ভারত-ভূমি, বীর-প্রসবিনী তুমি,
কেমনে পুষিলে হেন ক্ষীণ জীবচয়,
শুকের কোঠরে যত সালিকের দল ?

২০

কোথায় তোমার সব দুর্লভ ভূষণ,
মুকুতা, প্রবাল, হীরা, সুবর্ণভাণ্ডার ?
কোথায় সে কহিনুর, কোথায় দরিয়ানুর,
কোথায় প্রাচীরমালা, আলোক-আগার,
রত্ন শিখি-রাজাসন কোথায় এখন ?

২১

কোথায় এ সব তব সোহাগের ধন ?
হরিয়াছে জেতৃগণ সকল সম্বল।
কেবল না পারে কাটি, হরিতে উর্ব্বরা মাটি,
আছে স্বর্ণ-প্রসূ ভূমি, আছে হিমাচল,
তাই মানচিত্রে নাম রয়েছে এখন।

২২

সৌভাগ্যের উচ্চতম রত্নসিংহাসনে,
বিরাজিত বীরদর্পে তব পুত্রগণ,
আমরা অভাগাগণ, হারাইয়া সিংহাসন,
হারাইয়া নৈসর্গিক স্বাধীনতা ধন,
কাঁদিতেছি অনিবার বিদেশি-চরণে।

২৩

রোদনধ্বনিতে যদি বিদারি গগন,
কাঁদে হিমাচল যদি কুমারী সহিত,
অতিক্রমি পারাবার, আমাদের হাহাকার
প্রতিধ্বনি করিবে না ইংলণ্ডে কখন,
অরণ্য-রোদন তাহা হইবে নিশ্চিত।

২৪

রে বিধাতঃ !
কি দোষে ভারতভূমি দোষী ও চরণে ?
কেন অভাগিনী সহে এতেক যন্ত্রণা,
ভারত নিশ্বাসে ভার, দিয়ে যাও সিন্ধুপার,
রাণী যিনি, কহ তাঁরে এসব যাতনা,
কাঁদিবেন দয়াবতী ভারত-রোদনে।

অপ্রকৃত স্বপ্ন।

।।দেশে, বিজনে, আহা! নির্ব্বাসিত প্রায়,
।দবস রজনী জ্বলি' বিরহ-জ্বালায়,
ভাসে যে অভাগা সদা নয়নধারায়,
কল্পনা পাপিনী তা'রে প্রতারিতে, হায়,
কতই মোহিনী মূর্ত্তি করে প্রদর্শন,
কতই কুহকে করে বিমোহিত মন।
কখন দুল্লঙ্ঘ্য সিন্ধু সুনীল লহরী,
বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী সুখে পরিহরি,'
চিন্তাদগ্ধ এই চিত্ত করিয়া হরণ,
স্বদেশে, স্বজন-কাছে, করে বিচরণ
বিরহে মলিন মম হৃদয়ের মণি,
মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতা, অভাগা ভগিনী,
কেমনে কাঁদি'ছে তা'রা মা মা মা বলিয়া,
কাতর নয়নে শূন্য-গৃহ নিরখিয়া!
একে একে সব চিত্র করি প্রদর্শন,
একেবারে শোক-শিখা করে উদ্দীপন।
কখন বা ছায়া-পথে নন্দন-কাননে
ল'য়ে যায় করে ধরি,' সঙ্গিনী কল্পনে।
পারিজাত পরিমল, অমৃত-সিঞ্চনে,
আমোদি'ছে বহি চির বসন্ত পবনে।
ত্রিদিব-সঙ্গীতে মোহে শ্রবণ-বিবর,
অমর উন্মত্ত যাহে, কিবা ছার নর?
ভুলিয়া পিতার শোক, জননী-বিয়োগ,
করে চিত্ত অনুভব অমর-সম্ভোগ!

কি বলিব গত নিশি মজিয়া চিন্তায়,
শুইলাম মনোদুঃখে কণ্টক-শয্যায়।
দক্ষিণে গবাক্ষ দ্বার করি, অনর্গল,
বহিতেছে মলয়ের স্রোত অবিরল।
একটি চন্দ্রের রশ্মি, ছাড়ি বাতায়ন,
পতিত হইল মম হৃদয়ে তখন।
মম দুঃখে শশধর হইয়া কাতর,
জুড়াইতে চিত্ত যেন বাড়া'লেন কর।
কতই ভাবনা মনে হইল উদয়,
ফুটিয়া কতই আশা পাইল বিলয়।
সরল-শৈশব ক্রীড়া কৈশোর প্রমোদ,
পিতার বিয়োগ—(আহা হ'ল কণ্ঠরোধ)
দরিদ্রতা-নিবন্ধন ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে,
জননী-বিরহানল, অভাগা ভ্রাতারে,
একে একে সব কথা হইল স্মরণ,
ভাবনায় ক্লান্ত নেত্র মুদিনু তখন।
স্বপনের যবনিকা হ'ল উদ্‌ঘাটন,
দেখিলাম দিব্য এক আনন্দ ভবন;
শোভি'ছে ঝলসি' নেত্র রঙ্গভূমি প্রায়,
আমোদ-লহরী তাহে ছুটিয়া বেড়ায়।
আমোদে খেলি'ছে শিশু হাসিয়া হাসিয়া,
আমোদে জ্বলি'ছে আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া;
আনন্দে কাচের শার্সি প্রতিবিম্ব তা'র
দেখাই'ছে থেকে থেকে; বাহিরে আবার
হাসিতেছে চন্দ্রালোক নব দূর্ব্বাদলে;
হাসে ধরা ঢাকি' মুখ কৌমুদী-অঞ্চলে;

প্রাঙ্গণেতে ঝাউগণ স্বনিয়া স্বনিয়া
গৃহস্থে কল্যাণ করে আনন্দে মাতিয়া।
যুগল রমণীমূর্ত্তি বিজলীর প্রায়,
প্রবেশিল রঙ্গভূমে, রূপের আভায়
লজ্জায় প্রদীপালোক হইল মলিন,
প্রভাকর করে যথা শশধরে দীন।
সুশ্যামল জ্যোতিঃপূর্ণ কোন ভাগ্যবান,
ধরাতলে নাহি বুঝি তাঁহার সমান,
বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীর করেতে ধরিয়া,
আনিলেন সগৌরবে ; ধনুক ভাঙ্গিয়া
নৃপতি সমাজে, যথা জানকী-জীবন
আনিলেক জনকের দুহিতা রতন।
প্রাণেশের করে কর জানকী সুন্দরী
লাজে অবনত মুখ অঞ্চল আবরি,
হাসিলেন প্রিয়তম গৌরবের ভরে
হাসিলেন এ রমণী প্রফুল্ল অন্তরে।
আবার নবীনা প্রতি করি নিরীক্ষণ,
অপরূপ রূপকান্তি বসন ভূষণ,—
মাতৃস্নেহপূর্ণ হাসি হাসিয়া আবার,
নয়নপল্লব ধীরে নামিল তাঁহার।
প্রাচীরের কাছে স্বর্ণ প্রতিমার প্রায়
দাঁড়াইয়া, জগন্মাতা জিনিয়া উমায়!
নিরখিয়া চিত্রভ্রম জন্মিল অন্তরে,
ভাবিলাম গৃহস্বামী বুঝি শ্রদ্ধাভরে
চিত্রিয়াছে প্রাচীরেতে প্রেমের বরণে,
পূর্ণলক্ষ্মী প্রতিমূর্ত্তি এ মর ভবনে।

মায়ের মমতাপূর্ণ বদন তাঁহার,
ইচ্ছা হ'ল, নিরখিয়া ডাকি বারংবার
মা মা বলি ; একেবারে হই বিস্মরণ
অভাগার মাতৃশোক, জুড়াই জীবন !
অমনি দুঃখিনী মায়ে হইল স্মরণ,
নীরবে নয়ন-নীর হইল পতন।
শোকেতে কাতর হ'য়ে নবীনার পানে
দেখিলাম, যেন শশী বিরাজে বিমানে,
বিরাজি'ছে রূপবতী নবদুর্গা প্রায়,
বারেক দেখিলে মূর্ত্তি নয়ন জুড়ায়।
কোমল কনককান্তি, প্রসন্ন বদন ;
উজ্জলিল দর্শকের হৃদয়-গগন।
কৌলিন্য-কালিমা কিন্তু পড়িয়া তথায়,
বিধাতার নিদারুণ হৃদয় জানায়।
রূপরাশি প্রতিবিম্ব পড়িয়া নয়নে,
শোভিতেছে নেত্র শুভ্র সুনীল বরণে।
পূর্ণচন্দ্র কররাশি জলদমালায়
শরদে যেমন শুভ্র বর্ণ শোভা পায়।
কিংবা যথা মরকত সুবর্ণ পাতায়
পরস্পরে সমধিক সৌন্দর্য্য বাড়ায়।
পরিধান পেশোয়াজ, খচিত কাঁচলি,
নীলাম্বর শোভা পায় বরণ উজ্জলি' ;
কারুকার্য্য, দীপালোকে সহস্র নয়ন
প্রকাশিয়া, দেখিতেছে অতুল বরণ।
নবীন প্রণয়বশে নয়ন চপল
হাসি'ছে হাসিতে পূর্ণ অধর যুগল।

তরল সে হাসি, আহা! সতত তথায়
বিরাজি'ছে যেন স্থির বিজলীর প্রায়।
আবার সে মুখশশী গম্ভীর কখন,
ঝড়-প্রতীক্ষায় যথা জলধি-জীবন!
সরলে তুলিয়া মুখ, সরল নয়নে
চাহিল সরলভাবে, বিকাশি', দশনে
সরল সুন্দর হাসি; এ চিত্ত-দর্পণে
প্রতিবিম্ব ছলে হাঁসি হাসিল তখনে;
চারি চক্ষু মুহূর্ত্তেক হইল মিলন,
আবেশে সে পদ্মনেত্র মুদিল তখন।
এই দৃষ্টি প্রবেশিয়া হৃদয়ে আমার,
খুলিল এ অভাগার স্মৃতির দুয়ার।
স্বদেশে—স্ববাশে মন উড়িল তখন,
প্রেমের প্রতিমা কত করিনু দর্শন।
কখন বা সহোদরা ভগ্নী চতুষ্টয়ে,
কভু মম অভাগিনী এ পোড়া হৃদয়ে
হইল উদয়, আহা। কি বলিব আর,
প্রণয়-পূরিত হ'ল হৃদয় আমার।
ঢাকিল ভাবনা মেঘে হৃদয় আকাশ,
ঘুরিতে লাগিল ধরা, গগন, আবাস।
অমনি রমণীদ্বয় কোমল চরণে
প্রবেশিল ধীরে ধীরে রজত-প্রাঙ্গণে।
বসুন্ধরা প্রেমভরে চুম্বিয়া চরণ,
বলিলেন ঝিল্লিরবে,—"সার্থক জীবন।"
কৌমুদী সস্নেহে কর করি' প্রসারণ,
উভয়েরে শান্তভাবে দিল আলিঙ্গন।

মলয় ঘোমটা খুলি' শর্ব্বরীসখায়
দেখাইল মুখচন্দ্র, মলিন লজ্জায়।
দেখিয়া পাদপচয় স্বন স্বন স্বরে
ধাতার কৌশল তা'রা গায় প্রেমভরে।
চলিলেন মা আমার কোমল চরণে,
যথা লক্ষ্মী তেয়াগিয়া জলধি-জীবনে।
চলিলা নবীনা গর্ব্বে যৌবনে মাতিয়া,
চলে যথা তরঙ্গিণী নাচিয়া নাচিয়া
চন্দ্রের কিরণতলে, সুনীল সাগরে,
বহে যবে সমীরণ শান্তবেগ ধ'রে।
চলিছেন মহামতি সম্মুখে সবার,
পত্নীভাবে প্রবীণায় দেখি বারংবার।
নবীনা পশ্চাতে চলে লহরী-চলনে,
সেই ধন্য এই যা'র কণ্ঠের ভূষণ।
প্রেম-সুখে বুঝি তা'র হৃদয় অচল,
না জানি কাহার এই পূর্ব্ব পুণ্যফল!
দেখিতে দেখিতে সব হ'ল অদর্শন;—
আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল তখন।
এমন প্রতিমা কি হে দেখিব আবার?
দেখি নাই এই জন্মে—দেখিব না আর
কি জাগ্রতে, কি নিদ্রায়, স্বপন-সময়ে,
এই দুই মূর্ত্তি মম জাগিবে হৃদয়ে।

মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক।

১

প্রভাকর অস্তকালে প্রকৃতি সুন্দরী
যেমতি মোহিনী সাজে জুড়ায় নয়ন,
মানব-জীবন-রবি দেহ পরিহরি
অস্তমিত প্রায় যবে, সংসার তেমন
বিমল অপূর্ব্ব শোভা করে প্রদর্শন।
অপলক নেত্রে আজি যেই দিকে চাই,
নিরখি প্রীতিতে পূর্ণ ভূতল গগন,
প্রীতিশূন্য কোন স্থান দেখিতে না পাই।

২

প্রেমের প্রতিমা পত্নী, প্রাণের সন্তান,
জননী আনন্দময়ী মায়ার আধার,
সন্তোষজনকমূর্ত্তি দয়ার নিদান,—
বোধ হয়, আজি যেন প্রেমপারাবার।
বিষাদকণ্টকাকীর্ণ যে পাপ সংসার,
কাটানু একটি জন্ম ভাসি নেত্রনীরে
যেই খানে, আজি একি রূপান্তর তার—
পবিত্র প্রীতির স্রোত পার্থিব মন্দিরে।

৩

শত্রু মিত্র আত্ম পর নাহি কিছু জ্ঞান,
নাহি জ্ঞান ছোট, বড়, দুর্ব্বল, দুর্জ্জয়,
জাতিভেদ, বর্ণভেদ, মান, অপমান;
বিষয়ের বিষ-চিন্তা জুড়ায়ে হৃদয়

নিবিয়াছে ; ঘুচিয়াছে মর-আশা ভয় ;—
বোধ হয়, বিশ্ব যেন প্রীতিপারাবার,
শোভিছে তরঙ্গপ্রায় মানবনিচয়,
ঐশিক সূত্রেতে গাঁথা প্রীতি-পুষ্পহার।

৪

কেন কাঁদ পিতঃ! তুমি শোকে ম্রিয়মাণ?
কেনই জননী মম করে হাহাকার?
কেনপ্রিয়তমে! পতি-প্রাণের সমান,
নীরবে ঝরিছে তব নয়ননীহার?
প্রবেশিব যে জীবনে প্রতিবিম্ব তার,
এত প্রীতিকর! আহা! না জানি কেমন
মধুরা যামিনী সেই, এই সন্ধ্যা যার
প্রীতিরসে জুড়াইল তাপিত জীবন।

৫

কেনবা পিতৃব্য তুমি বিষাদে মজিয়া,
যাইতে মঙ্গল রাজ্যে কর অমঙ্গল?
অবোধের মত বল কি হবে কাঁদিয়া,
মুছে ফেল বিগলিত নয়নের জল।
আনন্দে বিভুর গান গাও অবিরল,
এমন সুখের দিন হইবে না আর,
জান না কি বাঙ্গালির মরণ মঙ্গল,
খুলিবে আমার আজি স্বাধীনতাদ্বার।

৬

বৃদ্ধ তুমি, নাহি ধার সুশিক্ষার ধার;
দরিদ্রতা নিবন্ধন মনের নয়ন
হয় নাই প্রস্ফুটিত ; কি বলিব আর,
পূজাহ্নিক, ভোগ, নিদ্রা তোমার জীবন।

জঘন্য দাসত্ব পাঠ শিখেছ এমন,
উপাস্য দেবতা তব মানব সকল ;
শাকান্ন সম্বল তব ; অধীনতা ধন ;
অহঙ্কার, অলঙ্কার, দাসত্বশৃঙ্খল।

৭

কাহার ভারতবর্ষ ? এবে কার করে ?—
পড়িয়াছ রামায়ণ, পড়েছ ভারত,
আর্য্যবংশকীর্ত্তিগ্রাম শ্রবণবিবরে
পশেছে পবিত্র করি শ্রবণের পথ,
জেনেছ কি কাহাদের ছিল এ ভারত ?
কি কাজ জানিয়া ? আহা জানিয়া সকল
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে ভুলি স্বপ্নবৎ,
না জানিলে সুখ যদি জানিয়া কি ফল ?

৮

জন্মেনি তোমার পিতঃ ! এ সব কুজ্ঞান।
জ্ঞান নাহি বাঙ্গালির দুরদৃষ্ট হায় !
অপমান মনে কর পরম সম্মান,
তুমি কেন না মজিবে সংসারমায়ায় ?
যে কার্য্যে আমার বুক বিদরিয়া যায়,
সে সব তোমার কাছে কর্ত্তব্যে গণিত।
স্বদেশের সমাজের নাহি কোন দায়,
নহ নিজ অবস্থায় কিঞ্চিৎ দুঃখিত।

৯

সুশিক্ষিত বাঙ্গালির যতেক যন্ত্রণা,
অভাগার যে অনলে দহিছে হৃদয়,
কেমনে জানিবে তুমি কত বিড়ম্বনা
সহিয়াছি প্রতিদিন, প্রাণে নাহি সয়

অধীনতা অপমান, প্রাণে নাহি সয়
স্বজাতির হীনাবস্থা, কি বলিব হায় !
জাতীয় বিদ্বেষ-সর্প পাপী নৃশংসয়
দংশিছে, জ্বলিছে বুক দংশনজ্বালায়

১০

সভ্যতার রঙ্গভূমে, কল্পনা উদ্যানে,
বিদ্যার বিনোদ বনে, সর্ব্ব-অগ্রসর
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ ; সঙ্গীতে বিজ্ঞানে
অনুপম, অদ্বিতীয় সংগ্রাম ভিতর ;
শাস্ত্রে শস্ত্রে শৌর্য্যে যার ছিল না সোসর,
শিশু গ্রীষ, শিশু রোম, যার তুলনায়,
পার্থিব গৌরব এত অকিঞ্চিৎ কর,
সে জাতির শেষে এই দুরবস্থা হায় !

১১

সে দিনের ইংলণ্ড, কি ছার বড়াই !
ভারতে দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত,
পরাকাষ্ঠা পায় যবে, পঞ্চ ভাই
কুরুরক্তে কুরুক্ষেত্র করে প্রক্ষালিত,
সিজারের নেত্রপথে হয় নি পতিত,
অসভ্য ইংলণ্ড এবে—অদৃষ্ট এমন,
সে ভারত রসাতলে হয়েছে পতিত,
ইংলণ্ডের উন্নতির উচ্চ সিংহাসন।

১২

কিসে পিতঃ ! ভারতের হলো অধোগতি
রহিয়াছে পূর্ব্ববৎ হিমাদ্রি, সাগর।

বহিতেছে পূর্ব্ববৎ দেবী ভাগীরথী।
তবে যে গৌরব-রবি হইল অস্তর,—
নাহি সেই রাম, নাহি অযোধ্যানগর।
কোথায় সে বীরগণ, পণ্ডিতমণ্ডল,
কোথায় তাদের কীর্ত্তি গৌরব-আকর,
প্রতিধ্বনি মাত্র তার রয়েছে কেবল।

১৩

গেছে বীর্য্য, কিন্তু পিতঃ! জানিও নিশ্চয়,
ভারতবাসীর মন অমর অচল;
কালে, বলে, দ্বেষানলে মরিবার নয়।
যেই মানসিক শক্তি, যবন-কবল,
শত বৎসরের পাপ দাসত্বশৃঙ্খল,
সহিয়াছে অনায়াসে, সেই বৃত্তিচয়
এখনো রহেছে পিতঃ! তেমনি সবল,
ধরিবে সতেজ মূর্ত্তি পাইলে সময়।

১৪—১৮

*　　*　　*

*　　*　　*

১৯

চিত্রের এ দিক্ এই—দেখ দিগন্তরে,
আমাদের ভয়ানক অবস্থা কেমন।
স্বাধীনতা যেইরূপ পরিষ্কার করে
সমাজ-উন্নতি-পথ, ধর্ম্মও তেমন
আত্মার মুক্তির পথ করে উন্মোচন।
অনিত্য সংসারে ধর্ম্ম অমোঘ আশ্রয়,
সুদৃঢ় বিশ্বাস সেই ধর্ম্মের জীবন,
বিশ্বাস হৃদয় করে পরমেতে লয়।

২০

আশৈশব দৃঢ় ভক্তি পৌত্তলিকতায়
আছিল আমার, পিতঃ! জ্ঞানের নয়!
বিকসিত হলো যবে, শিহরিল কায়
ইহার বিকৃতভাব করি দরশন।
আশ্রয়পাদপচ্যুত লতার মতন
প্রত্যেক বাতাসভরে বিশ্বাস আমার
কাঁপিতে লাগিল; জ্ঞান আলোকে যেমন
মিশাইল অন্ধকার পূর্ব্ব সংস্কার।

২১

সম্মুখে দেখিনু দৃঢ় বিশ্বাস অচল
যুগল নির্ম্মল নদী, পবিত্র শীতল,
হয়েছে নিঃসৃত বেগে;—মানস চঞ্চল
দাঁড়াইয়া সন্ধিস্থলে ভাবিয়া বিকল।
সন্দিহান কর্ণধার বিবেক দুর্ব্বল।
এই বহে খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারিয়া কায়;
এই হাসে ব্রাহ্মধর্ম্মস্রোত নিরমল,
অবোধ বাঙ্গালি আহা! কোন স্রোতে যায়

২২

করিতেছি ইতস্ততঃ, অজ্ঞানে কেমনে
সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে করিনু প্রবেশ।
নীরস সন্দেহ-মরু-তাপিত জীবনে
প্রথম পরশে হলো সুখের আবেশ।

দেখিনু মানব জাতি ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষ,
হৃদয় একত্বভাবে হইল পূরিত;
দেখিনু সৃষ্টিতে স্রষ্টা পূর্ণ সমাবেশ,
মিশাইল আত্মা বিশ্ব আকাশ সহিত।

২৩

সহিয়াছি কত ঝড় বলিতে না পারি।
পাপে পূর্ণ ভারি তরি কত শত বার,
ছিঁড়িয়া স্নেহের পাশ, হৃদয় বিদারি,
চাহিয়াছে ডুবাইতে পাপ দেশাচার,
চাহিয়াছে ফিরাইতে, কুহকী সংসার!
এরূপে যাইতেছিনু, কিছু দিন পরে,
হইল যুগল শাখা স্রোত দুর্নিবার,
ছুটিল ভীষণ বেগে, ভিন্ন বেশ ধরে।

২৪

সন্ধিস্থলে এবে পিতঃ! আছি দাঁড়াইয়া,
না পারি করিতে স্থির যাই কোন পথে
ভাস তুমি প্রেমানন্দে পুতুল লইয়া,
সুদৃঢ় বিশ্বাস তব নিবে মুক্তি রথে।
নাহি হয় কোন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা কোন মতে,
পরকাল, পরিণাম, ভাবি আপনার,
ভাবি মনে মনে হায়! এসেছি জগতে
কোথায় হইতে, কোথা যাইব আবার?

২৫

যথায় যাইতে হবে, যাইতেছি, হায়!
কিছু ক্ষণ পরে এই পার্থিব পিঞ্জর
তেয়াগিবে আত্মা; দেহ রহিবে ধরায়;
ছিঁড়িবে ভবের দুঃখ দাসত্ব নিগড়।

আর দহিবে না এই তাপিত অন্তর,
শরীরজনিত যত পাপ-যাতনায়;
মনের সন্দেহ যত হইবে অন্তর,
ঘুচিবেক অনিশ্চিত পরকাল দায়।

২৬

যে আনন্দ রাজ্যে আজি করিব প্রবেশ,
পবিত্র মঙ্গল ধাম পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়!
জিত জেতৃ সেই খানে এক নির্ব্বিশেষ,
"চিহ্নিতাচিহ্নিত" কারো বিশেষণ নয়।
একই পিতার পুত্র, এই পরিচয়।
থাকিবে না বর্ণভেদ, কালবর্ণ-দায়,
ঘুচাবেন অধীনতা প্রভু দয়াময়,
দহিবে না দম্ভপূর্ণ বাক্যের জ্বালায়।

২৭

পূর্ণ আলোকেতে বসি পুলকিত মনে,
আনন্দে করিব সেবা, রাজার রাজার,
কিবা কাল, কিবা শ্বেত, তাঁহার নয়নে
তুল্যরূপ, বর্ণভেদে নাহি পুরস্কার।
সকলে সমান দয়া, সমান বিচার,
সর্ব্বত্র রাজ্যের বিধি সমান সরল,—
মঙ্গল ইচ্ছায় পূর্ণ! পাপী দুরাচার,
পবিত্র হইতে দণ্ড পাইবে কেবল।

২৮

যবনিকা ক্রমে ক্রমে হতেছে পতন,
হইতেছে রঙ্গভূমি ক্রমে অলক্ষিত;

অমর ত নহে এই মানব জীবন,
যাইতেছি, সকলেই যাইবে নিশ্চিত।
পুনর্ব্বার পিতা পুত্রে হবো একত্রিত,
অনন্ত কালের তরে জানিও নিশ্চয়,
পিতা মাতা পত্নী পুত্র হইয়া মিলিত,
আনন্দে গাইব জয় জগদীশ জয়।
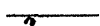
শশাঙ্কদূত।

কোথা যাও শশধর! ফিরিয়া দাঁড়াও,
অভাগার গোটা কত কথা শুনে যাও।
এই "নব গঙ্গাতীরে", এই তরুতলে,
গাইব দুঃখের গীত ভাসি অশ্রুজলে।
উচ্চ সিংহাসনে বসি শর্ব্বরীরঞ্জন,
মুহূর্ত্তে দেখিতে পার সমস্ত ভুবন,
চিত্রিত রয়েছে যেন জলধি-হৃদয়ে
মণ্ডিত কৌমুদী বর্ণে, শ্যাম শোভাময়।
অভাগার অনুরোধ দেখ একবার,
মিশা'য়ে আকাশ সনে বঙ্গ পারাবার
হাসিছে ঈষদে যথা শীত সমীরণে,
দেখাইয়া প্রতিবিম্ব সুনীল দর্পণে।
তার প্রাচীতীরে, দেখা যায় কি না যায়,
অনন্ত সমুদ্র সনে মিশাইয়া কায়,
শোভিতেছে সুশ্যামল পুরি মনোহর,
অভাগার জন্মভূমি, প্রকৃতির ঘর।

এমন স্বভাবশোভা নাহি এ ধরায়,
যাহা নাহি শশধর দেখিবে তথায়।
সর সর স্বরে কত শত নির্ঝরিণী,
বহিতেছে এক তানে দিবস যামিনী।
চক্রাকারে বেষ্টি তারে তরুলতাগণ,
সে স্বর নিস্পন্দভাবে করিছে শ্রবণ।
কেবল নিকুঞ্জ-কবি ঝাউ সন সনে,
প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে নিদ্রায় মগনে।
সুবিস্তৃত স্রোতস্বতী প্রসারিয়া কায়,
শোভিছে রজতাকীর্ণ রঙ্গ-ভূমি প্রায়;
নাচিছে হিল্লোলমালা চুম্বিয়া রজনী,
দুই তীরে তরুশ্রেণী হাসিছে অমনি।
প্রাচীর কিরীটশিরে উচ্চ গিরিগণ
আনন্দে অপ্সরাপুরি করিছে রক্ষণ।
মনসুখে প্রতিবাসী করে দিন ক্ষয়,
নাহি সম্পদের চিন্তা, দরিদ্রতা-ভয়।
আলোকিত পর্ণগৃহ প্রদীপ শিখায়;
কিন্তু সেই ক্ষীণালোকে দেখা নাহি যায়
আমোদের মূর্ত্তি, কিবা দুর্ভিক্ষ অনল,
আপন মনের সুখে রয়েছে সকল।
যেই গৃহে নাহি আলো লোকের সঞ্চার,
নিশানাথ! সেই শূন্য-গৃহ অভাগার।
অধিষ্ঠাতা, অধিষ্ঠাত্রী, যুগল ইহার,
বিসর্জ্জন করিয়াছে কাল দুরাচার,
অনন্ত জীবন জলে; উপাসক দল
অনাহারে, দেশান্তরে, মরিছে সকল।

পুণ্যবান্ গৃহস্বামী ছিলেন যখন,
আনন্দে নাচিত এই আঁধার ভবন।
এবে যেই গৃহ যেন বিরল বিজন,
টিক্‌টিকিপতন, কিংবা মূষীকপীড়ন,—
এই দুই শব্দ ভিন্ন কিছু নাহি আর
নির্জ্জনতা বিঘ্ন রূপে, অদৃষ্ট দুর্ব্বার!
সেই গৃহ ছিল যেন উৎসব-আলয়,
জনতায় পরিপূর্ণ কত নিরাশ্রয়
ইহার ছায়ায় লব্ধ হয়েছে জীবন!
এবে তারা সৌভাগ্যের উচ্চ সিংহাসন
করিয়াছে আরোহণ, গৃহস্বামী হায়!
হারাইয়া প্রাণ, মান, সম্পদ, সহায়,
পর-উপকার-ব্রতে, চিন্তার অনলে
পড়িলেন শুষ্ক হয়ে কালের কবলে।
পৃথিবীতে চিহ্ন মাত্র আছে পঞ্চ জন
হতভাগা, আর এই সমাধিভবন।
সমাজের শিরোমণি, সদ্‌গুণভাণ্ডার,
বিপদে প্রসন্ন মুখ, মোহন আকার,
সরল হৃদয় পরদুঃখে ম্রিয়মাণ,
প্রীতিরসে নেত্রদ্বয় সদা ভাসমান,
চতুর, মধুরভাষী, সাহসে অতুল,
এদেশে দুজন নাহি তাঁর সমতুল।
কিন্তু এই গুণরাশি নারিল রোধিতে
করাল কালের গতি, এই অবনীতে
দ্বিতীয় আশ্রয় মম কেহ নাহি আর,
শ্রদ্ধার আলয় মম হয়েছে আঁধার!

কালে কালে এই গৃহ হবে ধরাশায়ী,
হয়েছি অভাগা মোরা ভিক্ষাব্যবসায়ী।
জন্মভূমি মানচিত্রে এক বিন্দু আর,
চিহ্ন মাত্র না রহিবে এই অভাগার।
যদি অভাগার নাম করে কোন নর,
প্রতিধ্বনি করিবেক ভূধর সাগর।
যুগল স্নেহের তরী এই সিন্ধুজলে
হইয়াছে নিমগন মম কর্ম্মফলে।
জীবনের সুখ আশা অতল সলিলে
ডুবিয়াছে সেই সঙ্গে। সমুদ্রে খুঁজিলে,
হারায়েছি যেই রত্ন সদৃশ তাহার,
নাহি সাধ্য রত্নাকর করে আবিষ্কার।
পিতৃ মাতৃ স্নেহ সুখ স্বর্গ অবনীর,
ঘুচেছে জন্মের মত; দারুণ বিধির
এমন নিষ্ঠুর বিধি, দেশে অভাগার
কেহ নাহি যারে আমি বলিব আমার।
সম্পর্ক, সুহৃদ-বল, সৌভাগ্যে সকল,
দুঃসময়ে স্মৃতি মাত্র বান্ধব কেবল।
এই সুবিস্তৃত দেশে, ওহে শশধর,
আছে কত আশৈশব প্রিয় সহচর।
কিন্তু শশি! তাহারা কি কথায় কথায়
মনে করে হতভাগ্য শৈশব-সখায়?
প্রসারি কৌমুদীকর ধরিয়া গলায়,
জন্মভূমি জননীকে জিজ্ঞাসিও, হায়!
ক্রোড়ভ্রষ্ট, দূরস্থিত চিরদুঃখী তরে,
কাঁদেন কি জন্মভূমি স্মরিয়া অন্তরে?

অভাগা যেখানে থাকে, দেখিবে তাঁহায়
জাগ্রতে কল্পনা-নেত্রে, স্বপনে নিদ্রায়।

অবলা-বান্ধব!

১

বঙ্গের অবলাগণ। এতদিন পরে,
পোহাইল আমাদের বিষাদ-শর্ব্বরী;
কি সুখের স্রোত আজি বহি'ছে অন্তরে,
পুলকে কোমল অঙ্গ উঠি'ছে শিহরি'!
ঘুচাইতে অবলার দুরদৃষ্ট সব,
মিলাইল বিধি এই অবলাবান্ধব।

২

অবলা অদৃষ্টাকাশে এতদিন পরে,
একটী নক্ষত্র এই হইল উদয়;
ইহার বিমলালোকে মন-সরোবরে,
বিকসিত হ'বে নারী-জ্ঞান-কিসলয়।
বঙ্গের সমাজ-শোভা সৌরভে তাহার
মোহিত হইবে, সুখে ভাসিবে সংসার।

৩

ভগ্নীগণ!
পিঞ্জরে আবদ্ধ যেন বনবিহঙ্গিনী,
আর কাঁদিব না দুঃখে বসিয়া বিজনে;
(অরণ্যে রোদন যেন), শোক-প্রবাহিণী
উচ্ছ্বসিত হইবে না নির্গম বিহনে।

কত আশা, কত ভাব, দিবস রজনী,
ফুটিয়া অজ্ঞাতে নাহি ঝরিবে অমনি;

৪

খুলিয়া হৃদয়-দ্বার কল্পনা- অর্গল,
কহিব সকল কথা জলের মতন,
নবীন বান্ধবে; প্রতিদানে নিরমল,
জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, মধুর বচন,
শুনিব অনন্যমনে; প্রতিলিপি তাঁ'র
রাখিব চিত্রিয়া চিত্ত-ফলকে আবার।

৫

এস তবে, ভগ্নীগণ! মিলিয়া সকলে,
অবলা-বান্ধবে করি সুখে সম্ভাষণ;
গাঁথি, কৃতজ্ঞতা-হার বসিয়া বিরলে,
এক সঙ্গে তাঁ'র করে করি সমর্পণ।
এস, ভ্রাতঃ! এস, সখে! এস, হে বান্ধব!
তুমি বঙ্গ-অবলার অমূল্য বিভব।

৬

কল্পনা-কাননে পশি', কার্য্য-অবসানে,
গাঁথিয়া কোমল ফুলে কবিতার হার,
সাজাইব কলেবর, বিবিধ বিধানে,
বসন্ত সাজায় যথা বসন ধরার।
দেখা'ব যতেক ফুল ফুটিবে হৃদয়ে,
প্রণয়-গোলাপ কিবা জ্ঞান কুবলয়ে।

৭

শারদ চন্দ্রমাতলে, সরোবর-তীরে,
বসি' প্রাণেশের কাছে পুলকিত মনে,

নাচিতে হিল্লোলমালা অতি ধীরে ধীরে,
নৈশ সমীরণ-স্রোতে নিরখি নয়নে,
শুনাইব পবিত্র প্রণয়-আলাপন,
দেখা'ব প্রণয় বিশ্বমোহন কেমন।

৮

কখন মলিন মুখে অবসন্ন মনে
পতির বিরহে জাগি' সুদীর্ঘ রজনী,
প্রভাতে পশ্চিমানীলে কোকিলার সনে
গাইব বিরহ-গীত, কাঁদিবে ধরণী।
নীহার নয়ন-জলে তিতিবে বসন;
স্বনিয়া স্বনিয়া তরু কাঁদিবে তখন।

৯

কিংবা বসি' পতিসনে, অলিন্দ-আসনে,
নক্ষত্রখচিত নৈশ আকাশের তলে,
কিংবা চন্দ্রকরতলে শ্যামল প্রাঙ্গণে,
প্রাণপতিপাশে সুখে বসি' ধরাতলে,
নিরখিয়া বিশ্ব-শোভা, রচনা-কৌশল,
শুনা'ব সঙ্গীত, বর্ষি" নয়নের জল।

১০

কাদম্বরী, শকুন্তলা, দুর্গেশনন্দিনী,
অক্ষয় ভাণ্ডার হ'তে করিয়া লুণ্ঠন,
সার্দ্ধহস্ত লম্বমান সমাস-বাঁধনি,
সাজা'য়ে বিজ্ঞানগর্ভ কৃত্রিম লিখন,
নাহি চাহি বাড়াইতে বিদ্যার গৌরব,
প্রতারিতে সহৃদয় অবলাবান্ধব।

১১

কেবল কোমল কণ্ঠে তরল বচনে,
নিরখিয়া কমনীয় কুসুম-কানন,
নিরখি' বিকচ ফুল প্রীতিফুল্ল মনে,
ডাকিব করুণাময়ে মুদিয়া নয়ন।
বিহঙ্গ-কূজন শুনি', পবন-স্বনন,
করিব প্রেমার্দ্র চিত্ত তাঁহাতে মগন।

১২

মা বলি' গলা ধরি' কোলের বাছনি
মধুর অস্ফুট স্বরে ডাকিবে যখন,
আদরে কোমল মুখ চুম্বিতে অমনি
প্রীতিভরে পরমেশে করিব স্মরণ।
পতির পবিত্র প্রেমে, মায়ের মায়ায়
নিরখিব দয়া তাঁ'র প্রতিবিম্ব প্রায়।

১৩

কেবল অনাথা যত বিধবা ভগিনী,
তাহাদের সমদুঃখে হইয়া দুঃখিনী,
কিংবা পতিপ্রেমে দুঃখী যেই অভাগিনী,
তোমাকে শুনা'ব তা'র বিষাদ কাহিনী।
কৌলিন্য-কবল কাল যেই অবলার,
শুনা'ব কাতর স্বরে তা'র হাহাকার।

মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অফ্ এডিন্‌বরার প্রতি।

১

যুবরাজ !
শত বৎসরের পরে দুঃখিনী কন্যায়
স্নেহময়ী মায়ের কি হয়েছে স্মরণ !
কিংবা এত কাল পরে ঈশ্বর-কৃপায়,
গম্ভীর সমুদ্ররব করি নিমগন,
ীর রোদনের ধ্বনি হাহাকার,
পশেছে কি যুবরাজ ! শ্রবণে তাঁহার

২

কেঁদেছে মায়ের মন, কোমল তরল,
শুনি হীনা ভারতের শোক-সমাচার,
তাই বুঝি মুছাইতে নয়নের জল,
পাঠালেন প্রিয়তম প্রাণের কুমার।
এস তবে, এস ভ্রাত, দুঃখিনীর ঘরে
ভগিনী ভারতভূমি আশীর্ব্বাদ করে।

৩

নিরাশ্রয়া অনাথিনী, যবনের করে,
সহি কত শত বর্ষ অশেষ যন্ত্রণা,
অবশেষে তোমাদেরে ডাকি সমাদরে
লইনু আশ্রয় যেন অনাথা ললনা।
সে অবধি রহিয়াছি অধীনীর মত,
এইরূপে শত বর্ষ হইয়াছে গত।

৪

কতবার রাজপুত্র, হয়েছে বাসনা,
মায়ের পবিত্র মূর্ত্তি করিতে দর্শন ;
তোমাদেরে ক্রোড়ে করি, হৃদয়-বেদনা
জুড়াইতে, নিবাইতে শোক-হুতাশন ;
আমার এমন কিন্তু অদৃষ্টের ফল,
হিমাদ্রি মাথায়, পায়ে দাসত্ব-শৃঙ্খল।

৫

স্নেহের তো ধর্ম্ম এই—দুঃখে, অসহায়
দূরদেশে থাকে যেই দুঃখিনী নন্দিনী,
সকল সন্তান মাঝে জননী তাহায়
স্নেহ করে সমধিক ; আমি সে দুঃখিনী,
তথাপি আমার প্রতি মায়ের তেমন
নাহি স্নেহ, নাহি দয়া, নাহি সে যতন

৬

সহোদরা শ্বেতদ্বীপ সৌভাগ্য-সাগরে,
মায়ের নয়ন-কাছে ভাসিছে সতত,—
জননীর প্রিয়পাত্রী, মায়ের আদরে
ধবল মস্তক তার সোহাগে উন্নত।
কেড়ে নিয়ে অভাগীর বসন ভূষণ,
জননী সাজান তারে মনের মতন।

৭

সুখে থাকে যেই কন্যা, জননীর প্রতি,
কখন তাহার শ্রদ্ধা থাকে না তেমন ;
আমি অনাথিনী, মম মাতা ভিন্ন গতি
নাহি আর, মাতৃস্নেহ আমার জীবন।

কত কষ্টে করি কর-উপহার দান,
শ্বেত-দ্বীপ-সুত করে মম স্তন্যপান।

৮

হয়েছে কঙ্কাল শেষ যাতনা বিষম।
শূন্য মম রাজ-কোষ ; দীন প্রজাগণ
কর-করাঘাতে প্রায় কণ্ঠস্থ জীবন ;
কি দেখিতে ভ্রাতৃবর আসিলে এখন ?
ছিল যে ভারত-ভূমি কুবেরভাণ্ডার,
এখন দুর্ভিক্ষ বিনা কথা নাহি আর।

৯

রাজপুত্র তুমি ; রাজ অতিথির বেশে
আসিয়াছ দুঃখিনীরে দিতে দরশন।
পূরাইল আশা যদি বিধি অবশেষে
কি দিয়া তোমায় আহা ! করি সম্ভাষণ !
ঐশ্বর্য্যের রঙ্গ-ভূমি ভারত-ভবন,
শুনে থাক যদি, তবে হও বিস্মরণ ॥

১০

তেজঃপুঞ্জ আর্য্যবংশ-প্রসূতি-ভারত ;
রামায়ণ, ভারতের অভিনয়-স্থান ;
আর আর বীরপনা, শুনিয়াছ যত,
সকলি বিস্মৃত হও, স্বপন সমান।
গত বীরকুলর্ষভ অভিনেতৃগণ,
বহু দিন যবনিকা হয়েছে পতন।

১১

ভারতের নব রত্ন হরেছে শমন ;
বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত,

যবনের যমদণ্ডে, হয়ে নির্যাতন,
বিস্মৃতি-সাগরে সব হয়েছে পতিত।
রত্ন-গর্ভা সংস্কৃত-ভাষা সুললিত,
তোমাদের যত্নে পুনঃ হতেছে জীবিত।

১২

ছিল যে ভারতভূমি কাব্যের উদ্যান,
কল্পনা-নন্দন-বন, কবির মন্দির ;
যাহার সঙ্গীত-স্বরে দ্রবেছে পাষাণ,
দিয়াছে গলায় মালা, বন-হরিণীর ;
এবে সে ভারতে যত টিট্টিভ সারস
ডাকিতেছে, ভগ্নস্বরে কাঁদিছে বায়স।

১৩

কি কুগ্রহ ভারতের অদৃষ্ট আকাশে,
কয়েক বৎসর হতে' হয়েছে সঞ্চার !
দুর্ভিক্ষ-অনল, আর মারিভয়-গ্রাসে
মরেছে সহস্র প্রজা, তাহাদের হাড়
একত্র করিলে হবে সমাধি-ভবন,
"বিডনের," "লরন্‌সের" কীর্ত্তি-নিদর্শন।

১৪

শূন্য এবে ভারতের রাজ্যের ভাণ্ডার।
খড়্গা-হস্তে ভাবিছেন রাজ্ঞী-প্রতিনিধি।
ভাবিছে বেতন-জীবী প্রজা অনিবার
মৃতপ্রায়, দাসত্বও না মিলায় বিধি !
কেবল তোমারে আহা ! করি দরশন,
ভুলেছে সকল দুঃখ, পেয়েছে জীবন।

১৫

আনন্দে সকল দেখ হয়েছে মগন,
সাজায়েছে কলিকাতা, গ্যাসের মালায়।
রাজভক্তিস্রোতে আজি নাগরিকগণ
নর আনন্দে সবে ভাসিয়া বেড়ায়।
কিবা ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র দুর্ব্বল,
আনন্দে গাইছে সবে তোমার মঙ্গল।

১৬

ভাসিতেছে কলিকাতা আমোদ-সাগরে;
উঠিছে সঙ্গীত-স্বর লহরী যেমন,
নীহারের ছলে আজি ওই শশধরে
নিরমল সুধারাশি করে বরিষণ।
যামিনী ঝিল্লির রবে, গঙ্গা কলকলে,
তোমাকেই আশীর্ব্বাদ করিছে সকলে।

১৭

ঐ শুন উপাসনা-গৃহে যুবরাজ!
গম্ভীর সঙ্গীত-স্বর আবার আবার;
সমভাবে সর্ব্বজাতি, সমস্ত সমাজ,
ভক্তিভাবে মাগিতেছে কল্যাণ তোমার।
যথাসাধ্য প্রজাগণ, তোমার কল্যাণ
কামনা করিতে দীনে, করে অর্থ দান।

১৮

দুঃখিনী ভগিনী আমি, দাসীত্ব-জীবন,
যুবরাজ এতোধিক কি আছে আমার,
তুষিতে তোমার তুল্য রাজপুত্র-মন?
মায়ের কোমল করে দিতে উপহার

কি দিব তোমারে? আহা! বিনা শ্রদ্ধা-ধন
দুঃখিনী কন্যার আর কি আছে এমন?

১৯

আমার মনের দুঃখ সমুদ্র-মতন,
হবে না সময় তব শুনিতে সকল;
গোটা দুই কথা তাই বলিব এখন,
বলিও মায়েরে, মাতা তনয়াবৎসল;
তুমি যদি এই সব হও বিস্মরণ,
অভাগীর দুরবস্থা থাকিবে এমন।

২০—২৩

*　　*　　*

*　　*　　*

২৪

ভারতরাজ্যের তত্ত্ব, ভারতসন্তান,
পুঙ্খ অনুপুঙ্খ রূপে বুঝিবে যেমন,
বিদেশী বুঝিবে কিসে সেই পরিমাণ?
তথাপি মায়ের আহা! বিচার এমন,
তাহাদের করে মম অদৃষ্ট অর্পণ,—
শার্দ্দূলের ইচ্ছামত মেষের শাসন।

২৫

ভারতের সুখ দুঃখ করিতে বিদিত,
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি-কাছে, উপায় এমন
নাহি কিছু, অণুমাত্র রাজ্যহিতাহিত,
না পারে ছুঁইতে প্রতিনিধির শ্রবণ।
আমার এ রাজ্য ধন, আমার সকল,
অথচ আমার মাত্র দাসত্বশৃঙ্খল।

২৬

ত্যজি বৃদ্ধ পিতা মাতা, রমণীরতন,
স্বজাতি-সমাজ-আশা জলাঞ্জলি দিয়ে
দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধুর জলে, মম বাছাগণ
প্রবেশে ইংলণ্ডে বুকে পাষাণ বাঁধিয়ে।
দেখিবে অদৃষ্টফল অন্তর বাসনা,—
তাহাদের প্রতি কেন এত বিড়ম্বনা?

২৭

বলিও মায়েরে ভ্রাতঃ দুঃখিনী ভারত,
আছে সুখে বর্ত্তমান প্রতিনিধি করে।
করুন পূর্ণ তাঁর মনোরথ,
হইবেন দীর্ঘজীবী ভারতের বরে।
একটি অসুখ যদি হয় তিরোধান,
হইবে ভারতরাজ্য স্বর্গের সমান।

২৮

বলিও মায়েরে আহা! কি বলিবে আর?
বলিও একান্ত মম মনের বাসনা,
মায়ের প্রেমের মূর্ত্তি দেখি একবার।
যেই মূর্ত্তি অনিবার দেখায় কল্পনা,
ইচ্ছা হয় সেই মূর্ত্তি নিরখি নয়নে,
প্রতিমূর্ত্তি রাখি তার হৃদয়-সদনে।

২৯

যাও তবে ভ্রাতৃবর! মাতৃস্নেহনীড়ে,
ভাসায়ে ভারতভূমি শোকের সাগরে!
এই ইচ্ছা দুঃখিনীকে দেখা দিও ফিরে,
দুঃখিনী ভগিনী বলে রাখিও অন্তরে।

যাও তবে, যাও ভ্রাতঃ! যাও ফিরে ঘরে
আবার ভগিনী তব আশীর্ব্বাদ করে।

হৃদয়-উচ্ছ্বাস।

১

সখি রে!
আর বলিব আমি মরিতেছি মরমে,
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে!
দিন দিন, পল পল, জ্বলিছে বিরহানল
নিবিবে না আর তাহা বুঝি এই জনমে।
প্রিয়সখি, মরিতেছি মরমে।

২

সখি রে!
ওই দেখ ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে,
নাচিতেছে অনুরাগে সমীরণ চুম্বনে;
বিহঙ্গিনী ফুল্ল মনে, স্বনাথ বিহঙ্গ সনে,
বরষি সঙ্গীতসুধা মোহিতেছে শ্রবণে;—
ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে।

৩

সখি রে!
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি তারে নয়নে,
যেই দিকে কর্ণ পাতি শুনি তারে শ্রবণে;
নিত্য নয়নের কাছে, তার চিত্র ভেসে আছে,
সে যেন রয়েছে সখি, মিশাইয়া জীবনে,—
প্রিয় সখি, মিশাইয়া জীবনে।

সখি রে !
তারে যে পাবার নয় জেনেছি তা অন্তরে ;
তবে কেন দিবা নিশি ভাসি দুঃখ-সাগরে ?
ছাড়িয়া গিয়াছে যবে, আর কি আমার হবে,
উড়ে গেলে পাখি পুনঃ ফিরে কি সে পিঞ্জরে ?
ওলো সখি, জেনেছি তা অন্তরে।

৫

সখি রে !
গেলে এ বসন্তকাল আবার সে আসিবে,
নীরবি বিহঙ্গকুল পুনর্ব্বার গাইবে ;
ফুটিবে কুসুমগণ, বহিবে এ সমীরণ ;
কিন্তু সেই পাখি পুনঃ পিঞ্জরে না ফিরিবে,
প্রেম পাখি পিঞ্জরে না বসিবে।

৬

সখি রে !
শুকাইবে এই ফুল ; কিন্তু পুনঃ দেখিবে,
এ ফুল ফুটিয়া পুনঃ সুসৌরভে ভরিবে।
এ হৃদয়ে পুনর্ব্বার, সেই প্রেম সুধাসার,
এই জন্মে প্রিয়সখি আর নাহি বহিবে,
এই জন্মে আর নাহি ফিরিবে।

৭

সখি রে !
কিন্তু সেই প্রেমধারা যেই খানে বহেছে,
গভীর বিচ্ছেদরেখা সেই খানে রহেছে।

এই রেখা চিরকাল, হইবে আমার কাল,
নদী সহ, নদীরেখা কোথা লুপ্ত হয়েছে,
সখি রে, যথা নদী বহেছে।

৮

সখি রে!
জীবন যাইবে, এই যৌবন ত যেতেছে।
ভস্ম হবে এ হৃদয়, এবে দগ্ধ হতেছে
ক্রমে ক্রমে এই সব, হবে স্বপ্ন অনুভব,
দেখিতে দেখিতে সখি অলক্ষিত হতেছে ;—
প্রিয়সখি, সকলই যেতেছে।

৯

সখি রে!
বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না।
প্রেম সহ এই পোড়া বিচ্ছেদ লুকায় না।
জীয়ন্তে ত না ছাড়িবে, প্রাণান্তেও সঙ্গে যাবে,
বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না,
প্রাণসখি, বিচ্ছেদ লুকায় না।

১০

সখি রে!
যে বিধি চঞ্চল করি প্রেমনিধি গড়িল,
চঞ্চল করিয়া কেন বিচ্ছেদে না সৃজিল ?
লোকে বলে ফুলবাণ, সে কি এত খরশান ?
ফুলবাণ সখি মম মরমে কি পশিল ?
ফুলবাণে এত ব্যথা জন্মিল ?

১১

সখি রে!
কিসের সে ফুলবাণ, কবিদের কল্পনা!
ফুলবাণে হৃদয়ে কি জন্মে এত বেদনা!
নিরখি কুসুমবন, মনে পড়ে প্রিয়জন,
স্মৃতিবাণে হৃদয়েতে বাড়াইছে বেদনা—
ফুলবাণ কবিদের কল্পনা।

১২

সখি রে
দিবা নিশি তারি স্মৃতি হৃদয়েতে জাগিছে;
অবলার মনোদুখ অনিবার বাড়িছে।
যত চাহি ভুলিবারে, তত মনে পড়ে তারে
ততই বিচ্ছেদানল বেগে জ্বলে উঠিছে,
প্রিয়সখি, অবলারে দহিছে

বিষণ্ণ কমল।

১

কল্পনে
লও তুলি লও করকমলে,
চিত্র কর যাহে কুসুমদলে,
কিংবা পূর্ণশশী আকাশমণ্ডলে,
কিংবা কমলিনী সরসীর জলে।

২

লও সেই তুলি চিত্র কর আজি,
[নহে বিকসিত সরোরুহরাজি,

যাহাতে বিহ্বল ভ্রমর বিরাজি,
রাখিয়াছে নীল সরোবর সাজি।

৩

চিত্র সেই ফুল, স্মিত বিকসিত,
সৌরভেতে যা'র দিক আমোদিত,
কিন্তু নাহি তাহে অলি বিরাজিত,
নাহি মুখে হাসি—চিত্ত বিষাদিত।

৪

চিত্র কর ওই করকমলিনী,
'হারমোণিয়মে' নাচি'ছে যেমনি,
নাচে যেই মতে ফুল্ল সরোজিনী,
সমীরণ-ভরে সর-সোহাগিনী।

৫

চিত্র কর ভুজ-মৃণাল তাহার,—
বিমল কমল সুবর্ণের হার;
নিটোল, নিরেট, অথচ আবার
পরশনে হয় শোণিত সঞ্চার।

৬

চিত্র কর সেই বদন-চন্দ্রমা,
ত্রিভুবনে যা'র নাহিক সুষমা,
অধরে নয়নে বর্ণে অনুপমা
চিত্র কর সেই বিশ্বমনোরমা।

৭

চিত্র কর যদি পার, সহচরি,
অনুপম সেই লাবণ্য মাধুরী,

চিত্র কর সেই দৃষ্টিমুগ্ধকরী,
বিষণ্ণ, গম্ভীর, চিত্ত-দ্রবকরী।

৮

কপোল-কমলে দিবস যামিনী
নিরাশার কীটে দংশি'ছে, স্বজনি!
বিষণ্ণ বদনে হাসিলে কামিনী,
শোভে মেঘমুক্ত হাসি সৌদামিনী।

৯

এখনো সে হাসি নয়নে আমার
রয়েছে লাগিয়া; কি বলিব আর
হৃদয় সরসে প্রতিবিম্ব তা'র,
ভাসি'ছে উজলি' চিত্ত অভাগার।

১০

পোড়া দেশাচার এমন রতনে,
অযতনে এত কিসের লাগিয়া,
কিসের লাগিয়া সোণার যৌবনে
বিকচ নলিনী মরে শুকাইয়া?

১১

ত্রিদিবে অতুল ইন্দ্রের নন্দনে
এমন কুসুম দেখা নাহি যায়;
পূর্ণিমা নিশীথে শারদ বিমানে,
এমন চন্দ্রমা শোভা নাহি পায়।

১২

নিরখিলে ওই মলিন বদন,
পাষাণ হৃদয় বিদরিয়া যায়;

নিরখিলে তার দীন দুনয়ন,
পাষাণেও আহা করুণা জন্মায়

১৩

পাষাণ হইতে নিরেট, অধম,
অসভ্য দেশের পাপাত্মা সকল;
নাহিক হৃদয়, নাহিক মরম,
কাটিতে রমণী করাল কবল।

১৪

এমন দেশেতে এমন রতন,
না বুঝি কেমন বিধি বিধাতার!
কারে বল দোষী? শোভে কি কখন
কাকের গলায় মুকুতার হার?

বুড়া মঙ্গল।*

১

ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল গো ইয়ার,
ঢাল গো আবার. ঢাল পুনর্ব্বার,
দিব আজি সুখ-সাগরে সাঁতার,
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল গো আবার।

---

* দোলের পরের মঙ্গলবার কাশিতে "বুড়া মঙ্গলের" মেল হয়। সন্ধ্যার পর গঙ্গার অমল বক্ষঃ সুসজ্জিত তরণীসমূহে আচ্ছাদিত তরণীস্থ আলোকমালায় আলোকিত, সঙ্গীতে নিনাদিত, এবং সুরা স্রোতে কলুষিত হইয়া থাকে। লেখক যে বৎসর এই জলোৎসব দেখেন সে বৎসর কাশির এবং বিজয়নগরের মহারাজা তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

২

লও গ্রাস করে লও সমুদয়।
"বিজয়নগর-অধিপতি-জয়,"—
গাও এক স্বরে; গাও বন্ধুচয়,—
"জয় জয় কাশীনরেশের জয়"।

৩

হাসে বারাণসী, নাচে ভাগীরথী,
মলয়মারুত দেয় প্রেমারতি,
বসন্তের রাজা, রাণী আজি রতি,
বুড়া মঙ্গলেতে সুরা ভাগীরথী।

৪

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল, দুর কর সেরি,
লও গ্রাস করে নাহি সহে দেরি,
বাহবা বাহবা এই কি গো হেরি
অগ্নিময়ী আজি স্রোতকুলেশ্বরী!

৫

বুঝি যত মূর্খ খেনোমাতাল,
জাহ্নবীর জলে দিয়াছে অনল;
হবে আমাদের জলের অকাল,
ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল, দ্রুত হস্তে ঢাল।

৬

কিবা শোভা আলো তরঙ্গে নাচিয়া,
প্রতিবিম্বে শত সহস্র হইয়া;
যেন একখণ্ড আকাশ খসিয়া,
বারাণসীঘাটে রয়েছে ভাসিয়া।

৭

শতেক তরণী একত্রে গ্রথিত,
ফরাসে চেয়ারে ঝাড়েতে ভূষিত,
আতরে গোলাবে দিক্ আমোদিত,
বামাকণ্ঠস্বরে শ্রবণ মোহিত।

৮

উঠিল সঙ্গীত-স্বর-লহরী,
এ পরাণ মন লইল হরি,
উঠিলাম বেগে লম্ফ ত্যাগ করি,
"বিজয়নগর"-তরণী উপরি।

৯

সুবর্ণ-মণ্ডিত কৌচ-আসনে,
"বিজয়নগর" স্বয়ং আসীন,
গৌরাঙ্গ গৌরবে সোণার বরণে,
কারুকার্য্য সব হয়েছে মলিন।
আশে পাশে গুটীকত ইংরাজ।
মনের আনন্দে করিছে বিরাজ।

১০

উত্তরে যতেক গায়িকার দল,
পেশোয়াজ অঙ্গে করে ঝল মল,
গোলাপ অপরাজিতা বিম্বফল,
একাধারে যেন বিরাজে সকল।
দক্ষিণে তেমনি মোসাহেব থানা
সাজায়ে রেখেছে চিড়িয়াখানা।
সম্মুখে সৈরিন্ধ্রী, ভ্রাতা পঙ্কজন,
বসে অপমানে বিষণ্ণ বদন ;

থেকে থেকে ভীম করিছে গর্জ্জন,
কাঁপিতেছে গঙ্গা, পৃথিবী, গগন।
হতেছে বিরাটপর্ব্ব অভিনয়
নিতান্ত অসভ্য কিন্তু সমুদয়।

১২

ভীমের ভর্ৎসনা শুনিয়া শ্রবণে
না জানি কি ভাব উথলিল মনে,
উড়িল মানস, স্থির নয়নে
চাহিয়া রহিনু শূন্য দরশনে ;—
নটনীতরণী, আলো রাশি রাশি,
ঘুরিতে লাগিল, পুরী বারাণসী।

১৩

না জানি এ ভাবে ছিনু কত ক্ষণ,
কাল পরিমাণ নাহিক স্মরণ।
একটী বাসনা বিদ্যুৎ মতন,
উদয় হৃদয়ে হইল তখন।
ইচ্ছা হলো বলি হাত দিয়া বুকে,
"বিজয়নগর" নৃপতি-সম্মুখে।

১৪

ছি ছি মহারাজ, কি বলিব হায়!
খেদে এই বুক বিদরিয়া যায়,
তোমাকে নৃপতি কিসে শোভা পায়,
এ সব আমোদ বলনা আমায়?
ও পাষাণ মুখে হাসিছ কেমনে?
সহিছ কেমনে ও পাষাণ-মনে?

১৫

শুন মহারাজ ভীমের গর্জ্জন—
"দিব প্রতিফল কীচকে, রাজন্!
মারিব পাপিষ্ঠে, বধিব জীবন,
এত অপমান, পাণ্ডুর নন্দন!
দাও অনুমতি, দাও মহারাজ,
জ্বলিছে হৃদয় নাহি সহে ব্যাজ

১৬

"দেখ পরাধীনা কৃষ্ণার বদন
অপমানে আহা! মলিন কেমন।
দেখ দেখ তার সজল নয়ন
নিস্তেজ, নিরাভা, করুণদর্শন।
একে পরাধীনা তাহে অপমান,
কত সবে আহা অবলার প্রাণ"!

১৭

একে পরাধীন, তাহে অপমান,
কত সবে বল আমাদের প্রাণ!
একে পরাধীনা, তাহে অপমান,
কত সবে আহা, ভারতের প্রাণ!
নাহি ভীমসেন, হতভাগিনীর
করিতে উদ্ধার, নাহি কোন বীর!

১৮

কি ছাই দেখিছ! কি ছাই হাসিছ।
কাহাদের এই বীরত্ব দেখিছ?
এক বারও কি মনেতে ভাবিছ
কাহাদের এই বীরত্ব দেখিছ?

ভারত এদের ছিল এক দিন,
ভারত তখন আছিল স্বাধীন

১৯

এদের সন্তান তুমি মহারাজ;
ইহাদের প্রজা ভারত-সমাজ;
আজি সে ভারতে যবনের রাজ,
মোসাহেব রূপ তুমি মহারাজ।
এই তুমি, ওই পঞ্চ সহোদর,
এ চিত্রে, ও চিত্রে কতই অন্তর !
ওই বীরমূর্ত্তি ভীম দুর্ব্বিজয়,
এই কাপুরুষ রমণীহৃদয় ;
ও হৃদয় হয় পাঞ্চজন্যে লয়,
বামাকণ্ঠ-স্বরে এই [illegible] হয়;
ঐ করে শোভে [illegible] অস্ত্রদল,
এই করে, মরি [illegible] !

২১

অপমানে ক্ষত শার্দ্দুলের প্রায়,
তর্জ্জনে গর্জ্জনে পৃথিবী কঁাপায়,
তোমরা বসিয়া য[illegible],
শত অপমান সহ প[illegible] পায়।
সব ছেড়ে দিয়ে করেছ বিহিত,
সম্মানের যুদ্ধ জুতার সহিত *।

২২

চিরপরাধীনা ভারত দুঃখিনী
চালিতেছে আহা ! দিবস যামিনী,

* Shoe Question.

শ্রবণে তোমার দুঃখের কাহিনী,
কেমনে শুনিছ বল নৃপমণি ?
ভারতের আহা ! এই হাহাকার
বারেক পশেনা শ্রবণে তোমার ?

২৩

কৃতঘ্ন আমরা হবো না কখন,
কৃতজ্ঞতা এই ভারতজীবন;
মাগিব সতত ঈশ্বর-সদন,
অখণ্ড হউক ইংলণ্ড-শাসন।
লুটাব পড়িয়া বিরাটের পায়,
কীচকাপমান সহা নাহি যায়।

২৪

ফেল মুখনল, উঠ মহারাজ,
ত্যজে এ আয়াস, লও বীর-সাজ,
পশ গিয়া বেগে ইংলণ্ডসমাজ,
যথা মহারাণী করেন বিরাজ।
করি যোড় পাণি মহারাণী কাছে,
বল গিয়া সব যাহা মনে আছে।

২৫

বল গিয়া তাঁরে—"ভারত ভাণ্ডার,
উত্তর গোগৃহ হলো ছার খার,
সঙ্গে দেও এক কুমার তোমার,
পলকে অরাতি করিব সংহার।
দেখাব এমনি মোহিনী কৌশল,
মূর্চ্ছা হবে "মেও" "টেম্পলের" দল।

২৬

দুঃখে কষ্টে গিয়া এই বার মাস,
ঘুচিয়াছে এবে অজ্ঞাত নিবাস ;
জ্ঞানের আলোকে, হৃদয় আকাশ,
নাশিয়া অজ্ঞান করেছে প্রকাশ ;
দেও অনুমতি শাসি নিজ দেশ,
পারি কি না পারি দেখ সবিশেষ" ।

২৭

ঝম্ ঝম্ কার বেজে যেমন,
জয় "ভিক্টোরিয়া" বাজিল তখন,
উল্লুক আকৃতি ভল্লুক নয়ন,
মোসাহেব-বেশী বিকটদর্শন,
জনৈক বাঙ্গালি আসিল নিকট,
অপমানভয়ে দিলাম চম্পট ।

২৮

হয়েছে তখন চন্দ্রের উদয়,
নিশি শেষে ধীরে বহিছে মলয়,
বামাকণ্ঠস্বর মধুরতাময় ;
বহিতেছে গঙ্গা তানে হয়ে লয় ।
শুনিতে হইল উদাসীন প্রাণ,
কাশীর প্রসিদ্ধ "ময়নার" গান ।

২৯

নাচিছে "ময়না" মদনমোহিনী,
আলোকিয়া কাশী-নরেশ-তরণী;
ওই করপদ্ম বিকাশে এখনি,
এই পেশোয়াজে চারুচন্দ্রাননী

ঢাকিছে বদন, আবার এখন
বিকাশিছে দেব-দুর্ল্লভ-দশন।

৩০

গাইতেছে, স্বর-লহরী চঞ্চল
ব্যাপিতেছে নৈশ গগন, ভূতল;
কাঁপিতেছে ভ্রূ, নেত্র অচঞ্চল;
নাচিতেছে নেত্র, স্থির ভ্রূযুগল;
এক নেত্রে অশ্রু-মুক্তা সুশোভিত,
অন্য নেত্র দেখ হাসিতে রঞ্জিত।

৩১

কি আশ্চর্য্য মরি স্বর প্রকম্পন,—
এই গর্জ্জিতেছে মেঘের গর্জ্জন,
পরক্ষণে প্রেম কোমল তেমন,
পরক্ষণে পুনঃ করহ শ্রবণ,
আধ আধ স্বর, বিরহে কাতর,
দুনয়নে অশ্রু ঝরে দর দর।

৩২

কেমন সঙ্গীতে বিজলি দেখিয়া,
চিত্রবৎ আহা! আছে দাঁড়াইয়া!
চিত্রকর হলে, তুলি ধরিয়া,
লইতাম এই মূরতি আঁকিয়া
না জানি কি সুখ, হায়রে, তাহার,
এমন ময়না পিঞ্জরে যাহার।

৩৩

কত রাজার প্রেমের শিকল,
কেটে ফিরে এই ময়না চঞ্চল।

পাছে বিধাতার সৃষ্টির কৌশল,
না দেখিতে পায় মনুজ সকল,
তাই এ ময়না উদ্যানে উদ্যানে
ব্যাধ বধে ফিরে কটাক্ষ বাণে।

৩৪

নাচরে ময়না! নাচরে আবার।
দুই কর তুলি নাচ আর বার!
চন্দ্রানন হতে ঢাল এক বার,
ঢালরে সঙ্গীত অমৃতের ধার!
কি কুটাক্ষ! হ'লো জেনেছি এবার,
কাশী-নরেশের হৃদয়বিদার।

৩৫

কাশী-নরেশ! এ পদ্ধতি হায়!
বল মহারাজ কে দিল তোমায়?
যার ঈশ তুমি সে নর কোথায়,
ইংরাজের রাজ্য কাশী সমুদয়?
অর্থহীন এই পদ্ধতি তোমার,
মাথা নাহি যার মাথাব্যথা তার।

৩৬

বাঁচলেম বাপ্! শূন্য সিংহাসন,
যাহাতে স্বাধীন ছত্রধরগণ
বিরাজিত, কাশীনরেশে এখন
কলুষিত করি নাহি প্রয়োজন।
এই সিংহাসন, সিংহের আসন,
শৃগালেতে শোভা হবে না কখন।

৩৭

বাসনা একটি পুতুল আনিয়া,
শূন্য সিংহাসনে রাখি বসাইয়া।
তা হইলে গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া,
তা হইলে এই আগুণে জলিয়া,
এত গুলি অর্থ বছর বছর,
পূর্ণ করিবে না পাপের উদর ;

৩৮

কি বলিব এই অর্থে. হে রাজন্ !
বাঁচিত সহস্র দুঃখীর জীবন।
সহস্র দরিদ্র দীন বাছাগণ,
পেতো বিনিময়ে বিদ্যারূপ-ধন।
কত অশ্রুধারা হইত মোচন,
কত শুভ কার্য্য হইত সাধন।

৩৯

যেমতি ভারতে পুরাকালে হায়,
শোভিত আসর আলোকমালায়,
যেমতি গাইত গীত গায়িকায়,
পূরিয়া যামিনী সঙ্গীত সুধায়;
সেই নৃত্য গীত রয়েছে সকল,
কিন্তু কোথা গেল সেই বীর্য্য বল।

৪০

ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল পুনর্ব্বার,
সে সব কথায় কাজ নাহি আর,
আজি বারাণসী আমোদ-বাজার,
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল আর বার।

কি লিখিব।

১

কি লিখিব? আশৈশব যারে মনে প্রাণে
বাসিয়াছি ভাল, সেই কুসুম কামিনী
সহস্র যোজন দূরে, বিরলেতে অন্তঃপুরে,
স্মরণ করেছে আজি শৈশব সঙ্গিনী।

২

কি লিখিব? সুকুমার শৈশব সময়ে
নিরমল চিত্ত যবে, হৃদয় উদ্যানে
যে কুসুম সুকোমল, বিরাজিত অবিরল,
হেরে সুমধুর হাসি, বাসিতাম প্রাণে।

৩

নিদারুণ দেশাচার উপাড়িয়া বলে,
অপর অদৃষ্ট ক্ষেত্রে করিল রোপণ;
এই জনমের মত, সে আশা হয়েছে হত,—
কি লিখিব? আমার সে শৈশব স্বপন!

৪

স্থানান্তরে মনান্তর হইয়াছে তার
ভেবেছিনু মনে, আমি পাইব না তারে;
একি শুনি পুনর্ব্বার, এখনও সে আমার,
কি লিখিব আমার সে প্রেমপ্রতিমারে?

৫

লিখিয়াছে—'পার তুমি ভুলিতে আমায়
আমি পারিব না কভু ভুলিতে তোমায়,'—
ঘুচিল সন্দেহ মম, আমার জীবন-সম
আছে মম; তবে কেন কি লিখিব তারে!

৬

কি লিখিব ? এই লিখি,—জীবন প্রতিমে !
দীর্ঘকাল পরে আজি কি ভাবিয়া মনে
নিস্তেজ অনল মম, করিলে হে উদ্দীপন,
অমৃত সিঞ্চনে কেন দহিলে জীবনে ?

৭

সময়েতে যে আঘাত সহেছিনু প্রাণে,
আজি সে বেদনা মম হয়ে উত্তেজিত,
কি যন্ত্রণা মরমেতে, সেই অস্ত্র লিখা হ'তে,
ছুটিতেছে বেগ ভরে জীবন শোণিত।

৮

কত দিন কত বর্ষ হইয়াছে গত,
এখনও বোধ হয় সকলি নূতন;
যেই প্রেম স্রোতস্বতী. হয়েছিল মৃদুগতি,
আজি তার স্রোত বেগ দুর্ব্বার ভীষণ !

৯

না পারি সহিতে এই হৃদয় উচ্ছ্বাস,
দুর্নিবার স্রোতধারা, বিদারিছে বুক,
কর্ম্মনাশা* সেতুপরে, দাঁড়ানু বিষাদ ভরে,
অধোদৃষ্টি, স্থিরনেত্রে, অবনত মুখ।

১০

স্মৃতি দূরবীক্ষণে. মানস-নয়নে,
বিগত জীবন দৃশ্য সুদূর সুন্দর,
দেখিলাম কিছুক্ষণ, কি হইল দরশন ?
কোমল সুবর্ণ অঙ্গ, পাষাণ অন্তর।

---

* কর্ম্মনাশা নদী।

১১

করাল কালের ঢেউ, অবস্থা তুফান,
কত শত আশা-পোত বিস্মৃতি-সাগরে
করিয়াছে নিমগন, নাহি তার নিদর্শন,
কিন্তু সেই প্রেমমূর্ত্তি রহেছে অন্তরে।

১২

বিপদে, সম্পদে, কিবা সুদূরে, নিকটে,
রাজকার্য্যে, কি জাগ্রতে, শয়নে, স্বপনে,
দেখিয়াছি অনিবার, নাহি জানি কত বার,
বিসর্জ্জন করে পুনঃ তুলেছি যতনে।

১৩

কৌতুকে কল্পনা করে পরিণয় হার,
পরায়েছি কত বার গলায় তাহার;
যথায় যে ভাবে থাকি, তাহারে হৃদয়ে রাখি,
বলেছি সতত এই প্রতিমা আমার।

১৪

পূজিয়াছি চিরদিন সোণার মূরতি,
কোমল অন্তর তার, এই ছিল আশা,
এই প্রেম প্রবাহিণী, সুধাময় সুরধুনী,
কে জানিত হবে শেষে নদী কর্ম্মনাশা ?

১৫

কিন্তু তারে মিছে দোষী, দোষী দেশাচার,
দোষী এ বাঙ্গালি জন্ম, দোষী এ ভারত।
পিতামাতা অবিচারে, বিসর্জ্জিল অবলারে
পাপের অনলে, আহা দেখালো কুপথ।

১৬

দহিয়া দহিয়া সেই বিষম আগুনে,
তরল হৃদয় তার হয়েছে পাষাণ,
কারো মূর্ত্তি কদাচিত, হইবে না মুদ্রাঙ্কিত,
কোমল হৃদয় এবে বিকট শ্মশান।

১৭

সুকুমার প্রেমলতা এমন পাষাণে,
জন্মিবে না কোন কালে ; হায় রে অবলা !
এমন অমূল্য ধন, কিসে দিয়ে বিসর্জ্জন,
রহিয়াছ সুখে, পাপ-নেসায় বিহ্বলা।

১৮

বল প্রিয়ে ! এ জীবনে কি সুখ তোমার ?
এ বিস্তীর্ণ বিশ্বরাজ্যে নাহি এক জন,
আমার বলিয়ে যারে, বরিবে প্রণয়-হারে
প্রদানিবে যাহারে হৃদয়-সিংহাসন।

১৯

ঊনবিংশতি বর্ষ প্রায় সমাগত,
বল প্রিয়ে এ বয়সে ভ্রমেও কখন
নিরমল ভালবাসা, বিশুদ্ধ প্রণয় আশা,
দিয়াছে কি কোন জন, পেয়েছ কখন ?

২০

সংসার কুহক যদি সত্য বুঝে থাকি,
"আমার" শব্দেতে সর্ব্ব সুখ পরিণত ;
সে আমার, আমি তার, ইহা মনে আছে যার
আবির্ভাব স্বর্গ সুখ চিত্তে অবিরত।

২১

ছেড়ে দাও জীবনের শৈশব সময়,
যুবতী জীবন পেয়ে বল না আমায়,
প্রকৃত প্রণয় সুখ, আনন্দে ভরিয়া বুক,
লভেছ কি এক দিন লইয়া কাহায়?

২২

মনে কর বারেক সে শৈশব সময়,
শৈশব স্থায় তব আছে 'ক হে মনে?
কত কথা দুই জনে, প্রেম উচ্ছ্বাসিত মনে,
কহিয়াছি, শুনিয়াছি বসিয়া বিজনে।

২৩

নহে এক দিন—কিবা নহে এক মাস,
এইরূপে কত বর্ষ হইয়াছে গত;
এক দিন সে সময়, হতো না কি সুখোদয়,
ভুলেছ কি এবে সব স্বপনের মত?

২৪

যে মনে তোমায় ভাল বাসিয়াছি আমি,
নিরমল পাপশূন্য, পাপ আকাঙ্ক্ষায়
নহে কলুষিত তাহা, তুমি কি জান না আহা!
ভালবাসা তরে ভাল বেসেছি তোমায়।

২৫

এমন সে ভালবাসা— প্রতিদান তার
চাহি নাহি, চাহিব না নিকটে তোমার!
নিজ মনে নিজে সুখী, কি বলিব শশিমুখি!
অবিচল প্রেম প্রিয়ে! অন্তরে আমার:

২৬

এই বহে কর্ম্মনাশা, ক্ষীণ-কলেবরা,

অত্যল্প জীবন, কিন্তু বন্ধ কর তারে,

আশু হবে সুগভীর, ভেসে যাবে দুই তীর,

ভেসে যাবে ধরাতল প্লাবন আসারে।

২৭

তেমতি প্রণয় স্রোত কর অবিচল,

মুহূর্ত্তে পূর্ণিত হবে হৃদয় ভাণ্ডার;

প্রণয়ে পূরিবে ধরা, গগন হইবে ভরা,

অবিচল প্রেম স্বর্গ—কেন বলি আর?

২৮

বিহ্বলা যুবতী-মূর্ত্তি হক না যাহারা,

সরলা কোমলা সেই 'বালিকা' আমার;

সেই মূর্ত্তি চিরদিন, থাকিবে হৃদয়াসীন,

প্রদানিব চিরদিন প্রীতি-উপহার।

২৯

চাহি না যুবতী-মূর্ত্তি, 'বালিকা' আমার।

সুন্দর সরল হাসি মাখিয়া অধরে,

সুন্দর সরল দৃষ্টি, শীতল প্রণয়-বৃষ্টি,

করে যাতে, সেই মূর্ত্তি জাগিবে অন্তরে।

৩০

সেই রূপে আজি মম চিত্ত পরিপ্লুত,

এই কর্ম্মনাশা-জলে দেখি পরিষ্কার,

মনে রেখো প্রিয়তমে, আমি যে রাখিব মনে,

তুফান বহিছে হৃদে, কি লিখিব আর?

সম্পূর্ণ।

অবকাশরঞ্জিনী।

দ্বিতীয় ভাগ।

—০—

আবাহন।

১

"উঠ, গিরিরাজ ! মোহ পরিহরি',
শারদ-অম্বর-নীলিমা-সাগরে
ছড়া'য়ে রজত-কিরণ-লহরী,
বঙ্কিম শারদ চন্দ্রমা বিহরে।
খেলি'ছে বিমল কিরণ-লহরী
শুক্ল মেঘে মেঘে তরঙ্গি' অম্বর;
লহরে লহরে যায় ছড়াছড়ি
লবণাম্বুকণা তারকানিকর।

২

"উঠ' গিরিরাজ ! মোহ পরিহর,
দেখ একবার মেলিয়া নয়ন;
দেখ একবার শ্যাম কলেবর,
স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় শোভি'ছে কেমন !
দেখ একবার শোভি'ছে কেমন,
'রজত' 'কাঞ্চন' শৃঙ্গ মনোহর।
শোভি'ছে কেমন শোভার সদন
মানস-সরস, দক্ষিণ সাগর !

৩

"দক্ষিণ সাগরে ব্যাপিয়া সুদূরে,
কি চঞ্চল শোভা !—লীলা নীলিমার !
কি সুন্দর শোভা সুধাংশুর করে,
চঞ্চল সমীরে শ্যাম বসুধার !
সুধাংশুর করে এবে একাকার
শ্যাম বসুন্ধরা, সুনীল সাগর !
মর্ত্ত্য প্রকৃতির উত্তরীয় হার
শোভে মধ্যে শ্বেত বেলা মনোহর

৪

"উঠ' প্রাণনাথ !—উঠ, শৈলেশ্বর !
শারদ ষষ্ঠীর চন্দ্রমা-কিরণে
রজতমণ্ডিত খণ্ড জলধর
ভাসে কটিদেশে চল সমীরণে।
আহা ! শরতের পূর্ণচন্দ্র জিনি'
পশ্চিম গগনে শোভি'ছে আমার
উমার বদন,—উমা ত্রিনয়নী
বৎসর অন্তরে আসি'ছে আবার !

৫

"কত চন্দ্র আজি আকাশে উদয়,
দেখ হিমালয়, মেলিয়া নয়ন;
শারদ চন্দ্রিকা হইয়াছে লয়,
তপ্তকাঞ্চনাভা পূর্ণিত গগন !
তপ্তকাঞ্চনাভা উপর-গগনে !
তপ্তকাঞ্চনাভা মধ্য-মেঘজালে।
তপ্তকাঞ্চনাভা সাগর-দর্পণে !
তপ্তকাঞ্চনাভা বসুধা শ্যামলে।

৬

"বীরবালা মম, দানবদলনী !
  দেখ, শৈলেশ্বর ! দেখ নাহি তুমি
বহুদিন, আহা ! সিন্ধু অতিক্রমি
  যে দিন যবন এ ভারতভূমি
প্রবেশিল, হায়, হইল সে দিন
  যেই মূর্চ্ছা তব, ভাঙ্গিল না আর !
সপ্ত শত বর্ষ সেই মূর্চ্ছাধীন
  রহিয়াছ !—নেত্র মেল একবার !

৭

"বীরবালা মম, দানবদলনী.
  রণরঙ্গে বাছা রঙ্গিণী সতত,
দশভুজারূপে আসি'ছে অবনী,
  দশভুজে দশ দিক্ পরিণত।
ত্রিনেত্রে ত্রিকাল ; অনন্ত শকতি
  যুগল বাহনে ; বামাঙ্গুষ্ঠমূলে
প্রমত্ত অসুর, ভীষণ-মূরতি,
  বিদীর্ণহৃদয় বিশাল ত্রিশূলে।

৮

"দক্ষিণ চরণে বিক্রমী কেশরী
  বমদ্রক্ত-ধারা-বিশাল-কবলে
আক্রমি' অসুরে,—রণোন্মত্ত অরি,—
  সংহারক-মূর্ত্তি মত্ত ক্রোধানলে !
হেন মহাশক্ত দলিয়া চরণে,
  বিরাজে পার্ব্বতী—শক্তিবিহারিণী ;
ত্রিভঙ্গ মূরতি, পূর্ণেন্দুবদনে
  ভাসে মহিমার হাসি সৌদামিনী।

৯

"মা'র এইরূপে, আহা মরি মরি,
কি অপূর্ব্ব শোভা হ'য়েছে মিশ্রিত,—
অর্দ্ধ রণচণ্ডী, অর্দ্ধ রাজেশ্বরী,
অনলে অমৃত হ'য়েছে মণ্ডিত।
ভুবন-ঈশ্বরী গিরিজা আমার,—
মাথায় মুকুট, পাশাঙ্কুশ-কর ;
রণরঙ্গিণীর ঝলসে আবার
অন্য করে খড়্গ, চক্র, ধনুঃশর।

১০

"উত্তরে ভারতী—রজতবরণা,
মানস-সরস-পঙ্কজবাসিনী,
বেদমাতা, করে শোভে চারু বীণা,
সঙ্গীত-সাহিত্য-শাস্ত্র-প্রসবিনী।
দক্ষিণে কমলা, কমল-আসনা,
শোভে করে পদে সোণার কমল,
ঐশ্বর্য্যরূপিণী, কণক-বরণা,
সচঞ্চল যেন পদ্মপত্র-জল।

১১

"তা'র দুই পাশে কুমার, গণেশ।
জ্ঞানেশ গণেশ, জ্ঞান-অবতার ;
জীবন্ত আদর্শ! বিজ্ঞানের শেষ!—
মূষিকের পৃষ্ঠে ঐরাবত-ভার!
অন্য দিকে বীর্য্য-সৌন্দর্য্য-আধার
সুর-সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন,
করে পূর্ণচাপ,পৃষ্ঠে তূণভার,
রূপে রতিপতি—মানসমোহন।

১২

"ঊর্দ্ধে উমাপতি বৃষভবাহন,
নিমজ্জিত দেব তপস্যাসাগরে ;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির কারণ,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভাবি'ছে' অন্তরে।
মরি কি প্রতিমা!—অনন্ত শকতি,
অনন্ত বীরতা, অনন্ত বিভব,
বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, প্রেম, যোগরতি,
একাধারে, মরি, পরিপূর্ণ সব !

১৩

"এইরূপে আজি বৎসর অন্তরে,
আসি'ছেন উমা দেখিতে তোমায় ;
উঠ, গিরিরাজ! এইরূপে প'ড়ে,
আর কত কাল রহিবে মূর্চ্ছায় ?
উঠ, গিরিরাজ! এই চন্দ্রালোকে,
উমার প্রতিমা দেখ একবার,
কে আছে জগতে, সুখে, দুঃখে, শোকে,
এই রূপে চিত্ত জুড়া'বে না যা'র ?

১৪

"আহা মরি, কিবা স্বর্গীয় সঙ্গীতে,
নন্দন-সৌরভে, সুরভি সমীরে
নামি'ছে প্রতিমা ধীরে অবনীতে,
যেন উল্কাখণ্ড নামিতেছে ধীরে!
স্বর্গে দেবগণ দেয় জয়ধ্বনি,
নক্ষত্র, তারকা করে বরিষণ,
মর্ত্ত্যে মহোৎসবে ভাসি'ছে অবনী,
উঠি'ছে গগনে আনন্দ-নিক্কণ !

১৫

"তুই আনন্দের স্রোত-সন্ধিস্থলে,
কেমনে অচল আছ, হিমালয় ?
ওই উমা অবতীর্ণা হিমাচলে,
উঠ, প্রভু, আর বিলম্ব না সয়।
দক্ষবিনাশন জামাতা তোমার,
(ভুলিলে কি পূর্ব্ব কাহিনী সকল ?)
যোগ্য আবাহন না হ'লে তাঁহার,
প্রজ্বলিত হ'বে ক্রোধ-দাবানল।

১৬

"ওই মা আমার অবতীর্ণা দ্বারে,
ত্রিদিবের শোভা, হায় রে, ভূতলে ;
এস এস, ও মা ! বল না আমারে,
হিমপুরী ছাড়ি' কেন বিল্বমূলে ?
পাষাণের মেয়ে আপনি পাষাণী,
কেমনে থাক, মা, একটি বৎসর
ভুলিয়া মায়েরে ? এ পাপ পরাণি
পাষাণ বলিয়া না হয় অন্তর।

১৭

"হায়, মাতা ! এই একটি বৎসর
থাকি, বাছা ! তোর পথ নিরখিয়া
অচলার মত ; হায়, নিরন্তর
অচল মস্তক আবেশে রাখিয়া
যোগনিদ্রাগত গিরীশ-হৃদয়ে,
নিশ্বাসি' ঝঞ্ঝায়, কাঁদি বরিষায়,
(শত অশ্রুধারে তিতি হিমালয়ে,)
জ্বলি মনস্তাপে নিদাঘ-জ্বালায়।

১৮

"কত সাধ তব শুনি সমাচার,—
কিন্তু অভাগীরে কে দিবে বলিয়া ?
আপনি অচলা ; জনক তোমার
অচল-ঈশ্বর ; গগন ব্যাপিয়া
মহামহীরুহ তব ভ্রাতৃগণ,
অচল, অটল ;—পড়িবে ভাঙ্গিয়া
ভীম উৎপীড়নে, তথাপি কখন
একপদ তা'রা যা'বে না সরিয়া।

১৯

"ভগ্নীগণ তব কোমলা বল্লরী,
না পারে দাঁড়া'তে আশ্রয় বিহনে ;
হেন অবলারে বল না, শঙ্করি,
এত দূরপথে পাঠাই কেমনে ?
তব অকুশল জানি অসম্ভব,
জানি তুমি সর্ব্বমঙ্গলা আপনি,
তবু অভাগীর পরাণ নীরব
কাঁদে—মা'র মন,—দিবস রজনী

২০

"কি দুঃখে, মা, তোর মেনকা গর্ব্বিণী
থাকে ? ও মা তত্ত্ব না লও তাহার,
মহামায়া তুমি, কিন্তু, ত্রিনয়নি,
মা'র প্রতি মায়া নাহি, মা, তোমার।
কি দুঃখে যে বাঁচে জননী তোমার,
বলিব কেমনে ? যায় নাহি প্রাণ
শিখরী বলিয়া,—তাহাতে আবার
চাপা আছে বুকে কঠিন পাষাণ।

২১

"জান এই সপ্ত-শত-বর্ষ, হায়,
মহাধ্যানে মগ্ন জনক তোমার ;
কত কাল আর বল না আমায়
র'বে এই নিদ্রা ?—ভাঙ্গিবে কি আর ?
আছে কি না আছে জীবন তাঁহার
বুঝিতে না পারি,—চিহ্নমাত্র, হায় !
সমীরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস সঞ্চার,
অশ্রু দুই ধারা গঙ্গা যমুনায় !

২২

"কত যত্ন, তবু হ'ল না চেতন,
ঢালিয়াছি শিরে তুষার শীতল ;
মানস সরসে প্রক্ষালি' চরণ,
সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র বহে অবিরল।
রাখিয়াছি বক্ষঃ জলদে মাখিয়া,
সমাবৃত বপুঃ পল্লবে পাষাণে ;
তথাপিও নাহি উঠিলা জাগিয়া,
না মানে প্রবোধ অবোধ পরাণে।

২৩*

"হায় রে সে দিন ভারত যখন
'বরদা-বিপ্লবে' হ'ল অন্ধকার ;
দিগ্‌দিগন্তরে ত্রাসিয়া জীবন,
বিনা মেঘে হ'ল বিজলি-সঞ্চার !
উঠিল সে দিন যেই হাহাকার
আসমুদ্রগিরিভারত যুড়িয়া ;

শুনি' সেই ধ্বনি, শুধু একবার
ঝটিকা-নিশ্বাস ছাড়িলা কাঁপিয়া ঃ

২৪*

"সে দিন উছলি' নয়নের জল
যমুনা জাহ্নবী শত-স্রোত-ধারে
নামিল সাজা'য়ে শ্যাম-বক্ষঃস্থল,
অর্দ্ধেক ভারত প্লাবিয়া আসারে ;
সে নীরব শোকে, নীরব-রোদনে,
জানিলাম নাথ আছেন জীবিত ;
কিন্তু কত কাল কাটাব এমনে,
যোগ-নিদ্রা কবে হ'বে অন্তর্হিত।

২৫

"রাজার বিহনে রাজ্য ছারখার,
'ধবল', 'কাঞ্চন' শেখর যুগলে,
রজত, কাঞ্চন, ভাণ্ডার আমার
পড়েছে ছড়া'য়ে ; ভ্রমে দলে দলে
গজ, অশ্ব, সাদীনিষাদীবিহনে ;
পশুপক্ষিশালা ভাঙ্গিয়া বেড়ায়
যত জীবগণ ; বলিব কেমনে,—
পদানত সিংহ উঠেছে মাথায় !

২৬

"জান কত শত যুগযুগান্তর,
রত্নাকর সনে যুঝি, অনিবার,
উদ্ধারিলা রণজয়ী শৈলেশ্বর

---

* এই ২৩। ২৪শের শ্লোক দুইটি প্রাকৃতিক ঘটনা লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

রত্নপ্রসবিনী ভারত আমার।
রত্নাকর-সর্ব্ব-উৎকৃষ্ট-রতনে
গঠিত তাহার শ্যাম কলেবর।
নাহি, হায়, এই মরত-ভবনে
একাধারে এত শোভা মনোহর।

২৭

"মহারণে সিন্ধু মানি' পরাজয়,
সোণার ভারত দিয়া উপহার,
কহিল শপথি' :—ক্লান্ত-ফেনময়,—
'এই শ্বেত বেলা লঙ্ঘিব না আর।
আদেশিলা অদ্রি-ঈশ্বর তখন ;
'সিন্ধো ! এই সন্ধি হ'ল তব সনে,
মহাগড়ে বেলা করিয়া বেষ্টন,
রক্ষিবে ভারতে দক্ষিণে আপনে :

২৮

"মহাদুর্গ করি' আপনি উত্তরে
রহিলাম আমি ; রাখিও স্মরণ,
রাখিলাম দৃষ্টি তোমার উপরে,
তব লীলাবর্ত্ত করিব দর্শন।
সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে, পূরবে
র'বে পর্য্যটক প্রহরীযুগল,
একটি মুহূর্ত্ত দাঁড়া'য়ে না র'বে,
রক্ষিবেক সীমা ভ্রমি' অবিরল।'

২৯

"কিন্তু অবিশ্বাসী পশ্চিম-প্রহরী
গোপনে যুনানী যবন-তস্করে

কত বার নিজ বক্ষে পার করি'
করা'ল প্রবেশ ভারত-ভিতরে ;
সেই দস্যু-স্রোতে নিল ভাসাইয়া
কত রত্ন, শোভা, বলিব কেমনে
কিন্তু সেই স্রোতঃ দিল ফিরাইয়া,
সম্মুখ-সমরে বীর-পুত্রগণে।

৩০

"হায় ! গৃহছুরি কাটে গৃহ যদি,
দেবেও না পারে রক্ষিতে তাহারে ;
বিশ্বাসঘাতক সিন্ধু নিরবধি,
অন্বেষিয়া গৃহছিদ্র দুরাচারে,
আনিল ভারতে পুনঃ দস্যু-দল,
অন্তর-বিগ্রহে ক্লান্ত দিল্লীশ্বরে
যুঝিল একাকী,—হইল উজ্জ্বল,
যবনের 'অর্দ্ধচন্দ্র' * থানেশ্বরে !

৩১

"দেখিয়া নগেন্দ্র হইলা মূর্চ্ছিত,—
বজ্রাঘাতে যেন ! বহুদিন পরে
ভীম-ভূকম্পনে পাইয়া সম্বিত,
বলিলা জীমূত-মন্দ্র ভয়ঙ্করে :—
'শৈলেন্দ্রাণি ! আমি মেলিয়া নয়ন
বিধর্ম্ম পতাকা দেখিব না আর,
হ'বে ভারতের যেই নির্যাতন
আজি হ'তে,—প্রাণে স'বে না আমার।

---

* যবনের জাতীয় পতাকা।

৩২

"ভারতের তরে আজি যোগাসনে
বসিলাম, দেবি! উদিলে আবার
অস্তমিত রবি ভারত-গগনে,
সেই দিন ধ্যান ভাঙ্গিবে আমার।"
সপ্ত শত বর্ষ হ'তেছে অতীত,
নাহি চিহ্নমাত্র এখনো তাহার;
বল, উমা! সে কি চির অস্তমিত?
ভারতের ভাগ্যে অনন্ত আঁধার?

৩৩—৩৪

* * * * *

৩৫

"তিন দিন মাত্র পাইয়া তোমায়,
পূর্ব্ব স্মৃতি তা'র উঠে উছলিয়া,
পূজে ফল পুষ্পে; পাইবে কোথায়
পূজিবারে সেই রত্নরাশি দিয়া?
কাটে মহাসুখে এই তিন দিন
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভুলি' দুঃখ-ভার;
মানস-হিল্লোল হইলে বিলীন
দশমীতে, দেখে দুঃখ-পারাবার।

৩৬

"যাও, উমা! তবে দুঃখিনীর ঘরে,
শারদ-সপ্তমী হ'তেছে প্রভাত;
দেখ, মা! অরুণ পূরব অম্বরে
কি আনন্দ-রেখা করিতেছে পাত!

বাজি'ছে ভারতে প্রভাত আরতি ;
উঠি'ছে আকাশে আনন্দ-নিক্কণ ;
বৎসর অন্তরে যাও, হৈমবতি,
দুঃখিনী ভারত জুড়া'ক জীবন।"

৩৭

এস হৈমবতি, এস মা ভারতে,
বঙ্গকবি, মাতা! করে আবাহন;
এস মা, ভারতে কল্পনার রথে,
দশভুজারূপে উজলি' গগন!
উঠ, বলহীন ভারত-সন্তান!
পূর্ণজ্ঞানালোকে কর দরশন.
হ'তেছে ভারতে দেখ অধিষ্ঠান
মহাশক্তি ; উঠ, কর আবাহন!

এক দিন।

১

এক দিন,—প্রিয়তমে! আছে কি স্মরণ?
নহে বহু দিন গত, এই জনমের মত
পেয়েছিনু এক দিন যে সুখ-রতন;
এ জনমে আর নাহি পাইব তেমন।

২

কার্য্যস্থান হ'তে অতি ক্লান্ত কলেবরে,
প্রায় অবসন্ন-প্রাণে, দীর্ঘ-দিবা অবসানে
আসিয়াছি, শ্রমে ভারি বিষণ্ন অন্তরে,—
অস্ত যায় দিনমণি অমল অম্বরে।

৫

৩

হায়! ওই অস্তাচল-বিলম্বী ভাস্কর
কত বাঙ্গালির মুখ, মূর্ত্তিমান চিরদুখ,
দেখে সদা, মসিজীবী হতভাগা নর,
সারাদিন খেটে যবে ফিরে আসে ঘর।

৪

তেমনি বিকল অঙ্গে, এক দিন, হায়!
কর্ম্ম-ক্ষেত্র পরিহরি' মসিযুদ্ধ শেষ করি,
আসিয়াছি,—সে যে দুঃখ, কহা নাহি যায়,
বঙ্গকর্ম্মচারী বিনে কে জানে ধরায়?

৫

নাহি প্রবেশিতে পর্ণ-কুটীরের দ্বার,
"আজি এত দেরি কেন, মলিন বদন হেন,
বল নাথ?" শুনিলাম, দেখিলাম আর
প্রেমের প্রতিমা খানি সম্মুখে আমার।

৬

সুশীতল সুবাসিত বাসন্ত অনিল,
সুকোমল পরশনে, পরিমল বিতরণে,
সরস মধুরে যথা জাগায় কোকিল,
সঙ্গীতে মোহিত করি' কানন অখিল;

৭

তথা বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর স্বর
ছুঁইল অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের প্রেমতারে,
শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্র বাজিল সত্বর,
নাচিতে লাগিল রক্ত ধমনী-ভিতর।

৮

ঘুরিল নয়নে ধরা, ঘুরিল গগন,
দুই বাহু প্রসারিয়া, জুড়া'তে তাপিত হিয়া,
হৃদয়ে হৃদয়-নিধি করিনু স্থাপন,
কাঙ্গাল পাইল যেন কুবেরের ধন।

৯

জগৎমোহিনী হাসি ভাসিল বদনে,
অধর অমৃতাধার বর্ষিল পীযূষাসার,
মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা পশিল মরমে,
ঝরিল শীতল ধারা দাবদগ্ধ বনে।

১০

বঙ্গ-কুল-নারী ফুল্ল সলজ্জ কমলে,
যদি এই সুধাসার না থাকিত অনিবার,
নিবাইতে রোগ শোক দারিদ্র্য-অনলে,
বাঙ্গালির সুখ কোথা থাকিত ভূতলে ?

১১

ফুটে বঙ্গ অন্তঃপুরে যে কম কামিনী,
তা'র কি তুলনা হয় উদ্যান কুসুমচয়,
প্রত্যেক বাতাসে যা'রা হয় কলঙ্কিনী,
দুঃখী বঙ্গবাসিদের রমণীই মণি।

১২

তুমুল ঝটিকা শেষে কূলে আগমন,
শান্তি সমরের শেষ, শ্রমশেষে নিদ্রাবেশ
নহে তত প্রীতিকর, দিনান্তে যেমন
দুঃখী বঙ্গবাসিদের প্রিয়া-সংমিলন।

১৩

সেই দিন—সেই সুখ—আবার—আবার
পড়িতেছে মনে, প্রিয়ে! তোমারে হৃদয়ে নি
বলেছিনু, পড়ে মনে?—"প্রেয়সি! আমার,
আমার মতন সুখী কেহ নাহি আর।"

১৪

সেই দিন,—প্রিয়তমে! থাকিবে স্মরণ,
জীবন হইবে গত, কিন্তু জনমের মত
পেয়েছিনু এক দিন যে সুখ রতন,
ধরাতলে আর নাহি পাইব তেমন।

জুমিয়া জীবন।*

১

নিবিড় কানন; নেত্র যে দিকে ফিরাই,—
অনন্ত পাদপ-শ্রেণী, লতাগুল্মবন।
অভ্রভেদি-গিরি-শিরে,
কিবা নীল নদীতীরে,
জলে, স্থলে, কি গহ্বরে—নিবিড় কানন।

* [চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে "জুমিয়া" নামক এক
অসভ্য মগজাতি আছে। ইহারা "কুকি" বা "লুসাই" দিগের
ততদূর হিংস্র জন্তুর মধ্যে পরিগণিত নহে, অথচ বাঙ্গালীদে
ততদূর সভ্যও নহে। ইহারা বৎসর বৎসর বাসস্থান পরিবর্ত্তন ক
যে বৎসর যেখানে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রীপুত্র একত্র হইয়া
স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া এক

২

ব্যাপিয়া নয়ন-পথ পর্ব্বতলহরী
উত্থিত আকাশে,—এই পাতালে পতিত,
এইরূপে উঠে পড়ে,
নরভাগ্য চিত্র করে,
দুরে নীল মেঘে নেত্র করে প্রতারিত!

৩

গম্ভীর প্রকৃতি-মূর্ত্তি; মহীরুহচয়,
বিজনে গম্ভীর ভাবে আছে দাঁড়াইয়া;
দীর্ঘ শাখা প্রসারিয়া,
গিরিশৃঙ্গ আবরিয়া,
শ্যামল পল্লবে, মরি, নয়ন রঞ্জিয়া!

৪

শ্যামল পল্লবময় চন্দ্রাতপ-তলে,
নিদাঘ মধ্যাহ্নতাপে, কুরঙ্গিণীগণ
স্বনাথ কুরঙ্গ-সঙ্গে
অলস অবশ অঙ্গে;
ময়ুর ময়ুরী ডালে মুদ্রিতনয়ন।

বদাহন" করিয়া ফেলে! পরে ধামার (এক প্রকার কাটারি
।) দ্বারা ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া এক গর্ত্তে আলু, কচু, তরমুজ প্রভৃতি
বিধ বীজ রোপণ করে! পর্ব্বতের এমনই উর্ব্বরাশক্তি যে,
তই প্রচুর পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে। কোন বন্ধুর মুখে
াছি, ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম আছে, এমন কি,
দিনের তরেও কখন মুখ ম্লান হয় না! একত্র শয়ন, একত্র
, একত্র আহার, এমন কি, যেন দুই কলেবরে এক জীবন
া বোধ হয়! ইহারা স্বাধীন, সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের
র রাজ্য স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে সভ্য করিতেছেন।]

৫

যেই দৃঢ় আলিঙ্গনে কানন-বল্লরী
বেষ্টিয়াছে প্রেমভরে দীর্ঘ তরুবর,
বিচ্ছিন্ন করিতে তা'রে
প্রভঞ্জন নাহি পারে,
আরণ্য প্রণয়, মরি, অতি মনোহর।

৬

ততোধিক মনোহর—ওই তরু তলে,
ভূতলে "জুমিয়া" ওই করিয়া শয়ন,
পাশে বসে প্রণয়িনী,
শৈলসুতা গৌরাঙ্গিণী,—
ততোধিক মনোহর তা'দের জীবন।

৭

মূর্ত্তিমতী সরলতা জুমিয়া রমণী,
সরল বচন, আহা ; সরল দর্শন ;
সরল মধুর হাসি,
সরল সৌন্দর্য্যরাশি,
অকৃত্রিম সরলতাপূরিত জীবন।

৮

সুবর্ণদর্পণ-সম, অতি সমুজ্জল,
শোভে অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু বক্ষঃস্থল,
সুগোল নিটোল ভুজ,
চারুনেত্র নীলাম্বুজ,
চন্দ্রের কলঙ্ক, নত-নাসিকা কেবল।

৯

সরল কবরীন্যস্ত দীর্ঘ কেশরাশি ;
বিন্যস্ত কর্ণের রন্ধ্রে, সুন্দর খোঁপায়
শোভে বনপুষ্পগণ,
বিনা এই আভরণ,
রত্ন হৈম অলঙ্কার চিনে না বামায়।

১০

এইরূপে বনদেবী, বসি' পতি-পাশে,
কার্পাসে কর্কশ বস্ত্র বুনে বিনোদিনী ;
সুবর্ণ অঙ্গুলিচয়,
—কিন্তু কোমলতাময়,—
নাচে তন্তু যন্ত্রে, নীচে গায় কল্লোলিনী !

১১

কাছে শুয়ে প্রাণেশ্বর, দেখে প্রেমভরে,
মন্দ সমীরণে যথা চম্পক কুসুম,
তেমতি প্রিয়ার কর,
নাচিতেছে নিরন্তর,
হাসিতেছে পতিপ্রেমে পর্ব্বত-প্রসূন।

১২

কভু কার্য্য অন্তরালে পতিমুখপানে
নিরখিতে বিনোদিনী সতৃষ্ণ নয়নে,
ভুলিয়াছে তন্তু করে,
দেখি বামা লাজ ভরে,
চাহে প্রাণেশের পানে, সস্মিত নয়নে।

১৩

কুটিল কটাক্ষপূর্ণ নহে সে দর্শন ;
নহে সে সরল হাসি কুটিলতাময়।
মোহিল জুমিয়া মন,
হাসিয়া সে সেইক্ষণ,
চুম্বিল প্রিয়ার মুখ—অমৃত-আলয়।

১৪

সভ্যতার অসভ্যতা সহিতে না পারি,
পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম—অপার্থিব ধন,
ছাড়া'তে সভ্যতা-দায়,
পশেছে অরণ্যে, হায়।
প্রেমের আবহ ওই জুমিয়া জীবন।

১৫

পতিপত্নী একচিত্ত, একই জীবন ;
উভয় জীবন-স্রোতঃ বিবাহ অবধি,
গঙ্গা যমুনার মত,
এক অঙ্গে পরিণত,
একই বিমল স্রোতে বহে নিরবধি।

১৬

দিবসযাদিনী, বন-কপোত যেমন,
একত্র আহার, বনে একত্র ভ্রমণ,
একত্র প্রবেশি' বন,
কাটে "জোম," দুই জন,
একত্র ফিরিয়া মঞ্চে একত্র শয়ন।

১৭

নাহি ভবিষ্যৎ চিন্তা, অভাবের ভয় ;
অনন্ত পার্ব্বত্য রাজ্য স্বর্ণ-প্রসবিনী
অতি অল্প পরিশ্রমে,
যোগায় জুমিয়াগণে,
আহার্য্য সামগ্রীচয় ;—ভার্য্যা গৌরাঙ্গিণী

১৮

পর্ব্বতবিহারী ওই সমীরণ মত,
স্বাধীন জুমিয়াগণ ; যথা ইচ্ছা হায় !
প্রাণের প্রেয়সী সনে
বেড়ায় নিবিড় বনে;
সুখের সাগরে চিত্ত-তরণী ভাসায়।

১৯

বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ তা'দের নয়নে,
দুরাকাঙ্ক্ষা-মরীচিকা করেনি সৃজন।
সুখের তৃষ্ণায়, হায় !
কভু নাহি ছুটে যায়,
আশা-কুহকিনী মন্ত্রে হইয়া মগন।

২০

নাহি ভূত ভবিষ্যৎ, তাদের নয়নে,
সুখ-নির্ঝরিণীস্রোতঃ সদা বর্ত্তমান ;
না বুঝে সময়-গতি,
সদা সুপ্রসন্ন মতি,
থাকে সুখে, প্রকৃতির প্রকৃত সন্তান।

২১

প্রিয়াকরবিনিঃসৃত সুরা করি' পান,
ওই ক্ষুদ্র মঞ্চে সুখে করিয়া শয়ন,
কাটে কাল মন-সুখে,
প্রেয়সী লইয়া বুকে,
অকৃত্রিম ভালবাসা জুমিয়া-জীবন !

২২

পশ্চিম সভ্যতা-স্রোতঃ ! থাক দাঁড়াইয়া,
ক্ষমা কর, হইও না আর অগ্রসর,
বাঙ্গালীর সুখালয়
ভাসাইয়া, হে নির্দ্দয় !
পূরিল না তথাপি কি তোমার উদর ?

২৩

নাহি কাজ প্রবেশিয়া অরণ্য-ভিতরে,
কলুষিত করি' এই গহন কানন,
নাহি কাজ সভ্যতায়,
কে বল সভ্যতা চায়,
অসভ্যতা যদি, আহা, সুখের এমন

২৪

ইচ্ছা হয়, হায়, ওই জুমিয়ার সনে
বিনিময় করি এই বাঙ্গালী-জীবন;
শু'য়ে ওই ধরাতলে,
ল'য়ে প্রিয়া বক্ষঃস্থলে,
লভি স্বর্গ-সুখ,—ওই জুমিয়া-জীবন

আর্য্য দর্শন।

১

"আর্য্য!" আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর! এনাম কেন ধ্বনিলে আবার?
মরুভূমে পিপাসায়,
যে জন জ্বলি'ছে, হায়!
"সুশীতল জল" কাণে কেন কহ তা'র?
কেন মৃগ-তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার?

২

"আর্য্য!"—মোহান্ধ যুবক!
নিশীথ নিদ্রায় তুমি দেখেছ স্বপন;
পুনর্ব্বার নিদ্রা যাও,
যদ্যপি শুনিতে পাও,
এই মধুময় নাম—সুদূর-স্মরণ!
নিশ্চয়, যুবক! তুমি দেখেছ স্বপন।

৩

স্বপন না হবে যদি,—
অনন্ত সময়-গর্ভে যেই নাম, হায়!
অকালে হইয়া লয়,
আজি তদুপরে বয়,
দ্বিতীয় লহরী দর্পে কাঁপায়ে ধরায়,
সেই নাম আজি তুমি পাইলে কোথায়?

৪

ইতিহাসে ?——অবিশ্বাস !
ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর !
তব ইতিহাসে কয়,
এই সেই আর্য্যালয়,
আমরা সে বীর্য্যবান্ আর্য্যের কুমার ;
চন্দ্রসূর্য্যবংশে, এই জোনাকি-সঞ্চার ?

৫

না, না,—এ যে অসম্ভব !
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে ;
কুরুক্ষেত্র মহারণ,
হ'ল যথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়—
একটী ইংরাজ-ভয়ে কম্পিত হৃদয়।

৬

ছিল যেই—পুণ্যভূমি ;
অনন্ত-ঐশ্বর্য্য-খনি,—প্রাচুর্য্য-ভাণ্ডার ;
যাহার মলয়ানিলে,
যাহার জাহ্নবী-জলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার !

৭

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত ;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার ;
তাহাদের বীর্য্য-বল,
ছিল যেন দাবানল,

পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনুঃ, কক্ষে তরবার,
আমাদের—অশ্রুজল, ভিক্ষা-পাত্র সার !

৮

কি দোষে না জানি, হায় !
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীর্য্যহীন,
ততোধিক পরাধীন ;
আমাদের—হায় ! কোন্ পাপের এ ফল ?
করে ভিক্ষা-পাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল।

৯

হায় ! ওই দীনহীন,
অনন্ত বিষাদ-ভাণ্ড—ভারত-সন্তান,
ভয়ে বাক্য নাহি সরে,
স্বেদ সহ অশ্রুঝরে ;
কহিও না তা'র কাণে এই আর্য্যনাম,
বিষাদ-সাগরে তা'র উঠিবে তুফান।

১০

সৃষ্টিকর্ত্তা !—বল নাথ !—
সর্ব্ব-শক্তিমান্ তুমি, তবে কি কারণ,
প্রত্যেক পবনঘায়,
উঠিতে পড়িতে, হায় !
এই ক্ষুদ্র বালিরাশি করিলে সৃজন,—
আর্য্যবংশে কুলাঙ্গার—কলঙ্ক-অর্পণ ?

১১

শুনেছি মঙ্গলময়—
তুমি নাথ, তুমি নাথ দয়ার নিদান ;

হতভাগ্য হিন্দুচয়
স্থজি', ওহে দয়াময়!
জগতের কি মঙ্গল করিলে বিধান?
দুর্ব্বল পতঙ্গে করি অনলে প্রদান?

১২

বিদরে হৃদয়, নাথ!
বল, হায়, কি মঙ্গল করিলে সাধন?
তীব্র আর্য্য-বংশ-রবি,
বাল্মীকি কল্পনা-ছবি,
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ?
এই গ্রাসমুক্ত, নাথ! হবে কি কখন?

১৩

হায়! যেই আর্য্যনাম
আছিল জগৎপূজ্য;—আছিল অচল,
অটল হিমাদ্রি-নম,
সিন্ধু জিনি' পরাক্রম,
আজি সে বাতাস-ভরে করে টলমল,
আজি সেই নাম ওই পদ্মপত্রে জল!

১৪

বৃথা তবে, প্রিয়বর?
নাহি আর্য্য; কেন "আর্য্য-দর্শন" এখন
কি আছে আর্য্যের আর,
বিনে ওই—হাহাকার,
নাহি অঙ্গ, নাহি মন, নাহি সে জীবন,
কি আর দেখিবে "আর্য্য-দর্শন" এখন?

১৫

ওই আর্য্য-ভস্ম-রাশি !
ভাগীরথী দুই তীরে, ওই স্তূপাকার !
জানিয়াছি দৃঢ়মতে,
পতিত-পাবনী হ'তে
এ পতিত বংশ নাহি হইবে উদ্ধার ;
না পারিবে ভাগীরথী ;—তবে যদি আর

১৬

আর কোন মহারথী
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ধরি' তরবার,
করি' সিংহনাদ-ধ্বনি,
আনে রক্ত-তরঙ্গিণী,
আর্য্যরক্তে আর্য্যাবর্ত্ত ভাসায় আবার,
তবে যদি আর্য্যবংশ জাগে পুনর্ব্বার

১৭

সেইদিন আর্য্যাবর্ত্ত
দেখিবে নবীন শশী, নবীন গগন ;
উদিবে নবীন রবি,
গাইবে নবীন কবি,
দেখিবে নবীন "আর্য্য-দর্শন" তখন ;
কি দেখিবে ?—কত দিনে ?—সকলি স্বপন !

সখের গোলাপ।

১

সখের গোলাপ মম বরিষার জলে,
দেখ ছিন্ন ভিন্ন করে, সুকুমার দল ঝ'রে
দেখ, আহা, ক্রমে ক্রমে পড়ি'ছে ভূতলে !
প্রত্যেক বিন্দুর ঘায়, ওই দেখ মূর্চ্ছা যায়,
উলটি' পালটি', দেখ,, বৃন্তোপরে দোলে;
সখের গোলাপ মম বাতাসের বলে !

২

কেমন নিবিড় মেঘে আবৃত গগন
অনিবার হুহু স্বরে, বরিষার জল ঝরে
কি ভীষণ রবে শুন গর্জ্জে তরুগণ,
উহু ! কি বিজলী-মালা, গগনে করি'ছে খেলা,
জলদ-হুঙ্কারে কাঁপে পৃথিবী, গগন.
বাপরে ! হইল কোথা অশনি-পতন !

৩

শুন কি ভীষণ শব্দ দূরে শুনা যায়,
বিলোড়িয়া সিন্ধুজল, উপাড়ি' অচলদল,
উপাড়িয়া তরুগণ বিদারি' ধরায়,
প্রলয়ের শব্দ সম, বহিতেছে প্রভঞ্জন,
"কড় কড়', শব্দে যত তরু ভেঙ্গে যায়,
সখের ,গোলাপ মম কিসে রক্ষা পায় ?

৪

হায় রে ! দুর্ব্বল ওই বৃন্তশূন্য করি'
অবশিষ্ট দলচয়, ওই যে পতিত হয়,
ওই দেখ পঙ্কসহ যায় গড়াগড়ি ;
মুহূর্ত্তেকে মিশাইবে, চিহ্ন মাত্র না রহিবে ;
সখের গোলাপ মম হ'বে ছারখার ;
প্রেমের গোলাপ মম কে রাখে এবার !

৫

এ প্রেম-গোলাপ মম মানস-কাননে,
সৌরভে মোহিত করি', বিষাদ-আঁধার হরি',
বিরাজিত, হাসি' হাসি' প্রফুল্ল যৌবনে ;
হেরি' তা'র রূপ-শোভা, অনুপম মনোলোভা,
ভাবিতাম, হাসিতাম আপনার মনে,—
প্রেমের গোলাপ মম অতুল ভুবনে !

৬

এই ফুল ছিল মম জীবনের মূল,
শীতল মিলন-জল, বর্ষিতাম অবিরল,
নিশ্বাস-পবনে মনঃ নাচিত কেবল।
আনন্দে প্রণয়াবেশে, কোমল দলেতে ব'সে,
করিতাম পান সুখে সুধা অবিরল,
কেমনে সে ফুল মম হইল নির্ম্মূল ?

৭

কেমনে ? প্রেয়সি ! সেই দুঃখের কাহিনী,
সেই মরমের ব্যথা, সেই মনোগত কথা,
যাহা মনে করি' কাঁদি দিবস-যামিনী,
যে বিচ্ছেদ-বরিষায়, প্রেমের গোলাপ, হায়,

ছিঁড়িল, কণ্টকবৃন্ত কাল-ভুজঙ্গিনী!
রাখি স্মৃতি রূপে, সেই দুঃখের কাহিনী।

৮

জানি না, কি জান না? কি বলিব, হায়!
ওই গোলাপের মত, এই প্রেম শত শত
খণ্ড হ'য়ে পড়িয়াছে বিচ্ছেদের ঘায়;
বিস্মৃতির পঙ্কে তা'রে, চাহি আমি মিশা' বারে'
কিন্তু সেই প্রেম, প্রিয়ে! মিশান কি যায়?
অমৃত কেমনে বল মিশা'র ধূলায়?

৯

মনে কর, মিশালেম বিস্মৃতি-সাগরে;
প্রেম যেন এইক্ষণ করিলাম বিসর্জ্জন,
কিন্তু এ স্মৃতির স্রোত কে রোধিতে পারে?
সুখদুঃখ, ভালবাসা, নিরাশা প্রণয়-আশা,
ইচ্ছা করে কে কখন পারে ভুলিবারে?
ইচ্ছা করে কে বাঁধিতে পারে পারাবারে?

১০

যে দিকে ফিরাই আঁখি,—করি দরশন
কত প্রিয় নিদর্শন, করে আঁখি আকর্ষণ,
কত শত গত কথা করায় স্মরণ;
আজি যে গোলাপ ফুল, এই কবিতার মূল,
এ গোলাপ যখনই করি নিরীক্ষণ,
মনে পড়ে—প্রিয়তমে! হয় কি স্মরণ?

১১

দুইটী গোলাপ ফুল পূর্ণ বিকসিত
একদা আদরে তুলে, পরালেম কর্ণমূলে,
ঈষৎ হাসিতে মুখ করিল রঞ্জিত,

কিবা অনুপম শোভা, চিত্তহরা, মনোলোভা,
বিকসিল মুখশশী—অমর-বাঞ্ছিত,—
আদরে অধর চুম্বি' হইনু মোহিত।

১২

কথায় কথায়, প্রিয়ে! কথা এসে পড়ে,
একদিন নিশাকালে, চন্দ্রের কিরণ-তলে,
দু'জনে বসিয়া তব কক্ষের দুয়ারে;
প্রশংসিলে কৌমুদীরে বলিলাম প্রেয়সি রে,
যে চন্দ্র বিরাজে মম চিত্ত-সরোবরে,
তা'র কাছে ওই চন্দ্র মনে নাহি ধরে।

১৩

এখন সে চন্দ্র, প্রিয়ে! কোথায় আমার,
চিত্ত অন্ধকার করি', সেই প্রেমমুগ্ধকারী,
নিতান্তই অস্ত কি হে হইল এবার?
না,—বিচ্ছেদ-বরিষার, অন্ত হ'লে পুনর্ব্বার,
উজ্জ্বল হৃদয়রাজ্য করিবে আমার,
চকোরের চন্দ্র, যাবৎ থাকিবে সংসার।

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১

হা অদৃষ্ট!—কবিবর! এই কি তোমার
ছিল হে কপালে?
মধুসূদনের হায়!—(শুনে বুক ফেটে যায়!)
এই পরিণাম বিধি লিখেছিলা ভালে?

২

দিয়াছিল যেই রত্ন ভারতী তোমায়—
অপার্থিব ধন ;
রাজ্য বিনিময়ে আহা! কেহ নাহি পায় তাহা,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ ?

৩

কিংবা কণ্টকিত হায়! যে বিধি করিল
গোলাপ, কমল ;
সে বিধি পাষাণ-মনে, দহিতে সুকবিগণে,
কবিত্ব-অমৃতে দিল দারিদ্র্য-অনল।

৪

বহু যুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্ব্বাণ
এই হুতাশন ;
প্রাণপত্নী-করে ধরি', নরলীলা পরিহরি',
পশিলে মধুসূদন অমর-জীবন।

৫

কৃতঘ্ন, মা বঙ্গভূমি! এত দিন তব
কবিতা-কানন
যেই পিকবর-কল উছলিল, বনদল
উছলিত, ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন।

৬

সে মধু-সখারে আজি পাষাণ পরাণে,
(কি বলিব, হায়!)
অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে,
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়!

৭

মধুর কোকিল কণ্ঠে—অমৃত লহরী—
কে আর এখন,
দেশদেশান্তরে থাকি', কে 'শ্যামা জন্মদে' ডাকি'
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ ?

৮

তোমার মানস-খনি করিয়া বিদার,
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন, হায় ! কত দিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন ? ফলিবে কি আর ?

৯

শূন্য হল' আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন,
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন।

১০

বঙ্গের কবিতে ! আজি অনাথা হইলে
মধুর বিহনে ;
আজন্ম শৃঙ্খল ভরে, দীনাক্ষীণা কলেবরে,
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস বদনে।

১১

প্রতিভার বলে সেই চরণ-শৃঙ্খল
কাটিয়া যে জনে,
মধুর অমিত্রাক্ষরে, তুলিয়া স্বরগোপরে,
দেখাইল তিলোত্তমা 'মুকুতা যৌবনে'।

১২

রত্নসৌধকিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,
লইয়া তোমারে ;
মৈথিলী অশোকবনে, প্রমীলা সজ্জিত রণে,
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে বীর-অহঙ্কারে,

১৩

দেখাইল ;—বেড়াইল কল্পনার পক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গমর্ত্ত্যধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে ;
শুনাইল "মেঘনাদ" গভীর ঝঙ্কারে।

১৪

"ব্রজাঙ্গনা," "বীরাঙ্গনা," নয়নের জলে,
—প্রেম-বিগলিত,—
সাজা'য়ে সুন্দর ডালা, গাঁথিয়া নূতন মালা,
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত।

১৫

পুণ্যখণ্ড ইউরোপে বসিয়া বিরলে
সেই দিন, হায় !
গাঁথিয়া কল্পনা-করে, পরাইল শ্রদ্ধাভরে,
রত্নময় 'চতুর্দ্দশ' লহরী গলায়।

১৬

"কৃষ্ণকুমারীর" দুঃখে কাঁদাইয়া, হায়,—
বঙ্গবাসিগণ ;
বঙ্গনাট্য-রঙ্গাঙ্গনে, মোহিত দর্শকগণে,
"পদ্মাবতী" "শর্ম্মিষ্ঠারে" করিয়া সৃজন।

১৭

বঙ্গভাষা-সুললিত-কুসুম-কাননে
কত লীলা করি,'
কাঁদাইয়া গৌড়জন, সে কবি মধুসূদন
চলিল,—বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহরি'।

১৮

যাও তবে, কবিবর! কীর্ত্তিরথে চড়ি'
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।

১৯

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া,
কবিতা-ভাণ্ডারে;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে
পান করি,' করিবেক যশস্বী তোমারে।

বাঙ্গালীর বিষপান।

প্রয়োগ।

১

বহি'ছে পবন স্বনিয়া স্বনিয়া,
নিশ্বাসি'ছে তরু থাকিয়া থাকিয়া;
উপর-আকাশে যেতেছে ভাসিয়া
নিবিড় জলদ, দিক আঁধারিয়া।

২

বহি'ছে পবন স্বনিয়া স্বনিয়া,
ঝর ঝর ঝরে বরিষার জল ;
পবন-পরশে বিরহীর হিয়া
বিরহ-অনলে জ্বলি'ছে কেবল।

৩

বিরহীর হিয়া জ্বলি'ছে কেবল,
যত ঝরিতেছে বরিষার জল ;
বিরহীর হিয়া জ্বলি'ছে কেবল,
যতই বিদ্যুৎ করে ঝল মল।

৪

গগনে জলদ গরজে গম্ভীর,
বহি'ছে জলার্দ্র শীতল পবন ;
উথলিয়া ঢেউ প্রেম-জলধির
চাহে বিদারিতে হৃদয়-গগন।

৫

কোথায় গেলাস—ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল,
নিবাইতে এই হৃদয়-উচ্ছ্বাস ;
এমন ঔষধ— হেন মায়া-জাল—
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস।

বিরাম।

৬

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল,—যত পার খাও
লুপ্ত হৌক্ ভবে বাঙ্গালীর নাম
দাসের জীবনে কি কাজ ?—ডুবাও
সুরাপাত্র-মাঝে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম !

প্রয়োগ।

৭

এখনো প্রিয়ার বদন-কমল
পড়িতেছে মনে ; নয়ন যুগল—
বিদায় কালের সে চিত্র সজল,
চারি দিকে শুধু নিরখি কেবল।

৮

ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল—ঢাল আরবার ;
এ যাতনা প্রাণে নাহি সহে আর ;
কেন মনে পড়ে আবার আবার !
কেন শুনি সদা বচন তাহার ?

৯

আবার, আবার, ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল ;
আর না—ঢের—হয়েছে এবার,
ঘুরিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলি'ছে চিত্তে সুখ-পারাবার।

১০

যা' বলে বলুক নির্ব্বোধ চাষায়,
এমন জিনিস নাহিক ধরায় ;
ব্রাণ্ডি না থাকিলে, জ্বলিত সদায়
মানব-জীবন দুঃখের শিখায়।

১১

সুখ যাহা বল,—সে কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ ? পেয়েছে কখন ?
আকাশকুসুম মুকুতার লতা—
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম ?

১২

ওই আকাশের নীলিমা মতন,
দুঃখই জীবন স্থিতি ও বিস্তার ;
সুখ যাহা বল, বিদ্যুৎ যেমন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার।

১৩

ওই নরপতি বসে সিংহাসনে,
মাথায় মুকুট, রাজদণ্ড করে ;
ওই যে ভিক্ষুক অবসন্ন মনে ;—
উভয় সমান অসুখী অন্তরে ;—

১৪

তারতম্য এই—ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়,
ভুলিবে দরিদ্র, নিশীথে নিদ্রায় ;
কত নরপতি সে সময়ে, হায় !
নীরবে ভিজা'বে অশ্রুতে শয্যায় !

১৫

আজি সিংহাসনে—ধরার ঈশ্বর,
কালি রণাঙ্গনে—করেতে শৃঙ্খল ;
গত ফ্রেঞ্চপতি,—'সিডন'-সমর—
স্মরি' কার নাহি ঝরে অশ্রুজল ?

১৬

নাহি রাজ্যে সুখ ;—নাহি সুখ ধনে ;
ধনে ধন-তৃষা বাড়ে নিরন্তর ;
চাতকের মত শত বরিষণে,—
কোথা সুখ ?—শুধু তৃষ্ণায় কাতর !

১৭

পুরাকালে এই তৃষ্ণা অবতার,
সমগ্রা পৃথিবী জিনি, বাহুবলে,
"নাহি রাজ্য ভবে, কি জিনিব আর ?"—
বলিয়া, ভাসিল নয়নের জলে।

১৮

খোল ইতিহাস—জীবন কানন,
বল প্রবেশিয়া তাহার ভিতরে,
আছে কোন্ ফুল—কোন্ পুণ্যবান্—
পশে নাহি কীট যাহার অন্তরে ?

১৯

নাহি সুখ তবে এই ধরাতলে,
নাহি সুখ এই মানব-জীবনে ;
আপন অবস্থা এই ভূমণ্ডলে,
নহে সুখকর কাহারো নয়নে।

২০

বিশেষ বাঙ্গালী চিরপরাধীন,
দাসত্ব-জনম, দাসত্ব-জীবন ;
হইবে জীবন দাসত্বে বিলীন,
দাসত্ব যাহার অদৃষ্ট-লিখন।

২১

ইহাদের, আহা ! কি সুখ ভূতলে ?
যেই ইন্দ্রজাল, দুঃখের জীবন
কা'র সহনীয় মানবমণ্ডলে ?
শৌর্য্য, বীর্য্য, অসি, রাজ্য, সিংহাসন

২২

নাহি ইহাদের ; নাহি অনেকের
ঘরে অন্নজল ; কি বলিব আর ?
বাঙ্গালী-জীবন-শোক-সমুদ্রের
কেমনে গণিব লহরী অপার ?

২৩

পূজে সারা দিন প্রভুর চরণ,
যবে মৃতপ্রায় ফিরে আসি, ঘরে ;
ধরাতলে, আহা ! কি আছে এমন,
জীবনের সাধ জন্মায় অন্তরে ?

২৪

কি আছে এমন পারে ভুলাইতে
বিদেশিনী সেই প্রিয়ার বদন ?
এমন কিছুই নাহি পৃথিবীতে,
যতক্ষণ নাহি পাসরি আপন।

২৫

কিসে তবে বল আপনা পাসরি ?
ডুবাই জীবন বিস্মৃতি-সাগরে ?
কিসে ধরা-দুঃখ সব পরিহরি,'
লভি স্বর্গ-সুখ প্রফুল্ল অন্তরে ?

২৬

ব্রাণ্ডি ;—ব্রাণ্ডি বিনে, কিছু নাহি আর
অধীনতা-দুঃখ করিতে বিনাশ ;
চিত্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার,
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস !

বিরাম।

২৭

দাসত্ব-জ্বালায় মরিবারে চাও ?
মরিবার তরে খুঁজি'ছ গরল ?
ঢাল এই বিষ—অধঃপাতে যাও !
এ জ্বলন্ত বারি—তরল অনল।

২৮

জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, ভরসা, বিশ্বাস,
নীতি, ধর্ম্ম, সত্য, জাতীয় গৌরব,
এই বিষ-তেজে হইবে বিনাশ !
একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব !

২৯

এই তব ধার্য্য—এতেই গৌরব,
কোথা চন্দ্রগুপ্ত ? কোথা হর্ষরাজ ?
যশ, কীর্ত্তি, বুদ্ধি—মিছা কথা সব ;
ঢাল ব্রাণ্ডি—কর পুরুষের কাজ।

প্রয়োগ

৩০

আবার, আবার, ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল ;
দেব—সব দুঃখ ভেসেছে এবার ;
ঘুরি তছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলি'ছে চিত্তে সুখ-পারাবার।

৩১

বম্ ভোলানাথ ! হর হর হর,
তুমি বিনে প্রভু, এই ভূমণ্ডলে
সুরার মাহাত্ম্য, অহে সুরেশ্বর,
কেমনে বুঝিবে নশ্বর সকলে ?

৩২

সুরা হ'তে সুর, সুরপতি, শুনি,
অসুর, অসুর সুরার বিহনে ;
সুরা হ'তে মর্ত্ত্যে নাম সুরধুনী,—
পতিত-পাবনী বিখ্যাত ভুবনে।

৩৩

বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
মত্ত—দেবগণ সুরার লাগিয়া ;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির ঈশ্বর,
কারণ-সাগরে ছিলেন ভাসিয়া।

৩৪

সুরা হ'তে সৃষ্টি ;—গোলাপি নেশায়,
শত সৃষ্টি পারি সৃজিতে হেলায় ;
মধ্যম নেশায়—সৃষ্টি স্থিতি পায় ;
প্রলয় কেবল, অধিক মাত্রায়।

৩৫

কোথাকার শশী কোথা গিয়া পড়ে,
পৃথিবী উপরে, নীচে নভঃস্তল ;
ঘোরে চরাচর চক্রের উপরে,
গিরি হয় নদী, সমুদ্র ভূতল !

৩৬

বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
সুরাসুরে দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া ;
শঙ্কর ঝাপটে কাঁপি থর থর,
সুধাভাণ্ড দিল মোহিনী ফেলিয়া।

৩৭

ফ্রেঞ্চ পুণ্যভূমে সে ভাণ্ড পড়িল ;
মর্ত্ত্যে ব্রাণ্ডি নামে বিখ্যাত হইল ;
অধীনতা-দুঃখে—পবিত্র সলিল—
তারিতে বাঙ্গালী, বঙ্গেতে আসিল !

৩৮

সঙ্গে তুমি—তুমি কে ? যম ? কি ভয় !
জানি আমি ব্রাণ্ডি তব উপাদান ;
যেই বিষাধার বাঙ্গালী- হৃদয়,
এই বিষ তাহে অমৃত সমান।

৩৯

শত মৃত্যু যা'র মুহূর্ত্তে সঞ্চার,
এক মৃত্যু তা'র কাছে কোন্ ছার !
এক যম তুমি—কি ভয় তোমার !
শত যম আছে উপরে আমার।

৪০

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল, ঢাল আরবার,
জ্বলিতেছে বুক !—হ'তেছে অঙ্গার,
জেতৃপরাজিতে সমান বিচার,
মাতর্ব্রাণ্ডি ! যেন থাকে অনিবার !

অনন্ত দুঃখ

১

রে বিধাত ! নির্দ্দয় হৃদয় !
বাঙ্গালীর এত দুঃখ—এত যন্ত্রণায়,—
পূরিল না তথাপি কি উদর তোমার ?
তোমার ভাণ্ডারে আর, আছে কত তীক্ষ্ণ ধার
অস্ত্ররাশি, নাহি জানি ; নাহি জানি, হায়,
দুঃখিনী বঙ্গের ভাগ্যে কত আছে আর !

২

মানব-শোণিতে, আহা, সহনীয় যাহা,
সহিয়াছি ;—আজি ওই কালের নিশ্বাস
চক্রবাত্যা *ভয়ঙ্কর, বিলোড়িয়া চরাচর
বহিল ; সোণার বঙ্গ বিনাশিয়া, আহা !
পশ্চাতে রাখিয়া গেল সমূর্ত্তি বিনাশ।

৩

কালি পুনঃ মারি ভয়, সংক্রামক জ্বর,
দাবানল রূপে পশি' অঞ্চলে অঞ্চলে,
ভস্মাঙ্গারে পরিণত, করিল প্রদেশ শত,
আবার শুনিয়া অঙ্গ কাঁপে থর থর,
পড়িবে দুঃখিনী বঙ্গ দুর্ভিক্ষ-কবলে।

৪

অন্য দিকে বঙ্গ-রাজনৈতিক সাগরে
উঠিছে, ছুটিছে যেই লহরী নিচয় ;
ভীষণ প্রহারে তা'র ভাবী আশা বাঙ্গালার
যেতেছে উড়িয়া সব ; জলধি-অন্তরে
পড়েছে বাঙ্গালীকল—আর নাহি সয়।

*Cyclone.

৫

যথা কাঙ্গালিনী মাতা স্নেহেতে গলিয়া,
দুঃখী সন্তানের মুখ করি, দরশন,
শুনিয়া কোমল কথা, কণ্ঠ-স্বর-মধুরতা,
পাসরে সকল দুঃখ—হৃদয়ে লইয়া
দরিদ্রের ধন, আহা ! জুড়ায় জীবন।

৬

অভাগিনী বঙ্গমাতা, হায় রে, তেমন
অনন্ত-দাসত্বে ক্ষীণ দীন পুত্রগণে
লইয়া শ্যামল বুকে, কাটাইত দিন দুঃখে'
ক্রোড়শূন্য করি' বিধি, নিদারুণ মনে
দুঃখিনীর পুত্র-রত্ন করি'ছে হরণ।

৭

"মধুসূদনের" শোকে বিবশা দুঃখিনী,
না হ'তে চেতন, নেত্র মুদিল "কিশোরী" ;
তা'র শোক-অশ্রুজল না ছুঁ'তেই বক্ষঃস্থল,
মাতৃ-কোল দীনবন্ধু গেল শূন্য করি' ;
ঈশ্বর ! তোমারি ইচ্ছা !—বঙ্গ অভাগিনী !

৮

হায় ! যথা নিঝ'রিণী-প্রণালী হইতে
এক ধারা ধরাতলে না হ'তে পতন,
অন্য ধারা প্রণালীতে, আসে চক্ষু পালটিতে ;
এক শোক-অশ্রুধারা, বঙ্গের তেমন
না ছুঁইতে বক্ষঃস্থল, হায় ! আচম্বিতে

৯

আসি'ছে দ্বিতীয় ধারা নেত্রে দুঃখিনীর,
দ্বিগুণ উছলি' বেগে ;—শোকের সাগরে

উঠি'ছে লহরী'চয় একটি না হ'তে লয়,
ছুটি'ছে দ্বিতীয় ঊর্ম্মি ভীমবেগ ধ'রে,
মায়ের কোমল প্রাণ করিয়া অধীর।

১০

দীনবন্ধু নাই!—নীলকর-প্রপীড়িত
কৃষকের কাণে কহ এই সমাচার,
বিদীর্ণ আতপ-তাপে শস্য-ক্ষেত্র, মনস্তাপে
নিষিক্ত করিবে অশ্রুজলে অভাগার!
শুষ্ক শস্যরাশি শোকে করিবে আর্দ্রিত।

১১

দীনবন্ধু নাই!—এই শোক-সমাচার
কাঁদি'ছে সমস্ত বঙ্গ, আসাম, উৎকল;
কাছাড়ে কাঁদি'ছে কুকি, বঙ্গদেশে বিধুমুখী
শারদাসুন্দরী স্মরি' মুছে অশ্রুজল।
কাঁদিতেছে পর্ব্বতীয় মগধ বেহার।

১২

দীনবন্ধু নাই!—বসি' ভাগীরথী-তীরে,
গোপাল কাঁদি'ছে কেহ আপনার মনে।
এক বৃন্তে ফুল দুটী বরষ বরষ ফুটি',
আজি ছিন্নবৃন্ত এক অন্যের পতনে।
ভাঙ্গিলে হৃদয়-ঘট যোড়া লাগে ফিরে?

১৩

দীনবন্ধু নাই!—আহা, কি শুনিতে পাই
যুবক-হৃদয়-বন্ধু—আমোদ-ভাণ্ডার;—
বালকের শ্রদ্ধাধার, প্রীতি-রাগ-পারাবার,
প্রাচীনের স্নেহাস্পদ—প্রিয় সবাকার;
বঙ্গ-পুত্র-রত্নোত্তম,—দীনবন্ধু নাই;

১৪

সুকোমল বঙ্গভাষা—দরিদ্রা সদাই—
লভিল যাঁহার করে দুর্লভ ভূষণ,
কৌতুকী লেখনী যাঁ'র হাসাইল বাঙ্গালার
পুত্রগণে শেষ তানে*—কবিতা-কানন
প্রতিধ্বনিময়—সেই দীনবন্ধু নাই।

১৫

গেছে চলি' দীনবন্ধু ত্যজি' জীবধাম,
কবিকুঞ্জবনে স্বর্গে করিতে বিহার ;
কিন্তু একি শুনি, হায়! রেখে গেছে এ ধরায়
যে 'নবীন তপস্বিনী'—দীনা পরিবার—
পরাধীন জীবনের শেষ পরিণাম!

১৬

হতভাগ্য দীনবন্ধু যদি দেশান্তরে—
পুণ্যখণ্ড উরুপায়ঃ—লভিত জনম।
আজি এই সমাচার, বিষাদে তাড়িত তার
দিগ্‌দিগন্তরে স্কন্ধে করিত বহন,
হুলুস্থুল পড়ে যেত পৃথিবী-ভিতরে।

১৭

ঘোষিত সহস্র দেশ, সহস্র ভাষায়,
কীর্ত্তি রাশি—সুমধুর কবিত্ব তাঁহার ;
যে মহৎ শক্তিচয় অন্ধকারে হ'ল লয়
বঙ্গ-কুজ্ঝটিকা-বলে,—প্রভায় তাহার,
হায়! চির আলোকিত করিত ধরায়।

---

*মলে কামিনী'। ঃ Europe.

১৮

যেই পরিশ্রমে ওই দুর্লভ জীবন,
দুর্লভ মানব দেহ করিল পতন ;
রাজ্যান্তরে অৰ্দ্ধশ্রমে, আজি অবলীলাক্রমে,
স্বাধীন রাজ্যের কোষ—দরিদ্রের ধন—
দুঃখী পরিবার হেতু হ'ত উন্মোচন।

১৯

রে বিধাত ! অন্ধকার খনির ভিতরে,
কেন হেন রত্নরাশি কর হে সৃজন ?
এমন হিমানী দেশে, কেন পদ্ম পরকাশে,
হইবে না যথা পূর্ণ বিকাশ কখন ;
কি সুখ ফুটিয়া ফুল অরণ্য-অন্তরে ?

২০

গেলে সখে !—নাহি দুঃখ—ফুরাইল হায় !
বাঙ্গালী-জীবন-দুঃখ চির দিন তরে ;
যেই রাজ্যে প্রবেশিলে, সব জ্বালা জুড়াইলে,
কেবল পরাণ কাঁদে স্মরিয়া অন্তরে
অনাথ সন্তানগণে, অনাথিনী মায়।

২১

দীনবন্ধু ! গেলে বন্ধু-চিত্ত শূন্য করি,
কিন্তু যত দিন চিত্ত থাকিবে জাগ্রত,
তব প্রীতিপূর্ণ বাণী, তব প্রেম-মুখ-খানি,
জাগ্রতে স্মরণ-পথে ভাসিবে সতত ;
স্বপনে শুনিব তব রসের লহরী।

২২

এক অনুরোধ, সখে!—তুমি চিরদিন
দুঃখিনী বঙ্গের দুঃখে করেছ রোদন,
এখনো সে অশ্রুজল করে যেন ছল ছল
নেত্রে তব; কাঁদাইয়া সে দীন নয়ন
জিজ্ঞাসিও বিধাতারে—"আর কত দিন—

২৩

আর কত দিন এই দুঃখের অনল
র'বে প্রজ্বলিত বঙ্গে? শুনিয়াছি ভবে
সকলের শেষ আছে, সকলেই মরে বাঁচে,
ধরাতলে কিছু নাহি চিরদিন রবে;
বঙ্গের কি দুঃখ, আহা! অনন্ত কেবল?"

চিহ্নিত সুহৃদ্।*

১

এস, এস, সখে! প্রিয় দরশন!—
বাল-সহচর!—অনন্য-হৃদয়!
শৈশবে, সলিলে সলিল যেমন,
উভয় হৃদয় হইয়াছে লয়।
তোমার আমার জীবন-যুগল,
এক বৃক্ষে দুই লতার মতন;
শৈশবে যখন হৃদয় কোমল,
অনন্ত বেষ্টনে করেছে বেষ্টন।

---

* Covenanted Friend.

২

এক বিদ্যালয়ে পড়েছি দু'জনে,
একই প্রাঙ্গণে করেছি খেলা,
সম সুখদুঃখে ভাসিয়াছি মনে,
সরল হৃদয়ে শৈশব বেলা।
যেই প্রেমে ধরি' গলায় গলায়,
যাইতাম সুখে অধ্যয়ন তরে ;
যেই প্রেমে ধরি' গলায় গলায়,
অধ্যয়ন করি' আসিতাম ঘরে।

৩

সেই প্রেম—কত বৎসরের পরে
উছলি'ছে আজি, হৃদয়ে আমার,
নিদাঘে বিশুষ্ক পর্ব্বত-নির্ঝরে,
যেন হল' আজি বরিষা সঞ্চার।
সেই স্রোতে এই কয়েক বৎসর
গিয়াছে ভাসিয়া ; আজি মনে লয়,
জুড়া'তে কৈশোর-বিদগ্ধ অন্তর,
ফিরে এল সেই শৈশব সময়।

৪

সংসার-সাগর—চিন্তার তরঙ্গ—
দারিদ্র্য-দহন—দাসত্ব-দংশন—
যেন অকস্মাৎ হল' স্বপ্ন ভঙ্গ,
বোধ হইতেছে, সকলি স্বপন।
আইস আবার গলায় গলায়,
কহি—শুনি—সুখদুঃখ-সমাচার,
বিদেশে, বিভূমে, ঈশ্বর-কৃপায়
আছিলে ত ভাল—বল, একবার ?

৫

দুঃখিনী ভারতে অকূল সাগরে,
ভাসাইয়া যবে চলিলে সখা,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে,
দেখিয়া মলয়-অচল-রেখা ?
মলয়াবারের তীর সুবঙ্কিম
মিশাইল যবে জলধি-জলে ?
মলয়-অচল উজ্জ্বল নীলিম
মিশাইলে নীল আকাশ-তলে ?

৬

পার্থিব জগৎ, ছায়াবাজিপ্রায়,
লুকাইলে দূরে ; অসীম আকাশ
সসীম মণ্ডলে ঘেরিয়া তোমায়,
ঢাকিল যখন নীলাম্বু-নিবাস ;
অধীনত্বে যেন সরোষে ফেলিয়া
অসীম জলধি, বীরদর্পভরে,
সাজিল যখন উর্ম্মি আস্ফালিয়া ;—
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে ?

৭

কি ভাব উদয় হইল অন্তরে,
লঙ্ঘিয়া যখন ভীম পারাবার,
লঙ্ঘিয়া— হায় রে ! হৃদয় বিদরে,—
অভাগা বাঙ্গালি-অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
অদূরে যখন করিলে দর্শন
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শ্বেত ব্রিটনীয়া,
(রত্নাকর-গর্ভে রত্ন সর্ব্বোত্তম !)
হৃদয় কি তব উঠিল নাচিয়া ?

৮

নিৰ্জ্জীব, দুর্ব্বল, বাঙ্গালি-হৃদয়
নাচিল কি, সখে ! নামিলে যখন
ব্রিটনীয়া তীরে ? কবিগণে কয়
ইংলণ্ড-পরশে হয় বিমোচন
আজন্ম দাসের দাসত্ব বন্ধন ;
পাপরাশি যথা জাহ্নবী-পরশে ।
কিন্তু ভারতের লতার বেষ্টন
চিরলৌহময় দুরদৃষ্ট বশে !

৯

ইতিহাস কহে অভাগী ভারত
ব্রিটনীয়া-শিরে মুকুট-রতন ;
কিন্তু সেই রত্ন কোথায়, কি মত,
ব্রিটনীয়াবাসী ভাবে কি কখন ?
ভাবে কি কখন,—অভাগিনী পড়ি'
হিমাদ্রি-গহ্বরে, সমুদ্র-ভিতরে,
(বহে শত নদী অশ্রুধারা ঝরি' !)
মুমূর্ষার মত রহিয়াছে প'ড়ে ?

১০

ভারত-জীবন যাহাদের করে,
জানেন কি তাঁ'রা ভারত অমর ?
পোড়াও আগুনে, ডুবাও সাগরে,
মুমূর্ষু জীবন হ'বে না অন্তর !
কিন্তু মুছাইয়া নয়নের জল,
কর ক্ষীণ দেহে জীবন সঞ্চার,
আবার ভারত ছাড়ি' হিমাচল,
তুলিবে মস্তক—মরি ! দুরাশার

১১

কি সুখ ছলনা! নাহি কাজ তাহে।
বল বল, সখে! দেখেছ কি তুমি,
পতিতা বিগত-বিপ্লব-প্রবাহে
জগৎ-গৌরব ফ্রান্স বীরভূমি
ফরাসি-গৌরব-সমাধি "সিডনে"
দাঁড়াইয়া শোকে বিষাদে বিহ্বল,
ফরাসি- অদৃষ্টে, বাঙ্গালি-নয়নে
ঝরেছিল কি হে এক বিন্দু জল?

১২

রুষিয়া, প্রুসিয়া—নব গৌরবিণী,
রণ-রঙ্গ-ভূমে সিংহিনী যুগল!
চলি'ছে রুষিয়া দক্ষিণবাহিনী,
ব্রিটিশ হর্য্যক্ষ কটাক্ষে বিহ্বল!
এক দিকে ফ্রান্স ভূতল-শায়িনী,
অন্যত্র প্রুসিয়া হঠাৎ-প্রবল,—
মরি, দুই চিত্র!—ভাবপ্রবাহিণী!—
অন্ধ মানবের শিক্ষার স্থল!

১৩

আর এক পদ!—একেবারে তুমি
ডুবিলে অদৃষ্ট-অতল-সাগরে,
সম্মুখে তোমার রোম-রঙ্গ-ভুমি,
চিহ্নমাত্র আছে নদ টাইবারে!
ভুবনবিজয়ী অভিনেতৃগণ
সময়ের গর্ভে হইয়াছে লয়;
জগত-বিস্ময় কীর্ত্তি অগণন
কলকলে ওই নদে মাত্র কয়।

১৪

গ্রীসের গৌরব-শ্মশান-যুগল—
স্পার্টা, এথেন্স—করিয়া দর্শন,
ঝরিল না, সখে ! নয়নের জল,
হস্তিনা, অযোধ্যা, করিয়া স্মরণ ?
তীর্থ "থর্মিপলি" দেখেছ কি, হায় !
শতত্রয়ে যথা, রক্তে আপনার,
স্বাধীনতা-রত্ন রক্ষিল হেলায় ?
ভারতে আমরা তুলনায় তা'র——

১৫

যাক্ সেই দুঃখ !—কি হ'বে বলিয়া ?
বল, সখে, তব আছে কি স্মরণ ?
যাইতে ইংলণ্ডে, অশ্রুতে ভাসিয়া
বলেছিলে—মনে আছে কি এখন ?
বলেছিলে—"মাতঃ ভারত দুঃখিনি !
তব দুঃখে, মাতঃ, হৃদয় বিকল ;
সহিতে না পারি, দিবস যামিনী
ভারত-বৈধব্য—মাতৃ-চিতানল !"

১৬

অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি',
নীরত্বের খনি ব্রিটনে পশিয়া ;
জগৎ-জীবন ইউরোপে ভ্রমি',
আসিয়াছ, সখে ! কি ফল লভিয়া ?
শিখেছ সাহিত্য, শিখেছ দর্শন ;
শিখেছ গণিতে নক্ষত্রমণ্ডল,
কিন্তু তাহে, সখে ! হ'বে কি বারণ
"মাতার রোদন,—মাতৃ-চিতানল ?"

১৭

ইংরাজের শ্মশ্রু, ইংরাজের কেশ,
ইংরাজি আহার—প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ, সখে! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য্য বল?
কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?
সিংহচর্ম্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ!

১৮

হ'য়েছ "চিহ্নিত!"—কিন্তু সেই চিহ্ন
তব পক্ষে, হায়! কলঙ্ক কেবল,
সেই চিহ্নে, সখে! হইবে না ছিন্ন
দীনা ভারতের অদৃষ্ট শৃঙ্খল!
বিনিময়ে যদি আসিতে লইয়া,
অস্ত্রচিহ্ন ক্ষত শরীরে তোমার;
আজি বঙ্গদেশ আনন্দে কাঁদিয়া,
প্রক্ষালিত চিহ্ন করি' অহঙ্কার।

১৯

হ'বে কি সে দিন,—কে করে গণনা,
যেই দিন দীনা ভারত-তনয়
শিখি' রণনীতি, করি' বীরপণা,
রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আলয়?
সেই দিন যেই জয়-জয়-ধ্বনি
তুলিবে ভারত, আনন্দে বিহ্বল,
শুনিয়া সে ধ্বনি, হইবে অমনি
হিমাদ্রি চঞ্চল, সমুদ্র অচল।

উত্তর।

১

নিবুক্ নিবুক্, প্রিয়ে ! দাও তা'রে নিবিবারে,
আশার প্রদীপ।
এই ত নিবিতেছিল, কেন তা'রে উজলিলে ?
নিবুক সে আলো, আমি
ডুবি এই পারাবারে।

২

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, যুগ কত,
কত যুগান্তর;
এই আলো লক্ষ্য করি', জীবন সিন্ধুর-নীরে,
দিবস যামিনী, প্রিয়ে !
ভাসিয়াছি অনিবার !

৩

এখন সে আশা-আলো, হায় ! দূর-দরশন,
সুদূর-স্বপন !
কত বার পাই পাই, উন্মত্ত অন্তরে ধাই,
চকোরের আকিঞ্চন,
যথা চন্দ্র-পরশন।

৪

কিবা সুখ, কিবা দুখ, কিবা দেশ, দেশান্তরে
জাগ্রতে, নিদ্রায়,
স্থিরনেত্রে অনুক্ষণ করিয়াছি দরশন,
এই আশা-আলো, প্রিয়ে !
হায় রে, বিষাদভরে !

৫

প্রচণ্ড তপন-ত্রাস । কালের তিমিরে, হায়!
এই ক্ষীণালোক
হ'য়ে ক্রমে ক্ষীণতর হ'তেছিল নির্ব্বাপিত,
কেন অকরুণ প্রাণে,
জ্বালাইলে পুনরায়?

৬

নিবুক্ নিবুক্ প্রিয়ে! দাও তা'রে নিবিবারে,
জ্বালিও না আর;
উন্মত্ত জলধি রূপ, উন্মত্ত জীবন-জলে,
অস্ত যাক্ শেষ-তারা
হ'ক সব অন্ধকার!

৭

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়"
জানি প্রিয়তমে!
"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়"—
কিন্তু সে পাষাণ মন,
আশা ছাড়িবার নয়!

৮

প্রেমের অমর বর্ণে, আশার কোমল করে,
চিত্রিব যে ছবি,
কালের অনন্ত জলে, আজীবন প্রক্ষালনে,
পাষাণ মনের ছবি,
প্রক্ষালিতে নাহি পারে।

৯

আশার আলোকে যেই বিশ্ব-বিনোদিনী ছবি
পড়েছে পাষাণে.

পাষাণ হৃদয়ে ধরি', ভাসি আশালোক চেয়ে,
আশাময়ী আলিঙ্গনে,
তরলিত হয় যদি।

১০

কি সে আশা? কা'র ছবি? জীবন কাহার ধ্যান,
বলিব কেমনে?
বলিব কেমনে, হায়! প্রেয়সি! তোমার কাছে,
আশা, তব ভালবাসা;
আশাময়ী,—তুমি প্রাণ?

১১

ক্ষমা কর প্রিয়তমে, দুরাশায় মত্ত আমি,
উন্মত্ত পামর;
ক্ষমাকর, দয়াময়ি, বিদীর্ণহৃদয় জনে,
ক্ষমাকর ক্ষণপ্রভা!
উন্মত্ত প্রলাপবাণী।

১২

হায়, যেই আশা-স্বপ্ন, অন্তর অন্তরে মম
ছিল লুক্কায়িত;
কেহ না জানিত যাহা, বিনা সে অন্তরযামী,
আদরে রাখিয়াছিনু
দরিদ্রের ধন সম।

১৩

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়"—
শুনিলাম যবে;
শোণিতে বিজলী ঝলি', হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল,
আজি সেই স্বপ্ন-কথা
হইল জগতময়।

১৪

নির্ব্বাপিত প্রায় আশা, আবার হইল আজি
দ্বিগুণ উজ্জ্বল!
আবার পাষাণে, প্রিয়ে, তব চিত্র দেখা দিল,
জীবন-সিন্ধুর জল
হাসিল আলোক সাজি'।

১৫

কিন্তু বৃথা আশা, প্রিয়ে! যা'বে দিন, যা'বে মাস,
বর্ষ, যুগান্তর;
ফলিবে না আশা মম জীবনের এই তীরে;
কিন্তু অন্য তীরে, প্রিয়ে,
পুরাইব অভিলাষ।

আমার সঙ্গীত।

১

কি!—
গাইব না কেন?—অবশ্য গাইব।
গায় নাকি কভু সুস্বরবিহীনে?
হরিষে, বিষাদে'—প্রণয়ে, বিরহে,—
শোকে, সুখে, হায়! হ'লে উচ্ছ্বসিত
হৃদয় তাহার? ছুটিলে, হায় রে,
মানব হৃদয়ে ভাবের প্রবাহ?

২

আসিলে বরিষা, সলিল-প্রবাহে
হয় না কি শুষ্ক পর্ব্বতবাহিনী,

কলকল্লোলিনী,—কুলবিপ্লাবিনী ?
আসিলে বসন্ত' গোলাপের সনে
ফুটে না কুফুল, কুসুম-কাননে ?
গায় না কি কাক কোকিলের সনে ?

৩

হায়, এই জড় অজড় জগতে,
কে বল নীরব ? গাই'ছে সকল।
গর্জ্জি'ছে জলধি, মন্দ্রি'ছে জীমূত,
ডাকে পশু গায় বিহঙ্গ-নিকর।
আমি নর কেন নীরবে থাকিব ?
গাইব না কেন ?—অবশ্য গাইব।

৪

"গাও তুমি ; কিন্তু শুনিবে না কেহ,
ঋষভ-কণ্ঠের নির্ঘোষ তোমার" ;—
বলিতেছ তুমি ? শুনিও না তুমি
সঙ্গীত আমার। ডমরু-নিনাদে
নাচিবে ভুজঙ্গ ফণা আস্ফালিয়া ;
পশিবে মণ্ডুক সভয়ে বিবরে।

৫

মন্দ্রিলে জীমূত ; ঘোর গরজনে
গায় গিরি ; নাচে গায় পারাবার ;
হাসে "বিদ্যুদ্দাম ঝলকে ঝলকে",
সে রণ-সঙ্গীতে, মরি, হাসি পায়,—
ফুলি' অভিমানে উড়া'য়ে পেখম,
নাচে সগরবে নির্লজ্জ শিখিনী !

৬

আজি বঙ্গদেশ নির্লজ্জ শিখিনী,
তুমি এক ক্ষুদ্র চন্দ্রক তাহার ;
মুহূর্ত্ত ঝলসি' দর্শক-নয়ন,
ষাটি কোটি পুচ্ছে—পশিবে আবার।
তব তরে নহে মম এ সঙ্গীত,
তব নাট্যশালা—ওই সুসজ্জিত !

৭

গাই'ছে রমণী, শুনি'ছে রমণী,
নাচি'ছে রমণী, দেখি'ছে রমণী,
রমণীর নৃত্য, রমণীর গীত ,
রমণীর রাজ্য, রমণী-শাসিত ;
প্রমীলার পুরী আজি বঙ্গদেশ !
মম এ সঙ্গীত বিড়ম্বনা শেষ।

৮

যথায় আদর কোকিলা-কণ্ঠের ;
অবশ পুরুষ দেয় করতালি
রমণী-ব্যায়ামে,—জঘন্য খেমটায়
যথায় দাসত্ব-শৃঙ্খল-শিঞ্জিত ;
লক্ষ্ণৌ চেয়ে, লক্ষ্ণৌ টপ্পার আদর
তথা এ সঙ্গীত, মানি—হাস্যকর।

৯

গর্জ্জেছিল এই সঙ্গীত আমার,
পাঞ্চজন্যে মহাকুরুক্ষেত্র-রণে ;
শিঞ্জিনী-শিঞ্জনে, অস্ত্রের ঝঞ্চনে,
রথের ঘর্ঘরে, ঘোর সিংহনাদে !

সেই সঙ্গী... র হইয়াছে, হায় !
শেষ তান লয় 'চিলেন্‌ওয়ালায়'।

১০

আজি সেই বীর সমাধি-ভবনে
জাগিবে কি সেই সঙ্গীত আবার ?
এই রাশীকৃত শীতল অঙ্গারে
এক কণা অগ্নি হ'বে কি সঞ্চার ?
লৌহে লৌহে হয় অগ্নি উদ্গিরণ ;
লোহায়' অঙ্গারে ?—ভস্মের নির্গম।

১১

ভস্মরাশিময় আজি এ ভারত,
কে শুনিবে বীর-সঙ্গীত আমার ?
কি আছে ভারতে, গাইবে যে কবি,
ঢালিয়া অমৃত ভস্মের ভিতর ?
বরঞ্চ পশিয়া হিমাদ্রি-কন্দরে
শুনা'ব সঙ্গীত ওই কেশরীরে !

১২

গাইব তাহার তীব্র পরাক্রম,
গাইব তাহার বীর অবয়ব,
গাইব তাহার দুর্জ্জয় নখর,
গাই তাহার গর্জ্জন ভীষণ।
অতৃপ্ত উদর,—অসংখ্য দশন,—
গাইব তাহার রক্তিম লোচন।

১৩

শুনিয়া সঙ্গীত, নাচিবে নির্জ্জীব
মহীরুহচয় ভুজ আস্ফালিয়া ;

জাগিবে পাষাণ ; গর্জ্জিবে জীমূত ;
বনে দাবানল উঠিবে জ্বলিয়া।
গা'বে প্রতিধ্বনি ভীষণ নির্ঘোষে,
দূরে মহাসিন্ধু উত্তরিবে রোষে।

১৪

কিংবা বসি' সেই মহাসিন্ধু-তীরে,
মহা-অম্বুসহ কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইব নির্ঘোষে সঙ্গীত আমার
মহানন্দে, মহাসিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া।
শুনিয়া সঙ্গীত ঘন গরজিয়া,
ঘন ঘনরাশি আসিবে উড়িয়া!

১৫

ফাটিবে জলদ ; ছুটিবে বিদ্যুৎ—
তীব্র অগ্নিবাণ বিদারি' গগন!
মাতিবে জলধি ; ছুটিবে তরঙ্গ—
বরুণাস্ত্র শত, সহস্র—ভীষণ!
তখন আনন্দে করিয়া ঝঙ্কার,
রণরঙ্গে কবি পা'বে পুরস্কার।

পাগলিনী।

১

পাগলিনি রে আমার!
এই কান্না, এই হাসি, এই আনন্দের রাশি,
এই দেখি মুখচন্দ্র বিষাদে আঁধার ;

এই নাচ, এই গাও; এই যাও, ফিরে চাও;
এই অন্তর্ধান, এই গলায় আবার;—
পাগলিনি রে আমার!

২

চঞ্চল চিত্তের স্রোত;—
কিবা সুখ, দুঃখ তায়, স্থির না থাকিতে পায়,
ভেসে যায় স্রোত ক্ষুদ্র তৃণের আকার;
এই প্রেম বরিষায়, সেই স্রোত পূর্ণকায়,
এই মান নিদাঘেতে বিশুষ্ক আবার;
পাগলিনি রে আমার!

৩

পিঞ্জরের পাখী তুমি,
বেড়াও পিঞ্জর মাঝে, চরণে-শৃঙ্খল বাজে
নাহি জ্ঞান, আনন্দেতে গাও অনিবার
স্বভাব সঙ্গীতরাশি, আঁধারের শ্যামার বাঁশী;
যে বুলি বলাই তাহা বল আর বার,
পাগলিনি রে আমার!

৪

এই পাগলিনী-মূর্ত্তি,—
একমাত্র বাঙ্গালির, দুঃখ-সাগরের তীর,
এই মূর্ত্তি,—একমাত্র গৃহ-অলঙ্কার,
বাঙ্গালির শূন্য ঘরে, এই মূর্ত্তি শোভা ধরে,
অন্য মূর্ত্তি কদাচিৎ শোভিবে না আর,
পাগলিনি রে আমার!

৫

শোভিবে না আহ্লাদিনি!
আহ্লাদিনী বঙ্গ-ঘরে! নির্ঝরিণী মহীধরে!
মরুভূমি মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা সঞ্চার!
জ্বলিতেছে চিতাপ্রায়, যাহার হৃদয়, হায়!
তাহার আলয়ে কিবা আহ্লাদ আবার?
পাগলিনি রে আমার!

৬

শোভিবে না বিষাদিনি!
বাহিরের দুঃখানলে, নিরন্তর চিত্ত জ্বলে,
তাহাতে বিষাদ যদি গৃহেতে আবার,
হতভাগ্য বঙ্গবাসী, হইবেক ভস্মরাশি,
কোথায় জুড়া'বে এই যন্ত্রণা তাহার?
পাগলিনি রে আমার!

৭

গম্ভীরা ব্রাহ্মিকামূর্ত্তি!
নাহি সুখ, নাহি দুখ, সতত বিষণ্ণ মুখ,
পাপে অনুতাপে চিত্ত দহে অনিবার!
এই পাপরাশি, হায়! যা'বে কোন্ তপস্যায়?
এত পাপ যা'র ঘরে, কি সুখ তাহার?
পাগলিনি রে আমার!

৮

নাহি চাহি কোন মূর্ত্তি,—
আহ্লাদিনী, বিষাদিনী, কিংবা পাপপ্রয়াসিনী,
নাহি চাহি অন্য ছবি গৃহেতে আমার,
ওই কান্না, ওই হাসি, আমি বড় ভালবাসি,

ওই বালিকার শূন্য-হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার !

৯

জ্বলিয়া অনন্ত দুঃখে,
যবে দগ্ধ কলেবরে, ফিরিয়া আসিব ঘরে,
দেখিব বিষাদে মাখা সকল সংসার,
তখন হাসিয়া সুখে, কোমল প্রসন্নমুখে,
ধরিয়া গলায় মম, হাসিও আবার,
পাগলিনি রে আমার !

১০

কিংবা যদি হাসিমুখ,
দেখ, প্রিয়ে ! কোন দিন, বিদ্যুৎ কৌমুদী-লীন,
অধর টিপিয়া, (শুনি সুখ-সমাচার),
"পাই নাথ ! যেই সুখ, নিরখি তোমার মুখ,"—
বলিও—"তাহার কাছে, কি সুখ আবার !"
পাগলিনি রে আমার !

১১

এই বরিষার মত,
তব মুখে সদা দেখি, মেঘে চন্দ্রে মাখামাখি,
মনে বিদ্যুতেতে মাখা আদর আসার ;
তব কান্না, তব হাসি, তাই এত ভালবাসি,
তরল চঞ্চল ওই হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার।

১২

যে চাহে দেখিতে, প্রিয়ে !
অচঞ্চল সৌদামিনী, অচঞ্চল কাদম্বিনী,

অচঞ্চল আহ্লাদিনী,—হউক তাহার!
আমি মেঘে ভালবাসি, চঞ্চলা চপলা হাসি;
আমি ভালবাসি তোরে,—চাঞ্চল্য সবার।
পাগলিনি রে আমার!

অনন্ত শয্যা।

১

মাত ভাগীরথি, পুণ্যপ্রবাহিণি,
অমরা, ভূতলে তুমি মন্দাকিনী,
যুগ যুগ হ'তে তুমি সুশোভিনি?
ভারতের কণ্ঠে রজতের হার।
যুগ যুগ হ'তে করেছ দর্শন,
কত রাজ্যোদয়—উন্নতি—পতন,
আর্য্য, যবনের, ম্লেচ্ছের শাসন
ঘুরিতে ভারতে চক্রের আকার।

২

দেখিয়াছ, হায়! যেন উল্কা তারা
ভারত-অদৃষ্ট আকাশে যাহারা
হইয়া উদয়, হ'য়ে দিশাহারা
চকিতে খসিয়া পড়েছে ধরায়।
কেহ বা অকালে, কেহ কালে কালে,
কেহ কারাগারে, কেহ করবালে,
কেহ রণক্ষেত্রে, শত্রু-শরজালে
কেহ অন্তঃপুরে কুসুম-শয্যায়।

৩

কত শোক-দৃশ্য সময়ে সময়ে
হইয়াছে প্রতিবিম্বিত হৃদয়ে,
সমর, বিপ্লব, বিদ্রোহ দুর্জ্জয়ে,
মহামারী-ভয়, দুর্ভিক্ষ দুর্ব্বার
কিন্তু বল, মাত ! দেখেছ কখন
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি, ভারতরাজন,
আততায়ী করে হইতে পতন,
  করিয়া ভারত-অদৃষ্ট আঁধার !

৪

হেন শোকাবহ দৃশ্য কি কখন,
বল শৈলসুতে ! করেছ দর্শন ?
তব বামতীর সেজেছে যেমন,
  মলিন দিনেশ যাহার ছায়ায় !
রাজগৃহ হ'তে শোকস্রোতধার,
শোকে কলিকাতা করি অন্ধকার,
আসি চাঁদপালে, দেখ একবার,
  কাল রূপে তব ব্যাপিতেছে কায়।

৫

যেই কলিকাতা হেন সন্ধ্যাকালে
পূর্ণিত হইত ভীম কোলাহলে,
আজি দাঁড়াইয়া নীরবে সকলে,
  জীবন-প্রবাহ অবিচল প্রায়।
মলিন বদন, কাল পরিধান,
কি হিন্দু, যুনানি, কিংবা মুসলমান,

শোকে দিনমণি হ'য়ে তিরোধান,
কাল-সন্ধ্যাজালে বদন লুকায়।

৬

ওই তুলিতেছে কাল শরাসন,
যাহাতে শায়িত ভারত-রাজন;
ঐ রাজপ্রাসাদে করিয়া শয়ন,
তৃপ্তি হইত না হৃদয়ে যাহার;
ওই কাষ্ঠে—অতি ক্ষুদ্র আয়তন,—
আজি তিনি সুখে করিয়া শয়ন,
অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত এখন,—
হায়! মানুষের অদৃষ্ট দুর্ব্বার!

৭

"ডেকনি" হইতে "কফিন" তুলিয়া,
রাজহর্ম্ম্যমুখে নিতেছে টানিয়া,
দ্বাদশ তুরঙ্গে, বিষাদে ডুবিয়া,
নীরবে নগর করি'ছে দর্শন।
সঙ্গে চলে রাজপুরুষ সকল,
অধোমুখে অস্ত্র, অস্ত্রধারীদল,
ভ্রাতৃত্রয় চোখে, বহে অশ্রুজল,
নীরব সকল, বিরস বদন।

৮

ক্রুম্ ক্রুম্ দুর্গে তোপের গর্জ্জন,
ক্রুম্ ক্রুম্ ডেফি, উত্তরে তেমন,
পলে পলে যেন অশনি পতন
স্তব্ধ গঙ্গাজল বহি'ছে উজান;

ঝম ঝম ঝম গভীর নিনাদে,
সকরুণ স্বরে দুর্গ-বাদ্য কাঁদে,
অর্দ্ধ-অবনত উড়ি'ছে বিষাদে,
ব্রিটিশ-পতাকা বাণিজ্য-নিশান

৯

আবার আবার তোপের গর্জ্জন,
আবার আবার বাদ্যের রোদন,
তালে তালে চলে কাষ্ঠ-শবাসন,
তালে তালে চিত্ত হ'তেছে দ্রবিত ;
কিন্তু বৃথা সব, মিছা আড়ম্বর,
যদি শত তোপ, সহস্র বৎসর,
অথবা সহস্র আগ্নেয় ভূধর
হুঙ্কারিয়া করে পৃথিবী কম্পিত

১০

সেই ভীমরোলে তথাপি কখন
নির্জ্জীব হৃদয় হ'বে না চেতন ;
স্বর্গীয় প্রভুর শ্রবণে কখন
শব্দমাত্র তা'র পশিবে না আর।
বধির শ্রবণ চিরদিন তরে
হ'য়েছে ; বসন্ত কোকিল কুহরে,
কিংবা বরিষার মেঘের ঘর্ঘরে,
হইবে না কভু চেতন আবার।

১১

নীরব সে স্বর, যাহাতে কম্পিত
হইত "সুমেরু" "কুমারী" সহিত,
যাঁ'র আজ্ঞা, নাহি বাছি' হিতাহিত,
লইত হিমাদ্রি মস্তক পাতিয়া ;

যেই স্বরে কত রাজা রাণীগণ
হারায়েছে, পাইয়াছে সিংহাসন,
যোধপুরপতি যাবৎ জীবন
র'বে' মণিহারা ভুজঙ্গ হইয়া !

১২

অচল সে কর—যে কর খেলিত
কোটি কোটি নর জীবন সহিত,
যাহাতে ভারত-অদৃষ্ট লিখিত'
হইত অদৃশ্যে ; যে করে, হেলায় !
প্রকাণ্ড ভারত-রাজ্যের তরণী,
চালাত বিক্রমে, অচল এখনি !
ভারত বিধাতা ! দারুণ এমনি
লিখিলা কি ভাগ্যে তার বিধাতায় !

চিত্র ।

১

মরি কিবা প্রতিবিম্ব নয়ন-দর্পণে
হ'ল বিভাসিত আজি ; দেখিয়াছি, হায়,
পূর্ণিমা শারদ শশী সুনীল গগনে ;
দেখিয়াছি সরোজিনী সলিল-শয্যায়।

২

দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্র মাসে ভরা,
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যথন ;

দেখিয়াছি সুখ-স্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা,
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখিনি কখন।

৩

দেখিব কি! দেখিলে কি নয়ন মোহিত
পারে কেহ ফিরাইতে? র'বে অবিরত
মুগ্ধদৃষ্টি এক স্রোতে চিত্রে প্রবাহিত;
চিত্র দেখি হইলাম চিত্রিতের মত।

৪

বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেষু-শরে
কুসুম-শয়নে; কিন্তু কুসুমে কি পারে
নিবাইতে যে অনল জ্বলি'ছে অন্তরে?

৫

সুগোল সুবর্ণনিভ চারু ভুজোপরে
শোভে পূর্ণ-বিকসিত-বদন-কমল,
(রূপের কমল, মরি, কাম-সরোবরে),
ভানুর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল!

৬

শোভিতেছে অন্য করে কাব্য মনোহর,
স্খলিত অলকারাশি, পয়োধর ধর
বিশ্রামি'ছে অযতনে কাব্যের উপর,
পুণ্যবান কবি—কাব্য পুণ্যের আকর!

৭

বিনোদ বদন-চন্দ্র, বিনোদ নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ;

অতুল—বিনোদতম—ত্রিদিব-মোহন,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস-আবেশ।

৮

বিলাস বঙ্কিম রেখা, কুহকী যৌবন
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে—সর্ব্ব অঙ্গে মরি
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ—সুনীল বসন
বিকাশি'ছে তলে তলে কনক-লহরী।

৯

এইরূপে বিরহিণী বিনোদ কামিনী—
চিত্রময়ী! চিত্রপটে র'য়েছে শায়িত
অযতনে—অনিমেষ, কুসুমশায়িনী,
চিন্তাকুলা! চিত্রতলে রয়েছে লিখিত :—

১০

"বিরহেতে বিষাদিনী, বিরহযাতনা
ভুলিবার তরে মনে সদা আকিঞ্চন;
রতনভূষণ ত্যজি' পাঠেতে মগনা,
তথাপি বিরহানল দহি'ছে জীবন।"

১১

পুণ্যবান্ তুমি! হায়, যাহার লাগিয়া
এই প্রেমময় চিত্র চিন্তায় অচল,
শত পুণ্যবান্ তুমি—যাহার লাগিয়া
হায়, এই চিত্রময় বিরহ-অনল!

১২

অতুল ঐশ্বর্য্য তব,—অসংখ্য রতনে
পূর্ণিত ভাণ্ডার তব, রত্নাকর জিনি'!

সকল রত্নের রত্ন—দুর্ল্লভ ভুবনে !
অমূল্য রতন এই বিনোদ কামিনী !

১৩

হেন রত্ন, হায়, যা'র কণ্ঠের ভূষণ,
তাহার জীবন-পথ উজ্জ্বল সতত
পবিত্র প্রণয়ালোকে—মানব-জীবন
নন্দন-কাননে ইন্দ্রসুখ-স্বপ্নমত !

১৪

উজ্জ্বল সুদূরস্থায়ী ভানুর প্রতিমা
দেখে যথা ক্ষুদ্র নর প্রতিবিম্বে জলে
কিংবা যথা দেখে সেই অনল-গরিমা
সুদূরবীক্ষণে কিংবা বিজ্ঞান-কৌশলে ;

১৫

তেমতি কি পুণ্যবলে এই রূপরাশি
দেখিলাম প্রতিবিম্বে এই চিত্রপটে ;
নিরখিব স্মৃতি-নেত্রে, র'বে দিবানিশি
চিত্রময়ী মনে, চিত্র নয়ন-নিকটে।

হরিষে প্রণয়ে রক্ত অধর যুগল—
চিত্রে অচঞ্চল—যবে বর্ষে সুসঙ্গীত ;
সেই সুললিত কণ্ঠ – মধুর তরল,
হৃদয়ে পবিত্র প্রেমে করি উচ্ছ্বসিত ;

১৭

বড় সাধ সে সঙ্গীত শুনি একবার,
বড় সাধ নিরখি সে আচ্ছন্ন নয়ন—

কমল-কোরক,—যবে স্নেহের আসার
বিকাশে ত্রিদিব-শোভা, উজ্জ্বল বরণ।

১৪

না দেখি, না শুনি ;—কিন্তু দেখিব শুনিব
কল্পনার নেত্রে, কর্ণে দিবস যামিনী ;
পবিত্র স্বপনে কিংবা শুনিব, দেখিব,
চিত্রময়ী কণ্ঠ, চিত্র বিনোদ কামিনী।

রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর।

১

রাজন্ !
রত্নগর্ভা পূর্ব্ববঙ্গে তুমি ভাগ্যবান্
হিন্দুকুলে,
পূর্ব্ববঙ্গ সমুজ্জ্বল গৌরবে তোমার ;
যে কিরীট দয়া করি' অর্পিলা ভারতেশ্বরী
তব শিরে, অক্ষয় তা' থাক তব ঘরে
সমুজ্জ্বল,—পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে।

২

কালের করাল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া
অভাগীর,
কত শত কীর্ত্তিস্তম্ভ,—গৌরব আধার ;
তাহে পদ্মা বাম যা'রে কে রক্ষিতে পারে তা'রে ?
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহে ধীরে ধীরে
ভগ্ন শিলা, "বুড়ীগঙ্গা", "কীর্ত্তিনাশা" তীরে।

৩

এত দিনে অভাগিনী পুছিয়া নয়ন
সনিশ্বাসে,
জুড়া'বে তাপিত প্রাণ, দেখিয়া তোমারে
মলিন বদনে আসি, দেখা দিবে চারু হাসি,
ভগ্ন শিলারাশি-মাঝে দেখিবে এখন
তব রাজা-হর্ম্ম্য-শোভা নয়ননন্দন।

৪

নিষ্প্রভ শশাঙ্ক যথা প্রভাকর করে
সমুজ্জ্বল ;
আজি এই আর্য্যভূমে, হায় রে তেমতি
ব্রিটিশ-তপন-করে শোভিতেছে স্তরে স্তরে
চন্দ্রনিভ সংখ্যাতীত নৃপতিমণ্ডল,
ভারতের সূর্য্যবংশ গেছে অস্তাচল !

৫

আপনি নিষ্প্রভ, তবু প্রভাকর-করে
শশধর,
শীতল কিরণজালে জুড়ায় সংসার,
তেমতি, হে নৃপবর ! জুড়াউক নিরন্তর
আজি হ'তে বঙ্গদেশ কিরণে তোমার ;
হাসুক পদ্মায় চির প্রতিবিম্ব তা'র।

৬

র'চি যথা প্রভাকর ঘনবর-শিরে
ইন্দ্রচাপ,
চাতকিনী-তৃষ্ণা তাহে বাড়ায় দ্বিগুণ,
বৃটিশ-ভাস্করে আজি তোমায় কিরীটে সাজি'

গুরু ভার ! বাড়া'য়েছে তৃষ্ণা বাঙ্গালার,
জুড়াইবে তুমি বর্ষি' দয়ার আসার।

৭

অন্ধকার অন্তঃপুরে বঙ্গ-বিধবার
নয়নাশ্রু
ঝরে যথা, অনিবার অদৃশ্যে আঁধারে,
শোকাতুরা বিহঙ্গিনী, কাঁদে যথা একাকিনী,
নির্জ্জন কাননে, সেই অরণ্যে রোদন
করে যেন তব নেত্রে অশ্রু আকর্ষণ।

৮

উঠিয়াছে বঙ্গে যেই 'হা অন্ন' হুতাশ—
হাহাকার !
না জানি ইহার শেষ হইবে কোথায়,
দরিদ্রতা দাবানলে যায় দেশ যায় জ্বলে,
কর এ অনলে দয়া-বারি বরিষণ,—
বড় শোভা নৃপতির সজল নয়ন।

৯

কল্পতরু হ'ক ওই কিরীট তোমার,
মহাভাগ।
দিন দিন দীপ্তি তা'র হউক বর্দ্ধিত,
প্রসারি' তরঙ্গ রঙ্গে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ পূর্ব্ববঙ্গে,
শান্তি সুখে পূর্ণ হ'ক সেই জ্যোতিস্থল
লভুক নিরন্নে অন্ন—তৃষ্ণাতুরে জল

১০

দেশের দুর্ভাগ্যে যেন কাঁদে তব মন,
নৃপবর !

রত্নপ্রসবিনী বঙ্গ সাগরসম্ভবা,
হইতেছে দিন দিন, তনুক্ষীণ, প্রাণহীন,
দিন দিন অধোগতি—ইচ্ছা বিধাতার !
সম্মুখে অতলস্পর্শ, র'য়েছে তাহার।

বঙ্গের কবিতা ওই অনাশ্রিতা লতা,
দীনহীনা,
পায় যেন, নৃপবর ! আশ্রয় তোমার,
দিন দিন পল্লবিতা, হয় যেন' রণাশ্রিতা
তব যশোপুষ্পে সাজি' কোমল বল্লরী,
মোহে যেন বঙ্গবাসী সৌরভ বিতরি'।

১২

তুমি রাজা, পুত্রবর রাজেন্দ্র তোমার
পুণ্যবান্,
মিশিয়াছে তব গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী ;
মিশি' পূর্ব্ব বাঙ্গালায়, যথা পদ্মা মেঘনায়
চলি'ছে অনন্ত মুখে,—বহুক তেমতি
এক স্রোতে তব গৃহে যুগ্ম স্রোতস্বতী।

১৩

বঙ্গ ইতিহাসে যেন গায় শতমুখে
তব কীর্ত্তি,
লিখে রাখে বঙ্গভাষা অমর অক্ষরে,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, অনন্ত কালের তরে,
হয় যেন যশোগান ;—পরম আদরে
পুনর্ব্বার পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে।

অশোক বনে সীতা।

চিত্র-নভঃ-কিরীটিনী সচন্দ্র রজনী,
চিত্রি' বিকসিত নৈশ কুসুম-মালায়
উদ্যান, সরসী-নীর ; অযুত রতনে
চিত্রি' সচঞ্চল চির নীল নীরনিধি,
ভাসি'ছে নিদাঘাকাশে। বিশ্ব চরাচর
নীরবে শান্তির সুধা করিতেছে পান।
চন্দ্রের একটি রশ্মি শিবিরের দ্বারে
রহিয়াছে শতরঞ্জি—উপরে পড়িয়া,
যেন স্থির উল্কাখণ্ড, স্থিরতর জ্যোতিঃ।
নিরখিয়া সেই রশ্মি বিমল উজ্জ্বল,
উদাস হইল প্রাণ, পর্য্যঙ্ক ত্যজিয়া
শিবির-বাহিরে নব-শ্যাম দূর্ব্বাদলে
বসিলাম মন সুখে ; সম্মুখে আমার
অনন্ত, অসীম সিন্ধু ! চন্দ্রের কিরণে
খেলি'ছে অনিলসহ সলিল লহরী,
চুম্বি' মৃদু কলকলে মম পদতলে
রজত বালুকাকীর্ণ ধবল সৈকত।
দক্ষিণে আমার—মৃদু সুমধুর কলে
ছুটিয়াছে কল্লোলিনী* নাচিয়া নাচিয়া,
আলিঙ্গিয়া প্রতিকূল তীরে গিরিচয় ;
ধবল উত্তরী যেন মাধবের গলে।
অপূর্ব্ব প্রকৃতি-শোভা ! অদূরে ভূধর

* কর্ণফুলী নদী।

শোভিতেছে মেঘবৎ আকাশের গায়ে ;
কেবল কোথায় কোন উচ্চ তরুবর
অরণ্য হইতে তুলি' উচ্চতর শির,
করিতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ।
চিত্রিত আকাশ-চন্দ্র-ভূধর-সাগর,
চিত্তবিমোহিনী শোভা ! মরি কি সুন্দর

"এমন সময়ে" আমি ভাবিলাম মনে,
নিশা-হন্তা 'মেকবেত' সাধিল মানস
সুপ্ত 'ডন্‌কেনের' রক্তে ; এমন সময়ে'
নিভাইল অশ্বত্থামা, ভজিয়া ধূর্জ্জটী,
পাণ্ডব বংশের পঞ্চ প্রদীপ উজ্জ্বল ;
এমন সময়ে লঙ্ঘি' উদ্যান-প্রাচীর,
ভেটিল 'রোমিও' প্রাণ-প্রিয় 'জুলিয়েটে' ;
নিরখিল চন্দ্র সূর্য্য একত্র উদয় ;
এমন সময়ে, হায় ! প্রণয়-যন্ত্রণা
নিবাইতে সাগরিকা উদ্যান-বল্লরী
লয়েছিল করে, দিতে কোমল গ্রীবায়,
উদ্বন্ধনে বিনাশিতে দুঃখের জীবন ;
এমন সময়ে সুপ্ত কণক লঙ্কায়,
একাকিনী শোকাকুলা পতির বিরহে
কাঁদিলা অশোক বনে সীতা অভাগিনী ;

"এমন সময়ে" সেই সমুদ্রের কূলে
ভাবিতে ভাবিতে দেহ হইল অবশ ;
ক্রমে অজানিত সেই সমুদ্র-বেলায়
শুইলাম, সুকোমল দূর্ব্বাদলময়ী
শ্যামলশয্যায় ! স্নিগ্ধ সমুদ্র-নীরজ

অনিল বহিতেছিল অতি ধীরে ধীরে ;
পশিলাম ক্রমে নিদ্রা—স্বপন-মন্দিরে।
রত্ন-সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কা জিনি,
দেখিনু শোভি'ছে রাজ্য জলধি-হৃদয়ে
শত লঙ্কা পরিসরে, বাঁধা ছিল বলে
এক চন্দ্র, এক সূর্য্য রাবণ-দুয়ারে,
এই খানে সুকুমার প্রণয়-শৃঙ্খলে
কত চন্দ্র, কত সূর্য্য প্রতি ঘরে ঘরে
রহিয়াছে শৃঙ্খলিত। বহিতেছে বেগে
যেই রম্য রথশ্রেণী বাষ্পে, হুতাশনে,
অতি তুচ্ছ তা'র কাছে পুষ্পকের গতি।
চপলা সন্দেশবহা ; যাহার পরশে
মরে জীব, সে বিদ্যুৎ দেশদেশান্তরে,
কভু ছায়া-পথে, কভু জলধির তলে,
বহিতেছে রাজ-আজ্ঞা। অপূর্ব্ব কৌশল
বিরাজিয়া স্থানে স্থানে গণে অনায়াসে
সময়ের গতি, কিংবা আকাশের তারা।
লঙ্কার অমৃত ফল বানরের করে
হইল নিঃশেষ, কিন্তু এ অপূর্ব্ব পুরে
জাতীয়-গৌরব রূপ যে অমৃত ফল
ফলিতেছে অনিবার, বিনাশিতে তা'রে
পারিবে না নরে কিংবা সমরে অমরে।
এমন অমৃত পানে পুরবাসিগণ,
আনন্দে শান্তির কোলে করিয়া শয়ন,
নিদ্রা যায় মন সুখে ; হায় রে ! কেবল
অন্ধকার কারাগারে বসি, একাকিনী

একটী রমণীমূর্ত্তি করি'ছে রোদন।
কতকাল রমণীর নয়নের জল
ঝরিয়াছে, কে বলিবে? সেই অশ্রুজলে
হইয়াছে দুঃখিনীর অঙ্কিত কপোল;
কবরী অবেণীবদ্ধ, জটায় এখন
হইয়াছে পরিণত; হায়! করাঘাতে ক্ষত
বিক্ষত ললাট, স্থানে স্থানে কলঙ্কিত।
বহুমূল্য পরিধেয় নীল-বস্ত্র খানি
হইয়াছে জীর্ণ শীর্ণ—নিতান্ত মলিন,
ততোধিক রমণীর মলিন বরণ।
বহুমূল্য রত্নরাজি আছিল যথায়,
চরণে, প্রকোষ্ঠে, অংশে, উরসে, গ্রীবায়,
উদ্বন্ধন-লতিকার চিহ্নের মতন,
শ্বেত রেখা মাত্র এবে সর্ব্ব কলেবরে
রহিয়াছে বিদ্যমান, বাম করোপরে
রক্ষিত বদন-চন্দ্র;—ফাটিল হৃদয়
এই মূর্ত্তিমতী শোক করি দরশন;
জিজ্ঞাসিনু—"বল মাতা! কে তুমি দুঃখিনি
এমন বিষাদ মূর্ত্তি কিসের কারণ?"
বলিলা রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে,—
"দুঃখিনী ভারত-লক্ষ্মী আমি, বাছাধন!
আমিই অশোক-বনে সীতা বিষাদিনী।"

প্রেমোন্মাদিনী।

১

বুঝিয়াছি,—
কেন রবি, শশী, তারা নিত্য নীলিমায়
পূরবে ফুটিয়া, পুনঃ পশ্চিমে মিশায়,
বুঝি চন্দ্রোদয়ে, কেন
জলধি উছলে হেন,
বুঝিয়াছি নীলাকাশে, বেড়িয়া ধরায়,
কেন রবি শশী তারা ভাসিয়া বেড়ায়।

২

বুঝিয়াছি,—
কেমনে পল্লবে তরু, বিকাসে প্রসূন,
বুঝিয়াছি কোন মতে অঙ্কুরে কুসুম,
বুঝিয়াছি কি কৌশলে
সময়ে অঙ্কুর ফলে,
অনন্ত জলধি-তল, অনন্ত গগন,
বুঝিয়াছি,—বুঝি নাই আপনার মন।

৩

বুঝি নাই,—
যেই প্রেম বিরাজিছে অন্তরে অন্তরে,
হৃদয়-শোণিত সহ হৃদয়ে সঞ্চরে,
আদি নাই, অন্ত নাই,
বিরাম, বিশ্রাম নাই,
মানব-হৃদয়-গঙ্গা, সুধা-প্রবাহিণী
শান্ত ভাবে, বিলোড়নে বিশ্ব-বিপ্লাবিনী।

৪

বুঝি নাই,—
জগতের মোহমন্ত্র সে প্রেম কেমন,
কোথায় অঙ্কুরে কিসে বিকাসে কখন,
কিসে নিবে, কিসে জ্বলে,
কিসে সুধা, বিষ ফলে,
কেন উগ্রচণ্ডা ?—বধে পরের জীবন ;
কেন দয়াময়ী ?—সাধে আত্ম-বিনশন।

৫

বুঝিব কি ?—
একদা নিশীথে আমি দাঁড়া'য়ে নির্জ্জনে,
চেয়ে আছি অন্য মনে আকাশের পানে,
অমাবস্যা-অন্ধকার,
ঝিল্লিরবে বসুধার
করিতেছে নিদ্রাবেশ, পাইয়া নির্জ্জন
প্রকৃতি দেখি'ছে খুলি' নক্ষত্র-রতন।

৬

দেখি নাই,—
সে নিশীথে আমি সেই রত্ন রাশি পানে,
ছিলাম না। শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী-ধ্যানে,
যেই রত্ন দুরলভ,
রত্নাকর পরাভব,
বিতে ছিলাম যাহা চিত্রিত আকার,
ক্ষত্র হতেও তাহা দুর্ল্লভ আমার।

৭

ভাবিতেছি,—

ক ভাবনা ? কেন ভাবি ? কাহার কারণ ?

দেখি নাই যা'রে, তা'র ভাবনা কেমন ?

যেমন সাধকবর,

পাইতে অভীষ্ট-বর,

ভাবে বরদার রূপ, অদৃশ্য মূরতি,

ভাবিতেছিলাম বুঝি আমিও তেমতি ?

৮

ভাবিতেছি,—

মানব-শ্মশানে বসি কল্পনা-তাপসী

করিতেছে মহাধ্যান ; শঙ্কা-পাপীয়সী

অপদেবতার মত,

বিভীষিকা কত শত,

করিতেছে প্রদর্শন ; আশ্বাস প্রদান

কেবল করি'ছে আশা, তপস্যার প্রাণ।

৯

ভাবিতেছি'—

আর না, ভাবনা-স্রোত বহিল উজান ;

দেখিলাম, দেখিব কি আর ? দেখিলাম

অন্ধকার ভাগ করি, কসিত সুবর্ণ তরী,

রূপের তরঙ্গ তুলি, আসি'ছে ভাসিয়া,

শীতরশ্মি উজ্জ্বালতা আসি'ছে ছুটিয়া।

১০

মুক্তকেশ,

অন্ধকারে অন্ধকার, কটি-বিলম্বিত,—

চিকুরপ্রপাত কৃষ্ণ, ঘন, রাশীকৃত ;

সেই চিকুরের গায়,
যেই স্বর্ণ-প্রতিমায়
দেখিলাম চিত্রার্পিত, রহিল না আর
অমাবস্যা-অন্ধকার নয়নে আমার।

১১

মুক্তকেশী,—
প্রসারিয়া দুই ভুজ, উন্মাদিনী প্রায়,
আসিছে ছুটিয়া যেন গ্রাসিতে আমায়;
সচঞ্চল শ্বেতাঞ্চল,
করিতেছে দলমল,
পশ্চাতে চিকুর সনে,—কামের কেতন!
সজলদ সৌদামিনী আসিছে যেমন!

১২

মুহূর্ত্তেক,—
মুহূর্ত্তেক প্রাণ মম হইল বিহ্বল,
মুহূর্ত্তেক শিরাচয় হইল অচল,
পুনঃ মুহূর্ত্তেক পরে,
শরীরের স্তরে স্তরে,
ছুটিল, বহিল উষ্ণ শোণিত জোয়ার,
দেখিলাম বিদ্যুদ্দাম গলায় আমার!

১৩

সে মুহূর্ত্ত,—
মানব-জীবনে সে যে কহিনুর-মণি,
সে মুহূর্ত্ত, জীবনের-পূর্ণিমা-রজনী,
সে মুহূর্ত্ত, হায় আমি,
কোথা ছিনু নাহি জানি,

সে মুহূর্ত্ত নহে এই মানব-জীবন,—
অহো সেই মাদকতা—আত্ম-বিস্মরণ!

১৪

কি সুখের!—
কি সুখে দেখিনু সেই উন্মাদিনী হায়!
দৃঢ় আলিঙ্গনে ভুজে বেঁধেছে আমায়
নীরবে মোহিত প্রাণে,
চেয়েছে গগন পানে,
আমার হৃদয়ে রাখি বদন-কমল,
শুনে যেন হৃদয়ের সঙ্গীত তরল।

১৫

কি বলিব!
সুগোল সুবর্ণহারে পূর্ণ শশধর—
পুণ্যবান আমি—মম হৃদয় উপর!
কিংবা সে সুবর্ণলতা,
জনমি গলায় যথা,
ফুটায়েছে বক্ষে মম সোণার কমল,
শুকাইবে যেন, যদি ছাড়ে বক্ষঃস্থল।

১৬

দেখিলাম,—চুম্বিলাম,—হাসিলাম,—
কাঁদিলাম,
ডাকিলাম "প্রিয়তমে!" শুনিলাম
"প্রাণনাথ!"
সেই সুখসম্ভাষণে,
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র-সনে,

মিশিল,—জীবন দুই প্রেমার্ণবে হলো
পাত,
গাইয়া গাইয়া যেন-'প্রিয়তমে' 'প্রাণ
নাথ!'

১৭

"দেখি নাই প্রিয়তমে!—"দেখ নাই
প্রাণনাথ!"
"শুনি নাই প্রণায়নি!"—"শুন নাই
প্রাণেশ্বর!
"তবে কেন অভাগিনী?"
"আমি নাথ নাহি জানি"
"কে তুমি? কে আমি?" "জানি
চকোরিণী, শশধর,
আমি প্রেমাধীনী তব, তুমি মম প্রাণেশ্বর।

১৮

"প্রিয়তম,
দুইটি বছর, আমি কুল-পিঞ্জরের পাখী,
করেছি তপস্যা তব কুল-পিঞ্জরেতে থাকি',
দেখিয়াছি, দেখ নাই,
শুনিয়াছি, শুন নাই,
দুইটি বছর পরে, ফলিল তপস্যাফল,
নিবিল এ দীর্ঘ জ্বালা, শুকা'ল নয়নজল।"

১৯

"হা হৃদয়!
একি কথা, উন্মাদিনি, কি করিলি, কি করিলি,
জলন্ত অনলে কেন, দুটি প্রাণ ঢেলে দিলি,

এ প্রেমে কি সুখ, বল ?
প্রেম নহে এ অনল,
জ্বলিবি, জ্বালা'বি, না না ফিরে যারে, পাগলিনি,
তুই পিঞ্জরের পাখী, আমি ভুজঙ্গিনী-মণি।"

২০

"না না নাথ!—
জানে না কি চাতকিনী, মেঘেতে বজর ঝরে,
সুধা-প্রয়াসিনী যেই সে কি সুদর্শনে ডরে,
যেই প্রেম, সেই প্রাণ,
আমি নাহি জানি আন,
তোমাকে সঁপেছি প্রেম, পিঞ্জরে কি রাখি নাথ
যথা প্রেম, তথা প্রাণ, প্রেমনাথ—
প্রাণনাথ।"

কে তুমি ?

আইল গোধূলি—সৌর রঙ্গভূমে,—
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা
ধূসর-বরণা ; ফুরাইল ক্রমে
দিনেশ দৈনিক গতি-অভিনয়।
অষ্টমীর চন্দ্র—রজতের চাপ!—
নভোমধ্যস্থলে বিষণ্ণবদনে
ভাসিল ; লভিতে যেন প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি' অলক্ষেতে শশী

অৰ্দ্ধ সৌর রাজ্য, বিরহেতে কৃশ
নিরাশা-মলিন।

এমন সময়ে,

ওই সরোবরে বসিয়া নীরবে,
করেতে কপো কে ওই রমণী ?
যেন নিদাঘের আকাশ হইতে
একটী নক্ষত্র সরোবর ঘাটে
পড়েছে খসিয়া ; কিংবা, হায়, কোন
বিষধর ফণী, রেখেছে খুলিয়া
মস্তকের মণি ? এই নিশীথিনী
শ্বেত কলেবরে, বর্ষিতেছে যথা
বিকচ নলিনী শিশিরের বিন্দু ;
তেমতি বামার নয়ন-কমল
বর্ষিতেছে অশ্রু, সরসী-হৃদয়
চুম্বি'ছে তরল সেই মুক্তাফল।

অবনতমুখে ভাসমান ওই
ধাতু-কলসীর পৃষ্ঠের উপর
অযত্নে দক্ষিণ কর সুকোমল
রক্ষিত ; আনন্দে কলসী সে সুখ
পরশে নাচি'ছে ; নাচি'ছে যেমতি
বঙ্গ-বিরহিণী-হৃদয় চঞ্চল
শারদ উৎসবে পতির মিলনে।
হায়, সে আনন্দে চক্রে চক্রে ওই
চঞ্চল হিল্লোল ছড়াইছে সুখে
সরসী-হৃদয়ে ; আনন্দে গলিয়া
সুনীল সরসী থেকে থেকে যেন

উন্মত্তের প্রায়, ডুবা'য়ে কলসী,
চুম্বি'ছে বামার কর-কমলিনী ;
থেকে থেকে যেন আনন্দে বিহ্বল,
প্রেমাস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসে,—"কে তুমি ?
কে তুমি ?"

কে তুমি ? আজি বঙ্গালয়
আনন্দ-আধার, এসেছেন উমা
বৎসর অন্তরে, আজি বঙ্গদেশ
সুখ-পারাবার হিমালয় হ'তে
আনন্দ-জাহ্নবী শতমুখে আজি
বঙ্গে আবির্ভূতা, ভাসিয়াছে তাহে
বাঙ্গালীর দুঃখদারিদ্র্য দুঃসহ।
ভুলিয়াছে সব, নিরখি' উমার
প্রসন্ন স্নেহার্দ্র বদন-চন্দ্রমা।
মুহূর্ত্তেক তরে, ভুলিয়াছে সবে
দাসত্ব-শৃঙ্খল,—অদৃষ্ট-লিখন !
কি সুখের দিন—এই তিন দিন
বাঙ্গালী-জীবনে—তিন বিন্দু বারি
বঙ্গ-মরুভূমে ; এই তিন মণি
অন্ধকার খনি বঙ্গ সংবৎসরে ;
তিনটী নক্ষত্র, হায় ! বাঙ্গালীর
দুঃখ পারাবারে ; এমন সুখের—
ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !
নানা বাদ্যযন্ত্র মিশি' এক তানে,
তুলি'ছে আকাশে আনন্দের ধ্বনি ;
ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !

সেইরূপ আজি বঙ্গবাসি-মন
একানন্দ-স্রোতে হইয়া বিলয়
বহি'ছে স্বরগ-পথে ; বঙ্গদেশ
আজি ধরাতলে প্রীতি-পারাবার।
পবিত্র নির্ম্মল—প্রত্যেক বাঙ্গালী
উর্ম্মিমাত্র তা'র।

এমন সময়ে

বসি' একাকিনী, সজলনয়না
কে তুমি, রমণি ? কেন বিশ্বপ্লাবী
আনন্দ-প্রবাহ পশিল না তব
কোমল হৃদয়ে ? তুলিল না তাহে
একটী হিল্লোল ? হেন সৌরকর
নাহি পশে যে হৃদয়ে, নাহি জানি,
হায় ! সে হৃদয় অরণ্য কেমন।
বাজিতেছে যেই আনন্দ-সঙ্গীত
বঙ্গ-চিত্ত-যন্ত্রে কাঁদাইল কেন
তোমার হৃদয় বীণা ? তোল মুখ,—
বল না, কে তুমি ?

বিষাদে নিশ্বাসি'

তুলিল বদন বামা ; দেখিলাম—
বঙ্গের দুঃখিনী বিধবা রমণী।

স্নেহোপহার।*

১

বাছা রে !

কি আনন্দ আজি—আনন্দ অপার—
উথলি'ছে এই দুঃখিনী-মনে.
হেরি' তোর মুখ, প্রীতি-পারাবার,
আনন্দে নাচি'ছে সন্তানগণে।

২

বাছা রে !

আর্য্যভারতীয় বরপুত্র তুমি ;
রত্নগর্ভা এই ভারত-সাগরে
মহারত্ন তুমি, আজি আর্য্যভূমি,
সমুজ্জ্বল তব চিরোজ্জ্বল করে।

৩

বাছা রে।

হৃদয় তোমার কোমল সরল,
মানবের প্রীতিপবিত্রতাময়,
পরদুঃখে সদা দয়ার্দ্র তরল,
স্বর্ণ প্রেমগঙ্গা হৃদয়েতে বয় !

৪

বাছা রে !

কাঁদি দিবানিশি সমুদ্র-বেলায়,
অশ্রু দুই নদী ধারায় বয়,

---

* চট্টগ্রামের পক্ষে এই কবিতাটী কোন বন্ধুকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

কি সুখ যখন তব কীর্ত্তি, হায়!
প্রতিধ্বনি করে পর্ব্বতনিচয়!

৫

বাছা রে!
কত যে বাসনা আছিল অন্তরে,
দেখিতে তোমার কোমল মুখ,
পূরিল বাসনা, আনন্দ-সাগরে
ভাসিতেছে আজি শ্যামল বুক।

৬

বাছা রে!
রেখেছি খুলিয়া প্রকৃতি-ভাণ্ডার,
দেখ নেত্র ভরি', ভাবুক তুমি,
পর্ব্বত, নির্ঝর, মহাপারাবার,
দেখ প্রকৃতির চারু রঙ্গভূমি।

৭

বাছা রে!
তোমার কীর্ত্তির অমর প্রভায়
হউক উজ্জ্বল ভারত-বদন;
প্রেম স্বর্ণলতা দুলুক গলায়,
আশীর্ব্বাদ করি, আদরের ধন!

এবার !*

১

কল্পনে ! এবার !—তুমি মজিলে এবার !
এবার বঙ্গেতে আর,
থাকা তব হ'ল ভার,
তোমার কুহকে বঙ্গ ভুলিবে না আর,
এবার তোমার, বাছা ! "কালাপানি" সার।

২

কি এনেছ ? দেখি, দেখি ;—ছিছি, কর দুর
"ললিতলবঙ্গলতা"—
গোস্বামী-খুড়ার মাথা,
দোলে,—দুলুক,—লতা তাঁ'র মলয়সমীরে ;
পারিবে না ভুলাইতে বীর বাঙ্গালীরে !

৩

কি আছে তাহাতে বল, কবির মতন ?
নাহি তাহে "হেমলেট্‌,"
বীর "সেকেন্দর গ্রেট্‌,"
নাহি তাহে "হেমিণ্টন্‌"—"ক্লারেণ্ডন্‌"—"পিট্‌" ;
নাহি "ওবেষ্টার," নাহি "বার্‌নার্ড স্মিথ" !

---

* কোন একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রিকায় কোন এক-খানি পুস্তকের সমালোচনা দেখিয়া এই কবিতাটী লিখিত হইয়াছিল।

৪

আবার কি আনিয়াছ ?—নাহি বুঝি নাম
"মহাজন পদাবলী"—
রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি !
"বায়রণিক তরঙ্গেতে" ভাসিয়া বেড়ায়,
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ;—টিকি থাকা দায় !

৫

ওকি পুনঃ ?—ব্রজাঙ্গনা !" ডিটো ! ছুঁই পাঁশ
"যে যাহারে ভালবাসে,
সে যাইবে তা'র পাশে—"
তাহাতে কি যায় আসে সভ্য বাঙ্গালার ?
কবির কবরে পোত ব্রজাঙ্গনা তাঁ'র !

৬

পতির বিরহে বামা কাঁদে বনে বনে !—
নাহি আর সেই দিন,
সভ্য বঙ্গ সর্ব্বাঙ্গীন,
এবে বিরহিণী ভীমা পতি-প্রতীক্ষায়,
সম্মার্জ্জনী-করে বসে দুয়ার-গোড়ায়।

৭

আবার ?—"কবিতাবলী !"—হা,—না,—
ভাল,—দেখি
"বঙ্গদর্শনের" কবি'
"বাবের" উন্নত রবি,
মাইকেলের ওয়ারিস,—ডিক্রি "দর্শনের"—
তাঁর কথা ? বুঝি,—আচ্ছা, দেখা যা'বে ফের।

৮

আবার কি ?"অবকাশরঞ্জিনী !"—আমরি !
কেমন জাঁকাল নাম,—
বাঙ্গালের গঙ্গাস্নান !
"বিচ্ছেদ যা'বার নয়, বিচ্ছেদ ত যায় না ;"—
বিচ্ছেদ কাঁঠাল-আঠা ! বাঙ্গাল কি সেয়ানা।

৯

দূর কর বাঙ্গালের "ফুলের" ভাণ্ডার।
মরি' কম্বকণ্ডুয়নে,
সাতসিন্ধু ভাবি' মনে,
যায় ছয় দিন আজি, কালি রবিবার ;
কোথা মম অবকাশ ? রঞ্জিব কি ছার ?

১০

"ললিতা সুন্দরী !"—দেখ বড় দিব্বি তব !
করি' নাম রমণীর,
তেজঃপুঞ্জ বাঙ্গালীর
কর যদি তেজোহানি—বাষ্প-আবিষ্কার,—
নিতান্ত জানিও তব "কালাপানি" সার !

১১

যদি বসন্তের কোলে পুনঃ অভাগিনি !
দোলাও লবঙ্গলতা,
কহ বিচ্ছেদের কথা,
হাসে চন্দ্র ভাসে জলে ; গায় বিহঙ্গিনী ;
ফুটে ফুল, জুটে অলি ; ফাটে বিরহিণী ;

১২

"বসন্ত,—জ্যোৎস্না,—হাস্য'—মধু—ফুল-
দল ;—"
তব "গীত" যদি হয়
এই পঞ্চ দোষময়,
কি ঘটে কপালে তব, বলিতে না পারি।
যা'বে বাছা একেবারে "ডেমার্টিণের" বাড়ি।

১৩

পাবে—"দোকানের ধূপ," অম্বুরী তামাক,
"থেলো হুঁকো বদ্ সুর,
"ভগ্ন এক মতিচুর'"
"শিক্ষকের কাণমলা," ভট্টাচার্য্য-চটি,"—
সৌখিন সমালোচনা,—"হলোয়ের বটি !

১৪

"বাসন্তী কবিতা" তাই কর পরিহার।
কটিতে কাপড় আঁটি',
লও কলমের কাঠি,
সাপ্তাহিক পত্রে দেও দুন্দুভি-ঘোষণা—
শিখিয়াছি "নব গীতি কাব্যের" রচনা।

১৫

এই গীতি-কাব্য—স্বর্ণ, রজতের কাঠি
অথবা হোঁসেন খাঁর,
"জিনাইর" অবতার !
পাইবে দিল্লীর লাড্ডু, যখন চাহিবে !
হারান বাছুর গৃহে ফিরিয়া আসিবে !

১৬

থাকিবে প্রখর গ্রীষ্ম ;—কিন্তু দেখো যেন
চোয়াক্তর মূর্ত্তিমান,
নাহি হয় অধিষ্ঠান।
অবশ্য থাকিবে বর্ষা,—কিন্তু খবরদার্ !
বিগত "আশ্বিনী-কাণ্ড" না হয় আবার।

১৭

বসন্ত যে একেবারে থাকিবে না নয়।
প্রতি শ্লোকে, প্রতি পাতে,
মিশি' বসন্তের সাথে,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, কিংবা শরত, শিশির,
থাকা চাহি—এককালে শশাঙ্ক, মিহির।

১৮

হ'বে গ্রীষ্ম কাব্য ; লও নমুনা তাহার—
"মেঘ ছুর ছুর,
হৃদি গুর গুর,
বিদ্যুতের চক্‌চকি, দর্দ্দুর মক্‌মকি,
সমুদ্রের লক্‌লকি, বজ্রের ঠক্‌ঠকি।"

১৯

বাঙ্গালির বীর মূর্ত্তি থাকিবে তাহাতে।
হংসপুচ্ছ "রাইফল,"
জিহ্বাতে দুর্জ্জয় বল,
কামান "সংবাদ পত্র,"—শক্র গ্রন্থকার ;
যুগলচরণে পাশ-অস্ত্র ঝনৎকার।

২০

গলাগলি করি রবে "ওথেলো, হেম্‌লেট"।
"জুওলজি"—ফ্রেণলজি"—
"পজিটিব ফিলজফি,"—
মণ্ডলাবক্স,—গেজেটের গত বিজ্ঞাপনী ;
থাকিবে তাহাতে—"ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী"।

২১

পঞ্চদশ শ্লোকে যদি পার প্রসবিতে—
"শকুন্তলা!" ত্রাহি! ত্রাহি!
তা'তে গ্রীষ্ম, বর্ষা নাহি :
কেবল মালিনীতীরে, লতাকুঞ্জ বিনে,'
কোথা আছে গ্রীষ্ম আর? আমি ত দেখিনে।
পঞ্চদশ শ্লোকে যদি পার প্রসবিতে
হেমলেট দশ খানি,—
কিন্তু গাত্রদাহ বাণী
"ওথেলোর" র'বে তা'তে, বুঝিও আবার!
না পার, কল্পনে! তুমি মজিলে এবার!

প্রণয়োচ্ছ্বাস।

১

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল?
অকস্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল?
আনচান্ করে প্রাণ ;
ধরা শর-শয্যা জ্ঞান :

কিসে হৃদয়েতে মম এত ব্যথা জন্মিল ?
অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল ?

২

কেমনে জন্মিল ব্যথা ?—আমি কি তা' জানি না ?
কিন্তু যা'র জন্যে জ্বলি, সে যে জেনে জানে না।
প্রেয়সী রে নিরদয় !
প্রেম ভুলিবার নয়,
কত চাহি ভুলিবারে—ভুলিতে যে পারি না।

৩

প্রিয়তমে ! এই কি রে ছিল তব অন্তরে ?
আশা-ইন্দ্রধনু দূরে দেখাইয়া অম্বরে
কেন তৃষা বাড়াইলে ?
যদি নাহি জুড়াইলে
প্রণয়-শীতল-বারি বরষিয়া আদরে ?

৪

কি আর বলিব, প্রিয়ে ! কত আর বলিব ?
তাপিত তৃষিত চিত্তে কত আর সহিব
এই পাই, এই নাই,
হারাইয়া পুনঃ পাই,
ম'রে বেঁচে, বেঁচে ম'রে, কত কাল থাকিব ?

৫

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে !
কি অনলে এ হৃদয় সারানিশি দহে'ছে !
তব চন্দ্রানন, প্রিয়ে !
অন্ধকারে নিরখিয়ে,

সুদীর্ঘ নিশ্বাস, প্রিয়ে! সারানিশি বহে'ছে!
কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে! গত নিশি গিয়েছে!

৬

কতবার স্বপনেতে মুখশশী হেরে'ছি;
কতবার স্বপ্ন-ভঙ্গে, সুখ-ভঙ্গে কেঁদে'ছি!
এইরূপে কেঁদে, হেসে,
দুঃখের সাগরে ভেসে,
প্রেয়সি রে! মনোদুঃখে গতনিশি কেটে'ছি।

৭

হ'বেনা আমার, প্রিয়ে! যদি মনে জেনে'ছ;
এ অধীনে, তবে কেন, এত দুঃখ দিতেছ?
বল, প্রাণ! একবার,—
হ'বে না আমার আর,
ভস্ম হ'ক এ হৃদয়, যাহা দগ্ধ হ'তেছে।

কেন দেখিলাম?

১

কেন দেখিলাম,—
বিস্তৃত সরসীমাঝে, বেষ্টিত শৈবালরাজে,
রক্ষিত ভুজঙ্গদন্তে ফুল্ল কমলিনী,
কেন দেখিলাম সেই সর-সোহাগিনী?

২

কেন দেখিলাম,—
ভীষণ নিবিড় বনে, বসিয়া কণ্টকাসনে;

বেষ্টিয়া কণ্টকজালে কানন-প্রসূন,
কেন দেখিলাম ওই কণ্টকে কুসুম?

৩

কেন দেখিলাম,—
অনন্ত জলধিতলে, অনন্ত তরঙ্গদলে,
আস্ফালিয়া ফণা, যা'রে করেছে রক্ষণ,
কেন দেখিলাম হেন সমুদ্রে রতন?

৪

কেন দেখিলাম,—
ঘনঘটা ঘোর রণে, ভীম ঘন গরজনে,
নাচে যথা রণরঙ্গে শূন্য-বিহারিণী,
কেন দেখিলাম সেই চলসৌদামিনী?

৫

কেন দেখিলাম,—
জিনি' সর-সোহাগিনী, জিনি' বন- সুশোভিনী,
জিনি' রত্নাকর-রত্ন, 'বিদ্যুত-বরণ,
কেন দেখিলাম, প্রিয়ে! তব চন্দ্রানন?

৬

কেন দেখিলাম,—
নহে গবাক্ষের দ্বারে,—নহে সরোবর' পারে,
নহে কুঞ্জবনে,—নহে কুসুম-কাননে,
নহে কালিন্দীর তীরে কুটিল নয়নে,—

৭

নহে জুলিয়েট্,
নহে বিদ্যা রূপবতী, নহে শকুন্তলা সতী,

নহে কুলকলঙ্কিনী ব্রজবিলাসিনী ;
পর্ণ কুটীরের দ্বারে—সরলা কামিনী।

৮

যেই দেখিলাম,—
নন্দন-সৌরভ রাশি স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসি',
পশিল হৃদয়ে সেই সুকোমল ধ্বনি,
উন্মত্ত হইনু, মত্তা হইল রমণী !

৯

অয়স্কান্ত মণি,—
আকার্ষল লৌহ, হায় ! আর নাহি সহা' যায়,
হইল যুগল-চিত্ত প্রেম স্রোতাধীন ;
হৃদয়ে হৃদয়ে সুখে হইল বিলীন !

১০

নীরব প্রকৃতি ;—
সন্ধ্যা-সমীরণ ধীরে. কাঁপাই'ছে বংশ-শিরে
নীরবে করি'ছে কেলি বৃক্ষপত্রদলে,
কিংবা ওই বারি-কক্ষ-রমণী-অঞ্চলে !

১১

হায় ! সে সময়ে,
হৃদয়ের যন্ত্রদ্বয়, একত্রে হইয়া লয়,
আনন্দে বাজিতেছিল, সে সুখ-সঙ্গীত
কে বুঝিবে ; যে বুঝিবে, সে হ'বে মোহিত।

১২

হায় ! এ সঙ্গীত,—
লতাগৃহ-অন্তরালে, দাঁড়া'য়ে মধ্যাহ্নকালে,

শুনিতে শুনিতে প্রিয়া-প্রণয়-লিখন,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত দুষ্মন্ত তখন।

১৩

এ সঙ্গীত স্বরে,
উন্মত্ত হেম্‌লেট্, হায়! মৃত প্রেয়সীর গায়
বর্ষেছিল পুষ্পচয় "মধুরে মধুর"
বুঝেছিল এ সঙ্গীত বিরহ-বিধুর!

১৪

ভীষণ শ্মশানে,
তরঙ্গ-আহত-তীরে, ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
ধরি' অভাগিনী-ভার্য্যা-কর-সুকোমল,
বুঝেছিল' হায়! নরকুমার বিহ্বল।

১৫

"টাইবর-জলে
হ'ক্ রোম নিমগন," বলেছিল যেই ক্ষণ,
মৈশরীর প্রেমে মত্ত বীরচূড়ামণি,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত অভাগা এণ্টনি।

১৬

সামান্য সঙ্গীতে
কেড়ে লয় হরিণীর কণ্ঠহার—করে নীর
নিরেট পাষাণ যদি; তবে কি বিস্ময়,
যথা প্রেম যন্ত্রী, যন্ত্র মানব-হৃদয়!

১৭

মুহূর্ত্তেক, হায়!—
মুহূর্ত্তেক প্রেমভরে, হৃদয়ে হৃদয় ধ'রে,

মুহূর্ত্তেক এ সঙ্গীত সুখে শুনিলাম,
মুহূর্ত্তেক পরে স্বপ্ন হ'ল অন্তর্ধান!

১৮

"মনে রাখিবেন"—
শুনিলাম বীণাধ্বনি; হৃদয়েতে প্রতিধ্বনি,
ভাসিতে লাগিল ধ্বনি সন্ধ্যা-সমীরণে,
কতবার শুনিলাম "রাখিবেন মনে"।

১৯

"রাখিবেন মনে!"
কেমনে রাখিব মনে?—রাখি যদি প্রাণপণে,—
কিসে মগ্ন তৃণ, স্রোত করিবে ধারণ,
প্রিয়ে তব রূপ-স্রোত তৃণ মম মন।

২০

সেই স্রোতে, হায়!
ভাসায়ে দিয়াছি মন, নাহি সাধ্য নিবারণ
করি তা'রে, নাহি জানি ভাবি পরিণাম,
সদা ভাবিতেছি' হায়!—কেন দেখিলাম।

ভুবনমোহিনী-প্রতিভা।

১

কে তুমি? বঙ্গের কম কামিনী-উদ্যানে,
এই অভিনব শোভা করিতে প্রকাশ,
অন্ধকার অন্তঃপুরে,
হেন তীব্রজ্যোতি স্ফুরে,
বলিলে না বঙ্গবাসী করিবে বিশ্বাস;

না মালতী, না মল্লিকা,
না চম্পক, শেফালিকা,
নন্দনের পারিজাত ভূতলে-বিকাস,
কেন বল, বঙ্গবাসী ! করিবে বিশ্বাস ?

২

ফুটেনি এমন ফুল বঙ্গের উদ্যানে ;
হেন ফুল বঙ্গবাসী দেখেনি নয়নে
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
যেই ফুল শোভা করে,—
শতদল-সরোজিনী সরসী-প্রসূন,
সূর্য্যমুখী স্বর্ণপ্রভা,
কিংবা সে নীলিম-বিভা
সলজ্জ অপরাজিতা—মাধুরী দ্বিগুণ,
কিন্তু কি দেখে'ছ হেন বিদ্যুৎ কুসুম ?

৩

যথায় কোকিলকণ্ঠ চিরনিনাদিত,
কাঁদে হাসে', অনিবার মধুর পঞ্চমে ;
অন্তঃপুর-অন্ধকারে,
গায় শ্যামা কারাগারে,
ডাকে বুলবুলি নিত্য মধুর নিক্কণে ;
প্রণয়ের পাপিয়ায়,
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়,
প্রেমে হাসে, প্রেমে কাঁদে,—কে তুমি সেখানে
জলদ-প্রতিম স্বনে গর্জ্জি'ছ সঘনে ?

৪

আজি, হ'তে জানিলাম বঙ্গ-ভবিষ্যৎ,
নহেক নিরবচ্ছিন্ন নিরাশা-আধার,

যে বিপ্লবে আকুলিত,
আজি বঙ্গ বিপ্লাবিত,
অন্তঃপুরে পশিয়াছে তরঙ্গ তাহার,
বঙ্গের কোমলতর
অঙ্গেতে, তরঙ্গ খর
করিয়াছে মহাবেগে ভীষণ প্রহার,
নির্ব্বাক অবলা ওই করি'ছে চীৎকার !

৫

নাহি চাহি পদ্মমুখী কিংবা চন্দ্রাননী।
নিবিড় জলদাচ্ছন্ন, আজি বঙ্গদেশ ;—
ভেদিয়া জলদমালা,
কে পারে করিতে খেলা,
বিনা সে বিদ্যুৎ ? তুমি বিদ্যুৎরূপিণী,
এই ঘনঘটা-কোলে,
ঘনঘটা ঘোর রোলে
গর্জ্জ তুমি ; বজ্রানল করুক সঞ্চার,
ভুবনমোহিনী ওই প্রতিভা তোমার।

৬

অন্তঃপুরে তন্দ্রাগত নির্জ্জীব বাঙ্গালি,
প্রতিভা-তাড়িত ক্ষেপে কর উদ্দীপিত,
দেখুক তাড়িতালোকে,
দুর্ব্বল বাঙ্গালি শোকে,
ভারতের অধোগতি, আর্য্য নির্যাতন ;
বৈদ্যুতিক ক্রিয়াবলে,
যে রক্ত শিরায় চলে,
দেখাও সে রক্তস্রোত, মলিন কেমন
দেখাও কি আছে, তাহে আর্য্যের লক্ষণ !

৭

শক্তিস্বরূপিণী তুমি—আয়ুধ-কল্পনা।
ভারতের মর্ম্মস্থলে পশুক তোমার,
সুতীক্ষ্ণ কল্পনা-বাণ,
ব্যথিত করুক প্রাণ,—
ব্যথা জীবনের চিহ্ন ; ব্যথায় আবার,
পিপীলিকা চাহে ফিরে,
প্রহারকে দংশিবারে ;
ব্যথায় ভারতবাসী,—আর্য্যের সন্তান,—
চরণে দলিত শির করিবে উত্থান !

৮

শক্তিস্বরূপিণী তুমি—শক্তি বিনা আর
কা'র সাধ্য ভারতের সাধিবে উদ্ধার ?
যে শক্তি দানবদলে,
দলি নিজ ভুজবলে,
সাধিল ভারতোদ্ধার—দানব-সংহার ;
সেই শক্তি, সে প্রভাব,
প্রতিভায় আবির্ভাব
ভুবনমোহিনী-অঙ্গে হউক তোমার,
খেলুক বিজলিরঙ্গে,
তব ক্ষীণ অঙ্গে অঙ্গে,
খেলুক বিজলি নেত্রে, অধরে আবার,
খেলুক কবিতামালা বিজলি আকার।

৯

হিমাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গেতে বসিয়া,
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, ঝলি' প্রতিভায়,

ঘোষ বজ্র মেঘমন্দ্রে,
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে,
"একমেবাঽদ্বিতীয়ং"—আসিন্ধু অচল,
সিন্ধু হ'তে ব্রহ্মদেশ,
ধর্ম্ম, বর্ণ, নির্ব্বিশেষ,
সকলি একই জাতি—একই শৃঙ্খল,
একই প্রবাহে ভেসে যেতেছে সকল।

১০

"একমেবাঽদ্বিতীয়ং'—পাঞ্চজন্য-রবে,
ঘোষ এই মহাধ্বনি ; ভারত-সন্তান
দেখুক দেখে না যাহা,
এক মহাসিংহ-ছায়া
সমস্ত ভারতবর্ষ করেছে আঁধার ;
এক ভিন্ন দুই নাই,
একময় সর্ব্বঠাঁই,
তথাপি একতা নাই ভারতবাসীর !
এ কেমন মোহান্ধতা—বিধান বিধির।

১১

ওই ভাগীরথীতীর নির্ব্বোধ বাঙ্গালি,
ওই দলাদলি করি' দেয় করতালি ;
ভীষণ জলদ-স্বনে,
কহ, আত্ম-বিশ্লেষণে
আপন-হৃদয়-রক্ত শুষিয়া কি ফল,
অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে,
কহ আত্মঘাতী-দলে,
শিখাও যা শিখিল না দুর্ম্মতি দুর্ব্বল,—
"বীরত্ব কি মহারত্ন—একতা কি বল !"

১২

তব সহোদরা বঙ্গসিমন্তিনীগণ,
এই মহামন্ত্রে তুমি করহ দীক্ষিত,
ত্যজিয়া প্রণয় কথা,
যেন এই মর্ম্ম-ব্যথা,
কহে। নিত্য নিত্য প্রিয় প্রাণপতি কাণে ;
অধরে অমৃত নহে,
তা'তে গুপ্ত মৃত্যু বহে,
না চাহি অধরামৃত—তোমার মতন
কবে যেন রক্তাধরে বিজলি বর্ষণ।

১৩

গাটার মাতৃ-ধর্ম্ম শিখাও সবারে,—
"বীরমাতা"—রমণীর কি যে অহঙ্কার !
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
যেন ইহা দগ্ধ করে,
শোণিতে শোণিতে যেন ভ্রমে অবিরল,
যেন মাতৃস্তন্য সনে,
পান করে শিশুগণে,
মাতৃমুখে শিখে যেন তনয় সকল—
"বীরত্ব কি মহারত্ন, একতা কি বল"।

১৪

দেবি !
এতদিনে বুঝি বিধি হইয়া সদয়,
পাষাণরাশির মাঝে একটি হৃদয়,
সৃজিলেন বঙ্গদেশে,
তুমি মহাশক্তিবেশে

আবির্ভাব, কর বঙ্গে জীবন-সঞ্চার !
করি' মহাশাক্তোৎসব,
পূজিব আমরা সব,
হৃদয়ের রক্তজবা দিয়া উপহার,
ভুবনমোহিনী ওই প্রতিভা তোমার।*

স্থির সৌদামিনী।

১

লিখিব লিখিব হতে'ছে বাসনা,
কি লিখি কি লিখি ভাবিয়া চাই,
শোভি'ছে প্রকৃতি ধূসর-বরণা,
বরিষার জলে দেখিতে পাই।
বরিষার জলে দেখিতে পাই,
এই শৃঙ্গ হ'তে পূর্ণ স্রোতস্বতী
করিয়া যেমন যৌবন-বড়াই,
সাগর-সদনে চলেছে যুবতী।

২

যুবতী যৌবন যায় গড়াইয়া,
যায় যায় যায়—থাকে না আর ;
উন্মত্ত জলধি আকুল হইয়া,
আলিঙ্গন-সুখ পাইতে প্রিয়ার,

* শুনিয়াছি "ভুবনমোহিনী" জাল। হউক, আজ বঙ্গদেশে ভুবনমোহিনী প্রতিভার অভাব নাই।

সহস্র তরঙ্গে করি'ছে বিস্তার
সহস্রেক কর; করিতে বর্দ্ধন
সম্মিলন-সুখ, প্রকৃতি আবার
করিতেছে সুধা-বারি-বরিষণ।

৩

স্বনি'ছে পবন সর সর সর,
ঝরে বরিষার ধারা অবিরল;
এই শৃঙ্গ হ'তে কত মনোহর
সেই সুমধুর সঙ্গীত তরল।
নদী, সরোবর, নির্ঝর, ভূতল,
বরিষার জলে প্লাবিত প্রায়;
পর্ব্বত, পাদপ, প্রাচীর সকল
সলিলে বেষ্টিত চিত্রিত দেখায়।

৪

এই চারু ছবি হইল বাসনা,
চিত্রিয়া রাখিতে কবিতা মন্দিরে;
কিন্তু এই চিত্রে কি কাজ বচনা?
কত শত ছবি আছে সে প্রাচীরে?
অথবা কেমনে ওই ধীরে ধীরে
নাচে যে হিল্লোল জলের উপরে,
ঐ যে বিশ্ব শোভা কাঁপি'ছে সমীরে,
চিত্রিবে সহজে মর চিত্রকরে?

৫

ভাল বটে, কিন্তু মনে নাহি লয়,
লইতে সাহায্য প্রিয় কল্পনার;

আজি কালি তিনি সর্ব্বভূতময় !
মধুর ভাণ্ডারে বসতি যাহার,
ভ্রমে এবে, হায় ! তুরদৃষ্ট তা'র !
বাজারে বাজারে, বঙ্গ-ক্ষেতে ক্ষেতে ;
নিত্য মুদ্রাযন্ত্র-পীড়নে তাহার
অঙ্গভঙ্গি দেখি, মরি খেদেতে।

৬

হেন কাল্পনায় কাজ নাহি আর,
স্বভাবে স্বভাব চিত্রিব আজি।
আবার জগৎ হইল আঁধার,
ভাসিল আকাশে জলদরাজি।
ধন্য রে প্রকৃতি ! তব ছায়াবাজি,
গম্ভীর গর্জ্জনে গর্জ্জে কাদম্বিনী,
শোভে ক্ষণে ক্ষণে গগনে বিরাজি',
জলধর-কোলে চল-সৌদামিনী।

৭

জলধর-কোলে চল-সৌদামিনী,
ক্ষণেকে দেখায়—ক্ষণেকে লুকায়,
ক্ষণে ক্ষণে পুনঃ জলধর-ধ্বনি,
ঘর্ঘর গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপায়।
দেখিয়া হ'লেম মগ্ন ভাবনায় !
ভয়ঙ্কর রূপ ; শব্দে কাণ কালা।
বজ্রে বাঁধা বুক ! শরীর শিলায়,
তা'র কোলে এই রূপসী বালা

৮

না জানি' কি ভাবি' মূঢ় কবিগণ
এই দৃশ্য দেখি' আহ্লাদে ভাসে ;
দাম্পত্য প্রণয় ভাবে মনে মন,
দেখি' সৌদামিনী জলধর-গ্রাসে।
বলে শোভে প্যারী শ্রীকৃষ্ণের পাশে,
যেমন মেঘের কোলে সৌদামিনী
প্রণয়ে জগৎ মরিবে হুতাশে,
প্রেমাদর্শ যদি মেঘ-সৌদামিনী

৯

চমৎকার প্রেম ! ভয়ঙ্কর রব !
প্রেমালাপ বুঝি মেঘের গর্জ্জন ?
নাগরের রূপে আঁধার নগর !
প্রেম-আলিঙ্গন অশনি-পতন ?
সৌদামিনী-প্রেমে হইয়া মগন,
প্রাণভয়ে বুঝি ছুটিয়া পালায় ?
প্রেম-মুগ্ধ মেঘ, কৃতান্ত যেমন,
ঘনভীম রোলে পশ্চাতে ধায় ?

১০

কেমন নিষ্ঠুর বিধাতার বিধি,
দুর্ভেদ্য, দুর্জ্জেয়, বুঝা নাহি যায় ;
এমন অতুল স্বরূপের নিধি,
কেমনে সঁপি'ছে বজ্রের শিখায় ?
বিকচ গোলাপ অনল জ্বালায়,
শরতের শশী রাহুর গ্রাসে,

দুর্লভ রতন কাকের গলায়,
দেখি' কা'র চক্ষে জল না আসে ?

১১

এতাধিক আরো নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
বিধাতার বিধি দেখিতে কি চাহ
আন তুলি রঙ, আন সমুদয়,
দেখাইব চিত্র শোকের আবহ।
জান না মানব জীবন-প্রবাহ ;
দুঃখেতে মলিন বরণ তা'র,
বারেক ভিতরে প্রবেশিয়া চাহ,
কত শত রত্ন কীটের আধার।

১২

চিত্র আগে এক রূপসী বালা,
রূপের আকর—গুণের গরিমা ;
সহি মনে মনে নিরাশার জ্বালা,
বিনোদ বদনে পড়েছে কালিমা।
নবদুর্গা জিনি' প্রেমের প্রতিমা,
নিরাশা-ব্যঞ্জক যুগল নয়ন,
কিন্তু, হায় ! সেই নয়ন-নীলিমা,
স্নেহে সিক্ত সদা-কোমল দর্শন !

১৩

ল'য়ে এই ছবি যাও বঙ্গালয়ে,—
নিরানন্দ বাস !—বিষাদের খনি !
ভ্রমি' গৃহে গৃহে বঙ্গ সমুদয়ে,
কত গৃহে হেন রমণীর মণি

অপাত্র-অম্বুদে, অপ্রেম-অশনি
সহিতেছে; হায়! দিবস যামিনী
অচল হৃদয়ে! শোভিতেছে ধনী
জলধর-কোলে স্থির-সৌদামিনি'

আর কি দেখিব?

১

যে সুখ স্বপন আজি দেখিলাম, হায়!
আর কি দেখিব?
নিদ্রার তামস গর্ভে এমন উজ্জ্বল মণি
আর কি পাইব?
বিষাদ-নীরদে মাখা জীবন-আকাশে, হায়,
দেখিব কি হেন তারা, কি জাগ্রতে কি নিদ্রায়?

২

নবদূর্ব্বাদলাকীর্ণ শ্যামল প্রাঙ্গণে
দেখিলাম, হায়!
নিদাঘ নিশীথে সুখে, নিশানাথ করতলে
শুইয়া ধরায়।
মধুর এস্রার-তানে, চন্দ্রমা হাসিতেছিল,
জীবন হইতেছিল শীতল কৌমুদীময়!

৩

কখন বাজিতেছিল, মরি সে সঙ্গীত!
মধুর এস্রারে।

বামাকণ্ঠ সুললিত, প্রণয়পূরিত গীত,
উদাস সংসারে !
কখন গর্জ্জিতেছিল, অভিমানে ঝঙ্কারিয়া,
কখন কাঁদিতেছিল, বিরহেতে উচ্ছ্বসিয়া ;

৪

বিরাজে চঞ্চল তারে,—বসন্ত, শরত,
ষড় ঋতুগণ ;
পিককণ্ঠ বসন্তের, মেঘমন্দ্র শরতের ;
নিদাঘ-দাহন ;
ঘন বরিষার ধারা ; শিশিরের কুজ্ঝটিকা ;
কভু নন্দনের শোভা ; কভু শুষ্ক মরীচিকা ।

৫

হৃদয়ের কত ভাব, সেই কলকণ্ঠে
উঠিল জাগিয়া ;—
সুখের শৈশব কাল, কখন পড়িল মনে ;
উঠিল বাঁচিয়া
মৃত স্মৃতি, সেই স্রোতে বহে প্রতিবিম্বি', হায়
স্বর্গীয় জননী-মুখ, জনকের প্রতিমায়

৬

শিয়রে করুণাময়ী, জননীরূপিণী,
বসিয়া আদরে ;
স্নেহসিক্ত করপদ্ম বুলাইতেছিলা মাতা
মম কলেবরে ।
স্বর্গভ্রষ্ট পারিজাত, সুকুমার শিশুগণ,
মুখমাখা ছাই পাঁশ করিতেছে বরিষণ !
আর কি দেখিব সেই দৃশ্য মনোহর—
পবিত্র নির্ম্মল !

আর কি দেখিব, হায়! উদার মূরতি তব
সরল, সুন্দর!
জননীর স্নেহ বাণী, শিশুকণ্ঠ সুধাময়;
আর কি শুনিব কভু? জুড়াইব এ হৃদয়!

৮

পরিবর্ত্তিল স্বপ্ন! সজ্জিত তরণী,
ওই নদী-তীরে;
আছ দাঁড়াইয়া তুমি, আছি দাঁড়াইয়া আমি,
অশ্রু ঝরে ধীরে।
নৈশ অন্ধকারে, হায়, কেহ নাহি দেখি কা'রে,
যুগল হৃদয় কিন্তু, দেখিতেছি পরস্পরে!

৯

আমার হৃদয়ে ধরি, বলিলা কাতরে,—
"আর কি দেখিব"?
তোরে দেখি যেই সুখ পাই আমি, সেই সুখ,
আর কি পাইব?
আশীর্ব্বাদ করি বৎস! তোরা পঞ্চ সহোদরে
রক্ষিবেন অনুক্ষণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে!

১০

হতভাগ্য অন্ধ নর! শুনে আজি তব
কাঁদিবে অন্তর,
কালের করাল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া মম
এক সহোদর!
বহিতেছে নিরন্তর সেই স্রোত দুর্ন্নিবার!
আর কি দেখিব? আহা! ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

আগমনী।

১

আইস, প্রভু আইস চট্টলে!
বহুদিন অভাগিনী
দেখে নাই, রূপমণি
রাজার পবিত্র মূর্ত্তি—দেবতা ভূতলে।
হেন রাজদরশন,
রাজপদ পরশন,
পা'ব আজি নাহি জানি কোন্ পুণ্যবলে
আইস, বঙ্গের প্রভু' আইস চট্টলে।

২

না জানি কি পাপে, হায়!
নিদারুণ বিধাতায়
লিখিয়াছে এত দুঃখ কপালে আমার;—
পর্ব্বত চাপিয়া বুকে,
অনন্ত সিন্ধুর মুখে,
রাখিয়াছে, অবিশ্রাম অনন্ত প্রহারে,
প্রহারে তরঙ্গমালা গর্জ্জিয়া আমারে!

৩

ততোধিক, নৃপবর!
জ্বলিতেছে নিরন্তর,
হায় রে, বুকের মাঝে জ্বলন্ত অনল;—
'ঝাড়বেতে' হুহুঙ্কার,
'লবণাখো' মহামার,

'সীতাকুণ্ডে' গিরি বারি, অনল সকল ;
কত সবে বল, প্রভু, রমণী দুর্ব্বল ?

৪

বঙ্গজা ভগিনীগণ
কাঁদে, প্রভু! অনুক্ষণ,
ধরিয়া চরণে তব ;—মনোদুঃখ কয়।
আমি এই মরি' বাঁচি',
নীরবে পড়িয়া আছি,
নীরবে কাঁদিয়া অঙ্গ, দেখ, দয়াময়!
করিয়াছি নির্ঝরিণী, স্রোতস্বতীময়।

৫

যদি না সহিতে পারি,
ভূমিকম্পে অঙ্গ ঝাড়ি',
আপন মনের দুঃখ কহিতে তোমারে,
ঝটিকা-নিশ্বাস ছাড়ি',
বরষি' নয়ন-বারি,
বৃষ্টিধারে গলাছাড়ি' চাহি কাঁদিবারে ;
পাপিষ্ঠ জলধিমন্দ্র ডুবায় তাহারে।

৬

শুনি দুঃখিনীর দুঃখ,
তেয়াগিয়া রাজসুখ,
আসিলে কি দুরারণ্যে, ওহে দয়াময় ?
বাষ্পীয় বাহনে চড়ি,'
অকূল সমুদ্র তরি',
আসিলে এ বনমাঝে, ওহে ভগবান্!
তারিতে, হায় রে, এই অহল্যা-পাষাণ।

৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ত্রয়,
তুমি প্রভু, মায়াময়,
করেছ উদ্ধার অর্দ্ধ বাঙ্গালা বেহার।
ব্রহ্মার মূরতি ধরি',
তণ্ডুল সঞ্চয় করি,'
করিয়াছ বিষ্ণুরূপে নিরন্নে উদ্ধার।
রুদ্ররূপে করিয়াছ দুর্ভিক্ষ সংহার।

৮ হইতে ১৩

*　*　*　*
*　*　*　*
*　*　*
*　*　*
*　*
*　*　*　*

১৪

তুমি বঙ্গেশ্বর! আমি,
দীনাহীনা অভাগিনী!
কেমনে তোমায় প্রভু করি আবাহন?
আলোকমালায় সাজি,'
আকাশে তুলিয়া বাজি,
বিজ্ঞাপি নক্ষত্রালোকে শুভ আগমন,
নাহি সাধ্য—দীনা আমি, দীন বাছাগণ।

১৫

রাজেন্দ্র, রাজর্ষি মত,
তুঙ্গ শৃঙ্গ গিরি যত,
প্রাচীর-কিরীট শিরে, গম্ভীর-দর্শন,

নাসিকায় নাহি শ্বাস,
বদনে নাহিক ভাষ,
নীরবে, করি'ছে তব পথ দরশন,
আইস চট্টলে প্রভু দরিদ্রপালন !

১৬

সুতরল মরকত
ঢালিয়া, নীলাম্বুপথ
করিয়াছি শোভাময়। আসিবে যখন
শ্বেত ফেণ পুষ্পরাশি,
বরষিবে সিন্ধু হাসি,'
তরী পুরোভাগে, তীরে নামিবে যখন
দীর্ঘ শ্বেত পুষ্পহারে পূজিবে চরণ

১৭

বাজিবে জলধি-নাদে
মহা 'বেণু' মহাহ্লাদে ;
করিবেক বীচিগণ অস্ত্র প্রদর্শন।
'কর্ণফুলী' আগে গিয়া,
আনিবেক বাড়াইয়া,
অসংখ্য অর্ণবপোতে, দিবে আবাহন,—
"আইস চট্টলে, প্রভু, দুর্ভিক্ষদলন।"

১৮

আনন্দে কম্বুর সনে,
কম্বুকণ্ঠী বামাগণে,
মধুর পঞ্চমে প্রভু, দিয়া হুলুধ্বনি,
বরষিবে পুষ্পরাশি,
বরষিবে বারি হাসি,

উচ্চ শৃঙ্গ হ'তে "মগ" "লুসাই" রমণী ;
আইস চট্টলে সুখে ওহে নৃপমণি !

১৯

ইহাতেও প্রীতি তব,
না হয়, মহানুভব !
চাহ জ্যোতিষ্ক্রিয়া ? তবে ফিরাও নয়ন।
সীতাকুণ্ডে জলে স্থলে,
ওই দেখ অগ্নি জলে
জলে, "জোম" গিরি শৃঙ্গে ; সমুদ্র তেমন
ছড়ায় তরঙ্গ ভঙ্গে, তারা অগণন !

অপূর্ব্ব-দর্শন।

১

নিদ্রার আবেশে নয়ন-পল্লব,
আবরি'ছে ধীরে নয়ন-তারা ;
গভীরা রজনী, প্রকৃতি নীরব,
নিদ্রিতা বসুধা চেতনহারা।
মধুর সঙ্গীত,—বন্ধু সম্বোধন,—
পশিল শ্রবণে, ব্যাকুল স্বরে ;
মন উচাটন, বিদ্যুৎ মতন
ছুটিলাম, সেই স্বর লক্ষ্য করে।

২

পশিনু প্রাঙ্গণে, মরি কি সুন্দর
সুন্দর আকাশে সুন্দর শশী
ভা'সিছে, হা'সিছে, পড়েছে সুন্দর
সম্মুখ গিরির উপরে খসি' !
চন্দ্রের কিরণে আকাশের গায়
শোভে গিরিশ্রেণী মেঘের মত,
চিত্রিয়া আকাশ তরঙ্গ-রেখায়,
শোভে কৃষ্ণমেঘ ভূতল-নত।

৩

সে রেখা উপরে, আকাশ-দর্পণে,
শোভে তালচূড়া, আম্রের বন,
তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রের কিরণে,
ছায়ালোক চিত্রি' মোহি'ছে মন !
এ অপ্সরা-চিত্র, মরি কি সুন্দর,
নির্জ্জনে প্রকৃতি করি'ছে ধ্যান,
নৈশ সমীরণ মৃদুল, মন্থর,
স্রষ্টার প্রশংসা করি'ছে গান।

৪

চন্দ্রকরে শ্যাম গিরি-কলেবর
হাসে ঝোপে ঝোপে, মলিন হাসি ;
গিরি-কোলে হাসে প্রাঙ্গণ সুন্দর,
প্রাঙ্গণের কোলে কুসুম রাশি।
এক অর্দ্ধচন্দ্র, বঙ্কিম আকার,
হাসি' হাসি' গিরি-শৃঙ্গেতে দোলে,

একি দেখি ! একি সম্মুখে আমার !
দুই পূর্ণচন্দ্র প্রাঙ্গণ-কোলে।

৫

দুই চন্দ্র মাঝে প্রশান্ত মূরতি,
দাঁড়াইয়া সুখে স্বামীবর,
গৌর-কান্তি, সদা সুপ্রসন্ন-মতি,
মুখে প্রীতি, চিত্ত দয়ার সর।
বালকের মত সরল হৃদয়,
প্রতিবিম্ব তা'র বদনে ভাসে,
মধুর বচন সরলতাময়,
সরলতা সদা নয়নে হাসে।

৬

বালেন্দু মূরতি বালিকা সরলা
অম্লান বদনে দাঁড়া'য়ে পাশে,—
প্রীতির জ্যোৎস্না, পবিত্রা, তরলা,
ভাসে দর্শকের হৃদয়াকাশে।
ভার্য্যা বর্ষীয়সী—না না বলিব না,
ওই দেখ বুড়ী রাঙ্গায় আঁখি,—
ভার্য্যা বর্ষী—না না—প্রথম যৌবনা,
ঘোমটায় চারু বদন ঢাকি'।

৭

মায়ার মূরতি, প্রেমের প্রতিমা,
সংসার-মরুতে দয়ার লতা;
পূর্ণলক্ষ্মী যেন অঙ্গের মহিমা,
স্নেহ-সুধা-মাখা সরল কথা,

পবিত্রতাপূর্ণ কোমল হৃদয়,
নারী অভিমানে পূরিত বুক,
উজ্জ্বল বরণ পবিত্রতাময়,
পবিত্রতা ভরা প্রসন্ন মুখ।

৮

বহি' পবিত্রতা নৈশ সমীরণ,
জুড়ায় জগৎ পাপেতে ভরা,
অশ্রুসিক্ত মুখে চুম্বিয়া চরণ,
ঝিল্লিরবে স্তুতি করি'ছে ধরা।
ভক্তিভরে শশী প্রসারিয়া কর
আনন্দে প্রণমে পবিত্র পায়;
পবিত্রতা প্রতি পদ-সঞ্চালনে
সমীরণ-স্রোতে ভাসিয়া যায়।

৯

পবিত্রতা-স্রোতে ভরিল হৃদয়,
বলিনু পবিত্র চরণে ধরি';—
"এস এস, দেবি! দীনের আলয়,
ও পদ পরশে পবিত্র করি।
তুমি মহালক্ষ্মী, দীনহীন আমি,
স্বর্ণাসন কোথা পাইব বল?
ভক্তির আসনে চরণ দুখানি
রাখ', পূজি দিয়া নয়ন-জল।"

১০

"এস, মা!"—কহিনু চাহি বালিকায়—
"এস, মা! তোমার ছেলের ঘরে;

বুঝিলাম ভালবাস, মা ! আমায়,
আমিও যে বাসি প্রাণ ভ'রে।
সোণার পুতুলী, আদর-লহরী,
কেন' মা ! দাঁড়া'য়ে ভূতলে, বল ?
নন্দনের ফুল কেন গড়াগড়ি
প্রাঙ্গণে ? চল, মা ! ঘরেতে চল।"

কেন ভালবাসি ?

১

কি দিব উত্তর ? আমি কেন ভালবাসি ?
আজি পারাবার সম,
হায়, ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু, এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে ? কে বলিবে, কেন ভালবাসি ?

২

অনন্ত অতল সিন্ধু !—পশি বারি-তলে,
কেমনে বলিব বল,
কোথা হ'তে নিরমল,
বহিল সে ক্ষুদ্রস্রোত, পরিণাম যা'র,
আজি, প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার ?

৩

যে তরু অনন্তছায়া হৃদয় আমার
করিয়াছে, আজ প্রিয়ে ! কেমনে চিরিয়ে হিয়ে,

দেখা'ব সে পাদপের অঙ্কুর কোথায় ?—
কেন ভালবাসি, হায় ! বুঝা'ব তোমায়,

৪

হায় রে, হৃদয় যবে কিশোর কোমল,
প্রেমের প্রতিমা তায়
কেমনে অঙ্কিত, হায়,
হইল অজ্ঞাতে, তুমি জান, শশধর !
কেন ভালবাসি, তুমি দাও না উত্তর।

৫

তুমি কাল ! জান তুমি, নিরাশা-অনলে
গোপনে হৃদয় মম,
পোড়া'য়ে পাষাণ সম
করিয়াছ, মুদ্রিয়াছ গভীর তাহায়
স্মৃতি-অস্ত্রে, নিরুপম সেই প্রতিমায়।

৬

কত দিন, কত বর্ষ, জান তুমি কাল,
এ হৃদয় যা'র তরে,
জ্বলিয়াছে স্তরে স্তরে,
ফাটিয়াছে বুক, তবু ফুটেনি বচন,—
কেন ভালবাসি তা'রে, কহ না এখন ?

৭

কেন বাসি ভাল ? অয়ি সচন্দ্র শর্ব্বরি,
দেখেছ প্রথম তুমি,
এ হৃদয় বনভূমি—
সুখময়, ঝলসিতে সে রূপ-কিরণে,
প্রবেশিতে দাবানল কুসুম-কাননে।

৮

ছিল এ হৃদয় ক্ষুদ্র প্রেম-সরোবর,
একটি নক্ষত্র তায়
ভাসিত, সে চিত্ত, হায়
কেন মরুময় আজি পিপাসা-লহরী ?—
কেন ভালবাসি, কহ সচন্দ্র শর্ব্বরি !

৯

শর্ব্বরি ! তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি,
মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জ্বালা রাশি ;
শর্ব্বরি ! কহ না তুমি কেন ভালবাসি ?

১০

তব অন্ধকারে, সখি, খুলিয়া হৃদয়,
দেখেছি অন্তরান্তরে,
নিত্য যে বিরাজ করে,
দেখিয়াছ তুমি সেই কৃপণের ধন,—
হৃদয়বাসিনী মম জীবন-জীবন।

১১

দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জ্জিত কুন্তল ;
সুকুন্তল কিরীটিনী
প্রেমের প্রতিমাখানি,
আচরণ-বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি,
দেখিয়াছ, কহ তবে কেন ভালবাসি ?

১২

সে কেশ আঁধারে সে রূপ কহিনুর,
সে বদন-চন্দ্র ? না না,
সে আনন্দ-পদ্ম ? তা'ও না,
পদ্মরাগে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডিত মধুর।
প্রসন্ন সজল নেত্র, হায়, তৃষ্ণাতুর।

১৩

এ হৃদয়ে, নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়,
যেই-দৃষ্টি-সুধাদান,
মোহিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ,
করিয়াছে, সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ সুশীতল !—
কেন ভালবাসি, নিশি, বুঝিলে সকল ?

১৪

জীবন, যৌবন, আশা, কীর্ত্তি, ধন, মান,—
তৃণবৎ ঠেলি' পায়,
আসিনু উন্মাদপ্রায়
যা'র কাছে, হায় ! তা'র মন বুঝিবারে,
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তা'রে ?

১৫

তুমি পত্র, তুমি চিত্র—সর্ব্বস্ব আমার !
অক্ষরে অক্ষরে পত্রে,
রেখায় রেখায় চিত্রে,
কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাঁদিয়াছি, হায় !
কেন ভালবাসি, আহা, বল না তাহায় ?

১৬

কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে,
কোথা আমি, কোথা তুমি,
মধ্যে এই মরুভূমি
নির্ম্মম সংসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে হৃদয়ে যা'র সম্ভবে উত্তর !

১৭

কেন ভালবাসি যদি শুনিতে বাসনা,
নিষ্ঠুর সংসার-ধাম;
ছাড়ি, বনে যাই, প্রাণ !
সাজিয়া নবীন যোগী, নবীন যোগিনী,
প্রণয়-সঙ্গীতে ভাসি দিবস যামিনী।

১৮

খা'ব বন ফল মূল, পরিব বাকল;
সাজাইয়া বনফুলে,
বসি' বন-স্রোত-কূলে,
ক'ব বনদেবী-পদে, প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি,
নির্ঝরের কল কলে, কেন ভালবাসি।

১৯

চল উচ্চগিরি-শৃঙ্গে বসিয়া নির্জ্জনে,
রবিকরে মনোলোভা,
দেখি দূর সিন্ধু-শোভা,
প্রকৃতির সান্ধ্য শোভা নিরখি নয়নে,
ক'ব কেন ভালবাসি প্রেমানন্দ মনে।

২০

কপোত কপোতী মত মুখে মুখ দিয়া,
তরুলতা আলিঙ্গিয়া
বসিবে, চঞ্চল হিয়া
নাচিবে, সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া তোমায়,
কেন ভালবাসি, ক'বে নীরব ভাষায়।

২১

পারিবে না ভীম রবে পশিবে তথায়
সংসারের কোলাহল ?
অতল জলধিতল
অগম্য তাহার—চল পশিগে তথায়,
কেন ভালবাসি, প্রাণ! কহিব তোমায়

২২

না পার ; দাড়াও তুমি সংসার-বেলায়,
প্রেমের প্রতিমা খানি,
দেখিতে দেখিতে আমি,
ডুবিব, ঢাকিবে যবে নীল অম্বুরাশি,
চাহিও, বুঝিবে, হায় ; কেন ভালবাসি

স্বপ্ন উন্মত্ততা।

১

কি সুখ স্বপন, হায়, ভাঙ্গিল আমার!
দেখি নাই হেন স্বপ্ন—দেখিব না আর!!

জীবন আঁধারে, হায়,
কেন বল দেখা যায়
এমন বিজলি, খেলা,—সুখের সঞ্চার ?
কেন হেন সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার !

২

সত্য, প্রিয়বর !
ভ্রমি, আশা-মরুভূমে পিপাসা-কাতর,
দেখিলাম চারু বন অতীব সুন্দর ;—
(কিন্তু কি যন্ত্রণা !
আবার পাষাণ খানি কে চাপিল বুকে,
সৃজিল হৃদয়ে এই অনল-প্রবাহ ?
হুহু করিতেছে প্রাণ ; নাহি সরে মুখে
একটী বচন ; হায় ! একি অন্তর্দ্দাহ ?

৩

দেখিলাম, প্রিয়বর !
সে চারু কানন কোলে রম্য সরোবর,
প্রেমবারি সুশীতল,
করিতেছে ঢল ঢল,
কিন্তু না ছুঁইতে বারি মোহের সঞ্চার
হইল, পিপাসা মম পূরিল না আর !

৪

সেই মোহ-স্বপ্নে,
হায়রে, ত্রিদিব-শোভা হইল বিকাশ ;
শতচন্দ্র প্রকাশিল ;
শত সিন্ধু উছলিল ;

শত অপ্সরার কণ্ঠে সঙ্গীত ভাসিল ;
সঞ্চিত সৌরভে, সখে ! হৃদয় ভরিল ;

৫

হইনু উন্মত্ত আমি ; শিরায় শিরায়
ত্রিদিব-মদিরা যেন কে দিল ঢালিয়া ;
মাতিল পাগল প্রাণ,
হায় ! হারাইনু জ্ঞান,
শতচন্দ্র করে স্নাত আকাশের পানে
চাহিলাম ; কি দেখিনু ? (নাহি সহে প্রাণে
ধর চাপি' বক্ষ মম, কল্পনাও তা'র
করিতেছে চিত্তে মম মোহের সঞ্চার !)

৬

দেখিলাম অনর্গল গগনের দ্বার,
আঁধারিয়া শতচন্দ্র, জ্যোৎস্নার হার
নামিতেছে ধীরে ধীরে হৃদয়ে আমার।
কি মূর্ত্তি ! কি শোভা !
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, হায় ! কত রূপান্তর !
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হায় ! রূপের সাগরে
কত লহরী সুন্দর।

৭

কিন্তু সেই রূপরাশি,
কোমল পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে চিত্রিত নিদ্রায় ;—
মরি কি অপূর্ব্ব চিত্র ! মুক্ত কেশরাশি
পড়েছে অসাবধানে শয্যা-উপধানে,
কাননের ছায়া যেন জ্যোৎস্নার গায়ে।

শোভে কেশাধারে সেই অতুল বদন,—
অস্তগামী-পূর্ণশশী সিন্ধু-নীলিমায়।

৮

কিন্তু, প্রিয়তম!
সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ সেই পদ্মানন,—
আকর্ণ বিশ্রান্ত সেই বিস্তৃত নয়ন,
আবৃত নিদ্রায়; সেই চারুরক্তাধর
জীবনের মদিরায় সিক্ত নিরন্তর;—
(সেই মদিরার স্মৃতি
এখনো করি'ছে মম অবশ অন্তর!)

৯

অতুল সে ভুজবল্লী; বক্ষঃ অনুপম—
পার্থিব ত্রিদিব! যেন চারু শিল্পকর
অতরল জ্যোৎস্নায় করেছে গঠন,—
মরি মনোহর!
সর্ব্ব শেষ—বলিব না, বলিব কি ছাই,
যাহার তুলনা, নর-চক্ষে দেখি নাই—
সেই বর্ণ,—যেই বর্ণ নয়নের জ্যোতি,
মম জীবন-আলোক,
কত দীর্ঘ বর্ষ যাহা জাগ্রতে, নিদ্রায়,
করেছে হৃদয় মম বিভাসিত, হায়!—

১০

সেই বর্ণ, না না, সখে! পারিব না আমি
চিত্রিতে তোমার কাছে,—
সে যে বর্ণ, চক্ষে মম জীবন্ত জ্যোৎস্না,
দেখি নাই ইহ জন্মে;—দেখিতে পা'ব না।

কিন্তু সেই রূপরাশি, নয়ন, বরণ,
দেখেছি দেখেছি যেন হইল স্মরণ।

১১

দাও, সখে! সুরাপাত্র, ওই বিষবারি,
নিবাই স্মৃতির জ্বালা;
তুমি মূর্খ!
নিষ্ঠুর হৃদয় তব,
নাহি কর অনুভব,
সুরাপাত্র, হায়! কত সন্তাপসংহারী?

১২

কিংবা আন তীক্ষ্ণ ছুরি দেখাই তোমারে,
এ নহে প্রথম হায়!
দেখিনু সে প্রতিমায়,
আন ছুরি চিরি' বক্ষঃ দেখাই তোমারে;
আন ছুরি চিরি' বক্ষ,
দেখাই স্মৃতির কক্ষ,
এ মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি, গোপনে, আদরে,
রাখিয়াছি কতকাল অন্তর-অন্তরে।

১৩

গোপনে প্রণয়-পুষ্পে, নয়নের জলে,
পূজিয়াছি কতকাল হৃদয়বাসিনী;
প্রতিদিন বলিদান,
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ,—
আত্মঘাতী পূজা! হায়! তথাপি কখন
দারুণ যন্ত্রণা কেহ করেনি দর্শন।

১৪

মানিতাম,—
হায়রে, পাষাণময়ী দেবতা আমার,
জানিতাম,—
নন্দন কুসুমে শত উপাসক তা'র,
পূজিতেছে নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহারে।
তবে কেন এই পূজা, আত্ম-বলিদান?
নাহি জানিতাম, সখে! কিন্তু জানিতাম—
(দাও সুরাপাত্র, হায়! বলিব এখন)
এই উপাসনা মম জীবন মরণ।

১৫

আজি, সখে! সেই
জীবনের আরাধনা, তপস্যার ফল,
দেখিলাম নামিতেছে ত্রিদিব হইতে
এই অধীর হৃদয়ে।
কাঁপিলেক থর থর,
এই ভগ্ন কলেবর,
অজ্ঞাতে দক্ষিণ কর হ'ল প্রসারিত,
ফলিল তপস্যা, দেবী পাইল সম্বিত।

১৬

"প্রাণনাথ!—
জীবন সর্ব্বস্ব মম! জীবন আমার!—
আমার জীবন!
দেখিতেছিলাম আমি স্বপনে তোমারে।"—
কহিল মধুরে কর্ণে।

"প্রাণময়ি ! প্রেমময়ি ! তপস্বী তোমার
পড়িনু চরণ-প্রান্তে ; মনে নাহি আর।

১৭

পোহাল শর্ব্বরী,
প্রভাত-কাকলিসহ প্রভাত-সমীর
জাগা'ল আমারে' সংগে ! পাইনু চেতন,
কিন্তু কোথা, সখে ! মম তপস্যার ধন ?
এ জনমে তা'রে আমি পা'ব কি আবার ?
কেন হেন সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার !

১৮

স্বপ্ন !—না না, সখে;
এই সুখ স্বপ্ন যদি ? জীবনে আমার
কোথায় প্রকৃত সুখ ?
আমার জীবনে আমি,
এই এক সুখ জানি,
স্বপন বলিলে তা'রে ফাটিবে যে বুক।
নিষ্ঠুর কালের স্রোত ! সর্ব্বস্ব আমার
লও ভাসাইয়া তুমি, তাহে ক্ষতি নাই,
এই মুহূর্ত্তটী মাত্র আমি ভিক্ষা চাই।

১৯

ছাড় কর প্রিয়তম।
ছাড় কর, দাও ওই তীক্ষ্ণ ছুরি খানি,
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি,
কালের চরণে পড়ি,
সেই মুহূর্ত্তটী আমি ভিক্ষা মাগি' আনি।

১০

আবার পাষাণ খানি চাপিয়াছে বুকে,
আবার দারুণ জ্বালা জ্বলিল আমার,
হুহু করিতেছে প্রাণ,
সংসার শ্মশান জ্ঞান,
কি পিপাসা! আন সুরা'—আন বিষ,—ছুরি,
নিবাই দারুণ জ্বালা—যন্ত্রণা পাসরি!

কি করি।

১

কি করি? জিজ্ঞাসি কা'রে কে দিবে উত্তর?
জাগ্রতে নিশ্বাসসহ,
বহে প্রশ্ন অহরহঃ,
অজ্ঞাতে নিদ্রায় উঠি স্বপনে শিহরি',
শুনি সনিশ্বাস প্রশ্ন—"কি করি, কি করি?"

২

কি করি? ইহার হায়! নাহি কি উত্তর?
স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে,
পাতালে, জলধি-জলে,
জিজ্ঞাসিনু একে একে, কেহ দয়া করি'
দিল না উত্তর, তবে বল না কি করি?

৩

নিষ্ঠুর নক্ষত্রলোক, নক্ষত্র—আলোকে
সাজাইয়া নীলাম্বর,
চন্দ্রমুখ মনোহর
বিকাশি' নীরবে, আহা! রহিল চাহিয়া,
কি করি কিছুত কই দিল না বলিয়া।

৪

এই চন্দ্রমুখ আর সেই চন্দ্রমুখ!
এই চন্দ্র শিলাময়
এই চন্দ্রে বহ্নিচয়
জ্বলিতেছে, বহিতেছে স্রোতে নিরন্তর,
দূর হ'তে সেও যদি এত মনোহর।

৫

আমার সে পূর্ণচন্দ্র অমৃত-আধার,
অমৃত অধরে ভাসে,
অমৃত নয়নে হাসে,
আমার সে পূর্ণচন্দ্র সুধার আকর,
আজি দূর হ'তে তবে কতই সুন্দর!

৬

কি করি? নিষ্ঠুর স্বর্গ দিল না উত্তর;
সুশ্যামল ধরাতল
খুলি' নিজ বক্ষঃস্থল,
দেখাইল কত বন, ভীষণ প্রান্তর,
শ্বাসিল সমীরে দীর্ঘ, দিল না উত্তর।

৭

বসুন্ধরে ! যাহা ছিল—র'য়েছে তোমার ;
তথাপি এ দুঃখ তব,
হয় যদি অনুভব,
আমার কুসুম বন, কণ্টক কানন
হইয়াছে, মরুময় সুখের জীবন।

৮

কি করি ? কেমনে সহি ? তুমি পারাবার—
হায় ! তুমি মহাবাতে,
ভীষণ তরঙ্গাঘাতে
গর্জ্জিতেছ মহামন্দ্রে বিদারী' গগন,
ক্ষুদ্র মানবের দুঃখ শুনিবে কখন্ ?

৯

হায় রে, সসীম তুমি—তুমি পারাবার,
অসীম মানব মন,
করে যদি বিলোড়ন,
মানসিক ঝটিকায়, নাহি তব জ্ঞান,
কি ভীষণ দৃশ্য সেই নির্ঘাত তুফান।

১০

কাঁদি' ভীমকণ্ঠে তুমি যাতনা তোমার
নিবারহ, অম্বুনিধি !
দারুণ সংসার বিধি,
নাহি দিবে সেই শান্তি আমায় কখন,
একই ভরসা মনে নীরব রোদন।

১১

বাসুকি পাতালে তুমি, সহস্র ফণায়,
ধরিয়াছ এক ধরা ;
তুচ্ছভার বসুন্ধরা,
নিরাশ জীবন সঙ্গে তুলনা তাহার ?
এক ক্ষুদ্র ধূলাসহ তুলনা ধরার ?

১২

কাতর এ তুচ্ছ ভারে দিলে না উত্তর ?
শত দন্তে চিরি' বুক,
একাধারে কত দুঃখ,—
চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি, ধরার কানন,
সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গ, কর দরশন।

১৩

কিন্তু নাহি সহে আর, কি করি এখন ?
কত কাল স'ব বল,
হায় ! এই তীব্রানল,
স্মৃতির সহস্র শিখা,—সংসার নির্দ্দয়,
কণ্টকিত, রক্তীকৃত, করিবে হৃদয়

১৪

অতৃপ্ত প্রেমের এই ঝটিকা-সংগ্রাম,
কত কাল স'ব আর,
হায় ! এই গুরু ভার—
নিরাশ জীবনভার—কত কাল আর
বহিতে হইবে ;— দুঃখ অনন্ত, অপার !

১৫

রহি কা'র তরে, বল ? সে কি ? কা'র তরে ?
ওই আশা মৃদুস্বরে,
উত্তরি'ছে—"তা'র তরে,
যা'রে তুমি প্রেম প্রাণ করেছ অর্পণ,
প্রতিদানে প্রেম প্রাণ দিয়াছে যে জন।"

১৬

কিবা দান প্রতিদান ! কিবা বিনিময় !
হায়, এই ধরাতলে,
এই এক সুখ ফলে,
যে দিয়াছে, যে পেয়েছে, দুই পুণ্যবান্ ;
কোথা স্বর্গ ? তাহাদের স্বর্গ ধরাধাম !

১৭

হেন স্বর্গ ফলিয়াছে অদৃষ্টে আমার ;
যা' দিয়েছি অতি ক্ষুদ্র ;
যা' পেয়েছি সে সমুদ্র ;
দিয়ে এই তুচ্ছ প্রাণ, প্রেয়সি আমার,
পেয়েছি অমূল্য নিধি—প্রণয় তোমার !

১৮

তুমি যা'রে, প্রিয়তমে ! বলেছ তোমার
তোমারে যে এ সংসারে,
আমার বলিতে পারে,
ধরাতলে সেই সুখী, সেই ভাগ্যবান্,
মানব-জীবন তা'র নন্দন-উদ্যান !

১৯

তবে কেন কি করিব ? আমি দীন হীন,
হায় রে অমূল্য নিধি,
দিয়েও দিল না বিধি,
স্বপ্নরাজ্যে ভিন্ন নাহি হ'বে দরশন ;
"কি করি, কি করি" তাই ভাবি অনুক্ষণ ?

২০

হায় ! হেন রত্নহার পরিয়া গলায়,
না পারিনু সগরবে,
ধাঁধিতে বিস্মিত ভবে,
জগৎ করিতে আলো রূপের প্রভায়,
"কি করি, কি করি"—তাই ভাবি কি সদায় ?

২১

শোভিবে না সেই রত্ন গলায় আমার,
নাহি চাহি দরশন,
নাহি চাহি পরশন,
একবার বল, প্রিয়ে ! তুমি কি আমার,
ধরাতলে আমি কিছু নাহি চাহি আর।

২২

কি করিব ? আজি যথা দৃষ্টির সীমায়
জলধি হৃদয়ে, হায় !
স্থাপিয়াছে পূর্ণিমায়
নবোদিত পূর্ণশশী, সুচারু জ্যোৎস্নায়
বিভাসি' অনন্তব্যাপি-সিন্ধু নীলিমায়।

২৩

আশার সুদূর প্রান্তে তেমতি তোমায়
স্থাপিয়া, জীবন মম
এই নীলসিন্ধু সম
ঝলসিব, সুখ দুঃখ তরঙ্গনিচয়
সচঞ্চল, হ'বে তব প্রতিবিম্বময়।

২৪

জ্বলিবে, নিবিবে উর্ম্মি, হাসিবে, নাচিবে,
সেই প্রতিবিম্ব-তলে,
অনন্ত আশার জলে;
সেই নৃত্য, সেই ক্রীড়া, দেখিয়া দেখিয়া'
আশাজ.ল দেহতরী দিব ভাসাইয়া।

শব-সাধন।

১

নিবেছে অনল ?—নিবেনি এখন,
কে নিবা'বে বল,—নিবিবে কেমনে ?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলি'ছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল !
কোথায় ভারত ;—অনন্ত শ্মশান !
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল !
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ !

২

ঢাল যদি সপ্ত মহাপারাবার,
এ অনল নাহি হইবে নির্ব্বাণ;
দেহ চাপাইয়া হিমাদ্রির ভার,
যা'বে ভস্ম হ'য়ে তৃণের সমান।
দুঃখিনী কল্পনে! কেন উদাসিনী
বৃথা নেত্রবারি কর বরিষণ?
নয়নের জলে জান না, তাপিনি,
এ প্রচণ্ড শিখা হ'বে না বারণ।

৩

এই মহা-অগ্নি, ভীষ্মের পিপাসা,
ভৃঙ্গারের বারি উপহাস তা'র
ধরিয়া গাণ্ডীব,—ভারতের আশা!
ভারত-হৃদয় কর হে বিদার;
বেগবতী গঙ্গা, ভীম-প্রবাহিণী,
অন্তঃস্তল হ'তে উঠিবে হুঙ্কারি';
নিবা'বে শ্মশান, শক্তি-স্রোতস্বিনী;
জুড়া'বে ভারত অমৃত সঞ্চারি'!

৪

না পার,—বসিয়া এ মহাশ্মশানে
বিংশতি কোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা-মহাসুরা-পানে,
সাধ মহামন্ত্র অভয় অশুর।
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন;

শ্মশান-অনল গর্জ্জি'ছে গম্ভীরে,
হাহাকার শব্দে ধ্বনি'ছে পবন।

৫

আর্য্য-বীর্য্য-ভস্ম মাখি' কলেবরে,
স্মৃতি-মহামালা জপ অনিবার ;
"ত্রাহি মে ভৈরবি !"—ডাক উচ্চৈঃস্বরে,
সাধ মহামন্ত্র—ভারত-উদ্ধার।
কত বিভীষিকা করিবে দর্শন,
ব্রহ্মাস্ত্র-গর্জ্জন, পাশ-ঝনৎকার,
মস্তক উপর সনন্ সনন
খেলিবে বিজলি শত তরবার।

৬

কি ভয় !—আবার হৃদয় ভরিয়া,
কর উদ্দীপনা-মহাসুরা পান ;
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান'—
করাল-বদনা, নৃমুণ্ড-মালিনি,
লেলিহান জীহ্বা রুধিরে লোহিত,
উর মা শ্মশানে শ্মশান-বাসিনি,
শুষ্কচন্দ্র গলক্রধির চর্চ্চিত।

৭

মহামেঘ প্রভা ! কর বরিষণ
মহাবারিধারা অনন্ত শ্মশানে ;
ফলুক আবার সাধনার ধন
বীর রত্নরাশি এই আর্য্যস্থানে !

সদ্যশ্ছিন্ন আর নহে ওই শির,
কি লাজে ধর মা ! দাও ফেলাইয়া ;
খরশাণ খড়্গে মলিন রুধির,
সদ্যরক্তে পুনঃ লও শাণাইয়া !

৮

ঘোরারাবে, মাতা, ছাড়িয়া হুঙ্কার,
মহারৌদ্রী রূপে হও অধিষ্ঠান ;
নাচ রণরঙ্গে, নাচ আরবার,
দেখুক নয়নে ভারত-সন্তান !
যেই বীরদর্পে ক্ষিতি টলমল,
দেখি' মহারুদ্র দিলেন পাতিয়া
হিমাদ্রি সদৃশ হৃদয় অটল,—
দেখিব সে মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া।

৯

অভয়, বরদ,—অধ-ঊর্দ্ধ-কর,
শোভি'ছে দক্ষিণে ভারতের তরে
দেহ, মা, অভয়, হায় ! নিরন্তর
নিবসি শ্মশানে সভয় অন্তরে।
অচণ্ড অনলে কত কাল, হায় !
জ্বলে আর্য্যজাতি কাল-নির্ব্বিশেষ,
একি অভিশাপ। তথাপি ধরায়
হতভাগ্য জাতি হ'ল না নিঃশেষ।

১০

অনন্ত জীবন, অনন্ত দাহন,—
কতকাল সবে ভারত দুঃখিনী ?

মরে না, বাঁচে না, জীবনে মরণ,
অৰ্দ্ধমৃতা, অৰ্দ্ধদগ্ধা অভাগিনী!
তুমি, মা বরদা, দেহ এই বর,—
নিঃশেষি' জীবন নিক শ্মশান,
কিংবা চিতানল নিবাও সত্বর,
মৃতকল্প দেহে কর প্রাণ দান!

১১

অচল ধমনী—উঠুক উছলি',
নব বরষার জাহ্নবী যেমন;
স্থির রক্ত-স্রোতে ছুটুক বিজলি,
'জয় মা ভৈরবি!'-উঠুক গৰ্জ্জন।
ফলিয়াছে শব-সাধন তোমার,
নয়ন মেলিয়া দেখহ কল্পনা;
ভারত-শ্মশানে আজি আরবার;
কি ভীষণ নৃত্য, কি ঘোর বাজনা!

১২

প্রতি ঘরে ঘরে—শ্মশানে, শ্মশানে,
মহাবিষু দিনে মহাশক্তি ওই
নাচি'ছে রঙ্গিণী সকর-কৃপাণে,
গর্জ্জি'ছে সাধক 'মাভৈর্মাভৈঃ'।
নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে
ধূমপুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,
ত্রিনেত্র হইতে অনল হুঙ্কারে,
মহাকালী মূৰ্ত্তি, ভীমা দিগম্বরী!

১৩

বাজে জয় ঢাক ঘন ঘোর রোলে,
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসা ভীষণ আরাবে,
কভু শূন্যে ভীমা, কভু ধরা-কোলে,
রক্তারক্ত অঙ্গ নর-রক্তস্রাবে !
নর-কর-কাঞ্চি কটিদেশে বাজে,
নর-মুণ্ড-মালা ছলি'ছে গলায়,
রুধির-আধার এক করে সাজে,
অন্য করে তীব্র কৃপাণ খেলায়।

১৪

ভারত-সন্তান ! দেখ না মাতার
লোলজীহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারংবার।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি' বিদারণ,
করে, জননীর পিপাসা নিবারি',
ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধন ?

যাই।

যাই,—

ফাটিল হৃদয়, ফাটি' আগ্নেয় ভূধর,
হায় রে ! হইল শেষে, হইল নির্গত

"যাই" কথা তীব্রানল ; প্রাণের ভিতর
জ্বলিল নির্ব্বাণ-বহ্নি জনমের মত।

যাই,—

মেঘরূপী সেই কাল অদূরে দেখিয়া,
উঠিতাম সুখ-স্বপ্নে উভয়ে শিহরি',
মস্তক উপরে সেই জলদ আসিয়া,
প্রহারিল বজ্র, ওই "যাই" ধ্বনি করি'।

যাই,—

যেই ভুজঙ্গের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
হায় রে! হইতে, প্রিয়ে! কাতর এমন,
সেই কালসর্প—সেই তীব্র বিষধরে—
যুগল হৃদয়ে, হায়, করিল দংশন!

যাই,—

হায় রে, সুখের দিন, সুখের শর্ব্বরী
পশিল, প্রেয়সি! ওই স্মৃতির সাগরে,
অনন্ত বিচ্ছেদ-শিখা ওই ভয়ঙ্করী,
হইতেছে প্রজ্বলিত পূরব অম্বরে।

যাই,—

প্রভাতিছে সুখ-নিশি, এ প্রভাতে আর
আনিবে না পুষ্পোদ্যানে তপস্বী তোমার।
প্রভাত-কিরণ-জালে হাসিবে আবার
পুষ্পবন, পুষ্পময়ী মূরতি তোমার!

যাই,—

কিন্তু সেই সমুজ্জ্বল কুসুম-উদ্যানে
দেখিবে না আর তুমি,—অতৃপ্ত নয়নে

নবীন স্তাবক তব চাহি' তব পানে,
সমুজ্জ্বল মুখ, তব রূপের কিরণে।
যাই,—
চুম্বিবে প্রভাতানিল উদ্যান কুসুম,
চুম্বিবে কুসুম-শ্রেষ্ঠ তোমার বদন;
চুম্বিবে তোমার,—ছাড়ি' উদ্যান প্রসূন—
অনন্ত অমৃতপূর্ণ অধর, নয়ন।
যাই,—
কিন্তু সে প্রভাতানিলে করিবে না আর
আমার হৃদয়ে সেই সুধা বরিষণ,
বহিত যে, হায়! মম আনন্দ অপার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবে করিবে বহন।
যাই,—
নদী-বক্ষঃ হ'তে যবে রূপের লহরী
ছড়া'য়ে যাইবে, প্রিয়ে! দেখিবে না আর,
বসিয়া যুবক এক ধৈর্য্য পরিহরি'
নিরখিতে সদ্য স্নাত বদন তোমার।
যাই,—
বসি' কাছে তরুতলে, দেখিব না আর
উন্মত্ত যুবক কেহ হাসিতে কাঁদিতে;
শুনিয়া মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি তোমার
অচল হৃদয় সুখ-সাগরে ভাসিতে।
যাই,—
সেই সুখ,—করে কর, নয়নে নয়ন,
থেকে থেকে মুখে মুখ, অধরে অধর,

মদালস চারি চক্ষু স্থির সম্মিলন,
নয়নে নয়নে কথা,—সঙ্গীত সুন্দর।
যাই,—
অকৃত্রিম প্রণয়ের এই অভিনয়
ফুরাইল ; ফুরাইল হায় রে ! আমার
জীবনের এই অঙ্ক মাদকতাময়,
বিষাদ তরঙ্গ ওই সম্মুখে আবার।
যাই,—
বন হ'তে বনান্তরে,—জাহ্নবী-হৃদয়ে
চঞ্চল তরঙ্গে চল-গোলাপ মতন,
বেড়াইবে যবে, স্থির অনিমিষে, হায় !
ভ্রমিবে না নেত্র, মম চুম্বিয়া চরণ।
যাই,—
সায়াহ্নে সরসী তীরে, অথবা কাননে,
দেখিবে না সেই যুবা বিহ্বল হৃদয়,
সন্ধ্যালোকে বন-শোভা না দেখি নয়নে,
দেখিতে তোমার মুখ চারু শোভাময়।
যাই,—
আসিবেক সন্ধ্যা, কিন্তু আসিবে না আর
সেই সুখ সন্ধ্যা মম। বহিবে সমীর,
কিন্তু সেই সন্ধ্যানিলে পা'বে না তোমার
সুরভি-নিশ্বাস মম ইন্দ্রিয় অধীর।
যাই,—
বসি' জ্যোৎস্নায় স্নাত রজত প্রাঙ্গণে,
জ্যোৎস্না-রূপিনী তুমি হাসিবে যখন,

জ্যোৎস্না-সাগরে, নাহি দেখিবে নয়নে,
হায় রে ছুটিবে যেই লহরী তখন।

যাই,—

হায় রে নিশীথে সেই অবশ অন্তরে,
চুম্বন রোদন, প্রতিরোদন, চুম্বন;
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা, অস্ফুটিত স্বরে
প্রাণপূর্ণ সম্ভাষণ, প্রতিসম্ভাষণ।

যাই,—

হ'বে সব স্বপ্ন; কিন্তু অধরে অধরে
যে মদিরা, প্রেমময়ি! করিয়াছি পান,
তরল বিদ্যুৎ মত পশে'ছে অন্তরে,
শোণিতে শোণিতে তাহা র'বে বিদ্যমান

যাই,—

পোহাই'ছে নিশি, যাই, বিদায় এখন;
প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা বুঝিতে না পারি;
দুইটী জীবনে করি সন্ধ্যা সমাগম,
কি ফল তা'দের চক্ষে প্রভাত সঞ্চারি?

যাই,—

আমার জীবন, প্রিয়ে, তমিস্রা রজনী,
তব দরশন তাহে জ্যোৎস্না-সঞ্চার,
অস্ত যায় সে জ্যোৎস্না, অয়ি প্রণয়িনি!
করিয়া জীবন মম চির অন্ধকার।

যাই,—

আর কেন, রাখ' মুখে কমল বদন,
কেন, অশ্রু তরলাগ্নি ঢালি'ছ হৃদয়ে?

শুনি'ছ কি হৃদয়ের ঝটিকা-গর্জ্জন ?
শুন তবে, চক্ষে যাহা দেখিবার নহে।
যাই,—
ওই দেখ, পূর্ব্বাকাশে আলোক-লহরী
ছড়াই'ছে ঊষা ওই পোহায় যামিনী ;
এরূপে কি হায়! মম বিষাদ-শর্ব্বরী
পোহাইবে আশাময়ী ঊষা সুহাসিনী।
যাই,—
এস বুকে,—আহা! তৃপ্তি হ'ল না আমার ;
আন ছুরি, চিরি' বুক বুকের ভিতরে
রাখি ওই মুখখানি, প্রতিমা তাহার
তা'হ'লে মুদ্রিত চির হইবে অন্তরে।
যাই,—
প্রিয়তমে!—প্রেমময়ি!—জীবন আমার!
তোল মুখ,—চাও প্রিয়ে!—একবার চাই
একটি চুম্বন,—চিত্ত ভরিল আমার ;
বিদায় জন্মের মত,—যাই তবে,—যাই।

ক্লিওপেট্রা।

বিধির অনন্ত লীলা!—অনন্ত সৃজন!
এক দিকে দেখ, উচ্চ ভীমাদ্রি-শিখর,
ভেদিয়া জীমূত-রাজ্য আছে দাঁড়াইয়া'—
প্রকৃতি-গৌরব-ধ্বজা, অচল অটল ;

অন্য দিকে দেখ নীল ফেণিল সাগর
ব্যাপিয়া অনন্ত রাজ্য !'—সতত চঞ্চল,
অচিন্ত্য জীবনে যেন সদা সঞ্চালিত,
সদা বিলোড়িত, সদা কম্পিত, গর্জ্জিত।
উপরে অসীম নভঃ নক্ষত্র-মালায়
প্রজ্বলিত—কে বলিবে কত কাল হ'তে ?
কে বলিবে কত কাল প্রজ্বলিত রবে ?
নীচে নীল নীর-রাজ্য—অনন্ত, অসীম ,
কত কাল হ'তে তাহে ভাসিতেছে হায় !
অসংখ্য পৃথিবী-খণ্ড কে বলিতে পারে ;
কে বলিবে কত কাল ভাসিবে এরূপে ?
মধ্যে এক খণ্ড বারি !—এক তীরে তার
পুণ্য ভূমি ইউরোপ জুড়ায় নয়ন,
রঞ্জিত স্বভাবে, শিল্পে—চারু অলঙ্কৃতা !
অন্য তীরে প্রকৃতির প্রকাণ্ড শ্মশান,
মরু ভূমে ভয়ঙ্করা "আফ্রিকা" ভীষণ !
বিধির অনন্ত লীলা ! কে বলিবে হায় !
এই দুই রাজ্য এক শিল্পীর সৃজন !
লজ্জিতা প্রকৃতি বুঝি তাই রোষ-ভরে,
হতভাগ্য "আফ্রিকায়" করিতে মগন
অনন্ত জলধি-জলে, দুই মহা শাখা
করিলা প্রেরণ দুই সূচী-রন্ধ্র পথে—
উত্তরে "ভূমধ্য,"—পূর্ব্বে "রক্তিম-সাগর" ।
দুঃখিনী আফ্রিকা ভয়ে পড়িল কাঁদিয়া
"এসিয়া"-চরণ-তলে ; ভারত-গর্ব্বিণী
দিলেন অভয়, রাখি স্কন্ধের উপরে

চরণ-কনিষ্ঠাঙ্গুলি ; অশক্ত বারীশ
বলে টলাইতে তারে ! সেই দিন হ'তে'
পুণ্যবতী "এসিয়ার" শুভ পরশনে,
মরু-ভূমি-মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার মত,
সোণার মিশর রাজ্য হইল সৃজন।
মিশর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দৃশ্য মনোহর !
বিশাল অরণ্য যার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ;
আপনি সাগর গড় ; প্রহরীর প্রায়
আছে দাঁড়াইয়া, জগত-বিস্ময়
"টলেমির" চির-কীর্ত্তি-স্তম্ভ (১) সারি সারি।
অদূরে আলোক-স্তম্ভ (২)—আকাশ-প্রদীপ !
জ্বলিতেছে নীলাকাশে নক্ষত্রের মত,—
নিশান্ধ নাবিকগণ-নয়ন-রঞ্জন !
শিল্পীর গরব ভাবি প্রকৃতি মানিনী,
আগে দিলা "নীল" নদী (৩) নীল মণি-হার,—
তরল আভায় পূর্ণ ! ভুবন-বিজয়ী
"মেকিডন"-অধিপতি গ্রন্থি-স্থলে তার,
বিশ্ব-খ্যাত রাজধানী করিলা স্থাপন। (৪)
রাজধানী-রাজ-হর্ম্ম্যে বসিয়া নীরবে,
বিরস বদনে আজি টলেমি-দুহিতা

---

(১) **Pyramid of Egypt,** মিশর দেশের "পিরামিড" স্তম্ভ

(২) **Light-house of Sesostris,** সেসট্রিস্ দ্বীপের বাতি-ঘর

(৩) **River Nile,** নীল নদী—আফ্রিকা দেশের নাই কিংবা নীল নদী।

(৪) **Alexandria,** মেকিডন-অধিপতি বিখ্যাত এলেকজাণ্ডার-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত রাজধানী।

ক্লিওপেট্রা ;—মরি ! চিত্র বিশ্ববিমোহিনী !
ধরা-ব্যাপী "রোম" রাজ্যে, যে রূপের তরে
ঘটিল বিপ্লব ঘোর ; যেরূপ-শিখায়
বিশ্বজয়ী বীরগণ,—যাহাদের হায় !
বীরপণা ইতিহাসে রয়েছে লিখিত
অমর অক্ষরে ! করে, অস্ত্রে যাহাদের
সমগ্র পৃথিবী-ভার ছিল। সমর্পিত !—
সিজার, এণ্টনি,—এই নামযুগলের
সসাগরা বসুন্ধরা ছিল সমতুল !—
হেন বীরগণ, যেই রূপের শিখায়
পড়িয়া পতঙ্গ-প্রায় হ'লো ভস্মীভূত,
কেমনে বর্ণিব আমি সেরূপ কেমন ?
মিশর-বিহনে এই আফ্রিকা যেমন
মরুভূমি, এই রূপ-বিহনে তেমন—
কেবল মিশর নহে—এই বসুন্ধরা
বিস্তীর্ণ অরণ্য-সম। চিত্রিব কেমনে
হেন রূপরাশি ?—রূপ অনুপম ভবে ?
কল্পনা-অতীত রূপ; নহে চিত্রনীয় ।
বিষাদ—আঁধারে এই রূপ-কহিনুর
জ্বলিতেছে ; ভাসিতেছে সুখতারা-সম
বিষাদ-আকাশ-গায়ে যুগল-নয়ন ।
দুই বিন্দু—দুই বিন্দু বারি,—মুক্তানিভ !—
আছে দাঁড়াইয়া দুই নয়ন-কোণায় ;
নড়ে না, ঝরে না,—আহা ! নাহি চাহে যেন
ত্যজি সেই অনঙ্গের আনন্দ-আসন,
পড়িতে ভূতলে ; হেন স্বর্গ-ভ্রষ্ট হ'তে

কে চাহে কখন ? যেই নয়নের জ্যোতিঃ
কামান-অভেদ্য বক্ষে করিয়া প্রবেশ,
উচ্ছ্বাসিয়া হৃদয়ের বিলাস-লহরী,
ভাসাইল তাহে রোম-হেন রাজ্য-লিপ্সা,—
সসাগরা পৃথিবীর রাজ-সিংহাসন !
আজি সেই নেত্র আহা !সজল এমন !
বিষাদ-লহরী,-পূর্ণ-বদন-চন্দ্রিমা,
রত্ন-রাজাসন পৃষ্ঠে ফেলেছে ঠেলিয়া ;
অপমানে কেশরাশি বিলম্বিয়া কায়,
আসনের পৃষ্ঠ বাহি পড়িয়া ধরায়,
বিদারি ভূতল চাহে পশিতে তথায় ;—
"রোমেশ"-হৃদয় যার অতুল আধার,
স্বর্ণ-সিংহাসন তার তুচ্ছ অতিশয় !
রক্ষিত যুগল কর, বক্ষে রমণীর—
হায় ! যেই রমণীর কর-সঞ্চালনে
বীরগণ-হৃদয়ও হইত চঞ্চল,
প্রণয়-তাড়িত-ক্ষেপে; ইঙ্গিতে যাহার
চলিত পুত্তল-প্রায় ধরার ঈশ্বর,—
আজি সেই কর আহা ! অবশ, অচল !
পাষাণ হৃদয়োপরে, পাষাণের প্রায়
রয়েছে পড়িয়া ; বুঝি হৃদয়-পিঞ্জর
ভাঙ্গি রমণীর প্রাণ চাহে পলাইতে,
সেই হেতু হায় ! এই যুগল পাষাণ
রেখেছে চাপিয়া সেই হৃদয়-কবাট
দৃষ্টিহীন সঙ্কোচিত যুগল নয়ন,—
অপলক, অচঞ্চল ! চাহি ঊর্দ্ধ পানে ;

কৃষ্ণ রেখান্বিত দুই কমলের দলে,
হইয়াছে যেন নীলমণি সন্নিবেশ!
মরি! কি বিষাদ মূর্ত্তি!
সম্মুখে বামার,

রতন-খচিত শ্বেত-প্রস্তরের মঞ্চে,
শোভিছে আহার্য্যচয়; বহু-মূল্য পাত্রে
শোভিছে মিশর-জাত সুরা নিরমল।
উপরে জ্বলিছে দীপ বিলম্বিত ঝাড়ে;
বিমল স্ফটিক-দীপ শাখায় শাখায়
জ্বলিতেছে, চারু চিত্র-খচিত দেয়ালে।
অনন্ত-আনন্দময়ী, আমোদ-রূপিণী
ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর, এই সেই কক্ষ
মনোহর!—অনঙ্গের চির-বাস! রতি
অধিষ্ঠাত্রী দেবী!—যেই কক্ষ-আনন্দের
ধ্বনি, অতিক্রমি সিন্ধু, প্রবেশিয়া রোমে
"সেনেট"-মন্দিরে (৫) হ'তো প্রতিধ্বনিময়!
গণিত রোমেশ (৬) কেহ রোমে নিশি জাগি
লহরী যাহার! সেই আনন্দ-ভবনে
আজি কেন দেখি সব নীরব, অচল!
অচল আলোকরাশি, দেখায় দেয়ালে
অচল মানব-চিত্র; অচলিত ভাবে
পড়ে আছে যন্ত্রচয় যন্ত্রী-অনাদরে।
অচল অনীল কক্ষে, অজ্ঞাত পরশে

(৫) Senate, সেনেট—রোমের সভামন্দির।

(৬) Augustus Caesar, অগস্তাস্ সিজার—যিনি রোম-রাজ্যের পরে সম্রাট্ হইয়াছিলেন!

আন্দোলিত হ'য়ে পাছে মধুর "গিটার" (৭)
বামার বিষাদ-স্বপ্ন করে অপনীত।
অচল বামার মূর্ত্তি ; অচল হৃদয়ে
অচল যুগল-কর ; অচল জীবন-
স্রোত ; চিত্রার্পিত-প্রায়, দাঁড়াইয়া পাশে
অচল সখীর শোকে, সহচরীদ্বয়।
কেবল বামার সেই অচল হৃদয়ে,
সবেগে বহিতেছিল ঝটিকা তুমুল !

"ওলো চারমিয়ন !" (৮) চমকিল সখীদ্বয়
বামার বিকৃত কণ্ঠে, হ'লো রোমাঞ্চিত
কলেবর ; যেন এই তমসা নিশীথে
শ্মশান হইতে স্বর হইল নির্গত !
"ওলো সহচরি ! এই হৃদয়-মন্দিরে
অভিনেতা ছিল যেই প্রণয় দুর্লভ,
অন্তর্হিত হ'লো যদি, তবে কেন আর
এ বিলম্ব যবনিকা হইতে পতিত ?
শূন্য আজি রঙ্গভূমি ! যৌবন-পরশে
উঠিল প্রথমে যবে প্রেম-আবরণ,
দেখিলাম রঙ্গভূমি-নায়ক এণ্টনি !
জীবন-সঙ্গীত-স্রোতে খুলিল নাটক,—
ক্লিওপেট্রা জীবনের চারু অভিনয়।

"সুখদ প্রথম অঙ্কে,—ওলো চারমিয়ন !
আছে কি লো মনে ? অনন্ত বালুকাময়ী

---

(৭) Guitar, গিটার—যন্ত্র বিশেষ।

(৮) Charmain, one of the two maid-attendant অনেক সহচরীর নাম।

প্রাচী মরুভূমি—পন্থাহীন, বারিহীন,
পদতলে প্রজ্বলিত বালুকা-অনল ;
তৃষ্ণাগ্নি হৃদয়ে ; শিরে উল্কা রাশি রাশি,
শত্রু-শস্ত্র-বিনির্গত, হতেছে বর্ষণ ;
তবু অতিক্রমি হেন দুস্তর প্রান্তর
বীরভার, উড়াইয়া ইন্দ্রজালে যেন,
শত্রু-সৈন্যচয়, শুষ্ক পত্ররাশি যেন
ভীম প্রভঞ্জনে হায় ! প্রবেশিল যবে
দিগ্বিজয়ী রোম-সৈন্য মিশর নগরে ?
লতা গুল্ম তরু তৃণ দলিয়া চরণে,
পশে গজযূথ যথা কমল-কাননে !
বিজয়ী বীরেন্দ্র-ব্যূহ-নগর-প্রবেশ
নিরখিতে, বসেছিনু অলিন্দে বিষাদে,
চিত্ত কৌতূহলময় ! পদতলে মম
প্লাবিয়া প্রশস্ত পথ, সৈন্যের প্রবাহ
প্রবাহিত ; দেখিলাম,—আর নাহি সখি !
ফিরিল নয়ন মম ; ডুবিল মানস
সেই প্রবাহ-ভিতরে। (৯)
যোড়শ বর্ষীয়া
সেই বালিকা-হৃদয়ে, অজ্ঞাতে, কি ভাব
প্রবেশিল, অভিনব ; হেন ভাব সখি !
কি পূর্ব্বে, কি পরে, শৈশবে, যৌবনে,
আর ত কখন করি নাই অনুভব।

---

(৯) যখন মিশরের পূর্ব্বারণ্য অতিক্রম করিয়া প্রথম বার এণ্টনি রোম-সেনার অধিনায়ক হইয়া মিশরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ক্লিওপেট্রার নয়ন-পথের পথিক হইয়াছিলেন।

সেই যে প্রথম আহা। সেই হ'লো শেষ!
চিত্ত-মুগ্ধকরী ভাব! চিত্ত-উন্মাদিনী।
বালিকার অরক্ষিত হৃদয় মোহিল।
কোথায় রোমীয় সৈন্য, কোথায় মিশর
কোথায় তখন বিশ্ব—গগন—ভূতল?
অদৃশ্য হইল সব নয়নে আমার।
কেবল একটী মূর্ত্তি—বীরত্ব যাহার
মিশি সরলতা, দয়া, দাক্ষিণ্যের সনে,—
আতপ মিশিয়া যেন চন্দ্রিকা শীতলে!—
ভাসমান ছিল, শ্বেত প্রশস্ত ললাটে;
প্রজ্বলিত নেত্রদ্বয়ে; চির বিরাজিত
উন্নত প্রশস্ত বক্ষে; ক্ষরিত প্রত্যেক
বীর—পদ-সঞ্চালনে;—হেন মূর্ত্তি সখি!
লুকাইয়া অনুপম বীরত্বে তাহার,
সৈন্যের প্রবাহ—যথা মহীরুহচয়,
লুকায় চন্দ্রমাচল (১০) আপন গহ্বরে!—
ভাসিল নয়নে মম, ব্যাপিয়া হৃদয়,
ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব, ভূতল, গগন।
সেই মূর্ত্তি, সখি, মম বীরেশ এণ্টনি!
চঞ্চলিয়া বালিকার অচল হৃদয়
প্রথম প্রণয়াবেশে—স্বরগ, ভূতলে!—
সেই মূর্ত্তি, প্রিয় সখি! হইল অন্তর
সুদূর সুন্দর রোমে, কিছু দিন-তরে।
স্থির জলধির জল করিয়া চঞ্চল,

(১০) Mountain of the Moon, আফ্রিকা দেশের চন্দ্র-পর্ব্বত।

দ্বিতীয়ার চন্দ্র সখি! গেল অস্তাচলে!
"খুলিল দ্বিতীয় অঙ্ক। জনক আমার—
পিতৃনিন্দা, দেবগণ! ক্ষমিও আমারে!—
অস্ত্রধারী টলেমির বংশে বংশী-ধর (১১)
কুলাঙ্গার! বিসর্জ্জিয়া স্বাধীন মিশরে
রোম-রূপী শার্দ্দুলের বিশাল কবলে;
পতিহন্তা, পাপীয়সী, জ্যেষ্ঠ দুহিতার
তপ্ত শোণিতাক্ত, ভ্রষ্ট সিংহাসনে সুখে
আরোহিয়া,—বিধাতার কেমন বিধান!
পতিহন্তা দুহিতার কন্যা-হন্তা পিতা!
অবশেষে, হায়! দুঃখ বলিব কেমনে!
দশম বর্ষীয় শিশু কনিষ্ঠে আমার,
করি আমি যুবতীর পতিত্বে বরণ;—
সেই খানে ক্লিওপেট্রা-জীবন উদ্যানে,

---

(১১) ক্লিওপেট্রার পিতা টলেমি বংশীবাদন ইত্যাদি লঘু আমোদে মত্ত হইয়া প্রজার বিরাগ-ভাজন হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা-কন্যাকে মিশরের রাজ্ঞী করে। টলেমি রোমের সাহায্যে তাঁহার কন্যাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন—এই সময়ে এণ্টনি রোমান সৈন্যের এক জন অধ্যক্ষ হইয়া আইসেন। টলেমি তাঁহার জ্যেষ্ঠা-কন্যাকে বধ করেন—এই পাপীয়সীও তাহার প্রথম স্বামীকে ইতিপূর্ব্বে বধ করিয়াছিল। টলেমি মৃত্যু-সময়ে মিশর দেশের রীতি-মতে উইল দ্বারা ক্লিওপেট্রাকে তাঁহার একটী ১০ম বর্ষীয় ভ্রাতার সঙ্গে পরিণয়বদ্ধ এবং এক জন ক্লীব দুরাচারকে তাহাদের অভিভাবক করিয়া যান।

যেই বীজ, প্রিয় সখি ! হইল রোপণ,
সে অঙ্কুরে কি পাদপ জন্মিল স্বজনি !
কি ভীষণ ফল পুনঃ ফলিবেক আজি !
বধি জ্যেষ্ঠ দুহিতায় ; বধিতে আমায়,
সেই দিন মৃত্যু-অস্ত্র করিয়া সৃজন ;
ডুবায়ে মিশরে ; আহা ! ডুবিয়ে আপনি ;
ডুবায়ে "টলেমি"-বংশ ; জনক আমার
সম্বরিলা নরলীলা, নব দম্পতীরে
সমর্পিয়া দুরাচার ক্লীব মন্ত্রী-করে,
দুগ্ধের প্রহরী করি পাপিষ্ঠ মার্জ্জারে।
"না হ'তে পিতার শেষ নিশ্বাস নির্গত,
সিংহাসন হ'তে পাপী—ফেলিল আমায়
পূর্ব্বারণ্যে ! হা অদৃষ্ট ! রাজার উদ্যানে
ফুটেছিল যে কুসুম, পড়িল নিদাঘে
মরুভূমে।—সে যে দুঃখ কহা নাহি যায় !
কিন্তু নারী-প্রতিহিংসা, প্রচণ্ড, অনল,
শীতলিল মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন-কিরণ।
সহসা মিলিল সৈন্য। সেনাপত্নী আমি
সাজিনু সমর-সাজে। কবরীর স্থলে
বাঁধিলাম শিরস্ত্রাণ, উরস্ত্রাণ উচ্চ
কুচযুগোপরে। যেই কর কমনীয়
কুসুম-দামের ভরে হইত ব্যথিত,
লইলাম সেই করে তীক্ষ্ণ তরবার ;
পশিলাম এই বেশে মিশর-ভিতরে,
ক্লীব-রক্তে নীল নদী করিতে লোহিত,
কিংবা বীরাঙ্গনা-রক্তে রঞ্জিতে মিশরে !

হেন কালে রোম-রাজ্য বিপ্লাবি, বিলোড়ি,
ভীষণ তরঙ্গদ্বয় (১২) সিন্ধু অতিক্রমি,
পড়িল জীমূত-মন্দ্রে মিশরের তীরে ;
কাঁপিল মিশর সেই ভীষণ আঘাতে।
রণোন্মত্ত অসিদ্বয় (১৩) পড়িল খসিয়া।
এক ঊর্ম্মি হ'লো লয় সমুদ্র-সৈকতে,
দ্বিতীয় উঠিল শূন্য সিংহাসনোপরে !
"সিজার মিশরে !—দূরে গেল রণ-সজ্জা।
নব "ফার্শেলিয়া" "পম্পি," বিজয়ী সিজার,
মিশরের সিংহাসনে ! খুলিলাম সখি !
রণবেশ, দীনাবেশে রোমেশ-চরণে
পড়িলাম,—সে কুলক আছে কি হে মনে ? (১৪)
ঝটিকায় ছিন্নমূল ব্রততী যেমতি,
বন্দে মহীরুহ, হায় ! নিরাশ্রয়া লতা !

---

(১২) ফার্শেলিয়ার যুদ্ধের পর পম্পি সিজারের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া মিশরে উপস্থিত হইলে, মিশরবাসীরা সমুদ্র-তীরে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া সিজারকে উপঢৌকন দেয় ; সিজার মিশরের আন্তরিক বিগ্রহ-নিবন্ধন শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

(১৩) ক্লিওপেট্রার এক অসি, এবং তাহার শত্রু পক্ষের দ্বিতীয় অসি।

(১৪) ক্লিওপেট্রার জনৈক অনুচর তাঁহাকে বসনরাশিতে বেষ্টিত করিয়া সিজারের নিমিত্ত উপঢৌকন বলিয়া তাঁহাকে গুপ্তভাবে সিজারের সমীপে লইয়া যায়।

"সে ঐন্দ্রজালিক, সখি! কর-সঞ্চালনে,
নিবারি তুমুল ঝড়, রক্ষিল আমারে,
আলিঙ্গিয়া স্নেহ-ভরে। প্রিয় সখি! হায়!
জীবনে প্রথম এই,—এই মরুভূমে—
স্নেহ সুশীতল বারি হ'লো বরিষণ।
নিষ্ঠুর জনক যার; নিষ্ঠুরা ভগিনী;
শিশু সহোদর ভর্ত্তা; মন্ত্রী নরাধম;
সে কিসে জানিবে সখি! স্নেহ যে কি ধন?
পুরাইল আশা, যুড়াইল প্রাণ; সখি!—
বসিলাম সিংহাসনে! বসিলাম?—ভীম
ভূকম্পনে, কিংবা অগ্নি-গিরি-উদ্গিরণে,
টলিতে লাগিল মম নব সিংহাসন।
দেখিলাম অন্ধকার, ঘুরিল মস্তক,
পড়িতে ছিলাম সখি! মূর্চ্ছিত হইয়া
অকূল সাগরে। কি যে বীরপণা, সখি!
জলে, স্থলে, কি অনলে করিল বীরেশ,
স্বচক্ষে দেখেছ তুমি! শুনেছ শ্রবণে।
দেখিলাম মূর্চ্ছাভঙ্গে মেলিয়া নয়ন,
ভাসিয়াছে শিশু ভর্ত্তা শত্রুদল-সহ,
অনন্ত-জীবন-জলে; বসিয়াছি আমি
মিশরের সিংহাসনে,—বলিব কেমনে
সেই লজ্জা?—সিজারের হৃদয়-আসনে।
কৃতজ্ঞতা-রসে, সখি, ভরিল হৃদয়।
ধন, প্রাণ, সিংহাসন, প্রণয়-দাতায়,
করিলাম, সহচরি, আত্ম-সমর্পণ।
কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা—জান সমুদয়—

সেই কৃতজ্ঞতা শেষে কোথা হ'লো লয়!
একে প্রাণদাতা, তাহে পৃথিবী-ঈশ্বর,
ততোধিক ভুজবলে ভুবন-বিজয়ী,
এত প্রলোভন!—সখি! পড়িলাম আমি,
অজগর-আকর্ষণে, সরলা হরিণী।
"হেন কালে চারিদিকে সমর-অনল
জ্বলিল; সিজার এই মিশরে বসিয়া
দেখিল অনল-শিখা! বৈশ্বানর রূপে
ঝাঁপ দিল সখি! সেই বহ্নির ভিতরে।
নিবাইল কটাক্ষেতে শোণিত-প্রবাহে
সে অনল! বাহুবলে আপনি সমুদ্র
রহিয়াছে বন্দী যার রাজ্যের ভিতরে,
এই ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা কি করিবে তারে?
বিজয়-পতাকা তুলি; ভীম সিংহনাদে
কাঁপায়ে ভূধর-শ্রেণী সুদূর উত্তরে;
ডুবায়ে জলধি-মন্দ্র অদূর দক্ষিণে;
ছড়ায়ে গৌরব-ছটা দিগ্ দিগন্তরে;
ঢালিয়া আনন্দ-স্রোত অজস্র ধারায়
রাজপথে; প্রবেশিল বীর অহঙ্কারে,
দিগ্বিজয়ী বীরবর রোম-রাজধানী।
সতী সহধর্ম্মিণীর স্বপ্ন উপেক্ষিয়া
চলিল সেনেট-গৃহে,—হায়! জাল-মুখে
প্রলোভনে মুগ্ধ শিশু কেশরী যেমতি,
ক্ষুধার্ত্ত!—'তোমরা কেহে? তোমরা দুজনে? (১৫

---

(১৫) ব্রুটস্ এবং কেশিয়াস্।

বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে ? চৌষট্টি রৌরব
যেন ভাবিতেছ মনে ? কণ্টক-স্বরূপ
কেন সিজারের পথে, আছ দাঁড়াইয়া ?
জান না সিজার আজি হইবে ভূপতি ?
সরে যাও' !—বীরবর সেনেট-মন্দিরে
প্রবেশি বসিল স্বর্ণ চারু সিংহাসনে
'বিশ্বজয়ী মহারাজা সিজারের জয় !'
আনন্দে ধ্বনিল শত সহস্র জিহ্বায় !
আনন্দে রোমান-বাদ্য করিল সঞ্চার
নর-রক্তে সেই ধ্বনি পূরিল গগন
সেই জয় জয় রবে ; নামিতে লাগিল
রোম-ইতিহাসে এই প্রথম মুকুট (১৬)
সিজারের শিরোপরে' এণ্টনির করে।
কুরাল ;—কি ? সিজারের রাজ্য-অভিষেক ?
কেন আনন্দের ধ্বনি থামিল হঠাৎ ?
নীরবিল যন্ত্রীদল ? কেন অকস্মাৎ
এই হাহাকার ? সখি দেখিনু সম্মুখে ;
কি দেখিনু ? ইহ জন্মে ভুলিব না আর !
ভূপতিত, হা অদৃষ্ট। বীরেন্দ্র সিজার !
কোথায় মুকুট সখি। বক্ষে তরবার !"

---

(১৬) রোম-রাজ্যে ইতিপূর্ব্বে রাজতন্ত্র শাসন ছিল না, সুতরাং রাজাও কেহ ছিল না। সিজারই প্রথম রাজ-উপাধি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ করেন ; এই কারণে কতিপয় ষড়যন্ত্রী তাঁহাকে অভিষেকের দিবস বধ করেন। ইহাদের মধ্যে ব্রুটস্ এবং কেশিয়াস্ প্রধান ছিলেন।

কণ্টকিল রমণীর কম কলেবর ;
বিস্ফারিল নেত্রদ্বয় ; সহিল না আর
অবলা-হৃদয়, মূর্চ্ছা হইল রমণী।
সুগন্ধ তুষার-বারি, নয়নে, বদনে,
তুষার উরস শ্বেতে, সহচরীদ্বয়
বরষিল ; কিছুক্ষণ পরে রূপসীর
অচল হৃদয়-যন্ত্র, জীবন-পবন-
স্পর্শে চলিল আবার ; খুলিল নয়ন,—
প্রভাতে দক্ষিণানিল, কোমল পরশে,
উন্মিলিল যেন ধীরে কমলের দল।
অর্দ্ধ-উন্মিলিত নেত্র, এক দৃষ্টে চাহি
কক্ষে বিলম্বিল এক চারু চিত্র-পানে,
বলিতে লাগিল বামা—"ওই, সহচরি !
ওই যে দেখিছ চিত্র,—নিসর্গ-দর্পণ !—
অপূর্ব্ব অঙ্কিত। ওই দেখ ওই,
'চিদনস'-স্রোতে ওই প্রমোদ-তরণী, (১৭)
ভাসিতেছে, নাচিতেছে, বারিবিহারিণী।
হাসিতেছে, জ্বলিতেছে পশ্চিম-তপনে,
প্রতিবিম্বে ঝলসিয়া তরল সলিল।
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে মুখে মুখ দিয়া,
বঙ্কিম গ্রীবায় ভাসে তরী-পুরোভাগে ;
চন্দ্রক কলাপরাশি—নয়ন-রঞ্জন !—

---

(১৭) চিদনস নামক নদ——এসিয়া—মাইনরে, এণ্টনি[র] আজ্ঞা মতে ক্লিওপেট্রা তাঁহার সঙ্গে 'টারসাসে' এই রূপ এ[ক] তরণী আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন।

চারু চন্দ্রাতপ রূপে শোভিছে পশ্চাতে ;
তাহার ছায়ায় বসি কর্ণিকা রূপসী ;
নাচে স্বর্ণ বর্ণ, বদ্ধ কুসুম-মালায়
কুসুম কোমল করে। বসন্ত রঙ্গের
নাচিতেছে সুবাসিত সুন্দর কেতন,
সৌরভে-মোহিত-মৃদু অনিল-চুম্বনে !
তরণীর মধ্যদেশে, সুবর্ণ-খচিত
চন্দ্রাতপ-তলে,স্বর্ণ-কমল আসনে,
বারুণী-রূপিণী, ওই তরণী-ঈশ্বরী ;—
আপনার রূপে যেন আপনি বিভোর ;
দুই পাশে সুকুমার কিঙ্কর-নিচয়
দাঁড়ায়ে মন্মথবেশে, সস্মিত বদন,
ব্যজনিছে ধীরে ধীরে বিচিত্র ব্যজনে।
কিন্তু সে অনিলে কই জুড়াবে বামায়,
বরং হইতেছিল কোমল পরশে,
কাম লালসায় উষ্ণ কপোল যুগল !
সম্মুখে অঙ্গনাগণ, অনঙ্গ-মোহিনী,
কোমল মদনোন্মাদ সঙ্গীত তরল
বর্ষিতেছে নানা যন্ত্রে ; তালে তালে তার
পড়িছে রজত দাঁড় রজত সলিলে ;
তরণী সুন্দরী, ভুজ-মৃণালেতে যেন,
আলিঙ্গিছে প্রেমাহ্লাদে নদ 'চিদনসে !'
সে সুখ-পরশে নাচি স্রোতে হিল্লোলিয়া,
প্রেম-মুগ্ধ ছুটিতেছে তরণী পশ্চাতে।
নাচিছে তরণী ;—মরি! সেই নৃত্য, সেই
সলিলের ক্রীড়া, সখি ! দেখ চিত্রকর

চিত্রিয়াছে কি কৌশলে ! নাচিতে নাচিতে
চুম্বিয়া সরিৎ-বক্ষ, কহি কাণে কাণে
অস্ফুট প্রণয়-কথা তর তর স্বরে,
চলেছে রঙ্গিণী ওই, মৃদুল মৃদুল
সৌরভে করিয়া. মরি ! ইন্দ্রিয় অবশ !
নগর, সজীব দীর্ঘ-দর্শক-মালায়,
সাজায়েছে দুই তীর। উচ্চ সিংহাসনে
অদূরে নগরে বসি একাকী এণ্টনি.
ডাকিছে অস্ফুট সিসে অপহৃত মন।
কিন্তু সখি ! তৃষ্ণাতুর সহস্র নয়ন,
যেরূপ-সুধাংশু-অংশু করিতেছে পান
কে ওই রমণী,—সর্ব্বদর্শক-দর্শন ?
ক্লিওপেট্রা ? আমি ? না, না, সখি ! অসম্ভব !
সেই যদি ক্লিওপেট্রা, আমি তবে নহি।
আমি যদি ক্লিওপেট্রা, তরী-বিহারিণী
ওই চিত্র, নহে সখি ! আমি দুঃখিনীর।
সেই মুখে হাসি-রাশি, এ মুখে বিষাদ,
সে হৃদয়ে সুখ, সখি ! এ হৃদয়ে শোক।
সে যে ভাসিতেছে সুখে প্রণয়-সলিলে,
আমি ডুবিয়াছি হায় ! নিরাশ-সাগরে।
যেই মনোহর বেশ, ওই চিত্রে, সখি !
শোভিতেছে মরি ! যেন শারদ-কৌমুদী
বেষ্টিয়া কুসুম-বন, আজিও সে বেশে
সজ্জিত এ বপুঃ মম ; কিন্তু সহচরি !
সেই শোভা—এই শোভা—কতই অন্তর !
আজি সেই বেশ, স্বর্ণ হীরক খচিত,

নিবিড় তমিস্র যেন সমাধি বেষ্টিয়া !
সে দিন প্রেমের শুক্ল-দ্বিতীয়া আমার,
আজি হায় ! নিরাশার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী !”
নীরবিল ধীরে বামা ; মধুর বাঁশরী
গাইয়া বিষাদ-তান, নীরবে যেমতি।
স্থির-নেত্রে কিছুক্ষণ চাহি শূন্য-পানে-
বলিতে লাগিল পুনঃ ইন্দীবরাননা ;—
“চলিল তরণী বেগে, চলিলাম আমি
ভেটিতে এণ্টনি, সখি ! করিতে অর্পণ
বালিকার চিত্ত-চোরে, যুবতী-যৌবন।
যত অগ্রসর তরী হ'তেছিল বেগে,
ততই হইতেছিল মানস আমার
সঙ্কুচিত,—নির্ঝরিণী-মুখে যথা নদ
'চিদনস'। হায় ! সখি, ভাবিতেছিলাম
কি আছে অদৃষ্টে মম,—প্রেম-সিংহাসন,
কিংবা রোম-কারাগার ! দেখিতে দেখিতে
সঙ্কুচিত আশা-স্রোত প্রণয়-নির্ঝরে
পাইলাম, কিন্তু সখি ! সেই সম্মিলনে
উথলিল যেই চল প্রেম-প্রস্রবণে—
হৃদয়-প্লাবিনী ! সেই সলিল-প্রবাহে
ভেসে গেল মম কুল শীল, লজ্জা, ভয় ;
ভেসে গেল সেই বেগে ভূত ভবিষ্যত,
বর্ত্তমান উভয়ের ; হইল চঞ্চল
বেগে, রোম, মিশরের রাজ-সিংহাসন ;
ভেসে গেল সেই স্রোতে সপত্নী 'সিল্‌ভিয়া'। (১৮)

(১৮) এণ্টনির প্রথমা পত্নী।

ভাসিয়া ভাসিয়া সেই প্রণয়-প্লাবনে
আসিলাম মিশরেতে, প্লাবন-প্রবাহ
সখি! মিশিল সাগরে। স্বজনি! তখন
সকলি অনন্ত! হায়, অনন্ত প্রেমের
অনন্ত লহরী-লীলা! অনন্ত আমোদ
বিরাজিত নিরন্তর অধরে, নয়নে!
অনন্ত, অতৃপ্ত সুখ যুগল-হৃদয়ে!
ভাবিলাম মনে,—প্রেম, সুখ, রাজ্য, ধন,
প্রেমিক-জীবন, হায়! অনন্ত সকল!
যে কাম-সরসী, সখি! করিনু নির্ম্মাণ,
যত পান করি, বাড়ে প্রণয়-পিপাসা;—
অনন্ত পিপাসাতুর নায়ক আমার!
ঢালিয়া দিলাম তাহে জীবন যৌবন
মম, ঝাঁপ দিল রাজহংস উন্মত্তের
প্রায়,—মদন-বিহ্বল! সেই সরোবরে
কভু মৃণালিনী আমি, সখা মধুকর;
আমি মরালিনী, সখা মরাল সুন্দর।
কখন মৃণাল আমি অদৃশ্য সলিলে,
সখা মদমত্ত করী; সলিলের তলে
কভু আমি মীনেশ্বরী, সখা মীনপতি;—
অধিপতি ক্লিওপেট্রা কাম-সরসীর!
এই রূপে, এই সুখে, গেল দিন, গেল
মাস, চলিল বৎসর, বিজলি-ঝলকে,—
অনঙ্গ-বিলাসে, সুরা, সঙ্গীত-বিহ্বল!
"এক দিন নিজ কক্ষে বসিয়াছি আমি,
মদালসে! শ্লথ দেহ, নিশি-জাগরণে,

অবশ পড়িয়া আছে কোমল 'ছোফায়'।
কখন পড়িতেছিনু ; কভু অন্য মনে
গাইতে ছিলাম গীত গুণ গুণ স্বরে,—
প্রেমময়,—নব রাগে, নব অনুরাগে,
নিরখি অসাবধানে শায়িত শরীর,
প্রতিকূল দেয়ালের দীর্ঘ আরসীতে।
শিথিল হৃদয় যন্ত্রে, কভু চারমিয়ন্ !
মধুরে বাজিতে ছিল আনন্দ-সঙ্গীত ;
আবার অজ্ঞাতে সখি ! না জানি কেমনে
বিষাদ ভাঙ্গিতে ছিল সে লয় মধুর।
কখন হাসিতেছিনু, না জানি কারণ ;
আবার অজ্ঞাতে অশ্রু নয়নে কখন
হঠাৎ আসিতেছিল, না জানি কেমনে।
একটী মানব-ছায়া এমন সময়ে,
পতিত হইল সখি ! কক্ষ-গালিচায় ?
পলকে ফিরাতে নেত্র দেখিলাম চক্ষে
প্রাণেশ আমার ! কিন্তু সেই মূর্ত্তি ! যেই
মূর্ত্তি, অন্য দিন কক্ষে প্রবেশিতে মম,
বিকাশিত প্রেমানন্দ, ললাটে, নয়নে ;
হাসি রূপে সমুজ্জ্বল করিতে অধরে ;
নিঃসারিত সম্ভাষিতে,—'কই গো কোথায়
প্রাচীনা নীলজ (১৯) চারু ফণিনী আমার ?'
সেই মূর্ত্তি আজি দেখি গাম্ভীর্য্য-আধার,
কাঁপিল হৃদয় মম।—'ক্লিওপেট্রা ! এই

(১৯) নীলজ—নীলনদীজাত।

দুঃসময় ঘেরিতেছে জলধররূপে,
চারি দিগে এণ্টনির অদৃষ্ট-আকাশ।
যদি এ সময়ে, নাহি উড়াই তাহারে,
হইবে অসাধ্য পরে। রোম হ'তে আজি
কুসংবাদ ; আন্তরিক-বিগ্রহ-কৃপাণে
'ইতালি' কণ্টকাকীর্ণ! কৃপাণ-জিহ্বায়
প্রতিবিম্বে রবিকর নির্ভয়ে দিবসে,
উপহাসি এণ্টনির বিলাস-জীবন।
প্রেয়সি! বিদায় তবে কিছু দিন-তরে
দেও যাই, কটাক্ষে সে কৃপাণ সকল
ছিন্ন শস্যরাশিমত, আসি শোয়াইয়া।
আসি ডুবাইয়া নেত্র-নিমেষে 'পম্পির'
জলযুদ্ধ-সাধ ; সেই সমুদ্রের জলে ;—
পিতার অন্তিম শয্যা প্রদানি পুত্রেরে! (২০)
দেও অনুমতি তবে। ঈর্ষার অনল
জ্বলে থাকে যদি তব রমণী-হৃদয়ে,
নিবাও তাহারে, শুন দ্বিতীয় সংবাদ—
মরেছে 'ফুল্‌ভিয়া' আমার—'

মরেছে!—

'ফুল্‌ভিয়া'।

কি? মরেছে 'ফুল্‌ভিয়া'!

'হাঁ, মরেছে ফুল্‌ভিয়া'।।

দংশেছিল এণ্টনির বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ

---

(২০) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পম্পির পিতা সমুদ্রতীরে নি-
বাসীদের দ্বারা হত হইয়াছিলেন।

যেই নালে, সেই নালে 'মরেছে ফুল্‌ভিয়া'।
এ সংবাদে, চারমিয়ন্! অমৃত ঢালিল।
এই মুক্তাহার নাথ পরাইয়া গলে,
বলিলেন,—'এই হারে যত মুক্তা প্রিয়ে!
ইতালির রণজয় করেছে প্রচার,
তত রাজ্যে সাজাইব মুকুট তোমার,
কল্যাণি! অন্যথা এই তরবারি মম,
বিসর্জ্জি আসিব ওই ভূমধ্য-সাগরে।
প্রেয়সি! বিদায় দেও যাইব এখন।
মিশরে থাকিবে তুমি, কিন্তু ছায়া তব
যেতেছি লইয়া মম ছায়াতে মিশায়ে;
বিনিময়ে চিত্ত মম যাইব রাখিয়া
তব সহচর সদা,'—

ধরিয়া গলায়,
উন্মত্তের প্রায় সখি! কত কাঁদিলাম,
কত বলিলাম—'নাথ! নাহি চাহি আমি
রাজ্যধন; মুহূর্ত্তের ভালবাসা তব,
শত শত রাজ্যে কিংবা সমস্ত ধরায়,
নাহি পাবে ক্লিওপেট্রা। পৃথিবী কি ছার!
স্বর্গ তুচ্ছ তার কাছে, প্রাণেশ তোমার
প্রণয়-রাজ্যের রাণী যেই সুভাগিনী'।
কত কাঁদিলাম, সখি! কত বলিলাম,
কত শুনিমাম, কিন্তু বিফল সকল!
রণোন্মত্ত কেশরীরে, কেমনে স্বজনি।
রমণী বীতংস বল, রাখিবে বাঁধিয়া?
ফুটিল অধরে উষ্ণ কোমল চুম্বন

বিদ্যুতের মত,—সখি ! নাহি জানি আর”।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, পুনঃ বিধুমুখী,—
হায় ! সেই বিধু আজি নিবিড় জলদে
আচ্ছাদিত,—আরম্ভিল,—“পাইলাম জ্ঞান
যবে ওলো চারমিয়ন্ ! নাহি পাইলাম
আর হৃদয় আমার। নাহি দেখিলাম
চাহি আকাশের পানে, রবি শশী তারা।
ধরাতল মরুভূমি , নাহি তাহে আর
সুশোভার চিহ্ন মাত্র। শব্দ-বহ হায় !
নিঃশব্দ আমার কাণে। কেবল, স্বজনি !
দেখিলাম কি আকাশ, কিবা ধরাতল
এণ্টনিতে পরিপূর্ণ ! সুধু সমীরণ
বহিছে এণ্টনি স্বর ! দেখিতে, শুনিতে,
কিংবা ভাবিতে,—এণ্টনি ! ক্লিওপেট্রা কর্ণে,
কণ্ঠে, নয়নে, হৃদয়ে, এণ্টনি কেবল !
আহার, পানীয়, নিদ্রা, শয়ন, স্বপন—
এণ্টনি সকল ! সখি ! কি বলিব আর,
হইল জীবন মম অবিকল ওই
আফ্রিকার মরুভূমি, প্রত্যেক বালুকা-
কণা একটি এণ্টনি ! দিবা, নিশি, পক্ষ,
মাস, কিছুই আমার নাহি ছিল জ্ঞান।
গণিতাম কাল আমি বৎসরে কেবল।
অনন্ত ভুজঙ্গ-সম কাল বিষধর,
দাঁড়াইয়া এক স্থানে, হ’তো হেন জ্ঞান,
দংশিছে আমায় যেন অনন্ত ফণায়।
প্রভাতে উঠিলে রবি, ভাবিতাম মনে,

জিনিতে মিশর ওই আসিছে এণ্টনি,
রণবেশে! রবি অস্তে, সায়াহ্নে আবার
ভাবিতাম বীরশ্রেষ্ঠ চলি গেলা রোমে।
হাসি মুখে শশধর ভাসিলে গগনে,
ভাবিতাম আসিতেছে এণ্টনি আবার,
প্রণয়-পীযুষে হায়! জুড়াতে আমায়।
অস্ত গেল নিশানাথ প্রাণনাথ গেলা
ছাড়ি ভাবিতাম মনে। "এইরূপে সখি!
গেল যুগ, গেল বর্ষ, কিংবা মাস, দিন,
নাহি জানি। এক দিন তাপিত হৃদয়
জুড়াইতে জ্যোৎস্নায়, শুয়েছি নিশীথে
সুকোমল 'কৌচ'-অঙ্কে, ছাদের উপরে।
সেই দিন দূত-মুখে, নব পরিণয়
এণ্টনির, নারী-রত্ন 'অগস্তার' (২১) সনে
শুনিয়াছিলাম;—তরুভ্রষ্ট হায়! যেই
বিশুষ্ক বল্লরী, কেন রে দারুণ বিধি!
হেন বজ্রাঘাত পুনঃ তাহার উপরে?
শুয়েছি; উপরে নীল চিত্রিত আকাশ
প্রসারিত,—নাক্ষত্রিক চারু রঙ্গ-ভূমি!
মধ্যস্থলে শশধর হাসিয়া হাসিয়া,
রূপের গৌরবে যেন ঢলিয়া ঢলিয়া
করিতেছে অভিনয়। নক্ষত্র সকল

---

(২১) 'অগস্তা'—এণ্টনির দ্বিতীয়া পত্নী। এণ্টনি মিশর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাইয়া 'অগস্তাস সিজারের' সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিবার উদ্দেশে তাঁহার ভগ্নী 'অগস্তাকে' বিবাহ করিয়াছিলেন।

নীরবে, অচল ভাবে করিছে দর্শন
সেই সুশীতল রূপ। কেহ বা আনন্দে
জ্বলিতেছে ; অভিমানে নিবিতেছে কেহ ;
কেহ রূপে বিমোহিত পড়িছে খসিয়া।
ছুটিছে জীমূত-বৃন্দ উন্মত্তের প্রায়
আলিঙ্গিতে সেই রূপ ; উথলিছে সিন্ধু ;
রূপে মুগ্ধ—অধিক কি—ঘুরিছে ধরণী।
এই অভিনয় সখি ! দেখিতে দেখিতে
কতই নিদ্রিত ভাব উঠিল জাগিয়া
হৃদয়ের ! সময়ের তামস-গহ্বরে,
এই চন্দ্রালোকে, অঙ্কে অঙ্কে দেখিলাম
বিগত জীবন। কভু ভাবিলাম মনে,
আমি চন্দ্র, মেঘবৃন্দ বীরেন্দ্র সকল ;
নক্ষত্র মানবচয় ; আমি শশধর,
সিন্ধু বীরের অন্তর। আবার কখন
ভাবিলাম আমি চন্দ্র, ধরণী এণ্টনি।
ভাবিতেছিলাম পুনঃ এই চন্দ্রালোকে,
নব প্রণয়িনী-পাশে, নব অনুরাগে,
বসিয়া সুদূর রোমে প্রাণেশ আমার,
ভুলিছে কি ক্লিওপেট্রা ? ভাবিছে কি মনে—
'কোথায় নীলজ চারু ফণিনী আমার'—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ ? কিংবা অগস্তার
নবীন প্রণয়-রাজ্যে এবে এণ্টনির
হয়েছে কি অধিকৃত সমস্ত হৃদয় ?
করেছে কি ক্লিওপেট্রা চির-নির্ব্বাসিত ?
নবীনা সপত্নী নামে, ওলো চারমিয়ন্ !

জ্বলিয়া উঠিল তীব্র ঈর্ষার অনল
রমণী হৃদয়ে ; যেন বিশুষ্ক কাননে
অকস্মাৎ প্রবেশিল ভীম দাবানল।
রমণীর অভিমানে রমণী-হৃদয়
ভরিল। আরক্ত নেত্রে ছুটিল অনল।
যেই মানসিক বৃত্তি, প্রণয়ের তরে
ধরার কলঙ্ক রাশি ঠেলেছিল পায়ে,
আজি অপমানে পুনঃ সেই বৃত্তি-চয়
হ'লো খড়্গ-হস্ত সেই প্রণয়-ঘাতকে।
সুষুপ্ত ভুজঙ্গ যেন, দুষ্ট প্রহারকে,
বিস্তারিয়া ফণা ক্রোধে ছুটিল দংশিতে !
'কি ? মিশরের ঈশ্বরী ! টলেমি-দুহিতা !
ক্লিওপেট্রা আমি ! রূপে বিশ্ব-বিমোহিনী !
যে রূপের তেজে সেই ভুবন-বিজয়ী
সিজারের তরবারি পড়িল খসিয়া !
সামান্য গুঞ্জিকা তার, সে রূপ-রতন
এণ্টনি ঠেলিল পায়ে ?' তীরের মতন
বসিনু শয্যায় ; কিন্তু দুর্ব্বল শরীর
দুরূহ যন্ত্রণা, চিন্তা সহিতে না পারি,
ভুজঙ্গে দংশিতে যেন, পড়িল ঢলিয়া
শয্যার উপরে পুনঃ। মধুরে তখন
বহিল শীতল 'নীল'-নীরজ অনিল।
কোমল পরশে ধীরে হইল সঞ্চার
অর্দ্ধ নিদ্রা, অর্দ্ধ মূর্চ্ছা, ক্লান্ত কলেবরে।
দেখিনু স্বপন, সখি, ! কি যে দেখিলাম,
এখনো স্মরিতে কেশ হয় কণ্টকিত।

দেখিনু শার্দ্দূল এক,—ভীষণ-আকৃতি!—
নিবিড় অরণ্যে মম ধাইছে পশ্চাতে,
বিস্তারিয়া মুখ! ‘ত্রাহি ত্রাহি’—বলি আমি
চাহিনু আকাশ-পানে। দেখিলাম সখি!
অপূর্ব্ব তপন এবে উদিল গগনে
উজ্জ্বলিয়া দশ দিশ। করে আকর্ষিয়া
সেই মার্ত্তণ্ড আমারে তুলিল আকাশে,
সখি! আমি শোভিলাম শশধর-রূপে
বামে সখিতার। হায় এমন সময়ে
অকস্মাৎ রাহু আসি গ্রাসিল তাহারে।
হইয়া আশ্রয়হীনা আমি অভাগিনী
পড়িতেছিলাম বেগে, অর্দ্ধ পথে সখি!
বীর-সূর্য্য অন্য জন, হৃদয় পাতিয়া,
লইল আমারে। আমি আনন্দে মাতিয়া,
পরাইনু প্রেম-হার গলায় তাহার।
কিন্তু কি কুক্ষণে হায়! বলিতে না পারি!
সে হার-পরশে বীর হৃদয় তাহার,—
ফাটিত যে উরস্ত্রাণ রণরঙ্গে মাতি;—
হইল বিলাসে যেন নারী সুকুমারী!
পিধান হইতে অসি পড়িল খসিয়া,
(অরাতি মস্তকে ভিন্ন, নামে নাহি যাহা,)
কুসুম শয্যায়। শেষে মাথার মুকুট,
পড়িল খসিয়া ঐ ভূমধ্য-সাগরে,
অস্তগামী রবি যেন! কি বলিব আর,
যেই বক্ষে অরাতির অসংখ্য কৃপাণ
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,—যেন প্রচণ্ড শিলায়

স্ফটিকের দণ্ড, কিংবা মত্ত গজদন্ত,
হায় রে! যেমতি চন্দ্র-পর্ব্বত-প্রস্তরে,—
মম প্রেমহার তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত,
সেই বক্ষে প্রিয় সখি পশিল আমূল!
তখন সে হার ধরি ভুজঙ্গের বেশ,
ছুটিল পশ্চাতে মম। সভয়ে তখন,
ডাকিতেছি—'কোথা নাথ! এমন সময়ে,
কোথা নাথ!'—
'প্রিয়ে এই চরণে তোমার!'—
যে সঙ্গীতে এই ধ্বনি পশিল শ্রবণে,
সে সঙ্গীত ক্লিওপেট্রা শুনিবে না আর!
ভাঙ্গিল স্বপন সখি ফুটিল চুম্বন,
বিশুষ্ক অধরে মম। মেলিয়া নয়ন,
দেখিলাম প্রাণনাথ হৃদয়ে আমার!
অভিমানে বলিলাম,—সে "কি নাথ, 'ছাড়ি
রোমরাজ্য, ছাড়ি নব প্রণয়িনী, কেন
এখানে আপনি? কিংবা এ আপনি নন,
এই ছায়া আপনার আসিয়াছে বুঝি,
বিরহ-আতপ-তাপে জুড়াতে আমায়!'
'নিমজ্জিত হ'ক রোম টাইবরের জলে,
রাজ্য, প্রণয়িনী সহ। এই রাজ্য মম',—
বলিলা হৃদয়ে ধরি হৃদয় আমার।
'প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রা; ইহ জীবনের
সুখ এই',—পুনঃ নাথ চুম্বিলা অধর;
'জীবন তোমার প্রেম, বিরহ, মরণ!'
"দূরে গেল অভিমান, রমণীর প্রেম-

স্রোতে অভিমান, সখি ! বালির বন্ধন।
বলিলাম, 'সত্য নাথ ! এই হৃদয়ের
তুমি অধীশ্বর, কিন্তু বলিব কেমনে
এই ক্ষুদ্র রাজ্য তব ? অনন্ত জলধি-
জলে যেই শশধর করে ক্রীড়া, নাথ !
ক্ষুদ্র সরসীর নীরে মিটিবে কেমনে
ক্রীড়া-সাধ, প্রাণেশ্বর ! সেই শশাঙ্কের ?
প্রণয়-বারিদ তুমি ! তুমি যদি তবে
রাখ সসলিলা এই সরসী তোমার,
যোগাবে, অনন্ত বারি, এই প্রেমাধিনী'।
"মৈশরী-হৃদয়াকাশে প্রণয়ের শশী
প্রকাশিল যদি পুনঃ, মিশরে আবার
ছুটিল দ্বিগুণ বেগে আমোদ জোয়ার
কত রাজ্য সিংহাসন, আসিল ভাসিয়া
ক্লিওপেট্রা-পদতলে বলিব কেমনে।
সমস্ত পূরব রাজ্য মিলি এক তানে,—
'পূরব রাজ্যের রাণী, মিশর ঈশ্বরী !'—
গাইল আনন্দস্বরে ! সেই ধ্বনি রোমে
জাগাইল সুপ্ত সিংহ কনিষ্ঠ সিজার (২২)
কুক্ষণে ! কুগ্রহ সখি ! হইল তখন
ক্লিওপেট্রা, এণ্টনির অদৃষ্টে সঞ্চার।
শুনিনু গর্জ্জন তার সহস্র কামানে,
মিশরে বসিয়া সখি ! ছুটিল হর্য্যক্ষ
অসংখ্য অর্ণব পোতে, গ্রাসিতে মিশরে,

---

(২২) কনিষ্ঠ সিজার—অগষ্টাস্ সিজার।

শতধা বিদারি ভীম ভূমধ্য সাগর,
সহোদরা-অপমান প্রতিবিধানিতে ! (২৩)
নির্ভয় হৃদয়ে সখি ! সাজিল এণ্টনি,
হেলায় খেলিতে যেন বালকের সনে।
বলিয়া আমারে নাথ ! হাসিয়া হাসিয়া—
'মিশরে বসিয়া প্রিয়ে : দেখ মুহূর্ত্তেকে
বালকের ক্রীড়া-সাধ আসি মিটাইয়া।'
ধৈর্য্য মানিল না মনে ; ভাবিলাম যদি
পাপিষ্ঠা সপত্নী আসি প্রাণেশে আমার
ল'য়ে যায় এ কৌশলে ! বলিলাম—'নাথ।
বহুদিন-সাধ মম করিতে দর্শন
অর্ণব-আহব, প্রভু পূরাও সে সাধ,
তুমি যদি না পূরাবে কে পূরাবে আর
বীরেন্দ্র !' হাস্যিয়া নাথ বলিলা আমারে,—
'সাজ তবে, বীরেন্দ্রাণি ! বালকের রণে
মহারথী ক্লিওপেট্রা, সারথি এণ্টনি !'
আপনি প্রাণেশ, রণবেশে সাজাইলা
আমায়, সজনি সুখে ! সাজাইতে, হায় !
কত যে কি সুখ নাথ দেখিলা নয়নে,
চুম্বিলা অধরে, সখি ! পরশিলা করে,
বলিব কেমনে ? অঙ্কে অঙ্কে বিরাজিয়া
স্ফুট নলিনীর, অলির যে সুখ, পদ্ম
বুঝিবে কেমনে ? আমি আপনি সজনি !

---

(২৩) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এণ্টনির দ্বিতীয়া পত্নী অগষ্টাস্‌রের সহোদরা ছিলেন।

বীরবেশে প্রেমাবেশে হইনু বিভোর।
ফুরাইলে বেশ, নাথ হাসিয়া আদরে,
সমর্পিয়া করে চারু কুসুমের হার,
বলিলা—'কি কাজ প্রিয়ে! অস্ত্রেতে তোমার?
বিনা রণে, এই অস্ত্রে জিনিবে সংসার'।
"অসংখ্য অর্ণবযান, সৈন্য, অস্ত্র, ভরে
প্রায় নিমজ্জিত কায়; বিশাল ধবল
পক্ষে বন্দী করি দেব প্রভঞ্জনে দর্পে;
বিক্রমে ফেণিয়া সিন্ধু; চলিল সাঁতারি
যেন প্রমত্ত বারণ। চলিলাম আমি
নির্ভয়ে, কেশরী যেই হরিণীরে সখি!
দিয়াছে অভয়, তবে কি ভয় জগতে?
বীর-প্রণয়িনী আমি, বীরের সঙ্গিনী,
ডরিব কাহারে? কিন্তু অবলা-মনের
না জানি কি গতি! যত আশ্বাসিয়া মন
করি ভাসমান, তত ভাবী আশঙ্কায়
হইতেছে ভারি! ততকাল রঙ্গে মম
চকিত কল্পনা হায়! অজ্ঞাতে কেমনে,
চিত্রিতেছে ভবিষ্যত! যদিও না জান,—
পরচিত্ত-অন্ধকার!—বুঝিনু তথাপি
ভাবী অমঙ্গল ছায়া পড়েছে হৃদয়ে
এণ্টনির। লুকাইতে সে করাল ছায়া
রমণীর কাছে নাথ, হয়েছে মগন
সঙ্গীতে সুরায়।
"দ্রুত ভাঙ্গিল স্বপন।
ভয়ঙ্কর!! একি দেখি সম্মুখে আমার!

অসীম বারিদ-পুঞ্জ, ভীম-কলেবর,
পড়েছে খসিয়া ওকি জলধি-হৃদয়ে ?
খেলিছে বিদ্যুত ওকি জীমূত-ঘর্ষণে ?
ওকি শব্দ ভয়ঙ্কর ? জীমূত গর্জ্জন ?
সকলই ভ্রম ! সখি, শুকাইল মুখ ;
বিপক্ষ তরণী-ব্যূহ সজ্জিত সমরে !
বিদ্যুত,—কামান-অগ্নি ; দুর্জ্জয় কামান
মুহুর্মুহুঃ মেঘ-মন্দ্রে গর্জ্জিছে ভীষণ !
যেই দৃশ্য—নেত্রে, কর্ণে, চিত্তে ভয়ঙ্কর !—
দেখিলাম চার্‌মিয়ন্‌, বলিব কেমনে
কামিনী-কোমল-কণ্ঠে ? শুনিবে তোমরা
নারী-কোমল-হৃদয়ে ? দেখে থাক যদি
প্রতিকূল প্রভঞ্জনে প্রাবৃট-অম্ভোদ
আঘাতিতে পরস্পরে, বিলোড়ি গগন,
ছিন্ন নক্ষত্র-মণ্ডল, বুঝিবে কেমনে
প্রতিকূল তরীব্যূহ পশিল সংগ্রামে।
মুহূর্ত্তেকে ধূম-পুঞ্জে ঢাকিল জলধি
আঁধারিয়া দশদিশ ; কিন্তু না পারিল
সংহারক রণমূর্ত্তি লুকাতে আঁধারে।
সেই অন্ধকারে সখি ! অঙ্গ মিশাইয়া
তরীর উপরে তরী ঝাঁপ দিল রোষে।
গর্জ্জিল কামান, ঝাঁপ দিল শত সূর্য্য
ফেণিল সাগরে, তরীবৃন্দ বিদারিয়া
নিমজ্জিয়া জলে, নররক্তে কলঙ্কিয়া
সুনীল সলিলে। হায় ! সখি, তুচ্ছ নর,
আপনি জলধি, সেই ভীষণ নির্ঘাত,

তীব্র অনল-বর্ষণ, না পারি সহিতে,
করিতেছে ছট্‌ফট্‌ উত্তাল তরঙ্গে,
ফেণিয়া ফেণিয়া ; ঘন ঘন নিশ্বাসিয়া।
পড়িতেছে আছাড়িয়া কূলের উপরে
তরণীর প্রতিঘাত ; কামান-গর্জ্জন ;
দহ্যমান তরণীর অনল-হুঙ্কার ;
বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টি অস্ত্র ঝনৎকার ;
জেতার বিজয়ধ্বনি ; জিতের চীৎকার ;—
ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গ, সিন্ধু-আস্ফালন
ভয়ঙ্কর ! নিরখিয়া উড়িল পরাণ ;
অবলা হৃদয় ভয়ে হইল অচল।
বলিলাম কর্ণধারে,—'ফিরাও তরণী,
বাঁচাও পরাণ'। আজ্ঞা মাত্র সংখ্যাতীত
ক্ষেপণী-ক্ষেপণে, বেগে চলিল তরণী
মিশর-উদ্দেশে হায় ! মন্দুরার মুখে
ছুটিল তুরঙ্গ যেন। কিছুক্ষণ পরে
সভয়ে ফিরায়ে আঁখি দেখিতে পশ্চাতে,
দেখিলাম ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমার !
না দেখি তরণী মম, রণে ভঙ্গ দিয়া
উন্মত্তের প্রায় ওই আসিছে এণ্টনি !
আকাশ ভাঙ্গিয়া হায় ! পড়িল মস্তকে
অকস্মাৎ. ভাবিলাম মনে, এ সময়ে
নাথের সহিত যদি হয় দরশন,
অনুতাপে নাহি জানি কোন অপমান
করিবে আমার ! হায়. কেন আসিলাম,
আমি কেন মজিলাম ! নাহি ডুবিলাম

কেন জলধির তলে ? নাহি মরিলাম
সেই বিষম সংগ্রামে, নাথের সম্মুখে ?
কেন আসিলাম আমি !--কেন মজিলাম !
"অনাহারে, অনিদ্রায়, মুমূর্ষুর মত
অবতীর্ণা হইলাম মিশরের তীরে
বহুদিনে ! এই রণে গিয়াছিনু, সখি !
এণ্টনির সোহাগিনী, পৃথিবীর রাণী ;
আসিলাম ভিখারিণী ডুবায়ে এণ্টনি।
চলিলাম গৃহমুখে, বিসর্জ্জন করি
মাথার মুকুট, ভাবী রোম-সিংহাসন,
এণ্টনির প্রেম,—হায় ! মৈশরী-জীবন !—
ভূমধ্য-সাগরে ; এই জীবনের মত
বিসর্জ্জিয়া যত আশা-আকাশ-কুসুম,
চলিলাম গৃহে ,—কোন মতে, কোন পথে,
নাহি ছিল জ্ঞান। নিল উড়াইয়া যেন
মানসিক ঝটিকায়। প্রবেশি প্রাসাদে
দেখিলাম অন্ধকার ! নাহি সে মিশর
রাজ্য, নাহি রাজধানী, দেখিনু কেবল,—
অন্ধকার,—মরুভূমি,—সমস্ত ভূতল
হইতেছে তরঙ্গিত-ভীম ভূকম্পনে।
সেই অন্ধকার, সেই মরুভূমি-মাঝে
দেখিনু কেবল—মম সমাধি-ভবন !
চলিলাম সেই দিগে, উন্মাদিনী আমি !
বলিলাম—তোমারে কি ? না হয় স্মরণ,
চারমিয়ন্ ! বলিলাম—'আসিলে এণ্টনি,
অনুতাপে ক্লিওপেট্রা ত্যজিল জীবন,

বলিও প্রাণেশে মম ; বলিও তাঁহারে,
মৈশরীর শেষ ভিক্ষা—ক্ষমিও এণ্টনি !'
সমাধির দ্বারে সখি ! পড়িল অর্গল।
"আসিল এণ্টনি ; সখি ! নাথের সে মূর্ত্তি
স্মরিলে এখনো মম বিদরে হৃদয় !
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, উন্মত্ত, উজ্জ্বল !
প্রশস্ত ললাট যেন ধবল প্রস্তর,
নাহি রক্ত-চিহ্ন মাত্র ! বিষাদ লিখেছে
রেখা কপোলে, কপালে, অনুকারী যেন
বার্দ্ধক্যে ! চিত্রেছে শুক্লে মস্তক সুন্দর !
এত রূপান্তর সখি ! এই কত দিনে
গিয়াছে নাথের যেন কতই বৎসর !
শুনিলা সখীর মুখে, স্তম্ভিতের মত,
অনুতাপে ক্লিওপেট্রা, ত্যজিল জীবন,
মৈশরীর শেষ ভিক্ষা, ক্ষমিও এণ্টনি'।
'ক্ষমিলাম'———বলি নাথ হৃদয় চাপিয়া
দুই হাতে, প্রবেশিলা রাজ-হর্ম্ম্যে বেগে,
বিদ্যুতের গতি ! হেন কালে চারি দিগে
উঠিল নগরে সখি : ভীম কোলাহল।
ভূমধ্য-সাগর যেন তীর অতিক্রমি
প্লাবিল মিশর ! ত্রাসে বাতায়ন পথে
দেখিলাম, নহে সিন্ধু, সৈন্য সিজারের,
লুটিতেছে হতভাগ্য নগর আমার।
অপূর্ব্ব সিজার-গতি ! চক্ষুর নিমেষে
ঘেরিল সমস্ত পুরী, সমাধি আমার ;—
পড়িনু ব্যাধের জালে আমি কুরঙ্গিণী !

কিন্তু ওকি সহচরি ? সমাধির তলে ?
ওই শয্যার উপরে ?—মুমূর্ষু এণ্টনি !
চাহিলাম ঝাঁপ দিতে শয্যার উপরে,
তুমি ধরিলে অমনি : তুলিলাম নাথে
সমাধি উপরে, হায় ! সমাধি উপরে !
এই ছিল লেখা সখি ! কপালে আমার,
কে জানিত ! প্রাণনাথ বলিলা আমারে—
সেই স্বর প্রিয়সখি : অস্ফুট দুর্ব্বল।—
মৈশরি ! ভবের লীলা ফুরাইল আজি
এণ্টনির ; পৃথিবীতে প্রেয়সি ! আমার
আর নাহি প্রয়োজন ; ফুরাইল কাল,
আমি যাই অস্তাচলে। এই অস্ত্র-লেখা
প্রিয়ে হৃদয়ে আমার, নহে শত্রু দত্ত ;
হেন সাধ্য কার ? নাহি এই ভূমণ্ডলে
এণ্টনি বিজয়ী,—বিনে ক্লিওপেট্রা,—আজি
এণ্টনির করে প্রিয়ে ! আহত এণ্টান।
আসিয়াছি, শেষ সুরাপাত্র করি পান
তব সনে, প্রণয়িনি ! লইতে বিদায় ;
দেও, প্রিয়তমে ! যাই—বিদায়-চুম্বন'।
"সুরা, করিলাম পান, চুম্বিনু চুম্বন ;
শুনিনু অস্ফুট স্বরে, জন্মের মতন—
'ক্লিও—পেট্রা !—প্রণ—য়ি—নী !'
'প্রাণনাথ ! আমি
ক্লিওপেট্রা অভাগিনী !'—বলি উচ্চৈঃস্বরে,
আঁটিয়া হৃদেশে সখি ! ধরিনু হৃদয়ে।
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে যুগল-নয়ন—

জ্যোতিতে যাহার রোম আছিল উজ্জ্বল ;
অসংখ্য সমর-ক্ষেত্রে, কিরণ যাহার
ছিল বিভাসিত যেন মধ্যাহ্ন-তপন ;
খেলিত বিদ্যুত মত সৈন্যের হৃদয়ে
উত্তেজিয়া রণরঙ্গে ;—নিবিল ক্রমশঃ।
মানব-গৌরব-রবি হ'লো অস্তমিত।
'প্রাণেশ্বর ! প্রাণনাথ ! এণ্টনি আমার !'—
ডাকিলাম বারংবার উন্মাদিনী-প্রায় ;
'প্রাণেশ্বর ! প্রাণনাথ ! এণ্টনি আমার !'—
শুনিলাম উত্তরিল স্মাধি-ভবন—
প্রাণে———শ্বর———প্রাণ !———"

আহা ! সহিল না আর ;
অবশ মস্তক-ভরে, গ্রীবা দুঃখিনীর
পড়িল ভাঙ্গিয়া, বামা পড়িল ভূতলে,
ব্যাধ-শরে বিদ্ধ যেন বন-কপোতিনী !
অতি ব্যস্ত সখিদ্বয় ধরাধরি করি,
তুলিল শয্যায় শ্বেত প্রস্তর-পুত্তলী।
উরঃ-বাস, কটীবন্ধ, করিয়া মোচন,
শীতল তুষার-বারি উরসে, বদনে,
বরষিল ; কিন্তু নাহি পাইল চেতন
অভাগিনী ! তবু নাহি মেলিল নয়ন।
সহচরীদ্বয় দুঃখে বসিয়া নিকটে
কান্দিতেছে সখী-শোকে,—হৃদয় বিকল !
অকস্মাৎ তীরবেগে, বসিয়া শয্যায়,—
মুষ্টিবদ্ধ করদ্বয়, বিস্তৃত নয়ন—
তীব্র জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ !—চাহি শূন্যপানে,

উন্মত্ত, বিকৃত, কণ্ঠে বলিতে লাগিল।—
"পরিণয়!—পরিণয়!—তুচ্ছ পরিণয়
যদি না থাকে প্রণয়! প্রণয়-বিহনে
পরিণয়! পরিমল-হীন পুষ্প! মণি—
হীন ফণী,—আজীবন অনন্ত দংশক!
মধু-হীন মধু-চক্র,—মক্ষিকা-পূরিত;
হেন পরিণয়-বলে, ওই দেখ সখি!
এণ্টনির পাশে বসি, অগস্তা সিল্‌ভিয়া,
আমায় কুলটা বলি করে উপহাস।
কি কুলটা ক্লিওপেট্রা! প্রণয়ের তরে
বিসর্জ্জিয়া কুল আমি পেয়েছিনু যারে;
কুল তুচ্ছ, প্রাণ দিয়া তোরা অভাগিনী
না পাইয়া তারে, আজি তোরা গরবিণী,
পোড়া পরিণয় বলে? পরিণয় বলে
জীবলোকে তোরা নাহি পাইলি যাহারে,
দেখিব অমরলোকে, পরিণয়-বলে
তারে রাখিবি কেমনে।" উন্মাদিনী হায়!

ছুটিল তড়িত বেগে সহচরীদ্বয়,
না পারিল প্রাণপণে রাখিতে ধরিয়া।
প্রবেশিয়া কক্ষান্তরে, দ্রুত হস্তে বামা
একটি সুবর্ণ-কৌটা খুলিল যেমতি,
ক্ষুদ্র বিষধর এক ফণা বিস্তারিয়া,
বসাইল বিষদন্ত কোমল হৃদয়ে,—
রূপে মুগ্ধ ফণী যেন করিল চুম্বন!
সখীদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে করিল চীৎকার,
ভূতলে ঢলিয়া আহা! পড়িল মৈশরী!

"এই বেশে চার্‌মিয়ন্‌! ভেটিয়া ছিলাম
নাথে চিদনস্‌ তীরে; এই বেশে আজি
চলিলাম প্রাণনাথে ভেটিতে আবার!"
বলিতে বলিতে বিষে, কালিমা সঞ্চার
করিল অতুল রূপে; যেই রূপে হায়!
সমস্ত রোমান-রাজ্য—প্রাচীনা পৃথিবী—
ছিল বিমোহিত; যেই রূপে জলে, স্থলে,
হ'লো প্রজ্বলিত কত সমর-অনল;
কতই বিপ্লবে রোম হ'লো বিপ্লাবিত;
নিবিল সে রূপ আজি, মরিল মৈশরী,
সমর্পিয়া কালে পূর্ণ যৌবন-রতন;
অপূর্ব্ব রমণী কীর্ত্তি—রূপে, গুণে, দোষে!—
রাখি ভূমণ্ডলে হায়! রাখি প্রতিবিম্ব
অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে।

ভারত-উচ্ছ্বাস।

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"

১

গাইছে পশ্চিমে, পূরবে, দক্ষিণে,
ভারতসাগর আনন্দে তরল;
নাচিয়া নাচিয়া নীলিমা অসীমে,
দেয় করতালি তরঙ্গ চঞ্চল।
ঢলাঢলি করি লহরে লহরে
সুখ সমাচার কহিছে বেলায়;

রাজ-প্রতীক্ষায় আনন্দ-অন্তরে,
সাজে তীর দীর্ঘ হীঃ কমালায়।

২

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
গাইয়া আনন্দে মলয় অচল.
ঘোষিছে সিন্ধুর আনন্দ ভারতী,
উড়ায়ে আকাশে, সমীরে চঞ্চল
সুচারু কুসুম-পল্লব—কেতন।
পুষ্পগন্ধসহ আনন্দের ধ্বনি
মলয় অনিল করিছে বহন;
নাচে স্বর্ণ লঙ্কা সাগরবাসিনী।

৩

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
শৈলকর মালা তুলিয়া আকাশে,
প্রতিধ্বনি করি, প্রাচি-অদ্রিপতি,
মহানন্দে 'করমণ্ডল' সম্ভাষে।
সুদূর প্রাচীতে শীত-পূর্ণিমাতে
পূর্ণচন্দ্র শিরে করিয়া ধারণ,
নীলমণি পথ বঙ্গের অধাতে
সে 'চন্দ্রশেখর' করে প্রদর্শন।

৪

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
সপ্তাল-ধ্বজা তুলিয়া আকাশে
ওই বিন্ধ্যাচল দেয় রাজারতি,
আরণ্য আহ্লাদে নৈমিষে সম্ভাষে।

প্লাবি দাক্ষিণাত্য, প্লাবি আর্য্যাবর্ত্ত,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে এই আনন্দের ধ্বনি
হয়ে প্রতিধ্বনি, শৃঙ্গে শৃঙ্গে তত্ত্ব
শুনিলা শৃঙ্গেশ হিমাদ্রি আপনি।

৫

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে হিমাচল,
উড়ায়ে আকাশে শ্বেত মেঘাকৃতি
অনন্ত তুষার-কেতন ধবল।
হ'লো প্রতিধ্বনি নদনদী বনে
গম্ভীরে সমুদ্র করিল উত্তর;
চমকি ভারত শুনিয়া শ্রবণে,
কহিলা জননী বিস্মিত অন্তর—

"জয় ভারতের! ভাবি-রাজ্যেশ্বর!—
এ কোন কুহক বুঝিতে না পারি;
হায়! শতাধিক বৎসর অন্তর,
এই সুখ স্বপ্ন হইল কাহারি?
আবার ভারত প্রেমার্দ্র নয়নে,
দেখিবে আপন নৃপতি-বদন?
অবধি যাহার চন্দ্র সূর্য্য সনে,
শতবর্ষ শূন্য সেই সিংহাসন!

৭

"এই শতবর্ষে, কত আশা হায়!
মৃতকল্প দেহে হইয়া সঞ্চার

বিজলি ঝলকে, বিজলীর প্রায়
বিষাদ-আকাশে মিশেছে আবার।
আজি কি কুহক!—ভাবি-রাজ্যেশ্বর,
রাজ্ঞী-জ্যেষ্ঠপুত্র, কিসের লাগিয়া
আসিবেন দীনা ভারত ভিতর,
ছাড়িয়া অমরাবতী 'বৃটনিয়া'?

৮

"যে ভারত-নাম ইংলণ্ডবাসির
উপন্যাস গত! অভাগীর শিরে
দুর্ব্বাসার শাপ! ভ্রমেও রাজ্ঞীর
না হয় স্মরণ যেই দুঃখিনীরে;
মহাসভাগৃহে যার নামে, হায়!
ঘোর মহানিদ্রা হয় আবির্ভূত!
সে ভারতে—আমি মত্ত দুরাশায়!—
সে ভারতে আজি রাজ্ঞী-জ্যেষ্ঠসুত?

৯

"এ কি!! মুহুর্মুহুঃ যুড়িয়া ভারত
একবিংশ ধ্বনি ধ্বনিছে কামান,
আনন্দ নির্ঘোষে: সব স্বপ্নবৎ!
মুহুমুহুঃ এই নরেন্দ্র প্রণাম!
নহে স্বপ্ন;—হাসি ঝলকে ঝলকে
কহে সৌদামিনী—শুভ সমাচার।
নহে স্বপ্ন; নেত্র পূরিল পুলকে
কুমার 'এলবার্ট' সম্মুখে আমার!

১০

"যুবরাজ!
ত্যজি বৃটনিয়া ত্রিদিব-আলয়,
দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র করিয়া লঙ্ঘন,
যদি বা ভারতে হইলে উদয়,
কেন আজি এই আতিথ্য গ্রহণ?
হায়! হায়! হেন দয়ার-সাগরে
করুণা সুধাংশু পূরিত আকাশে,
হায় রে অদৃষ্ট!—হৃদয় বিদরে—
ইহাতেও হায়! মরীচিকা ভাসে?

১১

"না না মানিব না; প্রাণে নাহি সহে;
ভিখারী মানে না কৌশল দাতার।
একি কথা! শুনেন দুঃখে হাসি, নহে
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি, অতিথি, কুমার!
রাজ্ঞীপুত্র তুমি, যে হও সে হও,
ভাবি-রাজ্যেশ্বর—বৃটিশ-তপন;
লও ভারতের সিংহাসন লও,
বহুদিন পরে জুড়াই নয়ন।

১২

"এই ধরাতলে আদি হিন্দুজাতি,
ধরাতলে আদি হিন্দুসিংহাসন;
আচন্দ্র ভাস্কর হায়! যার ভাতি,
এবে শূন্য সেই পুণ্য সিংহাসন।
বসি সিংহাসনে দেখ একবার,
অদৃষ্টের শোক-অভিনয় স্থান;

দেখ শেষ অঙ্ক—শোক পারাবার—
আজি হিন্দুস্থান, হিন্দুর শ্মশান !

১৩

"যখন নিরখি হিমাদ্রি-শেখর ;
নিরখি যখন নীল বিন্ধ্যাচল,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি, গীত, গৌরব আকর,
শুনি যবে স্বপ্নে হইয়া বিহ্বল,
জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদার মুখে ;
বিংশতি কোটি জীব মৃতাকার—
দুর্ব্বিষহ ভার!—বাজে যবে বুকে ;
তখনই জানি অস্তিত্ব আমার।

১৪

"হায় ! রাজপুত্র, কি দেখিতে হায়
পতিতা ভারতে তব আগমন ?
ভারতের কীর্ত্তি এবে স্বপ্নপ্রায় ;
আসমুদ্র গিরি তোমার স্বজন !
তোমার ইঙ্গিতে দেশ দেশান্তরে,
আপনি বিদ্যুত বহে সমাচার ;
তব পরশনে চলে রোষ ভরে
বাষ্পীয় বাহন ছাড়িয়া হুঙ্কার।

১৫

"তোমার সাহিত্যে, তোমার সঙ্গীত,
তোমারই শিল্প, তোমার আচার,
তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত,
ভারতের আহা ! কি রয়েছে আর !

ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে 'মেনচেষ্টার';
লবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে 'লিবরপুলে' লবণ তাহার!

১৬

"যাও তুমি আজি ছাড়িয়া ভারত,
কালি বিবসনা বসিয়া দুঃখিনী
নিরশনে, যেন স্বপ্নোত্থিতবৎ!
হাহাকার শব্দে ফাটিবে মেদিনী॥
শাসনের যন্ত্র হইবে,বিকল,
সভ্যতার যন্ত্র চলিবে না আর
যন্ত্রীর বিহনে, সকলি অচল!
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন পারাবার।

১৭

"পশ্চিম হইতে গরজি গম্ভীরে,
বিপ্লব ঝটিকা করিবে প্রবেশ;
নিরস্ত্র ভারত, অরক্ত শরীরে,
ভীম উৎপীড়নে হইবে নিঃশেষ!
হায়! যুবরাজ, এই পরিণাম
শতবর্ষ তব দাসত্ব করিয়া?
ভারতের বল, বীর্য্য, কীর্ত্তি, নাম,
চিরদিন তরে গেল কি নিবিয়া?

১৮

"ছিল অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ যার,
আজি পরহস্তে আত্মরক্ষা তার;

অক্ষয় আছিল যার অস্ত্রাগার,
আজি অশ্রুরাশি মহাস্ত্র তাহার!
মহাকাব্য ‘মহাভারত’ যাহার,
মহা রঙ্গভূমি ‘কুরুক্ষেত্র’ হায়!
ভীষ্ম কৃষ্ণার্জ্জুন অভিনেতৃ যার,
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়!

১৯

“যাও’ যুবরাজ! রাজপুতনায়,
বীর ইতিহাসে পরিপূর্ণ যার
প্রতিপদ; যার প্রতিপদ’ হায়!
কীর্ত্তিস্তম্ভ কাল-সাগর-বেলায়।
এখনো ‘চিতোরে’ স্মৃতির নয়নে,
দেখিবে ‘পদ্মিনী’ চিতার অনল;
সেই স্মৃতি তব দয়ার্দ্র নয়নে,
আনিবে কি আহা’ একবিন্দু জল?

২০

“এ মহাশ্মশানে দাঁড়ায়ে কুমার,
জিজ্ঞাসিবে যবে—‘এই রাজস্থান?
উপহাসচ্ছলে অদৃষ্ট দুর্ব্বার
করিবে উত্তর—‘এই রাজস্থান?’
যাও, যুবরাজ, নর্ম্মদার কূলে,
ক’বে স্রোতস্বতী কল কল স্বনে,
পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র বীরাঙ্গনাকুলে,
সম্মুখ সমরে মরিত কেমনে।

২১

"মহারাষ্ট্রজাতি,—নিদ্রাতেও যার
শিয়রে তুরঙ্গ কটিবন্ধে অসি;
হলো অস্তমিত বিক্রমে যাহার,
মোগলের বিশ্বত্রাস 'অর্দ্ধ-শশী!'
শেষ পাণিপথে' 'এসাই' সমরে
স্বাধীনতা তরে মত্ত সিংহপ্রায়
যুঝিল যে জাতি প্রাণপণ করে,
যুবরাজ! আজি সে জাতি কোথায়?

২২

"একপদ আর;—সম্মুখে 'পঞ্জাব'
বীরপ্রসবিনী, 'সিখের' জননী;
'চিলেনোয়ালায়' যাহার প্রভাব,
দেখিলা বৃটিশকেশরী আপনি।
'সিপাহি-বিদ্রোহে' ভারতকলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত ধরায়,
সেই 'সিখ' জাতি—বীরের আতঙ্ক!
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

২৩

"আজি সে জাতির ভস্মরাশি হায়!
সিন্ধু জাহ্নবীর নর্ম্মদার তীরে
পড়ে আছে; ক্রমে বিধির ইচ্ছায়
হইবে বিলীন কালসিন্ধু নীরে।
আজি ভস্মময় ভারত-হৃদয়,
একটি ধমনী নাহি চলে তার,

রাজ-পরশনে কর, দয়াময় ;
এই ভস্মমাঝে জীবন-সঞ্চার।

২৪

"বিংশতি কোটি জীবন্মৃত নর,
জয় জয় শব্দে উঠিবে নাচিয়া,
সেই জয়নাদে পৃথিবী ভিতর,
কোন সিংহাসন রবে, না টলিয়া?
আসুক রুসিয়া আসুক প্রুসিয়া,
আসুক সমগ্র নৃপতিমণ্ডল ;
বৃটিশ-পতাকা গগনে তুলিয়া,
একাকী ভারত যুঝিবে সকল।

২৫

"সিন্ধু অতিক্রমি এই জয়ধ্বনি,
জুড়াবে বৃটনে মায়ের শ্রবণ ;—
প্রেম-অশ্রুজলে ভাসিবে জননী,
শুনি মৃত কন্যা পাইল জীবন।
যুবরাজ !—যবে মাতৃসিংহাসন
উজ্জলিবে, যথা ওই শশধর ;
স্মৃতিতে বিহ্বল, শুনিবে তখন,—
"জয় 'এডোয়ার্ড' ভারত-ঈশ্বর !"

বন্ধুতা ও বিদায়।

(সময়—সন্ধ্যা। স্থান—শ্রীক্ষেত্র সমুদ্র-সৈকত।)

১

এ জীবন ফিরিবে না আর,
কালের তরঙ্গে সখে, যে রত্ন ভাসিয়া গেল,
গেল চিরদিন তরে, ফিরিবে না আর।
হায় রে! জীবন-নদী, এক স্রোত-প্রবাহিনী,
চলিয়াছে এক স্রোতে উজান বহে না আর।

২

যা যায় তা যায় সখে, বড়ই মধুর।
কৈশোরে শৈশব যেন, পবিত্র স্বরগ-শোভা,
যৌবনে কৈশোর শোভা, মরি কিবা মনোলোভা।
সেই খেলা, সেই হাসি,
বিমল আনন্দ রাশি,
সে পবিত্র জগতের,—মরি কি সুন্দর!—
সে বিশ্বাস, ভালবাসা, তরল অন্তর।

৩

যৌবন-সঞ্চারে সেই পবিত্র জগতে,
কত রূপান্তর!
বিশ্বাসে সন্দেহ আসে,
ভালবাসা স্বার্থে গ্রাসে,
তরল অন্তর হয় কঠিন প্রস্তর।
কৈশোরের সরলতা—
নিরমল জ্যোৎস্নায়,
কুটিল করাল ছায়া ক্রমশঃ মিশিয়া যায়।

৪

যদি না মিশিল,
তুমি অভাগা মানব, তোমার জীবন,
সংসার-সাগর-বক্ষে
কর্ণধার-হীন তরী,
প্রত্যেক তরঙ্গ-ক্রীড়া.
পরিণাম নিমগন !

৫

বন্ধুত্বে বিপদ তব, প্রণয় নিরাশ,
ভীষ্ম শরশয্যা তব সংসার নিবাস।
সকলি মায়ার খেলা,—
আজি যথা হাসি রাশি,
কালি তথা দাবানল ;
আজি যাহা সুধাময়,
কালি তাহা হলাহল।
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে কর পর উপকার,
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদানে তার

৬

এ সিন্ধু-সৈকতে সান্ধ্য গগন ছায়ায়
বসি তব পাশে সখে, উচ্ছ্বসিত প্রাণে
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার,
দেখায়েছি কতবার,
কতবার তীক্ষ্ণ অসি কৃতঘ্নতা করে,
সহিয়াছি অকাতরে কোমল অন্তরে

৭

একদা প্রভাতে সখে, মেলিয়া নয়ন
সিন্ধু প্রান্তে সুসজ্জিত জলদ-মালায়
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্ত্তি প্রায়।
যেমতি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত অতীব সুন্দর,
রহিয়াছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিয়া
উর্ম্মির উপরে যেন উর্ম্মি সাজাইয়া।
নিম্ন স্তরে সাগরোর্ম্মি সুনীল বরণ,
উচ্চ স্তরে শেখরোর্ম্মি শ্যাম সুদর্শন।
গলিল হৃদয় ধীরে ভিজিল নয়ন
জননীপ্রতিম মূর্ত্তি করি দরশন।
দূর হতে প্রণমিয়া কহিলাম ধীরে—
"জন্মভূমি, কেন মাতা দেখা দিলে ফিরে?
হৃদয়ের রক্তে অঙ্গ আসিনু মাখিয়া,
বালার্ক রক্তিম করে তাহা অভিনিয়া
আসিলে কি দেখাইতে? পরীক্ষিতে আর
এখনো বহিছে কিনা শোণিতের ধার
হৃদয় হইতে বেগে? বহিছে, বহিবে,
যত দিন শেষ বিন্দু হৃদয়ে রহিবে।
রক্ষিতে পরের প্রাণ আপনার প্রাণ
এখনো অর্পিতে পারি তৃণের সমান।
যারা গৌরাঙ্গের কৃপা কটাক্ষের তরে,
বিশ্বাস, বন্ধুতা, সব বিনিময় করে,
বলিও তাদেরে মাতা, বলিও নিশ্চয়,—
এখনো বিপদে তুচ্ছ, নির্ভয় হৃদয়।

উচ্চতর রক্ত-স্রোত ধমনীতে ধরি,
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি।"

৮

জানি তুমি হাসিতেছ, ভাবিতেছ মনে—
"নাহিক সংসার-জ্ঞান উন্মত্ত যুবার!"
না চাহি সংসার-জ্ঞান,
সেই বিজ্ঞতার ভাণ,
আমাদের সুশিক্ষার সেই বিনকর—
বদন মাধুরী-পূর্ণ—অন্তরে গরল।

৯

দাসত্ব-চক্রের হায় দৃঢ় নিষ্পেষণে,
উচ্চ আশা আমাদের হৃদয় হইতে
করিয়াছে তিরোধান,
ঘোর হিম স্বার্থ-জ্ঞান
স্বজিয়াছে সেই স্থলে; স্বজাতি, স্বদেশ,—
আমাদের উপকথা, প্রলাপ বিশেষ।

১০

বর্ত্তমান সভ্যতার স্বার্থই ঈশ্বর।
প্রাচীনের সরলতা,
তরল সহৃদয়তা,
পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া।
কাঁদি, হাসি, যাহা করি,
দান, ধর্ম্ম, দয়া,—হরি!—
সকলই আমাদের স্বার্থে সপঙ্কিল;
যবনিকা অন্তরালে করিলে দর্শন,
হরি হরি! সকলই স্বার্থের স্বজন।

১১

এমন সংসার-জ্ঞানে নাহি প্রয়োজন,
সমাজের চরণেতে সহস্র প্রণাম!
একাকী এ সিন্ধু-তীরে,
নিরখি' কালিন্দী-নীরে
সলিলের মহা-ক্রীড়া, নিরাশ জীবন
নীরবে নির্জ্জনে যেন হয় নির্ব্বাপণ।

১২

কি সুখ! দুজনে বসি প্রদোষ সময়
গলায় গলায় এই সমুদ্র-বেলায়!
সকলি তরঙ্গময়,
—সর্ব্বত্রে প্রবাহ বয়—
সমুদ্র, সমীর, এই যুগল হৃদয়!
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি,
শ্বেত পুষ্প মালা রাশি
ঢালিছে সৈকতে সিন্ধু; সান্ধ্য সমীরণ
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ করিছে ব্যজন।

১৩

তরঙ্গে তরঙ্গে দুই উন্মত্ত হৃদয়,
আলিঙ্গিছে পরস্পরে তরঙ্গের মত।
কখন তরঙ্গ মত,
হইতেছে পরিণত,
একত্বে, একই ভাবে হতেছে বিলীন।
সে আনন্দ—মহানন্দ—অনন্ত, অসীম!

১৪

শর্ব্বরী যেমতি সখে, একে একে, একে,
দেখাইত তারারাজি আকাশের পটে,
তেমতি হৃদয় খুলি,
স্মৃতির তরঙ্গ তুলি,
দেখাতেম কক্ষ কক্ষ, সুখ দুঃখাধার।
ফুরাইল, এ জীবন ফিরিবে না আর!

১৫

তুমি ত চলিলে ভাই; কালি সন্ধ্যা যবে,
আসিবে, চাবিতে সিন্ধু সৈকত সুন্দর,
একটী হৃদয় পড়ি,
যাইতেছে গড়াগড়ি,
দেখিবে সৈকত ভূমে; শত ক্ষতে তার,
বহিছে শোণিত-ধারা, নিঝর আকার।

১৬

তুমি ত চলিলে,———
যে তরঙ্গ নিক্ষেপিল সৈকতে দুজনে,
নাহি জানি সে তরঙ্গে মিলাবে কি আর
আবার দুজনে বসি গলায় গলায়
গাঁথিব সরল প্রাণে বন্ধুতার হার।
হৃদয়ে রাখিব আশা,
রাখিব এ ভালবাসা,
মিশিয়াছে উভয়ের তরল হৃদয়,
উভয়ে উভয় অংশ রহিবে নিশ্চয়।

১৭

মিলি কি না মিলি ; থাক যে ভাবে যথায়,
সুখ শান্তি হ'ক তব ছায়ার মতন !
ওই উর্দ্ধে "সুদর্শন," *
পবিত্রতা নিদর্শন,
প্রসারুণ পুণ্য ছায়া, হউক তোমার,
স্নেহের পুতুল পূর্ণ সুখের আগার !
এ দিকে ক্ষীরোদবর
তুলিয়া অসংখ্য কর,
করিছেন আশীর্ব্বাদ—"করুন বিহার,
ক্ষীরোদবাসিনী নিত্য গৃহেতে তোমার !"
কবির এ অভিলাষ,
কবি প্রণয়ের দাস,
তাঁর প্রেমে চিত্ত তব হউক অচল
অহো !
সংসার-মরুতে প্রেম—নির্ঝরিণী-জল :

প্রত্যাখ্যান।

১

"এই নেও"—শিশিরের চন্দ্রের কিরণে,
বসি বাঁধা ঘাটে, ক্ষুদ্র তটিনীর তটে,

---

* সুদর্শন চক্র।

যুবক যুবতী দুই, যেন চিত্রপটে।
শিশিরের চন্দ্রালোক, বিষাদের হাসি,
হাসিছে বিষাদ হাসি, তটিনীর নীরে ;
দুই পার্শ্বে ঝাউ শ্রেণী দাঁড়াইয়া তীরে,
গাইছে বিষাদ-গীত, অতি ধীরে ধীরে
একটী কুসুম-দাম-বিহ্বল যুবার,
দুই করে চাপি বক্ষে, রয়েছে চাহিয়া
নৈশ নীলাম্বর পানে। বামে সীমন্তিনী
প্রসারি দক্ষিণ কর, রয়েছে বসিয়া,—
প্রত্যাখান-মুখী বামা। বহুক্ষণ পরে
যুবক ফুলের মালা করিয়া মোচন,
অর্পিয়া একটী ফুল প্রসারিত করে,
কহিল কাতর কণ্ঠে,—"এই নেও তবে,
নিশ্চয় যগ্যপি মালা ফিরাইয়া লবে।
না জানি, হায় রে! এই জ্যোৎস্নার সনে
কি সম্বন্ধ জীবনের! কত সুখ, কত
আশা, কত ভালবাসা, শোক দুঃখ কত
রয়েছে মিশিয়া চন্দ্র কৌমুদীর মত!
কত দিন কত বর্ষ!—এমন নিশীথে ;
এমন চাঁদের আলো ; এমন দেখিতে
মনোহর ; কিন্তু নহে এমন মলিন ;
এমন বিষন্ন ;—মনে আছে ত সে দিন ?
কুটিল সংসারছায়া হৃদয় আমার
পড়ে নাই, ছিল চিত্ত দর্পণ আকার—
স্বচ্ছ নিরমল শোভা! সে দিন প্রথম,
দর্পণে একটী ছায়া হইল পতন।

২

সেই ছায়া,—
বসন্ত চন্দ্রমা মাখা সুনীল সুন্দর
পদ্মার সলিলে নব নীরদের ছায়া!
"সেই ছায়া,—
বিষবৃক্ষ-ছায়া কুন্দ-কুসুম-কাননে!
ভরিল হৃদয়, মেঘে ঢাকিল অম্বর!
কত চাহিলাম ছায়া ফেলিতে মুছিয়া
অশ্রুজলে! জ্বালি কত পরিতাপানল
চাহিলাম সেই ছায়া করিতে অন্তর!
সকলি বিফল, ছায়া বাড়িতে লাগিল।
বলিয়াছি,—ক্রমে ছায়া হৃদয় ছাইল।
চাহি মুছিবারে ছায়া, হৃদয় দর্পণ
চাহে ভাঙ্গিবারে, ছায়া হয় না মোচন।
ছায়া যার, সে কাহার? সে কি গো আমার?
উঠিত এ প্রশ্ন মনে দিনে শত বার।
কে দিবে উত্তর? আর কেবা দিতে পারে?
যে পারে কেমনে হায়! জিজ্ঞাসিব তারে?
যদি সে উত্তর নাহি হয় অনুকূল!
চিন্তায় উঠিত বুকে তুফান তুমুল।

৩

না, না—
সেই ছায়া, এ হৃদয় করি নিষ্পেষণ
রাখিতাম লুকাইয়া যেন চোরা-ধন।
প্রাণাধিকে!—ক্ষমা কর, ক্ষম সম্বোধন,
দুরন্ত হৃদয়বেগ মানে না বারণ—

প্রথম যৌবনে এই আত্ম-নির্যাতন,
পদ্মাগর্ভে বরিষার প্রথম প্রবাহ,—”
তীব্র যন্ত্রণায় স্মৃতি করিল তখন
যুবকের কণ্ঠরোধ। যুবা রহিল চাহিয়া
স্থিরনেত্রে ঊর্দ্ধমুখে আকাশের পানে,—
বিষাদের মূর্ত্তি যেন গঠিত পাষাণে।
পুষ্পহারে রমণীর মৃদু আকর্ষণে
ভাঙ্গিল যুবার ধ্যান;—“এই নেও, প্রাণ!”
আবার একটী ফুল করিল প্রদান।
“সেই ছায়া বক্ষে করে আশু দেশান্তরে
চলিলাম, সে কথা কি মনে আজ পড়ে?
আঁধারে অলিন্দে তুমি ছিলে দাঁড়াইয়া
মাতৃপাশে, নত শিরে নমিনু তোমারে।

সকলে ভাবিল ভ্রম; হাসিলাম আমি
মনে মনে। ধরে প্রেম কি দিব্য নয়ন,
অন্ধকারে দেখে, থাকে যথা প্রিয়জন
কি যে বিজলির খেলা মানব-হৃদয়ে
খেলে নাহি জানি, তব নিকটে আসিলে,
খেলিত যে ঊর্ম্মি মম শোণিত-সলিলে,
আঁধারে, অদৃশ্যে, তুমি থাক লুকাইয়া,
যাইত শোণিতে মম বিজলি খেলিয়া।
নহে ভ্রম; কহিলাম নমিয়া চরণে
বিদায়ের কালে—‘থাকি যথায় যখন,
রহিলাম উপাসক জন্মের মতন।’
অন্ধকারে সঙ্কোচিত দিলে আলিঙ্গন,
দেখিলে না তরলাগ্নি বর্ষিল নয়ন।

হৃদয়, প্রণাম সহ চরণে রাখিয়া,
চলিলাম দেশান্তরে, হায়! ভাসাইয়া—
সংসারের সুখ সাধ প্রথম যৌবনে,
বিনিময়ে,
লইয়া একটী ছায়া, হৃদয় দর্পণে।

৪

বহুক্ষণ স্থিরনেত্রে নিস্পন্দ যুবায়
যুবতীর মুখ পানে চাহিছে কেবল!
যুবতী আনত মুখে,—চিন্তা স্বরূপিণী—
ছিঁড়িছে কুসুম করে কুসুমের দল।
ঝুলিছে অসাবধানে মুক্ত কেশ রাশি,
আবরিয়া বদনার্দ্ধ—অতুল সে শোভা!
লতা-কুঞ্জ অন্তরালে বাসন্তি নিশায়,
এই রূপে মরি পূর্ণচন্দ্র শোভা পায়।
"এই মুখখানি,—
দেশে দেশে বহু বর্ষ ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
তীব্র বাসনার স্রোত গিয়াছে নিবিয়া
নিরাশার অন্ধকারে। হৃদয় তখন
চন্দ্রাস্তে অবাত-ক্ষুব্ধ-জলধি যেমন।
কদাচিত তব স্মৃতি হৃদয়ে উঠিয়া,
যাইত ঝটিকা বহি সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া
কভু সান্ধ্য সমীরণ কি যেন কহিয়া
কাণে কাণে মৃদুস্বরে, যাইত বহিয়া।
সন্ধ্যালোকে দেহ প্রাণ যাইত মিশিয়া
নির্ম্মল চন্দ্রালোক করি দরশন,
কখন কি যেন মনে হইত স্মরণ।

অস্ত সরোবরে, কিংবা অনন্ত সাগরে,
কদাচিত দেখিতাম বিস্মিত অন্তরে
কি যেন ভাসিছে। গোলাপ দেখিয়া
সিহরিত অঙ্গ কভু কি যেন ভাবিয়া।"

৫

"চন্দ্রশেখরের চন্দ্র-পরশী শেখরে
বসিয়াছি; দিবাকর সমুদ্র শয্যায়।
মুগ্ধচিত্ত বনদেবী সঙ্গীত-শোভায়!
অচল শেখরে বসি অচল নয়নে
দেখিতেছিলাম দূরে পর্ব্বত-গহ্বরে
বেষ্টিত লতিকাজালে একটী কুসুম!
দেখিতে, দেখিতে, পুষ্প হলো রূপান্তর,
সেই মুখ,—চোখ—বর্ণচন্দ্রকর—গ্লানি,
সর্ব্বশেষে দেখিলাম—এই মুখ খানি।
কি তীব্র মদিরা স্মৃতি দিল যে ঢালিয়া,
উন্মত্তের মত বেগে গেলাম ছুটিয়া।
কুসুমের দলে দলে কত যে চুম্বন,
কত যে আদরে, সুখে, করিনু বর্ষণ।
কত হাসিলাম সুখে, কাঁদিলাম দুখে,
কতবার, শতবার, লইলাম বুকে।
কত কালে সেই ফুল রাখিনু তুলিয়া,
বাড়াইয়া প্রেমভরে চুম্বিয়া চুম্বিয়া।
ক্রমে শুষ্ক বাসনার প্রবাহ ছুটিয়া,
ক্ষুদ্র তৃণ মত বেগে গেলাম ভাসিয়া,—
কোথায়?" বসিল যুবা বামার চরণে—
জানুপাতি, শিলাসনে নীচের সোপানে

পরশি চরণদ্বয় বলিল—"এখানে!
সেই আমি, সে চরণ, সেই নিশাথিনী,—
তুমিও আমার সেই প্রেম-প্রবাহিণী।
সেই নিশি, মহানিশি জীবনে আমার।
সেই নিশি.—আহা! প্রিয়ে ক্ষম একবার"—

৬

যুবক অবশ শির অঙ্কে যুবতীর
রাখিয়া আবেশে, গদ গদ কণ্ঠে ধীরে
কহিতে লাগিল,—"সেই নিশি, প্রিয়তমে!
রাখিয়াছি এ হৃদয়ে লিখিয়া যতনে
প্রেমের অমর বর্ণে। দ্বাদশ বৎসর—
করিয়াছি অনিবার তপস্যা যাহার,
সেও হায়! তপস্বিনী শুনিনু আমার।
যে কথা শুনিতে হায়! দ্বাদশ বৎসর
ছিলাম প্রস্তুত প্রাণ করিতে অর্পণ
শুনিলাম সেই কথা—বেসিছি যেমন,
দ্বাদশ বৎসর ভাল বেসেছে তেমন।
দেখিলাম কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ নিদর্শন
রাখিয়াছে প্রাণাধিক করিয়া যতন।
দেখিলাম—
প্রথম মিলনে দুই ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
অজানিত পরস্পর হইয়া নির্গত,
ভ্রমি দেশদেশান্তরে দ্বাদশ বৎসর,
হইয়াছে প্রবাহিণী ভীমা বিপ্লাবিনী।
উত্তাল তরঙ্গে আলিঙ্গিয়া পরস্পরে,
সে নিশীথে পরিণত হইল সাগরে।

৭

"দেখিলাম এক স্রোত পুণ্য-প্রবাহিণী—
মহাতীর্থ সুরধুনী, স্বরগ-সম্ভূতা!
চলেছে অনন্ত মুখে স্থির অবিচল।
অন্য স্রোত তরঙ্গিণী পদ্মা-বিপ্লাবিনী।
স্বভাবতঃ নিরমল সুধা পয়স্বিনী,—
প্রশস্ত আকাশ খণ্ড প্রসারিত যেন।
অচঞ্চল! কিন্তু যদি হইল পতিত
করাল কামনারূপী কাল-মেঘ-ছায়া,
উন্মত্ত তরঙ্গে বক্ষ হ'লো বিধূলিত;
জগত গ্রাসিতে যেন ভীমা ভয়ঙ্করী
ছুটিল ভীষণ বেগে, মত্ত উন্মাদিনী—
সপঙ্কিল কলেবরা! প্রলয়-কারিণী!

"বুঝিলাম—
হেন দুই মহাস্রোত প্রেম-সম্মিলনে
বহিবে না বহু দূর। হৃদয় খুলিয়া
রাখিনু চরণ-তলে; কহিনু কাঁদিয়া
বিগত জীবন মম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে।
কহিলাম—'দয়াময়ি! দারুণ নিরাশা
দ্বাদশ বৎসর বক্ষে করিয়া বহন,
কত পাপে ডুবাইতে করেছি যতন।
হেন পাপারণ্যে কেন করিবে অর্পণ,
পবিত্র প্রণয় তব—ত্রিদিব রতন!
প্রাণ সমর্পিতে পারি সেই রত্ন তরে
শুষ্ক তৃণ মত, কিন্তু না পারি তাহারে
লইতে, জীবনাধিকে! বঞ্চিয়া তোমারে!

ঘৃণা কর, ঘৃণা তুমি করিবে নিশ্চয়,
সহিবে তা অকাতরে এভগ্ন হৃদয়।
বল প্রিয়ে ঘৃণা কর, এখনি হাসিব।
বলিও না ভালবাস—দ্বিগুণ কাঁদিব।
সময়েতে এ দুকথা করিলে শ্রবণ,
এই পাপারণ্য হতো নন্দন-কানন,—
পবিত্র কুসুমাসন। আরাধ্যে! তোমায়
বসাতেম'—আহা! বুক চাহে ফাটিবারে!—
উন্মত্তের মত প্রিয়ে লইয়া হৃদয়ে
মুছিয়া নয়ন মম,—অনন্ত নির্ঝর!—
কহিলে উচ্ছ্বাস কণ্ঠে—'জীবন আমার!'
এ দুর্লভ সরলতা কোথা আছে আর?
নহ দোষী; দোষী আমি; দোষী—অভিমান,
দ্বাদশ বৎসর আমি ছিলাম পাষাণ।
ক্ষমিবে কি? না না, তুমি পার না ক্ষমিতে
নাহি মম ক্ষমা, হায়! এই অবনীতে।
জানিতাম নাহি আমি অপ্রিয় তোমার।
কিন্তু ভাবিতাম আমি যেই পরিমাণ
বাসি ভাল, নাহি পাব তার প্রতিদান।
এই অভিমানে এই উন্মত্ত হৃদয়
রাখিত দলিয়া বলে চাপিয়া পাষাণ।
হায়! এ সংসার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া
কত কীর্ত্তি শৈল, স্তম্ভ, করিনু দর্শন।
যে বালক মূর্ত্তি মম আছিল হৃদয়ে
দেখিলাম এ জগতে সেই অতুলন।
অনন্ত সমুদ্র গর্ভে মহার্ণবযান

পায় স্থান শত শত, কিন্তু প্রিয়তম।
বালিকা হৃদয় চারু ক্ষুদ্র সরোবরে,
একটী তরণী মাত্র পারে ভাসিবারে।
আমার কৈশর স্বপ্ন! নাহি জান তুমি,
সেই বালকের রূপ কত ভাল বাসি।
বালকের সরলতা পূরিত প্রণয়,
আইস ঢালিয়া দেও হৃদয়ে আমার;
জুড়াও পিপাসা মম, কহ একবার
উন্মত্ত বালক মত—তুমি কি আমার
সহস্র গোলাপ বৃষ্টি করিলে আমার
অধরে, ললাটে, সিক্ত যুগল নয়নে।
সহস্র কুসুম—দীর্ঘ সহস্র চুম্বনে।
জীবন্ত মদিরা সিক্ত অবশ মস্তক
রাখি অংশে অংশে, ক্লান্ত চারিটী নয়ন
নীরবে কাঁদিল কত, অশ্রু সুখকর!
সে রোদন, এ রোদন কতই অন্তর।"
উঠিল যুবক। যুবা উঠিতে খসিয়া
পড়িল কতটী ফুল ছিন্ন মালা হ'তে।
রমণী অমনি তাহা লইল তুলিয়া।
অধোমুখে, ধীরে যুবা ভ্রমিতে লাগিল।
গম্ভীর মুখশ্রী, মেঘে আচ্ছন্ন বদন;
কেশের কিরীট সহ মিশেছে বরণ।
কখন বা ছিন্ন হার গলায় পরিয়া;
কখন বা হৃদয়েতে রাখিছে চাপিয়া।
"যেই দিন, এই মালা করিলে অর্পণ,
সেই দিন, সে রহস্য,—আছে কি স্মরণ!

অপরাহ্ণ বেলা। দৃশ্য সমুদ্রের তীর।

দুজনে বিজনে বসি। জলধির নীর
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি গর্জ্জিয়া, ঢালিয়া
তরল রজত রাশি, যাইছে সরিয়া।
ফেণ-শীর্ষ ঊর্ম্মিমালা মধ্য পারাবারে,
কি রঙ্গ করিছে বক্ষে লয়ে সবিতারে!
সিন্দূরমণ্ডিত যেন স্বর্ণ-কলসী,
শোভিছে ভাস্কর সিন্ধু নীলিমা ঝলসি।
কথায় কথায় তুমি করি অভিমান,
বলিলে প্রণয় তব সমুদ্র সমান।
তেমতি অনন্ত, প্রেম তেমতি গম্ভীর,
তেমতি অমর! 'বুঝি তেমতি অস্থির'—
বলিলাম আমি—'পূর্ণ জোয়ারে এখন,
কে জানে ভাটায় কোথা হইবে পতন।'
রমণীর অভিমানে ভরিল বদন
দলিত ফণিনী মত বলিলে তখন—
'অবিশ্বাস-ভালবাসা পদ্মপত্র জল।
এই আছে, এই নাই, নিরাশা কেবল।'
কর হতে কর পদ্ম করিয়া মোচন।
অভিমানে প্রবেশিলে কুসুম-কানন।
অভিমানে বেলা ভূমে রহিনু শুইয়া,
সিন্দূর কলসী গেল সমুদ্রে ডুবিয়া।
পশিয়া কুসুম বনে দেখি একাকিনী
গাঁথিতেছে এই মালা বসি বিষাদিনী।
নীলোৎপল-ভ্রষ্ট মুক্তা চুম্বি রক্তোৎপল
সিক্ত করিতেছে চারু কুসুমের দল।

অলক্ষিতে থাকি চিত্র দেখিতে দেখিতে,
মোহিত হইল প্রাণ। এ সংসার ভুলি
লইনু প্রতিমা খানি নিজ অঙ্কে তুলি।
বলিলে—'জাননা প্রাণ! কত কষ্টকর
তব অবিশ্বাস। বুকে লইয়া আমারে
এ প্রতিজ্ঞা কর আজি, প্রণয়ে আমার
হেন অবিশ্বাস নাহি করিবে আবার।'
'তথাস্তু' বলিয়া বুকে লইনু যেমন,
সচুম্বন কণ্ঠে মালা করিলে অর্পণ।
নৈশ চন্দ্রাতপে দেখা দিলা শশধর,
উভয়ে রহিনু চাহি মোহিত অন্তর।
জিজ্ঞাসিলে—'কোথা আমি বল প্রাণেশ্বর!
'এ হৃদয়ে।'—'স্বর্গে আমি' করিলে উত্তর।
আজিও গগনে ভাসে সেই শশধর।
সেই নিশি, এই নিশি—কতই অন্তর!"

১০

যুবতী বলিল—"নিশি হলো দ্বিপ্রহর
দেও অবশিষ্ট মালা যাই ফিরি ঘর।"
পশিল ভুজঙ্গ-বিষ যুবার অন্তরে।
সমর্পিল শুষ্ক মালা যুবতীর করে।
"চলিলাম"—স্থির কণ্ঠে কহিল কামিনী—
"ফুরাইল এই শেষ প্রণয়কাহিনী।
সব তীব্র অনুতাপ; কিন্তু যেন আর
ঘৃণিত বদন পুনঃ না দেখি তোমার।"
চলিল বিদ্যুত বেগে বিদ্যুত বরণী।
বিদ্যুতে আহত যেন দাঁড়ায়ে অমনি

চাহিয়া রহিল যুবা। মুহূর্ত্ত দেখিল।
নৈশ সৃষ্টি নেত্র হতে সরিতে লাগিল।
কহিল কাতর কণ্ঠে—"কঠিন পাষাণ!
এত প্রণয়ের শেষ এই প্রত্যাখ্যান?
সে সমুদ্র ভালবাসা শুকাল কেমনে?
কেমনে এমন কথা আনিলে আননে?
চির উপাসকে তব একবার চাও।
একবার মুখখানি দেখাইয়া যাও।
আমার সর্ব্বস্ব!"—যুবা ছিন্ন তরু মত,
পড়িল ভূতলে দীর্ঘ, জীবন বিগত।
এখন সে বান্ধা-ঘাটে, সেই ঝাউ মূলে,
একটী সমাধি শোভে সেই নদী-কূলে।
মুদ্রিত রয়েছে বক্ষে কঠিন প্রস্তরে—
"রমণী-প্রণয় লেখে জলের উপরে!"

কীর্ত্তিনাশা।

১

সকলি কি স্বপ্ন! বল ছিল কি এখানে
অভ্রভেদী সেই একবিংশতি রতন?
যেই সৌধচূড়া হতে বিশাল পদ্মায়,
বোধ হতো ঠিক উপবীতের মতন?
সে বিশাল রাজপুরী ছিল কি এখানে,
পড়িয়াছে ছায়া যার বঙ্গ-ইতিহাসে?
যাহার বিশাল-ছায়া লঙ্ঘিয়া পদ্মায়
পড়েছিল বঙ্গেশের হৃদয়-আকাশে?

২

সে রাজনগর এ কি ? সকলি স্বপন !
স্বপনের মত সব গেছে লুকাইয়া !
বঙ্গ-সিংহাসন ছিল আকাঙ্ক্ষা যাহার,
একটী ইষ্টক তার নাহি নিদর্শন।
অতল সলিলগর্ভে পড়িল ভাঙ্গিয়া
কর্ত্তা, কীর্ত্তি,—কি সাদৃশ্য ! পশিল অতল
চক্র, চক্রী ; হায় ! এই বিষময় ফল,
অমর কলঙ্ক মাত্র রহিল কেবল।

৩

কীর্ত্তিনাশা মানবের ভীষণ শিক্ষক।
ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন,
লভিবারে অমরতা বাসনা যাহার,—
লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কালগর্ভে অমরতা, আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীর্ত্তির শ্মশানে,
দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত নয়নে,
তাহার অদৃষ্টলিপি ; ভাবি সমাচার
তব মৃদু কল কলে শুনুক শ্রবণে !

৪

মরি কিবা অভিমানে যাইছ বহিয়া—
সন্ধ্যালোকে কীর্ত্তিনাশা ! আনন্দে যেমতি
বিজয়ী বীরেন্দ্র যায় মৃদু মন্দগতি
উপেক্ষি বিজীত শত্রু, চলেছ তেমতি
উপেক্ষিয়া ভগ্নতীর। কি শান্ত হৃদয়—
গণা যায় একে একে তারকা সকল

প্রতিবিম্বে নীল জলে! কি স্রোত মধুর
ঝরিবে না গোলাপের কামিনীর দল!

৫

এত অভিমান যদি; ধর তবে নদী,
ধর একবার সেই ভীষণ-আকার,
রাজবল্লভের পুরী গ্রাসিলে যেরূপে।
ভীষণ-ঘূর্ণিত স্রোতে, ছাড়িয়া হুঙ্কার
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে, তরঙ্গ ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিঙ্মণ্ডল করি বিস্মিত,—
যে মূর্ত্তিতে বালকের ক্রীড়ায়ষ্ট মত,
ডুবালে সে কীর্ত্তিরাশি, কল্পনা অতীত,—

৬

ধর সেই মূর্ত্তি,—আমি দেখাব তোমায়
বঙ্গইতিহাসের সে পৃষ্ঠা ভয়ঙ্কর;
দেখাব বিপ্লব চিত্র, ঘূর্ণ চক্রে যার
ডুবিলেন এই রাজনগর ঈশ্বর।
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্রপুরী,—সেই ঝটিকায়
একটী বিশাল রাজ্য পড়েছে ভাঙ্গিয়া।
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র শাস্তি,—দেখহ চাহিয়া
কি শাস্তি পশ্চাতে গিয়াছে রাখিয়া!
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র সৃষ্টি, ওই বালুচর—
একই নিশ্বাসে যাহা পার মিশাইতে,—
সে বিপ্লবে যেই রাজ্য গিয়াছে সৃজিয়া
না ধরে শকতি কাল কণা খসাইতে।

৭

দূর হোক ইতিহাস ; দেখ একবার
মানব-হৃদয়-রাজ্য। দেখ নিরন্তর
বহিতেছে কি ঝটিকা ! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কতই গগন স্পর্শি হর্ম্ম্য মনোহর
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে ! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কত রূপান্তর তার ! উঠিছে জাগিয়া
কতই নূতন সৃষ্টি, কত পুরাতন
নয়ন না পালটিতে যাইছে ভাসিয়া !

৮

কীর্ত্তিনাশা !—কিবা নাম, কিবা অভিমান
পার তুমি মানবের কি কীর্ত্তি নাশিতে ?
বঙ্গ ইতিহাসের সে কাল পৃষ্ঠা হতে
একটী অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে !
মুছিলে যেমন এই ধরাপৃষ্ঠ হতে
রাজবল্লভের কীর্ত্তি, পার কি মুছিতে
সেই পৃষ্ঠা হতে সেই কলুষিত নাম ?
সেই পৃষ্ঠা অন্য রূপ পার কি লিখিতে ?

৯

কীর্ত্তিনাশা ! বৃথা নাম ! বৃথা অভিমান !
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার ?
নাশিতে করের সৃষ্টি সর্ব্বশক্তিমান,
মানস-সৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার।
ভারতের পরাক্রান্ত নৃপতিনিচয়
হয়েছে অদৃশ্য সহ রাজ্য সিংহাসন,

ত্রিকালের সীমা ওই দেখ নিরূপিয়া
দাঁড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
নশ্বর জোনাকি রাশি গিয়াছে নিবিয়া,
অমর তারকাবলি রয়েছে চাহিয়া।

১০

তুচ্ছ তুমি কীর্ত্তিনাশা! মহাকাল-স্রোত
ওই দেখ দূর হতে যাইছে নমিয়া
তাহাদের কীর্ত্তিরাশি। কর পরশনে
চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, রয়েছে বাঁচিয়া!
একটী চরণ-রেণু যেই পুণ্যবান
পাইয়াছে, তার কীর্ত্তি করিতে বিনাশ
নাহিক শকতি তব, পারিবে না তুমি
কীর্ত্তিনাশা! কিংবা কাল সর্ব্ব কীর্ত্তিত্রাস।

১১

আমি কীর্ত্তি-হীন নর; না ডরি তোমায়,
তব সংহারক মূর্ত্তি ধর কীর্ত্তিনাশা।
তব ভগ্ন তীরে ওই মূল শূন্য তরু,
আমার অধিক রাখে জীবনের আশা।
তাহার ফলিবে ফল, ফুটিবে কুসুম;
নিষ্ফল জীবন মম। পড়েছে ঝরিয়া
আছিল যে কটী ফুল; থাক সেই তরু,
দয়া করি কীর্ত্তি হীনে নেও ভাসাইয়া!

মেঘনা।

১

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় যে
মানব জীবন ?
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে,
অমনি মধুর স্রোতে সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানব জীবন ?

২

অহো কি স্বর্গীয় শোভা বাসন্ত মধুর—
স্বপন সৃজন !
কিবা শান্তি মনোহর ! ভাঙ্গে পাছে, চন্দ্রকর
আদরে আদরে বক্ষ পরশিয়া যায়,—
অহো ! কি শান্তির ছবি ভাসে মেঘনায় !

৩

বাসন্তী চন্দ্রমা মাখা চারু নীলাম্বর
মধুরে কেমন
মিশিয়াছ অন্য তীরে, মিশিয়াছ নীলনীরে
বঙ্কিম রেখায় ; কেন মিশে না তেমন
অনন্তের সহ এই মানব জীবন ?

৪

মানব জীবনে
এত আশা, ভালবাসা, এতই নিরাশা,
এত দুঃখ কেন ?
প্রেমের প্রবাহ হায়। কেন না বহিয়া যায়
এমন মধুরে, কেন আকাঙ্ক্ষা স্বপন,
নাহি হয় হায় ! শান্ত মধুর এমন !

৫

মাতার পবিত্র স্নেহ, পিতার আদর,
পত্নীর প্রণয়,
কেন মেঘনার মত, নাহি বহে অবিরত,
কেন নাহি বহে হায়! বন্ধুতা এমন
শান্ত, সুগম্ভীর, স্থির,—মেঘনা যেমন।

৬

সৃষ্টিকর্ত্তা! এই শান্তি-স্নাত চন্দ্রকর
দেও নাথ! জড়ে,
অজড়ের প্রতি নাথ! কেন এই অভিসম্পাত?
তাহার অদৃষ্টে হায়! ঝটিকা কেবল—
তরঙ্গ, তরঙ্গ পৃষ্ঠে তরঙ্গ প্রবল?

৭

লিখিতে এ শান্তি যদি মানব কপালে,
সর্ব্বশক্তিমান!
আজি এই ভূমণ্ডল, হইত না মরুস্থল
পরিপূর্ণ হাহাকারে; মানব জীবন
বহিত নীরবানন্দে মেঘনা যেমন।

৮

মানবের এত দুঃখ, দয়াময় তুমি
কিসে সহ বল?

৯

তুমি সর্ব্বশক্তিমান, মানবের ক্রীড়া স্থান
এত কণ্টকিত কেন, মানব জীবন
কণ্টক, কণ্টক পৃষ্ঠে কণ্টক এমন?
কমলে কণ্টক কেন, প্রণয়ে বিষাদ,
স্নেহে কেন শোক?

বাসনায় তৃপ্তি নাই, যাহা চাই নাহি পাই,
বন্ধুতায় স্বার্থ বিষ, ধর্ম্মে প্রবঞ্চনা,
কীর্ত্তিতে কলঙ্ক, নারী-হৃদয়ে ছলনা ?

১০

সর্ব্বশক্তিমান তুমি পার না কি তবে,
মানব জীবন
হাসাইয়া, নাচাইয়া, চন্দ্রালোকে মাখাইয়া
আলোক কুসুম রাশি, বহাতে এমন, —
পার না কি বল নাথ! মানব জীবন

১১

পার যদি, হায় নাথ! তবে কেন বল,
দুঃখের প্রবাহ
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি, সুখ, আশা, স্নেহরাশি,
নেয় ভাসাইয়া হায়! সুখের স্বপন
মিশাইয়া যায় ওই হিল্লোল মতন ?

১২

সর্ব্বশক্তিমান তুমি, তবে একবার
যাহা দেও তাহা কেন নেও হে কাড়িয়া ?
নেও যদি পুনরায়, কেন নাহি দেও তায়,
জীবন নিবিয়া কেন উঠে না জ্বলিয়া ?
শুকায়ে কুসুম কেন উঠে না ফুটিয়া ?

১৩

সৃজন পালন যদি নিয়ম তোমার,
তবে বল নাথ!
আশার কুসুম যার, ছাড়িয়া জীবন হার,
একে একে একে নাথ পড়েছে খসিয়া,—
রাখ কেন শূন্য সূত্র নাহি বিনাশিয়া ?

১৪

রাখ কেন শূন্য সূত্র আমার মতন,
বল দয়াময় !
ঝটিকায় ঝটিকায় মৃণালের সূত্র প্রায়
উঠিতেছে পড়িতেছে জীবন যাহার,—
নাহি বিনাশিয়া তারে রাখ কেন আর ?

১৫

ঝটিকায় ঝটিকায় অৰ্দ্ধেক জীবন
গিয়াছে আমার,
জানুপাতি মেঘনা তীরে, ডাকি আজি অশ্রুনীরে,
এবে দয়া কর নাথ ! জুড়াও জীবন !
দেও দিনেকের শান্তি,—মেঘনা মতন !

১৬

অথবা এ অস্ত-মুখ জীবনের তারা
ডুবাও এখন !
মিশাও মেঘনার জলে, বাসন্তী চন্দ্রিকাতলে,
হাসি মাখাইয়া ওই হিল্লোল মতন,
মিশাও মেঘনার জলে বিষাদ জীবন !

একবর্ষ।

(৩০শে চৈত্র——শৈলশেখরে—সন্ধ্যা।)

১

এক বর্ষ,—জীবনের এক বর্ষ আর,—
ডুবিছে অনন্ত-গর্ভে ওই রবি সহ !

ওই দেখ তিল তিল,
কেমন পতন শীতল
রবি সহ, গ্রাসিতেছে কাল অন্ধকার
এক বর্ষ—জীবনের এক বর্ষ আর!

২

এক বর্ষ—কাল-গর্ভে একটী তরঙ্গ
জনমি প্লাবিয়া বিশ্ব, দেখিতে দেখিতে
কত সৃষ্টি নির্ম্মাইয়া,
কত সৃষ্টি বিনাশিয়া,
সেই মহাকাল গর্ভে মিশিছে আবার,—
এক বর্ষ,—ফুরাইল এক বর্ষ আর!

৩

তরঙ্গে তরঙ্গে কিবা ছুটেছে ভীষণ,
অনন্ত কালের গর্ভে অনন্ত সংসার!
কি ভীষণ বিলোড়ন,
কি ভীষণ আবর্ত্তন,
অনন্ত হইতে এই অনন্ত প্রস্থান!
অনন্তে অনন্তে এই অনন্ত সংগ্রাম।

৪

আহো কি রহস্য!
এ মহাযাত্রার যাত্রী আমি ক্ষুদ্র নর!
আমিও এ মহাহবে যোদ্ধা একজন!
"অগ্রসর! অগ্রসর!
অগ্রসর নিরন্তর!"—
এই মহারণ-আজ্ঞা, সৌর রাজ্য মত
আমারো মস্তকোপরে ঘোষিতে নিয়ত।

৫

"অগ্রসর! অগ্রসর! নিত্য অগ্রসর!"
কি ভীষণ রণ-আজ্ঞা, সর্ব্বত্র সমান!
ওই হিমাচল-সানু,
সিন্ধুতলে পরমাণু,
এই মহাশৈল, ওই ক্ষুদ্র পুষ্প আর,
সম ভাবে আজ্ঞাধীন, নাহিক নিস্তার।

৬

"অগ্রসর! অগ্রসর! নিত্য অগ্রসর!"—
ওই দেখ বৃটনিয়া, ছুটেছে কেমন,
উন্নতি-গর্ব্বিত বুকে,
গর্ব্বিত-উন্নতি মুখে;
ছুটেছে জর্ম্মণী অস্ত্র-আসনে আসীন;
বিপ্লব—জলদমুক্ত ফরাসী মার্কিন!

৭

সদ্য রাজরক্তে রক্ত বিশাল রুশিয়া,*
ভীষণ বিপ্লব মুখে ছুটেছে কেমন!
অগ্নিগিরি বিধূমিত,
হতেছে বক্ষে বর্দ্ধিত,
যে দিন ফাটিবে এই প্রচণ্ড ভূধর,
অর্দ্ধেক পার্থিব রাজ্য হবে রূপান্তর।

৮

নির্জীব নিশ্চেষ্ট, এই প্রাচীন ভারত,
কালের তরঙ্গাঘাতে ছায়াপরিণত।

* রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের বিপ্লবকারীদিগের হস্তে অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল।

দুর্ব্বহ সমাধি বক্ষে,
ঘোর কুজ্ঝটিকা-চক্ষে,
ঘোর অবনতি মুখে গতি নিরন্তর ;
নাহি ক্ষমা; হইতেছে তবু অগ্রসর !

৯

"অগ্রসর ! অগ্রসর ! নিত্য অগ্রসর !"—
কোলের সন্তান আজ গিয়াছে ভাসিয়া,
দাঁড়াইয়া এক পল
মুছি নয়নের জল,
নাহি সাধ্য, থাক শোক বুকের ভিতর,
মৃত-পুত্র, জীব-পিতা হও অগ্রসর !

১০

"অগ্রসর ! অগ্রসর ! নিত্য অগ্রসর !"—
বড়ই সুখের দিন আজি হে আমার !
সুখে পরিপূর্ণ বুক,
সুখে পরিপূর্ণ মুখ,
মুহূর্ত্ত সে পূর্ণভাব লভি আমি নর।
'না'—মন্ত্রিল মহাত্মা—"না,—হও অগ্রসর !"

১১

তরঙ্গে তরঙ্গে মহাকালের ক্রীড়ায়,
হইয়াছি অগ্রসর মধ্যম জীবনে,
তথাপিও নিরন্তর,—
"অগ্রসর ! অগ্রসর !"—
ক্রমে জীবনের সূর্য্য হেলিছে পশ্চিমে,
নহে সন্ধ্যা বহুদূর—ডুবিবে অস্তিমে।

১২

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি,—কাল-সিন্ধুনীরে
কত সুখ, কত দুখ, কতই বাসনা,
অতীত তরঙ্গ সহ,
মিশি হায়! অহরহ,
সৈকতে তরঙ্গ-ভ্রষ্ট ফেণ-রাঁশি মত,
স্মৃতি মাত্রে হইয়াছে এবে পরিণত!

১৩

কত যে স্নেহের তরী, প্রেমের প্রাসাদ,
আকাঙ্ক্ষার অট্টালিকা, এই স্বল্পকালে
হইয়াছে নিমগন,
নাহি হয় নিরূপণ;
জলের সৃজন যেন হইয়াছে জল,
স্মৃতিতে সমাধি মাত্র রয়েছে কেবল।

১৪

আবার সম্মুখে দেখি—সেই সিন্ধুনীর
ভয়াবহ! মরুদৃশ্য! কুজ্ঝাটিকাময়!
একটী সুখের রেখা,
আশার একটী লেখা,
নাহি ভবিষ্যত-অঙ্গে, সিন্ধু-নীলিমায়;—
মহাকাল! কি উদ্দেশ্যে, যাইব কোথায়?

১৫

কি ভীষণ জল-যাত্রা মানব-জীবন!
কাল-গর্ভে সেই দিন ভাসিল তরণী,
সেই দিন, সেই ক্ষণ,
মুদ্রাঙ্কিত—'নিমগন'

হইল ললাটে তার,—অখণ্ড লেখন !
অদূরে, অথবা দূরে,—নিশ্চয় 'মগন' !

১৬

আশঙ্কায় আশঙ্কায় চলিল তরণী,
প্রতিপদে 'নিমগন' নহে অসম্ভব ;
অবস্থার সমীরণ,
অনুকূল প্রতিক্ষণ,
হলো যদি তব ভাগ্যে, হইল তোমার
মানব জীবন-যাত্রা সুখের আধার !

১৭

আপনি কমলা তরী-অন্তরীক্ষে থাকি,
বর্ষিবেন সুখশান্তি অজস্র ধারায় !
আনন্দ-তরঙ্গে রঙ্গে
অনন্ত কেতন সঙ্গে
চলিবে তরণী সুখে নাচিয়া নাচিয়া,
মধুর-সঙ্গীত যেন যাইছে বহিয়া।

১৮

কিন্তু যদি প্রতিকূল অবস্থা তোমার,
আমার মতন তব জীবন-তরণী,
ঝটিকায় ঝটিকায়,
হবে বিচূর্ণিত-কায়,
অন্তরীক্ষে মহা-মেঘ করিয়া গর্জ্জন,
অনিবার শিলা বজ্র করিবে বর্ষণ।

১৯

বিস্তীর্ণ আশার পাল গিয়াছে উড়িয়া ;
স্নেহের বন্ধন সব গিয়াছে ছিঁড়িয়া ;

সুখের কেতন নগ্ন,
হয়েছে হৃদয় ভগ্ন,
পূর্ণ হইয়াছে তরী নিরাশার জলে,
মহাকাল। আর কেন ডুবাও অতলে!

২০

যেই তারা লক্ষ্য করি ভেসেছিল তরী,
এখনো সে তারা উচ্চে জ্বলিছে আকাশে;
অবস্থার ঝটিকায়,
কিন্তু কত দূরে হায়!
আনিয়াছে ছাড়াইয়া সেই লক্ষ্যপথ!
অবস্থার দাস নর,—বৃথা মনোরথ!

২১

অবস্থা! তোমার নাম—অদৃষ্ট! বিধাতা!
তুমি স্রষ্টা, সংরক্ষক, তুমি সংহারক!
তুমি সর্ব্বশক্তিমান,
বিশ্ব তব ক্রীড়া স্থান,
তুমি পাপ, তুমি পুণ্য, স্বরগ, নরক!
তুমি সর্ব্ব-ব্যাপী, তুমি সর্ব্ব-বিধায়ক!

২২

তুমি বিশ্ব-নেতা, কাল তোমার বাহন,
তব সনে মহারণ 'বিশ্ব-যাত্রা' নাম;
যুদ্ধ করি, মহাসুর!
আসিয়াছি এত দূর,
যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষত বক্ষে ফুরাল আমার
একবর্ষ, জীবনের একবর্ষ আর!

প্রতিকৃতি।

(সনেট ।)

পূর্ণচন্দ্র-নিভ ফুল্লচন্দ্র মুখে,
মহিমার হাসি ভাসিছে তায় ;
পতি-গরবেতে গরবিত বুকে,
গরব-তরঙ্গ খেলিয়া যায়।
পূর্ণ কলেবর, চিত্র পূর্ণতার,
পবিত্র মাধুরী কোমলতাময় ;
পূর্ণ-সিন্ধু-জলে, উচ্ছ্বাস আধার,
ফুটন্ত জ্যোৎস্না হতেছে লয়।
পতি-ভালবাসা অঙ্গে অঙ্গে মাখা,
পতি ভালবাসা হৃদয় ভ'রে ;
পতি-ভালবাসা নাহি যার রাখা,
হৃদয় ভরিয়া উথলি' পড়ে।
সোণার পুতুলে অঙ্গ সুশোভন,
শিরে-পতি শিব চন্দ্রের মতন।

কবির উপহার।

(সনেট ।)

ত্রিদিব জ্যোৎস্না দেবী-মূর্ত্তি ধরি,
আজি কি ভূতলে পড়িল খসি ?
জ্যোৎস্না-সাগরে জ্যোৎস্না ঢালিয়া,
শশী-করতলে উদিল শশী
পবিত্রতর ? কি যে পবিত্রতা,,
ত্রিদিব মাধুরী, পড়িছে ঝরি

সুধাংশু হইতে, শুধা অংশু যেন,
পাপ পূর্ণ ধরা পবিত্র করি !
নিদ্রান্তে দেখিনু কক্ষ অন্ধকার
আলোকিছে মূর্ত্তি—মানবী নয়।
ভরিল হৃদয় ; ভাসিল নয়নে
আনন্দাশ্রু ; চিত্ত চন্দ্রিকাময়।
আলোকি বৈশাখী-জ্যোৎস্না-নিশি,
আলোকে আলোক গেল কি মিশি !

নবজীবন।

(অশোকাষ্টমী নিশি,—নদীতীর,—পিতৃমাতৃ-
শ্মশানস্থ শিবালয় সম্মুখে।)

১

জুড়াইল——
এত দিনে জুড়াইল হৃদয় আমার !
যে দারুণ পিপাসায়
অর্দ্ধেক জীবন হায়,
দহিয়াছে অনিবার হৃদয় আমার ;
মধ্যম জীবনে প্রাণে,
বিধূমিত সে শ্মশানে,
আজি শান্তিবারি আহা ! হইল সঞ্চার,
জুড়াইল এত দিনে জীবন আমার !

২

বেড়াইনু কত তীর্থে—পিপাসা আকুল।
বঙ্গ-সাগরের তীরে,
"চন্দ্রশেখরের" শিরে
স্বভাবের অভ্র-ভেদী সে বেদী অতুল!
ভূতলে হৃদয় রাখি,
দেখিছি. অচল আঁখি,
স্বভাবের শান্তি রাজ্য ব্যাপি গিরিমূল
দেখিয়াছি শান্তিময় নীলাম্বু অকূল।

৩

নীলাম্বর অন্ততীরে
যথা 'সুদর্শন' শিরে
শোভিছে মন্দিরে—বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ—
বিকট মূরতিময়,
বিশ্বকর্ম্মা গুণত্রয়,
এক "ক্ষেত্রে" সমাবেশ—বিষ্ণু-ভগবান!
দেখিয়াছি জগন্নাথ ত্রিনীতি নিদান।

৪

দেখিছি,"ভুবনেশ্বরে" ভুবন ঈশ্বর ;
মহাশক্তি ক্রীড়ান্বিতা,
সৃজয়িত্রী সৃজয়িতা
সৃজন-সঙ্গমে রত, সৃষ্টি—চরাচর!
প্রকৃতি ও পুরুষের
অবিশ্রান্ত সঙ্গমের
মহামূর্ত্তি শিলাখণ্ড! গভীর কেমন,
অশ্রান্ত সে ক্রীড়া. আর অশ্রান্ত সৃজন!

৫

"বিরজার ক্ষেত্রে" সত্ত্ব 'অর্কক্ষেত্রে' রজঃ,
তমোমূর্ত্তি "যমক্ষেত্রে,"
দেখিয়াছি জ্ঞান-নেত্রে ;
'শিব-ক্ষেত্রে' সৃষ্টি—সত্ত্বরজের সঙ্গমে ;
"বিষ্ণু-ক্ষেত্রে" স্থিতিতত্ত্ব,
তিনের মিলনে নিত্য
রহিয়াছে প্রকটিত ; কি তত্ত্ব মহান্ !
উৎকলের পঞ্চ ক্ষেত্রে আছে মূর্ত্তিমান !

৬

জাতীয়-জীবন-বাহী জাহ্নবীর তীরে
দেখিয়াছি বারাণসী,
শরতের অর্দ্ধ-শশী
ভাসমান ভাগীরথি-বক্ষে মনোহর।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর
দেখিয়াছি কি সুন্দর !
সৃজনপালনমূর্ত্তি—কাশী পুণ্যধাম !
কিন্তু কই, তাহে নাহি জুড়াইল প্রাণ।

৭

বসি বিন্ধ্যাচল শিরে,
গঙ্গার নির্ম্মল নীরে
দেখিছি নির্ম্মলতার মুরতি সুন্দর।
প্রয়াগে সঙ্গমস্থলে,
শারদ-গগন-তলে,
দেখিয়াছি প্রকৃতির নিষ্কাম মিলন।
কি মাহাত্ম্য-একতার করিছে কীর্ত্তন।

৮

অমর, অমৃত নাই, কে বলে ধরায় ?
মথুরায় বৃন্দাবনে
দেখিছি অতৃপ্ত মনে,
অমর মানবরূপে—নর-নারায়ণ !
পদ-পরশনে যার,
যমুনা অমৃতাসার
বহিছে অনন্তকাল ; হয়েছে কেমন
অমৃতমণ্ডিত ক্ষুদ্র গিরি গোবর্দ্ধন !

৯

"রাজগৃহে" পঞ্চ গিরি প্রতিধ্বনি তুলি,
কি গভীরে যুগশত,
ঘোষিতেছে অবিরত—
"অমর মানব !" যার পুণ্য পদধূলি,
অর্দ্ধাধিক নরজাতি,
লভিছে মস্তক পাতি,
যাহার অমৃতময় মহাসাম্য গীত
সমগ্র পৃথিবী আজি করিছে প্লাবিত।

১০

গঙ্গাসাগরের সেই অতুল সঙ্গম !
মহাসিন্ধু মহাকাল !
কি মূরতি সুবিশাল !
পবিত্রা জাহ্নবী—আর্য্যজাতীয় জীবন—
করিতেছে সিন্ধুসহ,
কত ক্রীড়া অহরহ !
কি উচ্ছ্বাস, কি নিশ্বাস,
কি তরঙ্গ, অট্ট হাস,

কি উত্থান, কি পতন, কি শান্তি, কি ঝড় !
আর্য্য অদৃষ্টের কিবা চিত্র ভয়ঙ্কর !

১১

এই ক্ষুদ্র নদীতীরে, এ ত্রিপাদভূমে,
পাতিয়া তাপিত বুক,
পাইলাম যেই সুখ,
যেই শান্তি, যেই প্রীতি, তৃপ্তি পিপাসার—
জুড়াইল এত দিনে হৃদয় আমার !

১২

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার !
এত দিনে বুঝিলাম,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ধরাধাম,
হইল না কেন ত্রিপাদের পরিমাণ।
তিন পদ কোন্ ছার,
একটী ধূলি ইহার,
ত্রিভুবনে পরিমিত হবে না কখন—
স্নেহের উপমা নাই, স্নেহে অতুলন !

১৩

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার !
জনক জননী মম,—
জাহ্নবী যমুনা সম,
এক অঙ্গে পরিণত যুগল জীবন,
এখানে অনন্তসহ হইল মিলন।

১৪

হায়, মাত বসুন্ধরে ! খুলিয়া হৃদয়,
দেখায় যুগল-মুখ,
সেই স্নেহ ভরা বুক,

সেই সরলতা, পর-দুঃখ-কাতরতা,
সেই চির কোমলতা,
সেই চিত্ত মধুরতা,
সেই চির প্রসন্নতা, প্রীতি পারাবার,
সেই দেব, সেই দেবী, উপাস্য আমার !

১৫

পাপী আমি ! হায়, মাতঃ দুরদৃষ্টবশে
ছিলাম বিদেশে পড়ি',
দুরাকাঙ্ক্ষা ভর করি,
আমার সে রবি শশী ডুবিল যখন।
বারেক জীবন তরে,
দেখিনি নয়ন ভ'রে
সেই মুখ, সেই বুকে—স্নেহের দর্পণ—
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের-মতন।
সে অভাব হৃদে সহি,
সে পিপাসা হৃদে বহি,
কত তীর্থ তীর্থান্তরে করিনু ভ্রমণ ;
কই, সে পিপাসা মম হলো না পূরণ !

১৬

উঠ বাবা, ত্যজ নিদ্রা, উঠ এক বার !
বলিত যে এ সংসার,—
স্নেহে তুমি মা আমার,
উঠ, সেই স্নেহ-মুখ দেখি এক বার !
ষোড়শ বৎসর পরে,
জ্বলি দেশ-দেশান্তরে,

আসিয়াছি গৃহে, মুখ দেখিতে তোমার ;
ত্যজ নিদ্রা, উঠ বাবা, উঠ মা আমার !

১৭

'রোপিয়াছি আশালতা'—বলিতে মায়েরে।
দেখিলে না এক বার
তব সে আশালতার
ফলিয়াছে কোন্ ফল ? বিফল সকল,
একটীও পাইল না তব পদতল !

১৮

এই পরিতাপে হায়, তাহার জীবন
হইয়াছে বিষময় ;
আহা ! প্রাণে নাহি সয়,
একটী তণ্ডুল নাহি করিনু অর্পণ,
তোমাদের পদতলে,
পরিতাপে প্রাণ জ্বলে ;
কার তরে এ দাসত্ব করিনু বহন,
সহিলাম এত ঝড়, এত নির্যাতন ?

১৯

একে একে ভেসে গেল স্নেহের পুতুল।
দূর "শূরনদ" তীরে,
নিদ্রা যায় একটী রে !
দ্বিতীয় আমার চির-দুঃখ নিবারণ
নিদ্রা যায় স্বর্গদ্বারে,
অনন্ত জলধি-পারে ;
সেই তীরজাত ক্ষুদ্র নীরেন্দ্র প্রসূন,
পদ্মায় ভাসিয়া গেল পবিত্র-কুসুম।*

২০

উঠ বাবা, স্নেহময়ি, উঠ মা আমার,
বুলায়ে কোমল-কর,
আমার হৃদয়' পর,
জুড়াও জ্বলন্ত এই স্নেহের শ্মশান,
সংসারের শত অস্ত্রে ক্ষত এই প্রাণ।

২১

না না—এই ভূমিখণ্ড, ক্ষুদ্র-পরিসর
সে অনন্ত দয়া, সেই প্রশস্ত হৃদয়,
কভু কি ধরিতে পারে?
শক্তি ধরে পারাবারে?
অনন্তে অনন্ত আহা! হয়েছে বিলীন!
অশোক-অষ্টমী, নিশি,
হাসিতেছে দশ দিশি,
বাসন্তী-চন্দ্রিকা-স্নাত অনন্ত অম্বর।

২২

অনন্ত অম্বর পটে শত চন্দ্রোজ্জ্বল,
কিবা হরগৌরী-রূপ,
শোভিতেছে অপরূপ,
জনক-জননী মম একাঙ্গ-সুন্দর!
কিবা সুপ্রসন্ন হাসি,
কি অনন্ত স্নেহ-রাশি,
ভাসিছে অধরে, নেত্রে! কি স্বর্গ-সঞ্চার
করিতেছে ওই দৃষ্টি হৃদয়ে আমার!

২৩

শোভিতেছে অঙ্কে পঞ্চ প্রতিমা-সুন্দর!
কি সুখে সে স্বর্গোপর,
বিরাজিছে বাছা মোর,
গলায় গলায় সেই যুগ্ম প্রতিমার!
ক্ষুদ্র পুষ্প সে বদন,
চুম্বিছেন দুই জন
কি আদরে; অঙ্কস্থিত পুত্রকন্যাগণ
কি আদরে সেই ফুল করিছে চুম্বন!

২৪

তোমাদের স্নেহ-সাধ মিটেনি ভূতলে।
তাই এই ফুলগুলি,
একে একে নিলে তুলি,
শূন্য করি অপবিত্র অঙ্ক আমাদের
নিলে ওই ফুল মোর—
বড় ভাগ্য বাছা তোর,
সেই স্নেহামৃত তুই করিস্ রে পান,
তার পিপাসায় দহে আমাদের প্রাণ!

২৫

আর কাঁদিব না। সেই অনন্তের সনে
মিশিয়াছে সেই মহা অনন্ত স্বরূপ,—
অশোক-অষ্টমী আজি,
ভক্তির তরঙ্গ-রাজি
করিয়াছে মুহূর্ত্তেক অশোক অন্তর—
স্থাপিলাম সেই মূর্ত্তি শ্মশান উপর।

২৬

স্থাপিলাম "গোপীশ্বর"—প্রকৃতি ঈশ্বর।
কাংস্য-ঘণ্টা-শঙ্খধ্বনি,
কি পবিত্র স্রোতস্বিনী
বহে হুলুধ্বনি সহ রহিয়া রহিয়া!
কিবা ধ্যান সুধাময়,
সমীরণ-পৃষ্ঠে বয়,
অগুরু-চন্দন-গন্ধে মাখিয়া শরীর,—
অনন্তের কিবা মূর্ত্তি, কি চিন্তা গভীর!

(ধ্যান।)

"নমোঽনন্ত স্বরূপাখ্যং নিষ্কলং গুণিগুম্ফিতম্।
"বিদ্যুৎপুঞ্জ সহস্রার্কং দ্বিভুজং কান্তবিগ্রহম্
"আদ্যন্তমধ্যরহিতং ব্যাঘ্রাজিনাবৃতং কটিম্।
"কৃপাম্ভুজঙ্গ কোটীশং বরদাভয়পাণিকম্!
"সাধকাভীষ্টদাতারং কোটি ব্রহ্মাদিভিঃ স্তুতম্।
"নানারূপধরঞ্চোগ্রং ধ্যায়েচ্ছঙ্করমব্যয়ম্।"

২৭

অনন্ত—স্বরূপ, আখ্যা, উভয় তোমার!
কলাহীন গুণান্বিত;—
যদি হয় অলক্ষিত
মানব নয়নে, তবে দেখাও তোমার
বিদ্যুৎপুঞ্জ ঝলসিত,
সহস্রার্ক প্রজ্বলিত,
সে ভীষণ রূপ; তাহে ত্রাসিলে অন্তর,
দেখাও কৌমদী-মাখা মুরতি সুন্দর।

২৮

সৌন্দর্য্যে মোহিত যদি, দেখাও তখন—
আদি নাই, অন্ত নাই,
মধ্য কোথা নাহি পাই,
কি মহা বিরাট মূর্ত্তি—নর জ্ঞানাতীত !
ভাবি তুমি বিশ্বপতি ;
ব্যাঘ্রাজিনাবৃতকটি
নিষ্কাম উদাসরূপ দেখাও তখন।
যাই যদি পাপ-পথে,
দেখি আকাশের-পটে
কুপিত-ভুজঙ্গ-কোটি-ঈশ্বর নির্দ্দয় ;
পুণ্য-পথে—দুই ভুজ বরদ অভয় !

২৯

ব্রহ্মাদি-দেবতা-কোটি-পূজিত দেখিয়া,
যদি ক্ষুদ্র নরভ্রমে
দুরলভ্য ভাবি মনে,
দেখি তুমি ইষ্টদাতা সর্ব্ব-সাধকের।
তাহে হ'লে অহঙ্কার,
ধর নানা উগ্রাকার—
রোগ, শোক, ঝড় বজ্র,—হইলে কাতর
দেখি পূর্ণ শিবরূপ, অব্যয় শঙ্কর !

৩০

জুড়াইল———
এই ধ্যানে, পিতৃদেব, পূজিয়া তোমায়
কি যে শান্তি লভিলাম,
কি জীবন পাইলাম,
কি অমৃতে পরিপূর্ণ হইল হৃদয় !

হৃদয়ের ক্ষত যত,
শান্ত তারাগণ মত ;
হৃদয় তেমনি ওই সুনীল গগন—
শান্ত, স্থির ; লভিলাম কি নবজীবন !

৩১

গাইছে জগত নবজীবনের গান।
জীমূতের পৃষ্ঠে চড়ি,
বিদ্যুৎ সাপটি ধরি”
ছুটেছে অনন্ত-গর্ভে, গতি অবিশ্রাম ;
হৃদয়েতে কি উচ্ছ্বাস,
কি ঝটিকা পূর্ব্ব-শ্বাস,
দুই পার্শ্বে দুই সখী—দর্শন, বিজ্ঞান—
গাইছে প্লাবিয়া শূন্য কি গভীর গান !

৩২

গাঁইছে ভারত নবজীবনের গান।
মহানিদ্রা অবসান,
সঞ্জীবনী সুধাদান
করিতেছে মহাকাল বসিয়া শিয়রে।
মহানিদ্রা অবসান,
ধীরে ধীরে এক প্রাণ
করিতেছে ধীরে অণু-প্রাণিত শরীর,
নবজীবনের শ্বাস বহিতেছে ধীর।

৩৩

পিতৃদেব !——
শিখাও আমায় নব জীবনের গান
অমর অক্ষরে লেখা,
দেখাও কর্ত্তব্য রেখা

আঁকিয়া আকাশপটে ; কর শক্তি-দান
সেই রেখা অনুসারি—
চরণে যাইতে পারি,
অন্তিমে চরণে তব পাই যেন স্থান,
পিতৃদেব !
শিখাও আমারে নবজীবনের গান !

প্রকৃতির গীত।

"নাথ ! ভু'লো না এ দাসীরে
এই অনুরাগ যেন, থাকে চির দিন তরে।
কুলমান-ল'জ-ভয়, পরিহরি সমুদয়,
স'পেছি জন্মেরি মত মনঃপ্রাণ তব করে।
তুমি বিনে অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন, তিলেক না হেরিলে পরে।"

গভীর নিশীথে, কি গভীর গীত
গাইছে প্রকৃতি গভীর স্বরে
অনন্তরূপিণী, অনন্ত-কণ্ঠেতে,—
"ভু'লোনা দাসীরে"—গাইছে কাতরে
অনন্তস্বরূপে, অনন্ত কণ্ঠেতে—
"ভুলিওনা নাথ"—কিবা এক-তান
গাইছে অশ্রান্ত ; অনন্ত-পুরিয়া—
"ভুলনা না দাসীরে"—উঠিছে গান

২

"এই অনুরাগ, চির দিন তরে,
"থাকে যেন তব ওহে প্রেমময় !

"এই অনুরাগে সৃষ্টি প্রকৃতির,
"এই অনুরাগে দাসী বেঁচে রয়।
"এই অনুরাগে শোভিতেছে নিত্য
"দাসীর গলায় পুষ্প-তারাহার।
"এই প্রেম-বহ্নি জ্বলিছে হৃদয়,
"উচ্ছ্বসিছে বক্ষে প্রেম-পারাবার।
"রবি, শশী, তারা, ভূধর, সাগর,
"জলস্থল-কণা এই প্রেমময়;
"এই অনুরাগ নাহি থাকে যদি
"মরিবে এ দাসী, হইবে প্রলয়।

৩

"নাহি কুল, নাথ, তব এ দাসীর,
"পুরুষে প্রকৃতি হয়েছে লয়।
"নাহি তার, প্রভু! মান-অভিমান,
"অশ্রান্ত তোমার সেবায় রয়।
"উলঙ্গ প্রকৃতি, নাহি দ্বিধা-জ্ঞান;
"নাহি লজ্জা, সদা পবিত্রতাময়।
"যেই পথে বল, চলে সেই পথে,
যেইরূপে গড়, সে রূপ হয়।
"দিয়েছ অভয়, নাহি তার ভয়,
"অশনি-বিদ্যুৎ খেলিছে বুকে;
"কত সৌর-রাজ্য, আগ্নেয়-ভূধর,
"লইয়া ছুটেছে অনন্ত-মুখে।

৪

"তুমি বিনা আর, কি ধন তাহার
"আছে? তুমি এক দ্বিতীয় নাই।

"মরি দাসী যদি তিলেক তোমার
"প্রেম-ময় মুখ দেখিতে না পাই!
"তব প্রেমমুখ তিলেক অন্তর
"হয় যদি নাথ! রবি, শশী, তারা,
"নিবিবে, ঢাকিবে আঁধারে প্রকৃতি;
"হইবে জগত নিয়তি-হারা।
গ্রহে উপগ্রহে ঘাত প্রতিঘাতে
"অঙ্গে অঙ্গে দাসী হইয়া ক্ষত;
"ভৌতিক বিপ্লবে হয়ে আত্মঘাতী,
"হইবে প্রকৃতি শূন্যে পরিণত।"

৫

গভীর নিশীথে, কি গভীর গীত
গাইছে প্রকৃতি গভীর ধীরে,
অনন্ত-রূপিণী অনন্ত-কণ্ঠেতে;
কহিছে কাতরে—"ভু'লো না দাসীরে!"
আমি ক্ষুদ্র নর, মাতা প্রকৃতির
অণু পরমাণু; এই মহা-গীত
গাই যেন নিত্য হৃদয় ভরিয়া—
প্রকৃতির এই জীবন-সঙ্গীত।
প্রকৃতি রাধিকা, করিছে এ গীতে
কৃষ্ণ-আরাধনা, ভাসি প্রেমনীরে;
অণু পরমাণু, অনন্ত গোপিনী
গাইতেছে—"নাথ! ভু'লো না দাসীরে।"

সম্পূর্ণ।

দয়ার সাগর,

পূজ্যতম

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

দেব!

যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চ
অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আবার আপনার শ্রীচর
উপস্থিত হইল। আপনার আশীর্ব্বাদে, ততোধিক আপনা
অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূ
আপনার দয়াসাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্রতা-দাবানল হইতে
যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন-প্রসূ
একটী ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল;—এ
কারণ তাহার এত আনন্দ। বঙ্গকবিরত্নগণ স্বীয় মানস উদ্যান
যে চিরসুবাসিত কুসুমরাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজ্য পবি
নাম পূজা করিয়াছেন, আমি সেরূপ পবিত্র পরিমলবিশিষ্ট কু
কোথায় পাইব? আমার হৃদয়—কানন; আমার উপহার
বনফুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে যেই দেবপদ অ
করেন, দরিদ্র ভক্তের ক্ষুদ্র অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃ
হইয়া থাকে। আমার এই মাত্র সাহস—এই মাত্র ভরসা।

১লা মাঘ, }
সন ১২৮২। }

আপনার চিরানুগত
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

প্রথম সর্গ।

মুরসিদাবাদ—জগৎশেঠের মন্ত্রভবন।

১

দ্বিতীয়-প্রহর নিশি, নীরব অবনী ;
নিবিড়-জলদাবৃত গগন-মণ্ডল ;
বিদারি আকাশতল,—যেন দুষ্ট ফণী—
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলি চঞ্চল।
দেখিতে বঙ্গের দশা সুর-বালাগণ,
গগন-গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া,
অমনি সিরাজ-ভয়ে করিতে বন্ধন
চমকিছে রূপজ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিয়া।
মুহূর্ত্তেক হাসাইয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
সভয়ে চপলা মেঘে পশিছে তখন।

২

যবনের অত্যাচার করি দরশন,
বিমল হৃদয় পাছে হয় কলুষিত,
ভয়েতে নক্ষত্র-বালা লুকায়ে বদন,
নীরবে ভাবিছে মেঘে হয়ে আচ্ছাদিত।
প্রজার রোদন, রাজ-আমোদের ধ্বনি,
করিয়াছে যামিনীর বধির শ্রবণ;
গগন পরশে পাছে ভাসায়ে ধরণী,
এই ভয়ে ঘনঘটা গর্জ্জে ঘন ঘন।
গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দে কাঁপিছে অবনী,
দ্বিগুণ ভীষণতরা হতেছে যামিনী।

৩

নীরদ-নির্ম্মিত নীল চন্দ্রাতপতলে
দাঁড়াইয়া তরুরাজি, স্থির, অবিচল,—
প্রস্তরে নির্ম্মিত যেন! জাহ্নবীর জলে
একটী হিল্লোল নাহি করে টলমল।
না বহে সময় স্রোত; জাহ্নবীর জল;
প্রকৃতি অচলভাবে আছে দাঁড়াইয়া;
অস্পন্দ অন্তরে যেন স্তব্ধ ধরাতল
শুনিছে, কি মেঘমন্দ্র ঘন গরজিয়া
বিজ্ঞাপিছে বিধাতার ক্রোধ ভয়ঙ্কর,
কাঁপাইয়া অত্যাচারী পাপীর অন্তর।

৪

ভয়ানক অন্ধকারে ব্যাপ্ত দিগন্তর,
তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল।
বিনাশিয়া যেন এই বিশ্বচরাচর,
অবিবাদে অন্ধকার বিরাজে কেবল।

কত বিভীষিকা মূর্ত্তি হয় দরশন ;—
সমাধি করিয়া যেন বদন-ব্যাদান
নির্গত করেছে শব বিকট-দশন,
বারেক খুলিলে নেত্র ভয়ে কাঁপে প্রাণ !
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান,
নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গ-কৃপাণ।

৫

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল নিশীথিনী,
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন ;
নীরবে কাঁদিছে আহা ! বঙ্গবিষাদিনী,
নীহার-নয়নজলে তিতিছে বসন।
নীরব ঝিল্লির রব ; স্তব্ধ সমীরণ ;
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতী শয্যায়,
পতি প্রাণভয়ে, সতী সতীত্বকারণ,
ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায়।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদয়।

৬

যেই মুরসিদাবাদ সমস্ত শর্ব্বরী
শোভিত আলোকে, যথা শারদ গগন
খচিত নক্ষত্র-হারে ; রজনী সুন্দরী
হাসিত কুসুমদামে রঞ্জিয়া নয়ন ;
উথলিত অনিবার আমোদ লহরী ;
ভাসিত নগরবাসী, অমর-সমান,
শান্তির-সাগরে সুখে ; সে মহানগরী,
ভাবনা-সাগরে কেন আজি ভাসমান ?

যাহার সঙ্গীত-স্বরে জাহ্নবী-জীবন
নাচিত উল্লাসে, আজি সে কেন এমন ?

৭

কল্পনে !
চঞ্চল চপলালোকে চল এক বার,
যাই সুরপুরী-সম শেঠের ভবনে,
ভারতে বিখ্যাত যেন কুবের-ভাণ্ডার ;
অচলা কমলা যথা হীরক-আসনে।
যথায় সঙ্গীত-স্রোত বহে অনিবার
কামিনী-কোমলকণ্ঠে, জিনিয়া সুস্বরে
কোকিল-কাকলী, কিংবা সুতার সেতার,
বরষি অমৃতধারা শ্রবণ-বিবরে।
অন্ধকারে সাবধানে শঙ্কিত অন্তরে,
চল যাই কি আমোদ দেখি সেই ঘরে।

৮

একি ! !
নীরব সেতার, বীণা, মধুর বাঁশরী !
পাখোয়াজ, মেঘনাদে গর্জ্জে না গভীর !
নৈশ-নীরদের মালা আবাহন করি,
কেহ নাহি গায় মেঘমল্লার গম্ভীর !
নিকোষিত-অসি করে দৌবারিকদল,
অন্ধকারে দ্বারে দ্বারে করিছে ভ্রমণ ;
একটী কপাট কোথা নাহি অনর্গল,
একটী প্রদীপ কোথা জলে না এখন।
তিমিরে অদৃশ্য গৃহ, প্রাচীর, প্রাঙ্গণ ;
বোধ হয় ঠিক্ যেন বিরল বিজন।

৯

কেবল কতটী রশ্মি গবাক্ষ বিদারি,
একটী মন্দির হ'তে হইয়া নির্গত,
তমোরাশি মাঝে ক্ষীণ আলোক বিস্তারি
শোভিছে, আকাশ-চ্যুত নক্ষত্রের মত।
যেই ক্ষুদ্র পথে রশ্মি হয়েছে নিঃসৃত,
কল্পনে! সে পথে পশি নিভৃত আলয়ে,
কহ, সর্ব্বপুরী যবে তিমিরে আবৃত,
এই কক্ষে আলো কেন জ্বলে এ সময়ে?
গভীর নিশীথে কি গো বসি কোন জন,
অভীষ্টিত মহামন্ত্র করিছে সাধন?

১০

কি আশ্চর্য্য!
বঙ্গের অদৃষ্ট ন্যস্ত যাঁহাদের করে,
উজ্জ্বল বঙ্গের মুখ যাঁদের গৌরবে,
তাঁরা কেন আজি এত বিষণ্ণ অন্তরে,
নিশীথে নিভৃত স্থানে বসিয়া নীরবে?
সহস্রে বেষ্টিত হয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে
বসেন সতত যাঁরা, তাঁরা কেন, হায়!
নির্জ্জনে, মলিন মুখে, বিষাদিত মনে,
বসিয়া গম্ভীর ভাবে মজিয়া চিন্তায়?
প্রাচীরে চিত্রিত পটে নৃমুণ্ডমালিনী,
লোল-জিহ্বা অট্টহাসি ভৈরব-ভামিনী।

১১

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল,
বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন;

বহে কি না বহে শ্বাস, চিন্তায় বিহ্বল,
কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন।
অনিমেষ-নেত্রে, কষ্টে, যেন একমনে
পড়িছে বঙ্গের ভাগ্য অঙ্কিত পাষাণে
বিধির অস্পষ্টাক্ষরে ; কিংবা চিত সনে
প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদ্‌ঘাটন,
বঙ্গ ভবিষ্যৎ-সিন্ধু করে সন্তরণ।

১২

একটী রমণীমূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিণী, দীর্ঘ-গ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,—
শুক-তারা শোভে যেন আকাশের পটে,
শোভিছে উজলি জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন।
আবার পলকে সেই নয়নযুগল,
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতাময় ;
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ-গরিমা-গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয়।
বিশ্বব্যাপী সেই দয়া, জাহ্নবী যেমন,
সমস্ত বঙ্গেতে করে সুধা বরিষণ।

১৩

সুস্নিগ্ধ নয়নে, ওই গম্ভীর বদনে,
করতলে বামগণ্ড করিয়া স্থাপন,
ভাবিছে জানকী যেন অশোক কাননে
আপন উদ্ধার-চিন্তা, বিষাদিত মন।
আবার এ দিকে দেখ, স্বতন্ত্র আসনে
নীরবে বসিয়া এক তেজস্বী যবন,

দুরূহ ভাবনা যেন ভাবিতেছে মনে,
শ্বেত শ্মশ্রু-রাশি দীর্ঘ চুম্বিছে চরণ।
ক্ষণে চাহে শূন্য পানে, ক্ষণে ধরাতল,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে শ্মশ্রু করে দলমল।

১৪

দেশদেশান্তর হ'তে ইহারা সকল,
সমবেত কেন এই নিভৃত মন্দিরে?
বঙ্গের যে ক'টী তারা নির্ম্মল, উজ্জ্বল,
কি ভাবনা-মেঘে সব ঢেকেছে অচিরে?
সৈরিন্ধ্রীস্বরূপা বঙ্গে, পাপ-কামনায়
করেছে কি অপমান কীচক-যবন!
কেমনে উচিত দণ্ড দিবেন তাহায়,
তাই কি মন্ত্রণা করে ভ্রাতা পঞ্চজন?
অথবা রাজ্যের তরে বিষাদিত মনে,
ভাবিছে কি কৃষ্ণা সহ বসি তপোবনে?

১৫

কোন্ ব্রতে ব্রতী আজি কে বলিবে হায়?
কি বর মাগিছে সবে শ্যামার চরণে,
সামান্য লোকের মন কহা নাহি যায়,
রাজাদের কি কামনা বলিব কেমনে?
ওই দেখ—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি তুলিয়া বদন,
কষ্টের স্বপন যেন, হলো অপসৃত,
সঙ্গীদের মুখপানে করি নিরীক্ষণ,
কহিতে লাগিলা মন্ত্রী নিজ মনোনীত।

পর্ব্বতনির্ঝর হ'তে অবরুদ্ধ নীর,
বহিতে লাগিল যেন, গরজি গম্ভীর ঃ

১৬

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র!
অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,
আমা হ'তে এই কর্ম্ম হবে না সাধন।
আজন্ম যাহার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
কৃতঘ্নতা-অসি—ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন—
কেমনে ধরিব আহা! বিপক্ষে তাহার ?
যেই তরুছায়াতলে জুড়াই জীবন,
কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার ?
অথবা নিষ্ঠুর মনে, ভুজঙ্গ যেমন,
কোন্ প্রাণে, যে গাভীর করি স্তন্যপান,
দুগ্ধ বিনিময়ে তারে করি বিষ দান ?

১৭

"কৃতঘ্নতা মহাপাপ! বল না আমায়
যেই করে করে মুখে আহার প্রদান,
কোন্ মূর্খ সেই কর কাটিবারে চায় ?
কৃতঘ্নহৃদয় আহা! নরক সমান!
সামান্য যে উপকারী, তার অপকার
করিলে, পাপেতে আত্মা হয় কলুষিত ;
একে রাজদ্রোহী, তাহে মন্ত্রী হয়ে তার,
কেমনে কুমন্ত্রে তার করিব অহিত ?
একে রাজ-বিদ্রোহিতা! তাহে অনিশ্চিত
এই পাপ পরিণাম—হিত, বিপরীত!

১৮

"সিংহাসন-চ্যুত করি অভাগা নবাবে,
কোন্ অভিসন্ধি বল হইবে সাধন ?
লইবে যে রাজদণ্ড আপন প্রভাবে,
যমদণ্ড করিলে কে করিবে বারণ ?
নাদেরসাহার মত যদি কোন জন,
দিল্লী বিনাশিয়া আসে বঙ্গে বীরভরে,
কেমনে রাখিবে ধন, বাঁচাবে জীবন,
কে বল বাঁধিয়া বুক দাঁড়াবে সমরে,
হরিয়া সর্ব্বস্ব যদি প্রদানে কেবল
বিনিময়ে ভিক্ষাপাত্র, দাসত্ব-শৃঙ্খল ?

১৯

"সহজে দুর্ব্বল মোরা চির-পরাধীন
পঞ্চ শত বৎসরের দাসত্ব-জীবন
করিয়াছে বঙ্গদেশ শৌর্য্য-বীর্য্য-হীন,
রক্ষিতে আপন দেশ অশক্ত এখন।
শাসিতে বাঙ্গালা-রাজ্য আপনার বলে
পার যদি, নবাবেরে করিতে দমন,
সাজ তবে রণসাজে ;—কি কাজ কৌশলে
নতুবা অধীন থাক এখন যেমন।
রাজপদে, মন্ত্রিপদে, আছি বিরাজিত,
অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত।

২০

"সিরাজ দুর্দ্দান্ত অতি, নিষ্ঠুর পামর,
মানি আমি। কিন্তু লোকে বনের শার্দ্দুল

পোষে না কি, পোষে না কি কালবিষধর,
বুদ্ধির কৌশলে ?—তবে কেন হেন ভুল ?
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পুণ্য-পাপ-ভয়
সবে মিলি কর যদি হৃদয়ে সঞ্চার,
এই যে দুর্দ্দমনীয় দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
হইবে কোমল যেন কুসুমের হার।
শীতল সৌরভরূপে শান্তির বিধান
হইবে সমস্ত বঙ্গে, স্বর্গের সমান।

২১

"নাহি কাজ অতএব পাপ-মন্ত্রণায় ;
কি কাজ পাপেতে আত্মা করি কলুষিত !
মজিয়া মোহের ছলে, মাতি দুরাশায়,
কি জানি ঘটাব পাছে হিতে বিপরীত !"
এইরূপে ভবিষ্যৎ কহি মন্ত্রিবর
নীরবিলা। মুহূর্ত্তেক নীরব সকল।
নিরাশ ভাবিয়া মনে যবন পামর,
প্রত্যেকের মুখপানে দেখিছে কেবল।
অমনি জগৎশেঠ তুলিয়া বদন,
বলিতে লাগিলা দর্পে সজীব বচন।

২২

"মন্ত্রিবর !
সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির-পরাধীন ?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন ? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে ?

স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে এক-মত ;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহস দুর্জ্জয় !
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।
যে দিন মামুদ ঘোরি আসে সিন্ধুপার,
সেই দিন হ'তে দেখ দৃষ্টান্ত অপার।

২৩

"কি আশ্চর্য্য মন্ত্রীর যে এই অভিপ্রায়
হবে আজি, এই ভাব হবে অকস্মাৎ !
একটী কণ্টক কভু ফুটেনি যে পায়ে,
সে কেন না হাসিবেক দেখি শেলাঘাত ?
বিদরে হৃদয় যার সে করে রোদন।
যেখানে অস্ত্রের লেখা ব্যথাও তথায়।
ফলতঃ মন্ত্রীর এই বঙ্গ-সিংহাসন,
এই সব মন্ত্রণায় তাঁহার কি দায় ?
যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন,
পরের কেবলমাত্র লৌকিক রোদন।

২৪

"কি বলিব মন্ত্রিবর ! বিদরে হৃদয়
বলিতে সে সব কথা। তপ্তলোষ্ট্র-সম
ধমনীতে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়।
প্রতি কেশরন্ধ্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-নির্গম
হয় বিদ্যুতের বেগে। কি বলিব আর,
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম, ভূভারত যুড়ে

অধর রক্তাক্তপ্রায় দশন-দংশনে ;
মুষ্টিবদ্ধ করদ্বয়। "স্বপনের মত"—
বলিলেন রাজা রাজবল্লভ তখন,
"বোধ হয় পাপিষ্ঠের অত্যাচার যত ;
নর-প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কখন।
মনুষ্য-হৃদয় নহে পাপাসক্ত এত !
এই অল্প দিনে, দেহ হয় রোমাঞ্চিত,
কি পাপে না বঙ্গভূমি হ'লো কলুষিত।

৩০

"ক্রমে পাপলিপ্সা-স্রোত হ'তেছে বিস্তার।
এই দুর্নিবার নদী, কে বলিতে পারে,
কোথা হবে পরিণত ? কিছুদিন আর,
সতীত্ব-রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে
থাকিবে না,—থাকিবে না কুলশীলমান
বঙ্গবাসীদের হায় ! এখনো সবার
অনিশ্চিত ভয়ে, ত্রাসে, কণ্ঠাগত প্রাণ।
সীমা হ'তে সীমান্তরে এই বাঙ্গালার,
উঠিতেছে হাহাকার, ভাবে প্রজাগণ
কেমনে রাখিবে ধন, রাখিবে জীবন।

৩১

"যে যন্ত্রণা দুরাচার দিতেছে আমায়
জানেন সকলে, আমি কি বলিব আর ?
যে অবধি সিংহাসনে বসিয়াছে হায় !
সে অবধি বিষদৃষ্টি উপরে আমার।
প্রিয় পুত্র কৃষ্ণদাস সহ পরিবার
হইয়াছে দেশান্তর ; ইংরেজ বণিক

আশ্রয় না দিত যদি, কি দশা আমার
হ'তো এত দিনে! মম, প্রাণের অধিক
পত্নীপুত্র-বিরহেতে হয়েছি এখন,
নিদাঘে পল্লব-শূন্য তরুর মতন।

৩২

"কলিকাতা-জয়-কালে—কাঁপে কলেবর
অন্ধকূপ-অত্যাচার করিলে স্মরণ;
কেশরাশি কণ্টকিত হয় শিরোপর,
শঙ্কিত শজারুপৃষ্ঠ-কণ্টক যেমন!—
কলিকাতা-জয়-কালে-, যদিও পামর
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস,
যে দিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সে দিন আমার হ'বে সবংশে বিনাশ।
বিপদে বেষ্টিত ব'লে মনে বড় ভয়,
আপাততঃ তাই প্রাণ রেখেছে নির্দ্দয়।

৩৩

"এই ত কলির সন্ধ্যা; প্রগাঢ় তিমিরে
এখনো বঙ্গের মুখ হয়নি আবৃত।
এখনো রয়েছে আলো আশার মন্দিরে,
নয়ন না পালটিতে হবে অন্তর্হিত।
এই রজনীতে যথা ঘন জলধরে
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপিয়াছে গগনমণ্ডল;
এইরূপে চিন্তা-মেঘ, ভীম বেশ ধ'রে,
ঢাকিবে সমস্ত বঙ্গ। দৌরাত্ম্য কেবল
গভীর জলদনাদে করিবে গর্জ্জন;—
কার সাধ্য সেই ঝড় করিবে বারণ?

৩৪

"এই কালে এত বিষ!—পূর্ণকলেবর
হবে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন
হ'বে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর।
নাশিবে নিশ্বাসে কত মানব-জীবন!
সকালে সকালে যদি না কর বিনাশ,
কিংবা বিষদন্ত নাহি কর উৎপাটন,
কিছু পরে কার সাধ্য সহিবে নিশ্বাস,
বঙ্গসিংহাসন হ'তে ঘুচাবে বেষ্টন?
নিমীলিত নেত্রে থাকা আর শ্রেয়ঃ নয়
সিংহাসনচ্যুত হবে কিসে দুরাশয়,

৩৫

"চিন্ত সদুপায়। মম এই অভিপ্রায়—
সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,
(কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয়!)
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার। তা হ'লে নিশ্চয়
নিদ্রা যাবে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি-সুধাময়!"
নীরবিলা নৃপমণি, উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।

৩৬

আরম্ভিলা কৃষ্ণচন্দ্র, 'ধরণী-ঈশ্বর',
সম্বোধিয়া ধীরে রাজনগর-ঈশ্বরে

সসম্ভ্রমে,—"যা কহিলা সত্য, নৃপবর !
কার সাধ্য অণুমাত্র অস্বীকার করে ?
যে করে সে অতি মূঢ় ! ভেবে দেখ মনে
শার্দ্দূল-কবল-গত, কিংবা নাগপাশে
বদ্ধ যেই জন হায় ! ভীষণ বেষ্টনে,
নিরাপদ, বসি যেন আপনার বাসে,
ভাবে সে যদ্যপি মনে, তবে এ সংসারে
ততোধিক মূর্খ আর বলিব কাহারে ?

৩৭

"একে ত অদূরদর্শী নৃশংস যুবক,
আজন্ম বর্দ্ধিত পাপে। হিংসা অহঙ্কার
অলঙ্কার তার ! তাহে পথপ্রদর্শক
হয়েছে ইতরমনা যত কুলাঙ্গার,
নীচাশয়। ইহাদের পরামর্শে, হায় !
ফলিছে বঙ্গের ভাগ্যে যে বিষম ফল,
বলিতে বিদরে বুক ; যথায় তথায়
হাহাকার-ধ্বনি রাজ্যে উঠিছে কেবল।
নাচে অত্যাচার, করে উলঙ্গ কৃপাণ ;
সুন্দর বাঙ্গালা-রাজ্য হয়েছে শ্মশান।

৩৮

"সেই দিন মহারাষ্ট্র বিপ্লবে বিশেষ
এ দেশ উপর্য্যুপরি হয়েছে প্লাবিত।
যথা এই দস্যুদল করেছে প্রবেশ
ভীম রোষে, দাবানলরূপে আচম্বিত,
অগ্নিতে, অসিতে, অপহরণে সে দেশ
হইয়াছে মরুভূমি। সত্রাসে কৃষক

বিষাদে বিজন বনে করেছে প্রবেশ,
না ডরি শার্দ্দুলে, সিংহে ; কুরঙ্গ-শাবক
অদূরে শুনিয়া ব্যাধ-বন-নিপীড়ন,
সভয়ে যেমতি পশে নিবিড় কানন।

৩৯

"ইহাদের দুরবস্থা করিতে মোচন,
কি যত্ন না করিয়াছে স্বর্গীয় নবাব
বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দ্দি, সমরে শমন,
শিবিরে অপক্ষপাতী অমায়িক ভাব !
জীবনের অবসান, তথাপি উজ্জ্বল
ছিল ভস্ম-আচ্ছাদিত বহ্নির মতন ;
প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জ্বল !
ছিল যেই সিংহাসনে, ইন্দ্রের মতন
পরাক্রমে পরন্তপ এতাদৃশ শূর,
এখন বসেছে এক ঘৃণিত কুক্কুর !

৪০

"বিরাজিত বঙ্গেশ্বর বিচিত্র সভায় !
কামিনী-কোমল-কোল রত্নসিংহাসন !
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন !
সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে ; শুনেছি শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে !
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল ; নৃপতি-সদন
সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন !

৪১

"কিন্তু কি করিবে সখে ! বিধাতা বিমুখ
অভাগিনী বঙ্গপ্রতি। বলিতে না পারি
লিখেছেন বিধি হায় ! কত যে কি দুঃখ
কপালে তাহার—চির-অভাগিনী নারী !
সেনকুল-কুলাঙ্গার, গৌড়-অধিপতি,
সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরকের ডরে,
কি কুলগ্নে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সত্রাস অন্তরে।
সেই দিন হ'তে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল
প'ড়েছে বঙ্গের গলে, আর্য্যসুত-বল

৪২

"আর কি পারিবে তাহা করিতে খণ্ডন ?
জানেন ভবিতব্যতা ! কিংবা এ শৃঙ্খল
জেতৃভেদে কতবার হইবে নূতন
কে বলিবে। কে বলিতে পারে রণস্থল
পাণিপথে কতবার হবে পরীক্ষিত
ভারত-অদৃষ্ট হায় ! গিয়াছে পাঠান ;
গতপ্রায় মোগলেরা ; কিন্তু শৃঙ্খলিত
আছে এক ভাবে যত ভারত-সন্তান
সার্দ্ধ পঞ্চশত-বর্ষ ! না জানি কখন
ভারত-দাসত্ব বিধি করিবে মোচন !

৪৩

"কিন্তু কি করিবে, হায় ! জিজ্ঞাসি আবার
কি করিবে ? সেই দিন করিয়া মন্ত্রণা,

বরিলাম পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার,
বুঝিতে না পারি পাপ-আশার ছলনা!
কিন্তু পরিণামে হায় লভিনু কি ফল?
সুরামত্ত, কামাসক্ত, পড়িল সংগ্রামে,
যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চমিথুন দুর্ব্বল
ব্যাধকবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধবাণে।
নবাবের ঘোর কোপে পড়িয়া সকলে
না জানি পাইনু রক্ষা কোন্ পুণ্যফলে।

৪৪

"কিন্তু তাহা ভাবি মনে, এ শর-শয্যায়
কেমনে থাকিব বল? দিবস যামিনী
থাকি সশঙ্কিত, ধন-প্রাণ-আশঙ্কায়;
দুঃখে দিবা, অনিদ্রায় কাটি নিশীথিনী।
ভূত-ভয়ে ভীত জন ঘোর অন্ধকারে
স্বীয় পদ-শব্দে যথা হয় সত্রাসিত,
আমরা তেমন মৃদু পবনসঞ্চারে
ভাবি শমনের ডাক, হই রোমাঞ্চিত!
অগ্নিতে নির্ভয় কভু সম্ভবে কি তার,
জতুগৃহে জ্ঞাতসারে বসতি যাহার?

৪৫

"অতএব ইংরেজেরে করিয়া সহায়,
রাজ্যচ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে—
যবন-কুলের গ্লানি!—মম অভিপ্রায়,
বসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে সিংহাসনোপরে।
অন্ধকূপ-অত্যাচার প্রতিবিধানিতে
এসেছে বৃটিশ-সিংহ—বীর-অবতার

উদ্ধারিয়া কলিকাতা পশিল হুগ্লীতে
দ্রুত-ইরম্মদ-বেগে ; সৈন্য-পারাবার
নবাবের বিনাশিয়া ভাতিল অম্বরে
শিশির ভেদিয়া সূর্য্য হুগ্লীর সমরে।

৪৬

"অসম সাহসে পশি, অভয় হৃদয়ে
বিলোড়িয়া নবাবের সৈন্যের সাগর,
তুলেছিল যেই ঝড়, দন্তে তৃণ লয়ে
সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যজিল সমর।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফরাশি ইংরাজ
মিলিল আহবে ঘোর ; গঙ্গা-তীরে, নীরে,
জ্বলিল সমরানল ধরি ভীম সাজ ;
ভয়ে ভীতা ভাগীরথী বহিলেন ধীরে।
নবম দিবস পরে নভঃ আলো ক'রে,
উঠিল বৃটিশ-ধ্বজা চন্দননগরে।

৪৭

"ফরাশির সম যোদ্ধা নাহি ভূ-ভারতে"
বঙ্গদেশে একবাক্যে বলিত সকলে।
সে ফরাশি-যশোরবি সেই দিন হ'তে
ক্লাইবের কটাক্ষেতে গেছে অস্তাচলে।
বিশেষ তাহার সনে বঙ্গ-সেনাপতি,
স্বীয় সৈন্য যদি যুদ্ধে করেন মিলন,
—প্রভঞ্জনসহ সিন্ধু দুর্নিবার গতি,—
পাবক-সহায় হ'বে প্রবল পবন।
মুহূর্ত্তে ক্লাইব যুদ্ধে হ'লে সম্মুখীন,
উড়াইবে তৃণবৎ যুবা অর্ব্বাচীন।"

৪৮

এ যুক্তিতে সমবেত সভ্য যত জন,
কিছু তর্ক পরে, সবে হ'লেন সম্মত।
বলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফিরায়ে নয়ন,—
"জানিতে বাসনা করি রাণীর কি মত?"
যবনিকা-অন্তরালে চিত্রার্পিত প্রায়,
বসিয়া রমণীমূর্ত্তি; অস্পন্দ-শরীর;
নাহি বহিতেছে যেন ধমনী-শাখায়
রক্তস্রোত; শূন্য দৃষ্টি, স্থনয়ন স্থির।
এইরূপে বঙ্গমাতা বসি শূন্যমনে,
'রাণীর কি মত?'প্রশ্ন শুনিলা স্বপনে?

৪৯

'রাণীর কি মত?' শুনি সুপ্তোত্থিতা প্রায়,
বলিতে লাগিলা রাণী ভবানী তখন,—
"আমার কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়!
শুনিতে বাসনা যদি, বলিব এখন।
যেই কাল রঙ্গে সবে চিত্রিলে নবাবে,
জানি আমি এই চিত্র অতি ভয়ঙ্কর;
যতই বিকৃত কেন নিকৃষ্ট স্বভাবে
কর চিত্র, ততোধিক পাপাত্মা পামর।
রে বিধাতঃ! কোন্ জন্মে করেছি কি পাপ?
কোন্ দোষে সহে বঙ্গ এত মনস্তাপ?

৫০

"সহজে অবলা আমি দুর্ব্বল-হৃদয়,
নৃপবর! কি বলিব? কিন্তু—এ চক্রান্ত

কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয়।
কেন মহারাজ এত হইলেন ভ্রান্ত ?
কাপুরুষ-যোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায় একবাক্যে সব,
বুঝিতে না পারি আমি ; না বুঝিনু হায় !
ভবাদৃশ বীরগণ,—বীরবংশোদ্ভব—
কেমনে হ'লেন হীন মন্ত্রে উত্তেজিত,
আমি যে অবলা নারী, আমার ঘৃণিত।

৫১

"লক্ষ্মণসেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ ! তবে জানিলে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পদ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে কি ফল পরে ? ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী,—
ইংরাজ সহায় তাঁর,—কি করিবে তবে ?
এ পাণ্ডিত্য আমি নারী বুঝিতে না পারি।
বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্বস্থাপন।

৫২

"মহারাজ ! একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিকে কর দরশন !
মোগল-গৌরব-রবি, আরঙ্গজিব সনে
অস্তমিত ; নহে দূর দিল্লীর পতন।

শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাশি-বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইবের করে।
বঙ্গদেশে এই দশা—বৃটিশ-কেতন
উড়িছে ফরাশি দুর্গে হাসিয়া অম্বরে।
ক্ষুদ্রসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী যূথপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে, বসিয়া বিবরে

৫৩

"চিন্তে মনে মনে যথা, ক্লাইব তেমতি
আক্রমিতে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ।
তাহাতে তোমরা যদি সহ সেনাপতি
বর তাঁরে, তবে তাঁর প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত। যে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে, পতঙ্গের মত
পোড়াবে নবাবে; মিরজাফরের বল
কি সাধ্য নিবাবে তারে? হবে পরিণত
দাবানলে; না পারিবে এই ভীমানল,
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল।

৫৪

"বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথা; সমস্ত ভারতে
বৃটিশের তেজোরাশি, বল, অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধুচ্ছ্বাস, ঝঞ্ঝা ভ
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পিত,
দস্যুব্যবসায়ী তারা, হবে ছারখার
বৃটিশের রণদক্ষ সৈনিক সহিত

সম্মুখ সমরে। যেই শশী তারাগণে
জিনি শোভে, হততেজ ভানুর কিরণে!

"যেইরূপে যবনেরা ক্রমে হতবল
হইতেছে দিন দিন, অদৃষ্টে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
ভারত-অদৃষ্ট যন্ত্রে, দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূরিত?
দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্র-পতি
হ'তেছে বিক্রমশালী, কিছু দিন আর,
মহারাষ্ট্র-পতি হবে ভারত-ভূপতি!
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত-উদ্ধার।
সার্দ্ধপঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে।

৫৬

"বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজ-বিপ্লব দুর্ব্বার।
নাহি কাজ অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোধীন, দেখি বিধি বিধাতার।
সিংহাসনচ্যুত করি বঙ্গ-ভূপতিরে,
জ্বালাইয়া বঙ্গে ঘোর বিপ্লব-অনল,
হায়! এইরূপে খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্তবলে, লভিবে কি ফল?
ঘুচিবে কি অত্যাচার, বল নৃপবর!
অধীনতা অত্যাচার নিত্য সহচর।

৫৭

"জ্ঞানহীন নারী আমি, তবু মহারাজ !
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে; হয়ে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।
হ'বে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে
কি ভীষণ ! ভেবে মম শরীর শিহরে।

৫৮

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।

৫৮

"বিশেষ তাদের এই পতন-সময়;
কি পাতশাহ, কি নবাব, আমাদের করে

পুতুলের মত ; খুঁজে খোঁজ নাহি হয়,
কে কোথায় ভাসিতেছে আমোদ-সাগরে
আমাদের করে রাজ্য-শাসনের ভার !
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজমন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায়।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয় ;
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।

৬০

"অন্য তরে—ইংরাজেরা নব্য পরিচিত ;
ইহাদের-রীতি নীতি আচার বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি। না জানি নিশ্চিত
কোথায় বসতি, দূর সমুদ্রের পার।
আমাদের সঙ্গে দেখ ভাবিয়া অন্তরে
কিবা ধর্ম্মে, কিবা বর্ণে, আকারে, আচারে,
ভয়ানক অসাদৃশ্য। বাণিজ্যের তরে
আসিয়া ভারতে এবে রাজ্যের বিস্তার
করিতেছে চারি দিকে ; দুর্দ্দান্ত প্রভাবে
কাঁপায়েছে বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবাবে।

৬১

"বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির সে ভবিষ্যদ্বাণী
ভুলেছ কি মহারাজ ? যদি কোন জন
ইংরাজের তেজোরাশি করিবারে গ্লানি
যোগাত মন্ত্রণা, বৃদ্ধ বলিত তখন—
'স্থলে জ্বলিয়াছে যেই সমর-অনল
না পারি নিবা'তে আমি ; তাহাতে আবার

প্রজ্বলিত হয় যদি সমুদ্রের জল,
কে বল এ বঙ্গদেশ করিবে নিস্তার ?'
এই সংস্কার তাঁর ছিল চিরদিন,
অচিরে ভারত হবে বৃটিশ-অধীন।

৬২

"বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়,
এতই প্রভাব যার, ভেবে দেখ মনে,
নবাব অবর্ত্তমানে এই বাঙ্গালায়
কে আঁটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে ?
মেঘাবৃত রবি যদি এত তপ্ত, হায় !
মেঘমুক্ত হবে কিবা তেজস্বী বিপুল !
স্বাধীনতা-আশালতা, মুকুলিত প্রায়
ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্ম্মূল.
প্রভাবে তাহার ; নাহি জানি অতঃপর
উঠিবে কি মহাঝড়'—এ কি ভয়ঙ্কর !"

৬৩

কড় কড় মহাশব্দে বিদারি গগন,
জিনি শত সিংহনাদ, সহস্র কামান,
অদূরে পড়িল বজ্র, ধাঁধিয়া নয়ন।
গরজিল ঘন, ধরা হ'ল কম্পমান।
সেই ভীম মন্ত্র, রাণী ভবানীর কাণে
প্রবেশিল ; বলিলেন—"এ কি ভয়ঙ্কর !
ওই শুন, মহারাজ ! বসিয়া বিমানে
শিরোপরে স্বর্গীশ্বর দেব পুরন্দর
কহিছেন ও কি কথা অভ্রান্ত ভাষায় !
দেখি কি অনল-লেখা আকাশের গায় !

৬৪

"অতএব মহারাজ। এই মন্ত্রণায়
নাহি কাজ ; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন।
শীতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়
অনল-শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন ?
'রাণীর কি মত ?'—শুন আমার কি মত ;-
ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা ! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায়)
নিশ্চয় প্রকৃত যোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।

৬৫

"আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ !
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে ; যেন পূর্ণ শশী,
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসি-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ-বেগে আমার ধমনী।

৬

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।

পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে,
সহি কিসে মাতৃদুঃখ? সত্য, শেঠবর:
বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার!”

৬৭

আবার ভীষণ নাদে অশনি পতন;
আবার জীমূতবৃন্দ গর্জ্জিল ঘর্ঘরে;
বহিল ভীষণ-বেগে ভীম প্রভঞ্জন;
দূর হ’তে হুঙ্কারিয়া মহাক্রোধ-ভরে
বারিধারা রণক্ষেত্রে করিল প্রবেশ;
উঠিল তুমুল ঝড় ঝটকায় ঝটকায়
কাঁপাইয়া অট্টালিকা তরু-নির্ব্বিশেষ,
রণাহত মহীরুহ উপাড়ি ধরায়।
ছুটিল বিদ্যুৎ-বেগে ঝলসি নয়ন,
আলোকিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রকৃতি ভীষণ।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

কাটোয়া—বৃটিশ-শিবির।

১

দিবা অবসান প্রায়; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে, বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী
চুম্বি মৃদু কলকলে মন্দ সমীরণ,
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

অদূরে কাটোয়া-দুর্গে বৃটিশ-কেতন
উড়িছে গৌরবে, উপহাসিয়া ভাস্করে!
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার,—অস্ত্র ঝলঝলে;
দূর হ'তে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে।
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

৩

বৃটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চালন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্;
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে; ধীরপদ, কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব, 'বিগুল' ঝঙ্কার;
বিজ্ঞাপিছে বৃটিশের বীর্য্য অহঙ্কার।

৪

নীরবে—সৈন্যের স্রোত বহিছে নীরবে
অতিক্রমি ভাগীরথী; বিরাজে বদনে
গম্ভীরতা-প্রতিমূর্ত্তি। আসন্ন আহবে
বিমল চিন্তার স্রোত উচ্ছ্বাসিছে মনে
হতভাগাদের, আহা! প্রতিবিম্ব তার
ভাসিছে নয়নে, ওই ভাসিছে বদনে!
পারিতাম যদি আমি চিত্রিতে সবার
বদনমণ্ডল, তবে মানবের মনে
যত সুকুমার ভাব হয় উদ্দীপিত,
এই চিত্রে মূর্ত্তিমান্ হ'ত বিরাজিত।

৫

কোন হতভাগা আহা! বসিয়া বিরলে
প্রেমের প্রতিমা পত্নী স্মরিয়া অন্তরে

নীরবে ভাসিছে দুই নয়নের জলে ;
ভাসে ভারাক্রান্তচিত্ত বিষাদ-সাগরে
ভুলেছে সমরসজ্জা, না দেখে নয়নে
শিবির,—সৈনিক,—সেনা,—নদী ভাগীরথী ;
রণবাদ্য ঘনরোল না পশে শ্রবণে ;
প্রেমমন্ত্র-মুগ্ধ-চিত, প্রেম-মুগ্ধ-মতি।
কেবল দেখিছে প্রিয়া-বদন-চন্দ্রিমা,
কেবল শুনিছে প্রেম-ভাষা-মধুরিমা !

৬

কোথায় বা বিদায়ের হৃদয়বেদনা
স্মরিয়া মরমে, আহা ! চিত্রি স্মৃতিবলে
অশ্রুসিক্ত প্রণয়িনী-বদনচন্দ্রমা,
বকচ গোলাপ যথা শিশিরের জলে ;—
নেত্রনীলোৎপল হ'তে প্রেমে উচ্ছ্বসিয়া
ঝরেছিল যেইরূপে অশ্রুমুক্তাবলী,
প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
বরষে শিশিরবিন্দু সমীরণে টলি ;
বেণীমুক্ত কেশরাশি ; অলক্ত অধর,
সতত সরস, পূর্ণ অমৃতশীকর ;—

৭

কাঁদে কোন হতভাগা। ভাবে নিরন্তর,
আর কি সে চারু মুখ দেখিবে নয়নে ?
আর কি সে প্রেমময়ী-কোমল-অধর
চুম্বিবে প্রণয়-উষ্ণ সুদীর্ঘ চুম্বনে ?
আসন্ন সমরক্ষেত্রে, নশ্বর সমরে,
প্রহারিবে যবে অরি অসি উগ্রতর,—

দেখিবে সে মুখচন্দ্র। মধ্যাহ্ন-ভাস্করে
জিনি, তোপ-বিনিঃসৃত গোলা ভয়ঙ্কর
আসিবে হুঙ্কারি যবে দেখিয়া তখন
সে মুখ সজল শশী, ত্যজিবে জীবন।

৮

আবার কোথায় কাঁদে বিকল অন্তরে
অভাগা জনক, স্মরি অপত্য-মমতা।
আর কি লইবে কোলে, চুম্বিবে আদরে,
সুবর্ণকুসুম পুত্র, কন্যা স্বর্ণলতা ?
কেহ বা ভাবিয়া বৃদ্ধ জনক জননী
কাঁদিছে নীরবে দুঃখে, আনায় মাঝার
কুরঙ্গশাবক কাঁদে নীরবে যেমনি,
ভাবি অবিলম্বে হবে ব্যাধের আহার।
এইরূপে মনোভাব কুসুম—কোমল,
গঙ্গাতীরে, নীরে, ফুটে ঝরে অবিরল !

৯

শ্বেতদ্বীপ-সুত কেহ ভাবিয়া স্বদেশ—
বীরত্বের রঙ্গভূমি, ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার,
স্বাধীনতা-চিরবাস, গৌরবে দিনেশ,
সভ্যতার সুশিক্ষার উন্নতি-আধার,—
হায় রে পূর্ব্বের রবি গিয়াছে পশ্চিমে !
অধীর স্মৃতির অস্ত্রে ; ভাবে মনে মনে,
দেখিবে সে জন্মভূমি আর কত দিনে !
দেখিবে কি পুনঃ আহা ! এ মর জীবনে ?
শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভাবি শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া,
অধীর বিচ্ছেদ-বাণে, ফাটে বীর হিয়া !

১০

কেহ বা ভাবিছে এই আসন্ন সমরে
কীর্ত্তির কিরীট-রত্ন লভিবে অচিরে ;
কেহ ভাবে পদোন্নতি ; কেহ অর্থভরে,
আকাশ করিছে পূর্ণ সুবর্ণ মন্দিরে।
কেহ বা কল্পনা-বলে বধিয়া নবাবে,
বিজয়-পতাকা তুলি পশি কোষাগারে
লুটিতেছে ধনজাল'; কল্পনা-প্রভাবে
লুণ্ঠন করিয়া শেষ, ষোড়শোপচারে
পূজিতেছে প্রণয়িনী কোন বীরবর,
সুবর্ণে সৃজিয়া হর্ম্ম্য অতি মনোহর।

১১

ধন্য আশা কুহকিনি ! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন !
দুর্ব্বল-মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি ; হায় ! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে ;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ-প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র, নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস ;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস !

১২

ধন্য, আশা কুহকিনি ! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি !

দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার,
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায়! অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে।

১৩

ওই যে কাঙ্গাল বসি রাজপথ ধারে,—
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি!—কঙ্কাল-শরীর;
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ আধার;
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপিত; রুগ্ন কলেবর;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কাণে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

১৪

ধর্ম্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্ম্মচারী,
উদরে জঠর-জ্বালা, গুরু কার্য্যভারে
অবনত মুখ,—ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,—যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, প্রভু-পদাঘাত-ভয়ে।
যথা শালবৃক্ষ করে, গিরি-শিরোপরে

যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়,
নীল সিন্ধু সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে।
ঘর্ম্মসহ অশ্রুবিন্দু বহে দর দর,
ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বর!

১৫

না জানি কি ভবিষ্যৎ, আশা মায়াবিনী!
চিত্রিলে নয়নে তার; মুছি ঘর্ম্মজল,
মুছি অশ্রুজল, পুনঃ লইয়া লেখনী,
আরম্ভিল মসীযুদ্ধ হইয়া সবল।
নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া বিরলে,
না পেয়ে প্রিয়ার পত্রে তব দরশন,
নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভঙ্গ-প্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন।
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা,
বলিল নিশ্বাস ছাড়ি—"না ছাড়িব আশা।"

১৬

যথা যবে বহে বেগে ভীম প্রভঞ্জন,
সামান্য সরসীনীর হয় হিল্লোলিত;
আসন্ন আহবে ক্ষুদ্র পদাতিক মন
করেছে তেমতি হায় আজি উচ্ছ্বসিত!
কিংবা সৌরকর যথা মুকুটরতন
রচি ইন্দ্রচাপে, রঞ্জে নীল কাদম্বিনী;
তেমতি সৈন্যের ম্লান বিষাদিত মন
ছলে দুরাকাঙ্ক্ষা, চিত্রে আশা মায়াবিনী।
হয় যদি ইহাদের দুরাশা পূরণ,
কত পর্ণগৃহ হবে রাজার ভবন।

১৭

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ ?
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি !
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
বঙ্গ ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি !
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি, বল কুহকিনি !
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

১৮

কোন্ পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি, গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে,
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ ? কিংবা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে ! তোমার মায়ায় ;
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদছায়া তব,
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়।
অতএব দয়া করি, কহ, দয়াবতি !
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত-সেনাপতি ?

১৯

শিবির অনতিদূরে বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায়।

গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু বদনমণ্ডলে
নাহি সুরূপের চিহ্ন ; মনোহারিতায়
নাহি রঞ্জে শ্বেত কান্তি ; অথচ যুবার
সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময়। প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার।
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরীর কপাট,—
প্রশস্ত সুদৃঢ় ; বহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস, স্রোতঃ ভয়ঙ্কর।

২০

যুগল নয়ন জিনি উজ্জ্বল হীরক
আভাময় ; অন্তর্ভেদি তীব্র দৃষ্টি তার
স্থির, অপলক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক।
যে অসম সাহসাগ্নি হৃদয়ে তাঁহার
জ্বলে, যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল,
প্রদীপ্ত নয়নে সদা প্রতিভা তাহার—
ভুবনবিজয়ী জ্যোতিঃ—বরষে গরল
শত্রুর হৃদয়ে ; কিন্তু কখন আবার,
সে নেত্রনীলিমা, নীল নরকাগ্নি মত,
দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত।

২১

নীরবে, নির্জ্জনে, বীর বসি তরুতলে ;—
অর্থহীন ঊর্দ্ধদৃষ্টি। বোধ হয় মনে
ভেদিয়া গগন দৃষ্টি কল্পনার বলে
ভবিতব্যতার ঘোর তিমির ভবনে
প্রবেশিয়া, চেষ্টিতেছে দূর ভবিষ্যৎ
নিরখিতে। নিরখিতে,—যেই দুরাচার!

দুরন্ত যুবক ছিল দুষ্প্রবৃত্তি-রত,
নির্ভয় হৃদয় সদা, পিতা মাতা যার
পাঠাল ভারতবর্ষে সৌভাগ্যের তরে,
অথবা মরিতে দূরে মান্দ্রাজের জ্বরে,—

২২

নিরখিতে, অদৃষ্টে সে অভাগা যুবার
আর কি লিখেছে বিধি ; করিবে দর্শন
অদৃষ্টচক্রের কত আবর্ত্তন আর।
মধ্যাহ্ন-রবির জ্যোতিঃ করিয়া হরণ,
জ্বলিতেছে দুনয়ন ; তাহে রূপান্তর
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ আরক্ত এখন
বৃটিশ-সুলভ-রাগে ; মুহূর্ত্তেক পর,
করিল বিষাদে যেন ঘন আচ্ছাদন।
কভু ক্রোধে বিস্ফারিত, চিন্তায় কুঞ্চিত,
কখন করুণ রসে হতেছে আর্দ্রিত।

২৩

নীরবে ভাবিছে বীর,—"হায় উপেক্ষিয়া
সমগ্র সমর-সভা, নিষেধ সবার,
অণুমাত্র ভবিষ্যৎ মনে না ভাবিয়া,
দিলাম একাকী রণ-সমুদ্রে সাঁতার।
যদি ডুবি, একা নাহি, ডুবিবে সকল
কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার সহিত ;
ডুবিবে বৃটিশ রাজ্য, যাবে রসাতল ;
বৃটিশ-গৌরব-রবি হবে অন্তর্হিত।
যদি ভীম ভূকম্পনে ভাঙ্গে শৃঙ্গবর,
পড়ে তরু গুল্ম হর্ম্ম্য সহিত শিখর ;

২৪

"একই ভরসা মিরজাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোন্ মতে? যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ, ফণা আস্ফালিয়া।
যেই মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছি তারে
যদি সে জানিতে পারে, ক্রোধে গরজিয়া
একই নিশ্বাসে পাপী নাশিবে সবারে।
নর-রক্তে সন্ধিপত্র হবে প্রক্ষালিত,
অন্ধকূপ-হত্যা পুনঃ হবে অভিনীত।

২৫

"যদি প্রতরণা মিরজাফরের মনে
থাকে,—এখনও নাহি চিহ্ন মাত্র তার—
যদি এই সন্ধি মিরজাফরের সনে
হয় দুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার;
সসৈন্য সমরক্ষেত্রে না মিশিয়া যদি,
পশে সেনাপতি নিজে সম্মুখ সমরে
তবেই ত বিপদের না রবে অবধি,
পড়িব পতঙ্গ যেন অনল ভিতরে।
এই স্বল্প সেনা লয়ে কি হইবে তবে
ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে

২৬

"শুধু পরাজয় নহে; তাহার কারণ
নাহি ভাবি, নাহি ডরি কালের কবল;—

লভিয়াছি যবে এই মানব-জীবন,
মৃত্যু ত আমার পক্ষে নিয়তি কেবল !
কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙ্গালার স্বর্ণ-প্রসূ বাণিজ্যের আশা
ডুবিবে অতল জলে ;ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা।
শত্রুশ্রেষ্ঠ ধরাতলে পতিত দেখিয়া,
দক্ষিণে ফরাশি-সিংহ উঠিবে গর্জিয়া

২৭

"কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হবে ভাবিয়া এবে ? কে কবে ভাবিয়া
আজি জানিয়াছে, কালি কি হবে ঘটন ?
যা আছে অদৃষ্টে আর দেখি পরীক্ষিয়া।
দুইবার যমদণ্ড হানি শিরোপরে
নিজ হস্তে না মরিনু ; না মরিনু হায় !
অব্যর্থ-সন্ধানী সেই সৈনিকের করে ;
মরিতে কি অবশেষে,—বুক ফেটে যায় !—
নরাধম কাপুরুষ যবনের করে ?
মরিলেও এই দুঃখ থাকিবে অন্তরে।

২৮

"সেই দিন প্রভঞ্জন-পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
পশিনু সাহসে যবে আর্কট নগরে ;
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়ে উপেক্ষিয়া
পশিনু বিদ্যুৎবেগে দুর্গের ভিতরে
বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসিগণ
পলাইল বিনা যুদ্ধে ;—কুরঙ্গ যেমতি

যুথমধ্যে ক্রুদ্ধ সিংহ করি দরশন ;—
মুহূর্ত্তেকে হইলাম দুর্গ-অধিপতি !
সেই দিন বজ্র নাহি পড়িল মাথায় ;
শক্রর কৃপাণ নাহি পশিল গলায়।

২৯

"কিংবা পঞ্চাশৎ দিন আক্রমণ পরে,
—স্মরিলে সে কথা, রক্তে বিদ্যুৎ খেলায়।
হোসেনের মৃত্যুদিন উপলক্ষ করে,
উন্মত্ত যবন-সৈন্য করিয়া সহায়,
পশিল কর্ণাটরাজ নিশীথ সময়ে।
পঞ্চশত সৈন্যে, দশসহস্র সেনায়
বিমুখিনু সেই দিন, তুলিনু বিমানে
বৃটিশের সিংহনাদ কাঁপায়ে 'রাজায়';
মরিতে কি এই ভীরু নবাবের করে ?
না—তা নয় ! আছে মম এই হস্তোপরে

৩০

অন্ধকূপহত্যা প্রতিবিধানের ভার ;
রক্ষিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ-গৌরব
দণ্ডিয়া নবাবে। হেন উদ্দেশ্য যাহার
তার কাছে কি অসাধ্য কিবা অসম্ভব ?
অবশ্য পশিব রণে, জিনিব সমর ;
অবশ্য সিরাজদ্দৌলা পাবে প্রতিফল ;
'হও অগ্রসর, রণে হও অগ্রসর'—
আমার অন্তর-আত্মা কহিছে কেবল।
না জানি কি মহাশক্তি অন্তরে আমার
আবির্ভূত আজি, আমি ইঙ্গিতে তাহার

৩১

চলিতেছি ইচ্ছাহীন পুতুলের প্রায়।”—
বলিতে বলিতে বীর, ত্যজিয়া আসন,
ভ্রমিতে লাগিলা দ্রুত, নিরখি ধরায়;
ভূতল ভেদিয়া যেন যুগল নয়ন
গিয়াছে কোথায়, ধরা দেখা নাহি যায়।
কল্পনা-তাড়িত পক্ষে মানস চঞ্চল,
অতিক্রমি নীল সিন্ধু লহরীমালায়,
বিরাজে ইংলণ্ডে কভু; ভাবী রণস্থল-
চিত্রে কভু; সেই চিত্রে হৃদয়ে তাঁহার,
কত আশা, কত ভয়, হ'তেছে সঞ্চার।

৩২

চিন্তা-অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে;
অকস্মাৎ চারিদিকে ভাসিল সত্বরে
স্বর্গীয় সৌরভরাশি; বাজিল গগনে
কোমল-কুসুম-বাদ্য,—সঙ্গীত তরল,
সহস্র ভাস্কর তেজে গগন-প্রাঙ্গণ
ভাতিল উপরে; নিম্নে হাসিল ভূতল;
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন।
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।

৩৩

যুবতীর শুভ্র কান্তি, নয়ন নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব রাগে অলক্ত অধর,

রাজরাজেশ্বরীরূপ, অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন নর চিত্রকর।
শ্বেতাঙ্গ সজ্জিত শ্বেত উজ্জ্বল বসনে,
খেলিছে বিজলী, বস্ত্র অমল ধবলে;
তুচ্ছ করি মণিমুক্তা পার্থিব রতনে.
ঝলসে নক্ষত্ররাজি বসন-অঞ্চলে।
বেশ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত,
স্বর্গীয় শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।

৩৪

অর্দ্ধ-অনাবৃত পীন পূর্ণ পয়োধর;
তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর,—
চিরপ্রসন্নতাময়, প্রীতিপারাবার!
নহে উপমেয় সেই বদনচন্দ্রমা,
—কিংবা যদি দেখিতাম লিখিতাম তবে—
স্বর্গীয় শারদ শশী সে মুখ-সুষমা;—
বিশ্ববিমোহিনী আহা! অতুলিতা ভবে!
বসন্তরূপিণী ধনী; নিশ্বাস মলয়;
কোকিল কোমল কণ্ঠ; নেত্র কুবলয়।

৩৫

কোটি কহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন সেই বরাননে;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা ব'সে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে
কনক অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,

অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত।
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম-সৌরভ,
ঘ্রাণে মর অমরতা করে অনুভব।

৩৬

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল ;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চিরপ্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ, জিনি মধ্যাহ্ন-তপন ;
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা ;
যেমন প্রখর তেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃতমাখা পূর্ণ মধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী-মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে !

৩৭

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—"কি ভয় বাছনি ?"—
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্ন-পবনে
বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠধ্বনি
শুনিতে জাহ্নবীজল বহিল উজান ;
অচল হইল রবি অস্তাচল-শিরে,
মুহূর্ত্ত করিতে সেই স্বরসুধা পান।
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের, বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী-স্রোতে ; বাজিল অমনি

৩৮

শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্রে,—"কি ভয় বাছনি ?
ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি, সুভাগিনী,
লক্ষ্মীকুললক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি !
রাজলক্ষ্মী মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী
বিধাতার ; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে,
আমি চিরগৌরবিণী। ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে ; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোতঃ ; চিন্তি অনিবার
ইংলণ্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি, বিস্তার।

৩৯

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন,
আসিনু পৃথিবীতলে তোমারে, বাছনি !
শুনাইতে ভবিষ্যৎ বিধির লিখন ;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি !
এই হ'তে ইংলণ্ডের উন্নতি নিয়তি ;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য-ভাস্কর।
মধ্যাহ্ন-গৌরবে যবে বৃটন-ভূপতি
উজলিবে দশ দিক্, দেশ দেশান্তর,
তাঁর ছত্র ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।

৪০

"সোণার ভারতবর্ষে, বহু দিন আর
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাশি দুর্জ্জয়

করিবে না রক্তপাত ; দ্বিতীয় বাবর,
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়,
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন।
কিংবা অতিক্রমি দূর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন,
ভীম বেগে দস্যুস্রোতঃ আসিবে না আর
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।

৪১

"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছু দিন পরে
যেই মহাশক্তি, বাছা, করিবে প্রবেশ,
মেঘবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লীর ঈশ্বরে।
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি ছাড়ি রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র-সিংহ পশিবে বিবরে।
যেমতি প্রভাতরবি ভেদিয়া তুষার
যতই উঠিতে থাকে গগন উপরে
ততই পাদপছায়া হয় খর্ব্বাকার ;
তেমতি এ শক্তি যত হইবে প্রবল,
ভারতে ফরাশি তত হবে হতবল।

৪২

"তুমি সে শক্তির মূল, আদি অবতার।
হইও না চমৎকৃত, ভেবো না বিস্ময় ;
ভারত অদৃষ্টচক্র, কৃপাণে তোমার
সমর্পিত ; যেই দিকে তব ইচ্ছা হয়
ঘুরিবে ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামত।
বঙ্গে যেই ভিত্তি তুমি করিবে স্থাপন,

সময়েতে তদুপরি ব্যাপিয়া ভারত
অটল অচল রাজ্য ছাইবে গগন।
বিধির মন্দির হ'তে আনিয়াছি আমি
ভারতবর্ষের ভাবী মানচিত্রখানি।

৪৩

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ ঊর্দ্ধ শিরে পরশে গগন;—
অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে ;
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেণিল সাগর,
ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মি তদুপরে,—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে।
অচল পর্ব্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে।

৪৪

"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায় ;
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে ;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে ;
বিংশতি বৃটন নাহি হবে সমতুল।
তথাপি হইবে—আর নাহি বহু দিন,
অভাগিনী প্রতি বিধি চির প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র বৃটন-অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায় ?

৪৫

"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথীতীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী,
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র কুটীরে,
শোভিবে, অমরাবতীরূপে করি গ্লানি,
রাজ-হর্ম্ম্যে, দৃঢ় দুর্গে, আলোকমালায়;
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা-শিরে
বৃটিশ-পতাকা, যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবনসনে অতি ধীরে ধীরে;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে বৃটিশরাজ্য করিবে স্থাপন।

৪৬

"নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্নসিংহাসনে;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায়।
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত।
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য রাজা হবে আনত উন্নত;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে সমরে।
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
'ইংলণ্ডের প্রতিনিধি—ভারত-ঈশ্বর।'

৪৭

"শতেক বৎসর রাজবিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল;

উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল।
কঙ্কালবিশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল
ঘুরিবে বেষ্টিয়া সৌর উপগ্রহ মত;
আশু রাহুগ্রস্ত হয়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিংবা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত।
বিক্রমে শার্দ্দূল মেষ, অহিংস অন্তরে,
নির্ভয়ে করিবে পান একই নির্ঝরে।

৪৮

"ধর, বৎস! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত, বৃটিশের রাজ্য নিদর্শন!
যত দিন পূর্ব্ব রাজ্যে বৃটিশ-শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
তত দিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহারাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয়;
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন!
ভীষণ সংহার অসি রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে বিধাতার করে

৪৯

"যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী—চিরপরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব, দমি অত্যাচারী,
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে,
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন।

ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে
উদিবে নিদাঘতেজে বৃটিশ তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
ডুবিবে বৃটিশ রাজা, ডুবিবে নিশ্চয়।

৫০

"রাজার পরে রাজা, রাজরাজেশ্বর,
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস, অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান ন্যায়।
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে;
সমভাবে, সর্ব্বদেশে, শ্বেতে ও শ্যামলে,
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল;
সম্মুখে ভীষণ, বৎস, গণনার স্থল।"

৫১

অদৃশ্য হইলা বামা; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব-কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের; গেল স্বর্গ এল ধরাতল।
হায়! যথা হতভাগ্য জলমগ্ন জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে সলিল-ভিতরে
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি, নিরখিয়া মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল;
অন্তর-নয়নে বীর বৃটনন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিলা তেমন।

৫২

ভাঙ্গিল বিস্ময়-স্বপ্ন ; মেলিলা নয়ন।
নাহি সে আলোকরাশি, নাহি বিদ্যমান
আলোকমণ্ডিত সেই রমণীরতন,—
নির্ম্মল আলোকে শ্বেতভুজা অধিষ্ঠান !
স্বর্গীয় সৌরভ আর না বহে পবনে,
স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধা না হয় বর্ষণ,
আর সেই মানচিত্র না দেখে নয়নে,
মুষ্টিবদ্ধ করে আর নাহি সে দর্পণ।
থাকে না, তা নর করে, থাকিলে কি আর
স্বার্থের সমরক্ষেত্র হইত সংসার ?

৫৩

"সেনাপতি ভাগীরথী-তীর অতিক্রমি,
আজ্ঞা অপেক্ষায় সৈন্য আছে দাঁড়াইয়া,
বেলা অবসানপ্রায়, অস্ত দিনমণি—"
বলিল অনেক সৈন্য। চমকি উঠিয়া
ছুটিলা ক্লাইব বেগে, নাহি কিছু জ্ঞান
কোথায় পড়েছে পদ, শূন্যে কি ধরায়
মানসিক শক্তিচয় যেন তিরোধান
হয়েছে রমণীসনে ; দৈববাণী প্রায়
এখনো গম্ভীরে কর্ণে বাজিছে কেবল,—
"সম্মুখে ভীষণ, বৎস ! গণনার স্থল !"

৫৪

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল,

স্থির ভাগীরথী-জল করি উচ্ছ্বসিত,
অমনি বৃটিশ বাদ্য বাজিয়া উঠিল।
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল ;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙ্গিল গড়িল !
একতানে বীরকণ্ঠ বৃটিশ-তনয়
গায়—"জয় জয় জয় বৃটিশের জয় !"

গীত

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তারা আকাশে যেন নিশামণি,
সুখে 'বৃটনিয়া আনন্দে বিহরে,
বীরপ্রসবিনী বৃটিশজননী।
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জ্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
বৃটনের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুম্বে বৃটনচরণ।
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয় !"

২

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি
অভয়ে আমরা বৃটননন্দন,

আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশদেশান্তরে করি বিচরণ।
নব আবিষ্কৃত আমেরিকাদেশে,
কিংবা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায়?
পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!"

সম্পদ সাহস; সঙ্গী তরবার;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডারী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার
শয্যা রণক্ষেত্র; ঈষা ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানল সম বিক্রম বিস্তার;
আছে কোন্ দুর্গ, কোন্ অদ্রিপতি,
কোন্ নদ, নদী, ভীম পারাবার
শুনিয়া সভয় কম্পিত না হয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!"

৪

আকাশের তলে এমন কি আছে
ডরে যারে বীর বৃটিশতনয়
কেবল বৃটিশললনার কাছে,
সেই বীরহৃদয় মানে পরাজয়।
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে
স্মরিয়া অন্তরে, চল রণে তবে;

হায় কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শু'নে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে
গাবে বামাকণ্ঠস্বর করি লয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!"

৫

দাও তবে সবে অভয় অন্তরে,
বারি বিদারিয়া দাও দাঁড়ে টান,
বৃটনিয়াপুত্র রণে নাহি ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান।
বৃটিশের নামে ফিরে সিন্ধুগতি;
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয়।
কি ছার দুর্ব্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়।
গাবে বঙ্গ সিন্ধু, গাবে হিমালয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!"

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

পলাশি ক্ষেত্র।

এই কি পলাশি ক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
যেই খানে,—কি বলিব?—বলিব কেমনে!
অদৃষ্টের সেই ক্রীড়া, মহা আবর্ত্তন
মানবের এক ক্ষুদ্র কর পরশনে!

পলাশির যুদ্ধ।

ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে ;—
যেই খানে মোগলের মুকুটরতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাশির রণে ?
যেই খানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে ?
দুর্ব্বল বাঙ্গালি আজি, মানস নয়নে,
দেখিবে সে রণক্ষেত্র, তবে, হে কল্পনে !

২

অতিক্রমি সান্ত্রীদল, যন্ত্রীদল মাঝে
গাইছে যথায় যত কোকিলগঞ্জিনী
বিদ্যুৎবরণী বামা ; মনোহর সাজে
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,
ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সঙ্গীতসাগরে ;
পশি সশঙ্কিতে, সেই সিরাজশিবিরে,
সাবধানে, সশঙ্কিতে, কম্পিত অন্তরে,
না বহে নিশ্বাস যেন, অতি ধীরে ধীরে,
কহ সখি ! কহ দুঃখ-বিকম্পিত স্বরে,
শত বৎসরের কথা বিষণ্ণ অন্তরে !

বিরাজে সিরাজদ্দৌলা স্বর্ণসিংহাসনে,
বেষ্টিত রূপসীদলে,—বঙ্গ-অলঙ্কার,
কাশ্মীর-কুসুমরাশি ; উজ্জ্বল বরণে
বিমলিন, আভাহীন, স্ফটিকের ঝাড় !
যার মুখ পানে চাহি হেন মনে লয়
এই রূপবতী নারী রমণীর মণি।

ফিরে কি নয়ন আহা ! ফিরে কি হৃদয়,
বারেক নিরখি এই হীরকের খনি ?
নিরখিয়া এই সব সুন্দরী ললনা,
কে বলিবে তিলোত্তমা কবির কল্পনা !

৪

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;
আতর-গোলাপ-গন্ধে হইয়া বিহ্বল,
বহিতেছে ধীরে গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ !
শোভে পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, কামিনীকুন্তলে,
কোমল কামিনীকণ্ঠে কুসুমের হার ;
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে
শোভিয়াছে মালা, আহা ! দেখ একবার !
দীপমালা, পুষ্পমালা, রূপের কিরণ
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ।

মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে, বিমোহিত করিয়া শ্রবণ ;
মিলাইয়া সেই স্বরে শতেক নবীনা
গাইতেছে, সপ্তস্বর ব্যাপিছে গগন।
পূরাইতে পাপাসক্ত নবাবের মন,
নীচে অর্দ্ধবিবসনা শতেক সুন্দরী ;
সুকোমল মকমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে ; কামে পুনঃ জীবন বিতরি'
খেলিছে বিজলীপ্রায় কটাক্ষ চঞ্চল,
থেকে থেকে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল

পলাশি-প্রান্তরে নৈশ গগন ব্যাপিয়া,
উথলিছে শত স্রোতে আমোদলহরী ;
দূরে গঙ্গা বহিতেছে রহিয়া রহিয়া,
নিবিড় তিমিরে ঢাকা বসুধা সুন্দরী।
এমন ইন্দ্রিয়-সুখ-সাগরে ডুবিয়া,
কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন ?
কি ভাবনা শুষ্ক মুখে শূন্য নিরখিয়া,
কেন বা সঙ্গীতে আজি বিরাগ এমন
ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সদা মুগ্ধ যার মন,
অকস্মাৎ কেন তার বৈরাগ্য এমন ?

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ
ডুবায়ে নবাবে কালি সমরসাগরে
দিতে সেনাপতি-করে বঙ্গ-সিংহাসন।
ধিক্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ! ধিক্ উমিচাঁদ !
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,
না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ,
সম্মুখ-সমরে করি নবাবে নিধন,
ছিঁড়িলে দাসত্বপাশ, তবে কি এখন
হ'ত তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন ?

৮

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়দুর্লভ দুর্ব্বল !
বাঙ্গালি কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক !

ডুবিলি ডুবালি পাপি ! কি করিলি বল্‌,
তোর পাপে বাঙ্গালির ঘটিবে নরক।
যে পাপে ডুবিলি আজি ওরে দুরাচার !
তোর হৃদয়ের রক্তে হইবে বিধান
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ; কি বলিব আর,
প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান।
প্রতিদিন বাঙ্গালির শত মনস্তাপ,
প্রতি মনস্তাপ তোরে দিবে শত শাপ।

সঙ্গীত-তরঙ্গ ভেদি এ পাপ মন্ত্রণা
পশিল কি ভয়াকুল নবাবের মনে ?
সে চিন্তায় নবাব কি এত অন্যমনা ?
কে বলিবে, অন্তর্যামী বিনা কেবা জানে ?
কিংবা রণে কি হইবে ভাবি মনে মনে
কাঁপে কি সিরাজদ্দৌলা থাকিয়া থাকিয়া ?
অথবা অঙ্গনা-অঙ্গ-স্নিগ্ধ-পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া।
আকর্ণ টানিয়া তবে কটাক্ষের বাণ
এক সঙ্গে যত ধনী কর লো সন্ধান !

১০

ঢাল সুরা স্বর্ণ পাত্রে, ঢাল পুনর্ব্বার !
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান
খাও ঢাল, ঢাল খাও। প্রেম-পারাবার
উথলিবে, লজ্জা-দীপ হইবে নির্ব্বাণ।
বিবসনা লো সুন্দরি ! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ?—নবাবের কাছে ?

যাও তবে সুধা হাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনীসম বেণী দুলিতেছে পাছে।
চলুক্ চলুক্ নাচ, টলুক চরণ,
উড়ুক্ কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ

১১

কে তুমি গো, একাকিনী আনন্দশিবিরে
কাঁদিতেছ এক পার্শ্বে বসিয়া ভূতলে ?
চিনেছি,—হানিয়া খড়্গ প্রাণপতি-শিরে,
তোমাকে এ দুরাচার আনিয়াছে বলে।
কাঁদ তবে, কাঁদ তুমি রাত্রি যতক্ষণ,
গাও উচ্চৈঃস্বরে আর যতেক রমণী !
উঠিল রমণী-কণ্ঠ ছুঁইল গগন ;—
গ্রুম্ করে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি।
এ কি গো ?—কিছু না, শুধু মেঘের গর্জ্জন
নাচ, গাও, পান কর, প্রফুল্লিত মন।

১২

পুনঃ ঝনৎকার শব্দে বাজিয়া উঠিল
মুরজ, মন্দিরা, বীণা, সারঙ্গী, সেতার ;
বেহালার পিককণ্ঠে হইতে লাগিল
তানে তানে মুগ্ধচিত্তে উদাস সঞ্চার !
যন্ত্রের স্বর-তরঙ্গে গলা মিশাইয়া
বসন্ত কোকিল কি হে দিতেছে ঝঙ্কার ?
তা নয়, গায়িকা ওই কণ্ঠ কাঁপাইয়া
গাইতেছে ; ক্ষীণকণ্ঠ কোকিল কি ছার !
এক কুহুস্বরে করে সতত চীৎকার,
শত কলকলে বামা দিতেছে ঝঙ্কার !

১৩

সুধু কলকণ্ঠ নহে, দেখ একবার,
মরি, কি প্রতিমাখানি অনঙ্গমোহিনী
নবাবের সম্মুখেতে করিছে বিহার,
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্ত রাগিণী !
বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়,
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল !
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল,
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল

১৪

অর্থহীন ভাবহীন শ্যামের বাঁশরী
হরিতে পারিত যদি অবলার প্রাণ;
হেন রূপসীর স্বর, সুধার লহরী
প্রেমপূর্ণ;—আছে কোন নিরেট পাষাণ
শুনিয়া হৃদয় যার হবে না দ্রবিত ?
যদি থাকে, তার চিত্ত নরক সমান !
হতভাগ্য সেই জন, যে জন বঞ্চিত
সরস সঙ্গীতরসে,—রসের প্রধান !
পাঠক ! বারেক শুন অনন্ত-শ্রবণে
প্রণয়বিষাদ গীত বামার বদনে !

১৫

গীত।

"কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?

ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম-রত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুত-প্রতিম প্রেম দূর হ'তে মনোরম
দরশন অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়,
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিব প্রেম, মনে ভাবি সুধা যেন
বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে,
কালি হবে অশ্রুজল।"

১৬

ওই শুন কলকণ্ঠ, গগনে উঠিয়া,
প্রভাত-কোকিল যেন পঞ্চমে কুহরে ;
ওই পুনঃ সুমধুর কোমল নিক্কণে,
কমলদলের মধ্যে ভ্রমরী গুঞ্জরে।
এই বোধ হয় নব প্রণয়-সঞ্চারে
হইল বামার আহা! সলজ্জ বদনে ;
এই হাসিরাশি দেখ অধর-ভাণ্ডারে,—
প্রণয়-কুসুম হ'ল বিকচ এখন।
আবার এখন দেখ, নয়নের জলে
দেখায় পশিল কীট প্রণয়-কমলে!

১৭

এই অশ্রু নবাবের দ্রবিল হৃদয়,
নির্ব্বাপিত কামানল হ'ল উদ্দীপন ;

গগনেতে কাল মেঘ হইল উদয় ;
উছলিল সিন্ধু ! মত্ত হইল যবন ।
সুপ্ত বাসনার স্রোত হইয়া প্রবল
ছুটিল ভীষণ বেগে, চিন্তার বন্ধন
কোথায় ভাসিয়া গেল ; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন ।
মুছাইতে অশ্রু কর করিলা বিস্তার,—
গ্রুম্ ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার ।

১৮

আবার সে শব্দ, ভেদি সঙ্গীততরঙ্গ,
গেল নবাবের কাণে বজ্রনাদ করি ;
ঘুরিল মস্তক, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ,
শিরস্ত্রাণ পড়ি ভূমে দিল গড়াগড়ি ।
ইংরাজের রণবাদ্য দূর আম্রবনে
হুঙ্কারিল ভীম রোলে, কাঁপিল অবনী ;
যত যন্ত্র ধরাতলে হইল পতন,
নর্ত্তকী অৰ্দ্ধেক নাচে থামিল অমনি ।
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যেই বিকচ বদন
হাসিতে ভাসিতেছিল, মলিন এখন !

১৯

বেগে ফরসির নল ফেলিয়া ভূতলে,
আসন হইতে যুবা চকিতে উঠিল ;
ভেসেছিল যেই চিন্তা নারী-অশ্রুজলে,
আবার হৃদয়ে বিষদন্ত বসাইল ।
গভীর চরণক্ষেপে, অবনত মুখে,
ভ্রমিতে লাগিল ধীরে চিন্তাকুল মনে :

যতেক রমণীগণ বসে মনোদুখে
মাথে হাত দিয়া কাঁদে ভূতল-আসনে।
ক্ষণেক নীরবে ভ্রমি যবনরাজন,
দাঁড়াল গবাক্ষে বাহু করিয়া স্থাপন।

২০

দেখিল অনতিদূরে অন্ধকার হরি
জ্বলিছে শত্রুর আলো আলেয়ার প্রায়;
বহুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করি,
চমকিল অকস্মাৎ; ঝরিল ধরায়
একটি অশ্রুর বিন্দু; একটি নিশ্বাস
বহিল; চলিল নৈশ-সমীরণ-ভরে
শত্রু-আলোরাশি যেন করিতে বিনাশ;
কিংবা রাজহিংসা-বিষ মাখি কলেবরে,
চলিল সত্বরে যেন শত্রুর শিবিরে,
বিনা রণে অরিবৃন্দ বধিতে অচিরে।

২১

প্রবল-ঝটিকা-শেষে জলধি যেমন
ধরে সুপ্রশান্ত ভাব, উন্মত্ত তরঙ্গে
কিছুক্ষণ করি বেগে সিন্ধু বিলোড়ন,
ক্রমশঃ বিলীন হয় সলিলের সঙ্গে;
তেমতি নিশ্বাস শেষে নবাবের মন
হইল অপেক্ষাকৃত স্থির সুশীতল।
মুহূর্ত্তেক মনোভাব করি নিরীক্ষণ
বলিতে লাগিল ধীরে চাহি ধরাতল।
"কেন আজি ?" এই কথা বলিতে বলিতে
অবরুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ শোকে আচম্বিতে।

২২

"কেন আজি মম মন এত উচাটন ?
বোধ হয় বিষে মাখা সকল সংসার !
কেন আজি চিন্তাকুল হৃদয় এমন ?
কেমনে হইল এই চিন্তার সঞ্চার ?
বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ-রোদন,
সতীত্বরতন-হারা রমণীর মুখ,
নিদারুণ যাতনায় যাদের জীবন
বধিয়াছি, নিরখিয়া তাহাদের মুখ,
হর্ষ-বিকসিত হ'ত যাহার বদন,
তার কেন আজি হ'ল সজল লোচন ?

২৩

"শত্রুর শিবির পানে ফিরালে নয়ন,
প্রত্যেক আলোক কাছে, না জানি কেমনে
নিরখি চিত্রিত মম যত নিদারুণ
অত্যাচার, অনুতাপে জ্বলে উঠে মন।
মনে করি হ'ল মম দৃষ্টির বিভ্রম,
অমনি রুমালে আমি মুছি দুনয়ন ;
কিন্তু হৃদয়েতে যেই কলঙ্ক বিষম,
ঘুচিবে সে দোষ কেন মুছিলে নয়ন ?
পরিষ্কারি নেত্রদ্বয় দেখিলে আবার,
সেই চিত্র স্পষ্টতর দেখি পুনর্ব্বার।

২৪

"দেখি বিভীষিকা মূর্ত্তি ভয়াকুল মনে,
নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে,

প্রত্যেকে একটি পাপ চিত্রিয়া গগনে,
দেখায় প্রত্যেক তারা বিবিধ বিধানে।
যেই সব পাপ-কার্য্য করিতে সাধন
কেশাগ্রও কোন দিন কাঁপেনি আমার,
আজি কেন তারি চিত্র করি দরশন,
শিহরিয়া উঠে অঙ্গ কাঁপে বারংবার?
পাপ পুণ্য কার্য্যকালে সমান সরল,
অনুশোচনাই মাত্র পরিচয়স্থল।

২৫

"এই বঙ্গ রাজ্যে অতি দীন নিরাশ্রয়
যেই সব প্রজাগণ, সারাদিন হায়।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত অতিশয়;
অনশনে তরুতলে ভূতল-শয্যায়
করিয়া শয়ন, এই নিশীথে নির্ভয়ে,
লভিছে আরাম সুখে তারাও এখন।
আমি তাহাদের রাজা, আমি এ সময়ে
সুবাসিত কক্ষে কেন বসিয়া এমন
আকাশ পাতাল ভাবি বিষণ্ণ অন্তরে?
রে বিধাতঃ! রাজদণ্ডে নিদ্রাও কি ডরে?

২৬

"কি হয় কি হয় রণে, জয় পরাজয়,
এই ভাবনায় কি গো চিন্তাকুল মন?
নিতান্ত যদ্যপি রণে হয় পরাজয়,
না পারিব কোন মতে বাঁচাতে জীবন?
আমি ত সমরক্ষেত্রে, প্রাণান্তে আমার,
যাইব না, পশিব না বিষম সংগ্রামে,

অরিবৃন্দ নখাগ্রও দেখিবে না যার,
কেমনে অলক্ষ্য তারে বধিবে পরাণে ?
তবে যদি শুনি রণে হারিব নিশ্চয়,
রাজদুর্গে একেবারে লইব আশ্রয়।

২৭

"কে বল আমার মত ভবিষ্যত কথা
ভাবিতেছে এ প্রান্তরে বসিয়া বিরলে ?
কে বল হৃদয়ে এত পাইতেছে ব্যথা,
ভাবি ভূতপূর্ব্ব কথা ভাবি কর্ম্মফলে ?
বাজাইয়া করতালি, বাজায়ে খঞ্জনী,
দুই হাতে তালি দিয়া প্রহরী সকল,
নাচিতেছে, গাইতেছে ; চিন্তা-কালফণী
নাহি দংশে হৃদয়েতে, দহি অন্তস্তল।
সকলি আমোদে মত্ত নাহি কোন ভয়,—
কি হয় কি হয় রণে,—জয় পরাজয় ?

২৮

"অথবা কি ভয়-মেঘে হৃদয়-গগন
আবরিবে তাহাদের ? নাহি রাজ্য ধন,
নাহি সিংহাসন, তবে কিসের কারণ
হবে তারা চিন্তাকুল বিষাদিত মন ?
মৃত্যু ?—মৃত্যু দরিদ্রের তুচ্ছ অতিশয়।
করিতে আমার চিত্তে সন্তোষ বিধান
মরিয়াছে শত শত ; তবে কোন্ ভয় ?
দুঃখীর জীবন মৃত্যু একই সমান !
আমাদের ইচ্ছামত মরিতে, বাঁচিতে,
হয়েছে তাদের সৃষ্টি এই পৃথিবীতে।

২৯

"যা হবে আমার হবে ; তাদের কিঁ ভয় ?
ভাঙ্গে যেই ঝটিকায় দেউল প্রাচীর,
উপাড়িয়া ফেলে উচ্চ মহীরুহচয়,
পরশে কি কভু তৃণরাশি পৃথিবীর ?
করে কি উচ্ছেদ নীচ ক্ষুদ্র গুল্ম যত ?
হায় রে তেমতি এই আসন্ন সমরে,
যায় যাবে মম রাজ্য, আমি হব হত ;
কি দুঃখ হইবে তাহে প্রজার অন্তরে ?
এক রাজা যাবে, পুনঃ অন্য রাজা হবে
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।

৩০

"কিংবা মিরজাফরের মন্ত্রে সৈন্যদল
হইয়াছে উপদিষ্ট, কে বলিতে পারে ?
তবে এই রণসজ্জা চক্রান্ত কেবল,
প্রবঞ্চনা-ইন্দ্রজালে ভুলালে আমারে ?
হয় ত আমারে কালি যত দুরাচার
অর্পিবে ক্লাইবে, কিংবা বধিবে পরাণে ;
তাই বুঝি তাহাদের আনন্দ অপার,
নাচিতেছে, গাইতেছে ! অথবা কে জানে
আততায়ী সেনাপতি পাপী কুলাঙ্গার,
শিবির করিবে আজি সমাধি আমার।

৩১

"নিশ্চয় বিদ্রোহি তারা নাহিক সংশয় ;
নতুবা ক্লাইব কোন্ সাহসের ভরে,

ওই ক্ষুদ্র সৈন্য লয়ে,—নাহি মনে ভয়—
এ বিপুল সেনা মম সম্মুখ সমরে ?
সরসীনিঃসৃত স্রোতে কোন্ মূঢ় জনে
সাহসে সিন্ধুর স্রোত চাহে ফিরাইতে ?
কিংবা কোন্ মূর্খ বল ভীম প্রভঞ্জনে
পাখার বাতাসবলে চাহে বিমুখিতে ?
না জানি কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে স্থির ;
অবশ্য হয়েছে কোন মন্ত্রণা গভীর !

৩২

"আমি মূর্খ, সর্ব্বনাশ করেছি আমার ;
মিরজাফরের এই চক্রান্ত জানিয়া,
রেখেছি জীবিত, ভুলে শপথে তাহার ;
ক্লাইবের পত্রে ছিনু নিশ্চিন্ত হইয়া।
কে জানে ইংরাজজাতি এত মিথ্যাবাদী ?
এত আত্মম্ভরী ? এত কাপট্য-আধার ?
কথায় স্বপক্ষ হয়, কার্য্যে প্রতিবাদী ?
তাদের ভরসা আশা মরীচিকা সার ?
এখন কোথায় যাই, কি করি উপায়,
বিশ্বাসঘাতকী হায় ! ডুবা'ল আমায় !

৩৩

"যদি কোন মতে কালি পাই পরিত্রাণ,
মিরজাফরের সহ যত বিদ্রোহীর
মনোমত সমুচিত দিব প্রতিদান ;
বধিব সবংশে। আগে যত রমণীর
বিতরি সতীত্বরত্ন আপন কিঙ্করে
তাদের সম্মুখে ; পরে সস্ত্রীক সন্তান

কাটিব, শোণিত পিতা পতির উদরে
প্রবেশি বিদ্রোহ-তৃষা করিবে নির্ব্বাণ।
পরে তাহাদের পালা,—প্রথম নয়ন—
ও কি!"—কক্ষে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ,

৩৪

ভাবিল—আসিছে মিরজাফরের চর,
যমদূত; লুকাইল শিবিরকোণায়।
যখন জানিল নহে শমন-কিঙ্কর,
নিজ অনুচর মাত্র, বটপত্র প্রায়
কাঁপিতে কাঁপিতে, ভয়ে হইয়া অস্থির,
বসিল ফরাসে ধীরে শিরে হাত দিয়া।
চিন্তিল অনেক ক্ষণ;—"করিলাম স্থির,
যা থাকে কপালে আর, অদৃষ্ট ভাবিয়া,
ক্লাইবে লিখিব পত্র, দিব রাজ্য ধন
বিনা যুদ্ধে, যদি রক্ষে আমার জীবন।"

৩৫

অমনি লেখনী লয়ে লিখিতে বসিল,
লিখিতে লাগিল পত্র,—চলিল লেখনী।
আবার কি চিন্তা মনে উদয় হইল,
অর্দ্ধ পত্রে স্তব্ধ কর থামিল অমনি।
"কি বিশ্বাস ক্লাইবেরে! নিয়ে সিংহাসন,
নিয়ে রাজ্যভার"—এমন সময়ে
কাণাতে মানবছায়া হইল পতন;
লেখনী ফেলিয়া দূরে পুনঃ প্রাণভয়ে
লুকাইল, শত্রুচর ভাবিয়া আবার;
কিন্তু বেগমের পরিচারিকা এবার।

৩৬

এইবার হতভাগা বুকে হাত দিয়া
বসিয়া পড়িল, আর চরণ না চলে।
যায় যথা কাষ্ঠমঞ্চ ক্রমশঃ সরিয়া,
উদ্বন্ধনে দণ্ডিতের বদ্ধ পদতলে,
তেমতি এ অভাগার বোধ হ'ল মনে,
পৃথিবী চরণতলে, যেতেছে সরিয়া।
কাঁপিতে লাগিল প্রাণ দ্রুত প্রকম্পনে,
নির্গত হইবে যেন হৃদয় ফাটিয়া;
বহিতে লাগিল নেত্রে অশ্রু দর দরে;
বহুক্ষণ এই ভাবে চিন্তিল অন্তরে।

৩৭

"না,—এই যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি,
এখনি পড়িব মিরজাফরের পায়ে,
রাখিয়া মুকুট, রাজদণ্ড, তরবারি
তাহার চরণতলে, পড়িয়া ধরায়
মাগিব জীবন-ভিক্ষা অন্তরে তাহার
অবশ্য হইবে দয়া।"—ভাবিয়া অন্তরে
মন্ত্রীর শিবিরপানে উন্মাদ-আকার
—বিস্তৃত নয়নদ্বয়, কম্প কলেবরে—
ছুটিল; আসিল যেই শিবিরের দ্বারে,
শত ভীম নরহন্তা সৃজিল আঁধারে।

৩৮

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন!"—
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িল ভূতলে,

অমনি বিদ্যুৎ-বেগে করিয়া বেষ্টন
ধরিল রমণী ভুজ-মৃণাল-যুগলে।
শিবিরের এক পার্শ্বে পর্য্যঙ্ক উপরে,
বসিয়া নীরবে রাণী প্রথম হইতে,
নবাবের ভাব দেখি, বিষণ্ণ অন্তরে
শয্যা ভিজাইতেছিল নয়নবারিতে;
নবাবে ছুটিতে দেখি, উন্মাদ-আকার,
গিয়াছিল বিষাদিনী পশ্চাতে তাহার।

৩৯

কামিনী-কোমল-স্নিগ্ধ-অঙ্গ পরশিতে,
কিছু পরে বঙ্গেশ্বর চেতন পাইয়া,
অবোধ শিশুর মত লাগিল কাঁদিতে,
বিষাদিনী প্রেয়সীর গলায় ধরিয়া।
রোদনের শব্দে পরিচারিকামণ্ডল
আসিয়া, নবাবে নিল পর্য্যঙ্কে তখনি,
নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র গেলা অস্তাচল।
"এ কি নাথ!" জিজ্ঞাসিল বিষাদিনী ধনী;
অভাগা অস্ফুটস্বরে বলিল তখন,
"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন।"

৪০

নিদাঘনিশির শেষে নীরব অবনী;
নিবিড় তিমিরে ঢাকা ভূতল, গগন;
দুই এক তারা হ'য়ে মলিন অমনি
জ্বলিতেছে, শিবিরের আলোর মতন।
ভবিষ্যৎ ভাবি যেন বঙ্গ বিষাদিনী
কাঁদিতেছে ঝিল্লিরবে; পলাশি-প্রাঙ্গণ

ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি চিত্তবিদারিণী,
মুহূর্ত্ত নবাব ধ্বনি করিল শ্রবণ ;—
অন্ধকারে ধ্বনি যেন নিয়ত-বচন
কি বলিল, শিহরিল সভয় যবন।

৪১

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন,"—
বলিতে বলিতে ক্লান্ত হ'ল কলেবর ;
নিদাঘশর্ব্বরী-শেষে নৈশ সমীরণ,
বহিছে স্বনিয়া আম্রকানন ভিতর।
অতিক্রমি বাতায়ন শীতল সমীর,
ব্যজন করিতেছিল নবাবে তখন ;
ভাবনায়, অনিদ্রায়, হইয়া অধীর,
অমনি অজ্ঞাতে ধীরে মুদিল নয়ন ;
বিকট স্বপন যত দেখিল নিদ্রায়,
বলিতে শোণিত, কণ্ঠ, শুকাইয়া যায়।

৪২

প্রথম স্বপ্ন।

"রাজ্যলোভে মুগ্ধ হ'য়ে অরে দুরাচার !
অকালে আমারে, দুষ্ট ! করিলি নিধন !
কালি রণে প্রতিফল পাইবি তাহার,
সহিবি রে অনুতাপ আমার মতন।"

দ্বিতীয় স্বপন।

"সিরাজ, তোমার আমি পিতৃব্যকামিনী
হরি মম রাজ্য ধন, করি দেশান্তর,

অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী ;
কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর ।"

তৃতীয় স্বপ্ন ।

"আমারে ডুবায়ে জলে বধিলি জীবনে,
ডুবিবে জীবন-তরি কালি তোর রণে ।"

৪৩

চতুর্থ স্বপ্ন ।

"আমি পূর্ণগর্ব্ভবতী নবীনা যুবতী ;
এই দেখ গর্ব্ভ মম করিয়া বিদার,
দেখেছিলি সুত মম, ওরে দুষ্টমতি !
কালি রণে পাবি তুই প্রতিফল তার ।"

পঞ্চম স্বপ্ন ।

"আমি সে হোসন্ কুলি, ওরে রে দুর্জ্জন !
যারে তুই নিজহস্তে করিলি নিপাত,
মম শাপে তোর রক্ত হইবে পতন,
যেই খানে করেছিলি মম রক্তপাত ;
নিদ্রা যাও আজি, পাপি, জন্মের মতন,
অনন্ত-নিদ্রায় শীঘ্র মুদিবে নয়ন ।"

৪৪

ষষ্ঠ স্বপ্ন ।

"পূরাইতে পাপ-আশা, বালিকা-বয়সে
বলেতে আমারে, পাপি, করি আলিঙ্গন,
বধিলি জীবন মম বিবাহ-দিবসে ;
হারাইবি সেই পাপে প্রাণ, রাজ্য, ধন

সপ্তম স্বপ্ন।

"রে পাপিষ্ঠ! অন্ধকূপে যম-যাতনায়,
জান না কি আমাদের করেছ নিধন?
কালি রণে স্বদেশীর হইয়া সহায়,
অধীনতা-রক্তে বঙ্গ দিব বিসর্জ্জন;
দেখিবি, দেখিবি পাপি! জীয়ন্তে যেমন,
ইংরাজের প্রতিহিংসা ম'লেও তেমন!"

৪৫

তামসী-রজনী-শেষে সুনীল অম্বরে
বঙ্কিম রজত-রেখা ভাসিল এখন,
বঙ্গ-ভবিষ্যৎ, আহা, ভাবিয়া অন্তরে
হয়েছে কঙ্কাল-শেষ যেন নিশামণি।
সশস্ত্র সমর-মূর্ত্তি করি দরশন,
ভয়ে নিশীথিনীনাথ ছিল লুকাইয়া,
এবে ধীরে দেখা দিল, পলাশি-প্রাঙ্গণ,
বৃক্ষ-অন্তরাল হ'তে, নীরব দেখিয়া।
কালি যাহা অস্ত্রে অস্ত্রে হ'বে বিদারিত,
আজি সেই রঙ্গভূমি নীরব, নিদ্রিত।

৪৬

নীরবে উঠিল শশী; নীরবে চন্দ্রিকা
নিরখিল, আলিঙ্গিতে ধরি বঙ্গগলে,
কাঁদিয়াছে বঙ্গ চির-পিঞ্জর-সারিকা,
কতশত মুক্তাবলী শ্যাম দূর্ব্বাদলে।
নিরখিল কত পত্র, কত ফুল ফল,
তিতিয়াছে দুঃখিনীর নয়নের নীরে;

নীরবে শিবির-শ্রেণী শোভিছে কেবল,
ধবল-বালুকা-স্তূপ যথা সিন্ধু-তীরে ;
অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব,
সম্মোহন-অস্ত্রে যবে মোহিল পাণ্ডব।

৪৭

জগত-ঈশ্বরী নিদ্রা, শান্তির আধার,
সিংহাসন-চ্যুত আজি পলাশি-প্রাঙ্গণে ;
মানব-নয়ন-রাজ্যে নাহি অধিকার,
বিষাদে ভ্রমিছে আজি এই রণাঙ্গনে।
অজ্ঞাতে, অদৃশ্য করে, প্রেম-পরশনে,
করে যদি নিমীলিত কাহারো নয়ন ;
প্রহরীর পদ-শব্দে; পবন-স্বননে,
চকিতে অভুক্ত তন্দ্রা ভাঙ্গে সেইক্ষণ।
ভয়, মানবের সুখ-সম্ভোগ বিনাশি,
ভীষ্ম-শরশয্যা আজি করেছে পলাশি !

৪৮

গভীর নীরব এবে নবাব-শিবির।
দাস দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নীরবে।
কেবল জ্বলিছে দীপ ; বহিছে সমীর,
সশঙ্কিত চিত্তে যেন সর সর রবে।
ঘন ঘন নবাবের মলিন বদনে
বিকাশিছে স্বেদ-বিন্দু উৎকট স্বপন।
পর্য্যঙ্ক উপরে বসি বিষাদিত মনে
শান্ত অশ্রুমুখী সেই রমণীরতন।
রুমালে কোমল করে সেই স্বেদজল
নীরবে কাঁদিয়া রাণী মুছিছে কেবল।

৪৯

প্রেমপূর্ণ স্থির নেত্রে, আনত বদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ পানে।
বিলম্বিত কেশরাশি, আবরি আননে
পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শয্যা উপধানে।
এক ভুজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠতলে,
অন্য করে মুছে নাথ-বদন-মণ্ডল;
থেকে থেকে ভিতি বামা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল।
মুছাইতে স্বেদবিন্দু বামার নয়ন
অমর-দুর্ল্লভ অশ্রু করিছে বর্ষণ!

৫০

নির্জ্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী,
—নিদ্রিত রাঘবশ্রেষ্ঠ-উরু-উপধানে—
ফেলেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,
চাহি পথশ্রান্ত পতি নরপতি পানে;
অথবা বিজন বনে, তমসা নিশীথে,
মৃত পতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী,
ফেলেছিল যেই অশ্রু; এই রজনীতে
ফেলিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী।
তুচ্ছ বঙ্গ-সিংহাসন! এই অশ্রুতরে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপদ অম্লান অন্তরে।

৫১

এ দিকে ক্লাইব নিজ শিবিরে বসিয়া,
জাগরণে, ব্যস্ত মনে, কাটিছে রজনী;

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মনেতে ভাবিয়া,
থেকে থেকে ভয়ে বীর কাঁপিছে অমনি
"এত অল্প সেনা লয়ে"—ভাবিছে—"কেমনে
পরাজিব অগণিত নবাবের দল ?
কে জানে যদ্যপি হয় পরাজয় রণে,
ইংলণ্ডের সব আশা হইবে বিফল ;
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি একজন আর,
শ্বেতদ্বীপে কভু নাহি ফিরিবে আবার।

৫২

"একেত সংখ্যায় অল্প সৈনিকের দল ;
তাহাদের মধ্যে তাহে নাহি এক জন
সুশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে ; প্রায়ত সকল
সমরে অদূরদর্শী শিশুর মতন।
অধিকাংশ এইমাত্র লেখনী ছাড়িয়া
অনিচ্ছায় তরবারি লইয়াছে করে ;
কেমনে এমন ক্ষীণ তৃণদল দিয়া
অসংখ্য অশনিবৃন্দ কাটিব সমরে
ফিরে যাই, কাজ নাই বিষম সাহসে,
স্ব-ইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্র-মুখে পশে ?

৫৩

"ফিরে যাব ? কোথা যাব ? স্বদেশে আমার ?
ছমাসের পথ বল যাইব কেমনে ?
ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কালসম দুরন্ত যবনে ;
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে,
অথবা করিবে বন্দী রাজ-কারাগারে ;

কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীবন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে।
কি কাজ পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব, শুইব রণে অনন্ত শয্যায়।

৫৪

"আমরা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী ;
আমাদের স্বাধীনত্ব বীরত্ব জীবন ;
রণক্ষেত্রে এই দেহ হ'লে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন।
করিব না, করে অসি থাকিতে আমার,
জননীর শ্বেত অঙ্গে কলঙ্ক অর্পণ ;
মরিব, মারিব শত্রু, করিব সংহার,
বলিলাম এই অসি করি আস্ফালন।
শ্বেতদ্বীপ ! জিনি রণ ফিরিব আবার
তা না হয়, এইখানে বিদায় সবার।"

৫৫

স্বগত চিন্তার স্রোত না হইতে স্থির,
অজ্ঞাতে অন্যত্র চিত্ত হ'ল আকর্ষিত ;
বৃটিশ যুবক কেহ হইয়া অধীর,
বর্ষিতেছে প্রেমময় মধুর সঙ্গীত ;—

সঙ্গীত।

১

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
কি বলিয়া প্রিয়তমে ! হইব বিদায় ?
বচন না সরে মুখে,
হৃদয় বিদরে দুঃখে,

উচ্ছ্বসিত আজি প্রিয়ে ! প্রেম-পারাবার
অনন্ত লহরী তাহে নাচিয়া বেড়ায় ;
প্রত্যেক কল্লোলে প্রাণ
গায় তব প্রেমগান,
প্রত্যেক হিল্লোলে আজি চুম্বে বারংবার
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার।

প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার
সমুদ্রের এক প্রান্তে ভাসিলে চন্দ্রমা,
সীমা হ'তে সীমান্তরে
হাসে সিন্ধু সেই করে,
রজত চন্দ্রিকাময় হয় পারাবার ;
তেমতি যদিও তুমি ইংলণ্ডে উদিত,
প্রিয়ে তব রূপরাজি
ভারতে ভাসিছে আজি,
ভাসিতেছে প্রিয়তমে ! চিত্তে অভাগার ;
"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৩

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
যেই দিন দুরাকাঙ্ক্ষা-তরী আরোহিয়া
লঙ্ঘিয়া প্রবল সিন্ধু,
ছাড়িয়া প্রণয়-ইন্দু,
আসিয়াছে দেশান্তরে প্রণয়ী তোমার,
সেই দিন প্রিয়তমে ! আবার, আবার,
আজি এই রণস্থলে,
দুর্নিবার স্মৃতিবলে,

পড়ি মনে উছলিছে প্রেম-পারাবার
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
সরল তরল হাসি মাখিয়া অধরে,
বলেছিলে—'প্রিয়তম !
পরাতে গলায় মম,
আনিবে না গোলকণ্ডা হীরকের হার ?'
আবার সজল নেত্রে, বঙ্কিম গ্রীবায়
রেখে মম বাম কর,
বলেছিলে,—প্রাণেশ্বর !
এই হার বিনে কিছু নাহি চায় আর,
প্রিয়া কেরোলাইনা তোমার।'

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
যেই প্রেম-অশ্রুরাশি আজি অভাগার
ঝরিতেছে নিরবধি,
তরল না হ'ত যদি,
গাঁথিতাম সেই হার, তব উপহার,
কি ছার ইহার কাছে গোলকণ্ডাহার !
প্রতি অশ্রু আলোকিয়ে,
বিরাজিতে তুমি প্রিয়ে !
তব প্রেম বিনে মূল্য হ'ত না তাহার,
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৬

"প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
এই ছিল সারা নিশি তমসা রজনী;
এই মাত্র সুধাকর
বরষি বিমল কর,
রঞ্জিল কিরণজালে সকল সংসার!
হায়! এ বিষাদ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে,
তব রূপ নিরুপম,
আঁধার হৃদয় মম,
আলোকিবে পুনঃ কি এ জনমে আবার?
প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!

"প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
কিংবা কালি,—ভেবে বুক বিদরিয়া যায়!—
কালি ওই রণাঙ্গনে,
অভাগার দুনয়নে,
সেইরূপ—এই আশা—হইবে আঁধার?
তবে অশ্রুসিক্ত তব ক্ষুদ্র চিত্রখানি
রাখিয়া হৃদয়োপরে,
মরিব প্রণয়ভরে,
জন্মের মতন আহা! ডাকি একবার,—
'প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!'

৮

"প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
যায় নিশি,—এই নিশি—প্রেয়সি! আবার,

পুনঃ এই সুধাকর,
তারাময় নীলাম্বর,
হইবে কি সমুদিত নয়নে আমার ?
জীবনের শেষ দিবা হয়ত প্রভাত
হইতেছে পূর্ব্বাচলে,
কালি নাশি নেত্রজলে,
হতভাগা স্মরিবে না,—ডাকিবে না আর,-
'প্রিয়ে ! কোরোলাইনা আমার !
নীরবিল যুবা—যেন নৈশ সমীরণে
হইল জীবন মন শেষ তানে লয় !
সেই তান ক্লাইবের পশিল শ্রবণে ;
ঝরিল একটি অশ্রু, দ্রবিল হৃদয়।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ হইল নির্গত—
"প্রিয়তমে মেস্কিলিন !—জনমের মত !"

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

যুদ্ধ।

পোহাইল বিভাবরী পলাশি-প্রাঙ্গণে,
পোহাইল যবনের সুখের রজনী ;
চিত্রিয়া যবন-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
উঠিলেন দুঃখভরে ধীরে দিনমণি।

শান্তোজ্জ্বল কররাশি চুম্বিয়া অবনী,
প্রবেশিল আম্রবনে ; প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ-শতদলে ভাসিল অমনি ;
ক্লাইবের মনে হ'ল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

২

নীরবে পোহাল নিশি ; নীরব সকল ;
রণক্ষেত্রে একবারে না বহে বাতাস ;
একটি পল্লব নাহি করে টলমল ;
একটি যোদ্ধার আর নাহি বহে শ্বাস।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, শালিকের দল,
নীরবে বসিয়া স্থির শাখার উপরে।
দূরে নীল গঙ্গা এবে শান্ত অচঞ্চল ;
একটি হিল্লোল নাহি কাঁপে সরোবরে।
রণপ্রতীক্ষায় স্থির পলাশি-প্রাঙ্গণ,
প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন।

১

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি !

২

নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনীভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

নিনাদে সমর-রঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীম রবে দিগঙ্গন,
কাঁপাইয়া ঘন ঘন,
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।

৪

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল ধ'রে
দ্বিজ কোষাকুষি করে
দাঁড়াইলা বজ্রাহত পথিক যেমন।

৫

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি করি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন।

৬

ভাগীরথী-উপাসক আর্য্যসুতগণ,
ভক্তিভরে কিছুক্ষণ,
করি গঙ্গা দরশন,
'গঙ্গামাই' ব'লে সবে ডাকিল তখন।

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে ;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।

বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরব গর্জ্জনে,
সলিল সঞ্চয় করি,
যায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈল প্রতি তাড়িত-গমনে

অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম-লতা-বন,
ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।

১০

তেমতি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি,
এক স্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।

১১

অকস্মাৎ একবারে শতেক কামান,
করিল অনলবৃষ্টি,
ভীষণ সংহার-দৃষ্টি!
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'ল তিরোধান।

১২

অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দুলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয়-মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রক্ষিতে সেনায়।

১৩

"সম্মুখে—সম্মুখে !—বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ-ধার,
বৃটিশের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।

১৪

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

১৬

পাখিগণ সশঙ্কিত করি কলরব,
পশিল কুলায়ে ডরে ;
গাভীগণ ছুটে রড়ে ;
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁকাল নীরব !

১৭

আবার, আবার সেই কামান-গর্জ্জন ;
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি !
বাজিল বৃটিশ বাদ্য জলদ-নিস্বন।

১৮

আবার, আবার সেই কামান-গর্জ্জন ;
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীম রব, ফাটিল গগন !

১৯

সেই ভীম রবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।

২০

খেলিছে বিদ্যুৎ এ কি ধাঁধিয়া নয়ন !
শতে শতে তরবার
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

২১

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মিরমদন পতন !

২২

"হুর্‌রে ! হুর্‌রে !"—করি গর্জ্জিল ইংরাজ
নবাবের সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ।

২৩

"দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে! দাঁড়া রে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ!
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"—
গর্জ্জিল মোহনলাল—"নিকট শমন!

২৪

Mohanlal's Speech

// "আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।

২৫

"ভারতে পাবি না স্থান করিতে বিশ্রাম;
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলি ধেয়ে
মরিবি, মরিবি, ওরে যবনসন্তান!

২৬

"সেনাপতি! ছি ছি এ কি! হা ধিক্ তোমারে
কেমনে বল না হায়!
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে?

২৭

"ওই দেখ ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ!
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির

২৮

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার ?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর ?

২৯

"ভেবেছ কি সুধু রণে করি পরাজয়,
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যজি রণ,
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয় ?

৩০

"মূর্খ তুমি !—মাটি কাটি লভি কহিনুর,
ফেলিয়া সেরত্ন হায়।
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর ?

৩১

"কিংবা, যেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত,
হতভাগ্য হিন্দুজাতি,
দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্তকাল বুঝি এই উপস্থিত।

৩২

"সামান্ত বণিক্ এই শত্রুগণ নয়।
দেখিবে তাদের হায় !
রাজা, রাজ্য ব্যবসায়,
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়

৩৩

"নিশ্চয় জানিও রণে হ'লে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল-ভার
ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা-বিষে হবে জীবন সংশয় !

৩৪

"যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।"

৩৫

"অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার।

৩৬

"সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর !

৩৭

"এক দিন—একদিন—জন্ম জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন,
যন্ত্রণা অপরিসীম
নাহি সহি যেন নর-গৃধিনীর করে

৩৮

"হারাস্ নে, হারাস্ নে, রে মূর্খ যবন !
হারাস্ নে এ রতন !
এই অপার্থিব ধন !
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন।

৩৯

"বীরপ্রসবিনী যত মোগল রমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে
প্রসবিল কুলাঙ্গারে ;
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি।

৪০

"প্রণয়-কুসুমহার, রে ভীরু দুর্ব্বল !
পরাইলি যে গলায়,
বল না রে কি লজ্জায়
পরাইবি সে গলায় দাসত্ব শৃঙ্খল ?

৪১

"চির-উপার্জ্জিত সেই কুলের গৌরব !
কেমনে সে পূর্ণশশী
কলঙ্কে করিলি মসী ?
ততোধিক যবনের কি আছে বিভব ?

৪২

"ভুবন-বিখ্যাত সেই যশের কারণ,
বনিতা, দুহিতা তরে,
লও অসি, লও করে,
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ।

৪৩

"কোথায় ক্ষত্রিয়গণ সমরে শমন!
ছিছি ছিছি এ কি কাজ!
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠ করালি দর্শন?

৪৪

"বীরের সন্তান তোরা বীর-অবতার;
স্বকুলে দিলি রে ঢালি
এমন কলঙ্ককালি,
শৃগালের কাজ, হয়ে সিংহের কুমার!

৪৫

"কেমনে যাবি রে ফিরে ক্ষত্রিয় সমাজে?
কেমনে দেখাবি মুখ?
জীবনে কি আছে সুখ?
স্ত্রীপুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে!

৪৬

"ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সাহস সহায়;
সে বীরত্ব-প্রভাকরে
অর্পি, ভীরু! রাহুকরে,
কেমনে ফিরিবি ঘরে কি ছার আশায়?

৪৭

"কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব, সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ!

৪৮

"চল তবে ভ্রাতাগণ ! চল পুনর্ব্বার !
দেখিব ইংরাজদল,
শ্বেত-অঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার ?

৪৯

"বীর-প্রসূতির পুত্র আমরা সকল ;
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ,
শ্বেত-অঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল !

৫০

"দেখাব ভারতবীর্য্য দেখাব কেমন ;
বলে যদি হিমাচল,
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটি চরণ !

৫১

"যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে
ডুবায় সিন্ধুর জলে,
তথাপি ক্ষত্রিয়দলে
টলাইতে না পারিবে, বলে কি কৌশলে।

৫২

"সহে না বিলম্ব আর, চল ভ্রাতাগণ !
চল সবে রণস্থলে !
দেখিব কে জিনে বলে !
দেখাব ক্ষত্রিয়-বীর্য্য, দেখাব কেমন !"

৫৩

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল, ফিরিল যবন ;
যেমতি জলধিজলে
প্রকাণ্ড তরঙ্গদলে
ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন !

৫৪

বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদ্‌গিরণ,
জলধরমধ্যে যেন অশনিসম্পাত।

৫৫

নাচিছে অদৃষ্ট দেবী, নির্দ্দয়-হৃদয় !
এই বৃটিশের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে,
এই বার ইংরাজের হ'ল পরাজয়

৫৬

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,—
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ !
কর অস্ত্র সম্বরণ !
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

৫৭

উত্থিত কৃপাণ-কর হইল অচল ;
সম্মুখ চরণদ্বয়
পবনে উত্থিত হয়,
দাঁড়াল, নাববসৈন্য হইল চঞ্চল

৫৮

যেমতি শিখর ত্যাগি' পার্ব্বতীয় নদী,
করি তরু উন্মূলন,
ছিঁড়ি গুল্ম-লতা-বন,
অবরুদ্ধ হয় শৈলে অৰ্দ্ধ পথে যদি,

৫৯

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ,
যদি কোন মতে তারে
বারেক টলাতে পারে,
উপাড়িয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।

৬০

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ সঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।

৬১

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়,
লাগিল, সঙ্গিন-ঘায়
বরিষার ফোটা প্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

৬২

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটিশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।

৬৩

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিত-আরক্ত-কায়,
অস্ত গেলা রবি, হায় !
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর।

১

নিবিয়াছে মহাঝড় ; রণ-প্রভঞ্জন,
ভীম পরাক্রমে নর-মহীরুহ-চয়
উপাড়ি ধরায়, শান্ত হয়েছে এখন ;
সবিষাদে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।
মূর্চ্ছান্তে মোহনলাল মেলিয়া নয়ন
দেখিলা সমরক্ষেত্র, মুহূর্ত্ত তুলিয়া
ম্লান মুখ ; ক্ষত দেহে রক্ত-প্রস্রবণ
ছুটিল, পড়িল শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া।
চাহি অস্তমিত প্রায় প্রভাকর পানে,
বলিতে লাগিল শোক-উচ্ছ্বসিত প্রাণে।—

২

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে, দেব ! করিলে গমন,
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ-রজনী !
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে যবন রাজ্য যেও না তপন !
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া, আহা ! ডুবিছ এখন !

পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন !

৩

"অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি !
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন !
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে, আহা বলে কোন্ জন !
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থানে বিজন কানন ;
ভীষণ সময়স্রোত, হায় অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানী, করে নিমগণ !
সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারা'ল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য সিংহাসন।

৪

"কোথায় ভারতবর্ষ,—কোথায় বৃটন !
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপী কলেবর।
ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ভারত ;
ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না বৃটন ;
পবনের গতি কিংবা কল্পনার রথ,
কোন কালে এত দূর করেনি গমন।
আকাশ-কুসুম কিংবা মন্দার যেমন,
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন,

৫

"সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়,
ভারত-অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত।
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়;
কখনো হইবে কি না, জানে ভবিষ্যত,
এক দিন,—দুই দিন,—বহুদিন আর,
কাষ্ঠপুত্তলের মত অভাগা যবন,
বঙ্গ-রঙ্গভূমে নাহি করিবে বিহার;
কলঙ্কিত করিবে না বঙ্গ-সিংহাসন।
আজি, নহে কালি, কিংবা দুই দিন পরে,
অবশ্য যাইবে বঙ্গ ইংলণ্ডের করে।

৬

"কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন!
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্ব্বরী!
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দুচিত্ত নাহি,—নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা আশায় পূরিত?
কিন্তু তব অস্ত সনে, কি বলিব আর,
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার!

৭

"নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু-জলে?

যাও তবে, যাও দেব! কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কায বল না, আহা! ফিরিয়া আবার?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ!
কালি পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিবে যখন
ভারতে নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।

৮

"আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার;
ভারত-গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর!
ফিরিবে না মৃতদেহে বিগত জীবন,
বাঁচিবে না রণাহত অভাগা সকল;
মৃতদেহ-নিপীড়িত শুষ্ক তৃণগণ
কিছুদিন পরে পুনঃ পাবে নব বল;
এবে মৃতদেহতলে, বৎসর অন্তরে
জনমিবে পুনর্ব্বার তাদের উপরে।

৯

"এস সন্ধ্যে! কুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন-রাজি করে ঝলমল?
কিংবা শুনে যবনের দুঃখসমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত?
এস শীঘ্র, প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,

লুকাও যবনমুখ দুঃখে অবনত !
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল !
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন।

১০

"কালি সন্ধ্যাকালে এই হতভাগাগণ,—
অহঙ্কারে স্ফীতবুক রমণীমণ্ডলে ;
কালি নিশিযোগে লয়ে রমণীরতন
আমোদে ভাসিতেছিল মন-কুতূহলে।
প্রভাতে সমরসাজে সাজিল সকল,
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে ;
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধর-কুন্তল,
সায়াহ্নে শায়িত হ'ল অনন্ত শয়নে।
বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন !

১১

"আসিলে যামিনী দেবী যে বঙ্গ-ভবন,
আমোদে পূর্ণিত হ'ত, সঙ্গীত-হিল্লোল
উথলিত ব্যাপী ওই সুনীল গগন,
আজি সে বঙ্গেতে শুধু রোদনের রোল !
পতিহীনা, পুত্রহীনা, ভ্রাতৃহীনা নারী,
ভ্রাতার বিয়োগে ভ্রাতা, করে হাহাকার ;
বজ্রসম পুত্রশোক, সহিতে না পারি,
কাঁদে কত পিতা ভূমে হয়ে দীর্ঘাকার।
আজি অন্ধকার-পূর্ণ বঙ্গের সংসার
কোন ঘরে নাই ক্ষীণ আলোক-সঞ্চার।

১২

"এই নহে ভারতের রোদনের শেষ ;
পলাশি-যুদ্ধের নহে এই পরিণাম।
যেই শক্তি-স্রোতস্বতী ভেদি বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, ভ্রমি অবিশ্রাম
হিমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে, লঙ্কাদ্বীপে, লঙ্ঘি পাঁরাবার।
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
হইবে তাহাতে ভীম ঝটিকা সঞ্চার !
যবে পূর্ণবলে ক্রমে হবে বলবতী,
কার সাধ্য নিবারিবে এই স্রোতস্বতী ?

১৩

"পলাশিতে আজি যেই ধবল জলদ
ভারত-অদৃষ্টাকাশে হইল সঞ্চার,
তিল তিল বৃদ্ধি হয়ে এ শ্বেত নীরদ
ধরিবে ভীষণ মহামেঘের আকার।
জুড়িয়া ভারত-ভূমি হবে অন্ধকার ;
বহিবে প্রলয়-ঝড়, ভীম প্রভঞ্জন ;
যত পুরাতন রাজ্য হবে ছারখার ;
উড়িয়া যাইবে রাজা, রাজ্য, সিংহাসন।
কিন্তু এই ঝড় যবে হইবে অন্তর,
ভাসিবে ভারতাকাশে শান্তি-সুধাকর।

১৪

"শ্বেত দ্বীপ ! আজি তব কি সুখের দিন।
যে রত্ন হইল তব মুকুট-ভূষণ,

একেবারে হ'য়ে হিংসা আশার অধীন,
সমুদয় ইউরোপ করিবে দর্শন।
যাও তবে সমীরণ, ঝড়বেগ ধরি,
বহ এই শুভ বার্ত্তা ইংলণ্ড-ঈশ্বরে!
শুনিয়া সাগরমাঝে শ্বেতাঙ্গ-সুন্দরী
নাচিবে, মরাল যেন নীল সরোবরে।
হইবে সমস্ত দ্বীপ প্রতিধ্বনিময়,
গম্ভীরে সাগরে গাবে ইংলণ্ডের জয়।

১৫

"আর ভারতের?—সেই চির-অধীনার?
ভারতেরো নহে আজ অসুখের দিন।
পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহগীর
কিবা সুখ, কি অসুখ?—সমান অধীন।
পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হ'তে সুখী সমধিক।
চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
যদি পাই—কিন্তু হায়! ফুরাল স্বপন!

১৬

"ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন।
আজি হ'তে যবনেরা হ'ল হতবল,
কিবা ধনী, মধ্যবিৎ কিবা দীন হীন,
আজি হ'তে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।
ফুরাইল যবনের রাজ্য-অভিনয়;
এত দিনে যবনিকা হইল পতন;

কঙ্কাল কালের গর্ভে, বিস্মৃতি-আলয়ে,
অচিরে যবনরাজ্য হইবে স্বপন।
পুনর্ব্বার যবনিকা উঠিবে যখন,
প্রবেশিবে অভিনব অভিনেতৃগণ।

১৭

"আজি উচ্ছ্বসিত মনে হ'তেছে স্মরণ,
অঙ্কে অঙ্কে এই দীর্ঘ অভিনয় কালে,
কত সুখ, কত দুঃখ, কত উৎপীড়ন,
লিখিয়াছিলেন বিধি ভারত-কপালে!
দুঃখিনীর কত অশ্রু, হায়! অনিবার
ঝরিয়াছে প্রিয়তম তনয়ের তরে;
কত অত্যাচার, হায়! কত অবিচার
সহিয়াছে অভাগিনী পাষাণ অন্তরে।
এখনো শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার,
করাল-কৃপাণ-মুখে ধর্ম্মের বিস্তার।

১৮

কিন্তু বৃথা,—নাহি কাজ সুদীর্ঘ কথায়।
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত;
জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায়
প্রতিছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত।
আছে,—কিন্তু হায়! এই কলঙ্কসাগরে,
ছিল না কি স্থানে স্থানে রতননিচয়
চিরোজ্জ্বল! ইতিহাসে রক্ষিত আদরে?
ছিল কি সম্রাট মাত্র সম নৃশংসয়?
পাপী আরঙ্গজীব, আল্লাউদ্দিন পামর,
ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর?

১৯

"ঝোলে ব'লে দিবসের অঞ্চলে গোধূলি,
যতই তমসা ব'লে বোধ হয় মনে,
না থাকিলে রবি—বিশ্ব-নয়নপুতলী,—
দিবা ব'লে বোধ হ'ত নিশার তুলনে।
স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্যরাজ্য পরে,
তেমনি যবনরাজ্য—সজাতিপ্রবণ—
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিন্তু স্থানান্তরে
এত কলুষিত বোধ হ'ত না কখন!
সন্দেহ, হইত কি না রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়াতে যদি না হ'ত চিত্রিত।

২০

"কি কায সে সুখ দুঃখ করিয়া স্মরণ
ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা জাগায়ে আবার?
ক্রমে ওই নিশীথিনী-ছায়ার মতন,
যবনের হতভাগ্য হতেছে সঞ্চার!
আরঙ্গজীব অস্ত সনে, অলক্ষিতে হায়!
প্রবেশিল যে গোধূলি মোগল-সংসারে,—
উত্তরিল নিশা আজি; ঢাকিবে ত্বরায়
প্রকাণ্ড যবনরাজ্য নিবিড় আঁধারে।
দিল্লী, মুরশিদাবাদ, হইবে এখন
যবনের গৌরবের সমাধিভবন।

২১

"ছিল না ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে এই ধরাতলে
সমকক্ষ যবনের,—বীর-পরাক্রম

অস্তাচল হ'ত খ্যাত উদয়-অচলে।
সে বীরজাতির এই দৃঢ় সিংহাসন,
ছিল পঞ্চশত বর্ষ হিমাদ্রি মতন
অচল, অটল, রাজনৈতিক-সাগরে।
কে জানিত আজি তাহা হইবে পতন
বাঙ্গালীর মন্ত্রণায়, বণিকের করে,?
কিংবা ভাগ্যদোষে যদি বিধি হয় বাম,
শেলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান।

২২

"পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে যে জাতি দুর্ব্বার,
বিক্রমে ভারতরাজ্য করিল স্থাপন ;
তাহাদের সন্তান কি যত কুলাঙ্গার,
হারাইল আজি যারা সেই সিংহাসন ?
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ শৌর্য্য বীর্য্যে রত,
সদা তরবারি করে, সদা রণস্থলে ;
সেই জাতি এবে মগ্ন বিলাসে সতত ;
ঝুলিতেছে দিবানিশি রমণী-অঞ্চলে।
কিছুদিন পরে আর,—বিধির বিধান,—
ক্রীড়াপটে বিরাজিবে মোগল পাঠান !

২৩

"অথবা অভাগাদেরে দোষী অকারণ ;
দোষী বিধি, দোষী মন্দভাগিনী ভারত।
চিরস্থায়ী কোন রাজ্য ভারতে কখন
হইবে না, চিরস্থির নক্ষত্র যেমত।
না জানি কি গুপ্ত বিষ ভারত-সলিলে
ভাসে সদা, বহে স্নিগ্ধ মলয় পবনে ;

তেজোময় বীরসিংহ ভারতে পশিলে,
কামিনী-কোমল হয় তার পরশনে ;
ইন্দ্রিয়লালসা বহে সবেগে ধমনী,
বীর্য্য হয় ভোগলিপ্সা, পুরুষ রমণী।

২৪

"প্রবেশিল যে বীরত্ব-স্রোত দুর্নিবার,
আর্য্যজাতি সনে এই ভারত ভিতরে,
কি রত্ন না ফলিয়াছে গর্ব্ভেতে তাহার ?
তুচ্ছ এক কহিনুর, মুকুটে আদরে
পরিবে ইংলণ্ডেশ্বরী,—তৃতীয় নয়ন
উমার ললাটে যেন ! ভারত তোমার
কত শত কহিনুরে পূজেছে চরণ
আর্য্য মন-রত্নাকর দিয়ে উপহার !
ভারতে যখন বেদ হইল সৃজন,
ভাঙ্গে নাই রোমাণের গর্ব্ভস্থ স্বপন।

২৫

"যেই জাতি অস্ত্রবলে কাটিয়া ভূধর
অনন্ত অজেয় সিন্ধু করিল বন্ধন ;
রোধিত যাদের অস্ত্রে শূন্যে প্রভাকর,
পাতালে কাঁপিত ডরে বসুধাবাহন ;
যাহাদের তীক্ষ্ণ শরে গগন ভেদিয়া,
কনকচম্পকরাশি করিল হরণ ;
যাহাদের গদাঘাতে বেড়ায় ঘুরিয়া,
অনন্ত আকাশ-পথে সহস্র বারণ ;
যাহাদের কীর্ত্তিকথা অমৃত সমান,
এখনো মানবজাতি সুখে করে পান ;

২৬

"হে বিধাতঃ ! কোন্ পাপ করিল সে জাতি ?
কেন তাহাদের হ'ল এত অবনতি ?
যেই সিংহাসনে, বীর রাবণ-অরাতি
বিরাজিত, বিরাজিত কুরুকুলপতি,
—সঙ্খ্যাতীত নরপতি-প্রণামে যাহার
চরণে হইয়াছিল মুকুট অঙ্কিত,—
কুরুক্ষেত্রজয়ী বীর, দয়ার আধার,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিল বিরাজিত ;
বসিল,—লজ্জার কথা বলিব কেমনে—
যবনের ক্রীতদাস সেই সিংহাসনে !

২৭

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র-মেদিনী—
এই মহাবাক্য যার ইতিহাসগত ;
সেই জাতি এ ভারত করি পরাধীনী,
—পাণিপথে, আত্মদ্রোহী হ'ল আত্মহত।
সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে,
সোণার বাঙ্গালারাজ্য দিল বিসর্জ্জন
সূচ্যগ্র-মেদিনী স্থলে, অম্লান অন্তরে
সমগ্র ভারত, আহা ! করি সমর্পণ
বিদেশীকে, আছে সুখে ; জানে ভবিষ্যত
এই অবনতি কোথা হবে পরিণত !

২৮

"পাণিপথে যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার ;

পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার।
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ
করিল তিমিরাবৃত ভারত-গগন,
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন ?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি-নিয়ম ;
কিংবা জলধরছায়া থাকে কতক্ষণ !

২৯

"যে আশা ভারতবাসী বীরধর্ম্ম-সনে
পলাশির রণ-রক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,
কহিবে না, স্মরিবে না, ভাবিবে না মনে,
কল্পনে। সে কথা মিছে কহ কি কারণ ?
থাকুক্ পলাশিক্ষেত্র এখন যেমন ;
থাকুক্ শোণিতে সিক্ত হত যোদ্ধৃদল,
জগতের যুগান্তর অদ্ভুত কেমন
ঘটাইবে ইহাদের শোণিত তরল !
ক্ষত বক্ষে রক্তস্রোত ছুটিল তখন
সবেগে, মোহনলাল মুদিল নয়ন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

—*—

শেষ আশা।

১

মুরশিদাবাদে আজি আমোদ মোহিনী,
নাচিয়া বেড়ায় সুখে প্রতি ঘরে ঘরে ;
পরিয়াছে দীপমালা যামিনী কামিনী,
ভাসিতেছে রাজধানী সঙ্গীতসাগরে।
অহিফেন-মুগ্ধ মিরজাফর পামর ;
ঢুলু ঢুলু করিতেছে আরক্ত লোচন ;
"উড়িষ্যা বেহার বঙ্গ ত্রিদেশ-ঈশ্বর"—
বলিয়া পলাশিজেতা করেছে বরণ।
লভেছে পাতিয়া সেই ঊর্ণনাভ ফাঁদ,
তীর্থযাত্রা উপদেশ ধূর্ত্ত উমিচাঁদ।

২

নিমীলিত নেত্রদ্বয় ; মুখশ্রী গম্ভীর ;
পড়েছে জলদছায়া চৌষট্টি কলায় ;
নিরখিতে যেই চন্দ্র নেত্র পদ্মিনীর
হ'ত উন্মীলিত, আজি রাহুগ্রস্ত হায় !
পরিধান পট্টবস্ত্র ; উত্তরীয় গলে ;
অশিবব্যঞ্জক শ্মশ্রু-আবৃত বদন—
দীর্ঘ কারাবাস হেতু ; তপস্যার ছলে
জানূপরে কর, করে অঙ্গুলি-সংযম।
এরূপে মুঙ্গের দুর্গে বসিয়া পূজায়,
কৃষ্ণনগরের পতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

৩

এ নহে সামান্য পূজা, প্রাণদণ্ড তরে
প্রেরিয়াছে রাজ-আজ্ঞা সিরাজদ্দৌলায় ;
হতভাগ্য নরপতি পূজা শেষ করে,
সহিবেক রাজদণ্ড যমদণ্ড প্রায়।
যতক্ষণ পূজা হায়! ততক্ষণ প্রাণ
সেই হেতু নরপতি পূজায় মগন ;
সেই ধ্যানে রাজর্ষির নাহি বাহ্যজ্ঞান ;
ক্ষণে ক্ষণে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস পতন ;
পবন স্বননে ত্রস্তে মেলিছে নয়ন,
মনে ভাবি ক্লাইবের সৈন্য-আগমন।

৪

কল্পনে! মুরশিদাবাদে আইস ফিরিয়া
হেন উৎসবের দিনে ছাড়িয়া নগর,
কে যায় কোথায়? মঞ্জু নিকুঞ্জ ছাড়িয়া
কে প্রবেশে অন্ধকার কানন ভিতর?
উঠিছে আকাশপথে, নগর হইতে
যেই আলোকের জ্যোতিঃ তিমির উজলি,
বোধ হয় দিগ্‌দাহ, অথবা নিশীথে
জ্বলিতেছে দাবানলে দূর বনস্থলী।
উৎসবের কোলাহলে, দূরে হয় জ্ঞান,
আমোদকাননে যেন ছুটেছে তুফান।

৫

"পলাশির যুদ্ধ"—আজি সহস্র জিহ্বায়
ঘোষিতেছে জনরবপ্রভঞ্জন-গতি ;

"পলাশির যুদ্ধ"—আজি মর্ম্মরে পাতায়,
স্বনিতেছে সমীরণ, গায় ভাগীরথী।
"পলাশির যুদ্ধ"—শত সহস্র নয়ন
চিত্রিতেছে অশ্রুজলে সহস্র ধারায়;
"পলাশির যুদ্ধ"—কত প্রফুল্ল বদন
হাসিতেছে মনসুখে; লিখিছে বিধাতায়
"পলাশির যুদ্ধ", ওই বসিয়া অম্বরে;
ভারত-অদৃষ্ট-গ্রন্থে অমর অক্ষরে!

৬

স্থানে স্থানে সমবেত নাগরিকগণ
করিতেছে পলাশির যুদ্ধ আলোচনা;
তাহাদের মধ্যে সত্যপ্রিয় যত জন,
প্রশংসিছে ক্লাইবের বীর্য্য বীরপণা।
যাহাদের সমধিক কল্পনা প্রবল,
তাহাদের মতে কোনো মহামন্ত্রবলে
ক্লাইব বঙ্গীয় সেনা রণে হতবল
করিয়াছে, কোনো উপদেবতার ছলে!
মূর্খের কল্পনাস্রোত হলে উচ্ছ্বসিত,
যত অসম্ভব তাহে হয় সম্ভাবিত।

৭

শুষ্ক উপনদীতেও বরিষার কালে
প্রভূত সলিল যথা হয় প্রবাহিত,
তেমতি উৎসবে এই পুরী-অন্তরালে
বীথিতেও জনস্রোত আজি সঞ্চারিত।
অভিষেক উপলক্ষে মিরজাফরের,
সুসজ্জিত রাজহর্ম্ম্য, অবারিত দ্বার।

রাজপ্রাসাদের সজ্জা, নর নবাবের
নূতন সভার শোভা,—আমোদভাণ্ডার !
দেখিতে শুনিতে ওই দর্শক অশেষ
দীর্ঘ স্রোতে রাজদ্বারে করিছে প্রবেশ।

৮

সম্মুখে বিচিত্র সভা আলোক খচিত,
অমরাবতীর শোভা সৌরভে পূরিত।
বিগত বিপ্লবে হায় ! করেনি কিঞ্চিৎ
রূপান্তর,—সেই রূপ আছে সুসজ্জিত।
সেই রঙ্গভূমি, সেই আলোকের হার,
সেই সজ্জা, সেই শোভা, সেই সভ্যগণ ;
সেই বিলাসিনীবৃন্দ করিছে বিহার ,
সেই রাজছত্রদণ্ড, সেই সিংহাসন।
সেই নৃত্য, সেই গীত, রয়েছে সকল ;
হায় ! সে সিরাজদ্দৌলা নাহি কি কেবল

৯

মিরজাফরের আজি সার্থক জীবন ;
ভূতলে বুনান্নী স্বর্গ আজি অনুভব।
যেই সিংহাসনছায়া আঁধারে তখন
ছিল লুকাইয়া, আজি—হায় ! অসম্ভব—
সেই মিরজাফরের সেই সিংহাসন !
স্তাবকে বেষ্টিত হয়ে ব'সে সভাতলে,
অহিফেনে সঙ্কুচিত যুগলনয়ন ;
হৃদয় করিছে স্ফীত চাটুকার দলে।
প্রাচীন-বয়সে শ্লথ শ্রবণবিবরে,
ঢালিছে কোকিলকণ্ঠা কামিনী কুহরে

১০

বিমল সঙ্গীত-সুধা ; নাচিছে আবার
সঙ্গীতের তালে তালে ওই বিনোদিনী,
নাচে যথা, শুনি প্রাতে কোকিলঝঙ্কার,
কাননে গোলাপ, কিংবা সলিলে নলিনী।
তাম্বূলে রঞ্জিত রক্ত অধরযুগলে
ভাসিছে মোহিনী হাসি ; এই হাসি হায় !
—রে মিরজাফর মত্ত কামিনীকৌশলে !—
তুষিয়াছে রাজ্যচ্যুত সিরাজদ্দৌলায়।
তুমি রাজ্যভ্রষ্ট পুনঃ হইবে যখন,
তব শত্রু অভিষেকে হাসিবে তেমন।

১১

সেই নৃত্যগীতে মিরজাফরের মন
নহে মুগ্ধ ; নহে মুগ্ধ হাসিতে বামার ;
স্তাবকের স্তুতিবাদে হইয়া মগন,
তোষামোদপারাবারে দিতেছে সাঁতার।
কথা—পলাশির যুদ্ধ ; স্তাবকসকলে
বর্ণিছে কেমনে রণে নব বঙ্গেশ্বর
লভিয়াছে সিংহাসন বলে ও কৌশলে।
ইহাদের স্তুতি হলে সত্যের আকর,
ইতিহাসে ক্লাইবের হইত নিশ্চয়,
মিরজাফরের সনে স্থানবিনিময়।

১২

স্তাবকের স্তুতিবাদে, রে মূর্খ যবন !
যত ইচ্ছা স্ফীত কেন কর না হৃদয়,

সঙ্গীতের তালে ওই নর্ত্তকী যেমন
নাচিতেছে, সেইরূপ তুমিও নিশ্চয়
নাচিবে দুদিন পরে ইংরাজ ইঙ্গিতে।
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূর্খ! জ্ঞান নাই আর,
সমুদ্রে ঝটিকাগ্রস্ত তরণী হইতে
অনিশ্চিত সমধিক অদৃষ্ট তোমার।
ইংরাজবণিক্ করে, জাননি এখন,
পণ্যদ্রব্য হবে এই বঙ্গ-সিংহাসন!

১৩

সুসজ্জিত, সুবাসিত, রম্য হর্ম্ম্যান্তরে,
বিরাজিছে মনসুখে কুমার "মিরণ";
একে সুরা, তাহে সুধা, রমণী-অধরে,
অনল-সহায় যেন প্রবল পবন।
নিকটে বসিয়া নীচ উপাসক যত,
বর্ণিছে সুবর্ণ বর্ণে মিরণ নয়নে
নন্দনকানন-শোভা-পূর্ণ ভবিষ্যত।
মিরণ বসিবে যবে বঙ্গ-সিংহাসনে,
পাপিষ্ঠ ভাবিতেছিল, স্বহস্তে তখন
কত শত মানবের বধিবে জীবন।

১৪

এমন সময়ে এক পাপ-অনুচর,
—লেখা যেন 'নরহন্তা' কপালে তাহার,
পাপে লৌহবর্ম্মাবৃত পাষাণ-অন্তর,
দুষ্প্রবৃত্তি নিবন্ধন বিকৃত আকার,—
নিবেদিল আভূতল নত করি শির,
যোড় করে,—"যুবরাজ! এই অনুচর

হতভাগ্য নবাবের যত মহিষীর
শুনেছে রোদনধ্বনি, চিত্তদ্রবকর।
জাহ্নবী-তিমির-গর্ভ-খনির ভিতরে
রমণী-রতনরাশি”—বাক্য নাহি সরে।

১৫

দাঁড়াইল অনুচর স্তম্ভিত অন্তরে,
যেন কেহ অকস্মাৎ গ্রীবা নিষ্পীড়নে
করিয়াছে কণ্ঠরোধ। মুহূর্ত্তেক পরে,—
“যুবরাজ হায়! এই উদর কারণে
কত হত্যা কত পাপ করেছি সাধন,
কিন্তু এই শেষ”—চর নীরব আবার—
“অন্ধকারে বিদারিয়া জাহ্নবী-জীবন
করুণ মুমূর্ষু যেই নারী-হাহাকার
উঠিল আকাশপথে,—জীবনে, মরণে,
নিরন্তর সেই ধ্বনি বাজিবে শ্রবণে।

১৬

“বলিল সে ধ্বনি যেন নিয়তিবচন—
‘বিনা দোষে ডুবাইল যত অবলারে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মরিবে মিরণ।”
নারীহন্তা পাপিষ্ঠের এই সমাচারে,
একটি বিদ্যুৎজ্যোতিঃ মিরণ-শরীরে
আপাদমস্তক যেন হ’ল সঞ্চালিত;
স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া প্রাচীরে;
মাদকে অবশ দেহ হইল কম্পিত।
ইংরাজের বীরকণ্ঠ উঠিল ভাসিয়া,
হেন কালে “হিপ্ হিপ্ হুর রে!” বলিয়া।

১৭

ইংরাজ-শিবির-শ্রেণী, অদূর উদ্যানে,
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে নৈশ অন্ধকারে,
শোভিছে নক্ষত্র যথা নিদাঘ বিমানে,
শোভিছে আলোকরাশি উদ্যান আঁধারে।
শূন্য করি বাঙ্গালার রাজ্যের ভাণ্ডার,
বহুমূল্য রাশীকৃত সঞ্চিত রতন,
খুলিয়াছে বিজেতার আমোদ-বাজার,
সুখের সাগরে চিত্ত হয়েছে মগন।
এইরূপে বিজেতার করে কতবার
হইয়াছে বিলুণ্ঠিত ভারত-ভাণ্ডার!

১৮

হায়! মা ভারতভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়
পরাণে বধিতে হায়! মধুমক্ষিকারে?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়,
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার;
স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
হইতে না রঙ্গভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার।
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ
হতে যদি, তবে মাতঃ! তোমার সন্তান

১৯

হইত না এইরূপ ক্ষীণকলেবর;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার।

ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্তস্রোত ; হ'ত বক্ষ বীর্য্যের আধার।
আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত
সজীব-পুরুষ-রত্নে ; দিগ্‌দিগন্তর
ভারত-গৌরব-সূর্য্য হ'ত বিভাসিত ;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর।
কল্পনে ! সে দুরাশায় কায নাই আর,
বৃটিশ শিবির ওই সম্মুখে তোমার !

২০

একটি শিবিরমধ্যে টেবিল বেষ্টিয়া
বিরাজিছে কাষ্ঠাসনে যুবা কত জন ;
যেই বীর্য্য আসিয়াছে পলাশি জিনিয়া,
সুরাহস্তে পরাজিত হয়েছে এখন।
ভগ্ন কাচপাত্র, শূন্য সুরার বোতল,
যায় গড়াগড়ি পাশে। তা সবার সনে
কত বীরবর হয়ে আনন্দে বিহ্বল,
বিস্মৃতির ক্রোড়ে ন্যস্ত ভূতল-শয়নে !
ত্রিভঙ্গ করিয়া অঙ্গ কেহ বা উঠিতে,
সুরার লহরী পুনঃ ফেলিছে ভূমিতে।

২১

শ্রেণীবদ্ধ কাচপাত্র টেবিল উপরে
বিরাজিছে—শূন্য কিংবা অর্দ্ধশূন্য সব !
এই পূর্ণ করিতেছে বোতল-নির্ঝরে ;
মধুর নিক্কণে এই—সুমধুর রব !—
প্রণয়মিলনে সবে চুম্বি পরস্পরে
উঠিল, হইয়া শূন্য যেন ইন্দ্রজালে,।

উত্তরিল বজ্রনাদে টেবিল উপরে।
সুরাসঙ্কোচিত রক্ত নেত্রে হেন কালে,
মদিরামার্জ্জিত কণ্ঠে সৈনিক সকল,
আরম্ভিল উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত সরল।

২২

গীত।

১

এ সুখের দিনে প্রফুল্ল অন্তরে
গাও মিলি সবে বৃটনের জয়!
বীরপ্রসবিনী পৃথিবী ভিতরে,
ভূতলে অজেয় বৃটনতনয়া।
বৃটনের কীর্ত্তি করিতে প্রচার,
পিয়ে এই গ্লাস, অমৃত-আসার,
গাও সবে মিলি, গাও তিন বার,—

হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্— হিপ্—হুর রে!

২

ভূপতির শ্রেষ্ঠ বৃটন-ঈশ্বর;
সমুদ্র রাজ্যের পরিখা যাঁহার;
জিনিয়া অনন্ত অসীম সাগর,
দ্বিতীয় জর্জের মহিমা অপার।
দীর্ঘজীবী তাঁরে করুন ঈশ্বরে!—

পান কর সবে এ কামনা করে !
গাও তিন বার প্রফুল্ল অন্তরে,—
হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !

৩

জিনিয়াছি সবে যেই সিংহবলে,
পলাশির রণ হাসিতে হাসিতে ;
গাও জয় তাঁর,—ধ্বনি কুতূহলে
উঠুক আকাশে ভূতল হইতে !
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল আরবার !
সুদীর্ঘ জীবন হউক তাঁহার !
পান কর সুখে ! গাও তিন বার,—

হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !

৪

ডুব ডুব করি ঢাল এই বার,
এবার অনূঢ়া বৃটিশ-ললনা !
স্মরি শ্বেতবক্ষঃ, হিমানী-আকার,
রক্ত-ওষ্ঠাধরা, শ্বেতবরাননা,
স্মরিয়া নয়ন বিলাস-আধার,
শূন্য কর সবে গ্লাস এই বার,
গাও উচ্চৈঃস্বরে, গাও তিন বার—

হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !

২৩

নীরব নিশীথে এই আনন্দের ধ্বনি
উঠিল গগনপথে ; নৈশ সমীরণে
ভাসিল সে ধ্বনি ; ক্রমে হ'ল প্রতিধ্বনি
উদ্যান-অদূরস্থিত ইষ্টকভবনে।
সমীপ পাদপে সুপ্ত বিহঙ্গনিচয়
জাগিল সে ভীমনাদে কলরব করি ;
জাগিল গৃহস্থগণ হইয়া সভয়,
তস্করের সিংহনাদ মনে স্থির করি।
প্রবেশিল এই ধ্বনি মিরণ-শ্রবণে
সভাতলে। কারাগারে একটী রমণী

২৪

চিন্তা-অভিভূত তন্দ্রা ভাঙ্গিলে, অমনি
জাগিল সত্রাসে বামা ; সিরাজদ্দৌলার
শিবির-সঙ্গিনী হায় ! সেই বিষাদিনী !
বিষাদ-জলদে আরও গাঢ়তা সঞ্চার
হইয়াছে রমণীর ; অশ্রু বরিষণে
লিখেছে যুগলরেখা কপোল-কমলে।
নাহি সে বিলাসজ্যোতিঃ যুগল নয়নে ;
পশিয়াছে কীট ওষ্ঠ বাঁধুলীর দলে।
সে নয়ন, সে বরণ, অতুল বদন,
ছায়ামাত্রে পরিণত হয়েছে এখন !

২৫

সুকুমার দেহলতা কোমলতাময়
চিন্তার তরঙ্গোপরি ভাসি বহুক্ষণ
না নিদ্রিত, না জাগ্রত, অবশ হৃদয়,
পড়েছিল ধরাতলে অবসন্ন মন।
বিজাতীয় গীতধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
দাড়াইয়া তীরবৎ কাঁপিতে লাগিল ;
আপন সর্ব্বস্ব ধন করিতে হরণ
আসিতেছে দস্যুবৃন্দ মনেতে ভাবিল !
সঙ্গীতের ধ্বনি মনে সিংহনাদ গণি,
ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল রমণী।

২৬

কিছুক্ষণ পরে বামা হয়ে সচেতন,
ভাবিতে লাগিল,—"আহা ! প্রাণেশে আমার
নিশ্চয় এসেছে দস্যু করিতে নিধন ;
জন্মের মতন নাথে দেখি একবার,"—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে উন্মাদিনী প্রায়।
অবরুদ্ধ কক্ষ হ'তে হইতে নির্গত,
অমনি কপালে দৃঢ় কপাটের ঘায়
পড়িল ভূতলে স্বর্গ-প্রতিমার মত।
ছুটিল শোণিতস্রোত তিতিয়া কপাল,
ভাসিল লোহিত জলে সোণার মৃণাল !

২৭

হায় রে অদৃষ্ট ! যেই রমণী-শরীর
সুকুমার-শয্যা-গর্ভে হইয়া শায়িত

হইত ব্যথিত ; এ কি নির্ব্বন্ধ বিধির,
ইষ্টক-উপরে ওই আছে নিপতিত !
পিপীলিকা-দন্তাঘাতে, বেষ্টিয়া যাহারে
শুশ্রূষা করিত শত পরিচারিকায় ;
আজি সে যে নিদারুণ লোহার প্রহারে
মূর্চ্ছাপন্ন একাকিনী ইষ্টক-শয্যায়।
রাজরাণী পড়ে হায় ! ভিখারিণী মত,
সোণার কমল, আহা, এইরূপে ক্ষত !

২৮

যায় নাই প্রাণ,—প্রাণ যাইবে বা কেন ?
এত সুকুমার নহে দুঃখের জীবন ?
দুঃখীর মরণ হলে স্বল্পে সিদ্ধ হেন,
ধরার অর্দ্ধেক দুঃখ হইত স্বপন।
যায় নাই প্রাণ ;—বামা কিছুক্ষণ পরে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি জাগিল আবার।
লোহাঘাত, রক্তপাত, পড়িয়া প্রস্তরে—
নাহি কিছু জ্ঞান ; কিসে প্রাণেশে উদ্ধার
করিবে ভাবিছে মনে ; কিসে একবার
লইবে হৃদয়ে সেই প্রেম-পারাবার।

২৯

"হে বিধাতঃ !"—শোকে সতী নিবিড় আঁধারে
বলিতে লাগিল ধীরে করি যোড়কর,
চাহি ঊর্দ্ধ পানে, ভাসি নয়ন-আসারে,
অশ্রু সহ রক্তবিন্দু ঝরে দরদর ;—
"হে বিধাতঃ ! দুঃখিনীরে এবে দয়া কর,
আর এ যাতনা নাহি সহে নারীপ্রাণ,

জানি আমি পতি মম নৃশংস পামর,
হৃদয় পাষাণ তাঁর ; কিন্তু সে পাষাণ
দুঃখিনীরে বাসে ভাল ; দুঃখিনী তেমন
করিয়াছে সে পাষাণে আত্ম-সমর্পণ।

৩০

"কহ কোন মন্ত্র, বিধি, দুঃখিনীর কাণে,
যার বলে ওই রুদ্ধ কপাট-অর্গল
খুলিবে পরশে মম, যেমতি বিমানে
খোলে পরশনে উষা-কর সুকোমল,
ধীরে পূর্ব্বাশার দ্বার নীরবে প্রভাতে!
অথবা যে বিধি হায়! নিষ্ঠুর এমন,
দিয়া রাজ্য সিংহাসন বিপক্ষের হাতে,
বঙ্গেশ্বরে কারাগারে করিল প্রেরণ,—
নরহন্তা-হস্তে,—মরি, বুক ফেটে যায়,
সে বিধির কাছে কাঁদি কি হইবে হায়!

৩১

"সতী নারী আমি, মম পতিগত প্রাণ,
অবশ্য খুলিবে দ্বার পরশে আমার!
পবিত্র-প্রণয়-পথে হয় তিরোধান
পর্ব্বত, সমুদ্র, বন ; তুলনায় তার
তুচ্ছ ওই ক্ষুদ্র দ্বার"—বলি উন্মাদিনী
টানিতে লাগিল দ্বার করে সুকুমার,
যেমতি পিঞ্জরবদ্ধ বনবিহঙ্গিনী
চঞ্চুতে কাটিতে চাহে পিঞ্জর লোহার।
রমণীর কর-রক্তে দ্বার কলঙ্কিল,
রমণীর কত অশ্রু কপাটে ঝরিল।

৩২

"রে পাপিষ্ঠ নরাধম নৃশংস মিরণ !
হরি রাজ্য সিংহাসন, ওরে দুরাচার !
তোর পাপতৃষা কি রে হ'ল না পূরণ ?
রমণীর প্রতি শেষে এই অত্যাচার !
বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ এই কারাগারে,
লইব পাতিয়া বুকে উলঙ্গ কৃপাণ,
তথাপি এ রমণীর প্রেমপারাবারে
বিন্দুমাত্র বারি তোরে করিবে না দান।
যে চাহে পশুত্ব-বলে রমণী-প্রণয়,
অনলে সে চাহে জল, পাষাণে হৃদয়।"

৩৩

লোহার কবাট, দৃঢ় লোহার অর্গল,
খুলিল না রমণীর করুণ রোদনে,
দ্রবিল না দুঃখিনীর ঝরি অশ্রুজল।
বৃথাশ্রমে বিষাদিনী অবসন্ন মনে
বসিল ভূতলে ; আহা ! শিথিল শরীর,
আশ্রয়বিহীন চারু লতার মতন,
পড়িল ভূতলে ক্রমে হইয়া অধীর।
রক্তস্রোতে শোকস্রোতে হ'য়ে অচেতন,
মৃত্যুর অশোক অঙ্কে করিল শয়ন।

৩৪

নীরব অবনী ; নিশি দ্বিতীয় প্রহর ;
নীরব নিদ্রিত পুরী ; আমোদ-তুফান
বিলোড়ন করি পুরী এবে স্থিরতর ;
হয়েছে নগর যেন অবসন্নপ্রাণ।

প্রহরীর পদশব্দ ; ঝিল্লীর ঝঙ্কার ;
পবনে শঙ্কিত দূর সারমেয় রব ;
কেবল মধুর স্বনে সমীর-সঞ্চার
কারা-বাতায়নে ;—আর সকলি নীরব।
কেবল্ রমণী শোকে নীরবে রজনী
বর্ষিতেছে শিশিরাশ্রু তিতিয়া অবনী।

৩৫

কারাগার-কক্ষান্তরে গভীর নিশীথে,
কে ও দাঁড়াইয়া ওই অবনত মুখে ?
বাতায়ন-কাষ্ঠে বক্ষ, নেত্র পৃথিবীতে,
শ্মশ্রু বহি অশ্রুধারা পড়িতেছে বুকে ?
কেবল অভাগা হায় ! একতান মন,
শুনিয়াছে রমণীর শোক উদ্বেলিত ;
করিয়াছে প্রতিপদে অশ্রু বরিষণ ;
প্রতিতানে হইয়াছে চিত্ত বিদারিত।
যেন পদে পদে ক্রমে আয়ু হ'য়ে ক্ষয়,
শেষ তানে জীবনের হইয়াছে লয়।

৩৬

প্রস্তর-পুতুল যেন গবাক্ষে স্থাপিত,
হতভাগা দাঁড়াইয়া রয়েছে এখন ;
অস্পন্দ শরীর, সর্ব্ব ধমনী স্তম্ভিত,
অনিশ্বাস, অপলক, নাসিকা, নয়ন।
তুমুল-ঝটিকা-বেগে কিন্তু স্মৃতিপথে,
বহিতেছে জীবনের ঘটনানিচয় ;
সুখের শৈশবকাল, কৈশোরস্মরতে,
বঙ্গসিংহাসন, ঘোর অত্যাচারচয়,

প্রজার বিরাগ, পরে পলাশিসমর,
পরাজয়, পলায়ন, ধৃত, কারাঘর,

৩৭

অবশেষে প্রিয়তম-পত্নী-কারাবাস,—
একে একে সব মনে হইল উদিত।
শেষ চিন্তা—দাবানলে ছুটিল বাতাস,—
চিন্তার মস্তিষ্ক এবে হইল ঘূর্ণিত।
সহিতে না পারি যেন এই গুরু ভার
ভূতলে পতিত হ'ল শ্লথ-কলেবর ;—
কমলিনীদলনিভ শয্যায় যাহার
সতত শয়ন, তার শয্যা কি প্রস্তর।
অবিচ্ছিন্ন চিন্তারাশি নয়নে তাহার
ঘোরতর কুজ্ঝটিকা করিল সঞ্চার।

৩৮

কুজ্ঝটিকা ব্যাপ্ত সেই তমিস্র ভিতরে,
নিরখিল হতভাগা মানস-নয়নে,
ভীষণ উন্মত্ত নীল বহ্নির সাগরে
প্রচণ্ড তরঙ্গরাশি ভীম আবর্ত্তনে
গর্জ্জিছে জীমূত-নাদে ; নাহি বেলাসীমা,
ছুটিছে অনল-ঊর্ম্মি দিগন্ত ব্যাপিয়া ;
অতি ভয়ঙ্কর সেই অনল-নীলিমা।
সে নীল তরল বহ্নিসাগরে ভাসিয়া
অসংখ্য মানববৃন্দ, দগ্ধ কলেবর,
অনন্ত কালের তরে দহে নিরন্তর।

৩৯

এই দগ্ধ দেহে তপ্ত তরঙ্গ-প্রহারে,
অস্থি হ'তে মাংসরাশি ফেলিছে খুলিয়া,
উলঙ্গ করঙ্কে পুনঃ, প্রচণ্ড হুঙ্কারে,
দিতেছে স্খলিত মাংস সংলগ্ন করিয়া।
অনুভব-অতিক্রম দারুণ পীড়ায়
করিতেছে দগ্ধ দেহ ভীষণ চীৎকার।
এই দৃশ্যে, হাহাকারে, অনল-শিখায়,
কেশরাশিতেও কম্প হ'ল অভাগার।
অকস্মাৎ হতভাগা দেখিল তখন,
এ অনল-পারাবারে হয়েছে পতন।

৪০

কি যন্ত্রণা নিদারুণ করঙ্ক ভিতর
দংশিতেছে বজ্রদন্তে কীট সংখ্যাতীত
হুঙ্কারিয়া চতুর্দ্দিক্ নীল বৈশ্বানর,
অভাগারে একেবারে করিল গ্রাসিত।
সাঁতারিতে চাহে, কিন্তু দগ্ধ দুই করে
শিলাবৎ অবশতা হয়েছে সঞ্চার,—
যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা! কম্পিত অন্তরে
উঠিল অভাগা মনে করিয়া চীৎকার।
কক্ষে আলো, অসি করে সম্মুখে শমন,—
চীৎকার করিয়া ভূমে হইল পতন!

৪১

এই কি সিরাজদ্দৌলা? এই সে নবাব
যার নামে বঙ্গবাসী কাঁপে থর থর?

যার এই বঙ্গে ছিল প্রচণ্ড প্রভাব,
সেই কি পতিত আজি ধরার উপর ?
কোথায় সে সিংহাসন ? পারিষদগণ !
কোথায় সিরাজ তব মহিষীমণ্ডল ?
কোথায় সে রাজদণ্ড ? খচিত ভূষণ ?
কেন আজি অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল ?
এ যে মহম্মদিবেগ তব অনুচর,
তুমি কেন পড়ে তার চরণ উপর ?

৪২

দুই দিন আগে এই দুর্দ্দান্ত সিরাজ,
চাহিত না মুখ তুলি যেই অনুচরে ;
আজি সে নবাব আহা ! বিধির কি কায !
কাঁদিছে চরণে তার জীবনের তরে।
শত নরপতি পড়ি যাহার চরণে
কাঁদিত,—অদৃষ্ট আহা কে দেখে কখন !
সে মাগিছে ক্ষমা ; যাহা এ পাপ জীবনে
জানে নাই, শিখে নাই, ভ্রমে বিতরণ
করে নাই। কি আশ্চর্য্য বিধির বিধান !—
যাহার যেমত দান, তথা প্রতিদান !

৪৩

রে পাপিষ্ঠ, দুরাচার, নিষ্ঠুর দুর্জ্জন !
পায়ে পড়, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল।
কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ বপন,
ফলিবে তেমন তরু, অনুরূপ ফল।
আজন্ম ইন্দ্রিয়-সুখ পাপের মায়ায়,
কি পাপে না বঙ্গভূমি করেছ দূষিত ?

নরনারী-রক্তস্রোতে, ভুলেছ কি হায়!
কি পাপকামনা নাহি করেছ পূরিত?
ভাবিতে পরের ভাগ্য-বিধাতা তোমায়;
নিজ ভাগ্যে এই ছিল জানিতে না হায়।

৪৪

রে নির্দ্দয় অনুচর, কৃতঘ্ন-হৃদয়!
কি কাযে উদ্যত আজি নাহি কি রে জ্ঞান?
কেমনে রে দুরাচার! কেমনে নির্ভয়ে,
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ?
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আপনার পাপে
ডুবিতেছে যেই পাপী, কি কাজ তাহারে
বধিয়া আবার? আহা নিজ অনুতাপে
জ্বলিতেছে যেই জন, অকারণ তারে
কি ফল বল না প্রাণে করিয়া সংহার?
মরার উপরে কেন খাঁড়ার প্রহার?

৪৫

ডুবিবে, ডুবিছে পাপী আপনি আপন;
শৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কায তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর?
সৌভাগ্য-আকাশ-চ্যুত অভাগা যবন
ভূতলে পতিত এবে নক্ষত্রের প্রায়;
কি হইবে অভাগার বধিলে জীবন?
থাক্ হত গৌরবের পতাকার ন্যায়।
হারাইয়া ধন, মান, রাজ্য, সিংহাসন,
কারাগারে হতভাগা কাটাক্ জীবন!

৪৬

গভীর নিশীথ ; নৈশ প্রকৃতি গভীর ;
স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব চরাচর ;
কৃষ্ণপক্ষ রজনীর বরণ তিমির,
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গাঢ়তর।
মাতঃ বসুন্ধরে ! হেন নিবিড় নিশীথে
হিংস্র জন্তুরাও বনে বিবরে নিদ্রিত ;
হায় ! এ সময়ে কেন ধরা কলঙ্কিতে,
মানবের পাপলিপ্সা হয় উত্তেজিত ?
বসুমতি ! বঙ্গভূমি ! যাও রসাতল !
লইও না এই পাপ পাতি বক্ষঃস্থল !

৪৭

কি করিস্ ! কি করিস্ ! ওরে অনুচর !
তুলিস্ না তীক্ষ্ণ অসি, ওরে নৃশংসয় !
ক্ষমা কর্ ! ক্ষমা কর্ ! অনুরোধ ধর্ !
এই পাপে যবনের ঘটিবে নিরয়।
উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝলমল,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে ; নামিল যখন,
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ-আশা,—হইল স্বপন !

সম্পূর্ণম্।

পরিশিষ্ট।

ক—১ম সর্গ ২৫ শ্লোক—

১৮৬৯ ইংরাজির কোন এক সংখ্যক অমৃতবাজার পত্রিকাতে “সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব গেল কেন?” শীর্ষক যে একটি প্রস্তাব প্রকটিত হয় তাহা হইতে এই ঘটনানিচয় গৃহীত হইল।

খ—২য় সর্গ ২৭ শ্লোক—

মান্দ্রাজে এক দুরন্ত সৈনিককে ক্লাইব ‘ডুয়েল’ যুদ্ধে হত করেন। এই ঘটনা মেকলিতে বিস্তার বর্ণিত আছে।

গ—৫ম সর্গ ৩য় শ্লোক—

আমি কোন একজন বঙ্গ-সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে মুঙ্গের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এবং যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনুমতিও প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু মহারাজ ইষ্টদেবতার পূজা সাঙ্গ করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে অবকাশ লইয়া, এত দীর্ঘ পূজা আরম্ভ করেন যে যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং ক্লাইবের দূত যাইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। তদবস্থিত মহারাজের একখানি চিত্রপট অদ্যাপি কৃষ্ণনগররাজভবনে আছে বলিয়া বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন।

ঘ—৫ম সর্গ ১৬ শ্লোক—

যশোহর অবস্থিতি কালে কোন এক জন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, মিরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তৎপুত্র পাপিষ্ঠ মিরণ দ্বেষপরবশ হইয়া সিরাজদ্দৌলার পত্নীবৃন্দকে একখানি

তরণীসহ ভাগীরথীগর্ভে মগ্ন করে। হতভাগিনীগণ নিমজ্জিত হইবার সময়ে মিরণকে তিনটি অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল ;—প্রথমটি মিরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে; দ্বিতীয়টি মিরজাফর অচিরে সিংহাসনচ্যুত হইবে; তৃতীয়টি আমার স্মরণ হইতেছে না। এই গল্পটি সত্য কি মিথ্যা তাহা রচয়িতা বলিতে পারেন না; তাহা কাব্যলেখকের জানিবারও আবশ্যক করে না; কারণ তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক।

সমালোচনা।

—*—

১

["বান্ধবে" শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত।]

মনুষ্য জগতে নিখুঁত রূপ নাই এবং নিখুঁত কাব্য নাই। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্যখানিও সর্ব্বাংশে নিখুঁত নহে। তবে, এ কথা তথাপি অক্ষুব্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, পলাশির যুদ্ধ কাব্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে! ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠহারে একটি কমনীয় আভরণ স্বরূপ গ্রথিত হইবে, এবং যত দিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিনই ইহার প্রফুল্লকান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।

এই কাব্যের বিষয় পলাশির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, অথবা নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন এবং বঙ্গে ইংরাজ রাজশ্রীর প্রথম অভ্যুদয়। এদেশীয়েরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ের আদর করিয়া থাকেন,

কাব্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে দেবতা নাই, গন্ধর্ব্ব নাই দেবাসুরের যুদ্ধ নাই, তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা নাই, জটাচীরধারী তাপসদিগের কঠোর তপস্যার কথা অথবা শৈবাল-সমাবৃত পদ্মিনীর ন্যায় বল্কলাবৃতা তপস্বিকন্যাদিগের প্রেম, বিরহ ও অশ্রু বর্ষণ প্রভৃতি ভারতপ্রিয় হৃদয়হারি বৃত্তান্তনিচয়েরও উল্লেখ নাই কিন্তু তথাচ ইহাতে যাহা আছে, তাহা পাঠ করিবার সম অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উছলিয়া উঠে এবং কল্পনা অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হয়।

পলাশির যুদ্ধ বলিলে বালকেরা মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস-পুস্তক স্মরণ করে, এবং বৃদ্ধেরা বিলাতের কোন প্রসঙ্গ মনে করিয়া বীতস্পৃহ হন। কিন্তু যাহাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে, এবং বুদ্ধি চিন্তা সহযোগে আমাদিগের কবির কল্পনার সঙ্গে উড্ডীন হইতে পারিবে, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গীয় কবির বীণার জন্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় সম্ভবে না। পলাশির যুদ্ধ বর্ত্তমান ভারত-ইতিবৃত্তের প্রথম পৃষ্ঠা; পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির শেষ আবর্ত্ত। ভাগীরথী ও কালিন্দীর ন্যায় দুইটী পুরাণ-প্রসিদ্ধ স্রোত-স্বতী দুই দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া যেখানে আসিয়া প্রণয় ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, অনেকে ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে সেই স্থানকে তীর্থস্থান বলিয়া পূজা করেন। আবার সমুদ্রের পর্ব্বোচ্ছ্বাস-প্রবাহ সকল যে স্থলে আসিয়া ভৈরবরবে পরস্পরপ্রহত হয়, এবং ভয়াবহ তরঙ্গমালা সৃজন করিয়া তটভূমি প্রকম্পিত করে, অনেকে প্রকৃতির মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ স্থানকে বৈজ্ঞানিকের দৃশ্যস্থান বলিয়া আদর করেন। এই গণনায়, পলাশির ক্ষেত্র মহাতীর্থ ও মহাদৃশ্য। এখানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পর সম্মিলিত হয়; এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে; এখানে বংশপরম্পরায়

সহস্র কোটি লোকের ললাট-লেখার পরীক্ষা হইয়া যায়; এখানে দুই মহাদেশের দুইটি ইতিহাস, কালের এক কুক্ষিতে যুগপৎ নিমজ্জিত হইয়া, একীভূত নূতন মূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে; এবং বঙ্গভূমি, ভারতবর্ষ ও সমস্ত এসিয়া-ভূখণ্ডে এইক্ষণ যে পরিবর্ত্তনের চক্র অবিরাম গতিতে অহর্নিশ চলিতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেই তাহা প্রথম চালনা পায়। যদি ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ না থাকিত, তবে এদেশের অবস্থা এইক্ষণ কিরূপ হইত, তাহা চিন্তা করাও কঠিন! লোকে এইক্ষণ যে যুগান্তপ্রলয় ও অভিনব সৃষ্টি দেখিয়া কখন আশায় উৎফুল্ল, কখনও বিষাদে অবসন্ন হইতেছে, তাহার চিহ্নও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত কি না, সন্দেহের কথা। বস্তুতঃ সমালোচ্য গ্রন্থে পলাশির যুদ্ধ যে ভাবে কল্পিত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার পরিচয় দেয়, এবং সমগ্র চিত্রটিকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইলে ইতিহাস-শৈলের উর্দ্ধতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ভারতের মানচিত্রকে পুনরায় কবির চক্ষে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক হয়। নহিলে পলাশির যুদ্ধ কিছুই নহে।

আমরা শুদ্ধ কল্পিত বিষয়ের উচ্চতা, প্রসার ও অতুল গৌরব স্মরণ করিয়াই কবির প্রশংসা করিতেছি না। এই কল্পনায় নবীন বাবুর আর একটি বিশেষ প্রশংসা আছে। তিনি যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্ব্বে পাদক্রম করেন নাই। তিনি যে 'মণিপূর্ণ খনিতে' সাহস সহকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে কেহই তাঁহার জন্য আলোকবর্ত্তিকা স্থাপন করেন না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির সময় হইতে এদেশে যিনিই যে কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনিই একটি পুরাতন অবল[illegible] পাইয়াছেন। কেহ পুরাণ ফুলে নূতন মালা গাঁথিয়াছেন, কেহ নূত[illegible] ফুলে পুরাণ সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। নবীন বাবুর তাহা হয় নাই তাঁহার অবলম্ব স্বহৃদয় ও স্বকীয় কল্পনা মাত্র। তাঁহার জ[illegible]

বাল্মীকিও মণি বেধ করিয়া যান নাই, এবং কবি-কল্প-পাদপ ব্যাস-দেবও অনন্তরত্নরাশি সাজাইয়া রাখেন নাই। তাঁহাকে প্রায় সমস্তই স্বহস্তে সঞ্চয়ন ও স্বহস্তে গ্রন্থন করিতে হইয়াছে। ইহা সামান্য অভি-মানের কথা নহে। গ্রন্থখানিতে যদিও আধুনিক রীত্যনুসারে একটি বিজ্ঞাপন সংযোজন করিয়া দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কবি আশার সম্বোধনচ্ছলে দ্বিতীয় সর্গের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে মনের বিনয়াচ্ছন্ন অভিমান ও অভিমানাচ্ছন্ন ভয় অতি সুকৌশলে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিমানকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি, এবং তাঁহার আশা যে দুরাশা নহে, ইহাও সরল হৃদয়ে বিশ্বাস করি। যাঁহার কৃপায় আজি বঙ্গে মধুসূদন প্রভৃতির নাম লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বিচরণ করিতেছে, তিনি নবীন বাবুর প্রতি অপ্রসন্ন নহেন।

পলাশির যুদ্ধ কাব্য অনতিবৃহৎ পাঁচটী সর্গে বিভক্ত। ইহার প্রথম সর্গে নবাব বিদ্রোহীদিগের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গে ব্রিটিশ সেনার শিবির সন্নিবেশ, তৃতীয় সর্গে পলাশি-ক্ষেত্রের বর্ণন প্রসঙ্গে সিরাজদ্দোলার তদানীন্তন অবস্থা বর্ণন ইত্যাদি, চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ এবং পঞ্চম সর্গে শেষ আশা অথবা সিরাজদ্দোলার শোচনীয় উপাংশু-হত্যা।

প্রথম সর্গের আরম্ভ যেমন গম্ভীর, তেমনিই মনোহর। বোধ হয়, মেঘনাদ-বধের আরম্ভ বিনা বাঙ্গালার কোন কাব্যের প্রারম্ভ বর্ণনাতেই এইরূপ ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য এবং এইরূপ পরিম্লান মনো-হারিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। অভ্রভেদী পর্ব্বত কি অনন্ত বিস্তারিত সমুদ্রাদির বর্ণনাতে মনে এক গাম্ভীর্য্যের আবেশ হয়। ইহা সেই-রূপ গাম্ভীর্য্য নহে। কোন অলৌকিক-রূপলাবণ্যবতী অঙ্গনা, কি দ্রুতবাহিনী স্রোতস্বিনী, কিংবা সরোবিলাসিনী ফুল্ল কমলিনী প্রভৃ-তির বর্ণনাতেও উৎকৃষ্ট কবিরা মনোহারিত্ব সৃজন করিতে পারেন।

এই মনোহারিত্বও সেই প্রকারের নহে। যদি কোন প্রতিভা-শালী চিত্রকর বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন, এবং সেই মূর্ত্তিতে আতঙ্ক ও আশা এই উভয়ের বিরোধ এবং শোকের মলিনতা ভালরূপে ফলাইতে পারিতেন, তবে তাহাকেই ইহার উপমাস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম। পড়িবার সময় প্রতীতি হয়, যেন প্রকৃতি আপনি আসিয়া আজন্মদুঃখিনী বঙ্গভূমির দুঃখে করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন, আর সমস্ত সংসার ভয়ে, বিস্ময়ে এবং শোকভরে স্তম্ভিত হইয়া অনন্যমনে ও অনন্যকর্ণে সেই বিলাপ শ্রবণ করিতেছে।

দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের বর্ণনায় এই অংশে একটি আশ্চর্য্য পংক্তি কবির লেখনী হইতে হঠাৎ স্খলিত হইয়াছে ;—

'তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল'।

সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে এই পংক্তিটিকে মহাকবি ভারবির নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শ্লোকার্দ্ধের সঙ্গে অকুতোভয়ে গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

"ভবতি দীপ্তিরদীপিতকন্দরা
তিমিরসংবলিতেব বিবস্বতঃ।"

এই সর্গের মধ্যে কিছু দূরে প্রবিষ্ট হইলে যবন-নিপাতের নিদানীভূত ভারতবিখ্যাত জগৎশেঠের নিভৃত মন্ত্রভবন। এই মন্ত্রণাচিত্রে অনুকৃতির কিঞ্চিৎ ছায়া আছে।

যাঁহারা মিল্টনের স্বর্গভ্রংশ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে পাণ্ডিমোনিয়মের সেই লোমহর্ষণ বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা বিস্ময়কর কি বিচিত্র বোধ না হইতে পারে। কিন্তু অনুকৃতির ছায়া আছে বলিয়াই যে ইহা কোন প্রকারে অযশের কারণ হইয়াছে, এমন নহে। আদৌ, পলাশির যুদ্ধে এই অংশ অপরিহার্য্য। এটুকু ছাড়িয়া দিলে ইতিহাসকে লঙ্ঘন করা হয়

দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্রণায় যাঁহারা অধিনায়ক, তাঁহাদিগের সহিত প্যাণ্ডিমোনিয়মের মন্ত্রণাধিনায়কদিগের অনেক বৈলক্ষণ্য। ইঁহারা রক্ত মাংসের মনুষ্য, তাঁহারা কবিকল্পিত অপদেবতা। ইঁহাদিগের শোক, দুঃখ, মর্ম্মব্যথা এবং আশা ও ভয় আমরা বুঝিতে পাই; তাঁহাদিগের সমস্তই মানবীয় সহানুভূতির বহির্ভূত। * আমরা এই অংশ হইতে বিশেষ বাছনি না করিয়া কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বর্ণনায় কিরূপ প্রশংসনীয় চিত্র-নৈপুণ্য দেখান হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

(প্রথম সর্গের ১১ হইতে ১৫ শ্লোক)—

কূটচক্রবদ্ধ মন্ত্রণাকারীদিগের প্রত্যেকেই সিরাজদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী ও মর্ম্মান্তিক শত্রু ছিলেন। সিরাজের সর্ব্বনাশ হউক এবং তদীয় সিংহাসন এই মুহূর্ত্তেই বিচূর্ণিত হইয়া যাউক ইহা প্রত্যেকেরই প্রাণগত কামনা ছিল। কিন্তু কবি অতি সাবধানে, অতি সুকৌশলে, ইহাদিগের এক এক জনের মনের ভাব এক একরূপ ভাষায় প্রকাশিত করিয়া চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে স্বকীয় লোকপ্রতিজ্ঞতা এবং শাব্দিক ক্ষমতারও পরিচয় দিয়াছেন। মন্ত্রিবর রায়দুর্ল্লভ কপট ধার্ম্মিক! তাঁহার মন কূর্ম্ম-শুণ্ডবৎ;—উহা একবার বাহিরে আসে, আরবার সঙ্কুচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তিনি কিছুই পরিষ্কার দেখিতে পান না। যেখানে পদ নিক্ষেপ করিতে যান, সেখানেই তাঁহার কণ্টক-ভয়। যাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি সম্যক্ বিশ্বাস করেন না। শেষে, প্রাণ-ভয়কে পাপ-ভয় বলেন, এবং এইরূপ লোকের যেমন হইয়া থাকে, মনের কথা মনেই রাখিয়া ইহার এবং উহার মুখপানে চাহিয়া থাকেন।

---

* তবে অনুকৃতির ছায়া কিসে?—প্রকাশক।

তাঁহার পর জগৎশেঠ। যেমন পাণ্ডবসভায় ভীম, তেমন এই সভায় জগৎশেঠ ;—অকপট, অসন্দিগ্ধচিত্ত, অটল সাহসপূর্ণ, এবং অভিমানবিষে জর্জ্জরিত। শেঠবরের হৃদয়ের ক্রোধ আগ্নেয়গিরির মত, উহা হইতে যাহা কিছু উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই শ্রোতার অঙ্গে 'তপ্ত লোষ্ট্রসম' নিপতিত হয়, কথায় ধমনীতে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়।

জগৎশেঠের প্রতিজ্ঞাও ভীমের ন্যায় ; শুনিলেই হৃদয় চমকিয়া উঠে এবং যেন এতক্ষণ পরে পুরুষ সম্মুখে আসিয়াছি, এইরূপ প্রতীতি জন্মে ;—

"সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রমা
অসম্ভব, হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা।"

* * * * *

"সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্র-মণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল।
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ ;
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।"

রাজনগরেশ্বর মহারাজ রাজবল্লভের কথায় বিষের মিশ্রণ আছে, তড়িৎ-বেগ নাই ; কথা যেন ফুটে ফুটে হইয়াও দুঃখভয়ে কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ অস্ফুট কথা ; তাহাতেও—

" * * উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু কার মিরজাফরের হিয়া।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ধার্ম্মিক, পাপদ্বেষী, পবিত্র ও পরদুঃখ-কাতর। তিনি যখন আলিবর্দ্দির অকলঙ্ক চিত্রপটের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া সিরাজের কলঙ্ক-পঙ্কিল কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষ

করেন, তখন ঘৃণায় তাঁহার আত্মা জর্জ্জরিত হয়। কিন্তু তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী নহেন, রাজবল্লভের মত কূটভাষীও নহেন তাঁহার পরামর্শ স্পষ্ট কথা। চক্রীদিগের মধ্যে তাঁহারই চক্রান্ত নাই, কারণ তিনি মীমাংসাকারী। আমরা প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে রাণী ভবানীর কথা হইতে পাঠকের জন্য কিছুই উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, যিনিই সেই অমৃতাভিষিক্ত বিষ কি বিষাক্ত অমৃত পান করিবেন, তিনিই পদে পদে কবিবর নবীনচন্দ্রকে হৃদয় খুলিয়া সাধুবাদ দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি সুগভীর নিদ্রার মধ্যে সহসা কোন অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ করিয়া জাগিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত যেরূপ নানাবিধ অচিন্তনীয় ভাবে তৎকালে আলোড়িত হয়, এই কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে দ্বিতীয় সর্গে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র পাঠকের অসাবধান চিত্তও সহসা সেইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠে।

প্রথম সর্গের সমস্ত কথাই নিশার দুঃস্বপ্নের মত অলীক বোধ হয়; অথবা ঘোরান্ধ-রজনীতে অকস্মাৎ মেঘ-গর্জ্জন শ্রবণ করিলে কিংবা অকস্মাৎ দামিনীর ক্ষণস্থায়ী চমক দেখিলে, তাহা যেমন শ্রুতি কি দৃষ্টির বিভ্রম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, সেইরূপ যাহা কিছু শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই যেন মনের ভ্রান্তি, এইরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে প্রবেশ করিলেই সেই প্রীতিকর ভ্রম ও প্রিয় বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়; এবং যাহা দেখি নাই তাহা দেখিয়া এবং যাহা শুনি নাই তাহা শুনিয়া, মন বিস্ময়ের পর ভয়ে এবং ভয়ের পর বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও সঙ্কুচিত হয়। কোথায় ইংলণ্ড, আর কোথায় বঙ্গভূমি! কিন্তু এখন কি শুনি, আর কি দেখি। না—

"বৃটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্,
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীর-কণ্ঠ সৈনিকের স্বরে
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য, ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া-মন্ত্র-বলে; কভু অস্ত্র করে;
কভু স্কন্ধে; ধীরপদ; কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব, বিপুল ঝঙ্কার,
বিজ্ঞাপিছে বৃটিশের বীর অহঙ্কার।"

এই সর্গে সমরোন্মুখ-সৈনিকদিগের মনের ভাব আঁকিতে যাইয়া কবি মধ্যস্থলে আশার যে একটী 'বন্দনা' করিয়াছেন, তাহা বহু-কাল স্মরণ থাকিবে। এই বন্দনাটিকে স্কটলণ্ড দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেলের আশা নামক কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে পাঠক-বর্গ নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিবেন। ক্যাম্বেলের আশা পৃথ্বী-লোক পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধতম গগনে বিচরণ করে; নবীন বাবুর আশা স্নেহগদ্গদ প্রিয়কণ্ঠের ন্যায় হৃদয়ের রন্ধ্রে সঞ্চরণ করিয়া প্রাণ মন কাড়িয়া লয়। দুইটিই সুন্দর ও সুখদর্শন; কিন্তু একটি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খরজ্যোতি; আর একটি লঘুমেঘাবৃত চন্দ্রমা শীতল কান্তি; একটি সুদূরবর্ত্তিনী, আর একটি মর্ম্মস্পর্শিনী। যিনি বৃটিশ-সেনার প্রাণ, পলাশি-যুদ্ধের প্রধান নায়ক এবং ভারতের ইংরাজ-রাজ-মহিমার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সেই চিরবিশ্রুতনামা দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ক্লাই-বের সহিত এতক্ষণ কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কোথায় ছিলেন, কেন বঙ্গে আসিলেন, এবং বঙ্গে আসিয়াই বা আজি কি কারণে কাটোয়া-শিবিরে তরুতলে একাকী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কবি আখ্যায়িকার প্রচলিত রীত্যনুসারে ইতঃপূর্ব্বে তাহার কিছুই

বলিলেন না, কিন্তু আশার নিকট জিজ্ঞাসাচ্ছলে যে ভাবে বীরবরকে সহসা অভিনয় ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতি সুচারু হইয়াছে। এইরূপ পট-পরিবর্ত্তনে মনে কৌতূহলের উদ্দীপন হয়, এবং উত্তরোত্তর চিত্রগুলি দেখিবার জন্য চিত্ত স্বভাবতই উৎসুক হইয়া উঠে। ক্লাইবের তৎকালীন মুখচ্ছবি এবং মনোগত ভাবের যেরূপ বর্ণনা হইয়াছে তাহাও আমাদিগের নিকট প্রশংসনীয় বোধ হইল।

সমালোচনার অবশিষ্টাংশ বান্ধবে অথবা হিতবাদীতে দ্রষ্টব্য।

উৎসর্গ-পত্র।

কবিরত্ন শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আর্য্য! আজ মহানদী পদ্মার তীরে বসিয়া আমার এই কাব্য খানি শেষ করিয়া ভাবিতেছিলাম ইহা কাহার করে অর্পণ করিব। দেখিলাম পদ্মাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে পরিণত করিয়া বিশাল সময়-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। দেখিতে দেখিতে বিংশতি শতাব্দীর সূর্য্য সেই সময়-সাগরে ডুবিয়া গেল। তখন ফিরিয়া দেখিলাম বঙ্গের অসংখ্য জোনাকী রাশি একে একে নিবিয়া গিয়াছে, কেবল দুই একটি নক্ষত্র মাত্র ইহার অদৃষ্ট-আকাশে জ্বলিতেছে! তাহাদের কিরণ যতই সুদূর-নিঃসৃত হইতেছে, ততই উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করিতেছে। ইহার একটীকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া আমি একটী সামান্য উপহার প্রদান করিলাম। বলিতে হইবে কি সেই নক্ষত্রটী—আপনি? আমার সেই সামান্য উপহার—এই রঙ্গমতী?

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল রঙ্গমতী লিখিতে আরম্ভ করি। প্রথম তিন সর্গ লিখিয়া স্থির করিয়াছিলাম যে ভারতের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বিপুল কানন-রাজ্য নয়ন ভরিয়া দেখিয়া কাব্যের অবশিষ্টাংশ লিখিব। কিন্তু কতিপয় বন্ধুর কল্যাণে—তাঁহাদের ছায়া অক্ষয় রহুক!—আমার সেই আশা পূর্ণ হইল না। শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী-চরিত্রের সেই ঘৃণিত চিত্র, যাহা আমি চরণে দলিত করিয়াছি, তাহা আপনার সমক্ষে উপস্থিত করিব না। নীচতার এবং বিশ্বাসঘাতকতার ঘূর্ণ চক্রে পড়িয়া

ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত, ততোধিক পীড়িত হইয়া কলিকাতা যাই। যখন শিরোপরে মেঘ বজ্র-মন্দ্রে বিপদ-ঝটিকা গর্জ্জিতেছিল, তখন রোগ-শয্যায় রঙ্গমতীর চতুর্থ সর্গ লিখিত হইল। সেই ঝটিকায় পুরুষোত্তমের সমুদ্র-সৈকতে নিক্ষিপ্ত হইলাম; জীবনের এক মাত্র সুখ, এক মাত্র স্নেহ, এক মাত্র আশা, অনাথ কনিষ্ঠ শিশু ভ্রাতাটী ভাসিয়া গেল; রঙ্গমতীর পঞ্চম সর্গ সেই সমুদ্র-সৈকতে সেই ভ্রাতৃ-শ্মশানে লিখিত হইল। অদৃষ্টের অন্য তরঙ্গে এই ভয়াবহা পদ্মার তীরে নিক্ষিপ্ত হইলাম; এক মাত্র শিশু পুত্রটী অঙ্ক-শূন্য করিয়া খসিয়া পড়িল; রঙ্গমতীর শেষ সর্গ লিখিত হইল। এরূপ জীবন কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু কত দূর কবির উপযোগী বলিতে পারি না। অতএব রঙ্গমতীর প্রতিভা-সাধ্য চিত্র যদি মনোহারী না হইয়া থাকে, সে দোষ চিত্রিতের নহে, যে দোষ চিত্রকরের, সে দোষ তাঁহার অদৃষ্টের। ইহার প্রত্যেক সর্গে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক অক্ষরে, আমার বিপদের স্মৃতি, রোগের যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া, এবং শোকের অশ্রু জড়িত রহিয়াছে। রঙ্গমতী আমার জীবনের একটী বিষাদ-পূর্ণ অঙ্কের ইতিহাস। যাহা হউক আপনি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ইহাকে গ্রহণ করিলে, এই বিষাদ-স্মৃতির সঙ্গে আমার একটী সুখ-স্মৃতি জড়িত থাকিবে।

মাদারিপুর
১লা শ্রাবণ ১২৮৭ সাল।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
নবীন।

রঙ্গমতী।

প্রথম সর্গ।

—*—

নদীতীরে।

নবীন নিদাঘ আভা, প্রখর উজ্জ্বল,
পড়িয়াছে বসন্তের কম কলেবরে,—
ভাঙ্গিল বিলাস-স্বপ্ন ; ঋতুকুলপতি
জাগিলা ফাল্গুন শেষে কুসুমশয্যায় ;
প্রণয়িনী উরঃ স্বর্গে প্রভাতে যেমতি
জাগিলা প্রেমিক, নিশি-বিলাসে বিহ্বল।
সরোষে কুসুমাকার কহিলা হাসিয়া,—
"বসুন্ধরে ! ছি ! ছি ! একি রীতি তব ! যেই
সরস কুসুম দামে, শ্যামাঙ্গ তোমার
সাজাইনু শ্যামাঙ্গিনি ! সেই পুষ্পচয়
না হইতে শুষ্ক,—না হইতে শেষ মম
কেলি অভিনয়,—কহ আসিল কেমনে

উগ্র মূর্ত্তি এ অতিথি বিলাস-মন্দিরে
মম ? কিন্তু বৃথা গর্জ্জি। ষড় প্রভু তব !
হায় ! মূর্খ আমি, ষড় স্রোতঃ প্রবাহিনী
চঞ্চল সলিলে নির্ম্মাইনু সুকোমল
বিচিত্র কুসুমে চারু প্রমোদ-প্রাসাদ।
মূর্খ আমি ! কিন্তু বৃথা ! চলিলাম আমি,—
দেখ তীব্র তেজ, তব নব অতিথির
দহে মম কম কান্তি ! চলিলাম আমি,
মম চিরবাস যথা, নন্দন কাননে,—
নিত্য পারিজাত ধাম ! অনন্ত রমণে
নিত্য নিত্য রমে সখা ত্রিদিব আমারে :
কৌস্তুভ রতন ছাড়ি করিনু যতন
এ পার্থিব পিণ্ডে আমি,—ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে !
এ মুহূর্ত্তে, বসুমতি, পারি দেখাইতে
বসন্তের বীরপনা ; সখা মন্মথের
পঞ্চশরে পঞ্চ ঋতু পারি উড়াইতে।
কিন্তু বৃথা !—যেই শর না পারে সহিতে
দেবগণ, ক্ষিপ্রগতি না পারে দেখিতে
দিব্য চক্ষে ত্রিলোচন, সহস্র-লোচন,
কেন কলঙ্কিব হানি অন্ধ অনুচরে ?
চলিলাম আমি। কিন্তু সাজাইনু যেই
অনুপম বেশে এই শ্যামাঙ্গ তোমার,
না রাখিব সেই বেশ, ঋতুপতি আমি,
মম কিঙ্করের তরে। না রাখিব মম
শ্যামল নিকুঞ্জ, শ্যাম প্রমোদ-কানন,
মম অনুচরগণ করিতে বিহার।

যাই আমি।”—ঋতুপতি সরোষ অন্তরে—
কেড়ে নিলা বসুধার কবরী কুসুম,
হস্তের বলয় লতা ; কণ্ঠের কোকিল ;
বল্লরী লহরী-পঞ্চ। মলয় গহ্বরে
করি অবরুদ্ধ স্নিগ্ধ মলয় অনিল ;
শুকাইয়া কুঞ্জলতা, নব পত্রাবলি ;
শীতল শ্যামল শোভা করিয়া হরণ ;
কৌমুদী আতপ বাসে করি স্থানে স্থানে
নীল নীরদের ছায়া, কালিমা, অর্পণ ;
চলিলা সবেগে। হেন কালে বসুন্ধরা
ধরিয়া চরণে, মেঘে মলিনিয়া মুখ,
কল কল্লোলিনী নাদে যুড়িলা ক্রন্দন,—
“বারেক ফিরিয়া প্রভো! দেখ একবার,
এই অভাগিনী প্রতি! নহে দোষী দাসী।
ষড় ঋতু-আজ্ঞাধীনী করিলা দাসীরে
বিধাতা ; কেমনে বল খণ্ডিবে তাঁহার
সে নির্ব্বন্ধ, এ কিঙ্করী? এই রঙ্গভূমে
ক্রমে ক্রমে ছয় ঋতু করে অভিনয়।
রঙ্গয়িত্রী মাত্র দাসী। যখন যে বেশে
সাজাও দাসীরে আসি, সাজে দাসী স্থলে,
জলে, মেঘে, চন্দ্রলোকে। দাসীর কি দোষ?
বৃথা গঞ্জ তারে, প্রভু!”

বসন্ত তখন

ফিরায়ে বদন, চাহি বসুন্ধরা পানে
কহিলা—“ধরিত্রি! নহে মার্জ্জনীয় দোষ
তব, কিন্তু আছে এই প্রায়শ্চিত্ত তার ;—

জ্বলিয়া নিদাঘে, ভাসি বরিষার জলে,
কাঁদিয়া সমস্ত নিশি শরতে শিশিরে,
অনাবৃত অঙ্গে দীর্ঘ হেমন্ত নিশীথে,
কর ধ্যান দশ মাস; কর অন্বেষণ
মম, ঘুরিতে ঘুরিতে; একাদশ মাসে
মম পাবে দরশন।"—চলিলা বসন্ত
পুষ্পরথে, পুষ্পাকীর্ণ পথে, উড়াইয়া
মলয় অনিলে, চারু মকর-কেতন!

নবীন নিদাঘে দিবা, হেলায়ে পশ্চিমে
ভাস্কর মুকুট, যেন বঙ্কিম গ্রীবায়,
নিরখিয়া প্রতিযোগী বসন্ত-নিগ্রহ,
ঈষদে হাসিতে ছিলা, বিতরিয়া মুক্ত
করে স্বর্ণ রাশি রাশি—তরল উজ্জ্বল;
সেই স্বর্ণ কারু কার্য্যে—হীরক মার্জ্জিত—
রঞ্জিয়া ধবল বাস; রঞ্জি প্রান্তদ্বয়
তীরস্থিত অবিচ্ছিন্ন কানন শ্যামলে;
ওই স্রোতস্বতী ওই, নাচিয়া নাচিয়া
চলেছে সাগরোদ্দেশে। হিল্লোলে হিল্লোলে
নাচিছে তরণী ওই, চলেছে ভাসিয়া,
যেন ক্ষুদ্র জলচর, মন্থর গমনে।
তরণী হৃদয়ে বসি, বিষণ্ণ বদনে
বীরেন্দ্র-বিনোদ যুবা,—সরল, সুন্দর!
শুক্তির হৃদয়ে মুক্তা শোভিতেছে যেন!
যুবার বিশাল বক্ষে, সুন্দর ললাটে,
সুদৃঢ় যুগল ভুজে, বিস্তৃত নয়নে,
অতুল সৌন্দর্য্য, বীর্য্য, দ্বন্দ্বে পরস্পরে;

মরি কি বিচিত্র রূপ! সারথি যৌবন
উভয়ের, যোগাইছে শর তীক্ষ্ণতর।
কেবল বিনয় দয়া, অজস্র ধারায়
শান্তির সলিল রাশি করিছে বর্ষণ!
প্রফুল্ল বদনচন্দ্র! মরি! দরশনে
সুকোমল ভাবসিন্ধু দর্শকের মনে
হয় উচ্ছ্বসিত। চারুবর্ণ চন্দ্রিকায়
বিষাদ-নীরদ ছায়া পড়ে যেন হায়!
করেছে প্রফুল্লতায় গাম্ভীর্য্য সঞ্চার।
যুবার যুগল নেত্র, স্থির সমুজ্জ্বল,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ বিস্তার দর্পণ,
বীরত্বের রঙ্গভূমি! তরল অনলে
চিত্রিয়া নয়ন যেন বিধাতার তুলি
প্রেম-পদ্ম-রাগে দুই নয়ন কোণায়
করেছে বিশ্রাম; নেত্র আয়ত সুন্দর!
কি নয়ন, কি বদন, কুঞ্চিত অধর,
কিংবা অনির্ব্বচনীয় অঙ্গের মহিমা,
কহিছে দর্শকে যেন ইতিহাস মত
উচ্চবংশজ রক্তস্রোত, উন্নত মানস।
আজি সে মানস ওই স্রোতস্বতী মত
একদিকে সমুজ্জ্বল প্রেম রবিকরে
অনুক্ষণ, অন্যদিকে নিবিড় কানন
ছায়া পড়িয়াছে তাহে!

তরণীর পার্শ্বে

অবলম্বি পৃষ্ঠ, বসি চিন্তাকুল মনে,
যুবক পড়িতেছিলা, করে মেঘদূত।

উজ্জয়িনী কোকিলের কণ্ঠ সুললিত
কিছুক্ষণ যুবকের মানস চঞ্চল
মোহিল ; দ্রবিল চিত্ত যক্ষের উচ্ছ্বাসে—
নির্ব্বাসিত প্রণয়িনী বিরহে বিধুর !
কবির কল্পনা-স্রোতে, প্রণয়-হিল্লোলে,
না পারিল বহুদূর নিতে ভাসাইয়া
মুগ্ধচিত্ত। সেই স্রোত হতে ধীরে ধীরে
উপজিয়া চিন্তা-স্রোত অজ্ঞাতে কেমনে
নিল ভাসাইয়া হায় ! যুবকের মন
তৃণপ্রায়। সেই স্রোতোবেগে ভেসে গেল
মেঘদূত,—কালিদাস,—যক্ষের বিরহ।
কবির কল্পনা-সৃষ্ট নন্দনের শোভা
হইল অন্তর ! কবি, কাব্য, সকলই
হইল অদৃশ্য ক্রমে ! তখন যুবার
শ্লথ কর হ'তে গ্রন্থ পড়িল খসিয়া,
তরী বক্ষে ক্রমে ক্রমে। উঠিল আকাশে
নয়ন যুগল। কিন্তু দেখিল কি হায় !
রবিকরে শ্বেতোজ্জ্বল আকাশের শোভা ?
দেখিল কি গগনের বিস্তৃতি ভীষণ,—
দূর মরুভূমি সম ? পশ্চিমাংশে ওই
দুনিরীক্ষ্য, প্রজ্বলিত মার্ত্তণ্ড-কিরণে,
বিধূমিত মেঘপুঞ্জে ? দেখিল কি যুবা
ওই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড, পশ্চিম কোণায়
কৃষ্ণবর্ণ ? কৃষ্ণতিল, আহা মরি যেন,
প্রকৃতি-ললাটে ! তাহা নহে। যুবকের
চঞ্চল মানস চিন্তারথে আরোহিয়া

অতিক্রমি দৃষ্টিচক্র গিয়াছে কোথায়,—
কোন্ কাল্পনিক দৃশ্য দেখিতেছে ওই,—
কে বলিবে? কি দেখিবে নয়ন-দর্পণে
আকাশের প্রতিবিম্ব, দর্শক বিহনে!

এইরূপে ধ্যানে যুবা বসি কিছুক্ষণ
প্রবেশিলা পুনর্ব্বার কবিতা-কাননে
যুড়াইতে চিন্তাজ্বালা। কুসুমে কুসুমে
করি ভাব-মধুপান যুড়াল মানস।
যুড়াল নয়ন দেখি মেঘদূত অঙ্গে
কল্পনা-বিজলি-খেলা, ইন্দ্রধনু-শোভা!
একে সংস্কৃত ভাষা, তাহাতে গায়ক
নবরত্ন-শিরোরত্ন কবি কালিদাস।
ভাষার ঝঙ্কারে, ভাব-সমুদ্র-তরঙ্গে,
ভেসে গেল যুবকের বিমুগ্ধ মানস।
নন্দন কাননে যেন শুনিতে লাগিলা
ত্রিদিব সঙ্গীত যুবা নিশার স্বপনে!
কিন্তু স্বপ্ন কতক্ষণ? চিন্তা মায়াবিনী
আবার যে কুজ্ঝটিকা সৃজিতে লাগিল,
আঁধারিল যুবকের মানস নয়ন।
হ'ল কাব্য অনক্ষর! বিরক্তে তখন
রাখি পার্শ্বে কালিদাসে, বসিলা বিষাদে
তরী-বাতায়নে যুবা। দেখিলা সম্মুখে,
ধবল গগন তলে ধবলা তটিনী
তীব্র স্রোতে প্রবাহিতা,—সুদূর বাহিনী!
নিবিড় সুন্দর বন—অনন্ত শ্যামল,—
দাঁড়াইয়া দুই তীরে,—অবিচ্ছিন্ন, ঘন,

ঘনবর যথা ! কাঁপে না একটী পত্র
কানন শরীরে ; কাঁপে না একটী ঊর্ম্মি
তটিনী সলিলে ; চলে না একটী মেঘ
গগনমণ্ডলে। স্থির অচঞ্চল সব,—
গগন, কানন, নদী ! দেখিলা যুবক
এই বিশ্বে,—নদী, বন, গগন, কেবল !
সকলই মরুভূমি ! মরু নদী, মরু
বন, মরু নভঃস্থল ! দেখিলা যুবক
উদাসিনী প্রকৃতির শোভা ! কলেবর
ধূসর আকাশ, জলে বিভূতিমণ্ডিত,
জটাভার বনরাজি ! পশ্চিম ভাস্করে
করিয়াছে দেহ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত।
মরি ! কি উদাস মূর্ত্তি !

যুবক তখন
চাহিলা অন্তর পানে। দেখিলা তথায়,—
দেখিলা হৃদয় বিশ্ব প্রণয়-কিরণে,
সৌর করজালে যেন, পূর্ণ বিভাসিত।
এই রূপে অনিশ্চিত কানন ভিতরে
পড়িয়াছে সেই কর, যেই করে হায় !
ফুটায় নলিনী ফুল্ল চিত্ত-সরোবরে !
এরূপে বহিছে বেগে মাতৃ-স্নেহ-আশা—
সুপবিত্র স্রোতস্বতী,—অনিশ্চিত গতি !
যুবক ভাবিতেছিলা এই আশা হায় !
পরলোকে জননীর প্রেমপারাবারে
হইবে কি লয় কভু ! এই সৌর করে
বিকাসিবে কভু এই জীবন-উদ্যানে

প্রেমপুষ্প ! দাঁড়ীগণ এমন সময়ে
উচ্চৈঃস্বরে একতানে কণ্ঠ মিলাইয়া
আরম্ভিল সারিগান ! নির্জ্জন কাননে,
নির্জ্জন নদীর বক্ষে, কত মধুময়
এই সরল সঙ্গীত আহা !—অকৃত্রিম
হৃদয়ের, অকৃত্রিম ভাব মনোহর !

চন্দ্রকলার গীত।

সুখের বৈশাখ মাস, সুখ-চন্দ্র পরকাশ,
ঝুরু ঝুরু বহে সমীরণ,
নিশান্তে কোকিল সহ ডাকে 'বউ কথা কহ'
কৌতুকে উছলে নারীমন।

২

জ্যৈষ্ঠ মাসে দিনমণি, দহিবারে বিরহিণী,
অনল করেন বরিষণ ;
বুকের বসন নাই, অঞ্চলে বাতাস খাই,
অন্তরে বাহিরে হুতাশন।

৩

আইল আষাঢ় মাস, নব ঘন পরকাশ,
নব বারি ধারা বরিষণ ;
নবীন নীরদ অঙ্গে, নবীন বিজলি রঙ্গে
চমকে, চমকে নারী মন।

৪

শ্রাবণ মাসেতে ঘন ঘন দেব গরজন,
ডাহুক ডাহুকী করে গান ;

শ্রাবণের ধারা সনে কাঁদে ধনী মনে মনে,
বিরহেতে আকুল পরাণ।

৫

ভাদ্র মাসে নদী যত, বিরহ প্রবাহ মত,
উথলিয়া উছলিয়া যায় ;
কিবা শোভা পাকা তাল, কদম্ব হইল কাল,
পড়ে বামা ঢলিয়া ধরায়।

৬

আশ্বিনে চাঁদনি রাতি, উঠে তাহে প্রাণ মাতি,
শস্য ক্ষেতে কি শোভা খেলায়।
যুবতী যৌবন মত ফুটে পদ্ম শত শত,
শেফালিকা ঝরে অশ্রুপ্রায়।

৭

কার্ত্তিকে শিশির ঝরে, পাতায় পাতায় পড়ে,
শুনিয়া শরীর দেয় কাঁটা ;
সরিছে নদীর জল, ঝরিছে কমল দল,
যৌবন-জোয়ারে লাগে ভাটা।

৮

আগণে নবীন শীতে উত্তর অনিল চিতে
হয় যেন বিষ সম জ্ঞান ;
শিম ফুল পাতি পাঁতি ফুটিয়াছে নানা জাতি,
নানা জাতি পাখী করে গান ॥

৯

পোষের প্রভাত কালে, বসি খেজুরের ডালে,
হুলু দেয় ভৃঙ্গরাজগণ ;
আনন্দে আকাশে ডাকে, লুটেটিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে
শস্যক্ষেতে সোণার যৌবন।

১০

মাঘের শীতের সনে বাড়ে বিরহিণী মনে
বিরহ, আকুল করে প্রাণ ;
সুন্দর শ্যামার তান, কেড়ে লয় মন প্রাণ,
কি মধুর বুলবুলির গান !

১১

মধুর ফাল্গুন মাসে, মধুরে বসন্ত হাসে ;
কাটি বিরহিণী তপ্ত হিয়া
শিমুল, পলাশ, ফুটে ; কোকিল জাগিয়া উঠে,
কুহু স্বরে গগন ভরিয়া।

১২

চৈত্রিরে চঞ্চল মন, বিকসিত পুষ্পবন,
নিদাঘ করিল পরবেশ ;
কাঁদে নারী চন্দ্রকলা, বসিয়া বকুল তলা,
প্রাণেশ রহিল পরদেশ।

সারি গানে, দাঁড়িগণ অঙ্গ দোলাইয়া,
ক্ষেপণী ক্ষেপিতেছিল ধীরে শ্লথ করে ;
বিরহিণী চন্দ্রকলা, মানস নয়নে
সকলে দেখিতেছিল যেন নদীতীরে
নিজ প্রণয়িনীরূপে। কিন্তু ধীরে ধীরে
দাঁড় পড়িতে দেখিয়া, কর্ণধার যেই
উঠিল শাসিয়া, স্বপ্ন উত্থিতের মত,
তুলিয়া মস্তক বেগে নাবিক সকল,
দ্রুত হস্তে বেগে দাঁড় ফেলিতে লাগিল
দৃঢ় করে। সেই সঙ্গে দ্রুত তালে তালে
আরম্ভিল অন্য গীত। পড়িতে লাগিল

বজ্রশব্দে ছয় দাঁড়। চলিল তরণী,
কষাঘাতে তীব্র তেজে তুরঙ্গিণী যথা।

গীত।

১

(প্রথম শ্রেণী দাঁড়ী।) (দ্বিতীয় শ্রেণী দাঁড়ী।)

একবার——একবার,
বঁধু মোর——কণ্ঠহার!

২

একবার——দুইবার,
বঁধু মোর——চন্দ্রহার।

৩

একবার——তিনবার,
প্রাণ বঁধু——অবলার!

১

একবার——একবার,
বিরহেতে——বঁধুয়ার,

২

একবার——দুইবার,
প্রাণ যায়——অবলার!

৩

একবার——তিনবার,
বঁধু নাহি——এল আর!

১

একবার——একবার,
গাঙ্গে আর——নাই জোয়ার!

২

একবার——দুইবার,
মিছে আশা——বঁধুয়ার!

৩

একবার——তিনবার,
প্রাণে নাহি——সহে আর!

৪

একবার——এইবার,
এল নৌকা—বঁধুয়ার

আনন্দের ধ্বনি শেষে ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে,
দৃঢ়তর করে দাঁড় ফেলাইয়া বেগে
প্রভূত সলিল তলে, সশক্তি টানিয়া
পৃষ্ঠে করি ভর, দাঁড়িগণ নীরবিল
অকস্মাৎ। তীরবেগে ছুটিল তরণী
সেই টানে, তরতরে কাঁদিল তটিনী
ভীমাঘাতে; প্রতিধ্বনি জাগিল চৌদিকে
কিন্তু তরীবাতায়নে যুবকের কাণে
পশিল না এই ধ্বনি। ভাঙ্গিল না তার
চিন্তার লহরী,—চিন্তামুগ্ধ যুবা! ওই
ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড পশ্চিম গগনে,
যুবক দেখিতেছিলা বাড়িছে কেমনে
তিল, তিল; ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিছে ব্যাপিয়া,—
ভীমকায় যেন এক ভীষণ রাক্ষস,
তুলিছে বিশাল শির কানন হইতে।
যুবক দেখিতেছিলা, শ্বেত মেঘচয়—
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যাহা প্রভাকর-করে

শ্বেত পুষ্পপুঞ্জ সম, স্থানে স্থানে ওই
অম্বরে শোভিতেছিল, সূর্য্যদেবে যেন
পূজেছে ত্রিদিববাসী ধবল কুসুম
বরষিয়া রাশি রাশি ! কিংবা সিন্ধুনীরে
ধবল সৈকত যেন !—মিলিতে লাগিল
ক্রমে ক্রমে ওই কৃষ্ণ রাক্ষসের সনে।
আচ্ছাদিল দিনমণি ; নিবিড় তমস-
ছায়া বসিল নীরবে, নিবিড় কানন-
বক্ষে, তটিনী-হৃদয়ে। যুবক ভাবিলা,—
এইরূপে হতভাগ্য মানব-জীবনে,
শত শত বাসনার ক্ষুদ্র স্রোত মিলি,
হেন প্রবাহেতে শেষে হয়ে পরিণত,
দুঃখের অরণ্যময় করি দুই তীর,
ছুটে কাল-সিন্ধু মুখে ! এইরূপে, হায় !
প্রেম-সৌর-করে তারে করি আলোকিত,
দেখায় দুর্গম পথ ;—

এমন সময়ে,—

"আজ্ঞা হয় যদি তবে ফিরায়ে তরণী
ধরি এক কুল।। ওই ভাসিল কুমেঘ !
আসিবে তুমুল ঝড় !" ঘ্রাণিয়া পবন,
ডাকিয়া বলিল মাজি।—নিরুত্তর যুবা।
আবার আবার মাজি বলিতে লাগিল—
"কুলক্ষণ ! ধরি কূল !"—যুবা নিরুত্তর !
মাজির আশঙ্ক কণ্ঠে, জাগিয়া সত্রাসে
বলিল প্রাচীন এক—"জিজ্ঞাসিস্ কারে ?
ফিরা তরী ! ফিরা তরী !"

যুবক ভাবিলা,—

এইরূপে ক্রমে ওই নীরদের মত,
জীবন-আকাশে হয় দুর্ভাগ্য সঞ্চার!
দুর্ভাগ্যে দুর্ভাগ্য আসি হয় সংমিলিত
এই রূপে! এই রূপে করি আচ্ছাদিত
প্রণয়-ভাস্করে, জীব-বাসনার স্রোত
করে তমোময়! করে দুঃখের কানন
দ্বিগুণ ভীষণাবহ আচ্ছাদি তিমিরে!
রুদ্ধ হ'ল চিন্তাস্রোত! ভীষণ স্বননে
ঝটিকা বহিতেছিল তটিনী-হৃদয়ে!
গর্জ্জিছে তরঙ্গগণ ফণা আস্ফালিয়া—
অনন্ত বাসুকী যেন! কিংবা প্রভঞ্জন
কর্ষিতেছে দৈববলে তরঙ্গিণী যথা!
গগনে ঘর্ঘর ধ্বনি; ঘন ঘটাজালে
আচ্ছন্ন আকাশ এবে! জীমূত বিগ্রহে
বিধূমিত! প্রজ্জ্বলিত তাড়িতাস্ত্রে! ঘন
বিলোড়িত প্রভঞ্জন বলে! ঊর্দ্ধে ভীম
নীরদ নির্ঘোষ; নীচে তরঙ্গ নির্ঘাত!
আঘাতে আঘাতে তরী দুলিতে লাগিল।
এই উঠিতেছে যেন আকাশ উপরে,—
দৃশ্যমান বনরাজি! এই পড়িতেছে
পুনঃ সলিল-গহ্বরে,—অদৃশ্য কানন!
ভীম আবর্ত্তনে ঊর্ম্মি বিস্তারিয়া কায়,
পড়িতেছে আছাড়িয়া তরী পুরোভাগে
বজ্রনাদে!—প্রতিঘাতে মাজিগণ শিরে
ছিটাইয়া জলরাশি! ব্যস্তে কর্ণধার
"জোরে মোর বাবা!"—বলি অতি উচ্চৈঃস্বরে

করি'ছে চীৎকার ! প্রাণভয়ে দাঁড়িগণ
সজোরে টানি'ছে দাঁড় পৃষ্ঠে ভর করি ;
কিন্তু প্রতিকূল বাতে স্থিরভাবে তরী
আছে দাঁড়াইয়া ! দাঁড়ে নাহি পায় জল,
কি করিবে দাঁড়ী ? ভীম আন্দোলনে
আপন আসন হ'তে পড়িতেছে ঘুরি ;
কি করিবে সেক্ত, জল ঝলকে ঝলকে
উঠিতেছে চারিদিকে ? সমুদ্র কেমনে
শুকাবে সিঞ্চনে শুক্তি ? এখনও তীর
বহুদূর, প্রাণপণে নাহি হয় তরী
অগ্রসর একপদ,—সহস্র কুঞ্জরে
রেখেছে ঠেলিয়া যেন ! মাঝিদের, হায়,
কর ফাটি রক্তধারা ঝরিতে লাগিল।
একা প্রভঞ্জন-বল না পারে সহিতে
অচল পর্ব্বত-চূড়া, একা তরঙ্গিণী
না পারিল ঐরাবত জিনিতে বিক্রমে ;
দুর্ব্বল মানব করে কি করিবে, হায়,
সেই প্রভঞ্জন সহ তরঙ্গিণী যবে
মিলিয়াছে ঘোর রণে,—ভৌতিক আহবে ;
কাঁদিতে লাগিল সবে দাঁড়ী কর্ণধার—
কর্ণ নাহি মানে তরী। কাঁদিতে লাগিল
বীরেন্দ্রের বৃদ্ধ ভৃত্য— সরল শঙ্কর।
হতবুদ্ধি যুবা,—স্থির নেত্রে দেখিতেছে
দৃশ্য ভয়ঙ্কর, দৃশ্য চিত্ত-দ্রবকর !
নিরুপায় যুবা। নহে মানবীয় রণ,
নহে শক্র নর, কিংবা গন্ধর্ব্ব কিন্নর,

কুঞ্জর, কেশরী, ব্যাঘ্র,—সকৃপাণ করে
হবে সম্মুখীন ; শত্রু অনন্ত, অজেয়
অম্বু, শত্রু মহাবল প্রভঞ্জন। যুবা
ছাড়িলা নিশ্বাস দীর্ঘ। তথাপি শঙ্করে—
ক্রন্দমান—আশ্বাসিতে, ফিরায়ে বদন,
কহিলা—"শঙ্কর ! স্থির হও, কেন কাঁদ ?
এখনি পাইব কূল। কি হবে কাঁদিয়া ?
ডাক কুলমাতা, সেই বিঘ্ন-বিনাশিনী
দশভুজা।" হতভাগ্য ধরিয়া বীরেন্দ্রে
নিজ তনয়ের মত, লাগিল কাঁদিতে।—
"নাহি কাঁদি আমি, মম জীবনের তরে,
বৎস ! বৃদ্ধ আমি, আর বাঁচিব ক'দিন।
কিন্তু তোর এই দশা দেখিব কেমনে !
অভাগিনী মাতা তোর, কাশীযাত্রা দিনে,
কাঁদিতে কাঁদিতে সঁপি মোর কোলে তোরে,
বলিল—'শঙ্কর ! আমি দুঃখিনীর এই
একটি রতন, আজি দিলাম তোমারে।
দুঃখিনীর বাছা মোর, ননীর পুতুল,
রাখিয়াছি বুকে বুকে এ পঞ্চ বৎসর।
রাখিনি শয্যায়, বাছা ব্যথা পায় পাছে
কোমল শরীরে ! আজি সেই বাছা মোর,
হৃদয়ের মণি, আমি সঁপিনু তোমারে।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরে, হৃদয়-শোণিতে
করিয়া মানস পূজা, এ পুত্র-রতন
পাইয়াছি আমি ; কাল হতেছে উত্তীর্ণ,
তাই চলিলাম কাশী। আসি যদি ফিরে'—

দুঃখিনী চুম্বিল তোর অশ্রুসিক্ত মুখ-
চন্দ্র, সজল নয়ন; মায়ের কাঁদনে
আপনি কাঁদিলি তুই। 'আসি যদি ফিরে,
বুকের বাছনি মম পাই যেন বুকে।'—
কহিল—'অপুত্র তুমি! পুত্রের মতন
পালিও বাছায় মোর। ভিখারিণী আমি
কি দিব তোমারে? যদি ফিরে আসি ঘরে—
ফিরে আসি অন্ধকার খনির ভিতরে,
এই পুত্র-রত্ন তরে, বাছারে লইয়া
কোলে, ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ভিখারিণী
বেশে, করি অঙ্গ মম আভরণহীন,
শোধিব তোমার ঋণ।'—কতবার তোরে
অর্পিয়া আমার কোলে যাই' কত পদ,
কত বার নিল কোলে ফিরিয়া আবার!
চুম্বিল দুঃখিনী আহা! চন্দ্রমুখ, তোর,
কত শত বার!—চুম্বে বিষাদিনী উষা,
বরষি শিশির-অশ্রু, কলিকা কমল
যথা। অবশেষে তোরে ধরিয়া হৃদয়ে,
বলিল,—'শঙ্কর! আমি যাইব না কাশী;
বাছার এ চন্দ্রমুখ কাশী কাঞ্চী মম!
বীরেন্দ্র আমার দুই নয়নের মণি!
তাহারে ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে,—
কেমনে দেখিব পথ? এই দুঃখিনীর
ধন আহা'—যাত্রাকালে যেতেছে বহিয়া;
তোরে লইলাম কেড়ে। দুঃখিনীরে হায়,
পুরিলাম শিবিকায় ধরাধরি করি।

'বাছা রে! বাছা রে!—করি কাঁদি উচৈঃস্বরে,
চলিল জননী তোর! 'মা মা'—বলি তুই
ঘোর আর্ত্তনাদ করি' কাঁদিতে লাগিলি।
যথা ধৃত বিহঙ্গিনী নিষাদ পিঞ্জরে;
কাঁদিতে কাঁদিতে যায়; মাতৃ হাহাকার
শুনে, দূরে কাঁদে বৃক্ষ-কোটরে শাবক;
কাঁদিল জননী তোর! কাঁদিলি আপনি
সেই দিন হতে তোরে, কত যত্নে, কত
কষ্টে পালিয়াছি আমি, দেশ দেশান্তরে,
দেখিতে কি এই দশা এ বৃদ্ধ বয়সে?
অভাগিনী মাতা তোর ফিরিল না ঘরে,
বুকের বাছনি আর, লইল না বুকে!"—
ভীষণ তরঙ্গ এক, ঠেলিয়া সম্মুখে
অর্দ্ধ স্রোতস্বতী বারি!— চঞ্চল পর্ব্বত-
খণ্ড আসিতেছে যেন!—আঘাতি তরণী,
অষ্টধা বিদারি' কাষ্ঠ, তুলিয়া আকাশে,
নিক্ষেপি' পাতালে পুনঃ, চলিল হুঙ্কারি।
হুঁহু শব্দে বারিরাশি উঠিতে লাগিল
শত চিরে! দ্রুতহস্তে বীরেন্দ্র তখন
টানিয়া ফেলিলা দূরে অঙ্গের বসন।।
পরিধেয় বস্ত্রখানি, সঙ্কোচিত ভাবে
কটিতে আঁটিয়া দৃঢ়;—এইরূপে, হায়,
বৃক্ষ-সঞ্চালন-যোগী করি কলেবর,—
বলিলা শঙ্করে—"তুমি, সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ধর কটিবাস মম! যদবধি মম
থাকিবে নিশ্বাস, কভু মরিবে না তুমি।"

"এ কেমন উন্মত্ততা।"—এ কি শব্দ হায়?
দ্বিগুণ ভীষণতর তরঙ্গ দ্বিতীয়
আঘাতিল বজ্রনাদে। হাহাকার করি
কাঁদিয়া বলিল মাজি—"ভেঙ্গে গেল হালি!
হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!"—ঝাঁপ দিল মাজি!
বীরেন্দ্র ধরিবে ভয়ে ঝাঁপিল শঙ্কর,—
প্রভু-গত-প্রাণ বৃদ্ধ! বাহু প্রসারিয়া,
বিলম্বিত কলেবরে, শঙ্কর পশ্চাতে,
পড়িলা বীরেন্দ্র! মগ্ন হইল তরণী
অতল সলিল তলে,—ডুবিল সকল!
অদূরে তরঙ্গবক্ষে ভাসিয়া যখন
দেখিলা বীরেন্দ্র,—মৃত্যু বক্ষেতে শঙ্কর,
নক্রবেগে সাঁতারিয়া ধরিলা তাহারে!
"ছাড় ছাড়"—উচ্চৈঃস্বরে বলিল শঙ্কর;
"না—না"—বলিলা বীরেন্দ্র। আবার তরঙ্গ
তলে ডুবিল দুজন! আবার ভাসিয়া
উঠিল তরঙ্গশিরে মুহূর্ত্তেক পরে।
এই বার বীরেন্দ্রের উত্তরীয় এক
অগ্রে বাঁধিয়া শঙ্করে—অন্য অগ্রবন্ধ
নিজ কটিবন্ধে,—যুবা চলিলা সাঁতারি,
তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবি' ভাসিয়া আবার।
বীরেন্দ্র মুহূর্ত্ত পরে উঠিলা ভাসিয়া
লঘুতর; উত্তরীয় টানিলা সত্রাসে;
বস্ত্রাগ্র আসিল করে! কোথায় শঙ্কর!
মস্তক তুলিয়া যুবা দেখিলা চৌদিকে,—
ঊর্ম্মির পশ্চাতে ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মি তার পর,

অনন্ত, অসঙ্খ্য!—কিন্তু কোথায় শঙ্কর?
উত্তুঙ্গ তরঙ্গাকীর্ণ তরঙ্গিণী তলে,
অনন্ত শয্যায়! প্রভুভক্ত হতভাগ্য,
বস্ত্রের বন্ধন খুলি, ডুবিয়াছে জলে!
"হতভাগ্য বৃদ্ধ!"—বলি ছাড়িলা যুবক
সুদীর্ঘ নিশ্বাস—নিল উড়াইয়া ঝড়ে!
বিপদে বিশুষ্ক নেত্রে দুই বিন্দু বারি
ঝরিল,—লইল উর্ম্মি মস্তক পাতিয়া!
চলিলা সাঁতারি যুবা, নির্ভয় হৃদয়ে;
সরল মৃণাল ভুজে, চরণ যুগলে,
যুঝিয়া তরঙ্গ সহ;—চলিয়াছে যথা
রণোন্মত্ত বীরবর, কৃতান্ত কিঙ্কর,
দু'হাতে কাটিয়া পথ শত্রুদল মাঝে!
কভু বক্ষোপরি যুবা বঙ্কিম গ্রীবায়,—
স্বর্ণ রাজহংস যেন মানস সরসে!
কভু পাশে,—হায় সেই সরোবরে যেন
ভাসিছে হিল্লোলে ওই কনক কমল!
কভু পৃষ্ঠোপরি যুবা, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর,
ভাসমান; ধীরে ধীরে তালে তালে যেন
উঠিতেছে, পড়িতেছে, চারু ভুজদ্বয়
আলিঙ্গিয়া বীচিগণে;—মরি! মদনের
সুবর্ণ প্রমোদ তরী চলিয়াছে যেন,
যুগল সুবর্ণ দাঁড়ে, নাচিয়া নাচিয়া!
বীরেন্দ্র বিক্রমে যেন দেব প্রভঞ্জন
হুঙ্কারি সরোষে পুনঃ পশিলা সংগ্রামে—
বিশ্ব বিনশ্বর! ধিক্ দেব বায়ুপতি,—

নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, ভীরু ! বাসনা তোমার
দেখাতে বিক্রম যদি, যাও বীর-ভরে
যথায় হিমাদ্রি-চূড়া,—অচল, অটল,—
বসি অহঙ্কারে ;—তব রণ-যোগ্য বীর !
তব পৃষ্ঠারোহী ওই জলধর দল,
চুম্বিতেছে নিরন্তর চরণ যাহার,—
যেন রাঁজা দুর্য্যোধনে ! গিয়া তথা, বীর,
ভীম প্রহরণে দেখি ওই হিমাচলে,
সমূলে উপাড়ি ফেলি ভারত উপরে,
(চির দাসত্বের বাস, জগত কলঙ্ক !)
অনন্ত জলধি-জলে কর নিমজ্জত।
এই বীরোচিত কার্য্য। কিন্তু ভীরু তুমি !
হিমাদ্রি-শিখরে তুমি যাইবে না কভু,
পদাঘাত-ভয়ে ! তুমি যাইবে যথায়
দরিদ্রের পর্ণ জীর্ণ কুটীর দুর্ব্বল ;
ফল পুষ্পোদ্যান যথা ; যথা ক্ষুদ্র তরী
তটিনী-সলিলে ভাসে ; ভাসে যথা, হায়,
নদীগর্ভে নিপতিত, উত্তাল তরঙ্গে,
তোমার কৃপায় ওই হতভাগ্য যুবা—
মানব-গৌরবাধার, জগতের শোভা !—
দেখাইতে পরাক্রম ! বধির শ্রবণ
তব ! নাহি শুন কাণে, দরিদ্র-রোদন-
ধ্বনি ; ডুবাও তাহারে ভীষণ স্বননে।
একে অন্ধ, তাহে জড়, হৃদয়-বিহীন,
বিপন্ন সৌন্দর্য্যে তব নাহি হয় দয়া।
তুমি তরঙ্গিণি ! আর তরঙ্গ তোমরা !—

পূজি রূটনীয়া, শ্বেত পাদ-পদ্ম-রেণু
লইয়া মস্তকে, এই কানন-ভিতরে
আসিয়াছ দলে বলে, দেখাতে বিক্রম ?
তটিনি ! নীচগা তুমি, নীচ মতি তব !
উচ্চ ঘরে জন্ম তব ; উচ্চ বংশ্য ওই
যুবক অতিথি তব। অতিথি সৎকার
এই কি তোমার, নদি, কুল-কলঙ্কিনি ?
তোমরা জীমূতবৃন্দ ! তোমরা সকল
গিরিচূড়া-পদাঘাত সহিয়া নীরবে,
এসেছ কি সুবাহন গর্জ্জিতে, স্বনিতে,
কানন-ভিতরে ? ওই অভাগা যুবায়
দেখাতে বিক্রম ? স্বন তবে প্রভঞ্জন ;
গর্জ্জ জলধরদল ; হুঙ্কারি, তটিনি,
উত্তাল তরঙ্গময় কর বক্ষ তব !
স্বনিল পবন ; ঘন গর্জ্জিল অম্ভোদ ;
মাতিল তরঙ্গগণ সলিলী সংগ্রামে।
শম্বর, শম্বর, যুবা ! প্রমোদ সরসী
নহে এই স্রোতস্বতী ; বিকচ কমল-
দল নহে বীচিমালা ; মলয় অনিল
নহে ভীম প্রভঞ্জন ; জীমূত-নির্ঘোষ
নহে বামা-কণ্ঠ ধ্বনি। শম্বর, শম্বর !
পর্ব্বত-আকার ওই উচ্চ বীচিচয়
আসিছে ভীষণ বেগে !—ডুবিল অভাগা !
উর্ম্মির পশ্চাতে উর্ম্মি, গেল হুঙ্কারিয়া—
সংখ্যাতীত ! হায়, যেন না পারে যুবায়
তুলিতে মস্তক পুনঃ, মত্ত তরঙ্গিণী

উর্ম্মির পশ্চাতে উর্ম্মি প্রেরিতেছে বেগে !
অদৃশ্য বীরেন্দ্র হায় ! বিজয় কামান
ধ্বনিল অম্বরে মেঘ, বিদ্যুৎ অনলে !
কিন্তু প্রতিধ্বনি তার না হইতে শেষ,
ওই তরঙ্গের বক্ষে ও কি ভাসে হায় ?—
বীরেন্দ্র !—বীরেন্দ্র ! যুবা ! কি ভয় তোমার !
কালান্তক রণে তুমি শুনেছ গর্জ্জন
কামানের ; শুনিয়াছ অস্ত্র-ঝনৎকার ;
সহিয়াছ বক্ষ পাতি লৌহ-অস্ত্রাঘাত ;
কিভয় তোমার তবে তরল সলিলে ?
সাহস ! সাহস যুবা ! বিস্তারিয়া কর,
বিদারি তরঙ্গদল, হও অগ্রসর !
এক বীচি বক্ষ হ'তে দেখিলা যখন
সন্নিকট তীর, অস্ত জীবনের আশা—
মেঘান্তরে রৌদ্র যেন—হইল উদয়,
সঞ্চারি নবীন বল শ্লথ ভুজে, শ্লথ
কলেবরে, নিমজ্জিত নিরাশ অন্তরে !
তরঙ্গে পাতিয়া বক্ষ,—সুবর্ণ কবচ,
ভুজদ্বয় যেন দীর্ঘ সুবর্ণ কৃপাণ,
চলিলা বীরেন্দ্র পুনঃ যুঝিতে যুঝিতে
প্রাণপণে, ক্ষিপ্রকরে কাটিয়া দু'দিকে
বারিরাশি ; এই চড়ি উর্ম্মি-পৃষ্ঠে ; এই
পড়ি তরঙ্গের তলে। দেখা যায় তীর ;
কিন্তু তীরবাহী স্রোত অতি ভয়ঙ্কর !
না পারে লঙ্ঘিতে বলে ; নাহি পায় কূল।
হইলা নিরাশ পুনঃ—এই রূপে, হায়,

সমুদ্র লঙ্ঘিয়া তরী মগ্ন হয় ঘাটে!
মৃত্যুঞ্জয় মহৌষধি থাকিতে নিকটে,
তবু মৃত্যু, হায়, কত ভয়ঙ্কর! যুবা
সন্তরণ-শ্রমে, বাত্যা-তরঙ্গ-আঘাতে
অবসন্নকায়! নাহি চলে ভুজদ্বয় আর!
হতাশ হইয়া পুনঃ ছাড়িলা নিশ্বাস
দীর্ঘ। মৃত্যুমুখে, হায়, আনিলা একটী
নাম, স্মরিলা অন্তরে একটী রমণী-
মূর্ত্তি! হেন কালে এক ঊর্ম্মি ভীমকায়,
সফেণ মস্তকে আসি, অঙ্গ আস্ফালিয়া,
এক লম্ফে যুবকের আরোহিয়া শিরে,
সলিলী সমাধি দান করিয়া যুবায়,
আছাড়ি' পড়িল গিয়া তরঙ্গিণী-তটে।
আঘাতে কাঁপিল কূল, কাঁপিল কানন।
ফেণময় করি তীর আবার যখন
বারিরাশি গেল সরি, পড়ে আছে, হায়,
সৈকতে বীরেন্দ্র শুই, বালুকা-শয্যায়!
ভক্তিভরে ধন্যবাদ প্রদানি ঈশ্বরে,
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া ত্রস্তে উঠিল যুবক।
অমনি হইল মনে—কোথায় শঙ্কর?
ভাবিলা তখন, প্রাণপণে সাঁতারিয়া
নিমজ্জন স্থান হতে এত নিম্নে আমি
পাইলাম কূল,—এত স্রোতোবেগ! বৃদ্ধ
নিশ্চয় গিয়াছে ভাসি, আরো দূরে তবে।
চিন্তা মাত্র দ্রুতপদে চলিলা যুবক
সৈকতে সৈকতে, ভ্রমি সলিলসীমায়।

গেলা বহুদূর যুবা। দেখিলা কোথায়
তরণীর ভগ্ন কাষ্ঠ, ভগ্ন চাল কোথা!
স্থানে স্থানে পড়ে আছে দাঁড়ী মাঝিগণ,
কেহ বক্ষে, কেহ পৃষ্ঠে,—অনন্ত শয্যায়!
চিত্তবিদারক দৃশ্য! এখনো কোথায়
ভাসে কাষ্ঠ, দাঁড়, দাঁড়ী; তরঙ্গে তরঙ্গে
ওই উঠিতেছে, ওই পড়িতেছে তলে—
হতভাগ্য নর! কিন্তু কোথায় শঙ্কর?
আরো দূরে গেলা যুবা। ক্রমে ক্রমে এবে
অদৃশ্য হইল মগ্ন-তরী-চিহ্নচয়।
নাহি জলে, নাহি স্থলে, অভাগা শঙ্কর!

নিরাশ হইয়া যুবা বসিয়া সৈকতে
কহিলা—"শঙ্কর! এই পরিণাম তব
লিখিলা বিধাতা? প্রভুভক্ত তুমি;
তব প্রভুভক্তির কি এই পুরস্কার
পাইলা অন্তিমে? হায় হতভাগ্য বৃদ্ধ,
মরণেও প্রভুভক্ত! তব ভারে আমি
ডুবি পাছে নদীগর্ভে, খুলিলা বন্ধন,
বাঁচাইতে প্রাণ মম। কিন্তু হতভাগ্য
বীরেন্দ্রের জীবনের অর্দ্ধেক শঙ্কর!
অর্দ্ধেক জীবন আজি ডুবিল আমার!
মাতৃহীন এ জীবন, অঙ্কুর হইতে
তোমারে আশ্রয় করি উঠেছে শঙ্কর!—
ক্ষুদ্র তৃণ তুমি; আজি সে আশ্রিতে তুমি
ছাড়িলে কেমনে? ছায়ারূপে অনিবার
থাকিতে নিকটে মম, সুখে দুঃখে তুমি।

অস্ত্রাঘাতে যবে আমি মুমূর্ষু শয্যায়
ছিলাম শায়িত ; দিবা বিভাবরী তুমি
ঔষধির সহ অঙ্গে থাকিতে লাগিয়া।
ক্ষত চিহ্নে কত অশ্রু ঝরিয়াছে তব,—
প্রভুভক্ত হৃদয়ের পবিত্র ঔষধি !
শঙ্কর, আজি কি তুমি ছাড়িলে আমায় ?
এক তিল ছাড়ি' নাহি থাকিতে আমায়
রণে, বনে,—সর্ব্বশেষে তটিনী হৃদয়ে ;
এতক্ষণ ছাড়ি' আজি রয়েছ কেমনে
সলিল-শয্যায় ? উঠ, বৎস ! এই দেখ,
বীরেন্দ্র তোমার কাঁদে অবসন্ন প্রাণে,
তরঙ্গ-আঘাতে ক্লান্ত, নির্জ্জন সৈকতে।
এস, বৎস, শ্রম শান্তি কর আসি তার
গায়ে বুলাইয়া হাত,—মহৌষধি মম !
পুষি অভাগিনী মম স্বর্গীয়া জননী
মাতামহ গৃহে, মাতৃ যৌতুকের সহ,
(যৌতুকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অমূল্য রতন !)
আসিলে জনক ঘরে। সেই হেতু মাতৃ-
গন্ধ মম, ছিল অঙ্গে তব, ভাবিতাম
মনে। জননী বিরহে কাঁদিলে পরাণ ;
জুড়া'তাম, তব বক্ষে রাখিয়া মস্তক,
শৈশবের সেই শোক ! শঙ্কর ! আজি কি
তুমি ছাড়িলে আমারে ? কি কুক্ষণে যাত্রা
করি' আসিনু বিদেশে ! না পূরিল, হায়,
মনোরথ। দুর্ভাগ্যের কত অস্ত্রাঘাত
সহিলাম অকারণে। ভাবী সুখপথ

হইল কণ্টককীর্ণ। হারা'লেম শেষে
শঙ্কর তোমারে আজি—বিদরে হৃদয়!—
অভাগিনী জননীর শেষ নিদর্শন!
ভেবেছিনু মনে, তুমি ত্যজিলে শরীর
আপনি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিব তোমার,
প্রক্ষালিব ভস্মরাশি সুরধুনী-জলে।
শ্মশানে সমাধি দিবা করিয়া নির্ম্মাণ,
তব নামে শিব তাহে করিয়া স্থাপন,
পূজিব তাঁহারে নিত্য। কিন্তু হতভাগা
আমি, জানি নাই কভু, এই নদীগর্ভে,
শঙ্কর! তোমারে আজি যাইব রাখিয়া!
জানি নাই প্রভুভক্ত শরীর তোমার,
খাইবে সলিলে মৎস্য, সৈকতে গৃধিনী!"
নীরবিলা যুবা! দুই নয়নের ধারা
ঝরি' অবিরল, হায়, শুষিল সৈকতে,—
পরম পবিত্র অশ্রু—স্নেহ-বিগলিত।

ধীরে ধীরে নেত্রধারা মুছিয়া যুবক
ভাবিতে লাগিলা—এবে যাইব কোথায়?
ভীষণ 'সুন্দর বন' মর্ম্মরে পশ্চাতে;
ভীষণ তরঙ্গবন গরজে সম্মুখে!
ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি পড়িয়া সৈকতে,
কর বাড়াইয়া যেন ধরিয়া যুবায়,
চাহে ডুবাইতে পুনঃ, বিফল বিক্রমে
সরোষে ফেনিয়া পুনঃ যেতেছে সরিয়া।
যুবক ভাবিলা,—এবে যাইব কোথায়?
চলে না চরণ আর। দারুণ ব্যথায়

ব্যথিত সর্ব্বাঙ্গ এবে, যেই দিকে যাই,
অগম্য সকল,—নদী—আকাশ—কানন।
সন্ধ্যা সমাগত প্রায়! বহুল রজনী
এখনি করিবে দৃশ্য আরো ভয়ঙ্কর!
রজনী সম্মুখ করি, পশিব কেমনে
নিবিড় কানন মাঝে,—হিংস্র জন্তু বাস;—
জনহীন, পন্থাহীন! দিবসে যাহার
প্রাণান্তে নিকটে কভু নাহি যায় কেহ!
তাহে আমি অসহায়! ডুবিয়াছে হায়
করের কৃপাণ মম, অঙ্গের দোসর
শঙ্কর, তটিনীগর্ভে!—এমন সময়ে
অমূল্য উভয়! কিংবা পশিয়া কাননে,
সিংহ, ব্যাঘ্র ভল্লুকের হইয়া অতিথি,
লভিব কি ফল? সন্ধ্যা হইলে অতীত,
এখানেই তাহাদের—শমন-কিঙ্কর-
রূপে,—পাব দরশন!

অধোমুখে বসি
যুবা, চিন্তি কিছুক্ষণ, তুলিলা মস্তক।
একি স্বপ্ন ভঙ্গ?—যুবা ভাবিলা অন্তরে।
দেখিলা তখন,—সাঙ্গ ভৌতিক সংগ্রাম!
রণান্তে প্রকৃতি দেবী লভি'ছে বিশ্রাম;
শান্ত নদী,—শান্ত বন,—শান্ত প্রভঞ্জন!
মেঘমুক্ত দিনমণি,—দেখিলা যুবক—
নদীর পশ্চিম তীরে, বনরাজি শিরে,
জ্বলিছে,—নির্ব্বাণোন্মুখ অনল যেমন!
কিন্তু জলধর কারাবাসে হীনতেজ

এবে! অপমানে আর দেখাতে বদন
অনিচ্ছুক যেন, রবি পশিলা কাননে,
ধীরে সবিষাদে! এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ,
সহস্রকিরণ ত্যক্ত অম্বর আসনে,
বসিল; শোভিল দৈত্য বাসববিজয়ী
যেন সুর-সিংহাসনে—ইন্দ্রধনু শোভা!
"প্রকৃতির এই নীতি!" হায়, মনে মনে
ভাবিলা যুবক, "ওই কানন-ভিতরে
কত হিন্দু-রাজত্বের গৌরব-ভাস্কর
হইয়াছে অস্তমিত! কত রাজ্য, হায়,
কালের তরঙ্গাঘাতে হইয়াছে লয়,—
চিহ্নমাত্র নাহি তার! হায় রে তথায়,
ওই জলধররূপে, বিরাজিছে এবে
নিবিড় 'সুন্দর বন'—বিরল বিজন!
হতভাগ্য হিন্দুজাতি! ছিল তোমাদের
যথায় প্রাচীন রাজ্য—জগত-বিখ্যাত!—
এইরূপে আজি তথা বিরাজে, কোথায়
শক্র অস্ত্র বন,—কোথা নিবিড় কানন!
তোমরা আমার মত, কাল নদীতীরে
ভীষণ সৈকতে পড়ি' কাটিতেছ দিন,
অনাহারে,—সশঙ্কিত হিংস্র জন্তু ভয়ে!
আত্মরক্ষা হেতু নাই একটী কৃপাণ
হতভাগ্য তোমাদের! আমার মতন
পশ্চাতে বিপ্লব-নদী, সম্মুখে কানন,—
তিমিরে আচ্ছন্ন, আহা!"—এমন সময়ে
যুবকের পৃষ্ঠে যেন কোমল কুসুম

এক হ'ল পরশন ! চমকি বীরেন্দ্র
ফিরায়ে বদন, সেই গোধূলি আকাশ-
তলে, তরঙ্গিণীকূলে, কানন-সম্মুখে,
দেখিলা সৈকতে—এক বৃদ্ধা তপস্বিনী !

দ্বিতীয় সর্গ।

—*—

কাননে।

নিবিড় কানন ; নিশি তৃতীয় প্রহর।
কানন-কালীর শ্বেত প্রস্তর-মন্দির
শোভিতেছে, বহিরঙ্গ স্নাত চন্দ্রালোকে !
অন্তঃস্থল আচ্ছাদিত নিবিড় তিমিরে !
সুন্দর বনের কোন স্বর্গীয় ভূপতি,
আসি মর্ত্ত্যধামে যেন নিশীথ সময়ে
কাঁদিছে নীরবে, দেখি—আছিল যথায়
প্রজা-কোলাহল-পূর্ণ রাজ্য সুবিস্তৃত—
ঝিল্লী সমাকীর্ণ এই নিবিড় কানন !
শরীর স্বর্গীয় শুভ্র বসনে আবৃত,
শিশির-অশ্রুতে সিক্ত ! শোকের তিমিরে
এইরূপে অবিচ্ছিন্ন আচ্ছন্ন অন্তর !
মন্দিরের অভ্যন্তরে, জলিল হঠাৎ
একটী প্রদীপ ক্ষুদ্র। ক্ষীণালোকে তার
দেখাইল মধ্যস্থলে কানন-কালীর
অস্পষ্ট মূরতি ভীমা ! এক পার্শ্বে বসি

তপস্বিনী ; অন্য পার্শ্বে নিমজ্জিত ঘোর-
নিদ্রার সাগরে এক যুবক সুন্দর।
কোমল চরণ ক্ষেপে, অতি সাবধানে
গেলা তপস্বিনী সেই শয্যার নিকটে।
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে, সুষুপ্ত যুবার
মুখচন্দ্র কিছুক্ষণ করি দরশন
ধীরে ধীরে গেলা রুদ্ধ কপাটের কাছে,
ধীরে সুকোমল করে টানিলা অর্গল।
খুলিল কপাট যেই, পশিল মন্দিরে
নৈশ-সমীরণ স্রোতে ঝিল্লির ঝঙ্কার।
রাখিয়া চরণ এক চৌকাষ্ঠ উপরে
যোগিনী শুনিলা সেই গভীর নিনাদ
মুহূর্ত্তেক স্থিরভাবে। অতি ধীরে ধীরে
নামিলা সোপানশ্রেণী ; শেষে অতিক্রমি
মন্দির-প্রাঙ্গণ ক্ষুদ্র, বসিলা নীরবে
সমীপ সরসী-তীরে, ঘাট শিলাসনে।
সুধাকর সুধাকরে পবিত্র চরণে
প্রণমিয়া. দেখাইলা হাসিয়া অমনি
কৌমুদীমণ্ডিত শান্ত কানন আশ্রম ;
শান্ত, অচঞ্চল, নীল সরসী সম্মুখে ;
পশ্চাতে অমল শ্বেত প্রস্তর-মন্দির,—
শান্তমূর্ত্তি ! উচ্চচূড়ে—উচ্চতর এবে
চন্দ্রালোকে,—শোভিতেছে রজত ত্রিশূল,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ যেন করিছে নীরবে
নিশানাথে, না লঙ্ঘিতে নৃমুণ্ডমালিনী
ভীমা ! সে সঙ্কেতে যেন শশধর ভীত

মনে ভাবিতেছে ওই বনরাজি শিরে
কানন কিরীটীরূপে !—'যাই কোন পথে।'
হায় ! ওই সুধাংশুর সিংহাসন তলে
মরি কি পার্থিব চিত্র। কৃষ্ণপক্ষ ছায়া
আজি করিয়াছে যথা, সুধাংশুমণ্ডল
রেখা মাত্রে পরিণত ; হায় রে তেমতি
এ বিশাল রাজপুরী অদৃষ্ট ছায়ায়
আজি আচ্ছাদিত ; আছে চিহ্ন মাত্র তার—
কালী করালিনী,—এই সরসী,—প্রাচীর।
যে রাজ-তোরণে উচ্চ প্রাচীর উপরে
গুরুপদক্ষেপে ধীরে ভ্রমিত প্রহরী
শত শত, হায় হেন নিশীথ সময়ে,
উলঙ্গ কৃপাণে প্রতিফলিয়া চন্দ্রমা ;
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শু'য়ে কুসুম-শয্যায়,
বেষ্টিত মৃণাল ভুজে রূপসী হৃদয়ে
জুড়াত দিবস-ক্লান্তি, এমন নিশীথে !
নরেন্দ্র নৃপতি ; আজি—কি বলিব হায় !—
বিরাজে তথায় আজি, প্রাচীরের স্থলে,
উচ্চ মহীরুহচয়, প্রতিবিম্বি পত্রে
পত্রে সুধাংশুর কর। আজি তথা হায় !
বিবর-শয্যায় সুপ্ত মৃগেন্দ্র কেশরী,
ভ্রমিতেছে ইতস্তত শার্দ্দূল প্রহরী !
কিন্তু প্রকৃতির শোভা চন্দ্রের কিরণে,
কি কাননে, কি উদ্যানে, ভূধরে, সাগরে,
সর্ব্বত্র সুন্দর হেন নিদাঘ নিশীথে !
অসীম হৃদয়গ্রাহী নিবিড় কাননে !

চন্দ্রের কিরণ তলে, মহীরুহচয়
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে সংখ্যাতীত ভুজে,
(চির প্রেমে বদ্ধ যেন !) আছে দাঁড়াইয়া
বেষ্টিয়া আশ্রম বন, স্তবকে স্তবকে।
পবিত্র আশ্রমে, পাপী মানব-চরণ
না পারে পশিতে যেন, আছে সুসজ্জিত
সংখ্যাতীত প্রহরণে অসংখ্য প্রহরী,
নীরব, সশস্ত্র কর ! নীরব সকল,
যেন তাপসীর যোগ চিন্তার লহরী
সশঙ্কিত ভাঙ্গে পাছে ; যোগ-নিদ্রা হতে
জাগে পাছে যোগেশ্বর, অনন্ত শয়নে
চামুণ্ডাচরণতলে। নৈশ সমীরণে
কেবল স্বনিছে কভু, কানন-ভিতরে
চুম্বি সুধাকর সুধা, পল্লবে পল্লবে !
কেবল কখন বনে শুনা যায় দূরে
শুষ্ক পত্রে, নিশাচর-পদ-সঞ্চালন।
কেবল কখন দূরে শার্দ্দুল-গর্জ্জন,
শৃগালের যেথা ধ্বনি, পেচক চীৎকার,
ভগ্ননিদ্র বিহঙ্গের পক্ষ সঞ্চালন,
ভাসিছে নির্জ্জনে ; ভাসে যথা চক্রচয়,
স্থির সরোবর-বক্ষে শিলা প্রক্ষেপণে।
কিংবা নীলাকাশে যথা তারকা খসিয়া,
মুহূর্ত্ত উজ্জ্বলি' পুনঃ মুহূর্ত্তে মিশায় ;
ভাসিয়া নির্জ্জনে শব্দ, মিশিছে তেমনি।
সম্মুখে বিস্তৃত সরঃ। কৌমুদী-কিরণে
শোভিতেছে কারু কার্য্যে,—কুমুদ, কহ্লার,

আরণ্য নীরজ ফুলে, শ্যামল পল্লবে
শ্বেত, রক্ত, নীল, পুষ্পে। বিচিত্র বসনে
রেখেছে ঢাকিয়া যেন, অমল তরল
বক্ষ বঙ্গকুল-নারী! সুধাংশুর অংশু-
রাশি, পড়ি স্থানে স্থানে সরসী-সলিলে,
শোভিতেছে মনোহর বসন বিচ্ছেদে
চারু আভরণ যথা! শোভিতেছে তীরে,
ডালে ডালে, বৃন্তে বৃন্তে, স্থলজ কুসুম,
স্বভাব-প্রসূত! পুষ্পবৃক্ষ-অন্তরালে
সরোবর তীরে; কিংবা পল্লব-বিচ্ছেদে
স্থানে স্থানে বন মাঝে পড়েছে খসিয়া,
অসংখ্য কৌমুদী খণ্ড, শ্যাম দূর্ব্বাদলে।
শ্যামল অটবী-শ্রেণী, আরণ্য বল্লরী,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, আরণ্য আহ্লাদে;
অসংখ্য রতন রাশি, কৌমুদী কিরণে,
পরিয়া শ্যামল অঙ্গে, রেখেছে সাজায়ে
অচিন্ত্য কানন শোভা!—অচিন্ত্য সুন্দর।
শিলাসনে সরোবর-তীরে তপস্বিনী
বসি একাকিনী। কিন্তু স্থির সুনয়নে—
অনিমেষ, অচঞ্চল,—দেখিছে কি ওই
কৌমুদীপ্রদীপ্ত নীল আকাশের পানে?
কিংবা এই প্রসারিত নীলাম্বর তলে,
অনন্ত কানন কান্তি, চন্দ্রিকা মণ্ডিত?
কিংবা শুনিতেছে ওই নৈশ সমীরণে
কি কহে অস্ফুট স্বরে? কে বলিবে হায়?
বিলম্বিত জটারাশি, পড়েছে ঝুলিয়া!

যুগল কপোলে, অংসে, উরসে, পশ্চাতে।
জটারণ্য অন্তরালে, বৃদ্ধা তাপসীর
গৌর কলেবরকান্তি শোভিতেছে, হায়,
বন অন্তরালে যথা চন্দ্রের কিরণ।
রমণীর স্থিরমূর্ত্তি, শান্ত দুনয়ন,
রক্ত জটাজূট ভার, রক্তিম বসন,
দেখে বোধ হয় যেন কানন-ঈশ্বরী
বনদেবী, বসি এই সরোবর-তীরে,
আপন অনন্ত রাজ্য করিছে দর্শন।
এইরূপে কিছুক্ষণ বসি তপস্বিনী
চিন্তাকুল মনে, পুনঃ ফিরিলা মন্দিরে
কোমল চরণে। পদপঙ্কজ পরশে
নমিল না প্রাঙ্গণের শ্যাম দূর্ব্বাদল।
বর্ষিল আনন্দে দূর্ব্বা কৌমুদী-সাগরে
শিশিরাশ্রু, প্রক্ষালিয়া পাদপদ্ম। সেই
পবিত্র চরণামৃত করিলেক পান
আনন্দে বসুধা।

বামা পশিয়া মন্দিরে
বীরেন্দ্রের শয্যা-প্রান্তে বসিলা নীরবে।
নিদ্রিত যুবক; কিন্তু নিদ্রার সাগরে
নাহি শান্তি,—বহিতেছে কুস্বপ্ন-ঝটিকা।
কুঞ্চিত ভ্রূযুগ; নেত্রে অশ্রু বিগলিত;
বিষাদ-কালিমা-ময় বদনমণ্ডল;
ঘন ঘন শ্বাস; স্বেদানিষিক্ত ললাট।
গৌরব-বিকাশ সেই ললাট হইতে
স্বেদবিন্দু, তপস্বিনী বসন অঞ্চলে

পুঁছিয়া ডাকিল 'বৎস !'—হায় ! সেই স্বর
পর-দুঃখে তরলিত, নারী-হৃদয়ের
শীতল উচ্ছ্বাস ! হায় ! সেই স্নেহস্বর,
দুঃখপূর্ণ জগতের শান্তির সঙ্গীত :
স্বেদসিক্ত কেশগুচ্ছ ললাট হইতে
সরাইয়া, সুকোমল করে তপস্বিনী—
শশাঙ্কমণ্ডল হতে নীরদের রেখা
সরায় যেমতি ধীরে শারদ অনিল—
ডাকিলা মধুরে—"বৎস বীরেন্দ্র !"—আবার।
সঞ্জীবনী সুধারাশি শ্রবণে যুবার
প্রবেশিল সেই স্বরে। মেলিলা নয়ন
যুবা। মন্ত্রমুগ্ধ যেন, রহিলা চাহিয়া
তপস্বিনী মুখ পানে, আয়ত লোচনে—
অতি প্রসারিত নেত্র, স্থির, অচঞ্চল,
অস্বভাব-আভা-পূর্ণ। ধীরে তপস্বিনী
জিজ্ঞাসিলা পুনঃ—"বৎস !"—পুনঃ সেই স্বর—
"দেখিতে কি ছিলে তুমি কোন কুস্বপন ?"
"কুস্বপ্ন"—বলিলা যুবা ; নামিল নয়ন।
ললাটের স্বেদবিন্দু মুছি ধীরে ধীরে ;
মুছিয়া নয়ন দ্বয়, বলিলা যুবক—
"কুস্বপ্ন—কুস্বপ্ন দেবি ! দেখিতেছিলাম
অসুখ নিদ্রায় আমি। দেখিতেছিলাম
এক মহা পারাবার, অনাদি, অনন্ত,
ফেনিল-তরঙ্গ-পূর্ণ, ভীম প্রভঞ্জন
গর্জ্জিছে ঝটিকানাদে, জলধি হৃদয়ে ;
গর্জ্জিছে জীমূত মন্দ্র, ঘোর কৃষ্ণাম্বরে !

ঘোরতর অন্ধকার ! ভগবতি, সেই
ঘোর অন্ধকারে, সেই ভৌতিক বিপ্লবে,
দেখিলাম হায় ! সেই কৃষ্ণ পারাবারে
তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবি, ভাসিতেছে মম
কুসুমিকা, আলোকিয়া সেই অন্ধকার ;
ভাসে যথা নীলাম্বরে শারদ চন্দ্রিমা
লুকাইয়া মেঘে মেঘে ভাসিয়া আবার।
কোথা হতে এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম
না হয় স্মরণ ; হায় ! উন্মত্তের মত
ঝাঁপ দিতে চাহিলাম সমুদ্রের জলে,
তুলিতে সে রূপরত্ন ;—অকস্মাৎ হায় !
শুনিনু আকাশবাণী—'বীরেন্দ্র !—বীরেন্দ্র
পড়িও না বৎস এই কাল পারাবারে,
এই রক্ষিতেছি আমি কুসুমিকা তব।'
সেই স্নেহসিক্ত কণ্ঠ পশিল হৃদয়ে,
জাগিল পূরব স্মৃতি বেগে হিল্লোলিয়া।
চিনিলাম সেই স্বর, হায় ! এ জগতে
যেই স্বর এক মাত্র নহে তুলনীয় !
চাহিনু আকাশ পানে তুলিয়া বদন,
দেখিলাম মায়ামূর্ত্তি—জননী আমার !
নিবিড়-নীরদাসনে বসি মায়াময়ী,
পবিত্র আভায় মাতা, ঝলসি আকাশে
সকাশ নীরদমালা, প্রসন্ন বদনে
চেয়ে মম পানে, স্নেহ সজল নয়নে।
এক দিকে কুসুমিকা ঝটিকা-সাগরে
ভাসমান ; অন্যদিকে জননী আমার

জলদ আসনে বসি। ঘুরিল মস্তক
পড়িতেছিলাম আমি কাল পারাবারে,
তব স্নেহ সম্ভাষণে ভাঙ্গিল স্বপন।"
নীরবিলা যুবা। হায় রহিলা নীরবে
তপস্বিনী; কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব।
উদাসিনী—স্থির নেত্রে প্রদীপের পানে
চেয়ে আছে,—নেত্রদ্বয় স্নেহার্দ্র গম্ভীর!
ঊর্দ্ধ স্থির দৃষ্টি উচ্চ মন্দির তিমিরে
যুবকের; উভয়ের নয়নের কাছে
শূন্য পটে যেন স্বপ্ন রয়েছে চিত্রিত!
কি অর্থ?—উভয় যেন ভাবিতেছে মনে।
"এ কি স্বপ্ন, ভগবতি?" আরম্ভিলা যুবা
"অমঙ্গল এই স্বপ্ন বলিল কেমনে?
পঞ্চম বৎসরে যেই জননীর মুখ,
ত্রিদিব আদর্শ, আহা, পার্থিব জগতে!—
শৈশবে তরল স্মৃতি-দর্পণ হইতে
কালের কালীতে যাহা ফেলেছে মুছিয়া;
শৈশবে, যৌবনে, হায়! জ্ঞানের আলোকে
কত কষ্টে, কত যত্নে, জাগ্রতে, নিদ্রায়
নাহি দেখিলাম যাহা স্মৃতির দর্পণে
পুনঃ হতভাগ্য আমি! আজি, হায়, সেই
আনন্দময়ীর মুখ দেখিনু স্বপনে!
মা আমার!"—হায়! যুবা কাঁদিতে লাগিলা,—
"এত দিন পরে যদি স্মরিলা আমারে,
কেন দেখা দিলা মাতা জলদ আসনে—
অগম্য আমার! স্বপনেও যদি মাতা

লইতেন অভাগারে হৃদয়ে তাঁহার,
জুড়াত পরাণ মম, জুড়াইত হায়!
বিংশতি বর্ষের দীর্ঘ বিরহ মায়ের!
ভগবতি! কেন মাতা বঞ্চিলা আমারে?”
কাঁদিলা যুবক, অশ্রু ভাসিল নয়নে;
তাপসীর, বিন্দুদ্বয় ঝরিল অজ্ঞাতে।
“অথবা মঙ্গল স্বপ্ন বলিব কেমনে?
নিমজ্জিত কুসুমিকা কাল-পারাবারে।”
বীরেন্দ্রের সর্ব্ব অঙ্গ হ’ল রোমাঞ্চিত
“বিধাতঃ! এই কি মম চিত্র ভবিষ্যৎ!
ভগবতি! আপনি ত নর-অন্তর্যামী
যোগ বলে; এ কি স্বপ্ন? কি অর্থ তাহার?”
অর্থ? নদীগর্ভ দৃশ্য বলিবে বিজ্ঞান।
প্রথমে প্রচণ্ড বাত্যা; পরে শঙ্করের
নিপতন, নিমজ্জন; তটিনী সৈকতে
পূর্ব্বস্মৃতি; অবশেষে সন্তরণ শ্রমে,
কিংবা সপ্তাহের জ্বরে, দুর্ব্বল শরীর;—
সকলের রূপান্তর স্মৃতি ইন্দ্রজালে!
কিন্তু বৃদ্ধা তপস্বিনী নেত্রে সকরুণ,
সকরুণ স্নেহ কণ্ঠে উত্তরিলা ধীরে—
“স্বপ্নে অমঙ্গল, বৎস! মঙ্গল-নিদান।
বিঘ্ন-বিনাশিনী এই কানন-ঈশ্বরী
হরিবেন বিঘ্ন তব, তাপসীর বরে।
কিন্তু বৎস”—কিন্তু বৎস বলি তপস্বিনী
নীরবিলা, হ’ল কণ্ঠ অবরুদ্ধ যেন।—
“তপস্বিনী আমি, বৎস! বন-নিবাসিনী

সংসারের সুখ দুঃখে সম উদাসিনী
আমি ; কিন্তু, হায়, তব জননীর তরে
করুণ আক্ষেপে, মম কাঁদিল হৃদয়,—
ভেসে গেল যোগবল, যোগ-কঠোরতা,
সংসার-মায়ায় পুনঃ,—পুনঃ নিষ্পেষিত
রমণীর চিত্তবৃত্তি উঠিল জাগিয়া।
কেবল এখন নহে ; এই কয় দিন,
জ্বরেতে অজ্ঞান, বৎস ! আছিলে যখন,
কখন বা 'মা মা' বলি ছাড়িতে নিশ্বাস,
কখন অস্ফুট স্বরে, বলিতে মধুরে,
'কুসুমিকা'। বল, বৎস ! নাহি কি তোমার
জননী রতনগর্ভা ? হায় ! ভাগ্যবতী
নাহি জানি কত দুঃখে গিয়াছে ছাড়িয়া
হেন পুত্রনিধি ! বল, বৎস, তুমি যারে
দেখিলে স্বপনে, কেবা সেই কুসুমিকা ?"
লজ্জাভারে বীরেন্দ্রের নয়ন-পল্লব
নামিল, আবার যুবা তুলিয়া নয়ন
উত্তরিলা—"ভগবতি ! হায় ! এ সংসার
দুঃখার্ণব ; দুর্নিবার লহরী তাহার
না পারে পশিতে কিন্তু তাপস-আশ্রমে
পুণ্যধাম, আমি কেন কলুষিব তাহা
আমার দুঃখের স্রোতে ? হতভাগা আমি !
আমার জীবন সেই সমুদ্র-লহরী
অবিচ্ছিন্ন ! ভগবতি, তবু যদি তব
শুনিতে বাসনা, তবে বলিব এখন।—
"অষ্টম বৎসর যবে,—এই দীপালোকে

মন্দির বাহিরে যথা নাহি যায় দেখা,
অষ্টম বৎসর পূর্ব্বে তেমতি আমার
নাহি চলে, ভগবতি, স্মৃতির নয়ন,
শৈশব-প্রথম মম আচ্ছন্ন তমসে,—
অষ্টম বৎসর যবে, সমপাঠিগণ,
পাঠান্তে আনন্দে সবে 'মা মা মা' বলিয়া
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে যবে ছুটিত আলয়ে,
অর্দ্ধ পথে তাহাদের জননী যখন
আদরে লইয়া কোলে চুম্বিত বদন
সহস্র চুম্বনে, মাতৃ-স্নেহেতে গলিয়া
অর্দ্ধ শ্বাসে শিশুগণ পাঠ বিবরণ
বলিত যখন ; মরি কি পবিত্র চিত্র !—
ভাবিতাম আমি,—হায় ! এ জীবনে মম
প্রথম ভাবনা, হৃদয় আকাশে,
স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, এই প্রথম জলদ
হইল সঞ্চার,—ভাবিতাম আমি মনে
কোথায় জননী মম ? কে দিবে উত্তর ?
জিজ্ঞাসিলে জনকেরে কাঁদিতা নীরবে
পিতা ; কাঁদিতা নীরবে বৃদ্ধা পিতামহী
মম ; কাঁদিত শঙ্কর—সহজ, সরল,—
জনক-প্রতিম বৃদ্ধ রক্ষক আমার,
হারাইনু যারে ওই তটিনী-সলিলে।
সকলে বলিত মাতা গিয়াছেন কাশী,
আসিবেন ফিরে পুনঃ কিছু দিন পরে।
কিন্তু মম জননীর প্রেমের মুরতি
দেখিতাম, ভগবতি, শয়নে স্বপনে।

সুদূর স্বপ্নের মত হায়! এবে যাহা
পড়ে কি না পড়ে মনে, হায় রে তখন
সেই দয়াময়ী মূর্ত্তি মানস দর্পণে
আছিল অঙ্কিত। প্রতিদিন স্বপ্নে আমি
দেখিতাম, মাতা ম্লান মুখে দীন ভাবে
বসিয়া শিয়রে মম, চুম্বিতে চুম্বিতে
নিষিক্ত করিতা ক্ষুদ্র বদন আমার
অশ্রুজলে। জননীর অশ্রু নিরখিয়া
কাঁদিতাম স্বপ্নে আমি; বৃদ্ধা পিতামহী
ভাঙ্গিতা স্বপন মম, লইতা হৃদয়ে
মুছি অশ্রু। কাঁদিতাম অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে
আমি পিতামহী বুকে।

"এইরূপে, হায়!
দুঃখের শৈশবকাল চলিল আমার।
ক্ষুদ্র বিষাদের স্রোত চলিল অদৃষ্টে
দুঃখার্ণবে;—অদৃষ্টের গতি দুর্নিবার!
শুনিয়াছি, হায় দেবি, মানব-জীবনে
শৈশব সুখের কাল, বালেন্দু জ্যোৎস্না
হায় রে তমসা নিশি অগ্রভাগে যেন!
বালার্ক কিরণ কিংবা শারদ প্রভাতে,
দিবস যাহার, হায়, অনন্ত দাহন!
সে সুখ-শৈশব মম আছিল আচ্ছন্ন
বিষাদ নীরদ জালে—হতভাগ্য আমি!
যেই জননীর কোল, মায়ের সোহাগ,
জীবন-প্রথম করে এত মধুময়,
এত সুখকর আহা,—ছিল না আমার

সেই হেতু, হায় ! স্বতঃ নিরানন্দ চিত্ত
আছিল আমার। মম প্রতিবাসিগণ
বয়োধিক চিন্তাকুল ভাবিত আমারে
সেই হেতু ; সেই হেতু আজি, ভগবতি !
আমার শৈশব স্মৃতি মরুদৃশ্য যেন !

"এই মরু পর্য্যটনে শঙ্কর আমার
ছিল সুশীতল ছায়া ; শান্তি সরোবর ;
নিত্য সহচর মম জাগ্রতে, নিদ্রায়।
পাঠাভ্যাস শ্রম কিংবা শিক্ষকের জ্বালা
—শৈশবের বিভীষিকা ! —ভুলিতাম আমি
শঙ্করের স্নেহে—স্নেহ পবিত্র, শীতল !
হায় রে পড়িলে মনে জননী আমার—
কাশীনিবাসিনী মাতা,—রাখিয়া মস্তক
বৃদ্ধ শঙ্করের বুকে, কাঁদিতাম আমি।
কত প্রবঞ্চনা জালে অভাগা আমারে
হায় রে ! করিত শান্ত বলিব কেমনে ?
"সুদূর পূরবে, দেবি, জনম আমার।
জন্মভূমি রঙ্গমতী, 'কাঞ্চী* নদী-তীরে'
পার্ব্বত্য প্রদেশ ! পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে
অনিবার মহাযুদ্ধ মোগল পাঠানে
এক দিকে, অন্য দিকে দস্যু আরাকানী,
বারিচর পর্ত্তুগিস সমুদ্র-তস্কর ;—
এই নিষ্পেষণ যন্ত্রে, পিতামহ মম
হয়ে নিষ্পেষিত, এই পূরব পর্ব্বতে
লইয়া আশ্রয় বৃদ্ধ ; ব্যাধ-ভয়ে যথা

* ইহাকে তৎপ্রদেশে "কাঁইচা" বলে।

নিরীহ কুরঙ্গ পশে নিবিড় কাননে।
আশৈশব আমি এই বন-পর্য্যটন,
বিজন কানন-শান্তি, শোভা উদাসীন,
বাসিতাম ভাল, দেবি,! শঙ্করের করে
ধরি আনন্দিত মনে, ভ্রমিতাম বনে
বনে দিবা দ্বিপ্রহরে। মহা মহীরুহ
বিশাল শ্যামল ছত্র—আতপ-অভেদ্য—
ধরিয়া পর্ব্বত শিরে আছে দাঁড়াইয়া ;
সুশীতল ছায়াতলে শঙ্করের কোলে
রাখিয়া মস্তক সুখে, শ্যামল কোমল
স্নিগ্ধ দূর্ব্বা-গালিচায় রাখি কলেবর,
প্রকৃতির মুক্ত শোভা দেখিতে দেখিতে
কহিতাম শঙ্করেরে পাঠ বিবরণ,
আর কত শত কথা। শুনিতে শুনিতে
শঙ্করের সুমধুর কাহিনী সরল
ক্রমে নেত্র মুদিতাম অজ্ঞাত নিদ্রায়।
"একদিন অপরাহ্নে এইরূপে, দেবি!
বসিয়াছি দশভুজা-মন্দির-সম্মুখে,
প্রশস্ত উপলখণ্ডে অতীব প্রাচীন
এক বট বৃক্ষতলে। বসিয়াছি সুখে
শিখরের প্রান্তভাগে ; সম্মুখে আমার
গিরিবর ভীম অঙ্গ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে
দিয়াছে ঢালিয়া যেন নীল কাঞ্চীজলে।
পশ্চাতে মায়ের শ্বেত প্রস্তর-মন্দির ;
মন্দিরের দুই পার্শ্বে শৈল অর্দ্ধ চন্দ্র
ব্যাপিয়া বঙ্কিম অঙ্গ অরণ্য-মণ্ডিত

ছুটেছে পশ্চিমে। কটিদেশে প্রভাকর ;
সুবর্ণ সুদীর্ঘ রশ্মি তরুর বিচ্ছেদে
পশি বন-অন্তরালে করিয়াছে হায় !
শ্যামল কানন শোভা কারুকার্য্যময় !
মন্দিরের পার্শ্বে বসি কুরঙ্গিণী মাতা
—দেবীর আশ্রিতা মৃগী—করিছে লেহন
সাদরে শিশুর অঙ্গ। আনন্দে শাবক
নাচিতেছে, ছুটিতেছে, ফিরিতেছে পুনঃ
আনন্দে মায়ের বুকে নাচিয়া নাচিয়া।
এই চিত্র, ভগবতি, দেখিতে দেখিতে
ভরিল হৃদয় মাতৃপ্রেমে ; হায়, দেবি,
ভাসিল নয়ন মম। কহিনু শঙ্করে—
'ওই দেখ মৃগশিশু মায়ের আদরে,
লভিছে কি সুখ, আহা ! জননী আমার
কবে আসিবেন ফিরে, বল না শঙ্কর ?'
আমারে লইয়া বুকে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
হায় ! হতভাগ্য বৃদ্ধ লাগিল বলিতে—
'আর কত দিন, বাছা, প্রবঞ্চিব তোরে,
বাড়াব আশার তৃষা ! বলিব সকল
আজি ; হতভাগ্য তুই ! পূর্ণ গর্ভবতী
জননী দুঃখিনী তোর, সপত্নী যন্ত্রণা
না পারি সহিতে,—সর্ব্ব-দুঃখ-সহনীয়
রমণী জীবনে এই সাপত্ন্য-কণ্টক
হায় ! অসহ্য কেবল !—অভিমানে ঘোর
তমিস্র নিশীথে এই কানন ভিতরে
প্রবেশিল অভাগিনী ত্যজিতে জীবন।

কি বলিব, দুঃখে, বাছা, ফেটে যায় বুক!
রজনী প্রভাতে যবে পূজক ব্রাহ্মণ,
কুলমাতা দশভুজা আসিল পূজিতে,
দেখিল জননী তোর এই শিলা খণ্ডে
মূর্চ্ছাগতা,—তুই তার বক্ষের উপরে।'
"নীরবিল বৃদ্ধ; দুই নয়নের ধারা
পড়িতে লাগিল বেগে মস্তকে আমার।
বিস্মিত নয়নে আমি রহিনু চাহিয়া
শঙ্করের মুখ পানে। বহুক্ষণ পরে,
সম্বরিয়া অশ্রুধারা, আরম্ভিল পুনঃ,—
'পঞ্চম বৎসর যবে, বীরেন্দ্র তোমার,
গেলা বারাণসী তব জননী দুঃখিনী,
অর্পিতে মানস পূজা বিশ্বেশ্বর-পদে,
তব পিতৃব্যের সনে। কিছু দিন পরে,
আসিল ফিরিয়া ঘরে পিতৃব্য তোমার;
কিন্তু কোথা মাতা তব—চির অভাগিনী?
মণিকর্ণিকার ঘাটে,—জাহ্নবীর তীরে।'—
'শঙ্কর! নাহি কি তবে জননী আমার?'—
শৈশব-হৃদয়ে, দেবি, না জানি কি ভাব
উপজিল, শেষ জ্যোতি হ'ল নির্ব্বাপিত
যেন, আঁধারিয়া মম হৃদয়-জগত।
কাঁদিলাম পড়ে মনে, কাঁদিল শঙ্কর
চুম্বিয়া বদন মম; রহিল চাহিয়া
কুরঙ্গিণী সকরুণ সজল নয়নে
মম মুখ পানে, ভুলি আপন শাবকে।'
"সেই দিন হতে, মাতঃ, হায়! কত দিন,—

কত দিন ? বোধ হয় প্রতিদিন,—এই
পাষাণে রাখিয়া বুক, শিশুমতি আমি,
কাঁদিয়াছি স্মরি মম দুঃখিনী জননী ;
জুড়ায়েছি মাতৃশোক পাষাণ শীতলে।
কত কাঁদিয়াছি হায় ! মম অশ্রুজলে
ভিজি এই শিলা-খণ্ড হয়েছিল যেন
সুকুসুম সুকুমার,—পাষাণ বলিয়া
আর হইত না জ্ঞান। কি বলিব, দেবি,
ভাবিতাম এ পাষাণ মাতৃকোল মম।
পাঠান্তে, মৃগয়া অন্তে, এই শিলাসনে
করিতাম শ্রম শান্তি, শুধিতে শুনিতে
পত্রের মর্ম্মর, বন বিহঙ্গের ধ্বনি—
মধুর অজ্ঞাত ভাষা। ভাবিতে ভাবিতে,
দেবি, অর্দ্ধ-স্মৃত, অর্দ্ধ-বিস্মৃত, বদন
জননীর পড়িতাম ঘুমাইয়া। ছিল
শৈশবে আমার এই নিরেট পাষাণ,
শান্তি, সুখ, স্নেহ, দয়া, সর্ব্বস্ব আমার।"

"এই শিলাসনে এই পর্ব্বত-শিখরে
এইরূপে ভাবিতেছি হায় ! এক দিন
অবসন্ন মনে। সন্ধ্যা সন্তাপহারিণী
ছায়ার উপরে ছায়া, ছড়াইছে ক্রমে,—
ছায়া ক্রমে গাঢ়তর। গম্ভীর প্রকৃতি-
মুখ, শান্ত সুশীতল ! এই সন্ধ্যালোকে
জগতের দৃশ্য যত ধীরে অন্তর্হিত
ক্রমশঃ হইতে থাকে তিমির ছায়ায়,
অন্তর জগত তত হয় ভাসমান।

যথা যত তমোময়ী হয় নিশীথিনী,
গ্রহলোক রাশি তত হয় সমুজ্জ্বল!
দেখিলাম, ভগবতি, অন্তর জগত
বাসনার রঙ্গভূমি! প্রকৃতি গাম্ভীর্য্যে
করিয়াছে হৃদয়েতে গাম্ভীর্য্য সঞ্চার।
একটী বাসনা-স্রোত বহিছে তথায়
গম্ভীরে। বাসনা—মণিকর্ণিকার ঘাটে,
বসি' জাহ্নবীর তীরে, পূত জাহ্নবীর
জলে, হায়! অশ্রুজলে পূত ততোধিক
মাতৃস্নেহে বিগলিত, করিব তর্পণ।
মায়ের অন্তিম স্থান দেখি একবার
দুই বিন্দু অশ্রু তাহে করিব বর্ষণ।"

"হায়! ভগবতি, এই বাসনা আমার
হইল জীবনময়! বহিতে লাগিল
একাঙ্গ হইয়া মম জীবনের সনে,
ক্রমে বিস্তারিয়া কায়। এই গিরিশৃঙ্গে,
হায়! আসিতাম যত, পুনঃ পুনঃ—মন্ত্রে
আকর্ষিত যেন!—তত এই বাসনায়
হ'ত যেন বরিষার সলিল সঞ্চার।
বৎসরে বৎসরে, দেবি, এই স্রোতস্বতী
হইল অপ্রতিহত, হায় রে অচিরে
করিল হৃদয় মম অনন্ত-বাসনা।

"নহে বহুদূরে কাঞ্চী সমুদ্র-সঙ্গমে,
যথায় অপূর্ব্ব পুরী, তুলিয়া মস্তক,
বিশাল সমুদ্র-শোভা করিছে দর্শন;
যথা শ্বেত-সৌধ-চূড় অচল সুন্দর,

দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে, দেখিতেছে, মরি,
নব দূর্ব্বাদল কান্তি সাগর দর্পণে;
উত্তর গোগৃহে স্তব্ধ কৌরবনিচয়,—
সম্মুখে সৈন্যের ব্যূহ তরঙ্গ-লহরী,
অনন্ত, অসংখ্য!—যেন শুনিছে স্তম্ভিতে
ফাল্গুনির পাঞ্চজন্য,—সমুদ্র-গর্জ্জন;
তথায় মুকুটরায় জনক আমার,
দক্ষিণ পূরব বঙ্গে, সমুদ্রের তীরে;
মোগলের প্রতিনিধি, পর্ত্তুগিস ত্রাস,
শাসেন সমুদ্র রাজ্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে,—
বীরচূড়ামণি পিতা, গৌরব-ভাস্কর।
জনকের পদধূলি লইয়া মস্তকে,
চলিলাম বারাণসী, ভারাক্রান্ত চিত্তে,
জলপথে;—যেই এক স্নেহের আধার
আছিল আমার, দেবি, ছাড়িয়া তাহারে,
ঝাঁপ দিনু অনুদ্দেশ সংসার-সাগরে।
"ছিল না জননী মম, ছিল জন্মভূমি,
ছাড়িলাম তাও এই দ্বাবিংশ বয়সে,—
হায় হতভাগ্য আমি! ছাড়িলাম—নহে
ধন, রণ, রত্ন, যশ, গৌরব আশায়,
নহে হেন সুখ পথে—ছাড়িলাম, হায়!
মায়ের চিতায় অশ্রু করিতে বর্ষণ!
কাঁদিল হৃদয়। আছে কি মানব হেন
এই ভূমণ্ডলে, দেবি, হায় রে যাহার,
তেয়াগিতে জন্মভূমি, না কাঁদে পরাণ?
বনের বিহঙ্গ কিংবা পশু বনচর,

না চাহে ত্যজিতে যদি দুস্তর কান্তার,
বিশাল কণ্টকাকীর্ণ ; তবে কেন হায় !
তেয়াগিতে জন্মভূমি তেয়াগিতে হায় !—
শৈশবে মায়ের কোল, প্রীতি পারাবার ;
কৈশোরের ক্রীড়াসন ; বিদ্যার মন্দির ;
সুখের যৌবনে চারু প্রণয় উদ্যান
পরিমলময়, পূর্ণ পারিজাত শোভা ;
প্রৌঢ়ের দাম্পত্য প্রেম ; হায় স্থবিরের
জীবন-ঝটিকা-শেষে শান্তির আশ্রম ;—
তেয়াগিতে, ভগবতি, হেন জন্মভূমি,
কেন না কাঁদিবে বল মানবের মন ?
"দেখিলাম বারাণসী,—কত দুঃখে, কত দিনে,
কি হবে বলিয়া ? অর্দ্ধচন্দ্র সৌধমালা
সুনীল জাহ্নবী কোলে নৈশ চন্দ্রালোকে,
তমিস্র নিশীথে কিংবা প্রদীপমালায়
খচিত, নক্ষত্রীকৃত, না দেখিল যদি,
বিফল মানব চক্ষু, বিফল জীবন।
মণিকর্ণিকার ঘাটে সেই অনির্ব্বাণ
ভীষণ শ্মশানে, দেবি, বসিয়া বিষাদে,
করিলাম জননীর উদ্দেশে তর্পণ
পবিত্র জাহ্নবীজলে। হায় ! মূর্খ নর !
জননীর স্নেহের কি এই প্রতিদান !
হায় মাতঃ আর্য্যভূমি ! বিদরে হৃদয়,
হারায়েছ তুমি আর্য্য স্বাধীনতা ধন ;
আর্য্যের বিক্রম ; আর্য্য গৌরব জীবন ;
হস্তিনা অযোধ্যা তব হয়েছে স্বপন !

সনাতন আর্য্যধর্ম্ম, স্রোত নিরমল,
পঞ্চশত বৎসরের ঘোর নির্য্যাতনে,
এ পুণ্য-প্রবাহ, খ্যাত আচন্দ্র-ভাস্কর,
হইতেছে বীতবেগ, ক্রমে সপঙ্কিল।
পুণ্যধাম বারাণসী, দেবমূর্ত্তিচয়,
হইতেছে পরিণত অনার্য্য কীর্ত্তিতে,
বেণীমাধবের ধ্বজা উচ্চ মসজিদে!
আর্য্য-ধর্ম্ম-জ্যোতি প্রায় আচ্ছন্ন তিমিরে
কেবল রহেছে মাতঃ হৃদয়ে তোমার
হায়! এই অনির্ব্বাণ আর্য্য চিতানল!
"ভগবতি! এক দিন শ্মশানে বসিয়া,
এই চিন্তানল চিত্তে করিল প্রবেশ।
তীর্থে তীর্থে পর্য্যটনে সেই চিন্তানল
বাড়িতে লাগিল; শেষে হইল হৃদয়
মম প্রকাণ্ড শ্মশান! সেই দিন হ'তে
জীবন আমার, হায়! হইতেছে জ্ঞান
সুদীর্ঘ স্বপন মত। হায়! সে স্বপনে
দিল্লীশ্বর দুর্নিবার সৈন্যের সাগরে
হইলাম ক্ষুদ্র উর্ম্মি দাক্ষিণাত্য রণে।
কেন?—নাহি জানি। এই মাত্র জানিতাম,
ভারত বীরত্ব বিনা হবে না উদ্ধার।
কিন্তু সে অনন্ত সিন্ধু; বারিবিন্দু আমি,
কোথায় পাইব সেই সিন্ধু পরাক্রম?
তথাপি মিশিতে সেই সাগর-সলিলে,
মরিতে বীরের মত, করিলাম পণ।
"পুনা-দুর্গে, হায়! দেবি নিশীথ নিদ্রায়

শুনিলাম দস্যুধ্বনি, অস্ত্র ঝনৎকার,
সেনাপতি সাস্তাখাঁর কক্ষে অকস্মাৎ।
পশিনু বিদ্যুতবেগে, বিদ্যুতের বলে
কপাট ভাঙ্গিয়া কক্ষে, দেখিনু সম্মুখে
সেনাপতি-পুত্রসহ প্রহরি-নিচয়
রক্তাক্ত ভূতলে; তাঁর বিক্রমে শিবজী
আক্রমিছে সৈন্যেশ্বরে প্রহারিছে অসি;—
এক লম্ফে লইলাম পাতিয়া কলক।
বিদারিয়া বর্ম্ম, অসি তীব্র বেগে, দেবি,
নামিল হৃদয়ে মম; বাতায়ন পথে
মুহূর্ত্তেকে সেনাপতি হ'ল অন্তর্দ্ধান।
একাকী সহায়হীন যুঝিলাম আমি
কিছুক্ষণ,—নাহি স্মৃতি কি ঘটিল পরে।
"চেতন পাইনু যবে,—কতক্ষণে, কিংবা
কত দিনে নাহি জানি,—দারুণ ব্যথায়
জানিলাম শরীরের অস্তিত্ব কেবল।
অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ; নাহি সাধ্য, হায়,
একটী অঙ্গুলি মাত্র করি সঞ্চালন।
দেখিলাম বালাকের মৃদুল কিরণে
আলোকিত পটগৃহে, সুচারু শয্যায়
রয়েছি শায়িত আমি। এক পার্শ্বে মম
বসিয়া শঙ্কর, অন্য পার্শ্বে বীরমূর্ত্তি
এক, বসিয়া নীরবে। অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে
জিজ্ঞাসিনু—'কোথা আমি?'—চাহি বীর পানে।
'মহারাষ্ট্র শিবিরেতে।'—'বন্দী আমি তবে?'—
বক্ষঃস্থল হতে বেগে ছুটিল শোণিত;

না ফুটিল কথা আর,—হইনু মূর্চ্ছিত।
"আর এক দিন, দেবি,—জীবনে আমার,
অতিক্রমি অমাবস্যা, মহাকাল ছায়া,
ক্রমে ক্রমে অষ্টমীর চন্দ্রের মতন
হইয়াছে বলাধান। পূর্ব্ববৎ মম
শয্যাপ্রান্তে এক পার্শ্বে বসিয়া শঙ্কর—
অশ্রুপূর্ণ আঁখি! অন্য পার্শ্বে তেজঃপুঞ্জ
সেই বীরবর,—বসি নীরবে দুজন।
নীরব,—গণিছে যেন নিশ্বাস আমার
স্থিরনেত্রে। বহুক্ষণ সেই মুখ পানে
রহিলাম নিরখিয়া। ভগবতি, সেই
তীব্র জ্যোতি পরিপূর্ণ উজ্জ্বল নয়ন,—
তাড়িতাগ্নি ঝলসিত জলধর আভা,
চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বাসনা ব্যঞ্জক!
গম্ভীর মুখশ্রী; সেই উন্নত ললাট;—
বীরত্ব-ভাস্বর যেন মধ্যাহ্ন গগন,
অদৃশ্য, অনলোজ্জ্বল; দেখেছি, দেখেছি
যেন পড়িতেছে মনে। মৃদুলে তখন
জিজ্ঞাসিনু—'কে আপনি?' উত্তর—'শিবজী'।
'শিবজী!'—অজ্ঞাতে কণ্ঠে হ'ল প্রতিধ্বনি
মম; স্থির নেত্রদ্বয় হইল স্থাপিত
অপলক, সেই বীর-বদনমণ্ডলে!
শরীরে ঈষৎ কম্প হ'ল সঞ্চালিত।
নাহি জানি সে দৃষ্টিতে ভয়, কি বিস্ময়,
শ্রদ্ধা, ঘৃণা, কোন ভাব পাইল বিকাশ।
প্রতি দৃষ্টি মম পানে করি কিছুক্ষণ,

ত্যজিয়া পর্য্যঙ্কাসন, বীরেন্দ্র-কেশরী
ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে, অবনত মুখে,
অন্যমনে, সন্ধ্যালোকে শিবির ভিতরে।
"দাঁড়াইয়া শয্যাপার্শ্বে, কিছুক্ষণ পরে,
বিস্ফারিত নেত্রে চাহি মম মুখ পানে,
বলিতে লাগিলা শূর—'বীরেন্দ্র! তোমার
অন্তরের ভাব আমি বুঝেছি সকল।
দস্যু আমি, বন্দী তুমি শিবিরে আমার,
এই হেতু ভয়—কিংবা বীরবর তুমি,
ঘৃণা,—তব মনে আজি হইল সঞ্চার
দস্যু শিবজীর নামে। বীরেন্দ্র! শিবজী
দস্যু, শিবজী তস্কর; কিন্তু আর্য্যরক্ত
সেই শিবজী-শিরায় বহিছে বিদ্যুত-
বেগে; সেই খর স্রোত নিবারে কেমনে?
আর্য্যের সন্তান মোরা হায়! আমাদের
অদৃষ্টে দস্যুত্ব—লিপি লিখিলা বিধাতা!
আর ওই নৃশংসয় দস্যুর সন্তান,
পিতৃদ্বেষী, ভ্রাতৃহন্তা, পাপী আরঙ্গজীব,
আজি সে ভারত-পতি দিল্লীর ঈশ্বর!
বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র! করে এই করবাল
থাকিতে কেমনে,—হায়! থাকিতে কেমনে
বিন্দুমাত্র আর্য্যরক্ত শিবজী শরীরে,—
সহিব এ অপমান? চল যাই সবে
ওই নীলাচল-শিলা বাঁধিয়া গলায়,
ঝাঁপ দিয়া সিন্ধুজলে, হায় রে! ডুবাই
এই আর্য্যনাম, এই তীব্র পরিতাপ।

অন্যথা কৃপাণ করে চল যাই রণে
স্বজাতির,স্বদেশের, স্বধর্ম্মের তরে,
নিবাই কৃপাণতৃষা যবন শোণিতে'—
পুনর্ব্বার বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রমিতে লাগিলা,
গুরুতর পাদক্ষেপে। সন্ধ্যার তিমিরে
জ্বলিতেছে নেত্রদ্বয় অগ্নিকণা মত ;
হয়েছে ভীষণকান্তি বীর অবয়ব !
"সগর্ব্বে ফিরায়ে পুনঃ প্রদীপ্ত বদন,
ললাটে ধমনীত্রয় স্ফীত, আরক্তিম,—
বালার্ক-কিরণ রেখা, হায় রে যেমতি
উদয় গগনে জ্বলে নিদাঘ প্রভাতে !—
কুঞ্চিত অধরে পুনঃ বলিতে লাগিলা ;—
'দস্যু আমি ! আমি দস্যু মহারাষ্ট্র কুলে !'
ঘোর অট্টহাসি বীর উঠিলা হাসিয়া।
হাসিয়া ? হাসি ত নহে ; ভৈরব গর্জ্জনে
আগ্নেয় ভূধর রুদ্ধ হুতাশন রাশি
হইল নির্গত যেন !—ভয়ঙ্কর হাসি !
'বীরেন্দ্র ! জান কি তুমি সোণার ভারত-
বর্ষ আছিল কাহার ? সেই রাজ্য হায় !
কোন ধর্ম্মনীতিবলে পেয়েছে যবন ?
ঘোরি, গিজ্‌নি, ছিল কি হে ধর্ম্মের যাজক
দস্যুত্ব, দস্যুত্ব বলে ভারতে যবন
করিয়াছে আধিপত্য ! দস্যুত্বে সে রাজ্য
আজি করিছে শাসন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে !
কি পাপ, দস্যুত্বে তবে করিতে হরণ ?
বীরেন্দ্র, দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম !

যেই মহামন্ত্রে আমি হয়েছি দীক্ষিত—
'ভারতের স্বাধীনতা—মহারাষ্ট্র জয় !'—
সাধিব এ মন্ত্র আমি।” সাধাইব আর—
মহারাষ্ট্র মহিলারা, ভৈরবী রূপিণী
প্রেমরঙ্গ পরিহরি, রণরঙ্গে মাতি,
নিষ্কোষিয়া তীক্ষ্ণ অসি, গাইবে উল্লাসে—
'ভারতের স্বাধীনতা,—মহারাষ্ট্র জয় !'
মাতৃকোলে শিশুগণ গাবে আস্ফালিয়া—
'ভারতের স্বাধীনতা,—মহারাষ্ট্র জয় !'
মন্দ্রিবে জীমূতবৃন্দ হিমাদ্রি-শিখরে,
গর্জ্জিবে দক্ষিণে সিন্ধু উত্তাল তরঙ্গে,—
'ভারতের স্বাধীনতা,—মহারাষ্ট্র জয় !'
এই জয় সিংহনাদ করিবে প্লাবিত
পূরবে চট্টলাচল, পশ্চিমে গান্ধার।
যথা এই মহামন্ত্র হইবে ধ্বনিত,
আর্য্যের শৃঙ্খল-ভার পড়িবে খসিয়া
তুষার শৃঙ্খল যথা ত্বিষাম্পতি-করে।
কাঁপিবে মোগলপতি দিল্লী সিংহাসনে
দিবসে, শুনিয়া এই মহামন্ত্র ধ্বনি ;
ডাকিবে নিশীথ স্বপ্নে—শিবজী ! শিবজী !
করিব মোগললক্ষ্মী ছায়া পরিণত,
শিশু যেন পারে তারে ফেলিতে ঠেলিয়া।
শান্তিব শান্তায়, আমি দণ্ডিব দাম্ভিকে,
বীরেন্দ্র ! ভারত রাজ্য করিব উদ্ধার !
বীরবর তুমি, এই প্রমাণ তাহার
রহিয়াছে বক্ষে মম'—দেখিলাম, দেবি,

শিবজীর বক্ষে এক দীর্ঘ অস্ত্র লেখা—
'রহিয়াছে স্পষ্টতর, পঞ্চ দুর্গ সম
পুনা দুর্গে হত মম পঞ্চ সহচরে।
বীরেন্দ্র কেশরী তুমি, আর্য্যকুল রবি ;
কিন্তু এই বীররত্ন বল বিনিময়
করেছ কি যবনের দাসত্বের তরে ?
'শিবজী ! দাসত্ব তরে ?'—কহিলাম আমি,
দুর্ব্বল ধমনী-স্রোতে হইল সঞ্চার
বিদ্যুতাগ্নি—'দাসত্ব ?—না, না, তাহা নহে ;
যবনের যুদ্ধনীতি শিখিতে ; দেখিতে
মহারাষ্ট্র পরাক্রম ; পরীক্ষিতে, হায় !
আর্য্যের গৌরবরবি, ভারতে আবার
হইবে কি সমুদিত ;—হায় ! অসহায়,
দুর্ব্বল একক আমি ! কিন্তু বীরবর !
ভারত উদ্ধার-ব্রতে দিয়াছি ভাসায়ে
দুর্ব্বল জীবন তরী, অদৃষ্ট সাগরে।'—
—'সেই স্রোতে আনিয়াছে শিবজী শিবিরে
বীরেন্দ্র তোমায় ! বীরকুলর্ষভ তুমি !
লও এই তরবারি,—বীর অলঙ্কার—
ভারত উদ্ধার ব্রতে ! বসিয়া শয্যায়
ভীরবৎ, লইলাম করে করবাল।
'তব মন্ত্রে অভিষিক্ত হইলাম আজি,
গুরুদেব ! লইলাম বীর অসি তব,—
হায় রে, অযোগ্য আমি। ভুবন-বিজয়ী
অসি তব, শোভিবে কি এ দুর্ব্বল করে ?
কেশরীর বজ্রনখ শোভিবে শশকে ?

কিন্তু, গুরুদেব, এই ভিক্ষা চাহে দাসে—
আর্য্য স্বাধীনতা রণে সর্ব্ব সম্মুখীন
নাহি দেখ যদি তব অসি ভয়ঙ্করী;
না পারে লিখিতে যদি, আর্য্য অরি বুকে,
আর্য্যসুত-পরাক্রম, বীরত্ব প্রমাণ,
নশ্বর অক্ষরে; সেই দিন, গুরুদেব!
এই কাপুরুষ ভুজ কাটি সকৃপাণ,
প্রদানিও উপহার শৃগাল কুক্কুরে।
আমূল এ অসি কিংবা বসাইও বুকে
বীরেন্দ্রের!'—মহারাষ্ট্রপতি আলিঙ্গিয়া
উন্মত্তের মত দাসে চাহি ঊর্দ্ধপানে,
কহিলা—'ভারত ভূমি! হেন রত্ন, হায়!
থাকিতে তোমার অঙ্কে, কে বলে তোমায়
দুঃখিনী, জননি!'—দুই,—দুই বিন্দু বারি
ঝরিল মস্তকে মম। দেখিলাম, দেবি,
সেই সন্ধ্যালোকে, সেই সায়াহ্ন তিমিরে
প্রশান্ত বদন-কান্তি,—আনন্দ ভীষণ।
"বলিব না, দেবি, সেই দিন হ'তে যেই
মহারাষ্ট্র দাবানলে হইল সৌরাষ্ট্র
ভস্মীভূত; হায়! যেই মহারাষ্ট্র ভীম
প্রভঞ্জনে, আর্য্য-ধর্ম্ম বিদ্বেষী যবন,
মক্কা-যাত্রী দুরাচার, হইল তাড়িত
পশ্চিম সাগরে, পরে কি কারণে, দেবি,
হইল রহস্য-পূর্ণ সন্ধি পুরন্দরে।
কি কারণে মোগলের পতাকা ছায়ায়
যুঝিনু বিজয়পুরে, দেখানু দিল্লীশে

মহারাষ্ট্র পরাক্রম সম্মুখ সমরে।
শিবজীব দিল্লী যাত্রা ; হায় ! কারাবাস,
—বিশ্বাসঘাতক, দেবি, পাপী আরঙ্গজীব।—
সকলি রহস্যময়। কিন্তু, ভগবতি,
কে পারে রাখিতে সিংহ ঊর্ণানাভ-জালে ?
"এক দিন, ভগবতি ! নিশীথ সময়ে,—
তমিস্রা রজনী ঘোরা !—ভাবিতেছি আমি
একাকী দিল্লীতে এক কক্ষবাতায়নে
নিরখি নক্ষত্র পানে। ভাবিতেছি—এই
নিশীথিনী মত, আজি ভারত অদৃষ্ট
তমাবৃত, বীরচন্দ্র শিবজী বিহনে।
'বীরেন্দ্র !'—চমকি, দেবি, দেখিনু ফিরিয়া
ভীষণ সন্ন্যাসী এক—ভৈরব মূরতি।
'বীরেন্দ্র !'—বলিয়া যোগী সহাসি বদনে,—
'পূর্ণ মম মনোরথ। ভ্রান্ত আরঙ্গজীব
দস্যুপতি শিবজীর বীর পরাক্রম
দেখেছে বিজয়পুরে। দেখেছে অরণ্য-
বাসী মৃগেন্দ্র কেশরী, নহে পরাক্রম-
হীন অনরণ্য দেশে। বুঝিবে প্রভাতে,
যেই অস্ত্রে আরঙ্গজীব দিল্লীর ঈশ্বর,—
বুঝিবে শিবজী তাহে নহে অনিপুণ।
চলিলাম এই বেশে ; দাক্ষিণাত্যে পুনঃ
জ্বালিব যে রণানল, দিল্লীতে বসিয়া
জ্বলিবেক আরঙ্গজীব উত্তাপে তাহার।
যাও চলি, বীরবর, দেশে আপনার,
প্রণয় 'কুসুম' হার পর গিয়া গলে—

বীর-আভরণ বামা! কিছুদিন পরে
পূজিবারে চন্দ্রনাথ যাইব চট্টলে;
ভুলিও না। বরিবে তব জনকে শিবজী
পূরব ভারতেশ্বর! ডাকিবে তোমারে,
'কুমার বীরেন্দ্র' বলি আদরে আবার!
অস্থান,—সময়াভাব—বলিব না আর।'
বিদ্যুতের মত যোগী হ'ল অন্তর্দ্ধান
আলিঙ্গিয়া প্রেমভরে; রহিলাম আমি
চিত্রার্পিত দাঁড়াইয়া কক্ষ বাতায়নে।
"পালিলাম গুরু-আজ্ঞা; ফিরিলাম দেশে,
উৎসাহে উন্মত্ত প্রাণ। বহুদিন পরে
আসিলাম কালীঘাটে; হায় বজ্রাঘাত
হইল মস্তকে, দেবি! শুনিনু তথায়
এক ব্রাহ্মণের মুখে—নবাগত বিপ্র
স্বদেশ হইতে—শুনিলাম, ভগবতি!
আরাকান-অধিপতি, মগ দুরাচার,
—সুজা হত্যাকাণ্ড যার বীরত্ব, বিক্রম!
দস্যু পর্ত্তুগিস্ সহ মিলিয়া আহবে—
ভুজঙ্গে বৃশ্চিকে মিলি!— করিয়াছে চুরি
পিতৃরাজ্য; নিরুদ্দেশ জনক আমার।
দ্বিতীয় সংবাদ, মাতঃ, আরো বিষময়!
শুনিলাম দেশে রাষ্ট্র,—হইয়াছি আমি
জাতিভ্রষ্ট, ধর্ম্ম-চ্যুত; পশিয়া যবন
সৈন্যে, দাক্ষিণাত্য রণে হয়েছি আহত।
হায় রে জীবন বৃন্তে কুসুমিকা মম
শুকাইছে দিন দিন। কে সে কুসুমিকা,

শুনিতে বাসনা তব। কে সে?—কুসুমিকা
বাল-সহচরী মম; কৈশোর-সঙ্গিনী;
যৌবনের সুখ-স্বপ্ন;—অশ্রান্ত বাসনা;
মরুময় জীবনের সরসী শীতল।
মানব-হৃদয়, দেবি, নহে আজ্ঞাধীন—
নহে দর্শনীয়। হায়! পারিতাম যদি
খুলিতে অন্তরদ্বার, দেখিতে তথায়
নাহিক হৃদয় মম; রূপান্তরে তার
বিরাজিছে কুসুমিকা—হৃদয়-রূপিণী!
"ভগবতি, রঙ্গমতী নিবিড় কাননে
অঙ্কুরিত ছিল এক তরু সুকোমল।
কোথা হতে, মরি! এক কনকবল্লরী
আসিয়া মিলিল সেই তরু সুকুমারে
আচম্বিতে। দেবি! দিন দিন তরু লতা
বাড়িতে লাগিল; দিন দিন লতা তরু
অনন্ত বেষ্টনে, হায়! বেষ্টিত হইল।
যতই নিদাঘ-শিখা হইত প্রখর,
উজ্জ্বল; যতই শীত হইল শীতল;
আলিঙ্গিত পরস্পরে তত গাঢ়তর।
বসন্ত কোকিল কণ্ঠে, মলয় অনিলে,
আলাপিত পরস্পরে; দেখিত যুগলে
অতৃপ্ত, যুগল শোভা; ভাসিত আবার
অনিবার বরিষার আনন্দ সলিলে।
কি হেমন্ত, কি বসন্ত, শরত, শিশির,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, কিংবা দিবা নিশি, কালাকাল,
সুখ, দুঃখ, না পারিত ঘুচাইতে, দেবি,

সেই প্রেম আলিঙ্গন—স্বভাব-বেষ্টন,—
অবিচ্ছিন্ন, অপার্থিব! ভগবতি, এই
বীরেন্দ্র সে তরু, সেই লতা কুসুমিকা!
"আজি সেই লতা, দেবি, বিশুষ্ক আমার,
শুনিনু ব্রাহ্মণমুখে,—জাতিভ্রষ্ট আমি!
হায় রে! শুনিনু যেন বধাজ্ঞা আমার
বিচারক-ভীম-কণ্ঠে। কি যেন হঠাৎ
মস্তিষ্ক হইতে মম হইল নির্গত।
হু হু শব্দ শুনিলাম শ্রবণে কেবল।
দেখিনু হৃদয় শূন্য, শূন্য ধরাতল,—
দাহ্যমান মরুভূমি! ভাসিল নয়নে
সচঞ্চল, নিরাকার, জ্যোতিশ্চক্র রাশি।
কি করিনু, কি কহিনু, দেখিনু, শুনিনু,
নাহি পড়ে মনে, দেবি; কিছুক্ষণ পরে
জানিলাম, তরী বক্ষে, চলেছে স্বদেশে।
শেষে দুরদৃষ্ট, এই তটিনী-সলিলে
কি ঘটা'ল, ভগবতি!——"

এমন সময়ে

"উঠ মা! উঠ মা!"—বলি, মন্দির কপাটে
মৃদু মৃদু বাহিরে কে করিল আঘাত।
সেই কণ্ঠে সে আঘাতে, চেতনা সঞ্চার
করিল তাপসী অঙ্গে। সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ছাড়ি ত্রস্তে উদাসিনী উঠিলা যখন,
দেখিলা বীরেন্দ্র, দুই বিন্দু অশ্রুবারি
পবিত্র নয়ন হ'তে, অঙ্কিয়া কপোল
পড়িল বসন বক্ষে—দুটী তারা যেন।

ধীরে ধীরে তপস্বিনী খুলিলা কপাট।
শীতল সমীর-স্রোতে পশিল মন্দিরে
উষার আলোকরাশি ;—রজনী প্রভাত।

তৃতীয় সর্গ।

—*—

চন্দ্রশেখরে।

পুণ্য তীর্থ সীতাকুণ্ড শোভিছে উত্তরে
কনক চম্পকারণ্য। গর্জ্জিছে দক্ষিণে
হুঙ্কারি বাড়বানল—মানব বিস্ময়!
পশ্চিমে নিরগ্নি কুণ্ড, ব্যাস সরোবর।
বহিতেছে নিরন্তর পূর্ব্বে কলকলে
কলকণ্ঠা মন্দাকিনী—স্বর-প্রবাহিণী।
পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড!—অপ্সরা প্রদেশ,
জ্যোতির্ম্ময়, মনোহর! পরিপূর্ণ, মরি,
প্রকৃতির ইন্দ্রজালে ;—জলেতে অনল,
অনল পাষাণে ;—আজি শিব-চতুর্দ্দশী,
আজি রমণীর চারু নয়নে অনল।

সুদূরে দক্ষিণে, মহা অরণ্য ভিতরে
কল্লোলে কুমারীকুণ্ড—চারু নির্ঝরিণী।
মধুর কুমারী কণ্ঠ তর তর তরে
লইয়া বর্ব্বরী নদী নেমেছে সাগরে,
চক্রে চক্রে শুনাইয়া ভূধর শৃঙ্খলে
নিরমল, সুশীতল, সলিল সঙ্গীত।

সলজ্জ কুমারীকুণ্ড আছে লুকাইয়া,
নিবিড় অরণ্যময় পর্ব্বত-গহ্বরে,
বঙ্গের কুমারী যেন বঙ্গ অন্তঃপুরে।
ক্ষুদ্র বারিবিম্বচয় ফুটিতে মিশায়,
আ মরি! লজ্জায় যেন, প্রণয় অঙ্কুর
কুমারী হৃদয়ে যথা। নাহি হেথা সেই
অনল ঝঙ্কার, প্রেম হুতাশন শিখা,
যৌবন-সুলভ। কিন্তু প্রেমরূপী বহ্নি
দেখালে সলিলে, হাসি মুহূর্ত্তেক অগ্নি
কুমারী হৃদয়ে, কুমারী-লজ্জায়, মরি
যায় মিশাইয়া।

কার তরে হায়!
এই প্রেম-বিম্ব-রাশি ফুটিছে, মিশিছে;
কার প্রেম-অগ্নি-শিখা জ্বলিছে, নিবিছে
কে বলিবে, হায়! আমি জিজ্ঞাসিব কারে।
অবাক্ অচলশ্রেণী, বিটপী নির্ব্বাক্,
আছে দাঁড়াইয়া ঘেরি ঘোর প্রসরণে!
কোথায় কুরঙ্গগণ করিছে চীৎকার;
নাচিছে রিশাল; * ডাকে কানন-কুক্কুট;
নির্জ্জনে কুজনে কোথা কানন-কপোত।
কোথায় কর্ক্করী নদী কুলুকুলু কলে
প্রতিরোধী শিলাপদে করিছে বিনয়
অনন্ত কালের তরে; কিন্তু শিলাখণ্ড
রহিয়াছে অচঞ্চল, ক্ষুদ্র দৈত্য সম,
সগরবে নিরুত্তরে। হায়! এই ঘোর

* পক্ষিবিশেষ ইহার দীর্ঘ পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ চন্দ্রক রাশিতে ভূষিত।

নির্ম্মম, নির্জ্জন বনে, কেন কুমারীর
অনন্ত কৌমার্য্য ব্রত, কে কবে আমারে?
সপ্ত জিহ্বাত্মক বহ্নি, কুমারী উত্তরে,
জ্বলিছে বাড়ব কুণ্ডে নিবিড় কাননে!
মহাতেজস্কর অগ্নি! সলিল হইতে
উঠিতেছে মহাদর্পে ঘোর গরজনে!
হায় মাতঃ আর্য্যভূমি! না পারি সহিতে—
জগত আরাধ্যা তুমি!—এত মনস্তাপ,
অন্তর-নিরুদ্ধ ক্রোধ,—অশক্ত, নিষ্ফল;—
করি'ছ কি বিনির্গত, এই ক্ষুদ্র পথে,
এই নির্জ্জন কাননে?

বাড়ব উত্তরে

জ্বলিত প্রলয়াগ্নি শত জিহ্বাত্মক,
গর্জ্জিয়া অশনি মন্দ্রে ভৈরব রবাবে।
দৈত্য যুদ্ধে মহাশক্তি মহাক্রুদ্ধা যবে,
—গলদ্রক্তনিভাননা—ছাড়িলা নিশ্বাসে
যেই কাল জ্বালানল, ভেদিয়া পাতাল,
দহিয়া সলিল রাশি, উঠিল হুঙ্কারি
এই কুণ্ডে। এক পার্শ্বে নদী জ্যোতির্ম্ময়ী
প্রবাহিতা, প্রপূরিতা উগ্রানলে সদা।
জ্বলন্ত তটিনীতীরে, বসি যোগেশ্বর
ধ্যানে মগ্ন; ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি' অহর্নিশ
প্রজ্বলিত কটাহাগ্নি,—মরি কি বিস্ময়!
ভারতের অধোগতি দেখি মহেশ্বর,
মহাযোগাসনে বুঝি বসেছিলা হায়!
ভারত-মঙ্গল-ব্রতে, মহারুদ্র-তেজে

ঝলসি ললাট। সীতাকুণ্ড-গিরিশ্রেণি!
এই মহামূর্ত্তি, এই অগ্নি ক্রীড়াভূমি,
কেন লুকাইলে তব অগম্য কান্তারে?
বারেক দেখাও হায়! সেই যোগেশ্বরে,
নিরখি নয়ন ভরি; কৃতাঞ্জলিপুটে
বারেক জিজ্ঞাসি তাঁরে,—আর কত দিনে
ভারতে স্তিমিত রবি হইবে উদয়?
কিংবা ঝাঁপ দিয়া সেই কটাহ অনলে,
বাঙ্গালি-জীবন-জ্বালা নিবাই অকালে!

মধ্যদেশে চন্দ্রনাথ। তাহার উত্তরে
আবার জ্বলিছে অগ্নি লবণাক্ত জলে,
গুরুধ্বনি গিরিমূলে, জ্বলিছে প্রস্তরে।
সূর্য্যকুণ্ডে স্বর্ণপ্রভ দেব বৈশ্বানর,
বিরাজিত। কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডে ওই, মরি
কি বিস্ময়! গিরিশৃঙ্গে নিত্য নির্ঝরিণী!
নাহি অগ্নি, তবু কুণ্ড উত্তপ্ত-সলিল!

বিস্ময়-প্লাবিত-চিত্ত পথিকের কাণে
কি ওই মধুর ধ্বনি? এ অপ্সরাপুরে,
বাজে কি অপ্সরা বাদ্য নির্জ্জন গহ্বরে
মধুর নিক্কণে? পূর্ব্বে সুমধুর কলে
ঝরিছে 'সহস্রধারা' ধারা মনোহরা,
উচ্চ ভীম শৃঙ্গ হতে সহস্র ধারায়,
মরি যেন গিরিমূলে অনন্ত বরিষা!
আহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আজি চতুর্দ্দশী
আজি শিলাসনে বসি, শুনিতে শুনিতে
কম কণ্ঠে হুলুধ্বনি; ভীম কণ্ঠে ঘোর

"হর, হর, বম বম" ; বিরাম সময়
তরল সলিল, বন বিহঙ্গ সঙ্গীত ;
কদাচিত নিরমল মলের ঝঙ্কার,
ততোধিক নিরমল কোমল চরণে ;
আভরণ রণ রণ ; দেখিতে দেখিতে
শ্যামল পর্ব্বত অঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল
স্ফটিক সলিল ধারা,—শ্বেত পুষ্পমালা
মাধব উরসে যেন ; পর্ব্বত-গহ্বরে
উলঙ্গ প্রকৃতি-শোভা ; দেখিতে দেখিতে
সগুস্নাতা, মুক্তালকা, সিক্তলগ্নবাস্তা,
রমণী রূপের শোভা—মাধুর্য্য লহরী—
হইলাম হৃতমনা। হায় রে তখন
কি করিনু, কোথা গেনু, নাহিক স্মরণ,
ডুবিল মানস আত্ম-বিস্মৃতি-সাগরে।

অশ্রুত সঙ্গীতধ্বনি ধ্বনিল শ্রবণে,
অনাঘ্রাত পরিমল ভাসিল চৌদিকে
আকুলিয়া প্রাণ ; নহে স্নিগ্ধ, নহে উষ্ণ,
নহে বা মলয়, হেন সমীরণ- স্রোতে
জুড়াইল কলেবর, অন্তর অন্তর।
দেখিনু সম্মুখে এক অপূর্ব্ব কানন,
শ্যামল ভূধর শৃঙ্গে, নীরব, নির্জ্জন,
কৈলাসপ্রতিমারণ্য। বেষ্টিয়া স্তবকে
চক্রাকার গিরিশৃঙ্গ শোভিছে চৌদিকে
নিবিড় চম্পক বন। ফুটেছে চম্পক,
নানাজাতি পুষ্প সহ, পত্রের মাঝারে।
সৌরভে মধুপ মত্ত, প্রমত্ত পবন।

ঘনশ্যাম দূর্ব্বাদলে পড়েছে খসিয়া
অগণ্য কুসুমরাশি, অম্লান. অবাসি ;
রেখেছি খুলিয়া, অঙ্গ-আভরণ যেন
কানন-বিহার হেতু প্রকৃতি সুন্দরী।
সেই পুষ্পরাশি মাঝে ভ্রান্ত কুরঙ্গিণী
বসেছে কুরঙ্গ সহ মুখে মুখ দিয়া,—
প্রেম মধুরতা মাখা নয়ন বিলোল।
আনন্দে শাবকগণ নাচিছে, ছুটিছে,
আস্ফালিয়া ক্ষুদ্র শৃঙ্গ, পত্রের মর্ম্মরে
উঠাইছে কর্ণ কভু চমকি সভয়ে।
কোথায় শশকবৃন্দ পাদপ-ছায়ায়
বিশ্রামিছে ; রাশীকৃত শ্বেত পুষ্পে যেন
বনদেবী পূজিয়াছে তরুমূল, কিংবা
ফুটিয়াছে যেন শ্বেত স্থলপদ্ম রাশি
উজলি কানন ! জ্বলে রক্ত নেত্র ; জ্বলে
সূর্য্যমণি-শিলা যথা রবির কিরণে।
পেখম তুলিয়া শিখী শিখিনীর পাশে
নাচিতেছে প্রেমানন্দে, বিকাশি ভানুর
করে ইন্দ্রধনু ছটা।

দেখিনু সম্মুখে—

কি দেখিনু ? নরনেত্রে দেখে নাই যাহা !
সম্মুখে গোষ্পদরূপী শিলাকুণ্ডে বসি
পার্ব্বতী শঙ্কর !——মূর্ত্তি ত্রিদিব সুন্দর।
পদ্মাসনে আলিঙ্গনে, বসিয়া দম্পতি,
প্রেমোন্মত্ত, অবশাঙ্গ আনন্দে বিহ্বল।
শোভিতেছে অর্দ্ধচন্দ্র চন্দ্রাপীড়-শিরে ;

হাসিতেছে পূর্ণচন্দ্র গৌরীর বদন
বাম অংসোপরে, যেন শারদ গগনে।
মদনে, মাদকে, অৰ্দ্ধ নিমীলিত আঁখি,
অপাঙ্গে চাহিয়া আছে সেই মুখ পানে,—
অচঞ্চল, অপলক। যেই নেত্রানলে
মদন হইল ভস্ম, সেই নেত্রামৃতে
নিশ্চয় বাঁচিত আজি বিদগ্ধ মন্মথ।
ঈষদ বঙ্কিম গ্রীবা; যুগল বদন
ঈষদে পরশি, মরি, শোভিতেছে যেন
রাহু পরশিয়া চাঁদে! মিশিয়াছে দীর্ঘ
জটাভার ঘন কৃষ্ণ বিমুক্ত চিকুরে।
দম্পতির এক কর গলায় গলায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে; শোভে অন্য কর
উমার কোমল অঙ্কে। পদ্মাসনে এক
পদ; প্রেম-সম্মিলনে পদ অন্যতর
ঝুলিছে অসাবধানে কুণ্ডের সলিলে,—
বিকচ কমলদ্বয় ভাসিতেছে যেন,
আসন হইতে ঝরি মকরন্দ ভারে!
পাতাল হইতে বারি উঠি অবিরত,
প্রক্ষালি, অমরারাধ্য চরণ যুগল,
উছলি উছলি ওই ছুটিছে দক্ষিণে,
পড়িছে সহস্র ধারে, সহস্রধারায়।
প্রেম-অবতার মূর্ত্তি!—ভাবিলাম মনে
নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা, বিশ্ব-বিমোহিনী,
তপ্ত কাঞ্চনের কান্তি, অনন্ত যৌবনা,
রত্নরাজি ঝলসিতা, বরিয়াছে হায়!

ত্রিশূলী রুদ্রাক্ষমালী পথের ভিখারী,
পরিধান বাঘাম্বর, পৃষ্ঠে ভিক্ষা ঝুলি!
অপূর্ব্ব প্রেমের গতি! ভেসে গেল তাহে
ত্রিদিব বিভবরাশি, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, মরি! সুধাকর সুধা,
এই ভিখারীর প্রেমে,—চলেছে ভাসিয়া
পত্র পুষ্প চয় যথা ওই কুণ্ড স্রোতে;
আঁধারিল ত্রিনয়ন, দ্রবিল পাষাণী।
উমেশ এ প্রেমবলে ত্রিদিবে মহেশ,—
মহাদেব! উমাপতি ত্রিভুবনপতি!
দুর্ল্লভ অমৃত প্রেম! দেবারাধ্য ধন।
এমন সময়ে এক বিদ্যুৎবরণী
দেখিনু সম্মুখে, মুক্তকেশী! ভাবিলাম—
অনঙ্গের ভস্ম লয়ে অনঙ্গ-মোহিনী
চলেছে কামারি কাছে, কামোন্মত্ত যবে,
বাঁচাইতে কামে। চাহি কামিনীর পানে
কহিলাম—"কামেশ্বরি! কহ এই দাসে
এই কি চম্পকারণ্য দেবতাদুর্ল্লভ,
মানব-নয়নে যাহা নহে দর্শনীয়?"
"চম্পকারণ্য!"—কৌতুকে হাসিল সুন্দরী,—
"এ যে ব্যাস সরোবর।" দেখিনু ফিরিয়া
নাহি সে চম্পক বন, পার্ব্বতী শঙ্কর;
ব্যাস সরোবর তীরে দাঁড়াইয়া আমি!
সম্মুখে বিভূতি করে, কনকরূপিণী,
সহস্র-ধারার সেই স্নাত রূপরাশি!
পতির নিগ্রহে সতী, দক্ষ-যজ্ঞাগারে,

ত্যজিলে জীবন, পত্নী-মৃত-দেহ শিরে,
উন্মত্ত উমেশ হায়! ভ্রমিতে লাগিলা
পতি-পরায়ণা-পত্নী-বিরহে বিহ্বল।
মরি কি পবিত্র চিত্র! হেন পতিভক্তি,
পত্নী-প্রেম, সতীত্বের আদর্শ দুর্লভ,
আছে কি জগতে? কোথা সুসভ্য ব্রীটন;
গত-স্মৃতি গ্রীস, রোম; উরুপা; মার্কিন,
কে আছ জগতে আর? দেখাও একটী,—
একটী আদর্শ হেন, পতিত ভারতে।
ভারতের ধর্ম্ম-নীতি, সাহিত্য, দর্শন,
যা'ক রসাতলে। যত দিন, হায়, এই
পতি-অপমানে পত্নী-দেহ-বিসর্জ্জন,
পত্নী-শোকে-মৃত-দেহ মস্তকে ধারণ,
থাকিবে স্মরণ, তত দিন ভারতের
গৌরব-কেতন উচ্চে উড়িবে আকাশে।
এমন সতীত্ব-রত্ন—অপার্থিব ধন—
ভারত ভাণ্ডার বিনা সম্ভবে কোথায়?
এই চিত্র—এই প্রেম, আত্ম-বিনাশন,
এই প্রেম-উন্মত্ততা, দুঃখী বঙ্গবাসী
রাখ প্রতি ঘরে; পূজ নিত্য দেবালয়ে
এই সতীত্বের মূর্ত্তি; জীবন তোমার,
হইবে আনন্দময়, সুখ-পারাবার।
পবিত্র সতীত্ব—আহা! কি বলিব আর—
মহেশ্বর মহাদেব-মস্তক ভূষণ!
ব্যাসকুণ্ড তীরে ওই বটবৃক্ষ মূলে,
করিলেন অশ্বমেধ যাগরে যথায়

মহর্ষি বাদরায়ণ, অগ্নিকোণে তার,
দক্ষজা-দক্ষিণ-ভুজ, বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন
পড়েছিল হায়! এই কম্পা নদী তীরে।
দক্ষিণা-শক্তি-রূপিণী কালী ভয়ঙ্করী,
শবস্থা, নৃমুণ্ডমালী, নাগোপবীতিনী,
চন্দ্রার্দ্ধধারিণী কৃষ্ণা, দিগম্বরী ভীমা,
সব্য হস্তে মুক্ত খড়্গ, দক্ষিণে অভয়,
লেলিহান মহাজিহ্বা, উজ্জ্বলদশনা,
ছিলা বিরাজিতা ;—সতী অঙ্গজা ভীষণা,
ভারতের সতীত্বের শত্রুবিনাশিনী!
জগতের যত তীর্থ, যত দেব, দেবী,
বেষ্টিয়া দক্ষিণা-শক্তি কম্পা নদী তীরে,
দশ মহাবিদ্যা সহ, ছিলা বিদ্যমান।
দেব বাদ্য, দেব নাট্য, দেবতার গীত,
দেবতার ক্রীড়াধ্বনি, আনন্দ লহরী,
ভাসিত বাসন্তানিলে। শ্যাম তরু-শাখে
খেলিত বিহঙ্গচয়; জলচর সহ
রমিত অপ্সরাঙ্গনা কম্পার সলিলে ;—
অতি রমণীয় স্থান, অদৃশ্য মানবে।

অদূরে 'চন্দ্রশেখর—জ্যোতির্ম্ময় ঋষি
যেন, মহাধ্যানে রত। যোগানল শিখা
জলে অঙ্গে স্থানে স্থানে 'জ্যোতির্ম্ময়' রূপে।
পদতলে 'ক্রমদীশ' কক্ষে 'বিরূপাক্ষ',
উত্তরীয় 'মন্দাকিনী', শিরে 'চন্দ্রনাথ' শোভে
প্রবাল মুকুট সম শ্বেত হর্ম্ম্য যার।
রাজেন্দ্র দর্শনাভিলাষী দরিদ্র যেমতি,

ভজিয়া প্রহরী, পূজি' মন্ত্রী-পারিষদ,
পায় রাজ দরশন, প্রথমে তেমতি
অনুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে, পূজি' ভক্তিভরে,
'ক্রমদীশ শম্ভুনাথ'—শৈলাঙ্গ শঙ্কর
অষ্টমূর্ত্তি সমাযুক্ত ; পূজি' অতি উচ্চে
অর্দ্ধ পথে 'বিরূপাক্ষ' ; আরোহি' দুর্গম
পথ, অবসন্ন যাত্রী পায় দরশন
'চন্দ্রশেখরের' অভ্রভেদী শৃঙ্গবর :
কিন্তু দরশন মাত্র, জুড়াই নয়ন
পথিকের, মরি শৃঙ্গ কিবা মনোহর !
বিশাল বিটপি-বট-চন্দ্রাতপ তলে,
নির্জ্জনে, বসিয়া এই শীতল ছায়ায়
যে দিকে ফিরাবে আঁখি———মহা প্রদর্শনি :
প্রকৃতির অনর্গল অনন্ত ভাণ্ডার !
পশ্চিমে নীলাম্বু রাশি,—অনন্ত, অসীম,—
অনন্ত নীরজ শোভা রেখেছি খুলিয়া
মধ্যাহ্ন রবির করে ! নাচিছে গাইছে
সিন্ধু, জ্বলিছে নিবিছে। হাস্যময় বারি ;
ক্রীড়াশীল, ব্রীড়াশীল, কৌতুক আবহ।
কৌতুকে অনন্ত কর তুলিয়া ঈষদ,
প্রণমে চন্দ্রশেখরে। কৌতুকে শেখর
অসংখ্য বিটপী ভুজে করে আশীর্ব্বাদ,
শ্যামল পল্লব-কর করি সঞ্চালন।
কে বলে কেবল রত্ন রত্নাকর-তলে ?
কত রত্ন রাশি, কত রত্নের লহরী,
পর্ব্বত প্রতিম রত্ন, ঝলসে উপরে

মধ্যাহ্ন ভাস্করে।

পূর্ব্বে বিস্তারিয়া কায়
অনন্ত পার্থিব রাজ্য—বিচিত্র বসুধা।
শোভে গ্রাম সারি সারি বিটপী সজ্জিত,
পীত শস্যক্ষেত্র মাঝে, উপবন মত ;—
শ্যাম দ্বীপপুঞ্জ যেন হরিত সাগরে।
তরুসনে তরুগণ অঙ্গ মিশাইয়া;
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে অসংখ্য শাখায়,
শোভিতেছে স্থানে স্থানে, নানা অবয়বে—
প্রকৃতির উপবন। শোভিতেছে মাঠে
গোপাল, মহিষপাল ; যেন নানাবর্ণ
স্থলজ কুসুম রাশি ফুটেছে প্রান্তরে।
তড়াগ দীর্ঘিকা গণ শোভে অগণন,
প্রবালের ফোঁটা যেন বসুধা ললাটে,
ঝল ঝল রবি করে। প্রবালের হার,—
পর্ব্বত-বাহিনী দীর্ঘ স্রোতস্বতীচয়।

ব্যাপিয়া নয়ন পথ, উত্তরে দক্ষিণে
সুদীর্ঘ তরঙ্গায়িত পর্ব্বত-লহরী,—
গিরির পশ্চাতে গিরি, অনন্ত শৃঙ্খলে !
প্রকৃতি কৌতুকশীলা, আহা মরি ! যেন
উপহাসি মহার্ণবে দেখায় ভীষণ
তরঙ্গ-লহরী-লীলা ভূধরশিখরে,—
অচঞ্চল, অতরল, অমর, অটল।
মধ্যস্থলে চন্দ্রনাথ, ভীষণ মূরতি,
প্রকৃতির শৈলসৈন্যে মহারথী যেন,
ভীমকায় বীরবর, সসৈন্যে সজ্জিত

অনন্ত সমুদ্র সহ মহাযুদ্ধে যেন।
আবৃত বিপুল দেহ পাষাণ কবচে
দুর্ভেদ্য, সজ্জিত তনু অসংখ্য আয়ুধে,
মহা মহীরুহে, মহৎ শিলাখণ্ডচয়ে।
জ্বলিতেছে রোষানল ধক্ ধক্ ধক্
'জ্যোতির্ম্ময়' অগ্নিশিখা ; মহাযুদ্ধকালে,
নির্গত হইয়া বহ্নি ঘটাবে প্রলয়।
কিন্তু চন্দ্রশেখরের শিখর উপরে
নাহি সেই বীরভাব ; আহা ! মরি হেথা
সকলি মধুর। ওই মধুর অনিলে
কোমল শ্যামল পত্র মর্ম্মরে মধুরে ;
আরণ্য রসুন-চৌকি নির্জ্জনে-মধুরে
বাজাইছে ঝিল্লী ; শুনি আরণ্য কদলী
বিছাইয়া রবিকরে শ্যাম পত্রাবলি,
সুগোল শীতল তন্বী, হাসিছে মধুরে
শ্যামল কানন কোলে। থেকে থেকে মরি !
দয়েল দিতেছে তান ; গাইছে কুক্কুট,
স্বনে স্বনে ; বৃক্ষে বৃক্ষে নাচিছে বিশাল।
আজি শিবচতুর্দ্দশী, আজি সুমধুরে
বামাকণ্ঠ-হুলুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে !
মন্দির-প্রাঙ্গণে ওই বট-বৃক্ষ-তলে,
ছায়াতে বসিয়া এক তপস্বী যুবক,
উদয় অচলে যেন দেব অংশুমালী।
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ; ভস্ম আচ্ছাদিত
দেব বৈশ্বানর যেন ; তেজঃপুঞ্জ যোগী।
বীরত্ব-গর্ব্বিত কান্তি ;— বিশাল উরস,

ক্ষীণমধ্য, উগ্র নেত্র, প্রশস্ত ললাট।
একটী গৈরিক শিরে; দ্বিতীয় পিন্ধনে,
তৃতীয়ে আবৃত দেহ উত্তরীয় ছাঁদে!
এইরূপে বীর যোগী বসি তরুতলে,
পাশুপত ব্রতে যেন তপস্বী ফাল্গুনি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে কিংবা ইন্দ্রজিত।
জ্বলিছে নয়নদ্বয়, ভস্মরাশি মাঝে
জ্বলিতেছে যেন দুই জ্বলন্ত অঙ্গার!
তানপূরা ঝঙ্কারে যোগী কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইতেছে; সুললিত সুস্বর লহরী
করি স্বরময় শৃঙ্গ, কখন তারায়
উঠিছে গগন-পথে তরঙ্গে তরঙ্গে,
তরঙ্গে তরঙ্গে পুনঃ কভু উদারায়
নামিতেছে ধীরে যেন পর্ব্বত-গহ্বরে—
অপূর্ব্ব পতন! সেই সঙ্গীত তরঙ্গে
প্লাবিত যাত্রিক যত, বেষ্টিয়া যোগীরে
বসেছে নীরবে সবে চিত্রার্পিত প্রায়,
চেয়ে গায়কের পানে। কিন্তু গায়কের
নেত্র ঈষদ চঞ্চল, ঈষদ ব্যাকুল,
বিরূপাক্ষ পথপানে চাহে ঘন ঘন।
ছুটিছে মানব-স্রোত বিরূপাক্ষ হতে,
চন্দ্রশেখরের শৃঙ্গ ভাসাইয়া, পুনঃ
চলিয়াছে অধোমুখে মন্দাকিনী সনে।
কত যাত্রী, দলে দলে আসিল নামিল,
কিন্তু তপস্বীর দুই অতৃপ্ত নয়ন
পড়ে আছে সেই পথে। এমন সময়ে

অন্য এক যাত্রীদল করিল প্রবেশ,
যোগীর কাটিল তাল, হাসিল আপনি।
শ্রোতৃগণ মধ্যে দুই দ্বারবান্ প্রতি
যাত্রিদের ব্রাহ্মণে কি করিল সঙ্কেত,
দেখিল তা যোগী। উঠি হিন্দুস্থানী-দ্বয়
আনন্দে কটিতে দৃঢ় কশিল বসন।
যাত্রিগণ চন্দ্রনাথ করি দরশন
নামিতে লাগিল যেই,—পশ্চাতে ব্রাহ্মণ,
অগ্রাতে চলিল সঙ্গে প্রহরীযুগল।
নামিয়াছে অৰ্দ্ধপথ। এমন সময়ে
"বাঘ! বাঘ! বাঘ" বলি করিয়া চীৎকার
ছুটিল সভয় বিপ্র, ছুটিল পশ্চাতে
সত্রাসে চীৎকার ছাড়ি, যাত্রিক সকলে
অধোমুখে,—হাহাকারে পূরিল কানন।
হতভাগ্য বামাগণ! কে চাহে কাহারে?
সকলেই মৃত্যুমুখে। আছাড়ে আছাড়ে
ক্ষতকায় কলেবর—একটী রমণী
মূর্চ্ছিত হইয়া পথে রহিল পড়িয়া।

দৃশ্যান্তরে, সন্নিকটে, অৰ্দ্ধ কলেবরে
চন্দ্রশেখরের অতি রমণীয় এক
পর্ব্বত-কোটর! পূর্ব্বে, উত্তরে, দক্ষিণে,
শিলাময় গিরিপার্শ্ব। শোভিছে উপরে
ঘন পল্লবের ছায়া; হাসিছে পশ্চিমে
জলন্ত সমুদ্র বনপল্লব বিচ্ছেদে।
শঙ্কাশত হস্ত হ'তে দেবী মন্দাকিনী
ঢালিয়া স্ফটিক ধারা, স্থজিয়াছে মরি!

কক্ষ পুরোভাগে এক অপূর্ব্ব নির্ঝর।
কক্ষ শিলাতল কাটি' নির্ঝর সলিল
অধোমুখে কলকলে নামিছে পশ্চিমে.
সরল ধারায় পুনঃ দ্বিতীয় শিলায়।
ঊর্দ্ধে, অধে, সলিলের প্রপাত-সঙ্গীত
অবিশ্রান্ত, অবিশ্রান্ত মুক্তা বরিষণ।
কক্ষের সম্মুখে এক ক্ষুদ্র বন-পথ
দুইটী মানব মূর্ত্তি—স্থির অচঞ্চল।
কি যেন শুনিছে দূরে শ্রবণ পাতিয়া!
এক মূর্ত্তি অবতীর্ণ মধ্যম যৌবনে।
দেহ অসৌষ্ঠবময়,—ব্যভিচারে শ্লথ,
হীনবীর্য্য, ক্ষীণতনু। ভ্রষ্ট দু'নয়ন
সার্দ্ধ ক্রোশ তলে যেন পড়েছে খসিয়া।
নাতিদীর্ঘ কেশে শূন্য-মস্তিষ্ক মস্তক
কণ্টকিত ; কেশরাশি সরল রেখায়
সুসজ্জিত, শজারুর কণ্টক যেমন।
পরিধান রক্ত চেলি, রক্ত চেলি গলে।
গ্রীবা বেষ্টি' এক অগ্র ঝুলিছে উরসে,
পৃষ্ঠদেশে লম্বমান অগ্র অন্যতর।
রক্তচন্দনের ফোঁটা শোভিছে ললাটে,
মধ্যে শুক্লচন্দনের বিন্দু মনোহর।
করে যষ্টি, কণ্ঠে কণ্ঠী, কর্ণেতে কুণ্ডল।
অন্য মূর্ত্তি?—চিত্রাতীত! কল্পনা বিজয়!
শ্যাম বর্ণ, খর্ব্বাকৃতি। নিতান্ত সংশয়
শরীরের দৈর্ঘ্য কিংবা নেমি উদরের
দীর্ঘতর? শোভিতেছে স্ফীত মহোদর,

চর্ম্মাবৃত তানপুরার তুম্বি মনোহর।
চতুষ্কোণাকৃতি মুখে নয়ন যুগল।
ভাসমান পূর্ণচন্দ্র। হায়! নাসিকার,
নয়নের সন্ধিস্থানে নাই নিদর্শন,
তদধে ভীষণ মূর্ত্তি, যুড়িয়া বদন!
উর্দ্ধবক্র অগ্রভাগ দ্বিগুণ ভীষণ!
বিহঙ্গের চঞ্চু জিনি অধরযুগল,
মরি কি বিচিত্র শোভা। হাসিলে আবার
ফাটি চঞ্চু কর্ণ হতে, মরি! কর্ণান্তরে,
ব্যাদানে বদন দুই সরল রেখায়,
বিকাশিয়া কৃষ্ণ-রক্ত গজদন্ত মালা।
এই মূর্ত্তি প্রৌঢ় কিন্তু মস্তকে তাহার
নাহি কেশ-চিহ্ন মাত্র, মসৃণ তালুকা
তৈলোজ্জ্বল ঘুচাইতে ফল ভ্রম, আছে
এক রেখা কেশাবলি বেষ্টিয়া মস্তক।
পরিধান শ্বেত বস্ত্র, অনাবৃতোদর;
কুঞ্চিত উড়না খানি বেষ্টিত মস্তকে।
আজি এই বন-পাশে, এই মূর্ত্তিদ্বয়
দাঁড়ায়ে নীরবে, অধোমুখে। বৃকোদর
করিয়া দক্ষিণ করে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ,
মদিরা-জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—
"এই শুন, ওই শুন, চৌবেজি তোমার
পড়িলেন রণে বুঝি! কি করিবে দোবে?
নাহি রক্ষা আজি। কত নিষেধিনু তোরে
বনের ভিতরে ভাল নহে এ রহস্য;
নাহি স্নান, নাহি খাদ্য, ততোধিক নাহি

পালাবার পথ। কিন্তু মৃত্যুমুখে রোগী
গিলে না ঔষধ ! হায়। কেমন প্রবৃত্তি
তোর না পারি বুঝিতে। মণ্ডায় যেমন
ভরে না উদর মম, রমণী-সতীত্বে
তেমতি উদর তব হয় না পূরণ।
বিধাতা করিত যদি দিনেক আমারে
রমণীর অধিকারী ; মনের আনন্দে
তবে বেচিতাম আমি, রমণী সামান্যা
মণ্ডার গণ্ডায়, লাল-মোহনে রূপসী।
এ দুয়ের মধ্যে যদি একের লাগিয়া
হইতে উন্মত্ত তুমি, পারিতাম আমি
বুঝিতে সে মনোভাব। কিন্তু হায় ! এই
অতৃপ্ত পিপাসা কেন রমণীর তরে ?
কি ছার বদনচন্দ্র মুদ্রাচন্দ্র কাছে,—
অখণ্ড মণ্ডলাকার, সর্ব্বশক্তিমান,
একমেবাদ্বিতীয়ম্, চক্র সুদর্শন !
ত্রিদিব সঙ্গীত সেই রজত ঝননা,
মরি মরি কি মধুর ! তার কাছে বল
কি ছার কামিনী-কণ্ঠ প্রেম-আলাপন।
না জানি বিধাতা কেন সৃজিলা জগতে
নিকৃষ্ট রমণীজাতি; অনিষ্টের মূল।
জগতের যত দুঃখ, তাহারা কারণ !
তা না হলে হায় ! আজি অরণ্য ভিতরে
মরিব আমরা কেন ?”—

"মরিব আমরা !
হেন শক্তি আছে কার মারিবে আমারে-

সীতাকুণ্ডাধিপ আমি স্বয়ং শম্ভূনাথ ?
ভীরু তুমি; নাহি জান কেবা আমি; আছে
কোন্ মহা অস্ত্র এই যষ্টিতে আমার।"
দেখাইলা যষ্টি প্রৌঢ়ে—"মনুষ্য কি ছার,
ব্যাঘ্র যদি আজি রণে হয় সম্মুখীন
নাহি ডরি আমি! নাহি জান তুমি কত
ব্যাঘ্র, কত হস্তী, এই করে বধিয়াছি
সম্মুখ সমরে আমি। জগতের কোন্
বিদ্যা নাহি এ উদরে, নাহি জানি' কোন্
গুণ? কি ভয় তোমার? সারথির মত,
থাক তুমি আজি রণে সম্মুখে আমার,
দেখিবে বিক্রম!"

প্রৌঢ় ভাবিল অন্তরে—

"উত্তম ভরসা! সাত পুরুষে তোমার
মারে নাই কোন দিন শশক মশক!
এখনি যাইবে দর্প পর্ব্বত-গহ্বরে।"
প্রকাশ্যে সত্রাসে প্রৌঢ় বলিল—"সম্মুখে!!
পশ্চাতেও আমি তব থাকিবার নয়।
ওই শুন, ওই শুন লাঠি ঠন্ঠনি,
যুঝিতেছে যেন মত্ত মহিষ যুগল,
দুর্জ্জয় পবন কিংবা ভাঙ্গিতেছে যেন
বংশ-বন। ওই বুঝি চৌবেজী তোমার
ছাড়িলেন কলেবর! শার্দ্দূলের মত
বিলোড়ি কানন শুন আসিতেছে ওই!
মেড়ার লড়াই নহে;—তবু বীর তুমি;
রক্ষিবে আপনা। কিন্তু এই সুখসেবা

উদর আমার,—যুদ্ধ? গৃহিণীর ডরে
হায়, চাহে ফাটিবারে! এক নথাঘাতে
হিরণ্যকশিপু বধ ঘটিবে আমার।
এই বেলা চিন্তি আমি উপায় আমার,
ভূতলে বীরতা নাহি বুদ্ধির সমান।”
বলিয়া, অদূরে এক বৃক্ষের গোড়ায়,
স্তূপাকারে শুষ্ক পত্র, কাঠুরিয়াগণ
রাখিয়াছে যথা, সেই স্তূপের ভিতরে
নীরবে প্রবেশি প্রৌঢ়, কম্পিত অধরে
(পদ্মাসনে বসি এই দুর্গের ভিতরে)
বলিল—“দোহাই বাবা! দোহাই তোমার!
দি’ও না উদ্দেশ মম।”

এমন সময়ে

ভীষণ মূরতি এক,—রক্তাক্ত নয়ন,
নাসাগ্রে হতেছে যেন অনল নির্গত,
বিশাল ধমনীচয় ফাট ফাট যেন
ললাটে, যুগল ভুজে, যুগল চরণে,—
গরজিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসিলা ক্রোধে—
গদাধর রণ! তুমি? এই কীর্ত্তি তব?
মোহন্ত হইয়া তুমি এ ঘোর নারকী?
যাত্রী রমণীর প্রতি এই অত্যাচার
তব?” কাঁপিতে কাঁপিতে ভীরু দুরাচার,
—স্থির নেত্রদ্বয়, যেন সাক্ষাত শমন!
যষ্টি হ’তে নিষ্কোষিয়া শাণিত কৃপাণ
উঠাইল আগন্তুকে। বিদ্যুত গতিতে
প্রহারিলা ভীম যষ্টি কৃপাণমুষ্টিতে

বীরবর, ঝনৎকারে উড়িয়া কৃপাণ
পড়িল অরণ্য মাঝে। করিয়া চীৎকার
প্রাণভয়ে গদাধর পড়িল পশ্চাতে ;
শিলা হ'তে শিলান্তরে পড়িতে পড়িতে,
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হ'লো পর্ব্বত-গহ্বরে।
স্বগতে বলিলা বীর—"গদাধর বন!
যাও, নাহি কলুষিব তীর্থ পুণ্যধাম,
নরাধম তুমি, তব জঘন্য শোণিতে।
কিন্তু ওই করে পুনঃ ধরিবে না অসি,—
বীর আভরণ, তব কাপুরুষ করে।
কিন্তু কোথা—?" অতি ব্যস্তে বীর আগন্তুক
ইতস্তত চারি দিক করি নিরীক্ষণ
জিজ্ঞাসিলা—"আর কেহ আছ ঐ বনে?"
"কেহ নাই,"—পত্র-স্তূপ উত্তরিল ধীরে।
স্বরোদ্দেশে বীরবর ফিরায়ে নয়ন
দেখিলা বিস্ময়ে এক প্রকাণ্ড উদর!
শোভিতেছে পত্র মাঝে যেন কৃষ্ণতল
এক কলসী সুন্দর। স্তূপের নিকটে
যুবা হয়ে অগ্রসর জিজ্ঞাসিলা—"এ কি!
মানুষ, না শুধু পেট?"
"শুধু পেট।"—স্তূপ
উত্তরিল পুনঃ। যুবা ঈষদ হাসিয়া
কহিলা—"তুমি কে তবে?"
"ঢেঁকি পঞ্চানন।"
"ঢেঁকি পঞ্চানন!!"—যুবা হাসিলা আবার।
"ন্যায় শাস্ত্র ব্যবসায়ী?

"হুঁ হুঁ।"

"তবে ?"

"গুণে

পঞ্চানন।"—"ভাল, ভাল ?" সায় দিলা যুবা।
"কিন্তু বড় ইচ্ছা মম, বিদারি উদর,
কত গুণ আছে তাহে দেখি একবার।"
"দোহাই তোমার বাবা! যাহা আছে সব
দিতেছি বলিয়া—এক গুণ দুগ্ধ তাহে,
দধি দুই গুণ, তিন গুণ লুচি, আর
মণ্ডা চতুর্গুণ। ক্ষুদ্র উদর সাগরে,
দধি দুগ্ধ অম্বুরাশি, লুচি মণ্ডা চর।
ভীষণ ঝটিকা তাহে,—অর্থের পিপাসা।"
কৌতুকে হাসিলা যুবা;—"আচ্ছা পঞ্চানন,
ক্ষমিলাম আমি। কিন্তু কাঠুরিয়া ছোঁড়া
ওই পত্র স্তূপ প্রান্তে দিয়াছে অনল;—"
"তুষানল হবে বাবা! হবে তুষানল!
ভীষণ চীৎকারে পেট,—করিয়া নির্গত
অতুল বদনচন্দ্র, নাসিকা সুন্দর—
পড়িল যুবার পদতলে, এক লম্ফে
মণ্ডুকের মত। উচ্চ হাস্য হাসি যুবা
সরিলা পশ্চাতে পঞ্চ হস্ত। করে, পদে,
ভর করি, বৃকোদর রাখিয়া ভূতলে,
কর্ণ হতে কর্ণান্তরে ব্যাদানি বদন,
বিকাশি দশনমালা কাতরতাচ্ছলে
কহিল মণ্ডুক—"বাবা! দোহাই তোমার।"
দেখিয়া হাসিলা যুবা—"ঢেঁকি পঞ্চানন!

কেশাগ্রও আমি তব ছুঁইব না আজি—"
"কেশাগ্রও নাই বাবা!"—মসৃণ মস্তক
দেখাইল পঞ্চানন। হাসি যুবা—"তবে
উদর তোমার, আজি অবিদীর্ণ রবে,
আমারে দেখাও যদি, কোথায় রমণী
এনেছ হরিয়া যারে।"
"আমি নহে বাবা!
মোহন্ত পাপিষ্ঠ বাবা!—বড়ই পাপিষ্ঠ।"
কাঁদ-কাঁদ মুখভঙ্গী করিয়া তখন
বলিতে লাগিল—"বেটা বড়ই পাপিষ্ঠ।
প্রথমে ভার্য্যায় মম সেবাদাসী করি'
রেখেছিল বেটা,—বাবা! দোহাই তোমার!
মিথ্যা যদি বলি,—ছাড়ি এবে গৃহিণীরে,
অনন্য কন্যার মম"—
"নরাধম! কোথা সে রমণী
দেখা;—নতু এই যষ্টি পড়িতেছে শিরে।"
ঊর্দ্ধে আস্ফালিযা যষ্টি গর্জ্জিলা যুবক!
"বাবা গো! বাবা গো!"—ভয়ে করিয়া চীৎকার,
এক কর পাতি শিরে, অন্য করে ভীরু
সঙ্কেতিয়া উত্তরিল—"ওই সে রমণী!"
মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবেশিলা যুবা
শিলাকক্ষে। পঞ্চানন কটিবাস ধরি
দুই করে, দিল দৌড়, ভীম-কর-ভ্রষ্ট
কীচকের মাংসপিণ্ড ছুটিল যেমতি!
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য!—কিন্তু বহুদূর হতে
শুনা গেল ডক, ডক, উদরের ধ্বনি।

শিলাকক্ষে,—একি দৃশ্য চিত্ত-বিদারক !
এক পার্শ্বে শিলাসনে একটী রমণী,
শায়িতা—মূর্চ্ছিতা ! মরি ! ফুলরাশি যেন
বনদেবী পুষ্পপাত্রে রহেছে পড়িয়া।
ক্ষুদ্র এক মেঘখণ্ড, সহ সৌদামিনী,
পড়িয়া ভূতলে, যেন পতনে মূর্চ্ছিতা।
নিমীলিত নেত্রদ্বয়। মুখশ্রী সুন্দর
মলিন ; স্তিমিত কান্তি ; করুণা-প্লাবিত।
অচঞ্চল ভ্রূযুগল দীর্ঘ সুবঙ্কিম,
তুঁলিতে এঁকেছে যেন চারু চিত্রকর,—
স্থূলমধ্য, প্রান্তদ্বয় সূক্ষ্ম-রেখাঙ্কিত।
কোমল-কনক-কান্তি কপোলযুগলে
বিশ্রামিছে নয়নের কৃষ্ণ রোমাবলি,
স্বভাব-অঞ্জন যেন, মরি কি সুন্দর !
উরস-স্খলিত চারু কৌষিকবসন
কাঁপিতেছে সমীরণে দেখায়ে ঈষদে,
নবীন-যৌবন-শোভা, রূপের সাগরে।
মানব-দুর্লভ রূপ ! যেন শিল্পকর
কৃষ্ণ শিলাধার হতে তুলেছে কাটিয়া,
অমানুষী শিক্ষা বলে ; রেখেছে মাখিয়া,
তরল বিদ্যুতে কিবা স্বর্ণ মলম্বায়।
কিন্তু যে অচিন্ত্য ভাব দর্শক হৃদয়ে
হয় বিভাসিত রূপে,—দেখিতেছ যেন
অনন্ত স্বর্গের শোভা সম্মুখে তোমার,
উন্মেষিত,—হায় ! তব তাপিত হৃদয়
শারদ-জ্যোৎস্না-স্নাত হইতেছে যেন।

শিথিল সুভুজবল্লি শীতল পাষাণে
অযত্নে পড়িয়া পার্শ্বে বিকাশিছে মরি
যেই চিত্রদ্রবী ভাব দীন, নিরাশ্রয় ;—
নাহি সাধ্য—না পারিবে নর-শিল্পী কভু
তুলিতে চিত্রিতে পটে, কাটিতে পাষাণে।
বহুমূল্য রত্নরাজি উজ্জ্বল উরসে,
সুগোল প্রকোষ্ঠে, কর্ণে, বঙ্কিম গ্রীবায়,
নিটোল বাহুতে, চারু কটি কুম্ভোপরে,
শোভিতেছে অঙ্গে অঙ্গে ; কহিছে দর্শকে
রত্নাকর-রত্ন এই রূপসী রমণী।

কক্ষ এক পার্শ্বে এই কাম-কহিনুর
জ্বলিতেছে ছায়াধারে, অন্য পাশে এক
রজত মদিরাধার, পান পাত্র এক
সুরাপূর্ণ ! এক দিকে ত্রিদিব ললাম ;
অন্য দিকে—কাঁপে অঙ্গ—নরকের ধ্বজা !
এক দিকে মন্দাকিনী, কলুষ-নাশিনী ;
অন্য দিকে কর্ম্মনাশা ! এক দিকে স্বর্গ ;
অন্যত্র নরক ! মধ্যে ক্ষুদ্র নির্ঝরের
স্রোত ক্ষুদ্রতর বহে ক্ষুদ্র কল কলে।
মূর্চ্ছিত এ রূপরাশি, নিরখিতে যেন
ঊর্দ্ধ হতে বারিধারা নামিছে নির্ঝরে
নীরবে বা মৃদুরবে, পাছে চারুশীলা
জাগিয়া অঞ্চলে ঢাকে অতুল আনন।

মুহূর্ত্তেক যুবা এই অচঞ্চল রূপ।
নিরখিলা, বিন্যাসিলা অঙ্গের বসন।
মুহূর্ত্তেক পরে বামা-বদন চন্দ্রিমা

যুবকের অঙ্কোপরে। গলদশ্রু যুবা
অঞ্জলি করিয়া স্নিগ্ধ নির্ঝর সলিল
বরষিছে রমণীর ললাটে নয়নে।
শোভিছে বদন যথা সুধাসিক্ত শশী,
শারদ শিশিরে সিক্ত কিংবা সরোজিনী।
বহুক্ষণ পরে বামা ছাড়িলা নিশ্বাস
দীর্ঘ, কুসুম-কাননে বহিল মলয়,
মৃদু কাঁপিল অধর। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে
কি যেন কহিলা বামা,—শুনিলা যুবক।
দুরুদুরু হিয়া তার উঠিল নাচিয়া
সেই সুমধুর স্বরে—সুধা বিস্ফারণে!
এখনো মূর্চ্ছিতা বামা। কিছুক্ষণ পরে
কি কথা কহিলা যুবা, শ্রবণে বামার
শুনিল না কবি;—বামা এখনো মূর্চ্ছিতা।
দেখিতে দেখিতে কিন্তু কাঁপিল আবার
অধর যুগল! উচ্চৈঃস্বরে "প্রাণনাথ!"
পঞ্চমে উচ্ছ্বাসি, নেত্র মেলিলা রমণী।
একি! চন্দ্রশেখরের তপস্বী গায়ক!
"সকলই স্বপ্ন মম! সকলই ভ্রম।"
বলিতে বলিতে বামা উঠি আচম্বিতে
কৃতাঞ্জলিপুটে বসি সন্ন্যাসী সম্মুখে,—
শিবের সম্মুখে যেন বসিয়াছে ধ্যানে
মন্মথ-মোহিনী পতি-বিরহে-বিধুরা—
কহিলা—"প্রভো! স্বপ্নে অভাগিনী
দেখিল দেবতা কেহ আসি মর্ত্ত্যধামে
দস্যুদের হস্ত হতে রক্ষিলা আমারে।

তুমি সে দেবতা, প্রভো ?'

হাসিলা যুবক ;—

"সরলে ! অলীক স্বপ্ন। উদাসীন আমি !
কিন্তু তপস্যার বলে ভবিতব্য-দ্বার
বিমুক্ত নয়নে মম। পারি দেখিবারে
অনন্ত, তমসাবৃত আলয় তাহার,
নহে বহু দূর—এই মানব নয়নে।
জানিলাম আমি চন্দ্রশেখরে ব'সিয়া
ঘোর অমঙ্গল ভদ্রে ! নাসাগ্রে তোমার ;
লইলাম সঙ্গ আমি অজ্ঞাতে পশ্চাতে।
তোমারে ধরিল যবে দুরাচার দ্বয়,
"বাঘ ! বাঘ !" করি বিপ্র বিশ্বাসঘাতক,
করিল চীৎকার ; ভয়ে করিল চীৎকার
সঙ্গিনী যাত্রিকাগণ। তব আর্ত্তনাদ
ডুবিল সে কোলাহলে—শুনিল না কেহ।
প্রাণভয়ে একেবারে ছুটিল সকলে,
দেখিল না কেহ, এই বিপদ তোমার।
অস্ত্রহীন, উদাসীন, দাঁড়াইয়া আমি।
কি করিব ? এক লম্ফে বৃক্ষশাখা এক
লইনু ভাঙ্গিয়া, বেগে ছুটিনু পশ্চাতে
দস্যুদের। একজন সকৃপাণ করে
রোধিল আমার পথ, পাপী অন্য জন
গেল পলাইয়া, শূন্যে লইয়া তোমারে।"

নবীনে ! সম্বর-দৃষ্টি। নয়ন তোমার
নির্লজ্জার মত দেখ তাপস বদনে
রয়েছে লাগিয়া। সে কি, কি দেখিছ এত

অজ্ঞাত বদনে ? তুমি এখনো মূর্চ্ছিতা ?
কি দেখিছ ? রূপ ? ছি ছি হাসিবে তোমারে
রমণী-জগত আজি ! পুরুষের রূপ
আবক্ষ ঘোমটা টানি, দেখিলে সুন্দরি
নাহি ক্ষতি, সাধ্বীগণ ক্ষমিত তোমারে।
কিন্তু ওই দৃষ্টি তব,—অনাবৃত মুখে,
—অমেঘ সুধাংশু যেন চেঁয়ে ধরাতলে,—
অতৃপ্ত নয়নে ! দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ পরে
চকোরী চাহিয়া যেন সুধাকর পানে !
কিংবা মরুভূমে যেন তৃষ্ণায় কাতর
পথিক চাহিয়া হায় ! দূর সরোবর !
চেয়ে আছে বামা আত্ম-বিস্মৃতার মত,
যেন কোন পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে তাহার
উঠেছে জাগিয়া, তাহে গিয়াছে ভাসিয়া
রমণী নয়ন, মন, প্রথম উচ্ছ্বাসে।
কথা অবসরে যেই তাপস নয়ন
চাহিল বামার পানে, নামিল নয়ন
রমণীর ধীরে ; যেন আঁধারি বসুধা
সুধাংশুর কর আহা ! নামিল পাতালে।
ফুরাইল রমণীর জাগ্রত স্বপন।
কিন্তু সেই দৃষ্টি যোগী দেখিলা ঈষদে,
ভাসিল অপাঙ্গ-দৃষ্টি তাপস হৃদয়ে,
অস্তপ্রায় চন্দ্ররশ্মি ভাসে যেই মতে
জলধি হৃদয়ে, তমোরাশি আসি যবে
ঢাকিছে তাহারে। চিত্ত হলো উচ্ছ্বসিত,—
ঢাকিল আঁধারে। রক্ত ভাসিল কপোলে,—

আবরিল ভস্মে। যুবা আরম্ভিল পুনঃ—
"ক্রমান্বয়ে দস্যুদ্বয়, আক্রমি, আমারে,
করিয়াছে প্রাণপণ অস্ত্র-ব্যবসায়ী
তারা, নহে শ্লথ-কর অস্ত্র সঞ্চালনে।
কিন্তু ভগবান্ ক্ষুদ্র যষ্টিতে আমার
কি শক্তি যে প্রদানিলা বলিতে না পারি;
অষ্টধা হইয়া দুই তীক্ষ্ণ তরবার
গিয়াছে উড়িয়া। অঙ্গে রহিয়াছে মম
কেবল কটাক্ষ মাত্র"—দেখিলা বিস্ময়ে
বামা, অসি-জিহ্বা-ক্ষত তাপস-শরীর।
"অস্ত্রধারী দ্বয়, পড়ে আছে বনপথে—
অৰ্দ্ধমৃত। উদাসীন আমি,—জীবহিংসা
পরম অধৰ্ম্ম মম,—রেখেছি জীবন।
কিন্তু ইহ জন্মে অস্ত্র ধরিবে না আর।
আসিতে আসিতে ভদ্রে এই বনপথে,
ওই তরুতলে শেষে পাইনু পাপিষ্ঠ
মোহন্তে, তুলিল অসি কাটিতে আমারে
ভীরু। একাঘাতে অসি, পশ্চাতে তাহার
দুরাচার, গেছে ওই পৰ্ব্বত-গহ্বরে।
ছিল এক সহচর—কৌতুক মূরতি,
অৰ্দ্ধ-পশু, অৰ্দ্ধ-নর!—গেছে পলাইয়া।
"ভগবন্! হায়, আমি অবোধ অবলা"—
কৃতজ্ঞতা-আর্দ্র চিত্তে সজল নয়নে,
করযোড়ে, দীন নেত্রে, চাহিয়া জীবন—
জীবন অধিক নারী-সতীত্ব—রক্ষকে,
উত্তরিলা—"হায়, আমি অবোধ অবলা

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব কেমনে?
কি দিব তোমারে, দেব! তুমি উদাসীন?
হায়! মাতঃ বঙ্গভূমি! কত সবে আর
দুহিতার দুঃখ তব? অভাগিনীগণ
অন্তঃপুরে কারারুদ্ধ যবনের ডরে।
জগতের ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ সকলে
পায় যেই সুখ—রবি, শশী, সমীরণ,—
না পাই জননি হায়! দুঃখিনী আমরা!
এক মাত্র তীর্থ ধাম, সেই সুখাধার
আমাদের,— মুক্তি-রাজ্য বঙ্গ-মহিলার!
তাহাতেও দুরাচার মোহন্ত পামর
যবন অধিক হায়! করে অত্যাচার,
নিরাশ্রয় বামাগণে। বঙ্গভূমি কত
সবে আর? ভগবন্! নহে মিথ্যা স্বপ্ন
মম, দেবরূপী তুমি আসিলে আমারে
বিপদ অরণ্য মাঝে,—বিপন্না হরিণী
আমি!—করিতে উদ্ধার। করিতে উদ্ধার
অজ্ঞাত সমুদ্র-গর্ভে, ভীম ঝটিকায়
মগ্নপ্রায়, হায়! এই অবলা-তরণী।
কিন্তু যেই দেবমূর্ত্তি স্বপনে আমায়
উদ্ধারিলা, প্রবোধিয়া কহিলা আমারে—
'চারুশীলে! অনিবার আরাধনা তব
পশিয়া অমরপুরে, ত্রিপুরারি পদে,
উপজিল দয়া দেব যোগীন্দ্র হৃদয়ে,
—যথা জটা হতে পুত তরলা জাহ্নবী—
পাঠাইলা আজি দেব রক্ষিতে তোমারে

এ বিপদে, কহিতে তোমারে, এত দিনে
পূর্ণ মনোরথ তব, পাবে প্রাণনাথ।
বহিল শীতলানিল এমন সময়ে,
ভাসিল তাহাতে নাম মম! মরি, যথা
সুদূর বংশীর তান—একটি উচ্ছ্বাস—
স্থির সমীরণে নিশি দ্বিতীয় প্রহরে,
ভাসিল প্রান্তরে কিবা উপত্যকামূলে।
একটী কোকিলকণ্ঠ—নির্জ্জন কাননে!
সে কি কণ্ঠ! সেই কণ্ঠ চির পরিচিত।
আশৈশব, হায়, মম জীবন সঙ্গীত!
যৌবনের সুখ স্বপ্ন! এ দুই বৎসর
শুনিয়াছি যাহা, প্রতি পত্রের মর্ম্মরে,
সমীর স্বননে, প্রতি বিহঙ্গ-কূজনে;
শুনিয়াছি অনিবার আপন নিশ্বাসে;
নিদ্রায় স্বপনে যাহা শুনেছি শ্রবণে।
সেই কণ্ঠ অন্তঃস্থলে করিল প্রবেশ
শীতলি' তাপিত প্রাণ; নিরাশা নিরুদ্ধ
হৃদয়ের যন্ত্র, দ্রুত চলিল আবার
সেই-কণ্ঠে,—দুরু দুরু কাঁপিল হৃদয়।
ডাকিলাম—'প্রাণনাথ!' উন্মাদিনী আমি!
হায় রে! ভাঙ্গিল মূর্চ্ছা, জাগিনু তখন।
ভগবন্! সে কণ্ঠ কি—শুনিবে আবার,
অভাগিনী? দেখিব কি যার তরে, হায়!
বিষাদ-সাগর গৃহ আসিনু ছাড়িয়া
তীর্থধামে, ডুবাইতে দুঃসহ বিষাদ
জন কোলাহলে,—আমি দেখিব কি সেই

জীবন-সর্ব্বস্ব মম? কহ দেব! যদি
ভবিষ্যৎ-জ্ঞান বলে কিংবা দৈববলে,
পার কহিবারে, কহ—প্রাণেশ আমার
আছে কি এ নরলোকে? মানবী নয়নে
পারিব দেখিতে তাঁরে? কিংবা নাহি যদি
জীবন আমার, তবে কহ দয়া করি,
নিক্ষেপি এ দেহ এই পর্ব্বত-গহ্বরে,
নিবাই দুঃসহ জ্বালা সম্মুখে তোমায়।
নাহি নাথ মম!—আছে জীবন আমার
মানে না হৃদয় মম, করে না বিশ্বাস,
ঘুচাও, যোগীন্দ্র! এই দারুণ সন্দেহ
ধরি পদে তব।”—বামা বলিতে বলিতে
দুই করে তাপসের ধরিলা চরণ।
উন্মাদিনী স্থির নেত্রে রহিলা চাহিয়া।
নেত্র ছল ছল যোগী, ভাবি অধোমুখে,
উত্তরিলা অর্দ্ধ-রুদ্ধ প্রকম্পিত স্বরে—
“সরলে! প্রণয়ী তব আছেন জীবিত।”
“জীবিত!—কোথায় নাথ?

“স্বদেশ উদ্দেশে
যাত্রী, বিরহ-বিধুর।”

আর না। হইল
রমণী হৃদয় ক্ষুদ্র, পূর্ণিত প্লাবিত!
বামজানু বামাঙ্গিনী রাখিয়া পাষাণে,
ঈষদ্ উন্নত অঙ্গ; ক্ষুদ্র করদ্বয়
নৃত্যশীল হৃদিপরে; চাহি ঊর্দ্ধ পানে
প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে,—সজল, উজ্জ্বল!—

কহিলা তরল কণ্ঠে—"চন্দ্রনাথ! ধন্য
তুমি প্রভু! হায় নাথ! তব দরশনে
দুঃখিনীর নিষ্প্রদীপ প্রণয়-মন্দিরে
এই ক্ষীণ আশালোক উজ্জ্বলিল আজি!
প্রবাহিল আজি এই ক্ষুদ্র আশা-স্রোত
চিত্ত-মরুভূমে মম! দয়াময়! দয়া
করি, আর দুই দিন, নির্ব্বাপিত প্রায়
জীবন-প্রদীপ চির-দুঃখিনীর রাখ
সমুজ্জ্বল নাথ! যেন বারেক দুঃখিনী
আপন জীবননাথে পারে দেখিবারে!
না পাই প্রাণেশে যদি,—না হয় আমার
আমার সর্ব্বস্ব ধন, নাহি ক্ষতি; তবু
বারেক দেখিব নাথে নয়ন ভরিয়া।
দেখিব, নিরখে যথা দীনা কাঙ্গালিনী
রাজেন্দ্রাণী শির-রত্ন—মুকুটের মণি।
এই ভিক্ষা চাহে দাসী।"

নীরবিলা বামা।

নীরবে শেখর পানে রহিলা চাহিয়া।
নীরবে নয়ন হ'তে দুই অশ্রু ধারা
ঈষদ্ আনন্দোজ্জ্বল আরক্ত কপোলে
নামিতেছে ধীরে ধীরে। পড়িতেছে ধীরে
মার্জ্জিত কনক বক্ষে, কনক কমলে
তরল মুকুতা রাশি; প্রভাত শিশির
মানস সরসে স্মিত-বিকচ পঙ্কজে
ঝরে বিকাসিতে যথা সর-সুশোভিনী!
নির্ঝর সলিলে সিক্ত দীর্ঘ কেশরাশি,

ঘন ঘনাকারে বাহি পৃষ্ঠ সুললিত
পড়িয়াছে শিলাসনে। অশ্রু-মুক্তা-ফলে,
অথবা নিবিড় কৃষ্ণ অলকা কুন্তলে,
ঈষদ্ প্রফুল্ল মুখে, কনক উরসে,
নীলাভ নয়নে, নীল কৌষিক বসনে,
বিকাশে অমর জ্যোতি পশ্চিম ভাস্কর।
আহা কি পবিত্র মূর্ত্তি! মরি কি সুন্দর!
যোগিবর কেন অশ্রু নয়নে তোমার?
রমণীর প্রেমানন্দে তাপস-হৃদয়
তব হইল দ্রবিত? কিংবা দেখিতেছ
আরাধ্যা ঈশ্বরী তব, সম্মুখে তোমার,
মূর্ত্তিমতী, জ্যোতির্ম্ময়ী? আর কেন তবে?
আর কেন যোগিবর? পূর্ণ মনোরথ।
বাহু প্রসারিয়া যুবা উন্মত্তের মত
আলিঙ্গিয়া প্রেমমূর্ত্তি, কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"কুসুমিকে!—কুসুমিকে। এই হতভাগ্য
বীরেন্দ্র তোমার, তব চির-উপাসক।
বীরেন্দ্র জীবিত!—নহে জাতিভ্রষ্ট! প্রিয়ে!—
তোমার বীরেন্দ্র এই হৃদয়ে তোমার!"
পড়িলা যুবতী, ছিন্নমূল লতা যেন,
বীরেন্দ্র গলায়,—হায়! তপস্যার ফল!
শঙ্কর! সলিল-শয্যা ত্যজ একবার!
দেখ আসি, রঙ্গমতী-নির্জ্জন-কাননে,
নিরমল কাঞ্চী-নদী-তীরে নিরজনে,
খেলিত সতত যেই বালক বালিকা,
একত্রে গাইত গীত, নাচিত উল্লাসে,

একত্রে সাঁতার দিত কাবেরীর সলিলে,
একত্রে উঠিত উচ্চ পর্ব্বত-শেখরে,
একত্রে তুলিত ফুল, বিনাইত মালা,
সাজাইত পরস্পরে, কিংবা নিরজনে
একত্রে পড়িত বসি তরুর ছায়ায়
সুললিত সংস্কৃত কবিতা সুন্দর ;—
শঙ্কর ! সলিল-শয্যা ত্যজ একবার !
দেখ আসি আজি ওই পশ্চিম ভাস্করে
সমুজ্জ্বল শিলাকক্ষে, দেখ আসি সেই
বালক যুবক, সেই বালিকা যুবতী,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে ! যুবক গলায়
শোভে স্বর্ণ ভুজহার ; যুবক উরসে
হাসে বিকসিত পূর্ণ বদন চন্দ্রিমা।
যুবক সুভুজ পাশে নব যুবতীরে
বাঁধিয়া হৃদয়ে,—রাখি বঙ্কিম গ্রীবায়
আরক্ত কপোল চারু যুবতী ললাটে—
ত্রিদিব দর্পণে মরি !—গণিছে নীরবে
হৃদয়-তরঙ্গ যেন, প্রেমে উচ্ছলিত।
আনন্দ মূরতি দুই ! যুগল বদনে
ভাসিছে আনন্দ রাশি পশ্চিম তপনে,
ঝরিছে নয়ন-পথে সলিল ধারায়।
নীরব পর্ব্বত-কক্ষ। তরুরাজি শির
হইয়াছে স্বর্ণময় মৃদুল কিরণে।
কেবল নির্ঝর জল তর তর স্বরে
নামিতেছে ; স্তর স্তরে যেতেছে সরিয়া,
রবিকরে সমুজ্জ্বল তরল চঞ্চল।

নীরবে—আপন ভাবে আপনি বিভোর !—
রসিয়া যুগল রূপ ! অনিশ্বাসে, মরি,
ভূতলে স্বর্গের সুখ দেখিছে নয়নে।
বীরেন্দ্র ! ভূতলে আজি, মানবমণ্ডলে
তুমি সুখী ! নিশাময়ী জীবনে তোমার
আজি একদিন। আজি, সুখী তুমি ভবে !
অস্ত-মুখ দিনমণি হেন সুখ আর
দেখি নাই, দেখিবে না মানব-জীবনে।

চতুর্থ সর্গ।

—:*:—

রঙ্গমতী বনে।

সুচারু হাসিনী ঊষা, প্রসারিয়া কর
অবলম্বি' গিরিশৃঙ্গ রঙ্গমতী বনে,
উঠিছে আকাশ পথে। সে কর পরশে
শৃঙ্গ হতে অন্ধকার পড়িছে খসিয়া
পর্ব্বত-স্তরে ধীরে, উঠিছে ভাসিয়া
কাননের সুশ্যামল শোভা মনোহর।
প্রকৃতি মেলিছে আঁখি, প্রভাত অনিলে
শুনি সুখময়ী ঊষা প্রেম সম্ভাষণ
কোমল অস্ফুট স্বনে পত্রের মর্ম্মরে।
এখনো কুলায় বসি, প্রভাত কাকলী
গাইছে বিহঙ্গচয়—বন বৈতালিক।

কেবল বায়সগণ উড়িয়া, বসিয়া,
বর্ষিতেছে কা কা ধ্বনি, ঘোষিছে প্রভাত।

"বিচিত্র মানব মন!" উচ্চতম শৃঙ্গে
বসিয়া বীরেন্দ্র, চাহি পূরব গগনে
উষার স্বকর লেখা, বলিলা নিশ্বাসি—
"বিচিত্র মানব মন! হায়, কত দিন
বসি এই গিরিশৃঙ্গে শৈশবে, কৈশোরে,
লভিয়াছি কত সুখ নিদাঘ প্রভাতে!
শৈশবে কাকলী সহ কণ্ঠ মিলাইয়া,
কত যে গাইত শূন্য-হৃদয়া বালিকা,
শূন্যমনা শিশু আমি গাইতাম কত।
গাইতাম, হাসিতাম;—কি গীত! কি হাসি!
কি অর্থ তাহার! শুনি সরল সঙ্গীত,
ঝলকে ঝলকে হাসি হাসিত গগনে
উষা, প্রতিবিম্ব লয়ে ঝলকে ঝলকে
হাসিত তরলা কাঞ্চী গিরি-পদ-তলে!
বারেক কোকিল যদি কুহরিত ডালে;
প্রতিধ্বনিময় করি কানন, গহ্বর,
কত কুহরিত সেই বালিকা কোকিলা!
অনুকারি সুপঞ্চমে বউ-কথা-কহ,"
কত যে ডাকিত, কত হাসিত, কহিত
ব্যঙ্গ করি পাখীবরে! দূর বীণা মত
এখনো বাজিছে, হায়, শ্রবণে আমার,
সেই সরল সঙ্গীত! আশৈশব তার
বড়ই কুসুমে সাধ,—নির্ম্মিত কুসুমে
কুসুমিকা। বন ফুল তুলিয়া দুজনে

সাজিতাম ; সাজাতেম খেলার পুতুল
কুসুমের ; হুলু দিয়া পুতুলে পুতুলে
দিতাম বিবাহ রঙ্গে, পাড়াতেম ঘুম
অচেতনে দম্পতীরে কুসুম-শয্যায়,
নির্ম্মাইয়া লতা পত্রে কুঞ্জ মনোহর।”
আবার যুবার আজি হইল স্মরণ
কুসুমিকা সহ কত কলহ সুন্দর—
শৈশব-সুলভ! মনে পড়িল তাঁহার,
একদিন নির্ম্মাইয়া মৃণ্ময়ী প্রতিমা
দুজনে পূজিতেছিলা। হাসিয়া বীরেন্দ্র
কহিলা,—‘কুসুম! দেখ প্রতিমা আমার,
তোমার প্রতিমা চেয়ে কতই সুন্দর!”
শুনি ক্রোধে কুসুমিকা আরক্ত হইয়া,
এক ক্ষুদ্র পদাঘাতে ফেলিলা ভাঙ্গিয়া
বীরেন্দ্রের দেব-মূর্ত্তি ; সক্রোধে বীরেন্দ্র
নিক্ষেপিলা কুসুমের মৃণ্ময় পুতুল
পর্ব্বত-গহ্বরে,—রণ বাজিল তুমুল।
বসাইলা ক্ষুদ্র দন্ত বীরেন্দ্র-হৃদয়ে
কুসুমিকা, সচীৎকারে বীরেন্দ্র তাহারে
সরাইতে নখস্পর্শে বাল-কুসুমের
কুসুম-কোমল বক্ষে উঠিল শোণিত,—
দাস দাসী ত্রস্তে আসি নিবারিল রণ।
যুবার পড়িল মনে, কিছু দিনান্তরে
আবার কানন কোলে বীরেন্দ্র কুসুম
ফুটিলে, শঙ্কর চাহি কুসুমের পানে
কহিল—“কুসুম! দেখ কামড়ে তোমার

ক্ষত বীরেন্দ্রের বুক। দুষ্ট তুমি, আর
খেলিবে না তব সনে বীরেণ আমার।”
বালিকার অভিমানে ক্ষুদ্র মুখ খানি
ভরিল; ভাসিল রক্ত কপোল যুগলে;
অশ্রুভরে টল টল হইল যুগল
নিরমল, নীলোৎপল, আয়ত লোচন।
দুই ক্ষুদ্র কর-পৃষ্ঠে মুছিয়া নয়ন
কহিলা কাঁদিয়া—“কেন বীরেণ আমার
করে নাই ক্ষত বুক?” দেখিলা বীরেন্দ্র
নিষ্ঠুর আঁচড় রেখা বুকে বালিকার,—
শতদল দলে যেন কলঙ্ক কালির!
কুসুমের কাছে গিয়া সজল নয়নে,
কমল নয়ন হ’তে সরাইয়া কর,—
“আইস কুসুম চল খেলিব দুজনে”—
বলিলা বীরেন্দ্র। বালা হাসিয়া তখন
ধরিলা বালক-কর। অশ্রু আবরণে
নেত্র হাসিল তখন, বাল-সৌর-করে
হাসিল কমল সিক্ত নীহারে সলিলে।
সে অশ্রু, সে হাসি, হাসি-অশ্রু-সমুজ্জ্বল
বালেন্দু বদন,—মনে পড়িল যুবার।

স্মৃতিতে বিহ্বল যুবা অবনত মুখে,
মন্দ মন্দ পাদক্ষেপে ভ্রমিতে লাগিলা
প্রভাত কাকলীপূর্ণ কানন-ভিতরে।
ফলমূলাহারী বন-বিহঙ্গ-নিচয়—
বন-ঋষি,—মিলাইয়া সপ্ত স্বর এবে
গাইতেছে সাম গান,—প্রভাত কীর্ত্তন।

ময়ূর পেখম খুলি বসিয়াছে ডালে
বিকাসি বিচিত্র শোভা বালার্ক-কিরণে,—
পাদপ মেলিয়া যেন সহস্র নয়ন
দেখিতেছে নবোদিত ভানু মনোহর—
সুন্দর সিন্দুর ফোঁটা প্রকৃতি উষার।
শ্বেত, কৃষ্ণ, পুচ্ছমালা স্তবকে স্তবকে
দেখাইয়া মুহুর্মুহুঃ উড়িছে 'রিশাল' *
বৃক্ষে বৃক্ষে ; বনে বনে, কুরঙ্গ, শশক,
ছুটিছে নক্ষত্র বেগে প্রভাত উল্লাসে।
ডাকিতেছে স্থানে স্থানে কানন-কুক্কুট
রহিয়া রহিয়া, করি গিরি-উপত্যকা
প্রতিধ্বনিময়। কভু বন বিলোড়িয়া
শুনা যায় দূর-বনে মাতঙ্গ-গর্জ্জন,—
ভূতলে জীমূত-মন্দ্র ; কখন বা দূরে
ব্যাঘ্রের জৃম্ভণ, ঘোর ঘর্ঘর ভীষণ
যেন মৃত্যু কণ্ঠধ্বনি, রদন-ঘর্ষণ !
   সম্মুখে দেখিলা যুবা, পর্ব্বত-গহ্বরে
সুন্দর সলিল খণ্ড, শূন্য অবয়ব,—
স্বভাব সরসী !—উচ্চ পর্ব্বতে বেষ্টিত !
পাষাণ-শরীরী বন রেখেছে লুকায়ে
তরল হৃদয় যেন,—"নির্ম্মলা" রূপিণী !
ছয় ঋতু চারু মূর্ত্তি বিরাজিত হেথা।
নির্ম্মিত তড়াগ পার্শ্ব কঠিন শিলায় ;
শোভে স্বচ্ছ বারি-তলে বালুকার স্তর,

---

* বনপক্ষী বিশেষ।

উজ্জ্বল পারদ স্তর দর্পণে যেমতি।
চারু শিলাময় তীরে রয়েছে পড়িয়া
কতরূপ শিলারাশি, কৌতুক আকার।
কোথা শিলা-শয্যা, কোথা চারু শিলাসন,
কোথা বা অমুচ্চ শিলা-মঞ্চ মনোহর।
ফলে পুষ্পে সুসজ্জিত অটবী সুন্দর
শোভে তীরে, সাজাইয়া স্থানে স্থানে, মরি,
শ্যামল নিকুঞ্জ নানা বর্ণ লতা পুষ্পে,
পল্লবে, শাখায়'—বনদেবী ক্রীড়া-কক্ষ!
নানা জাতি জলচর খেলিছে সলিলে,
বনচর নানা জাতি খেলিতেছে তীরে!
ক্রমে বাড়িতেছে বেলা ; ভাস্কর বিভায়
বিকাশি কনক-ছটা খেলিছে সলিলে
চঞ্চল হিল্লোল রাশি কাঁপিয়া, মিশিয়া।
যুবার পড়িল মনে, এই সরোবরে,
নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে, মঞ্চে, শয্যায়, আসনে,
কত দিন কত ক্রীড়া করিলা দুজনে।
কত কথা, কত গীত, কহিলা, গাইলা ;
পড়াইলা কত কাব্য বালিকা কুসুমে
কত সাধে, কত সুখে ; পড়িলা আপনি
কলকণ্ঠে বিমোহিয়া বালিকার মন।
কৈশোরে একদা, স্মৃতি কহিল যুবায়;
মধ্যাহ্নে মৃগয়া অন্তে, দিবা দ্বিপ্রহরে
একাকী বসিয়া ওই লতিকা শিবিরে
শীতল ছায়ায়;—স্নিগ্ধ নীরজ অনিল
বহিছে তরঙ্গময় প্রতিধ্বনি তুলি

যুবার বাঁশরী স্বর ; তরঙ্গে তরঙ্গে
উঠিছে নামিছে স্বর, কাঁপিছে, কাঁদিছে।
সলিল কল্লোল সহ সে স্বর লহরী
প্লাবি' উপত্যকা মূল, নীরবি' নীরব
কানন, ছাইছে তপ্ত মধ্যাহ্ন গগন,
সঞ্চারি নিদাঘ তাপে বাসন্তী মাধুরী।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ-বধূ মুখে মুখ দিয়া
তন্দ্রাগত শুনিতেছে, শুনিতেছে ফণী
নীরব, অচল ফণা, মন্ত্রমুগ্ধ যেন!
শুনিছে বিহঙ্গ কর্ণ নীরবে পাতিয়া।
মাতঙ্গ মোহিত প্রাণ আছে দাঁড়াইয়া
শুনিতে সে স্বর ভুলি মুখের মৃণাল ;
শুনিতেছে পশুগণ ভুলি রোমন্থন।
শুনিতেছে—যেই যুবা দেখিলা ফিরিয়া,
নীরবিল বাঁশী—এক অপূর্ব্ব মূরতি!
কিশোরী বালিকা এক, বিমুক্ত কবরী ;
স্নাত কেশরাশি পড়ি প্রপাতের মত
সুবর্ণ উরসে, অংসে, সুবর্ণ লতায়,
পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, অঙ্গে, শ্বেত অমল অম্বরে,
বিকাশিছে কাল্পনিক শোভা মনোহর,—
অমাবস্যা পূর্ণিমার চারু সম্মিলন!
সুবঙ্কিম ভ্রূ-যুগলে, বিস্তৃত নয়নে,
চারু নাসিকায়, ক্ষুদ্র আরক্ত অধরে,
নবীন যৌবন-স্পর্শে মৃদু তরঙ্গিত—
শিল্পকর-পরাভব—দেহ-মহিমায়,
সমুজ্জ্বল লতা-কক্ষ। স্থির দূর নেত্রে

চাহি নির্ম্মলার পানে,—সরসী হৃদয়ে
খেলিছে অনল বিভা, মধ্যাহ্ন কিরণে,—
রংশী রবে চিত্তহারা, চিত্ররূপী বালা!
যুবকের মুগ্ধ কণ্ঠে অজ্ঞাতে ধ্বনিল—
"কুসুমিকা!"—চমকিলা বামা। চকিত হাসি
হাসিয়া ঈষৎ,—লজ্জা রঞ্জিল বদন,
করিয়া সুবর্ণ বর্ণে অলক্ত সঞ্চার,—
কহিলা,—"দেখেছ ওই মধ্য সরোবরে
ফুটিয়াছে, মরি! কিবা কুসুম সুন্দর!"
একটী,—দেখিলা যুবা,—একটী কুসুম,
মধ্য জলে,—মধ্যাকাশে একটী নক্ষত্র
মরি শোভিতেছে যেন! লম্ফ দিয়া যুবা
পড়িলা সলিলে, বেগে চলিলা সাঁতারি
তুলিবারে সেই ফুল। মুগ্ধ কুসুমিকা
দেখিলা সুন্দরতর, পুষ্প অন্যতর
চলিল ভাসিয়া সেই সরসী সলিলে।
তুলি ফুল, ব্যঙ্গ করি, বীরেন্দ্র তখন
বুঝিতে বালিকা-মন, করিলা চীৎকার—
"কুসুম! কুসুম! দেখ চরণে ধরিয়া
টানিতেছে কে আমায়"—ডুবিলা যুবক।
মস্তক তুলিয়া যবে দেখিলা আবার,
ছাড়িলা চীৎকার ত্রাসে—"কুসুম! কুসুম!
কি করিলি, কি করিলি"—দেখিলা যুবক
ভাসিতেছে কেশরাশি সলিল উপরে,
কৃষ্ণ ভুজঙ্গিনী যেন।

তুলিলা কেমনে,

সলিলের গর্ভ হতে অস্তমিত শশী ;
কত যে কাঁদিলা, কোলে লইয়া নির্জ্জনে
সেই অচেতন বালা, কেমনে কুসুম
"বীরেণ, বীরেণ," বলি কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে,
পাইলা চেতন,—সেই সকরুণ ধ্বনি
ভাসিল স্মৃতিতে, হায় ! হইল যুবার
বাষ্পাকুল নেত্রদ্বয়। শুনিলা যখন
বীরেন্দ্র ডুবিয়াছিল ছলনা করিয়া
কত যে হাসিলা বালা সজল নয়নে
অপ্রতিভ,—আজি মনে পড়িল যুবার।
হায় রে পড়িল মনে,—
এমন সময়
ভাসিল নির্জ্জনে বীরকণ্ঠ সুগম্ভীর।
চলেছে শিকারী এক গাইয়া গাইয়া
সরল হৃদয়ে সুখে। স্বভাব সঙ্গীত
সুধাময়, স্বভাবের সন্তান গায়ক।

শিকারীর গীত।

১

কি সুখ যখন, প্রভাতে উঠিয়া
চুম্বিয়া অধর ফুল
ফুলরাণী তোর, প্রবেশি কাননে,—
শিকার সুখের মূল।

২

বন কুসুমের প্রথম সৌরভ
আনন্দে মাখিয়া গায়,
কি সুখ যখন প্রভাত অনিল
উৎসাহ ঢালিয়া যায়।

৩

কি সুখ যখন কাকলীর সনে
আনন্দ অন্তরে গাই,
ভ্রমি বনে বনে, নির্ভয় অন্তরে,
যথায় তথায় যাই।

৪

কি সুখ যখন পবনের বেগে
মৃগের পশ্চাতে ধাই,
কানন-কণ্টকে ক্ষত কলেবর,
কিছু না জানিতে পাই।

৫

কি সুখ যখন আহত মৃগেন্দ্র
শৃঙ্গ আস্ফালিয়া ফিরে;
মস্তক পাতিয়া কৃতান্তের মত
আক্রমে আনত শিরে।

৬

শাখা প্রশাখায় ভীম শৃঙ্গদ্বয়
ধরায় শাণায় যবে,
মুখে ফেনা উঠে, চোকে অগ্নি ছুটে,
কি শোভা দেখিতে তবে!

৭

নাসাগ্রে জীবন শিকারী হানিয়া
অব্যর্থ শাণিত শর,
কি সুখ যখন পাড়ে ভূমিতলে
মহাবল শৃঙ্গধর।

৮

তূণে আছে সুরা, ছাড়ি সিংহনাদ
আনন্দে করিয়া পান।
কি সুখ-প্রবাহ ছুটে ধমনীতে
মাতিয়া উঠে রে প্রাণ!

৯

বিজয় পতাকা— সশৃঙ্গ মস্তক—
কুটীরে লইয়া যাই;
হাসে ফুলরাণী শুনিয়া কাহিনী,
কি সুখ তখন পাই।

১০

যবে সেই মাংস, মদিরার সহ,
ফুলরাণী দেয় আনি,
আছে কোন সুখ, এই ধরাতলে,
মনে নাহি তুচ্ছ মানি।

১১

আহারান্তে সুখে শীতল ছায়ায়
জুড়াই মৃগয়া-শ্রম,
শিয়রে বসিয়া, ফুলরাণী বুনে
বসন প্রফুল্ল মন।

১২

কভু পতিপ্রাণা আদরে নিদ্রায়
চুম্বিয়া মাতায় প্রাণ,
চমকি আবেশে জাগিয়া, কি
শুনি উচ্চ হাসি তান।

১৩

সন্ধ্যা সমীরণে, শৈল চন্দ্রালোকে,
বসিয়া বিতানে সুখে,
কভু করি গান, কভু করি পান,
আনন্দ ধরে না বুকে।

১৪

ছায়ার আড়ালে, বসিয়া কভু
মদিরা-মোহিত প্রাণে,
প্রণয়ের কথা, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে,
কহি ধীরে কাণে কাণে।

১৫

তমসা যামিনী আসিলে আবার
আঁধারিয়া বনস্থলী,
দীপ পূর্ণ ডালা মাথায় বাঁধিয়া,
নিশীথ শিকারে চলি।

১৬

নাচিতে নাচিতে ভ্রমি বনে বনে,
ডমরু বাজাই করে,
নাচে তালে তালে কুরঙ্গ ভুজঙ্গ,
আর যত বনচরে।

১৭

নাচে আলো শিরে, নাচে ভূমিতলে
ভুজঙ্গ ধরিয়া ফণা,
কুরঙ্গ, শশক, নাচে বনচর,
জ্বলে নেত্রে অগ্নিকণা।

১৮

নাচিতে নাচিতে, আসিলে নিকটে,
শাণিত কৃপাণ ঘায়,
স্তরে স্তরে স্তরে, কুরঙ্গ, শশক,
চৌদিকে পড়িয়া যায়।

১৯

আসিলে শার্দ্দূল, ভীষণ মহিষ,
রাখি ডালা ধরাতলে,
লুকায়ে আঁধারে হানি তীক্ষ্ণ শর,
বিঁধি বজ্র বক্ষঃস্থলে।

২০

ভীষণ গর্জ্জন, ডালা আক্রমণ,
ক্রোধান্ধ বিক্ষত বাণে,—
কি সুখ তখন উপজে হৃদয়ে,
কেবল শিকারী জানে।

২১

কুটীরে ফিরিয়া কহিতে কহিতে
মৃগয়া কাহিনী সুখে,
কি সুখ নিদ্রায়, হই নিমগন
ফুলরাণী তোর বুকে।

অকস্মাৎ গীতপূর্ণ নির্জ্জন গহ্বরে
ভাসিল চীৎকার ধ্বনি; ভৈরব গর্জ্জনে
কাঁপিল পর্ব্বত-রাজ্য; ভাঙ্গিল হঠাৎ
গীতমুগ্ধ যুবকের জাগ্রত স্বপন।
একটী তরুতে যুবা পার্শ্ব হেলাইয়া
সঙ্গীত শুনিতেছিলা—অপলক নেত্র,
অনিশ্বাস নাসা, প্রাণযন্ত্র অচঞ্চল,
বিশ্রামে বাঙ্কম গ্রীবা তরু পরশিয়া;—
নামিলা নক্ষত্রগতি পর্ব্বত-গহ্বরে।
"বাঘ! বাঘ! বাঘ!"—পুন উঠিল চীৎকার
নির্জ্জন কন্দরে। যুবা দেখিলা সম্মুখে
সংহারক-মূর্ত্তি ব্যাঘ্র রক্তাক্ত বদনে
আক্রমিয়া রোষে এক হতভাগ্য নর
মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল অসি খেলিল বিজলী;
মুহূর্ত্তে শোণিতোন্মত্ত ভীষণ শার্দ্দূল
দিল লম্ফ আগন্তুকে নিনাদি ঘর্ঘর;
মুহূর্ত্তেক পরে, ছাড়ি প্রলয় গর্জ্জন
পড়িল ভূতলে ব্যাঘ্র, অর্দ্ধছিন্ন গ্রীবা
ত্রস্তে অগ্রসরি যুবা দেখিলা বিস্ময়ে
ধর্ম্মের নিয়তি সূক্ষ্ম! দেখিলা বিস্ময়ে
ছিন্ন গ্রীবা, ভিন্ন বক্ষ, দন্তে তৃণ কাটি,
চন্দ্রশেখরের সেই বিপ্র নরাধম।
চমকি সরিলা যুবা হ'ল রোমাঞ্চিত
সর্ব্বাঙ্গ; কাঁপিল দেহ থর থর থর।
হ'য়ে অগ্রসর ধীরে দেখিলা সভয়ে
ঘুরিতেছে ব্রাহ্মণের নেত্র তারাদ্বয়

মৃত্যু চক্রে ; "বাঘ ! বাঘ !"—অত্যুচ্চ চীৎকার
ছাড়ি বিপ্র, তেয়াগিল মুমূর্ষু জীবন।
শব পার্শ্বে জানু পাতি বসিয়া বীরেন্দ্র,
চাহি আকাশের পানে বলিতে লাগিলা,
গলদশ্রু, কৃতাঞ্জলিপুটে—"ন্যায়বান্ !
তব সূক্ষ্ম নীতি, নাথ দেবজ্ঞানাতীত,
কি বুঝিবে ক্ষুদ্র নর ? পতঙ্গ কেমনে
বুঝিবে অনন্ত সৃষ্টি-রচনা-কৌশল ?
কি দেখিবে জড় নেত্র, জ্ঞানের আলোক
না পায় প্রবেশ যথা ? এইরূপে তুমি
অন্তরীক্ষে থাকি, পাপ পুণ্য ফলাফল
করিছ বিধান এই বিশ্ব চরাচরে।
অন্ধ নর ! দেখিয়াও দেখিতে না পায়
ভীষণ অপক্ষপাতী অসি নিয়ন্তার,
ঝাঁপ দেয় বহ্নি-মুখে পতঙ্গের মত।"
নেত্র নামাইয়া ধীরে দেখিলা যুবক,
ব্যাঘ্রাধিক ভয়ঙ্কর দস্যু কৃষ্ণকায়
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তাঁর, নিষ্কোষিয়া করে
ভীমা অসি। দৃষ্টিমাত্র উঠিল শিহরি
বীরেন্দ্রের বীর বক্ষ, দাঁড়াইলা যুবা।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দাঁড়াইলা যথা
রক্ষকুল-অবতংস রাঘব সম্মুখে।
অথবা মৃগেন্দ্র যথা নিদ্রান্তে দেখিয়া
কালরূপী মহাব্যাধ বিবরের দ্বারে।
দন্ত কড়মড়ি দস্যু কহিল গর্জ্জিয়া—
"আততায়ি ! নরহন্তা ! বধিলি পথিকে

তস্করের মত তুই, ভীরু কাপুরুষ!
এই লও প্রতিফল,"—উঠাইল অসি।
কটাক্ষে ফলক পাতি লইলা আঘাত
বীরেন্দ্র,—প্রস্তর খণ্ডে গিরীন্দ্র যেমতি
লইলা পাতিয়া বজ্র। দুই পদ সরি
বলিলা বীরেন্দ্র—"দস্যু! চাহ যদি রণ,
পুরাইব সাধ তব; কিন্তু ব্রাহ্মণের
পবিত্র শোণিতে সিক্ত ওই দূর্ব্বাদল,
না দিব তোমায় সদ্য কলুষিতে তব
ম্লেচ্ছ পরশনে। ওই ক্ষুদ্র সমতল
আছে কাছে রঙ্গ-ভূমি চল পাবে রণ,—
আপন সমাধিক্ষেত্রে হও অগ্রসর!"
"ম্লেচ্ছ!—কি বলিলি ভীরু অল্পপ্রাণি!
আমার সমাধিক্ষেত্র?"—সরোষে উত্তরি
আক্রমিল পরাক্রমে। লম্ফে লম্ফে, যুবা
অসামান্য শিক্ষাবলে কভু জানু পাতি
ভূমিতলে, কভু শূন্যে উঠি, কভু দ্রুত
চর্ম্ম সঞ্চালনে, একে একে নিবারিলা
দস্যুর প্রহার, প্রতি প্রহারে নিরত
আপনি,—অন্তরে দস্যু মানিল বিস্ময়,
জানিল বালক ক্রীড়া নহে এই রণ।
আঁখির পলকে যুবা এক পার্শ্বে সরি
দাঁড়াইলা রাখি পৃষ্ঠ পর্ব্বতের গায়ে।
পিধানে রাখিয়া অসি, আস্ফালিয়া ভুজ,
আচ্ছাদি' ফলকে বক্ষ, দৃঢ় বাম করে,
কহিলা হাসিয়া—"দস্যু! বুঝিলা পরীক্ষা,

বুঝিলা কিঞ্চিৎ মম সমর-কৌশল।
শক্তির প্রমাণ চাহা যদি, দেখ ওই
ছিন্ন ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর পড়িয়া ভূতলে।
ক্ষান্ত দাও প্রাণ লয়ে যাও ফিরে ঘরে।
একে রণমূর্খ তুমি, জাতিতে তস্কর
অন্তরে; তব সনে রণ নাহি ইচ্ছে
আর্য্যেন্দ্র তনয়—বীর-প্রসূতি-প্রসূন।
অবলা, অবলী মূর্খ, অবধ্য সমরে।
অস্ত্র-শিক্ষা আরো যদি দেখিতে বাসনা,
ধর অসি!—ধরিব না আমি। পরশিতে
অঙ্গ মম, কর প্রাণপণ অপবিত্র
তব করবালে—হত্যা-রক্তে কলঙ্কিত
ম্লেচ্ছের কৃপাণ।"

উচ্চ হাসি হাসি দস্যু
কহিল কৌতুক কণ্ঠে—"সাব্বাস্! শাবাস্!
নিরস্ত্র যুঝিবি আজি অস্ত্রধারী বীর
সহ,—মূর্খোচিত পণ! হীন বঙ্গবাসী
তুই, বীর্য্যে বামাধম; অন্তঃপুর দুর্গ
তোর; চর্ম্ম, বর্ম্ম তোর অঙ্গনা অঞ্চল;
তুই কেন পারিবি রে ধরিতে সমরে
বীর-আভরণ অসি? বুদ্ধিজীবী তুই
রাখিলি পিধানে অসি, গুরুভারে তার
কামিনী-কোমল কর হইবে ব্যথিত।
কিন্তু মূঢ় জানিস্ কি কার সনে তোর
এ চাতুরী? শুন তবে কম্পিত হৃদয়ে
নাম মম বেঞ্জামিন, পূর্ব্ব-বঙ্গ-ত্রাস;

বীরত্বে যাহার সিন্ধু বিধূনিত ; বন,
ভূধর কম্পিত ; ভয়ে যার, পিতৃগণ
তোর লুকাইল এই পর্ব্বত-গহ্বরে,
কেশরীর ত্রাসে যেন সশঙ্ক শশক ;
যার ভুজবলে ওই খৃষ্টীয় কেতন
উড়িছে চট্টল * দুর্গে, বিজিত সমরে ;
পিতা তোর পলাতক ভয়েতে যাহার।"
"চিনিলাম"—ক্রোধে যুবা করিলা উত্তর—
"তুমি সেই বারিচর সমুদ্র তস্কর।
তোমার বীরত্ব চুরি ; হত্যা ব্যবসায়
সম্মুখ সমরে তুমি নও অগ্রসর।
নিরীহ নিদ্রিতে যথা দংশে কাল ফণী,
কিংবা ব্যাঘ্র অসতর্ক আক্রমে পথিকে,
তেমতি তস্কর তুমি কর আক্রমণ
বণিক বারিধি গর্ভে, গৃহাশ্রমী গ্রামে।
কত গ্রাম, কত গঞ্জ, সুন্দর নগর,
বিনষ্ট তোমার দস্যু-অসিতে, অনলে ;
আরক্ত সুনীল সিন্ধু বণিক-শোণিতে।
নিশীথে চোরের মত প্রবেশি চট্টলে
করিয়াছ অরক্ষিত দুর্গ অধিকার
দস্যুত্বে—বীরত্ব কথা আনিও না মুখে!
কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত কাল আজি উপস্থিত,
পাবে আজি প্রতিফল বীরত্বের তব
ব্রহ্ম-হত্যাকারী ওই বীর ব্যাঘ্র মত।

---

* চট্টগ্রামের পৌরাণিক নাম।

কর দস্যু প্রাণপণ !"—

বিজাতী হুঙ্কার

ছাড়ি দস্যু দুরাচার, আস্ফালিয়া অসি,
আক্রমিল বলে যেন প্রমত্ত কুঞ্জর।
কভু পার্শ্ব, কভু বক্ষ, কভু হস্ত, পদ,
শির কভু, অঙ্গ অঙ্গ, স্থির লক্ষ্য করি
প্রহারিল তীক্ষ্ণ অসি। কিন্তু যুবকের
কি শিক্ষা কৌশলে, একে একে একে
উত্তরিল খড়্গাঘাত অভেদ্য ফলকে
গুরু শব্দে,—শিলাবৃষ্টি সুদৃঢ় উপলে।
মানিল বিস্ময় দস্যু, ধৈর্য্যচ্যুত, স্থান-
ভ্রষ্ট করিতে যুবায় ভাবিয়া উপায়,
হানিল দক্ষিণ পদ ! এক লম্ফে যুবা
হইয়া অন্তর, দ্রুত নিষ্কোষিয়া অসি,—
"নিশ্চয় মরণ তোর"—গর্জ্জিলা সরোষে।
দেখিলি ফলক শিক্ষা, মৃত্যুমুখে এবে
দেখ আর্য্য বীরপণা অসি-সঞ্চালন !"
বাজিল তুমুল রণ। ঘুরিয়া ফিরিয়া
চক্রাকারে যোদ্ধায়,—শিক্ষা নিরুপম,—
প্রহারিছে পরস্পরে। ছায়া অন্ধকারে
দুই বিদ্যুল্লতা যেন খেলিতে লাগিল
দুই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ ! অলক্ষ্য নয়নে
তীব্র বেগ—অবিশ্রান্ত ভুজ সঞ্চালন।
সকৃপাণ করদ্বয় আস্ফালিছে, যেন
বিষ জিহ্বা লেলিহান ভুজঙ্গ যুগল।
থেকে থেকে যোদ্ধাদ্বয় ঘোর সিংহনাদে

কাঁপাইছে বনস্থলী, ছুটিছে বিহঙ্গ
কলরবে, বন-পশু পশিছে বিবরে।
খেলিছে অনল রক্ত নয়নযুগলে,
অসিধারে, বিধূমিত সঘন নিশ্বাসে।
ঝরিতেছে রক্তধারা উভয়ের অঙ্গে
অঙ্গে, জীবন-প্রবাহ যেতেছে বহিয়া।
মহাযোদ্ধা দস্যুপতি পার্শ্বব প্রহারে
যুবকেরা বাম করে করিল আঘাত,
খসিয়া পড়িল চর্ম্ম, ছাড়িল হুঙ্কার
দস্যু বীর! দস্যুধ্বনি না হইতে শেষ,
বিদ্যুৎ গতিতে দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার
লাগিল যে বজ্রাঘাত, উড়িল কৃপাণ।
ঘোর যন্ত্রণায় দস্যু ছাড়িয়া চীৎকার,
লম্ফ দিয়া লৌহ ভুজে ধরিয়া বীরেন্দ্রে,—
অপ্রস্তুত বীরবর—ফেলিল ভূতলে।
রক্তস্রাবে ক্লান্ত দেহে মূর্চ্ছার সঞ্চার
হ'ল মুহূর্ত্তেক সেই গুরু নিপতনে।
জানু পাতি বেঞ্জামিন বীরেন্দ্রের বুকে
বসি দৃঢ়াসনে, অট্ট হাসিল ভীষণ।
নিষ্কোষিয়া তীক্ষ্ণ ছুরী কটিবন্ধ হতে,
কহিল হাসিয়া—"খৃষ্টদ্বেষী দুরাচার!
অন্তিম সময়ে স্মর খৃষ্টনাম, পাবি
পরিত্রাণ পরলোকে; অন্তিমে বারেক
স্মর সেই কুসুমিকা চারু চন্দ্রানন!"
দস্যুর রহস্যে—দস্যু কলুষিত মুখে
শুনি সেই পুণ্য নাম, শিহরিলা যুবা;

ছুটিল অনল-স্রোত শিরায় শিরায় :
নব শক্তি আবির্ভূত হইল শরীরে।
কিন্তু পর্ব্বতের চূড়া চাপিয়াছে বুকে,
কি করিবে হতভাগ্য ! করের কৃপাণ
পড়েছে খসিয়া দূরে ভীম নিপতনে।
বীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, হায় ! কি ভাবিছ যুবা ?
কুসুমিকা-মুখ ? হায় ! ওই দেখ, ওই
নামতেছে তীক্ষ্ণ ছুরী হৃদয়ে তোমার
সম্বর সম্বর যুবা !

বীরেন্দ্রের বুকে
ছুরিকাগ্র বীতবেগে নামিল, পড়িল
দস্যু ঢলিয়া ভূতলে ছাড়িয়া চীৎকার,
তীব্র বিষধরে যেন করিল দংশন !
কটাক্ষে বীরেন্দ্র, অন্য শাণিত ছুরিকা
দস্যু কটিবন্ধ হতে লয়ে দ্রুত করে,
আঘাত করিয়াছিলা পর্ত্তুগীস বুকে
ভীমবলে, সে প্রহারে পড়িল ভূতলে
দস্যুপতি, শৃঙ্গধর-শৃঙ্গ যেন ভীম
বজ্রাঘাতে। মূর্চ্ছাগত দস্যুপতি ; বসি
বক্ষোপরে যুবা—যেন কৃষ্ণাঙ্গার-স্তূপে
দেব বৈশ্বানর—নিরস্ত্র করিলা দস্যু !
কিছুপরে বেঞ্জামিন পাইলে সম্বিত,
বলিলা বীরেন্দ্র—মাগ্ প্রাণ ভিক্ষা, পাপি !"
"প্রাণ ভিক্ষা তুই ভীরু বাঙ্গালীর কাছে
প্রাণান্তে প্রার্থনা নাহি করে পর্ত্তুগীস"—
উত্তরিল দস্যুরাজ, গর্জ্জিল শার্দ্দুল

যেন পর্ব্বত-গহ্বরে! তখন বীরেন্দ্র
অসি করি উত্তোলন কহিলা গম্ভীরে—
"সম্মুখে নরক, মহাপাপি তব তরে,
স্মর ইষ্ট দেব!" নেত্র মুদিল পামর,
হইল বদন কান্তি বিকট ভীষণ!
মুহূর্ত্ত নীরব; কহিলা ঘৃণায় যুবা,—
"দস্যু চূড়ামণি! আর্য্য রণধর্ম্ম নহে,
ভূতলে পতিত হেন নিরস্ত্র শত্রুরে
বধিতে শীতল রক্তে। হেন আততায়ি
কার্য্য বীরধর্ম্ম নহে। কর পলায়ন
তস্কর পাপিষ্ঠ তুমি আপন বিবরে!
তব কাপুরুষ রক্তে, নাহি কলঙ্কিব
বীর-অসি, যাও পাপি নির্ভয় হৃদয়ে।
আর্য্য-সুতে কভু নাহি সম্বোধিও রণে।
অস্ত্রাঘাতে যেই শিক্ষা লিখিনু হৃদয়ে
রাখিও স্মরণ। যদি জীবনের সাধ
থাকে তব, রাজ্যলিপ্সা করি সম্বরণ,
স্বদেশ-নরকে তব পলাও সত্বর,
ছাড়ি এই পুণ্য ভূমি! নতুবা নিশ্চয়
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত ঘটিবে অচিরে।"
যুদ্ধান্তে অনতিদূরে পর্ব্বত-গহ্বরে,
বীরেন্দ্র বসিয়া কাঞ্চী-প্রপাতের কাছে
শিলাসনে; শত হস্ত উর্দ্ধ হতে কাঞ্চী
স্রোতস্বতী—মহাদৃশ্য!—নামিতেছে ভীমা
ভৈরব গর্জ্জনে। বহুদূর অবিশ্রান্ত
জীমূত-গর্জ্জনে বিঘোষিত, বিলোড়িত

শত মহার্ণব যেন মহাপ্রভঞ্জনে।
বিস্তৃত সলিল ধারা শোভিতেছে যেন
বিশাল স্ফাটিক স্তম্ভ ভাস্কর-কিরণে।
প্রপাতের প্রতিঘাতে সফেন সলিলে
খেলিতেছে গিরিমূলে অসংখ্য ফোয়ারা,
উৎক্ষেপিয়া বারিবিন্দু—শ্বেত পুষ্পরাশি।
গিরিমূলে যেন শত পুষ্প-প্রস্রবণ—
উঠিছে ফুটিছে ফুল, পড়িছে, মিশিছে।
জলদেবী মরি যেন রজত আধারে,
দূর হতে বোধ হয়, রেখেছে সাজায়ে
তরল রজত পুষ্পঝার মনোহর,
পূজিতে প্রপাত পদ। সলিল-কণায়
গিরিতলে বহুদূর অশ্রান্ত বরিষা।
শ্বেত রক্ত ক্ষুদ্র মীন ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
খেলিছে নির্ভয়ে সেই বারি বিলোড়নে
বিকাশি অপূর্ব্ব শোভা। বীরেন্দ্র সে ক্রীড়া
দেখিয়া দেখিয়া, রণ-শ্রান্ত ক্ষত দেহ
প্রক্ষালিছে, ভাবিতেছে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে
প্রভাত ঘটনাচয়। ভাবিতেছে মনে
কত দিনে শিবজীর সমর-প্রবাহ
উত্তরিবে সিংহনাদে বিন্ধ্যাচল হতে
সমতল বঙ্গভূমে, ওই প্রপাতের
মত; কত দিনে মহারাষ্ট্রীয় কেতন
উড়িবে গরবে বঙ্গে—স্বাধীন সোহাগে;
আবার হাসিবে বঙ্গ; বিধর্ম্মী শোণিতে
নিবাইবে মনস্তাপ। কত দিনে আর

পাবে প্রাণ কুসুমিকা, বীর কণ্ঠহার
নিষ্পেষিয়া নরাধম দুরন্ত মাতুলে।
পিতৃমাতৃহীনা বালা!—যুবার ভিজিল
নেত্র,—মাতুলের স্নেহে পালিতা, পীড়িতা!
না দিবে মাতুল জাতিভ্রষ্ট যুবকের
সহিত বিবাহ, ক্রোধে কাঁপিল অধর
বীরেন্দ্রের। লইবেন কুসুমিকা বলে,
করিলেন পণ; কিন্তু নাহি পিতৃরাজ্য,
জিনিবেন কোন্ রূপে এক ভুজবলে
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী পাপিষ্ঠ মাতুলে।
হরিবেন তবে? না না, তস্করের কার্য্যে
যুবার হইল ঘৃণা—

"বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র!"—

যুবক দেখিলা পার্শ্বে ফিরায়ে বদন
পিতৃব্য মর্ক্কট রায়,—চমকিলা যুবা,
নিদ্রান্তে ভুজঙ্গ দেখি শয্যার নিকটে
চমকে গৃহস্থ যথা। কিন্তু না জানিলা
যুবক, কাঁপিল কেন হৃদয় তাহার!
সম্ভ্রমে উঠিতে যুবা ধরি দুই কর
বসা'ল মর্ক্কট রায়; বসিয়া আপনি,
কহিল—"বীরেন্দ্র, তুমি বন-পর্য্যটনে
আসিলা প্রভাতে দেখি, আসিলাম আমি
পশ্চাতে শুনিয়া এক শুভ সমাচার,—
আসিতেন পিতা তব। কিন্তু বৎস বল
এ কি চিহ্ন কলেবরে রক্ত জবা যেন?
কেমনে হইল অঙ্গ বিক্ষত এমন?

এ কি অঙ্গে, এ কি যেন চন্দনের ধারা ?”
যুবকে বেড়িয়া প্রৌঢ় কাঁদিতে লাগিল—
“হায় রে শৈশবে তোরে কোলে কোলে আমি
রাখিয়াছি, অঙ্গ তোর ব্যথা পায় পাছে
কোমল শয্যায়, হায় ! আজি হেন অঙ্গে
কে করিল অস্ত্রাঘাত পাষাণ-হৃদয় ?
অশ্রুধারা ঝরি, রক্তধারা সহ অঙ্গে
বহিতে লাগিল। যুবা উত্তরিলা—“পিতঃ !
হও স্থির, আজি প্রাতে দস্যু একজন
সম্বোধিল রণে। নাহি সমরে বিমুখ
আমি ভ্রাতুষ্পুত্র তব। পুরাইনু তার
যুদ্ধসাধ, ওই বনে রহেছে পড়িয়া
অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ দস্যু নরাধম ;
অসি জিহ্বা মাত্র অঙ্গে লেগেছে আমার।
কহ পিতঃ ! শুনি তব শুভ সমাচার।”

মর্কট মুছিয়া অশ্রু ক্ষুদ্র নেত্র হতে
আরম্ভিল পুনঃ—“বৎস ! দেখিয়াছি আমি,
দস্যুপতি বেঞ্জামিন ওই বনপথে,
প্রকম্পিত পূর্ব্ব বঙ্গ পরাক্রমে যার।
তুমি কি একাকী তারে পরাজিলে রণে ?
কুলের তিলক তুমি, ধন্য শিক্ষা তব !”—
বলি আলিঙ্গিয়া সুখে চুম্বিল ললাট
বীরেন্দ্রের,—“হায় ! বৎস আছিলা বিদেশে,
না জানিলা তুমি কত অত্যাচার তার।
কেমনে অর্দ্ধেক বঙ্গ করেছে শ্মশান
অগ্নিতে, অসিতে। হায়, নিশীথে অজ্ঞাতে

পশি তব পিতৃদুর্গে তস্করের মত
কত অত্যাচার পাপী, বলিব কেমনে,
করিল নিশীথ রণে। আশৈশব আমি
না শিখিনু অস্ত্র শিক্ষা, ছিনু লুকাইয়া
ভয়ে কোণে, তবু দুষ্ট ধরিয়া আমারে
করিল যে অপমান, বলিতে না পারি।
চাহিল কাটিতে শির, শেষে ভীরু বলি
দিল মোরে খেদাইয়া দুর্গের বাহিরে।
না জানিনু কি ঘটিল জ্যেষ্ঠ সহোদরে,
কত খুঁজিলাম তাঁরে, কত কাঁদিলাম”—
বলিতে বলিতে নেত্র মুছিল আবার।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, অবসরে যুবা
জিজ্ঞাসিলা,—“কহ তাত শুভ সমাচার।”
আরম্ভিল পুনঃ প্রৌঢ়—“জনক তোমার
শুনিলাম আসিছেন সসৈন্যে আবার—
বীরকুলর্ষভ ভ্রাতা!—উদ্ধারিতে বলে
নিজ রাজ্য বিনাশিয়া মগ পর্ত্তুগীস
রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্র করিতে আবার!
আপনি সায়েস্তা খাঁ শুনিলাম আরো,
আসিছেন রণ রঙ্গে বীর বঙ্গাধিপ।
ইচ্ছা করে যাই নিজে সকৃপাণ করে
সাধিতে ভ্রাতার কার্য্য, কিন্তু মনস্তাপ
না শিখিনু যুদ্ধ, খেদ রহিল অন্তরে।
এ বীর্য্য প্রবাহে মিশে যদি বৎস তব
বীরত্বের স্রোত, ক্ষুদ্র তৃণরাশি মত,
নিশ্চয় অরাতিগণ যাইবে ভাসিয়া”

"উত্তম মন্ত্রণা পিতঃ,"—উত্তরিলা যুবা
স্থির ঊর্দ্ধ নেত্রে চাহি প্রপাতের পানে,—
"যবন সাপক্ষে কিন্তু ধরিতে কৃপাণ
নাহি সাধ; রণ-গুরু শিবজীর কাছে
ভারত উদ্ধার ব্রতে আর্য্য অরিগণে
কেবল নাশিতে পিতঃ করিয়াছি পণ।"
"আর্য্য-অরি নহে কি হে মগ পর্ত্তুগীস?
যবন সাপক্ষে নহে, জনকের তরে
ধরিতে কি ক্ষতি অসি? তব জনকের
সহায়, সারথি মাত্র যবন এ রণে।
উদ্ধারিতে পিতৃরাজ্য, বসাইতে পুনঃ,
চট্টলের সিংহাসনে তব পিতৃদেবে
ধর যদি অসি, বৎস, বুঝিতে না পারি,
কেমনে প্রতিজ্ঞা তব হইবে বিফল!
ভারত উদ্ধার, বৎস!—ভারত উদ্ধার
নহে বালকের ক্রীড়া! আজিও যবন
বিন্ধ্য হতে হিমাচল শাসিছে বিক্রমে,
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র বহে পদ-চিহ্ন ধরি।
এ শক্তি টলিবে কি হে তর্জ্জনী হেলনে?
উড়িবে কি হিমাচল পতঙ্গ নিশ্বাসে?
উড়ে যদি; আসে যদি সৈন্যের তরঙ্গ
শিবজীর বঙ্গদেশে, অর্দ্ধেক ভারত
প্লাবি' পরাক্রমে; একা অসহায় তুমি,—
তোমা হতে কি সাহায্য হইবে তাঁহার?
পক্ষান্তরে, পিতৃরাজ্য করিতে উদ্ধার
পার যদি; শিবজীর রণ-ভেরী যবে

বাজিবে পশ্চিম প্রান্তে, পূর্ব্ব প্রান্তে তুমি
বাজালে বিজয় শঙ্খ, দুই সিংহনাদে
কাঁপিবে যবন লক্ষ্মী ;—কিন্তু বৎস বল
দাক্ষিণাত্য, আর্য্যাবর্ত্ত, জিনিয়া কি কাল
পশিবে শিবজী বঙ্গে, আসিবে চট্টলে ?
নাহি ধরে হেন গতি দেব প্রভঞ্জন,
তাড়িতাস্ত্র কিংবা কবি-কল্পনার বাণ
না পারিবে এই রাজ্য ভ্রমিতে কেবল
এত অল্প কালে,—বহুদূর এখনও,
যবন পতন, সেই আশা এখনও
সুদূর স্বপন। কিন্তু দুই দিন আর,
পিতার অদৃষ্ট তব হবে পরীক্ষিত।
মহাযোদ্ধা পর্ত্তুগীস ; রণলক্ষ্মী যদি
হন বাম, বল তবে যাইবে কোথায় ?—
দাঁড়াতে সূচ্যগ্র স্থান পাইবে না, হায় !
জন্মভূমে ; জন্মভূমি-ঘোর-নির্যাতন
সহিবে কেমনে ? বল সহিবে কেমনে
অসহায় অঙ্গনার সতীত্ব হরণ ?”

“আর না, পিতৃব্য !” —কহি, অস্বভাব স্বরে,
দাঁড়াইলা তীরবৎ বীরেন্দ্র সরোষে ;
রোমাঞ্চিত দেহ, শুনি নারী-নির্যাতন।

“চলিলাম রণে, পিতঃ, কর আশীর্ব্বাদ,
প্রক্ষালিয়া আসি যেন এই তীক্ষ্ণ অসি
মগ পর্ত্তুগীস রক্তে,—শোণিতপ্রবাহে।
কিংবা যেন ভাঙ্গি অসি অরাতি মস্তকে,
নিদ্রা যাই রণক্ষেত্রে।” বন্দিয়া চরণ

পিতৃব্যের ভক্তিভরে, চলিলা বীরেন্দ্র।
যুবকে ধরিয়া বক্ষে, আশীষিল প্রৌঢ়—
"যাও বীরপুত্র তুমি, এস ফিরে ঘরে
পিতৃসহ রণজয়ী ; বিজয় পতাকা
কাটিয়া আনিও বৎস বেঞ্জামিন শির,
বালক বালিকাগণ দেখিবে কৌতুক।"
শুনি শিহরিলা যুবা, চলি দুই পদ
ফিরিলা আবার।—"ব্যাঘ্র হত-বিপ্র-কক্ষে
ছিল এই পত্র পিতঃ তব নামাঙ্কিত,
ক্ষমিও, ভুলিয়াছিনু দিতে এতক্ষণ।"
কহি, পত্র দিয়া যুবা চলিলা সত্বর।
প্রৌঢ় অনিমেষনেত্রে রহিল চাহিয়া
বহুক্ষণ! যেই যুবা বীরেন্দ্র-কেশরী
অদৃশ্য হইল দূর বন-অন্তরালে,
ঘোর উচ্চ হাসি পাপী উঠিল হাসিয়া।—
"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা যে বলে সে মূঢ় ;
ধরাতলে নহে বীর্য্য বুদ্ধির মতন।
বীর্য্যবলে কে বেঁধেছে প্রমত্ত বারণ ?
যেই জাহ্নবীর স্রোতে মত্ত ঐরাবত
ভেসে গেল, জহ্নু মুনি বুদ্ধির কৌশলে
করিলা উদরে রুদ্ধ ;—জীবন্ত প্রমাণ,
নহে ভুজে, মহাশক্তি মানব উদরে।
মূর্খের ভরসা বীর্য্য, বুদ্ধি পণ্ডিতের।
বুদ্ধিবলে এ কণ্টক উদ্ধারিনু আজি,
নামাইনু এ পাষাণ হৃদয় হইতে।
দাম্ভিক যুবক! যাও মর গিয়া রণে!

চিনিয়াছে ওই শির বীর বেঞ্জামিন।
অপমান, রাজ্য-লিপ্সা, করিয়াছে ঘোর
উন্মত্ত তস্কর। পথ নিশ্চয় এবার
হইল কণ্টকশূন্য, শৈশব হইতে
কত যত্ন, ষড়যন্ত্র হয়েছে নিষ্ফল!
বিমাতায় বশীভূত করিয়া কৌশলে
জ্বালাইনু সপত্নীর কলহ-অনল।
না পারি সহিতে, বনে গর্ভিণী জননী
পশিল নিশীথে, কিন্তু না মরিয়া বনে
হিংস্র-জন্তু-মুখে, পুত্র করিল প্রসব।
না জানিনু হায়! এই রহস্য সংবাদ,
নারিনু অঙ্কুরে শত্রু করিতে নিপাত।
কিছু দিনান্তরে, আশা ভাবিনু সফল,
কাশী-প্রয়াসিনী মাতা আসিনু রাখিয়া
শমন-মন্দিরে; কত যত্ন করিলাম
বধিতে শাবক গুপ্ত বিষ দানে, কিন্তু
রমণীহৃদয় হায়! বুঝিতে না পারি,—
হইল বিমাতা মনে দয়ার সঞ্চার।
দেখিলাম অন্ধকার, বিশ্বাস-ঘাতিনী
পাপীয়সী হলাহলে হইল নীরব।
তার পরে কত চেষ্টা! পাপিষ্ঠ শকম
না জানি কি দৈব শক্তি আছিল তাহার,
বিফল করিল সব। অবশেষে বিধি
হইলেন অনুকূল! কণ্টক যুগল
নিরুদ্দেশ দাক্ষিণাত্যে,—পাইয়া সুযোগ
রটাইনু, জাতিভ্রষ্ট, নিহত সমরে।

পত্নী-পুত্র-শোকে ভ্রাতা ভাবিনু নিশ্চয়
ত্যজিবেন বৃদ্ধ কায়া, পাইব অচিরে
চট্টলের রাজ্যভার। কিন্তু হরিবোল,
ছাড়িল না প্রাণ-পাখী সে জীর্ণ পিঞ্জর
কাটাইনু এই "কিন্তু"—সহজে নিরাশ
নহেন মর্কট রায়—ষড়যন্ত্র করি!
ঘোর শিব চতুর্দ্দশী তমিস্র নিশীথে,
মাদকে মোহিত যবে প্রহরীনিচয়
মহোৎসবে, অলক্ষিতে গুপ্ত-দ্বার খুলি
আনিলাম দস্যু-স্রোত দুর্গের ভিতরে।
গেলেন আসিয়া ভ্রাতা। বিশ্বাসঘাতক
বেঞ্জামিন নাহি দিল তথাপি আমারে
সিংহাসন। দুরাচার রণান্তে যখন
হইল মূর্চ্ছিত আজি, বড় ইচ্ছিলাম
এক পদাঘাতে, মৃৎ-কলসীর মত,
বিচূর্ণ করিতে শির, না পারিনু ভয়ে
ভাবিয়া মহিষাসুর মূরতি অন্তরে।
"আশা-ইন্দ্রধনু মম মিশিল অম্বরে,
ডুবিল সুবর্ণ ঘট—রাজত্ব স্বপন—
অতল সাগরে,—পুনঃ কাণা চকে কুটা,
ভ্রাতুষ্পুত্র-রূপী কাল ফিরিল আলয়ে;
বীরমূর্ত্তি দেখি ভয়ে কাঁপিল হৃদয়।
শুনে যদি দীর্ঘ কীর্ত্তি-কলাপ আমার,
পিতৃ-নির্ব্বাসন-হেতু, ভাবিলাম মনে,
তবে ভবলীলা সাঙ্গ হইবে আমার।
কহিলাম বেঞ্জামিনে, সত্বরে আসিয়া

সংহার এ শত্রু তব সম্মুখ সমরে ;
নতুবা নিশ্চয় পৃষ্ঠ, সিংহ পরাক্রমে,
আক্রমিবে, সৈন্য সজ্জা করিছে গোপনে।
মন্ত্রমুগ্ধ হ'ল সর্প। আনিলাম তারে
এ বিবরে। পট-গৃহে প্রভাতে বসিয়া
ভাবিতেছি দুই জনে দংশন উপায়,—
মগ পর্ত্তুগীস চমূ গিয়াছে উত্তরে,
ভেটিতে নবাবসেনা। এমন সময়ে
শুনিনু গর্জ্জন ঘোর, শেখরে উঠিয়া
ক্ষত বিপ্র, হত ব্যাঘ্র, দেখিনু অদূরে
কহিলাম দস্যু দুষ্টে,—"কর আক্রমণ
সহচরগণ সহ, মিলেছে সুযোগ !"
কি যে ছাই বীর ধর্ম্ম বুঝিতে না পারি,
শুনিল না উপদেশ, যুঝিল একাকী,
হাতে হাতে প্রতিফল পাইল তাহার !
এক মাত্র মন্ত্র আর, বুদ্ধির ভাণ্ডারে
আছিল, দিলাম তাহা ভ্রাতুষ্পুত্র কাণে,
বুদ্ধিহীন-বীর্য্য-বহ্নি উঠিল জ্বলিয়া
"কিন্তু এইখানে হায় ! অতল সলিলে
ডুবিল রাজত্ব-আশা। অথবা কি কাব
রাজত্বে আমার ? ভয়ে মার্জ্জার দেখিলে
কাঁপে প্রাণ, সিংহাসনে নাহি প্রয়োজন।
বহু দিন মনে মনে করিয়াছি স্থির
বীরের বদন গ্রাস লইব কাড়িয়া
বুদ্ধিবলে—কুসুমিকা হইবে আমার।
পঞ্চদশ সহচর, দস্যু বেঞ্জামিন

রেখে গেল মম করে—মত্ত অপমানে,—
হরিবারে কুসুমিকা, করিতে লুণ্ঠন
মাতুল আলয় তার। কিন্তু বিষধর
দুর্জ্জয় থাকিতে কাছে, কে পারে হরিতে
মস্তকের মণি তার?—তাই এ ভুজগে
প্রেরিল গরুড়ালয়ে মর্কট কৌশলে।
মাতুলের অর্দ্ধ ধন, কুসুমিকা আর—
নারী-রত্ন মহাধন,—হইবে আমার,
হয়েছে স্বীকৃত দস্যু। যাব শীঘ্র কাশী,
প্রক্ষালিব পাপরাশি জাহ্নবীর জলে;
ডুবাইব রাজ্য-লিপ্সা চারু কুসুমের
যৌবন-তরঙ্গ-পূর্ণ রূপের সাগর।"
রুদ্ধ হ'ল চিন্তা-স্রোত, পাপের প্রবাহ!
পড়িল নয়ন পত্রে; বিপ্র-রক্ত-সিক্ত
পত্র দেখি পাপিষ্ঠের কাঁপিল হৃদয়;
থর থর কর, পত্র পড়িল খসিয়া।
আবার তুলিয়া পত্র, পড়িয়া সভয়ে
কটি চাপটিয়া পাপী উঠিল নাচিয়া—
"সাবাস! সাবাস!"—পাপী বলিতে লাগিল,
আনন্দে বিকটতর, বিকট বদন।
"ঘটনার ঘনঘটা ক্রমে ঘনতর
হইতেছে, মনোরথ পূরিছে বিধাতা।
মর্কটের বুদ্ধিজালে, বীরে রুদ্র-কেশরী
কত হ'ল দৃষ্টি-হারা, তুমি ক্ষুদ্র মাছি—
তুমি গদাধর বন, যাইবে কোথায়?
চাহ কুসুমিকা? বহু অর্থ পুরস্কার?

হবে উপপত্নী তব ? তুমি গদাধর,
আর বুদ্ধিধর আমি ; দেখিব এবার,—
দেখিব গদার বল, বুদ্ধির নিকটে।
ঢেঁকী পঞ্চানন, পত্নী-বিক্রেতা পাষণ্ড
হবে কুসুমের বর,—রহস্য সুন্দর !
ঘটাব সম্বন্ধ ! অর্থ-লোলুপ মাতুল,—
মোহন্ত-স্বীকৃত-অর্থ দিব অর্দ্ধ তারে !
গিলেছে বড়িশ মূর্খ, জাতি-নাশ-কথা
ফুটেছে হৃদয়ে তার মর্ক্কট কৌশলে ;
না দিবে বীরেন্দ্রে কন্যা প্রাণান্তে কখন।
তার পর—কি ভাবনা ? পরিষ্কার পথ !
তুলিব তুমুল ঝড় বিবাহ-নিশিতে,
উড়িয়া আসিবে তাহে কুসুমিকা কোলে,
স্তূপাকারে অর্থ এই মর্কট উদরে।
যে হ'ক সে হ'ক রণে, কোন দুঃখ নাই !
হারে যদি পর্ত্তগীস, প্রতিহিংসা-সুখ
পাইবে মর্ক্কট তায় ! ভ্রাতার বিজয়ে
নাহি ক্ষতি, বীরেন্দ্র ত মরিবে নিশ্চয়
রুক্মিণী-হরণ কাব্যে। দম্ভী শিশুপাল
কলিতে মর্ক্কট-চক্রে হইবে নিপাত।
নাম মম "মরকত," রাখিলা আদরে
নাম-দাতা গুণ-গ্রাহী, ভাবী দৃষ্টিবলে।
পোড়া গ্রামবাসী যত দেখিয়া আমার
কদাকার খর্ব্বাকৃতি—না বুঝিল হায় !
চিত্র-মৃৎ-পিণ্ড হতে কত মূল্যবান্
ক্ষুদ্র মরকত,—নাম করিল "মর্ক্কট।"

দেখিবে এখন সবে, মর্কটের কাছে
ধন-বল, দস্যুবল, ভীম বাহুবল,—
কদলীর রাশি !"—উচ্চ হাসিল দুর্ম্মতি
"মর্কটের বুদ্ধিবলে সীতার উদ্ধার
ত্রেতায়, কলিতে সীতা হইবে হরণ।"
অতি উচ্চ নরাধম হাসি আরবার
চলিল কানন পথে ; প্রপাত সে হাসি
ডুবায়ে ভীষণ মন্দ্রে, প্রেরিলা পাতালে,
নাহি কলুষিতে সেই পবিত্র কানন,
প্রকৃতির পুণ্যধাম !—

"নিকৃষ্ট নারকি !
জঘন্য নরক-কৃমি !"—বৃক্ষ অন্তরাল
হতে বাহিরিল বেগে দস্যু বেঞ্জামিন,
ভীষণ শার্দ্দূলরূপী। নিষ্কোষিয়া অসি
বলিল সক্রোধে চাহি দূর-গত প্রৌঢ়ে,
অদৃশ্য এখন—"পাপি, এখনি করিব
শিরশূন্য তোর ওই পাপ কলেবর।
বেঞ্জামিন-ছিন্ন মুণ্ডে দেখিবি কৌতুক
তুই ! ঘোর ষড়যন্ত্রি ! প্রপাতের মত
এক লম্ফে পড়ি তোর বক্ষের উপরে,
ইচ্ছা করে বিদারি সে জীবন্ত নরক,—
অসংখ্য-ভুজঙ্গ-বাস। কিন্তু আশু মৃত্যু
তোর নহে, প্রতিফল সমুচিত, তোরে
বসাইব শূলে, ঘোর যাতনায় তুই,
ডাকিবি শমনে, মৃত্যু আসিবে না কাছে।"
পিধানে রাখিল অসি—"ভেবেছিস্ তুই,

তোর মন্ত্রণায় ভুলি এসেছিনু আমি
বধিতে, বীরেন্দ্রে ? হাসি পায় !—পরাইতে
তুই মর্কটের গলে মুকুতার হার !
না জানিলি ওরে মূর্খ কি ঈর্ষা-অনল
প্রজ্বলিত এ হৃদয়ে ! কিছু দিন আগে
এসেছিনু এই বনে মৃগয়ার ছলে
পরীক্ষিতে অলক্ষিতে, পার্ব্বত্য অঞ্চল
ধরিবে কি অস্ত্র এই আসন্ন আহবে।
দেখিলাম কুসুমিকা, দেবের দুর্লভ
কানন কুসুমমালা, উজ্জলি কানন,
বসি কক্ষ-বাতায়নে যোগিনীর মত,
উদাসীন-নেত্রে চাহি সায়াহ্ন-গগনে,—
একটী তারকা যেন চারু সন্ধ্যাকোলে।
সেই দিন কি অনল শমির হৃদয়ে
জ্বলিল, হতেছে ক্রমে দুর্ব্বল শরীর।
যেতেছে বহিয়া শক্তি-স্রোত, স্রোতস্বতী
ভাটায় যেমতি। তাই আজি পর্ত্তুগীস
পরাভূত বঙ্গবাসী-করে। সেই দিন
ভাবিলাম এই বনে সসৈন্যে আসিয়া
হরিব রমণী-রত্ন। ফিরিয়া চট্টলে
হ'ল শিরে বজ্রাঘাত, শুনিনু আতঙ্কে,
প্রবাহে নবাব-সৈন্য আসিছে দক্ষিণে।
শুনিলাম সেই সঙ্গে মর্কটের মুখে,
কুসুমিকা চিত্ত-চোর, মুকুট-তনয়
বীরেন্দ্র, বীরেশ যুবা, প্রত্যাগত দেশে ;
আক্রমিবে পৃষ্ঠ মম ভীষণ বিক্রমে।

নহে অসম্ভব, তাহে ঈর্ষার অনল
জ্বালিল সহস্র শিখা বীরের হৃদয়ে,
আসিনু অঙ্কুরে শত্রু করিতে দাহন
সেই তীব্রানলে।"

"সেনাপতি! সায়েস্তা খাঁ
সৈন্যের তরঙ্গে রঙ্গে প্রভঞ্জন বেগে,
প্রায় সমাগত। ফেণী নদী তীরে করি
শিবির নিবেশ, রণ-তরিব্যূহ সহ
পর্ত্তুগীস চমূ, মিশি আরাকানি সনে,
অনিশ্বাসে অপেক্ষিছে তব আগমন,—
প্রমত্ত তুরঙ্গ যথা বাহক সঙ্কেত
ঊর্দ্ধ কর্ণে, আহ্বানিছে অনন্ত কেতন।
সচঞ্চল, রণোন্মত্ত"—প্রসারি দক্ষিণ
কর পরশিয়া শির প্রণমিল দূত।
বহতে লাগিল ঘন নিশ্বাস তাহার
দ্রুত আগমন হেতু। তীব্র তীরবেগে
ছুটিল তস্কর-পতি, মূরতি গম্ভীর।

পঞ্চম সর্গ।

রঙ্গমতী দেবমন্দিরে

গীত।

জীবন না যায় রে!
যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে!

সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে!
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে
ছায়াতে মিশায় রে!
সকলি ত যায়, কেবল দুখের
জীবন না যায় রে!

অপরাহ্ণ বেলা ; ক্রমে প্রসারিয়া ছায়া
নিদাঘ-আতপ-দগ্ধ বনস্পতিচয়
জাগাইছে অন্ধকার পর্ব্বত-গহ্বরে,
উঠিতে ভাসিয়া সহ নিশি সীমন্তিনী,—
সন্তাপ-হারিণী। গিরি-জিহ্বা-অগ্রভাগে,
দশভুজা মন্দিরের পশ্চাতে ছায়ায়,
শিলাসনে তরুতলে দুইটী রমণী,—
দুইটী পূজার ফুল, বিশুষ্ক, মলিন,
পড়িয়া অযত্নে যেন। অর্দ্ধ চক্রাকারে
বেষ্টি' গিরিমূল কাঞ্চী শোভিতেছে, মরি,
সমুজ্জ্বল মরকত মেখলার মত।
সঙ্গিনীর অংসোপরে রাখিয়া বদন—
দিনান্তে নলিনী যেন!—মধুর সারিঙ্গী
সহ কণ্ঠ মিশাইয়া, রহিয়া রহিয়া
গাইতেছে কুসুমিকা ; চারিটী নয়ন
পশ্চিম আকাশ চাহি, সজল, অচল।

১

জীবন না যায় রে!
যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে!

সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে!
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে
ছায়াতে মিশায় রে!
সকলি ত যায়, কেবল দুখের
জীবন না যায় রে!

২

যায় নদী যায়, ফিরিয়া না চায়,
বহিয়া বহিয়া রে!
বনের বসন্ত, সেও চলে যায়,
নিদাঘে জ্বলিয়া রে!
কুসুম শুকায়, সৌরভ লুকায়,
সকলি ফুরায় রে!
সকলি ত যায়, কেবল দুখের
জীবন না যায় রে!

৩

সকলি ফুরায়;— শৈশবের খেলা
গলায় গলায় রে!
কৈশোর কাহিনী, নয়নে নয়নে,
অমিয় ধারায় রে!
যৌবনের আশা, হৃদয়ে হৃদয়ে,
সকলি ফুরায় রে!
সকলি ত যায়, কেবল দুখের
জীবন না যায় রে?

সখি, স্রোত-ধারা নিলে অন্য পথে,
নদীও শুকায় রে!
নিলে বৃন্তান্তরে, পড়ে বন ফুল,
ঝরিয়া ধরায় রে!
জীবন কুসুম, যেই আশা বৃন্ত
আদরে ফুটায় রে!
ছিঁড়িলে তা হতে, তবু কি স্বজনি
জীবন না যায় রে?

৫

না না, সখি, না না, অবশ্য যাইবে,
যেতেছে নিবিয়া রে!
প্রাণ-দিবা হায়! নিরাশা-ছায়াতে
যেতেছে মিশিয়া রে!
যেতেছে. যাইবে,— নাহি যায় কেন,
যাতনা ফুরায় রে?

৬

হায়, সখি, কেন ওই দিবা সনে
জীবন না যায় রে?
এক দিন আর, আশায় আশায়
আশায় থাকিব রে,
এক দিন আর, জীবনের আশা,
হৃদয় বহিব রে,
কা'ল রবি সনে যদি আশালোক
বিধাতা নিবায় রে,
আশা সহ সখি, দেখিব কেমনে
জীবন না যায় রে!

বিষাদ রাগিণী সহ নয়নের ধারা
বিষাদে বহিতেছিল অধরে, নয়নে,—
ধীরে, অবিরাম ; ধারা মুক্ত, অবারিত !
আঁকিয়া কপোল দুই মুগ্ধা রমণীর
কখনো দুলিতেছিল মুকুতার মত
কপোল সীমায় অশ্রু। কখনো আবার
বিষাদে ঝরিতেছিল মুকুতার মত,
সঙ্গীতের তালে তালে; তানে তানে পুনঃ
উচ্ছ্বাসি উঠিতেছিল নয়ন নির্ঝরে
নীরবিল যবে বামা মধুরে কাঁদিয়া,
সারিঙ্গী কাঁদিতেছিল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে,
কাঁপাইয়া কল কণ্ঠ ! রমণীযুগল
নীরব মোহিত প্রাণে আকাশ চাহিয়া
শুনিতেছে,—মরি যেন দুইটী হৃদয়
প্রবেশি সারিঙ্গী যন্ত্রে মরমের ব্যথা
কহিছে কাঁদিয়া ধীরে করুণা লহরী
কোমল তরল কণ্ঠে। এ কি ! চমকিলা
কুসুমিকা ; বহু উর্দ্ধ হতে, এ কি বিন্দু ?
ফিরায়ে বদন বামা দেখিলা পশ্চাতে
প্রৌঢ়া তপস্বিনী এক কাঁদিছে নীরবে।
ঝরেছিল অশ্রু বিন্দু, কুসুম হইতে
নীহারের বিন্দু যেন কুসুম অন্তরে,
কাঁদে বনদেবী যবে উষার বিষাদে !
আলিঙ্গিয়া কুসুমিকা ধরিয়া হৃদয়ে,
উদাসিনী মুছাইলা নয়ন তাহার,
গৈরিক অঞ্চলে ধীরে। কহিলা কি ধীরে,

বামা চলিলা পশ্চাতে, বিদাইয়া সখী ;
পশিলা যোগিনী সহ দেবীর মন্দিরে
নির্ম্মিত মন্দির শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে,—
সুশীতল, সমুজ্জ্বল। শ্বেত স্তম্ভ সারি
খচিত বিচিত্র ফলে, পুষ্পে, লতিকায়—
সজীব স্বভাব শোভা! ধরিয়াছে শিরে
সুবিস্তৃত, সুচিত্রিত, অর্দ্ধচন্দ্র সারি,—
ক্রমে ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধতর। বিরাজিত শিরে
পঞ্চ-স্বর্ণ-কুম্ভ-চূড় গুম্বেজ সুন্দর।
মন্দির প্রাচীরে শিল্পে অপূর্ব্ব কৌশলে,
অধিষ্ঠাত্রী ঈশ্বরীর কীর্ত্তি-ইতিহাস
রহেছে লিখিত। কোথা দশভুজা-মূর্ত্তি
বধিতে মহিষাসুরে সজ্জিতা সমরে।
কোথাও বা চণ্ডমুণ্ড বধিছে চণ্ডিকা—
রণোন্মত্তা উগ্রচণ্ডা! কোথাও আবার
নাচে মহামেঘপ্রভা, ভীমা, দিগম্বরী
শোণিত-প্রবাহে, শুম্ভ-নিশুম্ভ-নিধনে
খড়্গাহস্তা মুক্তকেশী! রক্তবীজ কোথা
বধিয়া সমরে, মত্তা দানব-দলনী।
যে মূর্ত্তিতে মহামায়া শারদ উৎসবে
বিরাজেন বঙ্গালয়ে, স্থাপিত মন্দিরে
জননীর সেই মূর্ত্তি,—ত্রিদিব-সুন্দর!
অপূর্ব্ব প্রতিমা খানি, নয়ন-রঞ্জন।
নাহি সাধ্য নর শিল্পী করিবে নির্ম্মাণ
হেন অপার্থিব শোভা! শোভে মধ্যস্থলে
জটাজুট সমাযুক্ত। চারু ত্রিনয়নী,

পূর্ণেন্দু-বদনা মাতা, অর্দ্ধেন্দু-শেখরা।
উজ্জ্বল ললাট রত্নে, সগর্ব্ব বদনে,
উন্নত উরসে, দশ সুসজ্জিত ভুজে,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গে, রতন কিরীটে,
চারু রত্ন আভরণে, খেলিতেছে, মরি !
কি যে মহিমার ছটা, অচিন্ত্য মানবে।
গৌরাঙ্গিণী সগরবে চাপিয়া হেলায়
কেশরী দক্ষিণ পদে ; সদ্য-ছিন্ন-গ্রীবা
ভীষণ মহিষাসুর-প্রসূত দানব,—
ভ্রূকুটি-কুটিলানন, ভীম খড়্গপাণি,—
বামাঙ্গুষ্ঠ-মূলে। শক্তি না ধরে অসুর—
কেশরী-বিজয়ী বীর—টলাইতে বলে
একটী চরণাঙ্গুলি। হেন শক্তিধর
তুই যার পদতলে, তার উপাসক—
মহাশক্ত আর্য্যসুত !—বুঝিতে না পারি
এমন নির্ব্বীর্য্য হায় হইল কেমনে !
এখনো ত ঘরে ঘরে, জননি, তোমার
মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, মহা আড়ম্বরে
পূজিছে ভারতবাসী ; তবে কেন হায়
তব উপাসকে মাতা হইলে নিদয় ?
সে সিংহবাহিনী, সেই দানব-দলনী
বল কেন ধাতুময়ী, মৃণ্ময়ী, পাষাণী ?
কেন এই বিড়ম্বনা ? শোভে মধ্যস্থলে
অষ্টধাতুময়ী দুর্গা। শোভে দুই পার্শ্বে
ভারতী রজতময়ী, কনক কমলা
কনক কমলাসনে,—ত্রিভঙ্গ মূরতি।

হৈম কার্ত্তিকেয় ; রক্ত-প্রবাল গণেশ,
রজতের করিমুণ্ড ; শোভে ঊর্দ্ধপটে
রজত বৃষভপৃষ্ঠে বৃষভ-বাহন
রজতের ; নন্দী ভৃঙ্গী যুগল কিঙ্কর ;
শোভে পটতলে জয়া বিজয়া কিঙ্করী ॥
সুরুচি পূজক বিপ্র নানা জাতি ফুলে,
শিল্প কার্য্য অবসরে সাজায়েছে, মরি !
সুন্দর প্রতিমা খানি। ধাতু সহ মিশি
রক্তজবা, সূর্য্যমুখী, গোলাপ, কাঞ্চন,
টগর, অপরাজিতা, অপরাহ্নে এবে
মৃদুল রবির করে, কি পবিত্র শোভা
বিকাশিছে শান্তিপ্রদ,-নয়ন-দুর্লভ।
পুষ্পপাত্রে রাশীকৃত রহেছে পড়িয়া
পুষ্প সহ ছাগমুণ্ড। আসে নিত্য নিত্য
দেশদেশান্তর হ'তে পূজা কত শত,
অপুত্রা পাইলে পুত্র, দরিদ্র সম্পদ,
রোগীর আরোগ্য লাভে, বিপন্ন উদ্ধারে।
বরষেন দয়াময়ী কাদম্বিনীরূপে
সুখ, শান্তি, ধন, জন, পার্ব্বত্য অঞ্চলে
অজস্র ধারায় ! যার যে কামনা, পূর্ণ
করেন কামদা, মাতা সর্ব্বার্থ-সাধিনী।
সলিল-সম্ভূতা দেবী, অযোনি-সম্ভবা।
এ চন্দ্র মুকুট রায় নিশীথ-স্বপনে
শুনিলা ত্রিদিব বাদ্য, দেখিলা সম্মুখে
পুণ্যবান্, দশভুজা জীবন্ত প্রতিমা।
মানব নয়নে কভু দেখে নাই যাহা,

দেখিলা ; শুনিলা কর্ণে মৃগেন্দ্র গর্জ্জন,
শিবের বিষাণ, মহা প্রলয়-নির্ঘোষ !
দেখিলা মুকুট রায়, দেখিলা বিস্ময়ে
শত শত শারদীয় চন্দ্রের চন্দ্রিকা
ছড়াইছে জননীর বদন চন্দ্রিমা,—
দেবারাধ্য নরাচিন্ত্য। সেই চন্দ্রালোকে
হাসি' মহিমার হাসি, সুপ্রসন্ন-মুখী,
করিয়া জ্যোৎস্নালোকে জ্যোৎস্না সঞ্চার,
কহিলা—"মুকুট রায়। কাঞ্চীর গরভে,
গিরি-জিহ্বা-অগ্রভাগে, পাইবে আমারে
প্রভাতে।" মিশিল মূর্ত্তি স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায়,
মিশিল জ্যোৎস্না ক্রমে নিশীথ তমসে,
সাগর-সলিলে যথা, যবে নিশানাথ
যান অস্ত পৌর্ণমাসী রজনী প্রভাতে।

প্রত্যূষে মুকুট রায় মহা আড়ম্বরে
পূজিয়া পার্ব্বতী সেই সাঙ্কেতিক স্থলে,
বহু বলিদানে রঞ্জি কাঞ্চীর সলিল,
বিলোড়িলা নদী-গর্ভ, কত শত জালে
শৈবাল, কর্দ্দম রাশি উঠাইলা তীরে,
কিন্তু কই দেবমূর্ত্তি ? শম্বুক, মৎস্য,
ক্ষুদ্র জলজীব ক্রমে আসিল উঠিয়া,—
কিন্তু কই দেবমূর্ত্তি ? ক্রমে সব যত্ন
হইলে বিফল ; বসি ভগন হৃদয়ে
নদীতীরে মহাধ্যানে লাগিলা কাঁদিতে ;
হেন কালে "নর বলি" হলো দৈববাণী ;
শিহরিল শ্রোতৃগণ ! ভীমাজ্ঞা হইলে

পালন, দেখিলা সবে আতঙ্কে, বিস্ময়ে,
ভাসিছে প্রতিমা এক কাঞ্চীর সলিলে।
ঝাঁপ দিয়া ভক্ত রায় লইলা মস্তকে
মহানন্দে ধাতুময়ী পবিত্র প্রতিমা;
নির্ম্মাইয়া এ মন্দির করিলা স্থাপন।
সেই দিন হতে এই চট্টল ব্যাপিয়া
ছড়াইল জননীর প্রতিষ্ঠা প্রভাব
সৌর কর রাশি যেন। প্রভাকর-প্রভা
পশে নাই যে গহ্বরে, নিভৃত কান্তারে,
তথায়ও দশভুজা প্রতিভা উজ্জ্বল
প্রজ্বলিত,—জলে স্থলে, ভূধরে, কন্দরে।
প্রণমিয়া ভক্তিভরে পর্ব্বত-ঈশ্বরী,
মন্দিরের এক প্রান্তে বসিলা দুজনে
শিলাসনে। আলিঙ্গিয়া স্নেহে বাম করে,
সরাইয়া ধীরে আলুলায়িত কুন্তল,
চুম্বিলেন তপস্বিনী মলিন বদন
কুসুমের, চুম্বে যথা উষা দেবী চারু
নব তামরস, ধীরে সরাইয়া কাল
নিশীথিনী ছায়া। কিংবা দক্ষ চিত্রকর
চারু চিত্র হতে, ধীরে সুকোমল করে
সরাইল যেন সূক্ষ্ম কলঙ্কের রেখা।
স্নেহময়ী তপস্বিনী, স্নেহের উরসে,
রাখিয়া সে বালিকার কুসুম বদন
বিমলিন, স্নেহভরে চুম্বিলা আবার।
জিজ্ঞাসিলা—"কহ বৎস, কেন আজি তব
এমন বিষাদ ছবি? বিষাদ সঙ্গীত

কেন বা গাইতেছিলা বসি তরুতলে ?
অপরাহ্ন রবিকরে বনের কুসুম
হাসিতেছে বৃন্তে বৃন্তে ; আনন্দ লহরী
গাইতেছে ডালে ডালে বন-বিহঙ্গিনী ;
আনন্দ লহরী ওই নীরবে মধুরে
বহিছে তরলা কাঞ্চী গিরিছায়াতলে ;
প্রকৃতি অনন্দময়ী মৃদুল কিরণে।
তোমার হৃদয়ে বৎস বিষাদের ছায়া
ঢালিল কি সেই করে ? কহ, বৎসে, কহ”—
তপস্বিনী ম্লান মুখ চুম্বিলা আবার,—
“কেন এত বিমলিন, বিশুষ্ক বদন ?”
উদাসিনী উরসেতে রাখিয়া বদন
আবেশে, আনত নেত্রে চাহি শিলাসনে,
উত্তরিলা কুসুমিকা—“বলিব কেমনে,
দেবি, সে দারুণ কথা ? দুঃখিনীর দুঃখে
হায় ! বল কত আর করিব পীড়িত
উদাস হৃদয় তব ? এ দুঃখ-নিদাঘে
তোমার পবিত্র ছায়া না পাইত যদি,
নিশ্চয় মরিত এই ক্ষুদ্র বনলতা।
বিশুষ্ক বদন ? দেবি, ভাবি দিবা নিশি,
বিশুষ্ক হইয়া কেন নিরাশ জীবন
মৃত্যুর শীতল অঙ্কে, হায় ! এতদিনে
না হয় পতন ? কত কত বনফুল
ফুটিল, ঝরিল, দেবি, এই কত দিনে ;
কিন্তু আমি অভাগিনী, না ফুটি, না ঝরি,
অনন্ত জীবন জ্বালা সহি কি কারণে ?

শৈশবে এ অনাথায় ত্যজিলেন পিতা,—
বড় আদরের ধন ছিলাম তাঁহার
শুনিয়াছি, পতিশোকে জননী আমার
অর্দ্ধ-উন্মাদিনী ; আমি অভাগিনী, হায়,
অনাথিনী কুরঙ্গিণী শাবকের মত,
পড়িনু কিরাতরূপী মাতুলের করে।
আমারে সুপাত্র করে করিলে অর্পণ
পিতার ঐশ্বর্য্য চ্যুত হইবে মাতুল,—
সেই হেতু এত বিঘ্ন, এত উৎপীড়ন।
শুনিলাম কল্য শুভ বিবাহ আমার,—
পাগলিনী মাতা মম আনন্দে বিহ্বল,—
হইয়াছে পাত্র স্থির ;"—ঈষদ হাসিয়া
নীরবিলা বামা। স্তব্ধ বৃদ্ধা তপস্বিনী,
লক্ষ্যহীন স্থিরদৃষ্টি ;—নীরব দুজন।
কিছুক্ষণ পরে বামা আরম্ভিলা পুনঃ—
"নাহি হইতাম যদি ঐশ্বর্য্য আকর,
বিদীর্ণ হ'ত না আজি হৃদয় আমার।
কিন্তু পিতৃ-ধনে মম নাহি আকিঞ্চন ;
জগতের যত রত্ন, যত সুখ, আশা,
সকলি চরণে ঠেলি, পাই যদি দেবি,
আমার হৃদয়-রত্ন, হৃদয়ে আমার।
এমন দুস্তর স্থান নাহি এই বনে,
যথা নাহি কুসুমিকা ভুঞ্জিবে ত্রিদিব
সেই রত্ন লয়ে বুকে। বন-নির্ঝরিণী
আছে বহু এই বনে জুড়াইতে তৃষা,
আছে তরু অগণন পুরাইতে ক্ষুধা,

প্রসারিয়া সুশীতল শ্যাম চন্দ্রাতপ।
আছে পুষ্প নানা জাতি, নানা বর্ণ লতা,
যোগাইতে আভরণ, নিত্য, সুবাসিত—
কি ছার তাহার কাছে রতন-ভূষণ!
আছে বনে কুরঙ্গিণী, সরলা সঙ্গিনী,
বিহঙ্গিনী কলকণ্ঠা জীবন্ত রাগিণী!
বননিবাসিনী সীতা, কি চিত্র সুন্দর,।
কি সুখ, কি শান্তি, কিবা অশ্রান্ত প্রণয়!
আমার একই ঈর্ষা, একই বাসনা—
সেই বননিবাসিনী, সেই বনবাস।
সেই রূপে, ভগবতি, ভ্রমি বনে বনে
প্রাণেশের ছায়া রূপে; নির্ঝরিণী কোলে
বসিয়া মনের সুখে গাঁথি ফুলহার
সাজাইতে পরস্পরে; পূজি অম্বিকারে
ভাসাইয়া রক্তজবা, টগর, কাঞ্চন,
স্থলপদ্ম, কৃষ্ণচূড়া, নির্ঝরিণী জলে!
মধ্যাহ্নে কাঞ্চীর কূলে শীতল ছায়ায়,
আদরে অঙ্কেতে রাখি নিদ্রিত নাথের
মুদিত বদন-পদ্ম, নিরখি সে শোভা,
অতৃপ্ত, অশ্রান্ত নেত্রে, প্রেম-মুগ্ধ মনে।
সায়াহ্নে শেখরে বসি, গলায় গলায়,
প্রাণেশের অংসোপরে রাখিয়া বদন,
দূর গিরি অন্তরালে, নিরখি কেমনে
অস্ত যান রবি, রঞ্জি চারু নীলাম্বর,
তরল সুবর্ণে, রঞ্জি পর্ব্বতশেখর।
ভগবতি, এ স্বপ্ন কি ফলিবে আমার?

"কি করিব ধনে? বন রাজ্য প্রকৃতির;
অনন্ত ভাণ্ডার। দেখ কত রত্নরাশি
ফলিতেছে, ফুটিতেছে, ঝরিতেছে বনে;
বহিছে নির্ঝর-স্রোতে, ঢালিছে প্রপাত
অজস্র ধারায়। শুন ওই ক্ষুদ্র শ্যামা,
বকুলের ডালে ডালে নাচিয়া নাচিয়া,
দিতেছে মধুরে, মরি, কি সুখের তান
রহিয়া, রহিয়া,—আছে কি রত্ন তাহার?
কোন্ রত্ন লভি, নিদ্রা যায় কুরঙ্গিণী
তরুর ছায়ায় সুখে? চন্দ্রক প্রসারি
নাচে সুখে শিখী নীল কাঞ্চীর সলিলে?
করে ক্রীড়া সুখে, ওই সায়াহ্ন-ছায়ায়,
রজত-নক্ষত্র-নিভ চঞ্চলা সফরী?
কেবল মানব-সুখ অর্থের অধীন?
না, না, ভগবতি! নাহি চাহি অর্থ আমি;
সংসারে সর্ব্বার্থ, দেবি, বীরেন্দ্র আমার!
"যে দিন বীরেন্দ্র মম গেলা বারাণসী,—
আজি দুই বর্ষ দেবি, দুই যুগ যেন
কুসুমিকা জীবনের,—সেই দিন হতে
তপস্বিনী আমি এই সংসার আশ্রমে,—
কুসুম স্তবকে যেন বিশুষ্ক কুসুম,—
বীরেন্দ্রের ভালবাসা তপস্যা আমার।
প্রভাতে উঠিয়া দেবি, প্রবেশি-উদ্যানে
উষা সহ, তুলি সদ্য-প্রসূত প্রসূন
সুবাসিত শিশিরাক্ত, গাঁথি ফুলমালা
জননীর পুষ্পপাত্রে রাখি সাজাইয়া।

ভগবতি! গাঁথিতে সে কুসুমের হার,
পুষ্পে পুষ্পে ঝরে মম নয়নের জল।
এই রূপে দুই বর্ষ পুষ্পে, অশ্রু-জলে,
পূজিলাম দয়াময়ী; হায় রে! তথাপি
না হ'ল মায়ের দয়া অভাগিনী প্রতি!"
দশভুজা পানে চাহি সজল নয়নে
বলিতে লাগিলা—"দেবি! এত অশ্রু-জলে
ভিজিল না পাষাণীর পাষাণ হৃদয়।
ক্ষুদ্রতম বনফুল পায় যেই স্থান
মায়ের চরণে, নাহি দিলা মাতা এই
ক্ষুদ্র বালিকারে। এইরূপে নাহি বধি,—
দিন দিন, বিন্দু বিন্দু, হৃদয়-শোণিত
না শুষি,—মাতুল যদি দিত বলিদান
মায়ের চরণে!"—শুনি নর-পদ-শব্দ
মন্দির সোপানে বামা চমকি দেখিলা
দুইটী মানব মূর্ত্তি—উপস্থিত দ্বারে।
"কহ বিপ্রদাস!" অতি ব্যস্তে তপস্বিনী
জিজ্ঞাসিলা আগন্তুকে—"কহ বৎস ত্বরা—
বর্ষুন দেবতাগণ কুসুম চন্দন
তোমার বদনে,—কহ কুশল সংবাদ!
কোথায় পাইলে তুমি বীরেন্দ্র দর্শন
কেমনে অর্পিলা পত্র? ভাল ত আছেন
তিনি? কহ ত্বরা শুনি কুশল তাঁহার।
আমার পত্রের বৎস দিলা কি উত্তর?
আসিলা কি তব সঙ্গে? আছেন কি তিনি
দাঁড়ায়ে বাহিরে?" গ্রীবা হেলাইয়া দেখি

নির্জ্জন প্রাঙ্গণ, পুনঃ নিরাশ মলিন
মুখে জিজ্ঞাসিলা ধীরে,—"কেন না আসিলা ?
আসিছেন বুঝি বৎস পশ্চাতে তোমার ?
হয়েছে কি যুদ্ধ শেষ ? কি সংবাদ বল ?
আবার কি হিন্দুরাজ্য হইবে স্থাপিত
এ বিশাল বনভূমে ? অবশ্য হইবে,"—
চাহি দশভুজা পানে কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"কে তব প্রতিভা, মাতঃ, লাঘবিতে পারে,
দানব-দলনী তুমি ! কহ বৎস কহ,
কেমনে হইল রণ ? সে মহা আহবে
বীরেন্দ্র কি পশেছিলা ! নির্ভয়ে এ কক্ষ
আশঙ্কায় কাঁপে বুক, কহ ত্বরা করি,
এ ভার হৃদয় হতে যাউক নামিয়া ?"
যোগিনীর পদধূলি করিয়া গ্রহণ
উত্তরিলা বিপ্রদাস—সুন্দর বনের
কানন-কালীর সেই বিপ্র অধিকারী।

১

"ভগবতি ! আমি বনের ব্রাহ্মণ,
কেমনে কহিব সে রণ কথা ?
যুদ্ধ-দৃশ্য নহে নিবিড় কানন,
যোদ্ধা নহে, দেবি, বনের লতা।
সেই ভয়ঙ্কর অনল সমর,
দুই মহাদ্বন্দ্বী প্রচণ্ডানল,
অসংখ্য অসির সে ক্রীড়া, কেমনে
সজল রসনা চিত্রিবে বল ?

২

"কর্ণে চক্ষে যাহা শুনেছি, দেখেছি,
শ্রবণে নয়নে, লাগিয়া আছে ;
ষাটি বর্ষ মম, স্মরিতে তথাপি,
শিরায় শিরায়, শোণিত নাচে।
উত্তরে মোগল হাজারে হাজার,
চন্দ্রার্দ্ধ-কেতন শূন্যেতে হেলে।
দক্ষিণে কেতন হাজারে হাজার
বৌদ্ধ ফিরিঙ্গির মিশিয়া খেলে।

৩

"মধ্যে ফেনী নদী রজতের ফণী
সভয়ে সভয়ে বহিয়া যায়,
উভয় পক্ষের শিবিরের ছবি
নিরপেক্ষ ভাবে মাখিয়া গায়।
পশ্চিম-জলধি-গর্ভেতে তপন
বসি রক্তজবা কুসুমাসনে,
নিরখিছে দুই সংহারক ছবি,
নিরপেক্ষ ভাবে অচল মনে।

৪

"উভয়ের পার্শ্বে, বঙ্গ-সিন্ধু-নীরে,
ভাসে উভয়ের সমর-তরী ;
পল্লববিহীন দুইটী কানন,
সিন্ধুগর্ভে যেন ভাসিছে মরি !
শুনেছি, এমন সময়ে একক
অশ্বারোহী এক, নক্ষত্রবেগে,—

ছুটিছে বালুকা করকার মত
স্বেদাক্ত অশ্বের চরণে লেগে,—

৫

"পশিয়া মোগল ছাউনি ভিতরে,
থামিল নবাব শিবির আগে ;
কহিল গম্ভীরে—যোদ্ধা এক জন
নবাবের কাছে দর্শন মাগে।'
দুর্দ্দান্ত নবাব বসিয়া শিবিরে,
সেনাপতিবৃন্দ বসিয়া আগে ;
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল প্রহরী,
'যোদ্ধা একজন দর্শন মাগে।'

৬

"গুরু পদ-শব্দ, অস্ত্র ঝনৎকার,
শুনিলা নবাব মুহূর্ত্ত পরে ;
দেখিলা বিস্ময়ে মুহূর্ত্তেক পরে
বীরমূর্ত্তি এক অদৃষ্ট নরে।
বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা আপাদমস্তক,
কটিবন্ধে ঝোলে ভীষণ অসি,
বাম করে শেল, পৃষ্ঠেতে ফলক,
রজতে মণ্ডিত, উজ্জ্বল শশী।

৭

"জাঁহাপনা! আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ,
মুকুট রায়ের হিতৈষী আমি,
সহায় আমার ত্রিশূলধারিণী,
সম্পদ কেবল কৃপাণ খানি।'—

কহে যোদ্ধা গর্ব্বে—'কহ, জাঁহাপনা!
আর কত দিন বসিয়া রবে?
পর্ত্তুগীস জয় ভেবেছ কি মনে
তাম্রকূট ধূমে সাধিত হবে?'

৮

সক্রোধে নবাব ফরসির নল
ফেলিয়া ভূতলে, গরজি কহে—
'জানিস্ না মূর্খ কার সঙ্গে কথা?
তোর ওই শির দুশ্ছেদ্য নহে!
'জানি এই শির দুশ্ছেদ্য যে নহে,
তবু শিরধারী নির্ভয়ে বহে,'—
উত্তরিল গর্ব্বে,—'জানি ততোধিক,
মোগলের শির দুশ্ছেদ্য নহে।

৯

'জানি ততোধিক দুশ্ছেদ্য, দুর্জ্জয়,
পর্ত্তুগীস গ্রীবা, সুতীক্ষ্ণ অসি;
জানি সেফালিকা পুষ্পের মতন,
তাহাদের শির পড়ে না খসি।
জানি ফেনী নদী বর্ষা-সমাগমে
হইবে দুস্তর দু'দিন পরে
আসিবে ভীষণ পর্ব্বত-প্রবাহ,
ফিরিবে না তাহা নবাব ডরে।

১০

'তৃণের মতন মোগলের বীর্য্য,
মোগলের গর্ব্ব, যাইবে ভাসি;

দেখি সে কৌতুক মগ পর্ত্তুগীস,
উচ্চ করতালি দিবেক হাসি।
ক্ষুদ্র তীরগ্রাম, হংসপাল মত,
ছুটিবেক নদী আচ্ছন্ন করি;
সমুদ্র তস্কর জাতিতে ইহারা,
জল রণক্ষেত্র, বাহন তরী।

১১

"নাহি কি হে বীর নবাব-শিবিরে,
আজি শত্রুব্যূহ বিক্রমে চিরি,
পশে বীর-দর্পে, বীর-সিংহনাদে,
প্রকম্পিত করি সমুদ্র গিরি?
না থাকে, নবাব, দেও পঞ্চ শত
অশ্বারোহী, দেও কামান দশ,
না হ'তে প্রভাত দেখাব নিশ্চয়,
দেখাব, আর্য্যের শিক্ষার যশ।'

১২

"কি বিশ্বাস!'—ধীরে কহিলা নবাব,
'কি বিশ্বাস তুমি নহে শত্রুচর?'
'বিশ্বাস'—যুবক কহিল হাসিয়া—
'বীরের বচন, নৃপতিবর!
নিজে বীর তুমি, তোমাকে কি তাহা
এ বৃদ্ধ বয়সে শিখিতে হবে?
বঙ্গেশ্বর তুমি, না পার চিনিতে
বীর, প্রবঞ্চক?—হাসিবে সবে!

১৩

"বিশ্বাস—একক, অসহায়, আমি
ঝাঁপ দিনু দশ কামান-মুখে,
বিশ্বাস,—নির্ভয়ে লইনু পাতিয়া
পঞ্চশত খড়্গ একই বুকে।
হয় হত পঞ্চশত অশ্বারোহী,
যায় শত্রু-হস্তে কামান দশ,
বঙ্গ-সৈন্য-সিন্ধু হবে বিন্দুহীন,
ঘোষিবে ভারত তোমার যশ।

১৪

" 'পূর্ব্বস্মৃতি যদি হৃদয় হইতে
ফেলিয়া না থাক মুছিয়া সব,
মনে কর সেই পুনার শিবির,
মনে কর সেই নিশীথাহব।
মনে কর'—যোদ্ধা সসন্দেহ ভাবে
সেনাপতিগণে ফিরিয়া চায় ;—
সেনাপতিবৃন্দ হইল বিদায়
সকলে আপন শিবিরে যায়।

১৫

" 'জাহাপনা! সেই সৈনিক যুবায়
আছে কি হে মনে, শিবজী-অসি
লইল যে পাতি নির্ভয়-হৃদয়ে,
বীরদর্পে তব কক্ষেতে পশি ?'
'তুমি কি সে যুবা ?'—বিস্ময়ে নবাব
কহিলা—'মুখশ মোচন কর'।

খুলি বক্ষ-বর্ম্ম উত্তরিলা যুবা—
'এই খানে দেখ নৃপতিবর !'

১৬

"ডুবিল তপন জলধি-হৃদয়ে,
ছড়াইয়া রক্ত-জবার রাশি,
পঞ্চ শত অশ্ব, গোলন্দাজ দশ,
শিবির সম্মুখে মিলিল আসি।
কৃপাণ আস্ফালি বর্ম্মাবৃত বীর,
কহিল নবাবে সম্ভাষ করি,—
'কালি পুনঃ রবি হইয়া উদয়,
দেখিবে না কোথা, আছিল অরি।'

১৭

বীর-লম্ফে চড়ি নিজ অশ্বোপরি,
বক্ষস্ত্রাণ হতে লইয়া তূরী
ধ্বনিল, শুনিল পঞ্চশত অশ্ব
ঊর্দ্ধ কর্ণ করি—ছুটিল উড়ি।
অশ্বপদধ্বনি মিশাইলে বনে,
কহিলা নবাব—চিত্রিতাকার !—
'বীরপুত্র-প্রসূ পর্ব্বত বিহনে
এমন কেশরী কোথায় আর !'

১৮

"শুনিয়াছি যোদ্ধা সে ঘোর নিশিতে
বহু ঊর্দ্ধে ফেনী হইল পার।
শুনিলাম, দেবি, চমকি নিদ্রায়,
কামান-গর্জ্জন মেঘমন্দ্রাকার।

সেই সন্ধ্যা-কালে ফেনী-নদী-তীরে
পঁহুছিয়া, শুনি আসন্ন রণ,
ছিলাম শুইয়া ; শত বজ্রাঘাতে
কাঁপিল নিশীথে নগর, বন।

১৯

"না শুনিনু, দেবি, সমুদ্র গর্জ্জন ;
বধির শ্রবণ, বসিনু জেগে ;
ছুটিল তরঙ্গে দ্বিতীয় গর্জ্জন,
নৈশ নীরবতা বিদারি বেগে।
সে তরঙ্গে, দেবি, দিতেছে ঢালিয়া
উৎসাহ-তরঙ্গ ; নাচিল মন,
শ্লথ ধমনীতে ছুটিল শোণিত,
ছুটিলাম, দেবি, দেখিতে রণ।

২০

"অহো, দৃশ্য !"—বৃদ্ধ কহিতে লাগিল
প্রাঙ্গণের প্রতি ফিরায়ে মুখ,—
"আলোময়, দেবি, মোগল শিবির,
প্রতিবিম্বময় ফেনীর বুক !
স্তব্ধ পর্ত্তুগীস, স্তব্ধ বৌদ্ধগণ,
নীরব, সজ্জিত দক্ষিণ তীরে !
হঠাৎ সে তীরে, শতেক তপন
পড়িল খসিয়া ফেনীর নীরে।

২১

"হ'ল ধূমময়, বিরাট গর্জ্জনে
কাঁপিল সমুদ্র, কম্পিতাচল,

ঘোর আর্ত্তনাদে, নিবিড় আঁধারে,
পরিপূর্ণ হ'ল ফেনীর জল !
ওকি দিক্‌দাহ ?—উঠিল জ্বলিয়া
নিবিড় তিমির ফেনীর নীরে ;
গর্জ্জিল গম্ভীরে বন্দুক হাজার,
শিলাবৃষ্টি হ'ল দক্ষিণ তীরে।

২২

'এল শত্রু এল, ক্ষিপ্র-করে ছাড়'—
গর্জ্জিল জনৈক ফিরিঙ্গী বীর ;
ছুটিল বন্দুক সহস্রে সহস্রে ;
গরজিল বজ্র মেঘ গম্ভীর !
উত্তরিল দ্রুত, দুর্দ্দান্ত মোগল
নদীগর্ভ হ'তে,—বহু অগ্রসর ;
ভাসিল স্তবকে, রণক্ষেত্র শিরে,
জলন্ত জলদ বিস্ময়কর !

২৩

যতই মোগল যুঝিয়া, ভাসিয়া,
হতেছে নিকট, নিকটতর ;
তত পর্ত্তুগীস ক্ষিপ্রতর করে
বর্ষিছে অজস্র অনল-শর।
মৃত্যু-বরিষণ না পারি সহিতে,
ফিরিল মোগল শিবির পানে,
গর্জ্জি পর্ত্তুগীস, গর্জ্জি আরাকাণী,
ছুটিল পশ্চাতে অসংখ্য যানে।

২৪

"ওকি অকস্মাৎ! ওকি পূর্ব্বদিকে!—
নিবিড় তিমির উঠিল জ্বলি!
'বিশ্বাস-ঘাতক দস্যু পর্ত্তুগীস,—
গর্জ্জিল ভীষণ সমর-স্থলী।
'দস্যু আরাকাণী, অসভ্য কৃতঘ্ন!'—
গর্জ্জি পর্ত্তুগীস ক্রোধান্ধ মন,
আক্রমিল মগে প্রচণ্ড প্রতাপে;
মগ-পর্ত্তুগী সে বাজিল রণ।

২৫

যেমন হিংস্রক সমুদ্র-তস্কর,
হিংস্রক তেমনি অসভ্য মগ;
জ্বলি হিংসানলে যুঝিতে লাগিল,
যেন দুই মত্ত প্রচণ্ডোরগ।
তরুরাজি, মহা প্রভঞ্জন বলে,
পরস্পরে যথা আঘাতে বনে;
তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাতে যেমতি,
প্রতিদ্বন্দ্বী ঝড়ে, সলিলী রণে;

২৬

"মগে পর্ত্তুগীস, পর্ত্তুগীসে মগ,
কাটে যে যাহারে সম্মুখে পায়;
পঞ্চশত অশ্ব হ্রেষি উচ্চৈঃস্বরে
সেই হত্যাক্ষেত্রে ছুটিয়া যায়।
'জয় মা ভবানী।'—'জয় বঙ্গেশ্বর!'—
ছাড়ি সিংহনাদ সমরে মাতি,

কাটে অশ্বারোহী মগ, পর্ত্তুগীস,
ছুটে উল্কা-বেগে বিপক্ষঘাতী।

২৭

'ওরে মূর্খগণ! না বুঝি চাতুরী,
কেন আত্মহত্যা করিস্ বল?
দেখিস্ না, অন্ধ! চাতুরী করিয়া
পশিল শিবিরে অরাতি-দল।'—
কহি সেনাধ্যক্ষ পর্ত্তুগীস-পতি,
তরণী হইতে পড়িল তীরে
এক লম্ফে, সেই লৌহ-বৃষ্টি মাঝে,
বিশাল ফলকে আচ্ছাদি শিরে।

২৮

"একেবারে, দেবি! শতেক শিবির
উঠিল জ্বলিয়া দাবাগ্নি মত;
দেখিলাম তাহে কি ভীষণ দৃশ্য!—
সেই রক্ত-ক্ষেত্র, আহত, হত,
সেই অস্ত্রাঘাত, সেই প্রতিঘাত,
বন্দুক-সন্ধান, কৃপাণ-খেলা,
অশ্ব-সঞ্চালন, চর্ম্ম-আস্ফালন,
মৃত্যুতে নির্ভয়, জীবনে হেলা।

২৯

"গগন পরশি সেই অগ্নি-শিখা,
নাচি প্রতিবিম্বে ফেনীর জলে,
দ্বিগুণ ভীষণ হ'ল রণস্থল,
জ্বলি সেই বহ্নি জলে ও স্থলে।
'জয় দশভুজা—জয় মা ভবানী!'—
বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা গরজি ঘন,

নক্ষত্রের মত ভ্রমে রণস্থলে,
ঘুরায়ে, ফিরায়ে, তুরঙ্গগণ।

৩০

"বৃদ্ধ আমি, কিন্তু যুদ্ধ-ব্যবসায়
ছিলাম যৌবনে ; এ শ্লথ কর
ছিল এক দিন সজ্জিত কৃপাণে,
ছিল এক দিন শকতি-ধর।
এ বৃদ্ধ বয়সে দেখি বীরপণা,
রণোল্লাসে, দেবি, মাতিল মন ;
ভুজ আস্ফালিয়া কহিনু ডাকিয়া—
'জয় মা ভবানী! বীর রতন।'

৩১

"ছল-পলায়ন ছাড়ি বঙ্গসেনা,
দ্বিগুণ বিক্রমে ফিরিল পুনঃ ;
প্রচণ্ড প্রতাপে জলে স্থলে, দেবি,
জ্বলিয়া উঠিল সমরাগুন।
পদ্মার প্রবাহে, দুই স্রোত মাঝে,
ভগ্নশীল উপদ্বীপের মত,
দুই সেনা মাঝে পর্ত্তুগীস চমূ
হ'ল ছায়াপ্রায় হইয়া হত।

৩২

"রণে ভঙ্গ দিয়া, সেই সৈন্য-ছায়া
ছুটিল সমর তরণী মুখে ;
ছাড়ি সিংহনাদ বিজয়ী মোগল
ছুটিল পশ্চাতে ফেনীর বুকে।

৩৩

"গগন বিদারি উঠিল গরজি,
সেই বর্ম্মাধারী বীরের-ভেরী ;
উত্থিত ক্ষেপণী আবদ্ধ মুষ্টিতে,
থামিল মোগল, বিস্ময়ে হেরি ।
সমুদ্র গরজে সেই ভেরী নাদ
পাইল উত্তর প্লাবিয়া তীর ;
বঙ্গ-রণতরী গর্জ্জিল কামানে,
আস্ফালি উঠিল সমুদ্র-নীর !

৩৪

"তীরে শত্রু-ত্যক্ত যতেক কামান
হইল মুহূর্ত্তে সমুদ্র-মুখ,
এক তানে সবে গর্জ্জিল অনল,
আঘাতিয়া শত্রু তরণী-বুক ।
'ধন্য বীরবর—ধন্য রণ-নীতি !'—
শত শত যোদ্ধা কহিল ডাকি ।
"ধন্য রে তস্কর ! যুঝিলি রে আজি
তস্করের মত লুকায়ে থাকি'—

৩৫

পর্ত্তুগীস-পতি, মাটি কাটি যেন
উঠিয়া সম্মুখে, সরোষে কহি,
হানিলেক বর্শা বর্ম্মধারী বুকে
মুহূর্ত্তেকে যোদ্ধা পড়িল মহী ।
মুহূর্ত্তে সম্বরি, মুহূর্ত্তে হানিল
নিজ তীক্ষ্ণ শেল, হন্তার বুকে ;

পড়িলেক যোদ্ধা, মেঘ-খণ্ড যেন,
কহিয়া চীৎকারে মৃত্যুর মুখে—

৩৬

"তস্কর বীরেন্দ্র! চিনিয়াছি তোরে,
পাবি প্রতিফল অন্যথা নয়!
'ধন্য বীরবর!"—হ'ল জয় ধ্বনি—
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্র জয়!'

৩৭

"জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়!'
প্লাবি রণস্থল উঠিল ভাসি;
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রর জয়!"—
উত্তরিল সিন্ধু-তরঙ্গ-রাশি।
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়!'
হ'ল প্রতিধ্বনি পর্ব্বতময়;
গাইলাম আমি করতালি দিয়া,—
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়!'—

৩৮

"পূর্ব্বাচল-শৃঙ্গে উষা শান্তিময়ী
দেখা দিলা যবে প্রভাতে আসি,
আছিল যথায় দস্যুর শিবির,
রয়েছে তথায় শবের রাশি।
ভূপতিত খৃষ্ট বুদ্ধের কেতন,
রক্ত অর্দ্ধ-চন্দ্র আকাশে হাসে;
সমুদ্রের ত্রাস দস্যু-তরী-গ্রাম,
ভগ্ন, দগ্ধ, সিন্ধু-সলিলে ভাসে।

৩৯

"তুষ্ট বঙ্গেশ্বর খুলি কণ্ঠহার,
সহ সভাসদ, মুকুট রায়,
আসিলা প্রভাতে, বরিতে বীরেন্দ্রে
সেনাপতি-পদে, প্রফুল্ল-কায়।
কোথায় বীরেন্দ্র ?—রাজ-পারিষদ
খোঁজে রণ-স্থল, সকল ঠাঁই ;
আছে অশ্ব সব, মৃত কি জীবিত,
সেই অশ্ব, সেই বীরেন্দ্র নাই।"

দর দর অশ্রুধারা মুছি তপস্বিনী,
স্নেহ তরলিত কণ্ঠে কহিলা ব্রাহ্মণে,—
"তপস্বিনী আমি, চির বন-নিবাসিনী,
তথাপি শুনিয়া এই বীরত্ব-কাহিনী,
ভরিল হৃদয় মম। ধন্য ভাগ্যবতী
সেই নারী, হেন বীর-প্রসূন-প্রসূতি !
কহ, বৎস, কহ শুনি রণান্তে কোথায়
চলি গেলা বীরমণি ! পাইলা কি তুমি
উদ্দেশ তাহার ?"
"হায়, দেবি ! কি কহিব,
দিনান্তে ভাস্কর যথা, রণান্তে বীরেশ
কোথায় কি মতে গেলা না জানিলা কেহ।
বিলোড়ি, বিভাসি শূন্য, দম্ভোলি যেমতি
মিশায় আকাশ অঙ্গে, মিশাইলা শূর,
উজ্জ্বলিয়া রণস্থল নৈশ অন্ধকারে।
ছুটিল নবাব দূত দিগ্ দিগন্তরে

অন্বেষিতে বীরবরে ; নিরাশ হইয়া
দেবি, ফিরিলাম আমি।
"আসি সীতাকুণ্ডে
পথশ্রমে বসিয়াছি অবসন্ন কায়,
ব্যাস-সরোবর তীরে বটবৃক্ষ মূলে,
সম্ভাষিল বৃদ্ধ এক প্রণমি আমারে।
শুনি মম সমাচার নীরবে প্রাচীন,
প্রসারি দক্ষিণ কর, কহিল আমারে—
না পারি কহিতে সেই যোদ্ধার সন্ধান
কিন্তু পত্র তব যদি দেও এ দাসেরে,
প্রদানিব যথাকালে সেই বীর-করে।'
না দেখি উপায়ান্তর ভাবি কিছুক্ষণ,
আসিনু প্রাচীনে পত্র করিয়া অর্পণ।"
যোগিনী অচল নেত্রে প্রাঙ্গণের পানে
নীরবে রহিলা চাহি, যেন চিন্তাস্রোতে
রমণী জীবন মন গিয়াছে ভাসিয়া।
নিঃশব্দ চরণে বিপ্র হইল অন্তর,
নীরবে প্রণমি সেই নীরব যোগিনী।
চিন্তা-অন্তে তপস্বিনী ফিরায়ে বদন
চমকিলা—এ কি মূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তি যেন ?
স্থির বিস্ফারিত নেত্রে, উন্নত গ্রীবায়
চেয়ে আছে কুসুমিকা—অনিশ্বাস নাসা—
দেবীর চরণ-প্রান্তে রক্ত-জবা পানে !
বর্শাঘাতে বীরেন্দ্রের ভূতলে পতন—
করি কর্ণে বজ্রনাদ, তড়িতের মত
পশিয়া অন্তরান্তরে, করিল বামায়

অচেতন, যেন স্বর্ণ প্রতিমার মত।
দেখিলা যুবতী, সেই ক্ষুদ্র রক্ত-জবা,
দেখিতে দেখিতে ক্রমে প্রসারিয়া দল,
লোহিত সমরক্ষেত্রে হ'ল পরিণত।
দেখিলা ভীষণ রণ, রণ,-বিভীষিকা
শত শত নৈশ রণে; শুনিলা শ্রবণে
কামান গর্জ্জন; সেই অস্ত্র ঝনৎকার।
দেখিলা বিস্ময়ে, সেই মহারণ-স্থলে
বীরেন্দ্র বিদীর্ণ-বুক রহেছে পড়িয়া
অনির্ব্বাণ উল্কা যেন, অ-শিখ অনল,—
অচল দর্পণ-নেত্রে কুসুমিকা পানে
চাহিয়া কাতর দৃষ্টি। মূর্চ্ছাগতা বালা
ঢলিয়া পড়িতেছিলা, ধরিলা যোগিনী,
প্রসারিয়া ভুজদ্বয়। কহিলা কাতরে—
"কেন বাছা! কেন এত হইলে অধীরা?
নিশ্চয় বীরেন্দ্র মম পেয়েছে লিখন;
এ মুহূর্ত্তে আগমন নহে অসম্ভব।
যাও, বৎসে, যাও গৃহে! ওই সন্ধ্যা দেবী
আসিছেন শান্তিছায়া লইয়া কাননে,
বর্ষিবেন শান্তি তব কোমল শয্যায়।"
এত বলি তপস্বিনী চুম্বিয়া বদন
বিদাইলা দুঃখিনীরে। নীরবে যুবতী
চলিলা যন্ত্রের মত, দেখিতে দেখিতে
বিশাল নয়নে সেই রণ-প্রতিকৃতি
গোধূলি-অকাশ-পটে। মুক্ত কেশরাশি
ঝুলিছে অসাবধানে অঞ্চলের সনে,

খেলিয়া খেলিয়া, চারু সন্ধ্যার তিমিরে,
লহরী তিমিরাতব। ক্রমে এই চিত্র
যবে হ'ল নেত্রান্তর আঁধারিয়া সন্ধ্যা,
বিগলিত অশ্রুধারা মুছি তপস্বিনী,
মায়ের প্রতিমা প্রতি ফিরাইল মুখ।
দেখিল সে ললাটেন্দু,—কিরণ যাহার
সহস্র হীরক-প্রভা করিয়া হরণ
ভাস্বর সতত,—এবে পাংশু-বিমলিন;
মিশিয়া গিয়াছে যেন গোধূলি আঁধারে।
মায়ের অশিব মূর্ত্তি করি দরশন,
অকস্মাৎ, যোগিনীর ভাঙ্গিল হৃদয়।
ভূতলে আঘাতি শির কাঁদিতে কাঁদিতে
কহিলা—"হে দয়াময়ি! দেহ পদ-ছায়া
অভাগিনী যুবতীরে, আহত যুবায়।
তোমার চরণাশ্রিতা এই বনলতা,
ছিঁড়িও না, আঁধারিয়া এই বনস্থলী
হরিও না অরণ্যের অমূল্য কুসুম।
কত বর্ষ বনে বনে জননি তোমার
পূজিনু চরণাম্বুজ, দেও ভিক্ষা আজি,
হে বরদে, এ দাসীরে, পূরাও বাসনা!"
দেও দাসে, কুলমাতা, দেও পদছায়া!
শারদ অষ্টমী আজি, এই চন্দ্রালোকে
বিশাল পদ্মার তীরে বসিয়া বিষাদে,
ডাকে মাতা নির্ব্বাসিত তনয় তোমার!
পদ্মার স্রোতের মত অদৃষ্টের গতি—
কি সাধ্য ফিরাব তারে! চলেছি ভাসিয়া,

কুটিল সংসারার্ণবে তরঙ্গের ক্রীড়া!
কেমনে পাইব কূল, কুল-মাতা তুমি,
নাহি দেও কূল যদি অকূল সাগরে?
জীবনের যত আশা,—একে, একে, একে,
যেতেছে ভাসিয়া হায়! যেতেছি ভাসিয়া,
ইচ্ছা-হীন, লক্ষ্য-হীন, ভগ্ন তরী মত।
আশার কমল বন, অকূল অর্ণবে,
সৃজি, মায়াময়ি, আজি দেখা দাও দাসে
কমল-কামিনীরূপে! অথবা তুলিয়া
আকাশে কঙ্কণ তব—অষ্টমীর শশী;—
অদৃষ্টের অমাবস্যা কর জ্যোতির্ম্ময়,
তুমি জোতির্ম্ময়ী মাতা! কঙ্কণ-বিভায়
বনভূমি রঙ্গমতী কর আলোকিত।
দেও শক্তি, দয়াময়ি, ক্ষুদ্র তুলিকায়!
চিত্রিব মা! চিত্রাতীত সুন্দর কানন।

ষষ্ঠ সর্গ।

গিরি-শেখরে।

মধ্যাহ্ন-আতপ-দগ্ধ পথিক যুগল
বসিয়া অশ্বত্থ-পত্র-চন্দ্রাতপ-তলে,
জুড়াইছে পথশ্রান্তি। দেখিছে বিস্ময়ে
সেই মহা বৃক্ষ শোভা,—প্রকৃতি কেমনে

অনুকারী চারু শিল্পী, রেখেছে সাজায়ে
মনোহর অট্টালিকা নিবিড় কাননে।
শাখা হ'তে উপ-শাখা, পল্লব-বিহীন,
নামিয়া ভূতলে, তরুমূলে চারি দিকে
সাজায়েছে কত কক্ষ, কত অবয়বে!
আলিঙ্গিয়া প্রেমানন্দে সেই শাখাচয়,
উঠিয়াছে কত চারু কানন-বল্লরী,
শাখাবৃন্দে অবিরল করিয়া বেষ্টন।
কতবর্ণ বনপুষ্প লতায় লতায়
ফুটিয়াছে, গুচ্ছে গুচ্ছে, পত্রের বিচ্ছেদে,
স্তবকে স্তবকে তলে রয়েছে পড়িয়া,—
বন-রত্ন রাশি যত।

এই রঙ্গভূমে

'জুমিয়া, * রমণীগণ মধ্যাহ্নে বসিয়া
কানন-কার্পাসে বুনে বিচিত্র বসন।
বিনায় বিচিত্র বেণী বন গৌরবিণী,
বিচিত্র কুসুম-দামে সাজায় কবরী।
সায়াহ্নে শ্রমান্তে পতি আসিলে নিকটে,
ভেটে নাথে বনবালা বন সুরা করে,—
স্বকর-নিঃসৃত; সুরা নয়ন কোণায়
তীব্রতর; তীব্রতম অলক্ত অধরে।
সেই সুরা, সেই কর, নেত্র, রক্তাধর,
রবিকর-সমুজ্জ্বল গৌরাঙ্গ উজ্জ্বল,
সেই অনাবৃত ভুজ—সুগোল বল্লরী—

* বন্য-জাতির সাধারণ নাম।

আবেশে আলিঙ্গি গ্রীবা, অলক্ত বসনে
অর্দ্ধ অনাবৃত সেই পূর্ণ বক্ষঃস্থল ;—
বিহ্বল ঝুমিয়া। ধরি প্রণয়িনী কর
নাচে সুখে বন-নাচ, গায় বন-গীত,
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে গায় প্রতিধ্বনি,
নাচিয়া নাচিয়া গিরি শেখরে শেখরে।
দূর হ'তে বোধ হয় নাচিছে সমীরে
রক্ত-জবা-হার উচ্চ পর্ব্বত-শেখরে।

এই বনদেব, এই অশ্বথ পাদপ,
কাননের কল্পতরু। ইহার ছায়ায়,
অপুত্রা-বসিয়া থাকে পুত্র-কামনায়।
ঝরিলে একটী ফুল, একটী পল্লব,
পূর্ণ মনস্কাম, যেন সদ্য পুত্রবতী,
যায় ঘরে ফিরে বামা প্রফুল্ল অন্তরে
কাননের সুখ-দুঃখ-সাক্ষী তরুবর,—
পুত্রহীনা মাতা, পতি-বিহীনা ভামিনী,
জুড়ায় দারুণ শোক কাঁদি তরুমূলে।
ইহার ছায়ায় বসি ভাবী দম্পতির
প্রথম প্রণয় কথা, প্রথম চুম্বন—
মানব-জীবনে সেই সুখের বিজলী ;
মুহূর্ত্ত,—মুহূর্ত্ত মর্ত্ত্যে স্বর্গের প্রকাশ।
এই তরু সমাশ্রিতা পবিত্র লতায়,
এই খানে পরিণামে প্রণয় বন্ধনে,
বাধে পরস্পরে সুখে। যদি প্রেমাকাশে
অবিশ্বাস কাল মেঘ দেখা দিল আসি,
এই খানে সে বন্ধন হয় বিমোচন।

উদ্বাহ-উৎসবে, তরু কত পুষ্প দাম
পরেন গলায়; কত পতাকা সুন্দর—
বিচিত্র বিবিধ-বর্ণ !—শোভে ডালে ডালে ;
কত শত দীপমালা, শুভ্র, অভ্রাধারে
পাতায় পাতায় শোভে জোনাকির মত।
কুঞ্জে কুঞ্জে, শাখা-স্তম্ভে, শোভে দীপ-হার ;
দীপাধিক সমুজ্জ্বল শোভে গৌরীগণ,
সজ্জিত কুসুম দামে,—কুসুম-কোমলা।
উৎসবে উন্মত্ত হাসি, কলকণ্ঠ ধ্বনি,
মধুর পঞ্চমে ভাসে নৈশ সমীরণে
প্লাবিত করিয়া শৃঙ্গ সঙ্গীতে, সুরায়।
দিবসে উৎসব-স্রোত শেখর হইতে
নামে কালিন্দীর নীরে, প্রশস্ত গহ্বরে।
বেষ্টিত বিশাল উচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীরে,
শোভিছে কালিন্দী, যেন ক্ষুদ্র পারাবার,
গভীর নীলিমাময়ী, শূন্য অবয়ব।
নামিছে পূরবে এক সলিল-প্রপাত
বিকাশি স্ফাটিক ছটা পশ্চিম ভাস্করে,
উত্তরে নির্ম্মল স্রোতে যাইছে বহিয়া।
আসলিল গিরি-মূলে আছে প্রসারিত
দূর্ব্বার গালিচাখানি—শ্যামল; কোমল।
অবগাহে পতি পত্নী, যুবক যুবতী,
বালক বালিকা,—ছোট বড় নানা ফুল ;
শোভে কালিন্দীর নীরে ডুবিয়া, ভাসিয়া
কেহ পান করে, কেহ জলে দেয় ঝাঁপ,
সাঁতারিয়া তীরে উঠি পুনঃ করে পান।

পুনঃ স্নান, পুনঃ পান ;—মরি আকর্ষণ,
তীরে শৈল-সুরা, নীরে শৈল-সুতাগণ !
কামিনীর কল নাদ, উচ্চ বাঁশী রবে
ক্রীড়াশীল সুমধুর শিশুর চীৎকার,
গম্ভীর স্থবির-কণ্ঠ,—মিশি একতানে,
করে কালিন্দীর বক্ষ প্রতিধ্বনিময় !
প্রমোদ তরণী কত, রঞ্জিত কেতনে,
ছুটে বিদারিয়া বক্ষ ; কোথায় রূপসী
বসি কর্ণ করে ; রক্ত বক্ষ-বাস বাহি
ঝুলিতেছে সদ্য-স্নাত বিমুক্ত কবরী।
যবে কোন প্রতিবাসী বন্যজাতি সহ
মাতে এ পর্ব্বতবাসী ভীষণ আহবে,
পূজি বন-দেবগণে এই তরুতলে,
বন-পশু রক্তে শৃঙ্গ করিয়া রঞ্জিত,
তখন ধরেন তরু শোভা অন্যতর—
বীর-বেশ। ডালে ডালে ঝোলে তরবার,
খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, শেল, ভীষণ কুঠার,
ভীমাস্ত্র বিবিধ জাতি। রণ-ঢক্কারাবে,
হয় গিরি বিকম্পিত, গর্জ্জিত, শঙ্কিত ;
আতঙ্কে বিবরে পশে বন-পশুগণ।
সদ্য-হ বন-মৃগ অর্পি হোমানলে
পূজান্তে, সশস্ত্র সুরা-মত্ত যোদ্ধৃদল
করে প্রদক্ষিণ বহ্নি, একে, একে, একে ;
করে উদ্‌যাপন এই সঙ্কল্প ভীষণ,—
"না বিনাশি যদি শত্রু এই মৃগ মত,
এই মৃগ মত যেন হই রণে হত।

অনন্ত কালের তরে, হৃদয় শোণিত,
বহে এইরূপে, দহে হৃদয় সহিত।”
ছাড়ি সিংহনাদ এই তরুমূল হ’তে
ছোটে যোদ্ধৃদল যেন পর্ব্বত-প্রবাহ,
অরাতি উদ্দেশে। ফিরি রণান্তে আবার,
এরূপ যজ্ঞান্তে উষ্ণ মৃগের শোণিতে
এই তরুমূলে সন্ধি হয় প্রতিশ্রুত।
আজি সেই তরুতলে যুগল পথিক,
পথ-ক্লান্ত, বিকলাঙ্গ। মধ্যাহ্ন তপন
তরল অনল রূপে গেছে মিশাইয়া
আকাশের সনে, যেন প্রকাণ্ড কটাহ
পালটি ঢালিছে কেহ তরলাগ্নি রাশি,
দহিতে বসুধা। “অহো কিবা সুশীতল”—
বলিলা বীরেন্দ্র—“অহো! কিবা সুশীতল
এই তরু-মূল, এই শেখর-সমীর!
কি অমৃত দগ্ধ দেহে দিতেছে ঢালিয়া।
শঙ্কর! বা’রেক দেখ, মরি, কি সুন্দর
প্রকৃতির ক্রীড়া-ভূমি! কিবা ছার বল
মানবের নাট্যশালা ইহার তুলনে।
একটী রাজ্যের উপকরণ সুন্দর
রয়েছে পড়িয়া!” যুবা রহিলা চাহিয়া
বহুক্ষণ স্থির-নেত্রে; শৈল প্রকৃতির
লইতেছে ছায়া-চিত্র মানসের পটে
নীরবে তুলিয়া যেন। “ওই শৃঙ্গোপরি
ধরিবে কি চারু শোভা উচ্চ দেবালয়,
বিদারি জীমূত রাজ্য পবিত্র ত্রিশূলে!

বাজিবে সায়াহ্নে শঙ্খ কেমন গম্ভীরে,
কাংস্য করতালি ঘণ্টা মৃদঙ্গের সহ!
চক্রে চক্রে কি সুন্দর কালিন্দীর নীরে
নামিবে সোপানাবলি! আনন্দে প্রভাতে
গাইবেক গঙ্গাষ্টক যবে বিপ্রগণ,
অবগাহি কালিন্দীর সুশীতল নীরে,
কিবা ভক্তি রসে মন হইবে মগন।
মায়ের বাসন্তী কিংবা শারদ উৎসবে
কি শোভা নগেন্দ্র-বৃন্দ করিবে বিকাশ
আসিবেন যবে মাতা নগেন্দ্র-নন্দিনী
অকৃত্রিম পিত্রালয়ে! ভাবিতে না পারি
বাসন্ত শারদ চন্দ্র কি শোভা বিস্তার
করিবেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে, কালিন্দীর নীরে!
ওই শৃঙ্গে তমালের কদম্বের তলে
দোলায় দোলাবে যবে, ঘুরাইবে রাসে,
আনন্দে ঝুমিয়া বালা প্রেমিক যুগলে,
কি শোভা হইবে বল। কিবা শোভা বল
কালিন্দী উত্তর-তীরে ওই শৃঙ্গে যদি
বিরাজে কেতন-শীর্ষ নৃপতি-ভবন!
ধর্ম্মাধিকরণ শোভে যদি অন্য তীরে,
রক্ষিত ভীষণ দুর্গে! ভেরীর ঝঙ্কারে
দিবসের অষ্ট যাম করিবে জ্ঞাপন;
ভাঙ্গিবে নৃপতি-নিদ্রা মধুর নিনাদে
কালিন্দীর বক্ষ বাহি বীর-বৈতালিক!
সায়াহ্নে, প্রভাতে, যবে মৃদুল কিরণ
হাসিবে ব্যসনে রত সৈনিক কৃপাণে,

রক্ত বস্ত্রে, রণ অস্ত্রে, তুরঙ্গের গায়ে,
কি শোভা হইবে বল ! এই শৃঙ্গে যদি
হয় সুরচিত এক বিলাস-উদ্যান,
সঙ্গীতের তানে তানে নাচে শিশুগণ
হাসে উচ্চ হাসি যুবা, যুবতী মধুরে
সঙ্গীতের তালে তালে প্রেম আলাপনে
বিমুগ্ধ; সংসার-চিন্তা হইয়া বিস্মৃত।—
অহো ! কিবা কাল্পনিক চিত্র মুগ্ধকর !"
নীরবিলা যুবা। বৃদ্ধ বলিল তখন—
"কল্পনার চিত্র কেন ? সাধ হয় যদি
এই খানে রাজধানী কর না স্থাপন ?
আসিছেন বঙ্গেশ্বর বরিতে তোমায়
পিতৃ-রাজ্যে, শুনিয়াছি"

"যবনের দান"

সগর্ব্বে বলিলা যুবা—"বাঁধিয়া গলায়
বরং উপলখণ্ড, কালিন্দীর নীরে
দিব ঝাঁপ। শুনিয়াছ নিজ কর্ণে তুমি,
করিয়াছি কি প্রতিজ্ঞা শিবজীর কাছে।
নাহি বহু দিন আর, জ্বলেছে আবার
দাক্ষিণাত্যে শিবজীর সমর অনল।
পুড়িছে পতঙ্গ মত বিধর্ম্মী যবন।
ভারত-দাসত্ব-পাশ ভস্মশেষ প্রায়
সে তীব্র অনল তাপে,—বিধি অনুকূল !
নাহি বহু দিন আর, সেই বহ্নিশিখা
বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে দেখা দিবে যবে,
ভস্মিয়া মোগল রাজ্য, জ্বালি ভীমানল

পূরব অচল শিরে, দিব আবাহন
সেই বীর বৈশ্বানরে। দুই মহানল
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে নিবিবে যখন,
বঙ্গের যবন রাজ্য হইবে স্বপন।
সেই দিন—সেই দিন বলিও শঙ্কর!—
এইখানে রাজধানী করিতে স্থাপন।
কিন্তু সেই মহাব্রত কবে সমাপন
হবে বল? হইবে কি?—অবশ্য হইবে।
হইবে না? নাহি জানি কত দিন হ'তে,
এই অমঙ্গল ছায়া হৃদয়ে সঞ্চার
হইল কেমনে। কত চাহি ভাসাইতে,
কিন্তু ভগ্ন তরী মত নিরাশা-সাগরে
ক্রমে ক্রমে এ হৃদয় যেতেছে ডুবিয়া!
কি দুর্ব্বার অবস্থার স্রোত ভয়ঙ্কর;
কি গতি অপ্রতিহত, বুঝিতে না পারি।
আশৈশব বক্ষ পাতি বীরের মতন
যুঝিলাম; নারিলাম ফিরাইতে তবু!
চলেছি ভাসিয়া বেগে, না জানি কোথায়!
ভবিষ্যত অন্ধকার। মানস আকাশে
ঘোর ঘনঘটা। কোন ভীষণ রাক্ষস
আসিছে গ্রাসিতে যেন হৃদয় আমার।
যেই দিন সেই পত্র দিলা তুমি করে,
সেই দিন হতে, বৎস, কে যেন আমার
হরিয়া মানস-রাজ্য গিয়াছে রাখিয়া
নিবিড় তামসরাশি। 'অষ্টমী নিশিতে'
লিখেছিল কুসুমিকা—'অষ্টমী নিশিতে

নাহি দেখা দেও যদি, দেখিবে না আর
অভাগিনী কুসুমেরে।'—শিহরিলা যুবা—
"আজি সে অষ্টমী নিশি! মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্ত,
যত যাইছে বহিয়া, যাইছে শুষিয়া
জীবন-শোণিত মম। দেখিতে দেখিতে
পড়িছে ঢলিয়া রবি অস্তাচল শিরে।
চল, বৎস, চল! কিন্তু চলিতে চরণ
নাহি চলে, অচলাঙ্গ অমঙ্গল ভারে।
সংখ্যাতীত শত্রু মধ্যে পশিতে একাকী,
একটী—একটী কেশ কাঁপে নাই যার,
আজি তার এই দশা! চল, বৎস, চল!"
"এ কেমন উন্মত্ততা—বলি শঙ্কর,
"কেমনে চলিবে পদ? সপ্ত দিবা নিশি
ক্ষত বক্ষে জ্বরাচ্ছন্ন আছিলা মূৰ্চ্ছিত।
কুলমাতা অনুকূল, শিখিয়াছিলাম
অমোঘ প্রলেপ যত শিবজী-শিবিরে,
নতুবা নিশ্চয় হ'ত জীবন সংশয়।
কয় দিন মাত্র বৎস! পেয়েছ চেতন;
নিষেধিনু কত, তবু উন্মত্তের মত
চলিলে এ দীর্ঘ পথ। কাঁদিছেন বৃদ্ধ
পিতা তব, নাহি দিলে জানাতে তাঁহারে।
পিতৃ-স্নেহ, রাজ্য-আশা, দুর্লভ জীবন,
সকল সংসার, নাহি বুঝিনু কেমনে,
একটী বালিকা তরে দিলে বিসর্জ্জন।
ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু এখনো ললাটে
রহিয়াছে, তিল মাত্র না করি বিশ্রাম,

এই দীর্ঘ পথ বল চলিবে কেমনে ?”
আত্ম-হারা যেন যুবা বলিলা অস্ফুটে,
মৃদু কণ্ঠে—“উন্মত্ততা !—বালিকার তরে !”
কালিন্দীর পানে চাহি রহিলা নীরবে।
চাহিয়া চাহিয়া যুবা বলিলা—“শঙ্কর !
আমার জীবন যদি মানব জীবন,
না জানি স্রষ্টার ইহা সৃজিয়া কি ফল।
কি ফল অর্পিয়া তৃণ সমুদ্রের স্রোতে ;
নিক্ষেপিয়া শুষ্ক পত্র, প্রভঞ্জন আগে।
আশৈশব মাতৃহীন ; মায়ের আদর,
মায়ের মধুর নাম, কল্পনা তাঁহার,
কি যে সুরধুনী ধারা ঢালে এ হৃদয়ে
বলিতে না পারি। ভাবি মনে মনে, যদি
মুহূর্ত্ত দেখিতে পাই জননীর মুখ,—
সেই শান্তি, সেই সুখ, সেই পবিত্রতা,
দুঃখের জীবনে হায় সেই দুর্গোৎসব !
সে বদন চন্দ্রের সে স্নেহ-চন্দ্রিকায়,
বারেক জুড়াতে পারি তাপিত পরাণ !
একবার মা বলিতে সেই মুখ চাহি
জীবনের যত দুঃখ হৃদয় হইতে
যাইত নামিয়া, যেন তিমিরের রাশি
সুধাংশু বিভায়। সেই পবিত্র চন্দ্রিকা
মুছিয়াছিলেন বিধি শৈশবে আমার।
“মা মা” ডাকিতাম দশভুজায় যখন,
ভাবিতাম সত্য সেই জননী আমার।
নিরখি হীরকোজ্জ্বল সেই ক্ষুদ্র মুখ,

পাইতাম কত সুখ ; কত ভক্তি ভরে,
নমিতাম, চাহিতাম লইবারে বুকে
সেই ক্ষুদ্র প্রতিমায়। গিয়াছে শৈশব ;
জননী-অভিন্ন-জ্ঞান সেই প্রতিমায়
এখনো রহেছে, বৎসে, হৃদয়ে আমার।
"মাতৃহীন শৈশবান্তে, দিলাম কৈশোরে
বিদেশ-সমুদ্রে ঝাঁপ ছাড়িয়া জনকে,
পতঙ্গ অনলে যথা ; তাপিত সলিলে!
সেই দেব-নেত্র হতে কি যেঅশ্রুধারা
ঝরিল সে যাত্রা-কালে ; কি যে স্নেহ ভরে
চুম্বিলা জনক বক্ষে ধরিয়া আমারে,
প্লাবিয়া বদন মম নয়ন ধারায়!
কত যে কাঁদিলা পিতা কত নিষেধিলা!
সেই অশ্রু-সিক্ত মুখ, সেই স্নেহ-ভাষা,
সেই স্নেহপূর্ণ বক্ষ,—চলিলাম তবু
বারাণসী নিরখিতে সে মহা শ্মশান!
চলিলাম, ঘুচাইয়া কোমল বেষ্টন
সেই ক্ষুদ্র বল্লবীর, এক মাত্র সুখ
কৈশোরের নিক্ষেপিয়া নিবিড় কাননে।
ঘোর দুরাকাঙ্ক্ষা-স্রোতে গেলাম ভাসিয়া,—
কোথায়? কতই দুর্গ করিনু নির্ম্মাণ
আকাশে, কতই স্বপ্ন দেখিনু জাগিয়া,
জান তুমি সব। কিন্তু যথায় যখন,
এই তিন মূর্ত্তি সদা হৃদয়ে স্থাপিত—
জনক, জননী, আর বালিকা কুসুম!
ধরাতলে এই তিন দেবতা আমার।

এ তিনের উপাসনা তপস্যা আমার,—
নাহি জানি অন্য ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে আমি
নাহি পাই শান্তি; মম না ভরে হৃদয়।
দৃঢ় পৌত্তলিক আমি। প্রতি প্রতিমায়,
দোলে, দুর্গোৎসবে, রাসে, লক্ষী পূর্ণিমার
নিরমল চন্দ্রালোকে, মহালয়া মহা
নিশীথ আঁধারে, আছে মিশাইয়া মম
জননীর স্নেহ-স্মৃতি পিতার আদর,
বালিকার মুখখানি। শঙ্কর! এখনো
সপ্তমী প্রভাতে যবে আনন্দ আরতি
বাজে কর্ণে করি কিবা সুধা বরিষণ;
নিদ্রান্তে নিরখি নব প্রতিমার মুখ;
কি যে স্মৃতি হৃদয়েতে হয় উচ্ছুসিত,
কাঁদি আমি অবিরল বালকের মত।
নিশা পূজা কালে সে যে অষ্টমী নিশিতে
মায়ের বুকেতে বসি শৈশবে বিস্ময়ে
দেখিতাম প্রতিমার শোভা অপার্থিব,—
শত দীপালোকে গৌরী মৃণ্ময়ী কেমন
হাসিতেন চারু হাসি; হাসিত কেমন
তপ্ত কাঞ্চনের বিভা; কাঁপিত করের
কৃপাণ, ত্রিশূল, চারু কিরীটের ফুল;
পাইতাম ভয় দেখি বিকট অসুর;
কেশরী ভীষণতর, দেখিতাম যেন
ঘুরিছে নয়ন তারা, ফাটিছে ধমনী!
নীরব মণ্ডপে সেই গম্ভীর নিশীথে
পূজকের মন্ত্র-ধ্বনি,—কেমন গম্ভীর,

মধুর ঝঙ্কার পূর্ণ, কত সুললিত,
লাগিত বালক কর্ণে! শঙ্কর এখনো
দেখিলে সে অপার্থিব দৃশ্য মনোহর,
শৈশব স্মৃতিতে ভরে উন্মত্ত হৃদয়;
কাঁদি বালকের মত। সেই স্মৃতি স্রোতে
আত্ম-হারা কত দিন ভাবিয়াছি মনে
জনক জননী মূর্ত্তি করিব স্থাপন,
নির্ম্মাইয়া মনোহর পবিত্র মন্দির।
নিত্য নিত্য গৃহে মম হইবে পূজিত
যুগল প্রতিমা, সেই মন্দির ছায়ায়
ক্ষুধার্ত্ত পাইবে অন্ন, বিত্থার্থী তেমন—
দরিদ্র, পিপাসাতুর—পাবে অধ্যয়ন।
কিন্তু ফলিল না স্বপ্ন! পবন-তাড়িত
ওই কালিন্দীর ক্ষুদ্র হিল্লোলের মত
সব আশা আজ যেন যাইছে মিশিয়া
মায়ের নিষ্ফল স্নেহ, পিতার বিষাদ,
প্রণয়িনী পরিতাপ"—

কি দৃশ্য সম্মুখে!
কালিন্দীর নীলিমায় পশ্চিম তপন!
ছড়াইছে ক্রমে ক্রমে কিবা সমুজ্জ্বল
তরল অনল বিভা! তরল অনলে
খেলিছে হিল্লোলমালা ঝলসি নয়ন,
যেন সংখ্যাতীত তপ্ত কাঞ্চন সফরী।
স্থানে স্থানে শোভে-ক্ষুদ্র ধীবরের তরী
ঈষদে নাচিয়া সেই অনল হিল্লোলে
ঈষদে নাচিয়া শোভে শৈলজার চারু

মৃণ্ময় কলসী, স্বর্ণ কর-পদ্ম ভারে
নিমজ্জিত গ্রীবা। চরে তীরে স্থানে স্থানে
গোপাল মহিষপাল, বনপশুচয়,
স্থলচর পক্ষী নানা। স্থানে স্থানে বসি
বিশাল তরুর মূলে, প্রশস্ত শাখায়,
খেলিছে রাখাল শিশু; কভু উচ্চ হাসি,
কভু উচ্চ করতালি, ভাসিছে নির্জ্জনে।
একটী অশোক মূলে বসি একাকিনী
বুনিছে বিচিত্র বাস, রহিয়া রহিয়া
গাইছে বিষাদে এক জুমিয়া রমণী।

গীত।

ভুলিলে কেমনে?
এত আশা, ভালবাসা, ভুলিলে কেমনে?
এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরু তলে, এই নিবিড় কাননে,
বসি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী কূলে,
বলেছিলে কত কথা,—ভুলিলে কেমনে?

২

যথা ওই গিরিবর
ঢালিতেছে নিরন্তর
সরসী হৃদয়ে বারি,—ভুলিলে কেমনে

তেমতি হৃদয়ে মম,
ওই বারি-ধারা সম
ঢালিলে যে প্রেমধারা প্রেম-প্রস্রবণে ?

৩

সেই প্রেম প্রবাহিনী
আজি কূল-বিপ্লাবিনী,
প্লাবিয়া হৃদয় সর বহিছে নয়নে ;
ওই স্রোতস্বতী মত
বহিতেছে অবিরত
অশ্রুধারা অবিরল প্রণয় প্লাবনে।

৪

যে দেশে রয়েছ তুমি,
নাহি কি আকাশ ভূমি
সে দেশে, সলিল নাহি, নাহি রবি শশী !
আকাশে নীলিমা নাই ?
ভূমে বৃক্ষ লতা নাই ?
সলিলে তরল শোভা ? নিশি কণ্ঠে শশী ?

৫

দিনে দিবাকর নাই ?
প্রদোষ প্রভাত নাই ?
নরের হৃদয় নাই, হৃদয়েতে স্মৃতি ?
থাকিলে এ দুঃখিনীরে
ভাসায়ে বিস্মৃতি-নীরে,
কেমনে রয়েছ ছাড়ি আশ্রিতা ব্রততী ?

৬

যখন যে দিকে চাই,
কেবল দেখিতে পাই
অঙ্কিত তোমার মুখ,—শূন্য, ধরাতল !
ঝর ঝর নিরঝরে
নিত্য প্রেম গীত ঝরে,
অনন্ত প্রেমের কাব্য গগন ভূতলে !

৭

কিংবা বল, প্রাণনাথ !
তথায় কি পারিজাত
ফুটে ধরাতলে, সে কি নন্দন কানন ?
পেয়ে পারিজাত ফুল,
দুঃখিনীর আশামূল
ছিঁড়িলে কি, ভুলিলে কি দরিদ্র কুসুম ?

৮

সব আর কত কাল
এই স্মৃতি-শরজাল,—
রবি, শশী, তারা, এই সরসী, কানন ?
বাণমুখে অবিরল
জ্বলিছে নিরাশানল,
কানন-কুসুম কলি ঝরিবে এখন।

৯

এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে,

পড়ি এই শিলাতলে,
এই নিঝ'রিণী কলে,
বনের কুসুম কলি শুকাইবে বনে।

১০

ভুলিলে কেমনে
এত আশা, ভাল বাসা, ভুলিলে কেমনে ?

পার্ব্বতীর পৃষ্ঠ-বাহী মুক্ত কেশরাশি
পড়িয়াছে শিলাতলে ; সেই কৃষ্ণ পটে
শোভিতেছে গৌরাঙ্গিণী চিত্রার্পিতা প্রায় ;
কখন বুনিছে বাস। রহিয়া রহিয়া
বহি কালিন্দীর পানে, দৃষ্টি উদাসীন,
কখন গাইছে গীত। সে স্বর-লহরী
তরঙ্গে তরঙ্গে উঠি গিরির শেখরে
শৈল শৃঙ্গে সুধা বর্ষি যাইছে মিশিয়া।
শেষ তানে যুবকের মনপ্রাণ যেন
অজ্ঞাতে ভাসিয়া গেল শৈল সমীরণে,
কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ রহিলা বসিয়া।
দেখি কালিন্দীর বক্ষে সৌর-কর-ক্রীড়া,
পুবার ভাঙ্গিল ধ্যান ; চমকি উঠিয়া
কহিলা—"অতীত বেলা তৃতীয় প্রহর,
শঙ্কর, সত্বর চল !" উন্মত্তের মত
ছুটিলা কানন পথে—আত্মহারা গতি !
উভয়ে নীরবে চলি গেলে বহুদূর
বলিলা বীরেন্দ্র ধীরে—"শঙ্কর, যখন
আছিলা সুন্দরবনে, দেখিলা কি কভু

কানন-কালীর সেই পবিত্র মন্দির ?
মন্দিরবাসিনী এক বৃদ্ধা তপস্বিনী ?”
“বলেছি কেমনে সেই নদীর সৈকতে,
বহুদূরে মৃতপ্রায় পাইয়া আমারে,
বাঁচাইল বহু যত্নে কাঠুরিয়া এক।
বৃদ্ধের আবাসে আমি ছিলাম যখন,
সুন্দরবনের কত বিচিত্র কাহিনী
শুনিয়াছি তার মুখে। শুনিয়াছিলাম
কানন-কালীর কত কীর্ত্তি অনুপম !
কিছু দিন থাকি সেই কালীর মন্দিরে,
শুনিলাম যবে, তুমি আসিয়াছ দেশে,—
মনে না মানিল আর—আকুল পরাণ
দেখিতে তোমার মুখ, আসিলাম আমি,
শুনিলাম ত্রিপুরায়, রণের বারতা।
আসিলাম উদ্ধশ্বাসে ; ভাবিলাম মনে।
পিতার শিবিরে তব পাব দরশন।
আসিতে আসিতে পথে শুনিনু সভয়ে
নৈশ-রণ-কথা, ছদ্ম-বীরের বীরতা।
কেবল আমার মন কহিতে লাগিল—
‘শঙ্কর ! এ ছদ্ম-বীর বীরেন্দ্র তোমার,
যাও শীঘ্র, অস্ত্রাহত রয়েছে পড়িয়া।’
চম্পক-অরণ্য তব আদরের স্থান
জানিতাম, আসি তথা দেখিনু বিস্ময়ে,
মূর্চ্ছিত, মোহন্ত-গৃহে রয়েছ পড়িয়া।”
ক্ষণেক নীরব বৃদ্ধ, বলিল আবার—
“লইও না নাম সেই কানন-কালীর।

জান কি বীরেন্দ্র তুমি, পূর্ব্ব রাজ্য তব,
ছিল সে সুন্দরবনে বলেশ্বর তীরে ?।
এখনো ভীষণ দুর্গ, ভীম অট্টালিকা—
অতীত-গৌরব সাক্ষী—আছে দাঁড়াইয়া।
তোমার স্বর্গীয় পূর্ব্ব-পুরুষের নাম,
এখনো কাননে আছে পুণ্য-শ্লোক মত।
বীরপণা, গুণপণা, কত কীর্ত্তিরাশি,
কাননের অঙ্কে অঙ্কে আছে বিরাজিত,
বলেশ্বর তীরে, কালী মহা-বলেশ্বরী
স্থাপিলা যে দিন তব বীর পিতামহ,
শুনিয়াছি বৃদ্ধ মুখে, হ'ল সেই দিন
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ; মহা কোলাহলে
ডাকিল দিবসে শিবা ; রক্ত বরিষণ
হ'ল রাজ্যে ; মহামারী দিল দরশন।
কালের করাল ছায়া, সেই দিন হতে
ছাইল রাজ্যের শির। মহামারী গ্রাসে,
ততোধিক ভয়ঙ্কর পর্ত্তুগীস ত্রাসে,
আজি সেই ছায়াতলে নিবিড় কানন।"

"বুঝিলাম কেন বক্ষ কাঁপিত আমার,
দেখিতে সে ভগ্ন-শেষ অট্টালিকা পানে।
বুঝিলাম এত দিনে—কেন অজানিত
সেই বিষাদের ছায়া, কোমলতাময়,
ছাইত হৃদয়াকাশ ; আকুলিত প্রাণ,
রহিয়া রহিয়া কেন উঠিত কাঁদিয়া,
গৌরব-সমাধি দুর্গ করি দরশন !"
ক্ষণেক নীরবে রহি কহিতে লাগিলা,—

"বৃথা নিন্দ দেবে, বৎস; দেবের কি দোষ?
আপনার কর্ম্ম-হ্রদে আপনি মানব
ডুবে, ভাসে, এ সংসারে,—দেবের কি দোষ?
শুনিয়াছ রামায়ণ, শুনেছ ভারত;
যেই মহাশক্তীশ্বরী পূজিলা লঙ্কেশ,
পূজি সেই মহামায়া নেত্র-নীলোৎপলে,
বিনাশিলা লঙ্কানাথে রাঘবেন্দ্র বলী!
পুরুরাজ মহাবংশ করিলা স্থাপন
পূজি যেই দেবে, বৎস! সেই দেবতায়
পূজিতা একই ভাবে কৌরব, পাণ্ডব;
সে দেব কি কুরুকুল করিলা বিনাশ?
সে দেব কি পুরুবংশ ফেলিলা মুছিয়া
ভারতের বক্ষ হতে, জলরেখা মত?
ভারত-পশ্চিম-প্রান্তে স্থাপিলা যে দেব
যাদবের সিংহাসন, সে দেব কি, বল,
ঘটাইলা হত্যাকাণ্ড প্রভাসের তীরে,
সিন্ধুগর্ভে দ্বারবতী দিলা বিসর্জ্জন?
না, না বৎস, বৃথা তুমি নিন্দিলে দেবীরে।
মানবের কর্ম্মক্ষেত্র মহাপারাবার।
জাতীয়-তরণী-ব্যূহ তাহে নিরন্তর
ভাসিতেছে যথা ইচ্ছা। পথপ্রদর্শক
সর্ব্বত্র সমান আছে অদৃশ্যে বিবেক—
দেবতার প্রতিবিম্ব, মানব হৃদয়ে।
হেলিয়া সগর্ব্বে, বৎস, সেই প্রদর্শন
চলিবে যে তরী, মহন জানিবে নিশ্চয়,
তুমুল ঝটিকাগ্রস্ত হইবে অদূরে,

হবে নিমজ্জিত কিংবা তীরে নিপতিত।
দেবের কি দোষ, বল ? একাদশ বার
যবনের পরাক্রম যে দেব-কৃপায়
বিমুখিলা মহাবীর্য্যে হস্তিনার পতি,
হায় রে ! দ্বাদশ বারে, সে দেব কি, বল
ডুবাইলা আর্য্য-রাজ্য পাপ থানেশ্বরে ?
অন্তর-বিগ্রহে, বৎস ডুবেছে ভারত।
ইতিহাসে প্রতিছত্রে এই বহ্নিশিখা
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নিশিখা
দেব-চক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথম।
মহাজ্ঞানী, নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্য গ্রাম, বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত-প্রবাহে
নিবিলে সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের একছত্র হইল স্থাপন।
এই মহা অভিনয় না হইতে শেষ,
সেই দেব অভিনেতৃ সম্বরিলা লীলা
সিন্ধু-প্রান্তে, গুপ্ত অস্ত্রে, আততায়ী-করে।
সপ্ত মহারাজ্য ক্রমে পড়িল খসিয়া
শত খণ্ডে পদাহত অনার্য্য পরশে,
বালকের হস্তচ্যুত পুতুলের মত।
পরাক্রান্ত পৃথুরাজ এই খণ্ড চয়
বিক্রমে গাঁথিতেছিলা ; বিধর্ম্মী-কেতন
উড়াইল অর্দ্ধচন্দ্র সিন্ধু নদ-তীরে।
অন্তর-বিগ্রহ-বহ্নি দাবাগ্নির মত

জ্বলিল ; ভারত-রবি গেল অস্তাচলে।
কিংবা এত দূরে কেন ? দক্ষিণ বঙ্গের
নৃপতি সমাজ যদি বলেশ্বর মত
এক স্রোতে বিমুখিত তস্কর-বিপ্লব,
সে সুন্দর রাজ্য-ব্যূহ হইত না আজি,
নিবিড় সুন্দরবন ? কি করিবে বল
কালী মহাবলেশ্বরী ? ভারত সন্তান
এত দীর্ঘ শিক্ষা পরে শিখিল না আজি
জাতিত্বের মহামন্ত্র, সর্ব্ব-শক্তি-মূল—
একতা। উপল খণ্ড দেখিছ নয়নে
হয় ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু ঝরি
কিন্তু যবনের দৃঢ় সুতীক্ষ্ণ অসির
অনন্ত আঘাতে হায় ! না পারিল তবু
লিখিতে এ মহামন্ত্র ভারত-হৃদয়ে।
ভারত-সন্তানগণ বুঝিল না হায়
সমষ্টি করিলে ক্ষুদ্র যষ্টি কত শক্তি
পারে ধরিবারে ; সূক্ষ্ম সূত্র বাঁধিবারে
পারে করিবরে ; ক্ষুদ্র বারি-বিন্দু-চয়
পারে ভাসাইতে এই বিশ্বচরাচর।

"'অন্তর-বিগ্রহ কালে পঞ্চ আর শত,
পঞ্চোত্তর শত ভাই আক্রমিলে পরে'—
এই মহা ঋষি-বাক্য, ইতিহাস-গত,
বুঝিবে কি এত দিনে ভারত সন্তান ?
ওই শুন, ওই শুন নীলাচল শিরে,
বাজিছে সমর ভেরী, এই মহামন্ত্র
পঞ্চশত বর্ষ পরে করি বিজ্ঞাপিত

অন্তর-বিদ্বেষ ভুলি সেই ভেরী-নাদে
আবার কি রাজস্থান উঠিবে নাচিয়া,
ফাল্গুনির পাঞ্চজন্যে পাণ্ডব যেমতি ?
তুলিবে কি প্রতিধ্বনি পঞ্চনদ তীরে
গুরু নানকের বীর শিষ্য সম্প্রদায় ?
চরণে দলিত বঙ্গ-নৃপতি-নিচয়
আবার তুলিবে শির সে ভেরী ঝঙ্কারে ?
সমগ্র ভারতবর্ষ আসমুদ্র গিরি
'জয় মা ভবানি !' বলি উঠিবে গর্জ্জিয়া !
উল্লাসে উড়িছে ওই নীলাচল শিরে
রতন ত্রিশূল-বক্ষ রক্তিম কেতন
বীরবর শিবজীর। ত্রিশূল বিভায়
মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র পাংশুল মলিন
হইতেছে ক্রমে ক্রমে। নাহি বহু দিন,—
দস্যুদের বীর্য্য-বহ্নি, বাড়ব-অনল,
নিবেছে সমুদ্র-গর্ভে ফেনীর সমরে।
নাহি অন্য শত্রু দ্বারে, জাতীয় উত্থান—
এ নব বিপ্লব স্রোত,—রাখিতে ঠেলিয়া।
আসে যদি ঐরাবত, নিব ভাসাইয়া
জননী জাহ্নবী মত ; নাহি বহুদিন,
যবনের অর্দ্ধ-চন্দ্র হবে অস্তমিত ;
উড়িবে দিল্লীর দুর্গে ত্রিশূল-কেতন।
ভারতের দুর্গে দুর্গে, অচলে অচলে,
মায়ের ত্রিশূল-জ্যোতি ঝলসি নয়ন
উজলিয়া দশ দিশ"—চিন্তা-মুগ্ধ যুবা
সেই ত্রিশূলের চিহ্ন আকাশের গায়ে

চাহিয়া চাহিয়া বেগে চলিতে লাগিলা।
ক্রমে অষ্টমীর সন্ধ্যা ছাইল কানন ;
তিমিরে ত্রিশূল ক্রমে গেল মিশাইয়া।
বাড়িতে লাগিল নিশি ; বীরেন্দ্র তখন
দেখিলা বিস্মিত নেত্রে, তমোরাশি হ'তে
ভাসিয়া উঠিল কালী মহাবলেশ্বরী।
ভীষণ মূরতি শ্যামা ! ঝর ঝর ঝরে
সদ্য-ছিন্ন-শির, নর-কর-কাঞ্চী হ'তে,
উষ্ণ রুধিরের ধারা। লেলিহান জিহ্বা
আনন্দে সে রক্তধারা ছিন্নগ্রীবা হ'তে
করিতেছে পান ; ভীমা হাসে খল্ খল্।
সৃক্কণী বাহিয়া সদ্য শোণিতের ধারা
ঝরিতেছে ; ঝরিতেছে মুণ্ড-মালা হতে,
শ্যামাঙ্গে বিজলী-ছটা করিয়া বিকাশ।
কাঁপিল যুবার বুক, বলিলা—"শঙ্কর।
দেখ একি ভয়ঙ্কর !" দাঁড়াইলা যুবা
সত্রাসে,—করাল মূর্ত্তি গেল মিশাইয়া।
ভ্রমান্তে হাসিয়া যুবা চলিলা আবার।
অষ্টমীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন কানন ;
অন্ধকারে বৃক্ষে বৃক্ষ গেছে মিশাইয়া ;
কেবল নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া আকাশে,
কেবল ঝিল্লীর রব ঝঙ্কারি কাননে,
সৃষ্টির অস্তিত্ব মাত্র করিছে জ্ঞাপন।
সুদূর ক্রন্দন-ধ্বনি সেই ঝিল্লী-রবে
পশিল যুবার কর্ণে। চমকি শঙ্করে
বলিলা বীরেন্দ্র—"শুন, কিসের ক্রন্দন।"

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়ায়ে উভয়ে
শুনিলা,—কেবল ঝিল্লী হইল শ্রবণ।
আবার বুঝিলা ভ্রম, চলিলা দুজন
নীরবে কানন পথে। মানস-আকাশ
উভয়ের সমাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে।
কতই অজ্ঞাত ভয়, চিন্তা অমঙ্গল
উঠিতে লাগিল মনে। কিছু দূরে পুনঃ,
বীরেন্দ্র শুনিলা সেই রোদন-নিনাদ
সুদূর-বাহিত,—ধ্বনি শুনিল শঙ্কর।
জানিলা এবার ভ্রম নহে কদাচিত;
উদ্ধশ্বাসে, দ্রুতপদে, চলিলা দুজন।
কাহার ক্রন্দন ধ্বনি না জানিলা কেহ,
তথাপি সে অমঙ্গল করুণ নিনাদে।
কাঁপিতে লাগিল বুক—না জানিলা কেন।
কৃষ্ণা নিশীথিনী-বক্ষে সে শোক সংবাদ
ভাসিয়া উঠিল ক্রমে। ঘুচিল সন্দেহ;
কোথা হ'তে এ রোদন আসিছে কাননে,
বুঝিলা, ছুটিলা যুবা উন্মত্তের মত।
সম্মুখে বিবাহ সভা। বরবেশে বসি
উপধানে হেলাইয়া ঢেকী পঞ্চানন।
রমণী রোদনধ্বনি গৃহান্তর হ'তে
প্লাবিতেছে সভাস্থল; ক্ষিপ্তবৎ যুবা
সেই গৃহে উদ্ধশ্বাসে করিলা প্রবেশ।
পড়ে আছে কক্ষতলে—সুষমার ছবি—
অচেতন কুসুমিকা, কৌমুদী প্রতিমা।
একটী বীণার তান নিশীথ বিপিনে!

মূর্ত্তিমতী যেন! এক খণ্ড চন্দ্ররশ্মি
পড়ে আছে যেন কোনো আঁধার কুটীরে
উন্মত্তের মত সেই অচলা বিজলী
লইলা হৃদয়ে যুবা। রহিলা চাহিয়া—
অচল রমণী-মুখ। অচল যুবার
বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়—অস্পন্দ শরীর।
প্রতিমার কোলে যেন শোভিছে প্রতিমা
মুক্তকেশী! আলুলায়িত কবরী
যুবকের ভুজ বাহি পড়েছে শয্যায়,
পড়িয়াছে কামিনীর গৈরিক বসনে।
মণিমুক্তা আভরণ অঙ্গে যুবতীর
শোভে নাই বহু দিন। রণের বারতা
শুনিলা যে দিন বামা, সেই দিন হ'তে
যোগিনীর বেশে সদা ভ্রমিতা কাননে
নির্জ্জনে, পরিতা অঙ্গে পুষ্প-আভরণ
কখনো, কি ভাবি মনে। সেই বনলতা
এখনো রয়েছে অঙ্গে—বিশুষ্ক, মলিন
কষ্টের স্বপন-ছায়া যেন পুষ্পাননে
পড়েছে বামার, যুবা রহেছে চাহিয়া
জীবন সর্ব্বস্ব যেন সেই মুখ খানি।
গম্ভীর নিশীথ; কক্ষ নীরব এখন।
থেমেছে রোদন-ধ্বনি। যতেক রমণী
নেত্র-জল, কণ্ঠধ্বনি, গিয়াছে ভুলিয়া
যুবার জীবন্ত শোক করি দরশন।
"কুসুম!"—নির্জ্জন কক্ষে কার কণ্ঠধ্বনি!
নহে কণ্ঠ বীরেন্দ্রের, নহে যুবকের,

হে প্রণয়ীর, কণ্ঠ নহে মানবের,—
মকিল সবে। যুবা কহিলা,—"কুসুম!
জীবনের এত আশা, এত ভালবাসা,
ফুরাল কি এইরূপে? এইরূপে হায়!
বনে উঠি, বনে ফুটি, ঝরিল কি বনে?"
আর না,—একটী, এই একটী উচ্ছ্বাস;
ক্ষত বক্ষ হ'তে বেগে ছুটিয়া শোণিত
ভেসে গেল উরস্ত্রাণ। মূর্চ্ছিত হইয়া
বীরেন্দ্র পড়িতেছিলা, কে কক্ষে প্রবেশি
ধরিলা সে শ্লথ দেহ?—সেই তপস্বিনী!
কুসুমিকা অকস্মাৎ ছাড়িয়া চীৎকার,
উঠি আলিঙ্গিয়া সেই শ্লথ কলেবর
কহিলা কাতরে—"নাথ! কুসুমিকা তব
মরে নাই; অভাগিনী ছিল মূর্চ্ছাগত
এড়াইতে হায় এই সমূহ বিপদ,
খাদি' তপস্বিনীদত্ত মোহ-পত্রাবলী।
হায় নাথ! এ কি?"—বামা চমকিলা দেখি
শোণিতাক্ত বক্ষ-বাস—"অকরুণ বিধি
এই কি লিখিলা শেষে কপালে আমার?
প্রাণনাথ! দেখ তব খেলার সঙ্গিনী,
কৈশোরের উপাসিকা, যৌবনের দাসী,
আদরের কুসুমিকা ডাকিছে তোমায়।
চেয়ে দেখ একবার মেলিয়া নয়ন
অনাথা বালিকা কাঁদে পদতলে তব।
মুছাও আদরে তার নয়নের জল!
তুমি না মুছালে তাহা কে মুছাবে আর?"

ধীরে ধীরে কষ্টে যুবা মেলিলা নয়ন,
দুই ধারা অশ্রু বেগে ছুটিল দুদিকে।
চাহিলা তুলিতে কর, মুছাতে নয়ন,
পারিল না। উচ্চারিলা অস্ফুটে—"কুসুম!"
"আমার জীবনারাধ্যে!"—উচ্ছ্বাসিয়া বালা
বলিলা কাঁদিয়া—"দাসী চরণে তোমার।
বেড়াইলে দেশে দেশে যে মায়ের খেদে,
শিয়রে বসিয়া সেই জননী তোমার
অভাগিনী! নরাধম পিতৃব্য তোমার
পতি-বিবর্জ্জিতা বলি সতী সাবিত্রীরে
এসেছিলা বিসর্জ্জিয়া নিবিড় কাননে।"
স্নেহ দর দর নেত্রে সেই মুখ পানে
বারেক দেখিলা যুবা; বারেক ফুটিল
অস্ফুট "মা" কথা। রহিল নয়ন
চাহি সেই অধোমুখে; দেখিলা কুসুম
নয়নে পলক নাহি পড়িল আবার।
চাহিতে চাহিতে ধীরে অনাথা বালার
পড়িল অবশ শির বক্ষে প্রণয়ীর—
পূরিল জীবন আশা, নয়ন-পল্লব
আসিল মুদিয়া ধীরে; ধীরে সন্ধ্যাগমে
নীরবে মুদিল দল যুগল কমল;
নিদ্রা গেলা কুসুমিকা। হায়! এক বৃন্তে
ফুটে ছিল দুটী ফুল সংসার কাননে;
এক সঙ্গে দুটী ফুল পড়িল ঝরিয়া।
এমন পবিত্র ফুল এমন নির্ম্মল,
এমন সুন্দর, যদি থাকিত ফুটিয়া,

জগতের ইতিহাস হ'ত রূপান্তর ;
হইত না এ সংসার কণ্টক কানন।
অধোমুখে তপস্বিনী দেখি বহুক্ষণ,
অবিচল নেত্রে এই প্রতিমা যুগল,
পুত্রের অবশ শির ক্রোড় হ'তে ধীরে
রাখিয়া শয্যায়, ধীরে উঠিয়া দুঃখিনী
দাঁড়াইলা, বহুক্ষণ রহিলা চাহিয়া—
অচল শরীর নেত্র, অনিশ্বাস নাসা।
অকস্মাৎ অট্টহাসি উঠিলা হাসিয়া।
এক লম্ফে সাপটিয়া কক্ষের মশাল,
বসাইলা দৃঢ়করে মর্কটের বুকে,
রাক্ষসীর মত তারে ফেলিয়া ভূতলে।
হেনকালে পাপিষ্ঠের চীৎকারের সহ,
দস্যুর চীৎকার ধ্বনি উঠিল ভাসিয়া
বিদরিয়া নিশীথিনী। কোলাহলময়
হইল সমস্ত পুরী। ছাড়িয়া চীৎকার
উন্মাদিনী তপস্বিনী, আস্ফালি মশাল,
ছুটিলা সে কোলাহলে—একে, একে, একে
জ্বলিয়া উঠিল গৃহ, হ'ল অগ্নিময়!
বাজিল ভীষণ রণ, উলঙ্গ কৃপাণে,
পর্ত্তুগীস দস্যুগণ আক্রমিছে পুরী।
নাচিছে মশাল করে সেই রণাঙ্গনে
উন্মাদিনী তপস্বিনী। হুঙ্কারি ভীষণ
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ; নৈশ অন্ধকারে
অবলেপি ভীম জিহ্বা ; দেব বৈশ্বানর
বাহু প্রসারিয়া ক্রমে ছাইয়া শেখর,

আরম্ভিলা মহা ক্রীড়া, নাচিতে লাগিল
শৃঙ্গে শৃঙ্গে অগ্নি-শৃঙ্গ ; অনল সাগরে
খেলিতে লাগিল যেন অনল লহরী।
বজ্রনাদে বংশবন ফুটিয়া, ফাটিয়া,
নীরব নক্ষত্র-লোকে ক্ষেপিতে লাগিল
অসংখ্য নক্ষত্র-রাজি। দিগ্‌-দিগন্তরে
ছুটিলেক প্রতিধ্বনি লহরে লহরে।
গেল যবে অগ্নিশিখা মিশিয়া আন্ধারে,
স্থানে স্থানে মহাবাহু মহীরুহচয়,
অগ্নি রাক্ষসের মত ছিল দাঁড়াইয়া
সমস্ত শর্ব্বরী ; নিশি পোহাল যখন
স্বপ্ন শেষ রঙ্গমতী সুন্দর কানন।

সমাপ্ত।

হরিঃ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমস্তপঃ

আমার

সেই আত্ম-ত্যাগী, লোকহিত-সর্ব্বস্ব, প্রেমার্ণব,

ধর্ম্মজীবন,

স্বর্গীয় পিতৃদেবের

পবিত্র চরণে

এই ভক্তিবিরচিত কাব্য-কুসুম

উৎসর্গ করিলাম।

নবীন।

ফেণী—রবিবার।

১লা ভাদ্র সন ১২৯৩ সাল

শ্রীশ্রীহরিঃ

ফেণী।

১লা ভাদ্র ১২৯৩ সন।

ভাই ঈশান!

এই এক বৎসর কাল পরে রৈবতকের মুদ্রাঙ্কন শেষ হইতে চলিল। আমি যেরূপ অবস্থাপন্ন, তুমি দয়া করিয়া মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য পরিদর্শনের ভার গ্রহণ না করিলে রৈবতক আরো কত কাল মুদ্রাযন্ত্রের লৌহ-কবলে কবলিত থাকিত, বলিতে পারি না। তোমার মত বন্ধুর স্নেহ ও স্মৃতি যে এরূপে রৈবতকের অঙ্গে জড়িত হইয়া রহিল, ইহা আমার একটি অতীব সুখের বিষয়।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল, মহাভারতের ঐতিহাসিকক্ষেত্র এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিতীর্থ "গিরিব্রজপুর," বা আধুনিক "রাজ-গৃহে," রাজকার্য্যে অবস্থানকালে স্থানমাহাত্ম্যে উদ্বেলিত হৃদয়ে কাব্য-জগতের হিমাদ্রিস্বরূপ বিপুল মহাভারত গ্রন্থ আর এক বার পাঠ করি। সেই অবস্থায় তথায় দেখিলাম, গিরিব্রজপুরের সেই পঞ্চগিরি ব্যূহ, প্রবল-প্রতাপ জরাসন্ধের রাজপুরীর ভগ্নাব-শেষ, বন্ধুর উপলরাশির মধ্যে সেই ভারত-খ্যাত রঙ্গভূমির মসৃণ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত, এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভগবান্ যে স্থানে "পঞ্চানন নদ" পার হইয়া গিরিব্রজপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখনও প্রতি বৎসর সে স্থানে সহস্র সহস্র নর নারী অবগাহন করিয়া আপনাদের জীবন পবিত্র করিয়া থাকে। যে "উরুবিল্ব" নামক গিরিকক্ষে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ থাকিতেন, যে কক্ষে তাঁহার শিষ্যগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি নীতিমালা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, সে

পবিত্র কক্ষ এখনও দর্শকের হৃদয় পবিত্র করিতেছে। মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের বিগত বিপ্লবাবলী তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল-উপত্যকার, সেই শেখরমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার সানুদেশে—সেই দৃশ্য ভাষাতীত—ভগবান্ বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর—পতিত মানবজাতির—উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম,—পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। সেখানে রৈবতক সূচিত, এবং মধ্যভারতের সেই পবিত্র শৈলমালার ছায়ায় তাহার প্রথমাংশ রচিত হইল।

ভাই! আমি জানি—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।"

তবে জানিয়া শুনিয়া আমার সাধ্যাতীত এরূপ একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম কেন?

উত্তর—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

কথাটি প্রাচীন; কিন্তু বড় গভীর, বড় ভক্তিপূর্ণ, বড় উৎসাহ ও শান্তিপ্রদ।

তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রী—

প্রথম সর্গ।

—*—

প্রভাস।

—*—

"লক্ষ্মী পূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে"—
প্রভাসের তীরে বসি কৃষ্ণ ধনঞ্জয়,
শিলাসনে ধ্যানমগ্ন। স্থানে স্থানে স্থানে
২ পার্শ্বে ধ্যানমগ্ন বসি ঋষিগণ,—
স্থির, অচঞ্চল। যেন চারু শিল্পকর
বেদীর প্রস্তর হ'তে তুলেছে কাটিয়া
পবিত্র মুরতিচয়, মহিমামণ্ডিত।
রব গগন পানে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
স্থির নেত্রে, মুগ্ধ চিত্তে, চাহি আত্মহারা।

কৃষ্ণ। লক্ষ্মী পূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে,
সৃষ্টির প্রথম অঙ্ক করি অভিনয়,

দেখ পার্থ সিন্ধুগর্ভে উঠিছে কেমন !
পদ্মমুখী পদ্মালয়া ধীরে ধীরে ধীরে
উঠিলা যেমতি রঞ্জি রূপের বিভায়
নীলসিন্ধু, নীলাকাশ, শ্যামল ধরায়।
হাসিল যেমতি সেই রূপের পরশে
নারায়ণ নীলবক্ষ, হাসিতেছে দেখ
উষার প্রথমালোকে সুনীল গগন,
সুনীল বারিদপুঞ্জ স্তরে স্তরে স্তরে—
স্থির বিজলীতে যেন চিত্ত বিভাসিত !
হাসিতেছে নীল সিন্ধু ;—চারু নীলিমায়
কেমন সে হাসি, আহা ! যাইছে মিশিয়া !
মধুর অস্ফুটালোকে কি দৃশ্য মহান্
দেখ, পার্থ, ধীরে ধীরে হতেছে বিকাশ—
নীল সিন্ধু. শ্বেত বেলা, ধূসর আকাশ
দেখ সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ কেমন
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে,—বিরাট মূরতি !
সত্ত্ব ব্যোম, রজঃ বেলা, তমঃ পারাবার !

অর্জ্জুন। কি গভীর দৃশ্য, অহো ! অচল হৃদয়ে
কি গাম্ভীর্য্য, পবিত্রতা, দিতেছে ঢালিয়া !
সম্মুখে অসীম সিন্ধু, 'অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে
মিলিয়াছে মণ্ডলার্দ্ধ মহাশূন্য সনে !
পশ্চাতে সসীম বেলা ; দীর্ঘ প্রান্তদ্বয়
মিশিয়াছে মহাশূন্যে,—কি দৃশ্য গভীর !
জগতের আদি অন্ত উভয় সমান,—
আদি শূন্যে, অন্ত শূন্যে !

কৃষ্ণ। শূন্যে অবস্থান।

মহা যাত্রা শূন্য হ'তে শূন্যেতে প্রস্থান !
সত্য, পার্থ, জগতের প্রতিকৃতি এই।
অনন্তে অন্তের ক্রীড়া চির সম্মিলন।
এই ক্রীড়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কারণ।
স্থাবর জঙ্গম সব এ ক্রীড়া প্রসূত ;
স্থাবর জঙ্গম সব এই ক্রীড়া রত ;
স্থাবর জঙ্গম সব এ ক্রীড়ায় হত।
অহো কি রহস্য ! ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র
পতঙ্গ হইতে সৌর জগত মহান্,
এই মহা সিন্ধু, ওই মহা মেঘমালা,
সকলি এ ক্রীড়া রত। সকলই এই
অনন্ত অচিন্ত্য মহাশক্তি সঞ্চালিত।
প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব রজঃ তমঃ।
কিন্তু সিন্ধুনীরে ওই বীচিমালা মত,
এ শক্তিতে গুণত্রয় হয় পরিণত।
এই শক্তি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ;
প্রকৃতি এ শক্তি ; এই শক্তি ভগবান !

মহাদৃশ্য ! মহাধ্যান ! নীরবে উভয়
রহিলা সে ধ্যানমগ্ন। চিন্তার প্রবাহ
অনন্তের মহাগর্ভে প্রবেশে যখন,
ভাষা তার—নীরবতা ! শরতের মেঘ
অনন্ত আকাশগর্ভে মিশায় যখন,
ভাষা তার—নীরবতা ' নীরবতা ভাষা
পতঙ্গ সাগরগর্ভে পতিত যখন !
উভয় নীরব। স্থির নীরব প্রকৃতি।
কেবল প্রভাতাকাশে স্তরে স্তরে স্তরে

ভাসিছে শারদ মেঘ ; স্তরে স্তরে স্তরে
শারদ তরঙ্গমালা নাচিছে সাগরে।
গর্জ্জিছে গম্ভীরে সিন্ধু, করি দিঙ্মণ্ডল
ফেনিল তরঙ্গভঙ্গে প্রতিধ্বনিময়।
লহরে লহরে উর্ম্মি আসি ভক্তিভরে,
শ্বেত ফেনপুষ্পাঞ্জলি করি বরিষণ,
প্রণমিয়া বেদিমূল যাইছে সরিয়া!

ক্বচিৎ সমুদ্রবাহী প্রথম অনিলে,
ধ্যানমগ্ন ঋষিদের উড়িতেছে ধীরে
উত্তরীয়, উপবীত, শ্বেত শ্মশ্রুরাশি।

অর্জ্জুন। দেখ দেখ, বাসুদেব, হঠাৎ কেমন,
সমুদ্রের পূর্ব্ব প্রান্ত উঠিল জ্বলিয়া!
বাড়ব অনল একি? কিংবা দিক দাহ?
সে বহ্নি কেমন, দেখ, লহরে লহরে
ছড়াইছে সিন্ধুনীরে, ধূসর আকাশে?
একটী সিন্দুর রেখা, দেখিতে দেখিতে,
মরি, মরি, কি সুন্দর উঠিল ভাসিয়া,
সেই বহ্নিরাশিমাঝে। তরঙ্গে তরঙ্গে
ক্ষণ ভাসিছে তাহা নিবিয়া জ্বলিয়া:
ক্রমে স্থূল—স্থূলতর—এবে সুবঙ্কিম।
তপ্ত স্বর্ণ ধনু ধরি, স্বর্ণ শরমালা
ফেলিছে সিন্ধু যেন বিচিত্র কৌশলে
পয়ঃশোভা মেঘদলে! দেখ এইবার
কি সুন্দর অর্দ্ধচন্দ্র। আবার এখন
সিন্দুর কলসী মত খেলিছে কেমন
সুনীল লহরী সনে নাচিয়া নাচিয়া,

গ্রীবামাত্র পরশিয়া সমুদ্র সলিল!
মিশাইল গ্রীবা; দেখ এক লম্ফে রবি
উঠিলেন নীলাকাশে ঝলসি নয়ন।
একে বারে ঋষিদের বহু শঙ্খ মিলি,
নবোদিত প্রভাকর করি আবাহন,
উঠিল ধ্বনিয়া' সেই প্রফুল্ল নিক্কণ
গম্ভীর জলধি মন্দ্রে না হইতে লয়,
আরম্ভিলা ঋষিগণ স্তব সুগম্ভীর!

সৌরাষ্টক।

১

পবিত্র গগনে, পবিত্র কিরণে,
পবিত্র ভাস্কর ও।
নব সমুদিত, বিশ্ব আলোকিত,
নমো দিবাকর ও।

২

জগত নয়ন, জগত জীবন,
জগত ধারণ ও।
জগত পালন, জগত ধ্বংসন
নমস্তে তপন ও।

৩

তোমার পরশে, ফুটে পুষ্পরাজি,
উপজে প্রস্তর ও।

শেষ সিন্ধুনীর, বরষে বারিদ,
নমো বিভাকর ওঁ।

৪

গ্রহ উপগ্রহ, অনন্ত অসংখ্য,
ভ্রমে নিরন্তর ওঁ।
বেষ্টিয়া তোমায়,— দাস উপদাস—
নমঃ প্রভাকর ওঁ।

৫

ঐন্দ্রজালিক— গোলক যেমন,
জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ওঁ।
ভ্রমে শত শত, নাহি সংঘর্ষণ,
নমঃ কি কৌশল ওঁ।

৬

হেন সৌর রাজ্য, করি আকর্ষণ
ভ্রম অনির্ঘাত ওঁ।
সহস্র যোজন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
নমো দিননাথ ওঁ।

৭

অনন্ত হইতে, ছুটিছ অনন্তে,
অনন্ত গরভে ওঁ।
অনন্ত শকতি, অনন্ত ভ্রমণ,
নমস্তে ভার্গব ওঁ।

৮

তিমির নাশিয়া, উদ্ধারিলে যথা,
বিশ্ব চরাচর ওঁ।

পাপ বিনাশিয়া, লও পুণ্য পথে,
নমো দিবাকর ওঁ।

আবার ধ্বনিল শঙ্খ। না হইতে লয়
কম্বুকণ্ঠ, কৃষ্ণকণ্ঠ উঠিল ভাসিয়া—
তেমতি গগনস্পর্শী, তেমতি গভীর।

মহাষ্টক।

১

পবিত্র গগনে, পবিত্র তপনে,
পবিত্র সাগরে ওঁ।
যাঁহার মহিমা, নিত্য বিভাসিত
নমো বিশ্বেশ্বর ওঁ।

২

ক্ষুদ্র সূর্য্য এই, গ্রহ উপগ্রহ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম ওঁ।
ক্ষুদ্র বিশ্ব তব, অনন্ত সাগরে
নমো নারায়ণ ওঁ।

৩

শত শত সূর্য্য, সৌর রাজ্য শত
শত সংখ্যাতীত ওঁ।
ছুটিছে অনন্তে, অনন্ত বিদারি,
নমশ্চিন্তাতীত ওঁ।

৪

অনন্ত দিকেতে, অনন্ত গতিতে
নিত্য সঞ্চালিত ওঁ।
অনন্ত সঙ্গীতে, অনন্ত প্লাবিত,
নমো জ্ঞানাতীত ওঁ।

৫

অহো! কিবা দৃশ্য!— অনন্ত বসুধা,
অনন্ত ভাস্কর ওঁ।
অনন্ত নক্ষত্র, অনন্ত ঝলসি,
নমো জ্যোতীশ্বর ও।

৬

দিবস যামিনী, 'হেমন্ত বসন্ত,'
ঋতু বিপরীত ও।
শূন্য বিচিত্রিয়া, নিত্য-বিরাজিত,
নমঃ কালাতীত ও।

৭

নিত্য রূপান্তর, নিত্য স্থানান্তর,
নিত্য গুণান্তর ও।
যার শক্তি বলে, বিশ্ব চরাচর,
নমঃ শক্তীশ্বর ও।

৮

ক্ষুদ্র পুষ্প রেণু, প্রচণ্ড শেখর,
অনন্ত সাগর ও।
যাঁহার অচিন্ত্য শকতি দর্পণ,
নমো মহেশ্বর ওঁ।

গম্ভীর ওঁকার ধ্বনি প্লাবিল গগন,
ভাসিল সমুদ্র মন্ত্রে, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে
ছুটিল তরঙ্গপৃষ্ঠে দিগ্ দিগন্তরে।
ঊর্দ্ধে মহাশূন্যে, মহা জলধি হৃদয়ে,
সেই মহাধ্বনি সহ শত শঙ্খধ্বনি,
ভাসিল সমুদ্রবাহী প্রভাত অনিলে॥
শঙ্খকণ্ঠ, সিন্ধুকণ্ঠ, নরকণ্ঠ মিলি,
সেই ধ্বনি, সেই ধ্যান, সে দৃশ্য মহান্!
অনন্ত অচিন্ত্য ভাবে ভরিল হৃদয়।
ধ্যানান্তে দুর্ব্বাসা ঋষি শিষ্যগণ সহ,
কৃষ্ণার্জ্জুনে সম্ভাষিতে আসি ধীরে ধীরে,
বেদীর পশ্চাৎ হ'তে ডাকিলা মধুরে—
"হে কৃষ্ণ! দুর্ব্বাসা ঋষি আশীর্ব্বাদ করে।"
এক চিত্তে কৃষ্ণার্জ্জুন চাহি সিন্ধুপানে,
আত্মহারা, চিন্তামগ্ন চেতন্যবিহীন।

কৃষ্ণ। অন্ধ জড় উপাসক! হেন মহাশক্তি
নিত্য বিদ্যমান যার নয়নের কাছে,
সে কেন পূজিবে ওই অন্ধ প্রভাকর—
জ্ঞানহীন, ইচ্ছাহীন, নিয়মের দাস!
যাহার উদয়, অস্ত, শূন্য পর্য্যটন,
দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন; হেন প্রভাকরে
কেন পূজিবেক পার্থ চেতন মানবে!
"অন্ধ জড় উপাসক!—বিধর্ম্মী নাস্তিক!"-
ক্রোধে দন্তে দন্ত কাটি কহিলা দুর্ব্বাসা—
"হে কৃষ্ণ! দুর্ব্বাসা ঋষি আশীর্ব্বাদ করে।"

কৃষ্ণ! তরঙ্গ তাড়িত ওই বালুকার মত,

তপন অনন্ত শূন্যে হতেছে তাড়িত।
সমান নিয়মাধীন, সমান সৃজিত
উভয় ; উভয় অন্ধ ; চেতনাবিহীন ;
উভয় দুর্জ্জেয়। তবে বিশ্বরস্ত মানব
না পূজিবে কেন পার্থ ক্ষুদ্র বালুকায়!

দুর্ব্বাসা। হে পার্থ! দুর্ব্বাসা আমি আশীর্ব্বাদ করি

কৃষ্ণ। মানব! চেতনাযুক্ত বিবেকী, স্বাধীন,
জড় এই সূর্য্য হতে কত শ্রেষ্ঠতর!
মানব! উৎকৃষ্ট সৃষ্ট। যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃজিত চালিত এই বিশ্ব চরাচর,
পড়েছে সে জ্ঞান-ছায়া হৃদয়ে যাহার!
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শকতি,
সে কেন পূজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর!
ক্ষুদ্র বালুকণা, আর প্রচণ্ড তপন,
এই মহা সিন্ধু, আর এই বসুন্ধরা,—
সেই জ্ঞান সাক্ষী, সেই জ্ঞান মূর্ত্তিমান!
দেখ, পার্থ, বিশ্ব-রূপী বিষ্ণু ভগবান
অনন্ত, অসীম!

ক্রোধে গর্জ্জিয়া তখন
বলিলা দুর্ব্বাসা—"মূঢ় কৃষ্ণ ধনঞ্জয়!
"আমি দুর্ব্বাসায় তুচ্ছ! লও অভিশাপ—
'যাদব কৌরব কুল হইবে বিনাশ!'"
ভাঙ্গে যথা অকস্মাৎ তন্দ্রা পথিকের
শুনিয়া শিয়রে ঘোর গোক্ষুরগর্জ্জন,
হঠাৎ ভাঙ্গিল ধ্যান ; পার্থ বাসুদেব
ত্রস্তে ফিরাইয়া মুখ দেখিলা বিস্ময়ে,—

ক্রোধভরে ঋষি কেহ যাইছে
বেগে শিষ্যগণ সহ। ঈষৎ হাসিয়া
বলিলেন বাসুদেব—"দেখ ধনঞ্জয়
"ব্রাহ্মণের অত্যাচার। কথায় কথায়
"অভিশাপ; অভিমান অঙ্গের ভূষণ।
"শার্দ্দূল যেমন ভাবে প্রাণী মাত্র সব
"সৃজিত তাহার ভক্ষ্য; তেমনি ইহারা
"ভাবে অন্য তিন জাতি ভক্ষ্য ইহাদের।
"বিনা দোষে, অকারণে করিবে দংশন
"অভিশাপ বিষদন্তে; নাহি কি হে কেহ—
"ব্রাহ্মণ-রহস্যারণ্যে করিয়া প্রবেশ
"আপন বিবরে সর্প ধরি মন্ত্রবলে,
"তাহার এ বিষদন্ত করে উৎপাটন?"
পার্থের অচলা ভক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি,—
দেখিলা মহর্ষি তাহে,—কহিলা কাতরে—
"বাসুদেব যদি তুমি দেও অনুমতি
"ক্রুদ্ধ মহর্ষিরে আমি আনি ফিরাইয়া।
"একে ধ্যানে চিন্তামগ্ন ছিলাম আমরা,
"অন্য দিকে এই মহা জলধিগর্জ্জন,
"শুনি নাই কেহ অভিবাদন ঋষির।
"তাহে এত ক্রুদ্ধ ঋষি; ব্রাহ্মণের ক্রোধ
"আশু স্তুতিবাদে কৃষ্ণ! হইবে শীতল।
"কি দারুণ শাপ!"
কৃষ্ণ কহিলা হাসিয়া—
"অর্জ্জুন! বালক তুমি। নরের অদৃষ্ট
"ব্রাহ্মণের শাপাধীন হইত যদ্যপি,

"আজি এ ভারতবর্ষ হইত শ্মশান।
"উঠিতেছে বেলা। আছে পথ নিরখিয়া-
"রৈবতকে পরিজন তব প্রতীক্ষায়।"

দ্বিতীয় সর্গ।

—*—

ব্যাসাশ্রম।

কৃষ্ণ। পবিত্র আশ্রম! দেখ পবিত্র শেখর
রৈবতক স্থির ভাবে,
সুনীল আকাশ পটে,
স্থাপিয়া শ্যামল বপুঃ— শান্ত প্রীতিকর—
সমাধিস্থ প্রকৃতির মহাযোগিবর!
বেষ্টিয়া আশ্রমপ্রান্ত অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে
ছুটিয়াছে শৈলশ্রেণী উত্তরে দক্ষিণে
নানা অবয়বে। কভু উচ্চ, কভু নীচ,
কভু বা তরঙ্গায়িত আকাশের পটে।
কোথাও প্রাচীর মত
দুরারোহ শৈল অঙ্গ,
আবার কোথাও অঙ্গ পড়েছে ঢলিয়া
সমতল শস্যক্ষেত্রে তরঙ্গ খেলিয়া।
অর্জ্জুন। এই তীর্থ পর্য্যটনে করেছি দর্শন
বহু তপোবন, কিন্তু এমন সুন্দর,
এমন মহিমাময়
পবিত্র স্বভাবশোভা,

প্রীতিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, দেখিনি এমন—
যেমন মহর্ষি ব্যাস, যোগ্য তপোবন!
কি সুন্দর শত শত বিটপী, বল্লরী,
অশোক, কিংশুক, বক, চম্পক, শিরীষ,
কদম্ব,-কাঞ্চন, নিম্ব, দাড়িম্ব বকুল,
পনস, বদরী, বিল্ব, আম্র, আতা, যাম,
ফলবান্ পুষ্পবান্ তরু মনোহর
অধিত্যকা উপত্যকা করি আচ্ছাদিত,
কেহ ফলে, কেহ ফুলে, পল্লবে, মুকুলে
সাজায়ে শ্যামল অঙ্গ, আছে চিত্রার্পিত।
মরি কিবা স্বভাবের বিশৃঙ্খল শোভা!
প্রথম প্রহর বেলা। বাল সূর্য্যালোকে
কোথাও বিশাল বট বিটপী-ঈশ্বর,
প্রসারি পল্লব-ছত্র আছে দাঁড়াইয়া,
সৃজি ছায়াতলে শাখা-কক্ষ মনোহর।
স্থানে স্থানে রাজমন্ত্রী অশ্বথ, তমাল,
করিছে কানন-রাজ্য-মহত্ব বর্দ্ধন।
দূরদর্শী, শীর্ণকায়, জটাজূট শির
কানন-সমাজ হ'তে বহু ঊর্দ্ধে তুলি,
দাঁড়ায়ে খর্জ্জুর, তাল, বন-ঋষিদ্বয়,
ধ্যানে অবিচল দেহ নির্ব্বাক উভয়।
কেবল কখন বনকুক্কুটের ধ্বনি,
তীব্র শিখিকণ্ঠ, তীব্র কুরঙ্গনিনাদ,
কভু ক্রীড়াসক্ত, ঋষি-শিশু কণ্ঠাভাস—
ছিন্ন বাঁশরীর তান,—প্রতিধ্বনি তুলি
কি মধুরে গিরি-অঙ্গে যাইছে উছলি।

কানন-বিহঙ্গ কোথা পত্রে আবরিত
বরষিছে কিবা শান্তি, কি সুধা সঙ্গীত।

কৃষ্ণ। ভারতের পুণ্যাশ্রম, মহাতীর্থ সব!
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস!
সংসার সমুদ্রে তীর! আকাঙ্ক্ষা লহরী—
অনন্ত অসংখ্য,—নাহি প্রবেশে হেথায়।
নাহি ফলে হেথা সুখ দুঃখ ফল
বিষয়-বাসনা বৃক্ষে; নাহি ফুটে ফুল
পাপের কণ্টকবৃন্তে চিত্তমুগ্ধকর।
নাহি হেথা সুখে দুঃখ, শান্তিতে বিষাদ,
প্রেমেতে স্বার্থের ছায়া, দারিদ্র্যে দাহন।
ভারতের তপোবন! পাপ ধরাতলে
স্বরগের প্রতিকৃতি! কয়টি নক্ষত্র
আঁধার ভারতাকাশে; জ্ঞানের আলোক
ঘোর মূর্খতা আঁধারে। নীরব, নির্জ্জন,
এই তপোবন হ'তে যখন যে জ্যোতি,
পার্থ, হয় বিনির্গত; সমস্ত ভারত
ঝাঁপ দেয় তাহে, ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,
যে যে মহামন্ত্রবলে হতেছে চালিত
সমস্ত ভারতবর্ষ, সকলি—সকলি—
নীরব, নির্জ্জন হেন আশ্রমপ্রসূত।
ভারত সমাজদেহ; আশ্রমনিচয়
তাহার হৃদয়যন্ত্র; মস্তক তাহার
মহর্ষি ব্যাসের এই পবিত্র আশ্রম।
ওই যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ দেখিছ সম্মুখে

যাহার বিশাল বট,
মরক্ত মুকুট মত,
সানুদেশে সমুজ্জ্বল—সেই "যোগ-শৃঙ্গ,"
সেই বট "জ্ঞানদ্রুম' বিখ্যাত ভারতে।
মহর্ষি বসিয়া তথা সায়াহ্নে, প্রভাতে,
অনন্ত সমুদ্রশোভা দেখিতে দেখিতে
অনন্ত জ্ঞানের সিন্ধু করেন মন্থন।
শৈলসুতা "সরস্বতী" সেই শৃঙ্গ হ'তে
অবতরি গিরিপার্শ্বে,—স্থানে স্থানে স্থানে
সুন্দর সলিল খণ্ড করিয়া সৃজন,
ভ্রমিতেছে গিরিমূলে কাননছায়ায়,
বহুল নির্ঝরকর করিয়া গ্রহণ।

অর্জ্জুন। আশ্রমের কি মাহাত্ম্য, দেখ বাসুদেব,
কুরঙ্গ, শশক, মেষ, অজ, নীল গাভী,
চরিতেছে স্থানে স্থানে নির্ভয়হৃদয়।
নির্ভয়হৃদয়ে দেখ চরিছে কেমন
ময়ূর, কুক্কুট, ঘুঘু, কপোত, সালিক,—
বনচর পক্ষী নানা। কেমন সুন্দর
প্রীতিপূর্ণনেত্রে, দেখ, রয়েছে চাহিয়া
আমাদের মুখ পানে গ্রীবা হেলাইয়া।

কৃষ্ণ। মহর্ষি ব্যাসের ওই "শান্তি-সরোবর"
দেখ পার্থ সম্মুখেতে কিবা মনোহর।
ঋষিশিশুগণ সহ নানা জলচর
খেলিতেছে কি আনন্দে। ভাই ভগ্নী মত
দেখ শিশুগণ কত করিছে আদর।
শিশুদের উচ্চ হাস্য, পক্ষিকলরব,

থেকে থেকে নানাবিধ মীন আস্ফালন,
সরসী আনন্দপূর্ণ করিছে কেমন!
জলজ কুসুম তুলি, দেখ পরস্পরে
সাজাইছে কি কৌশলে; সাজিছে কেহ বা;
কেহ বা গাইছে শুন কি মধুর স্বরে।
চারি তীরে মনোহর দেখ পুষ্পবন,
পুষ্পবনে পুষ্পময়ী ঋষিকন্যাগণ—
ততোধিক মনোহরা! বল্কলে আবৃতা,
শোভিছে পল্লবে ঢাকা কুসুমিতা লতা।
কেহ তুলিতেছে ফুল; গাঁথিছে কেহ বা
চারু ফুলহার; কেহ আপনার মত
নিরাশ্রয়া বল্লরীরে দিতেছে আশ্রয়।
কেহ পুষ্পবৃক্ষমূলে যোগাইছে জল
মৃণ্ময় কলসী কক্ষে; কেহ বা কেমন
সরল নয়নে দেখ রয়েছে চাহিয়া,
আমাদের মুখ পানে, কি দৃষ্টি শীতল!—
পূর্ণিমা গগন যেন চেয়ে ধরাতল।

অর্জ্জুন। আশ্রমের অঙ্কে অঙ্কে পল্লবকুটীর
দেখ ঋষিদের, চারু অবয়বে কত
শোভিতেছে লতাবৃত বন গুল্ম মত।
কুটীরসম্মুখে ক্ষুদ্র মার্জ্জিত প্রাঙ্গণ,
বেষ্টিত সুন্দর ক্ষুদ্র গুল্মের প্রাচীরে,
পুষ্পিত কুসুমে নানা,—শ্বেত, রক্ত, নীল,—
শোভিতেছে কি সুন্দর কারুকার্য্য মত,
প্রশস্ত কাননে নবদূর্ব্বা বিমণ্ডিত।
প্রাঙ্গণের কোণে কোণে ঋষিপত্নীগণ,

নানা কার্য্যে নিয়োজিতা,—কেহ পুষ্পপাত্র
সাজায় কদলিপত্রে রাখিছে সাজায়ে
কেহ বা কদলিপত্রে বন ফল মূল।
স্থানে স্থানে তরুতলে বসি ঋষিগণ,—
কেহ ধ্যানমগ্ন স্থির ; কেহ মগ্ন পাঠে ;
লিখিছেন কেহ ; কেহ নিমজ্জিত
অন্য ঋষি সহ শাস্ত্রালাপে সুললিত ;
করিতেছে অধ্যয়ন ঋষিপুত্রগণ
স্থানে স্থানে ; আশে পাশে নিঃশঙ্কহৃদয়
চরিতেছে বনপশু, বনপক্ষীচয়।
দেখি কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ক্ষুদ্র শিশুগণ
আসিল ছুটিয়া রঙ্গে করি কোলাহল।
বালক বালিকাগণ পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া
করিলেক অভ্যর্থনা। আধ আধ কণ্ঠে
পঞ্চমবর্ষীয় এক শিশু কর তুলি
কহে হাসি—"মহালাজ! আছীব্বাদ কলি।"
হাসিলেন কৃষ্ণার্জ্জুন। ক্রোড়ে করি তারে
পুষ্পনিভ মুখখানি চুম্বিলা আদরে।
কারো কর, কারো পৃষ্ঠ, চিবুক কাহার,
পরশিয়া হাসিমুখে পার্থ পীতাম্বর
জনে জনে শিশুগণে করিলা আদর!
খাদ্য, বস্ত্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়ার পুতুল,
দারুকের হস্ত হ'তে করিয়া গ্রহণ
বিলাইয়া শিশুগণে। চলিলা উভয়ে
দেখিতে দেখিতে, রঙ্গে সঙ্গে শিশুগণ
চলিল নাচিয়া করি পথ প্রদর্শন।

যাইতে যাইতে, কত ফুল, কত ফল,
কত ছাই পাঁশ, দেখাইল নিরন্তর,—
কত বৃক্ষ কত লতা পক্ষী মনোহর।
ভীষণ শার্দ্দূল এক পথ আগুলিয়া
রহিয়াছে নিদ্রাগত। ত্রস্তে অর্জ্জুনের
পড়িল কার্ম্মুকে কর ; হাসিয়া কেশব
কহিলেন—"আছে দুই পালিত শার্দ্দূল
"মহর্ষির, নাম তার 'সুশীল', 'সুবোধ',
"ব্যাঘ্র জাতিমধ্যে শান্ত ঋষি দুই জন।
"আশ্চর্য্য প্রীতির ধর্ম্ম ; হিংস্র মাংসাহারী
"আপন স্বভাব ভুলি' শোণিতলোলুপ,
"ফলমূলাহারী এবে ! জনৈক বালক
বলিল—"সুবোধ ! পথ দেহ হে ছাড়িয়া।"
মাথা তুলি, শান্তনেত্রে চাহি মুহূর্ত্তেক
আগন্তুক পানে, ব্যাঘ্র করিয়া জৃম্ভণ,
সরি পাদদ্বয় পুনঃ করিল শয়ন।
একটি বালক গিয়া করি আলিঙ্গন
গায়ে বুলাইয়া হাত, বলিল—"সুবোধ !
বড় ভাল ছেলে তুমি।" আনন্দে শার্দ্দূল
চাটিতে লাগিল ক্ষুদ্র অঙ্গ বালকের,
দাঁড়াইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন মূর্ত্তি বিস্ময়ের।

কৃষ্ণ। দেখ, দেখ, ধনঞ্জয়, ওই তরুতলে
কি সুন্দরী ঋষিকন্যা বসি এক জন।
ক্ষুদ্র মৃগশিশু এক দেখ কি সুন্দর
খেলিছে যুবতী সঙ্গে ! ছুটিয়া ছুটিয়া
কেমন ফিরিয়া পুনঃ লুকাইছে মুখ

যুবতীর চারু অঙ্কে,—চুম্বি চারু বুক।
দেখ ক্ষুদ্র পা দুখানি রাখি অংসোপরে
চাটিছে কেমন ওই অনিন্দ্য বদন,—
চুম্বিতেছে প্রতিদানে যুবতী কেমন!

অর্জ্জুন। দক্ষিণে, কেশব, ওই শেফালিকামূলে
দেখ কিবা চারু চিত্র! বসি একাকিনী
একটি যুবতী গুন
কি মধুরে গুণ গুণ
গাইটে; গাঁথিছে মালা শেফালিকামূলে।
রজতকুসুমনিভ ক্ষুদ্র পুষ্পরাশি,
যুবতীর চারি পার্শ্বে রয়েছে পড়িয়া
সঙ্খ্যাতীত; সঙ্খ্যাতীত রয়েছে ঝরিয়া
পত্রে পত্রে কি সুন্দর!
মধুলোভে পুষ্পোপরি
একটি ভ্রমর দেখ গুণ গুণ স্বরে
বসিতে চাহিছে যেই, একে একে একে
পত্র হতে ক্ষুদ্র পুষ্প পড়িছে ঝরিয়া
যুবতীর অঙ্গে অঙ্গে কি শোভা খুলিয়া।
আরক্ত বল্কল বাসে, বিমুক্ত অলকে,
অংসে, পৃষ্ঠে, অঙ্কে, ভুজে, হীরকের মত
শোভিতেছে পুষ্পরাশি। করি নেত্র নত
পুষ্পস্থিতা, পুষ্পাবৃতা, পুষ্পমালা-কর,
শোভিছে কেমন পুষ্পরূপিণী সুন্দর!

"যোগ-শৃঙ্গ" হতে কল কলে "সরস্বতী"
যথায় পড়িতেছিলা রজত ধারায়—
নীরস্তম্ভ পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে হস্ত পঞ্চাশৎ,

বসিলেন শিলাখণ্ডে কিরীটী কেশব।
আশে পাশে শিশুগণ বসিয়া আহ্লাদে
কতই সরল কথা—শিশুহৃদয়ের
শিশুভাব, শিশুভাষা—বলিতে লাগিল।
চুপে চুপে কাণে কাণে কেহ বা কাহারে
কহিছে কি কথা! কোন শিশু বাখানিছে
কেশবের পীতাম্বর; কেহ বা কুন্তল;
কেহ কণ্ঠহার; কেহ দেখে ভীত মন
ফাল্গুনীর গুণভ্রষ্ট মহাশরাসন।
কিছু দিন পূর্ব্বে ভদ্রা এ'লে তপোবনে,
কোন্ শিশু তাঁর কাছে কেমন আদর
পেয়েছিল, জনে জনে কহিতে সুন্দর
বাজিল তুমুল রণ। একটি বালিকা
বাম করে জড়াইয়া কণ্ঠ অর্জ্জুনের,
অন্যতর ক্ষুদ্র করে ধরিয়া চিবুক,
কহিল আহ্লাদে—"দেখ, সুভদ্রা জননী
কেমন সুন্দর বস্ত্র, কুণ্ডল, বলয়,
দিয়াছেন—আমার যে নাহি মাতা পিতা!"
নিরাশ্রয় বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি,
সকরুণ ভাষা, তার দৃষ্টি সকরুণ,—
ভরিল পার্থের বুক, ভিজিল নয়ন।
ফিরায়ে বদন কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিলা ধীরে—
"কে সুভদ্রা, বাসুদেব?" সজল নয়নে
উত্তরিলা যদুশ্রেষ্ঠ—"আমার ভগিনী,
সারণের সহোদরা, প্রাণের অধিক
আমি ভাল বাসি তারে। স্নেহে ভরা মুখ

তার, স্নেহে ভরা বুক; স্নেহ সুধারাশি
ভদ্রার ঈষৎ হাস্যে পড়ে ছড়াইয়া।
পরিবারে পরিচিতে সর্ব্বত্র সমান,
পালিত বনের পশু বিহঙ্গনিচয়ে,
উদ্যান কুসুমে,— সদা সেই স্নেহামৃত
বরষে আমার ভদ্রা অজস্র ধারায়।
যেইখানে রোগী, শোকী, ভদ্রা সেইখানে,
মূর্ত্তিমতী শান্তিরূপা। অশ্রু যেইখানে,
সেখানে ভদ্রার কর। যেখানে শুকায়
পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পলতা, আছে সেইখানে
সলিলরূপিণী ভদ্রা। ডাকিছে যেখানে
অনাহারে পশু, পক্ষী, দরিদ্র ভিক্ষুক,
সেইখানে অন্নপূর্ণা সুভদ্রা আমার!
যথায় পুষ্পিত তরু বল্লরী উদ্যানে,
প্রকৃতির উপাসিকা সুভদ্রা তথায়
বসি আত্মহারা সুখে! যথা পক্ষিগণ
বসি তরুডালে গায় সায়াহ্ন কাকলী,
ভদ্রা আত্মহারা তথা। একদা, অর্জ্জুন,
বহিছে ঝটিকা ঘোর রৈবতকশিরে
বিলোড়িয়া বনস্থলী; আচ্ছন্ন গগন
নব বরিষার মেঘে;—সুভদ্রা কোথায়?
ছুটিলেক পরিজন; ছুটিলাম আমি
অন্বেষণে। দেখিলাম শেখরসীমায়
সায়াহ্ন গগনতলে, ঘোর ঝটিকায়,
দশমবর্ষীয়া ভদ্রা বসি একাকিনী
একটি উপল খণ্ডে, স্থির দুনয়নে

সমেঘ পশ্চিমাকাশ রয়েছে চাহিয়া।
উড়িতেছে ঝড়বেগে মুক্ত কেশরাশি,—
এ কি মূর্ত্তি! মুহূর্ত্তেক হইনু অচল।
পার্থ, প্রকৃতির এই মহা উপাসনা
ভাঙ্গিতে আমার নাহি সরিল বচন
মুহূর্ত্তেক। মুহূর্ত্তেক পরে ডাকিলাম—
'সুভদ্রে!' চমকি ভদ্রা কহিল হাসিয়া—
দেখ, দাদা, ওই উচ্চ পর্ব্বতশেখরে
কেমন নিবিড় মেঘে খেলিছে, কেমন
অনল ভুজঙ্গ মত বিজলি সুন্দর।'
গৌরবে ভরিল বুক; চুম্বিয়া আদরে,
ধ্যান ভঙ্গ করি তারে আনিলাম গৃহে।
আপনি আদরে তারে পড়ায়েছি আমি;
শিখায়েছি অস্ত্রবিদ্যা, সঙ্গীত সুন্দর!
কিন্তু কি যে উদাসীন হৃদয়ে তাহার
বুঝিতে না পারি। ভদ্রা বাজাইছে বীণা,-
আলাপি রাগিণী বীণা হইল নীরব,
রহিল বসিয়া ভদ্রা শূন্য নিরখিয়া,—
শেষ তানে আত্মহারা চিত্রিতার মত!
সংসারের স্বার্থ ছায়া, কুটিলতা দাগ,
নাহি পায় স্থান পার্থ তাহার হৃদয়ে,—
নির্ম্মল সরল সেই দয়ার সাগরে।
চির উদাসিনী ভদ্রা; দরিদ্র দেখিলে
খুলে দেবে আপনার অঙ্গের ভূষণ
গোপনেতে। বড় সাধ আশ্রম দর্শন;
আসিলে আশ্রমে, ক'রে যায় সর্ব্ব অঙ্গ

আভরণহীন। যদি কর তিরস্কার,—
সতত সজল দুই প্রশস্ত নয়ন
স্থাপিয়া তোমার মুখে রহিবে চাহিয়া
নিরুত্তরে। সেই দৃষ্টি নহে সংসারের,
নহে বালিকার তাহা, নহে মানবীর।”
অর্জ্জুন—হৃদয়হারা বিহ্বল অর্জ্জুন,—
যোগ-শৃঙ্গ পানে স্থির রহিলা চাহিয়া।
দেখিলা বালিকা এক বসি একাকিনী
সেই উচ্চ শৃঙ্গপ্রান্তে, ঘোর ঝটিকায়,
সায়াহ্ন গগনতলে। প্রশস্ত নয়নে
চাহি আকাশের—না, না—অর্জ্জুনের পানে
স্থিরনেত্রে; মুক্ত কেশ উড়িছে আকাশে!
অর্জ্জুন ভাবিলা মনে সেই গিরিমূলে,
সেই প্রপাতের পার্শ্বে, নির্ঝরিণীকূলে,
বিসর্জ্জিয়া রাজ্য, ধন, বীরত্ব-পিপাসা
রহিবেন, নির্ম্মাইয়া পল্লবকুটীর,
ওই মুখখানি পানে চাহিয়া চাহিয়া।
মুহূর্ত্ত নীরব কৃষ্ণ শূন্য নিরখিয়া,—
ভদ্রার চরিত্রে, স্নেহে, চিত্ত উচ্ছ্বসিত
মুহূর্ত্তেক পরে পার্শ্বে ফিরাইয়া মুখ
কহিলা—“অর্জ্জুন, বেলা দ্বিতীয় প্রহর!
মহর্ষির প্রাতর্ধ্যান হইবে এখন
সমাপন; চল যাই করিগে দর্শন।”

তৃতীয় সর্গ।

—•—

অদৃষ্টবাদ।

ভ্রমিয়া আশ্রমারণ্য পর্য্যটকদ্বয়
আরোহিতে যোগশৃঙ্গ, কটিদেশে এক
দেখিলেন মনোহর বেদিকা সুন্দর।
অষ্টকোণ শৈলবেদী ; চারি প্রস্রবণ
চারি পার্শ্বে, সুশোভিত প্রস্তর প্রাচীরে।
শোভে তিন দিকে তিন প্রস্তর সোপান
মনোহর ; অন্য দিকে বেদীর পশ্চাতে
শোভে গিরিগর্ভে এক কক্ষ মনোহর ;
অর্দ্ধ-চন্দ্র-শীর্ষ স্তম্ভে শোভিছে সুন্দর
দ্বারত্রয়। কক্ষ, স্তম্ভ, বেদী, প্রস্রবণ,
সুন্দর সোপান শ্রেণী,—দক্ষ শিল্পকর
কাটি গিরিপার্শ্ব শিল্পে, করেছে নির্ম্মাণ
বিচিত্র কৌশলে। সুন্দর বকুল এক,
প্রসারি নিবিড় ছায়া আছে দাঁড়াইয়া,
বেদী-কেন্দ্রস্থলে। আছে স্থানে স্থানে
তরু, লতা, ফলে পুষ্পে বিচিত্র শোভন,
ফলিয়া, ফুটিয়া ; করি শান্ত শৈলানিল
পবিত্রিত, সুবাসিত। "বসি এইখানে"
কহিলা যাদবশ্রেষ্ঠ,—"করিলা মহা
সঙ্কলন চারি বেদ—চারি কীর্ত্তিস্তম্ভ
সর্ব্ব-ধ্বংসী কালগর্ভে ; চারি হিমাচল
চিন্তার জগতে ; চারি অনন্ত ভাস্কর

মানবের জ্ঞানাকাশে সে হেতু ইহার
নাম 'বেদমঞ্চ, শোভে চারি পাশে—
'ঋক যজু সামাথর্ব্ব'—চারি প্রস্রবণ।
সম্মুখে তোমার দেখ, 'ধ্যানকক্ষ' ওই।"
দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ পাদপ-ছায়ায়,
সুবাসিত শৈলানিলে জুড়াইলা দেহ!
শুনিলা অমৃতবর্ষী শান্ত সুশীতল
প্রস্রবণ কল কণ্ঠ—ঋষিচ তুষ্টয়
গাইছে পবিত্র বেদ গলা মিলাইয়া,
মৃদু মৃদু কণ্ঠে যেন, নির্জ্জনে বসিয়া।
চারিটি পবিত্র ধারা, দেখিলা কেমন,
যজ্ঞোপবীতের মত, গিরিপার্শ্ববাহী
হইয়াছে সরস্বতী স্রোতে পরিণত।
আরোহিয়া "যোগ-শৃঙ্গ" দেখিলা উভয়ে
বিশাল প্রভাস সিন্ধু শোভিছে দক্ষিণে,
নীলাকাশে মিশি নীল আকাশের মত,
রবিকরে সমুজ্জ্বল। উত্তরে, পশ্চিমে,
নীলাকাশে মিশি, নীল আকাশের মত,
ছড়ায়েছে গিরি-শ্রেণী আনত উন্নত,
চক্রে চক্রে নির্ম্মাইয়া স্থানে স্থানে স্থানে
অধিত্যকা, উপত্যকা, অপূর্ব্বদর্শন।
পূর্ব্বে সমতল ক্ষেত্র রহেছে পড়িয়া,
নানা রঙে সুরঞ্জিত চিত্রপট মত—
অপূর্ব্বদর্শন! ক্ষুদ্র পরিসর শৃঙ্গে,
"জ্ঞানদ্রুম" মূলে, চারু অজিন আসনে
বসিয়া মহর্ষি ব্যাস—ধ্যানে অভিভূত!

এক পার্শ্বে বেদীমূলে "সুশীলা" শার্দ্দুলী
নীরবে শাবক অঙ্গ করিছে লেহন
অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে। অন্য দিকে তথা
অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে বসিয়া নীরবে—
"সুলোচন" "সুলোচনা" কুরঙ্গযুগল,
আশ্রমপালিত মৃগ ;—নীরব সকল।
নীরব সে প্রকৃতির রাজ্য সুবিশাল।
বহিতেছে ধীরে ধীরে শৈল সমীরণ
নীরবে। নীরবে কাঁপে বৃক্ষপত্র দল।
সকলই ধীর, স্থির, স্তম্ভিত, গম্ভীর,
অ-বাতবিক্ষুব্ধ স্থির জলধির মত।
নিমীলিতনেত্রে বসি মহর্ষি একাকী।
সমুন্নত কলেবর ; শ্লথ করদ্বয়
ন্যস্ত পদ্মাসন-অঙ্কে ; শ্বেত শ্মশ্রুরাশি
আবক্ষ ; সজ্জিত শিরে জটার কিরীট।
উন্নত ললাট স্বর্গ। মুখে মহিমার
সুপ্রসন্ন হাসি, যেন কোন কূট তত্ত্ব
সরল সিদ্ধান্তে এবে হয়েছে মথিত।
স্তম্ভিতের মত স্থির রহিলা চাহিয়া
পার্থ বাসুদেব, চিত্ত ভক্তিতে অচল,
সেই মহামূর্ত্তি পানে। কিছুক্ষণ পরে
মহর্ষি মেলিলা নেত্র। কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
প্রণমিয়া পদধূলি করিলে গ্রহণ,
আশীষি মহর্ষি ধীরে সুপ্রসন্ন মুখে,
কহিলা বসিতে পাতি অজিন আসন,
লয়ে বৃক্ষশাখা হতে। বসিলা দুজন।

কৃষ্ণ। তীর্থ পর্য্যটনে পার্থ, মধ্যম পাণ্ডব,
এসেছেন প্রভাসেতে। আমন্ত্রিয়া তাঁরে
যেতেছিনু রৈবতকে; আসিনু উভয়ে
ভক্তিভরে মহর্ষির পূজিতে চরণ।

ব্যাস। তীর্থ পর্য্যটন এই কিশোর বয়সে
কেন, বৎস ধনঞ্জয়? ভগবান রবি
সমস্ত দৈনিক কার্য্য করি সমাপন,
অস্তাচলে যথা দেব করেন বিশ্রাম,
তেমতি নৃপতিগণ, নিজ ভুজবলে
পালিয়া আপন রাজ্য, জীবন-সন্ধ্যায়
প্রবেশন তীর্থাশ্রমে, শান্তির সদন,
লভিতে বিশ্রাম, শান্তি। তুমি বৎস এই
সুকুমার অঙ্গ কেন করিতেছ ক্ষয়
সেই বানপ্রস্থক্লেশে, জীবন-পূর্ব্বাহ্ণ
ছায়াময় অপরাহ্ণে করি পরিণত!

অর্জ্জুন। বানপ্রস্থ নহে, প্রভু, উদ্দেশ্য আমার।
যে জ্ঞান ত্রিকালব্যাপী; যাঁহার নয়ন
সর্ব্বদর্শী; করস্থিত রুদ্রাক্ষের মত
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহার অধীন;
লুকায়ে তাঁহার কাছে, আছে কোন ফল,
আমি ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতর মন!
এক দিন ইন্দ্রপ্রস্থে জনৈক ব্রাহ্মণ
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি, দেব, কহিল কাঁদিয়া
ত্রাসে, দস্যু কেহ আসি নিতেছে লুটিয়া
ব্রাহ্মণের গাভীগণ। বলিলাম—"যাও
নগরপালের কাছে, পাবে প্রতিকার।

বলিল কাঁদিয়া বিপ্র—"নগরপালের
সাধ্য নহে, ধনঞ্জয়, করিতে উদ্ধার
গাভীগণ, দস্যুরাজে পরাভবি রণে।"
সারথি আনিল রথ; ছুটিলাম বেগে
সশস্ত্র; যুঝিল দস্যু অসমসাহসে।
বহুযুদ্ধে দস্যুরাজে পাড়ি ভূমিতলে,
তাহার বীরত্বে প্রভু হইয়া বিস্মিত,
গেলাম দেখিতে কে সে। বলিলাম খেদে—
"তস্কর! ব্রহ্মস্ব এই করিতে হরণ
আসি ক্ষুদ্র অর্থতরে হারাইলে প্রাণ।"
"হারাইনু প্রাণ,"—দস্যু করিল উত্তর,
"অর্জ্জুন, তোমার অস্ত্রে নাহি খেদ মম,
বীরসিংহ তুমি! কিন্তু—তস্কর! তস্কর!
নাগরাজ চন্দ্রচূড়! তস্কর সে আজি!
হা বিধাতঃ! ইহাও কি অদৃষ্টে তাহার
লিখেছিলে? নাগরাজ! তস্কর সে আজি!
তাহার সাম্রাজ্যধন করিয়া হরণ
ইন্দ্রপ্রস্থে ইন্দ্রসুখে বিহরে যাহারা
সাধু তারা—নাগরাজ! তস্কর সে আজি!
অষ্টমবর্ষীয়া শিশু বালিকা তাহার
কাঁদে দুগ্ধ লাগি; কাঁদে জননী তাহার
অনাহারে—নাগরাজ! তস্কর সে আজি!
একটি বিশাল রাজ্য হরিল যাহারা
পশুবলে নররক্তে ভাসায়ে ধরণী,—
করিল খাণ্ডবপ্রস্থ এই বনস্থলী,
হিংস্র নর জন্তু বাস, অসিতে, অসিতে,—

সাধু তারা ; মহাসাধু তাদের সন্তান !
আর সে প্রাচীন জাতি মরিয়া পুড়িয়া,
সাধু আর্য্যজাতি-ভয়ে লইল আশ্রয়
হিংস্র বন্য জন্তুদের, তাদের সন্তান
জ্বলিয়া জঠরানলে করিলে গ্রহণ
মৃষ্ট্যন্ন সে আর্য্যদের—তস্কর তাহারা !
একটি প্রাচীন জাতি করিল যাহারা
জঘন্য দাসত্বজীবী, ভিক্ষাব্যবসায়ী ;
নিষ্পেষিয়া মনুষ্যত্ব দলিয়া চরণে
পশুত্বতে পরিণত করিল যাহারা,—
সাধু তারা ; আর সেই জাতি বিদলিত,
আপনার রাজ্যে চাহে মুষ্টিভিক্ষা যদি,—
তস্কর তাঁহারা ! এই আর্য্যধর্ম্মনীতি
অসভ্য অনার্য্য জাতি বুঝিবে কেমনে !
ভূতনাথ ! নাহি জানি করিল কি পাপ
নিরীহ অনার্য্য জাতি। এত অত্যাচারে
কাঁপিবে না তোমার কি করের ত্রিশূল ?"
নীরবিল নাগপতি। বিশাল ত্রিশূল
আমার হৃদয়ে যেন করিল প্রবেশ ;
কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ থর থর থর।
নাগরাজমৃতদেহ করিয়া দাহন
নিজ হস্তে, আসিলাম গৃহে ফিরি ; কিন্তু
অষ্টমবর্ষীয়া সেই অনাথা বালিকা
ভাসিতে লাগিল, দেব, নয়নে আমার।
বহু অন্বেষণে তার না পাই সন্ধান,
কি যে তীব্র মনস্তাপ, হৃদয়ে আমার

বসাইল বিষদন্ত ; সুখ শান্তি মম.
হইল বিষাক্ত সব। তীর্থ পর্য্যটনে
আসিলাম জুড়াইতে সেই মনস্তাপ।
অষ্টম বৎসর আজি দেশ দেশান্তরে
বেড়াইনু ; কিন্তু নাহি পাইনু সন্ধান,
অষ্টমবর্ষীয়া সেই শিশু অনাথার।

ব্যাস। কি ফল তাহার, বৎস, করিয়া সন্ধান ?
তুমি যে পারিবে সুখী করিতে তাহারে
জানিলে কেমনে বল। বৎস ধনঞ্জয়,
মানবের সুখ দুঃখ পূর্ণ ইচ্ছাধীন
নহে মানবের। ওই উত্তাল সমুদ্রে,
তরঙ্গে তাড়িত ওই ক্ষুদ্র বালুকণা—
বলিবে কি স্বেচ্ছাধীন ? তেমতি—তেমতি
মানব, মানব ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,
বালুকার কণা এই সৃষ্টির সাগরে,
ঘটনা-তরঙ্গে, খর অবস্থার স্রোতে !

কৃষ্ণ। সে কি কথা, ভগবান, জড় ও চেতন
উভয় কি সমভাবে অবস্থার দাস ?
নাহি কি স্বাধীন ইচ্ছা-জড়-চেতনের,
জড়-চেতনের শ্রেষ্ঠ, নাহি মানবের ?
এই বিশ্বব্যাপী চিন্তা, মুহূর্ত্তেকে যাহা
অনন্ত জগত রাজ্য বেড়ায় ঘুরিয়া,
যাহার প্রভাবে গণি সৌররাজ্য গতি
বুঝি সূক্ষ্ম ধর্ম্মনীতি, তত্ত্ব সমাজের,
গড়ি রাজ্য অবহেলে, ঘটাই বিপ্লব,—
যেই চিন্তা-শক্তিবলে মহর্ষি আপনি

ত্রিকালজ্ঞ, স্বাধীনতা নাহি কি তাহার?
"আছে"—ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ব্যাস—
"আছে। মানবের চিন্তা, ইচ্ছা যে স্বাধীন
অস্বীকার্য্য বাসুদেব। কার্য্য ইচ্ছাধীন;
কভু ইচ্ছার স্বাধীন। ঘটনার স্রোতে
—দুর্লঙ্ঘ্য, অপ্রতিহত—নিয়া ভাসাইয়া
অনিচ্ছায় কার্য্যমগ্ন করিতে মানবে
দেখিয়াছ। দেখিয়াছ ঝটিকার বেগে
অকালে অপক্ব ফল পড়িতে ঝরিয়া
ভূমিতলে। মানি তবু কার্য্য ইচ্ছাধীন:
কিন্তু তার সফলতা, শেষ পরিণাম
নহে মানবের জ্ঞান ইচ্ছার অধীন।
জানিতেন অর্জ্জুন কি চলিলেন যবে
বিপ্রের গোধন বলে করিতে উদ্ধার,
এই উদাসীনব্রত হবে পরিণাম?
জানিবেন কিসে তবে, পাইলে সন্ধান
অষ্টমবর্ষীয়া সেই অনাথা বালার
হবে কোন্ পরিণাম? নহে অসম্ভব
বিষম অশুভ তার সেই দরশনে,
শিশিরের সম্মিলনে পদ্মিনীর যথা।
যেমতি রজনীগন্ধা ভানুর উদয়ে
ক্রমে শুকাইয়া বৃন্তে পড়ে ভূমিতলে,
হয় ত তেমতি বালা ক্রমে শুকাইয়া
জীবনের বৃন্ত হ'তে পড়িবে ঝরিয়া।
নহে অসম্ভব কৃষ্ণ, পার্থ হুতাশন,
প্রবেশিয়া অনাথার জীবন-উদ্যানে,

পোড়াইবে একে একে আশার কুসুম
দুঃখিনীর। পোড়াইবে পতঙ্গের মত
তারে। নহে অসম্ভব হইবে অর্জ্জুন
সেই অনাথিনীহন্তা—
উঠিল শিহরি
অর্জ্জুনের কলেবর। হৃদয়ে তাঁহার
কে যেন তুষারধারা দিলেক ঢালিয়া।
মহর্ষির মুখ পানে স্থির দুনয়নে
রহিলেন নিরখিয়া।

ব্যাস। না, না, ধনঞ্জয়!
এই উদাসীন ব্রত করি উদযাপন
যাও ফিরে ইন্দ্রপ্রস্থে; করগে পালন
ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম—রাজত্ব শাসন।
এই বীর কান্তি তব করে তিরস্কার
রক্তবাসে; তিরস্কার করে কমণ্ডলু
কার্ম্মুক-অঙ্কিত তব বাহু সুবিশাল।
আপন কর্ত্তব্য পথ রয়েছে তোমার
সম্মুখেতে প্রসারিত, ত্যজিয়া তাহায়
অদৃষ্ট তিমিরগর্ভে করো না প্রবেশ।

কৃষ্ণ। "অদৃষ্ট তিমিরগর্ভে করো না প্রবেশ!—
মহর্ষি! অদৃষ্টবাদ মানিব কি তবে?
মানব-অদৃষ্ট-লিপি কপাল-লিখন—
সত্য, সঙ্গত, কি তবে? পাপ পুণ্য সব
মিথ্যা কথা? এত আশা এতই উদ্যোগ
এত ধ্যান, এত জ্ঞান নিষ্ফল সকল,—
যা আছে কপালে তাহা ঘটিবে নিশ্চয়

ভাবিলেও মনে, প্রভু, কি, যেন জড়তা
গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আসি হয় সঞ্চারিত
নিষ্ঠুর সৃষ্টির কর্ত্তা! মানিব কি তবে
দারুণ অদৃষ্টবাদ, ললাট-লিখন?

ব্যাস। মানিবে অদৃষ্টবাদ। ললাট-লিখন
মূর্খের সান্ত্বনা, কৃষ্ণ, অলসের আশা!
মানিবে অদৃষ্ট। দুই অনন্ত জগৎ,—
মানস ও জড় সৃষ্টি,—রয়েছে পড়িয়া।
ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র নর, খদ্যোতের মত,
একটি বালুকা নাহি পারে দেখিবারে,
একটি বালুকা নাহি পারে বুঝিবারে,
সেই দুই অনন্তের। রয়েছে পড়িয়া
কত তত্ত্ব-রত্ন-রাশি গর্ভে উ-য়ের—
অদৃষ্ট তাহার নাম; মানিবে না কেন?
মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত।
কি ঘটিবে কোথা হতে মুহূর্ত্তেক পরে
নাহি জানে অন্ধ নর। দেখিয়াছ তুমি,
মানবের কত মহা কার্য্যের তরণী,
উড়াইয়া বৈজয়ন্তী পাইতেছে কূল,
একটি ঘটনা ঊর্ম্মি আসি আচম্বিতে
অমনি অতল গর্ভে ডুবাইল তারে,—
হে কৃষ্ণ, অদৃষ্ট তবে মানিবে না কেন?
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে মিথ্যা কথা।
দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে,
সেই ধর্ম্ম, সেই পুণ্য; চল সেই পথে।
ততোধিক মানবের নাহি অধিকার।

হইলে নিষ্ফল যদি, জানিবে নিশ্চয়
সেই নিষ্ফলতা বীজ ছিল লুক্কায়িত
কার্য্যে তব জ্ঞানাতীত, অদৃষ্ট তোমার।
সৃষ্টিকর্ত্তা, বাসুদেব, নহেন নিষ্ঠুর !
বলিবে কি তবে, তত্ত্ব অনন্ত ভাণ্ডার
নাহি করিলেন কেন নরজ্ঞানাধীন ?
অশীতিবর্ষীয় জ্ঞান না দিলা শিশুরে ?
একই উত্তর তার—অদৃষ্ট নরের
সেই মহা তত্ত্ব। ওই মহা পারাবার
পতঙ্গের করায়ত্ত হইবে কেমনে !
মানবের জ্ঞানালোকে দৃশ্যমান যাহা
আপনি, পুরুষোত্তম, দেখ তুমি সব,
কি কাজ আমাকে বল জিজ্ঞাসিয়া আর !
যাও, বৎস, রৈবতকে আশীর্ব্বাদ করি।
ইন্দ্রপ্রস্থে সব্যসাচী ফিরিবে যখন,
জনে জনে পরিজনে বলিও ব্যাসের
আশীর্ব্বাদ। নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করি
কৌরবকুলের এই সুখ সম্মিলন
হয় যেন চিরস্থায়ী,—গঙ্গা যমুনার
পুণ্য সম্মিলন যথা,—এক স্রোতে সদা
আর্য্যাবর্ত্তে শান্তি সুধা করি বরিষণ।

অর্জ্জুন। "হইবেক চিরস্থায়ী"!—কত দিন আর
রবে ভগবান, এই বালির বন্ধন
দুর্য্যোধন দ্বেষ-স্রোতে ? পূর্ব্ব কথা সব
আপনি জানেন, প্রভু। অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত
পিতা বর্ত্তমানে তাঁর নাহি অধিকার

সিংহাসনে, সেই হেতু পিতৃদেব মম
হইয়া যৌবনে যোগী পশিলেন বনে,
রাজরাণী পত্নীদ্বয় হইলা যোগিনী।
হতভাগ্য পঞ্চ ভাই জন্মিলাম বনে!
বনে বনে কটাইনু সুখের শৈশব
কত কষ্টে, কত কষ্টে পালিলেন পিতা।
রাজপুত্র মোরা,—হায়! ছিল আমাদের
ক্রীড়াভূমি বনস্থলী; বন্যপশুচয়
ক্রীড়াসহচর; শয্যা বনদূর্ব্বাদল;
বসন বল্কল। কভু কণ্টকেতে ক্ষত
হলে কলেবর; কভু অনাহারে শুষ্ক
হইলে বদন; ক্ষুদ্র যোগী মুখ চাহি
কাঁদিতা জননী দুঃখে; কিন্তু জনকের
সতত প্রসন্ন সেই প্রশান্ত বদনে
একটি কষ্টের রেখা দেখি নাই কভু।
সেই সুপ্রসন্ন মুখে সম্বরিলা লীলা
পিতৃদেব; বনস্থলী কাঁদিল বিষাদে।
হেন ভ্রাতৃভক্তি, হেন সর্ব্ব-সহিষ্ণুতা,
নিঃস্বার্থতা, অকাতরে আত্ম-বিসর্জ্জন,—
এমন দৃষ্টান্ত প্রভু আছে কি জগতে?
স্বর্গীয়া বিমাতা সাধ্বী আরোহিলা চিতা
অকাতরে; পঞ্চ ভাই কত কাঁদিলাম
বেষ্টিয়া তাঁহারে! সেই করুণ মুখশ্রী,
সেই স্নেহের গগন শান্ত সুশীতল,
সে চুম্বন, আলিঙ্গন সেই স্নেহ-ভাষা,
পড়ে যবে মনে, প্রভু!—হলো কণ্ঠ-রোধ;

অশ্রু দুই ধারা বেগে ঝরিতে লাগিল
পার্থের বিশাল বক্ষে। মুছিয়া নয়ন
মুহূর্ত্তেক পরে পার্থ আরম্ভিলা পুনঃ—
"অনাথিনী মাতা সহ অনাথ আমরা
ফিরিলাম হস্তিনায়! দীন নিরাশ্রয়!
হস্তিনায়!—না, না, প্রভু পশিলাম বনে,—
অরণ্য ভীষণতর! পড়িলাম হায়
যেই হিংস্র জন্তুদন্তে' অরণ্যে দুর্লভ।
সে অবধি ছলে, বলে, অস্ত্রে ও অনলে
বিনাশিতে আমাদের ক'রেছে কৌশল
দুর্য্যোধন কতরূপে, জানেন আপনি।
অতুল কৌরবরাজ্য ত্যজিলেন পিতা
যেই জ্যেষ্ঠভ্রাত তরে, সেই ধৃতরাষ্ট্র
একটি উচ্ছিষ্ট অন্ন না দিলা তাঁহার
অনাথ সন্তানগণে। প্রতিদানে শেষে
প্রেরিলা বারণাবতে মরিতে পুড়িয়া
ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত!"

পুনঃ অর্জ্জুনের
হলো কণ্ঠরোধ ক্রোধে। সম্বরিয়া ক্রোধ
বলিতে লাগিলা পুনঃ—

"দ্বাদশ বৎসর
ভ্রমিলাম বনে পুনঃ। শৈশব, কৈশোর
এইরূপে আমাদের গিয়াছে কাননে।
কি করিব? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিক সুশীল,
পিতৃগুণে অলঙ্কৃত, না দিবে কখন
জাতিরক্তে কলুষিতে পবিত্র বসুধা।

এখন যে ইন্দ্রপ্রস্থ ক'রেছে অর্পণ,
কে বলিবে ষড়যন্ত্র, নিগূঢ় মন্ত্রণা,
নাহি পাপিষ্ঠের মনে! সেই বিষধর
থাকিতে কৌরবগৃহে শান্তি অসম্ভব।
তাহার হিংসার স্রোত দেখিতে দেখিতে
বাড়িতেছে সিন্ধুমুখী ভাগীরথী মত,
বালির বন্ধন তাহে রবে কত দিন?"

কৃষ্ণ। শুধু হস্তিনায় নহে। এই হিংসা-বিষ
সমস্ত ভারতবর্ষে, মগধে, চেদিতে,
হইতেছে বিধূমিত। প্রত্যেক নৃপতি,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল মত, রহেছে চাহিয়া
নিজ-প্রতিবাসী পানে! ভাবিছে সুযোগ
বজ্রলম্ফে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কেমনে।
দহিয়া দহিয়া এই হিংসার অনলে
কমলার পদাশ্রিত বাণিজ্য কমল,
জ্ঞানের সহস্র দল ভারতী-আশ্রয়,
শুকাইছে; পড়িয়াছে হেলিয়া পশ্চিমে
আর্য্য সভ্যতার রবি। আর্য্য-ধর্ম্ম-নীতি
—প্রীতিময়, প্রেমময়, শান্তিসুধাময়,—
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্ঞে পরিণত।
রাজ্যভেদ, গৃহভেদ, জাতিভেদ, প্রভু,
ভারতের যে দুর্দ্দশা ঘটাইছে, হায়!
বলবান কোনো জাতি পশ্চিম হইতে
আসিলে ঝটিকাবেগে, নিবে উড়াইয়া
ভেদপূর্ণ আর্য্যজাতি তূলরাশি মত—
অহো! কিবা পরিণাম!

ব্যাস। সত্য, বাসুদেব,
বড় শোচনীয় দশা আজি ভারতের।
স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি, জানিও নিশ্চয়
স্বেচ্ছাচারে নহে, বৎস, চালিত রক্ষিত।
কিবা জন, কিবা জাতি, উভয় সমান
দুর্লঙ্ঘ্যনিয়মাধীন। ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড
যত বলে নিক্ষেপিবে শিলা অন্তরে,
তত বলে প্রতিক্ষেপ হইবে নিশ্চয়।
যেইরূপে আর্য্যজাতি আঘাতিয়া বলে
করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনার্য্য দুর্ব্বলে,
সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয়
এক দিন। বিশ্বরাজ্য, দেখ বাসুদেব,
রাজত্বের মহাদর্শ। নহে পশুবল
ভিত্তি কিংবা হে কংসারি, নিয়ম ইহার।
বিশ্বরাজ্য প্রীতি রাজ্য, রাজত্ব দয়ার।
বিশ্বরাজ্য ন্যায় রাজ্য, রাজত্ব নীতির।
ক্ষুদ্র বন-পুষ্প হ'তে অনন্ত গগন—
সর্ব্বত্র অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কৌশল,
সর্ব্বত্র অনন্ত প্রীতি। হেন মহারাজ্য
যত দিন যদুশ্রেষ্ঠ না হবে স্থাপন,
তত দিন আর্য্য-রাজ্য, জানিও নিশ্চয়,
ভীষণ কালের স্রোতে বালির সৃজন।

"মহারাজ্য"—ধীরে ধীরে দেবকীনন্দন
চাহি দূর সিন্ধু পানে বলিতে লাগিলা—
"হে মাতা ভারতভূমি! সৃজিলা বিধাতা
মহারাজ্য উপযোগী করিয়া তোমায়।

তুষার-কিরীট-শীর্ষ, বিরাট-মূরতি,
অভ্রভেদী হিমাচল বসিয়া শিয়রে,
প্রসারিত ভুজদ্বয় করি সম্মিলিত
পদতলে কুমারীতে ভীষণ মুষ্টিতে,
আপনি ভারতবর্ষ করেন রক্ষণ।
ভীষণ ভুজাগ্রদ্বয়—মহেন্দ্র, মলয়,—
তুচ্ছ মানবের কথা, সমুদ্র আপনি
না পারি লঙ্ঘিতে বলে মানি পরাজয়,
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকাররূপে শোভিছে কেমন
ভারতের পদতল করি প্রক্ষালন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
এই শৈল প্রাচীরের মধ্য পুণ্যভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু, হয় না স্থাপিত—
এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?"

ব্যাস। বড়ই দুরূহ ব্রত।

কৃষ্ণ। জননী ভারত!
শক্তি-স্বরূপিণী তুমি, শক্তি-প্রসবিনী!
ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভুজ অর্জ্জুনের,
তোমার সেবায় মাতঃ! হ'লে নিয়োজিত,
কোন কার্য্য নাহি পারে হইতে সাধিত!

রহিলেন তিন জন চিত্রার্পিতপ্রায়
চাহি দূর সিন্ধু পানে। কিছুক্ষণ পরে,
বন্দি মহর্ষির পদ, কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
চলিলেন রৈবতকে হইয়া বিদায়।
কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া,
শৃঙ্গ হ'তে অবতীর্ণ হইলে উভয়,

কহিলা মহর্ষি ধীরে—

"দুর্জ্জেয় মানব!

আশৈশব স্থিরভাবে গ্রন্থের মতন
তোমার ঘটনাপূর্ণ বিচিত্র জীবন
করিয়াছি অধ্যয়ন। বিপুল ভারতে
যদি কেহ কদাচিৎ পারে সাধিবারে
হেন মহাব্রত, তবে, হে কৃষ্ণ! সে তুমি!
ব্যাস অর্জ্জুনের সাধ্য নহে কদাচন।"

চতুর্থ সর্গ।

—:*:—

মহাসন্ধি।

পশ্চিমজলধিগর্ভে যেই পুণ্য ভূমি
শোভিতেছে মনোহর অঞ্জলির মত,
—রাজরাজেশ্বরীরূপা ভারত-জননী
চাহিছেন যেন চারু অঞ্জলি পাতিয়া
রৈত্নকরে রত্নকর, রত্নাকর কাছে,—
বেষ্টিয়া যে করপদ্ম জলধি সতত
বর্ষিছে হীরকরাশি, প্রকোষ্ঠে তাহার
রৈবতক গিরিমালা, কারুকার্য্যময়,
শোভিতেছে মরকত-বলয়ের মত।
পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে শৈল-বলয়ের
শোভিতেছে স্বর্গসম ব্যাসের আশ্রম।

পূরব উত্তর প্রান্তে, শিলা কক্ষে এক
নিবিড় নিশীথে, ঘন নিবিড় কাননে,
বসিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি ধ্যানে নিমগন।
অতি দুরারোহ কক্ষ ; স্বভাব-সৃজিত
বিশাল প্রস্তর খণ্ডে; প্রবেশের দ্বার
সঙ্কীর্ণ সঙ্কটময় বিবরের মত।
ব্যাঘ্রের বিবর ভাবি বনচর কেহ
দিবসেও কভু নাহি আসিত নিকটে :
ইদানীং বিধূমিত দেখি কক্ষদ্বার,
অপদেবতার ভয়ে, দিবা দ্বিপ্রহরে,
হয়েছিল বনস্থলী মানববর্জ্জিত।

সে কক্ষে দুর্ব্বাসা ঋষি বসিয়া একাকী
চিন্তামগ্ন ; কুব্জপৃষ্ঠ, ক্ষুদ্র কলেবর
ঘোর কৃষ্ণ,—কক্ষতলে শিলাখণ্ড যেন !
একটি অনলশিখা, সম্মুখে তাঁহার
খেলিতেছে কক্ষতলে, সর্পজিহ্বা মত,—
ইন্ধন-বিহীন অগ্নি—জ্বলিয়া নিবিয়া
ছায়াবাজি মত, ক্ষীণ আলো অন্ধকারে
করিয়া ভীষণ কক্ষ দ্বিগুণ ভীষণ।
ভৌতিক অনলক্রীড়া চাহিয়া চাহিয়া
জ্বলিতেছে কোটরস্থ যুগল নয়ন,
ভুজঙ্গের নেত্র মত বিষাক্ত উজ্জ্বল।
বলিতে লাগিলা ঋষি—"দেব, বৈশ্বানর !
এই গিরি-কোটরেতে মূর্ত্তিমান তুমি !
কহ, দেব, কোন দোষে করিল পাপিষ্ঠ
শিষ্যের সম্মুখে মম এত অপমান !

বলিলাম—'বাসুদেব ! আশীর্ব্বাদ করি।'
যতবার, ততবার তুচ্ছ করি দম্ভী
অবজ্ঞায় নিরুত্তর রহিল যে ভাবে;
হে অগ্নি ! তুমিও তাহে হইতে দাহিত।
সেই রাবণের চিত্র হৃদয়ে আমার
জ্বলিতেছে দুর্ব্বিষহ সেই অপমানে,—
সপ্তম দিবস আজি, জলবিন্দু নাই
পশিয়াছে দেহে মম। সপ্তম বৎসর
থাকে যদি অনাহারে এই ঋষিদেহ,
রাখিব তা। যদবধি না করি উপায়
এই প্রতিহিংসা ব্রত করিতে সাধন,
জলবিন্দু নাহি, দেব, করিব গ্রহণ।
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি, এত অপমান
নীচ গোপজাতি হস্তে সহিব কেমনে,
রহিব কেমনে বুকে ? শুধু সেই দিন ?
নহে এক দিন ; দেখি যেখানে সেখানে
তুচ্ছ করে ব্রাহ্মণেরে ঋষি অবহেলে,
তুচ্ছ করে যাগ যজ্ঞ। ইন্দ্র চন্দ্র ছাড়ি
গোবর্দ্ধন পূজা ব্রজে করিল প্রচার ,—
যেমন মানুষ আর দেবতা তেমন !
জন্ম নীচ গোপকুলে, কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
চাহে জ্ঞানে ব্রাহ্মণত্ব ; পূজ্য মাত্র তার
জারজ ম্লেচ্ছজ সেই ব্যাস দুরাচার,—
শিষ্য উপযোগী গুরু ! সহিব কেমনে
গোপের ক্ষত্রিয়-গর্ব্ব, ব্রহ্মত্ব ম্লেচ্ছের ?
কাকের এ কোকিলত্ব ? থাকিতে জীবন,

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে রসাতল
সহিব কেমনে তাহা? যেই ব্রহ্মতেজে,
হে তাত পরশুরাম! করিলে ভারত
একাক্রমে নিঃক্ষত্রিয় একবিংশ বার,
ব্রাহ্মণের সেই তেজ গেছে কি নিবিয়া?
নাহি ভুজবল সত্য; কিন্তু বুদ্ধিবলে
ব্রাহ্মণের আধিপত্য করিব রক্ষণ
অচল অটল, এই রৈবতক মত!”
নীরবেতে অন্যমনা থাকি কিছুক্ষণ
কহিলা “হইল নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
আসিল না তবে বুঝি?” কক্ষের দুয়ারে
শুনি শুষ্কপত্র-শব্দ মুদিয়া নয়ন
বসিলা কৃত্রিম ধ্যানে। বহুক্ষণ পরে
কহিলা বিরক্ত কণ্ঠে—“এখন ত কই
আসিল না? নীচ জাতি অনার্য্য অধম
ভাঙ্গিল প্রতিজ্ঞা বুঝি। মহামূর্খ আমি
হেন ইতরের কথা—সলিলের লেখা,—
করেছি বিশ্বাস! মনে করিয়াছি স্থির
এই ভগ্ন কাষ্ঠে সিন্ধু করিতে লঙ্ঘন
উত্তালতরঙ্গপূর্ণ!” আবার সে শব্দ!
আবার তেমতি ধ্যানে বসিলা দুর্ব্বাসা;
রহিলেন বহুক্ষণ;—আসিল না কেহ।
এই বারে বন্যজন্তু-পদ-সঞ্চালন
কক্ষদ্বারে শুষ্ক পত্রে। এবার ঋষির
ক্রোধ মহাসিন্ধু ধৈর্য্য বালির বন্ধন
নিল উড়াইয়া, বেগে ত্যজিয়া আসন

উন্মত্তের মত কক্ষে লাগিলা ঘুরিতে ;—
মুষ্টিবদ্ধ করদ্বয় বারেক পশ্চাতে,
বারেক নিরত দীর্ঘ-শ্মশ্রু-উৎপাটনে।
অঙ্গভঙ্গী, মুখভঙ্গী, করসঞ্চালন,
ভীষণ ভ্রূকুটী; কভু দন্ত কড়মড়ি
অনাগত জনোদ্দেশে,—দেখিত সে যদি
নিশ্চয় ভাবিত মনে প্রেতযোনি কেহ
মন্ত্রবলে আছে বদ্ধ এই কারাগারে।
ভ্রষ্টাহার বিষধর হয় বদ্ধ যদি
গৃহস্থের গৃহে, যথা করে ছুটাছুটি
গরজি নিষ্ফল ক্রোধে, তেমতি দুর্ব্বাসা
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কক্ষে গরজিয়া ক্রোধে
বলিতে লাগিলা—"সত্য, পাপী নরাধম!
আমি দুর্ব্বাসার সঙ্গে এই প্রতারণা ?
পার্থ কৃষ্ণ গণনায় নাহি আসে যার,
তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ? ধরিস্ রে তুই
এক দেহে ক'টি প্রাণ ? পঞ্চ প্রাণ তোর
হয় যদি পঞ্চশত, পঞ্চদশ শত,
নাহিক নিস্তার তোর দুর্ব্বাসার ক্রোধে!
যেই বজ্রানলে দগ্ধ হয় গিরিচূড়া
তার কাছে তুই তৃণ। বিধর্ম্মী তস্কর!
ক্ষত্রিয়ের ক্রোধে এবে বন্য জন্তু মত
ভ্রমিস কাননে ভয়ে, দুর্ব্বাসার ক্রোধে,
পৃথিবীর গর্ভে যদি করিস প্রবেশ,—
নাগের উচিত বাস,—জানিস তথাপি
নাহি পরিত্রাণ কভু! নাগ নাম কেন,

বুঝিলাম এত দিনে। নীচ সর্প মত
লুকায়ে নিবিড় বনে, পর্ব্বত-গহ্বরে,
দংশিবিরে তুই নীচ তস্করের মত
নিদ্রাতুরে, অসতর্কে! সাজিবে কি তোরে
এই বীরব্রত, এই বীরের উদ্যম?”
কক্ষদ্বার পানে ক্রোধে চাহিয়া চাহিয়া—
“আসিলিনা? আসিলিনা? আসিলিনা তুই?
ভাঙ্গিলি প্রতিজ্ঞা তোর, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র মত
এক লম্ফে পড়ি তোর বক্ষের উপরে,
হৃদয়শোণিত তোর না করিব পান
যত দিন, না জুড়াবে এই ক্রোধ মম;
তত দিন নহে নাম দুর্ব্বাসা আমার।”
কি শব্দ আবার! ত্রস্তে উঠি, ভুলি ব্যথা,
ছুটিলা আসনে, ত্রস্তে বসিলা সে ধ্যানে।
একটি মানবমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ধীরে
প্রবেশিয়া কক্ষদ্বার, ধীরে ধীরে ধীরে
দাঁড়াইল ঋষিপার্শ্বে,—শৈলকক্ষে যেন
দৃঢ় শৈলস্তম্ভ এক হইল স্থাপিত।
বর্ণ কৃষ্ণ, দেহ খর্ব্ব, বলিষ্ঠ শরীরে
স্থানে স্থানে মাংসপেশী উঠিছে ফাটিয়া।
স্থূল অঙ্গ, স্থূল নাসা, স্থূল ওষ্ঠাধর,
নেত্র ক্ষুদ্র সমুজ্জ্বল! ব্যাঘ্রের মতন
কি যে এক বিভীষিকা মুখভঙ্গিমায়
গাম্ভীর্য্যের সনে যেন রহেছে মিশিয়া,
দেখিলে হৃদয়ে হয় ভীতির সঞ্চার।
কটি বদ্ধ রক্তবাসে; ক্ষুদ্র রক্তবাসে

আবরিয়া বাম ভুজ শোভে উত্তরীয়।
রক্তবাসে বিমণ্ডিত মস্তক উপরে
শোভে বেণীবদ্ধ কেশ উষ্ণীষের মত।
চাহিয়া চাহিয়া সেই অগ্নিশিখা পানে
—আশ্চর্য্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অযোনিসম্ভব !—
ঈষৎ কাঁপিল সেই নির্ভীকহৃদয়।
"কেমনে জ্বলিছে অগ্নি নিবিছে কেমনে,"—
ভাবিল সে মনে,—"কিছু বুঝিতে না পারি।
পড়িয়াছি আমি কোনো অপদেবতার
নিদারুণ ছলনায়; কে দেখেছে কোথা
পাষাণে জ্বলিতে অগ্নি ইন্ধনবিহীন।
নহে মিথ্যা তবে এই বিবরের কথা
শুনিয়াছি যাহা,"—শিখা নিবিল হঠাৎ,
আবার তাহার বুক উঠিল কাঁপিয়া,
সেই ঘোর অন্ধকারে। আবার যখন
জ্বলিল সে অগ্নি, ধীরে ধ্যানান্তে দুর্ব্বাসা
চাহি আগন্তুক পানে হাসিলা ঈষৎ।
হাসি !—কেন এই হাসি ? আরো ভয় মনে
হইল সঞ্চার তাহে। ভাবিল সে মনে
হাসিতেছে করায়ত্ত দেখিয়া আমায়।
মহাদেব ! মহাদেব—কম্পিত হৃদয়ে
লাগিল জপিতে। ধীরে উঠিয়া দুর্ব্বাসা
দাঁড়াইয়া কক্ষদ্বারে, অতি সাবধানে
বহুক্ষণ সসন্দেহে দেখিলা বাহিরে,
শুনিলা নীরবে স্থির শ্রবণ পাতিয়া।
ফিরিয়া আসনে পুনঃ ঈষৎ হাসিয়া

বলিলা—"বাসুকি ! তুমি করেছ পালন
প্রতিজ্ঞা তোমার। দেখ তপস্যায় যার
মূর্ত্তিমান্ এই কক্ষে দেব বৈশ্বানর,
কর প্রবঞ্চনা যদি, বল মিথ্যা কথা,
তার কাছে, নাগপতি, জানিও নিশ্চয়
এক লম্ফে অগ্নিশিখা পশিয়া হৃদয়ে
পোড়াবে হৃদয় তব,—পোড়াও যেমতি
মৃগমাংস মৃগয়ায় অনার্য্য তোমরা,
হোমানলে যজ্ঞশেষে পোড়াই আমরা।
কি ছিল প্রতিজ্ঞা সব আছে তব মনে—
এসেছ একক তুমি ?"

বাসুকি। একক।

দুর্ব্বাসা। নিরস্ত্র ?

বাসুকি। নিরস্ত্র।

দুর্ব্বাসা। আসিতে পথে দেখেছ কি কিছু ?

বাসুকি। দেখেছি। শুনেছি যাহা, দেখেছি সকল।
নিজে বনচর আমি, নির্ভয়হৃদয়ে
ভ্রমি যথা তথা বনে দিবসে নিশীথে,
কিন্তু হেন ভয়ানক প্রেতপুরী আর
দেখি নাই কদাচিৎ, শুনি নাই কভু।
যেই এই বনপ্রান্তে করিনু প্রবেশ,
কি যেন দারুণ শীত হইল সঞ্চার
সর্ব্বাঙ্গে, পড়িল বুকে বৃহৎ পাষাণ।
ফেলি এক পদ, শুনি পদশব্দ দুই,
আসিতেছে সঙ্গে সঙ্গে কি যেন পশ্চাতে !
কহিতেছে কাণে কাণে কি যেন সতত !

দাঁড়াইলে সে দাঁড়ায়, ছুটিলে সে ছুটে,
কাশিলে সে কাশে সঙ্গে, হাসিলে সে হাসে।
কত বার মনে ভাবি দেখিব ফিরিয়া
কিন্তু নাহি সাধ্য, গলা সে যেন ধরিয়া
রাখিয়াছে, কর তার মৃতের মতন
দৃঢ়, হিম, সেই করে ঠেলিছে সম্মুখে।
সেই কর, সে পরশ করিয়া স্মরণ—
তুষারের সর্প এক বেষ্টিয়া গলায়
কসিতেছে চক্র যেন—এখনো আমার
হইতেছে রুদ্ধ শ্বাস, কাঁপিতেছে বুক।
সহিতেছি যে যন্ত্রণা, শত গুণ তার
সহি যদি, দেও যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব,
বল যদি মৃত্যুমুখে করিতে গমন,
যাইব নির্ভয়ে, কিন্তু এই বনে, ঋষি,
প্রাণান্তে কখন আমি আসিব না আর।

দুর্ব্বাসা। ভগবান্ ভূতনাথ, অনার্য্য-ঈশ্বর,—
এই তাঁর ক্রীড়াভূমি। প্রেতগণ সহ
বিরাজেন নিত্য প্রভু এই মহাবনে
সদাশিব সদানন্দে। মহাভক্ত তাঁর,
তুমি হে অনার্য্যপতি, প্রেতগণ হ'তে
নাহি তব ভয়, তব দরশনে তারা,
বায়ুর সৃজন, যাবে বায়ুতে মিশিয়া।
প্রথম পরীক্ষা তব হইয়াছে শেষ—
উত্তীর্ণ বাসুকি তুমি।

বাসুকি। প্রতিজ্ঞা আপনা
আপনি মহর্ষি তবে করহ পালন।

আপন প্রতিজ্ঞামতে দেও হে বলিয়া
কিরূপে হইবে মম বৈরনির্যাতন।
নিষ্ফল যে হিংসা-বহ্নি হৃদয় আমার
দহিতেছে অনুক্ষণ, দেও হে বলিয়া
কিরূপে আহুতি তাহে করিব প্রদান।

দুর্ব্বাসা। ভুলিয়াছি প্রতিশ্রুতি, নাগেন্দ্র বাসুকি!
আছিল প্রতিজ্ঞা এই—একে একে তিন
কঠিন পরীক্ষা তব করিব গ্রহণ,
দেখিব সে ব্রতযোগ্য আছে কি হে তব
দৃঢ়তা, সাহস, শক্তি, সর্ব্বত্যাগি পণ।
একে একে একে তিন সেতু ক্ষুরধার
হও যদি পার, তবে যথা ইচ্ছা মম,
যথাস্থানে, যথাকালে, করিব দীক্ষিত
সেই মহামন্ত্রে আমি, যাহাতে নিশ্চিত
তব প্রতিহিংসা ব্রত হবে উদ্যাপিত।

বাসুকি। যে পরীক্ষা ইচ্ছা তব করহ গ্রহণ
এই দণ্ডে. আর প্রাণে সহিতে না পারি
এই আত্ম-ধ্বংসী ক্রোধ। বৃক্ষের কোটরে
অগ্নিকণা কেহ যদি বিক্ষেপে কখন,
অলক্ষিতে যথা বহ্নি দহে অন্তঃস্থল
ক্রমে ক্রমে; ক্রমে ক্রমে শুকায় পল্লব,
শুকায় বল্কল শাখা; ক্রমে ক্রমে শেষে
সুবিশাল বনস্পতি করে ভস্মীভূত
তেমতি এ ক্রোধ-বহ্নি দহিছে আমায়
তিল তিল, নিরন্তর সহিতে না পারি
হৃদয়ের হৃদয়ে এ বৃশ্চিকদংশন।

দুর্ব্বাসা। কি সে ক্রোধ ? কেমনে তা হইল সঞ্চার ?
পারি আমি যোগবলে, দেখেছ, বাসুকি,
পড়িতে পরের চিত্ত গ্রন্থের মতন।
তথাপি যে তব মুখে শুনিতে বাসনা—
কি সে ক্রোধ, কোন্ রূপে হইল সঞ্চার,
দেখিব এ ক্রোধ তব গভীর কেমন।
দাবানল মত তাহা যাইবে বুঝিয়া
যদবধি ভস্ম নাহি হইবে কানন ;
কিংবা দীপশিখা মত যাইবে নিবিয়া
একই ফুৎকারে তাহা। বক্ষে বজ্রানল
বরষার মেঘ মত ; কিংবা যাইবে উড়িয়া
শরতের মেঘ মত গরজি নিষ্ফল।

বাসুকি। কি সে ক্রোধ, কোন্ রূপে হইল সঞ্চার ?
যেই উগ্র বহ্নি ভস্মে আছে আচ্ছাদিত,
যেই বিষ বিষদন্তে আছে লুক্কায়িত,
উত্তেজিত করি তারে লভিবে কি ফল ?
কেবল হইবে ভস্ম অধিক ভস্মিত,
কেবল হইবে সর্প উন্মত্ত অধিক।

বলিতেছি—মথুরার কংস নরপতি
দুরাচার যেই রূপে দলিল চরণে
অসহায় নাগজাতি অসুরসহায়,
কাটিয়া অনার্য্যগ্রীবা অনার্য্য অসিতে
করিল দুর্দ্ধর্ষবলে রাজ্যের বিস্তার,
জান তুমি সব। ত্রিংশত বর্ষ আজি
শুনিলা জনক মম স্বর্গীয় বাসুকি
সেই মহাবল কংস দেখেছে স্বপন—

দেবকীর গর্ভে যেই জন্মিবে কুমার
করিবে বিনাশ তারে ; বিনাশিতে শিশু
সসত্ত্বা ভগিনীপুরী রাখিয়াছে ঘেরি
সশস্ত্র অসুরদলে দিবস যামিনী।
নিরাশ্রয় বসুদেব মাগিলা আশ্রয়।
কৌশলে প্রহরিগণে করি প্রতারিত,
অপহৃত শিশু এক রাখিয়া কৌশলে,
হরিলেন পিতা সদ্যঃপ্রসূত কুমার !
ভাদ্র মাস কৃষ্ণাষ্টমী, নিবিড় রজনী ;
নিবিড় জলদাচ্ছন্ন নিশীথ গগন ;
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন মথুরা নগরী।
ঘন বর্ষিতেছে মেঘ, স্বনিছে পবন
রহিয়া রহিয়া ঘন ; বিদারি তিমির
দৃপ্ত অগ্নি-শররাশি ছুটিছে বিজলী।
উত্তাল তরঙ্গে পূর্ণ যমুনাহৃদয়,
বিলোড়িত, বিঘোষিত, ভূতনাথ যেন
উন্মত্ত ভীষণ নৃত্যে ভূতগণ সহ,
অতিক্রমি বহু কষ্টে, প্রবেশি গোকুলে,
অপহৃত সেই শিশু আসিল রাখিয়া
—বসুদেব পুত্রহীন নন্দের আলয়ে।
কিরূপে সহায়ে মম প্রথম যৌবনে
বিনাশি কংসের বীর সেনাপতিচয়,
আক্রমি মথুরা, কৃষ্ণ কংসে বিনাশিল—
শুনিয়াছ ঋষি সেই বীরত্ব-কাহিনী।

দুর্ব্বাসা। শুনিয়াছি আমি সেই বীরত্বকাহিনী—
বস্ত্র-চুরি, জলস্থলে সতীত্ব-বিনাশ

গোপিনীর অনূঢ়ার প্রতি ব্যভিচার !

বাসুকি। মিথ্যা কথা। শত্রু কৃষ্ণ পরম আমার
শত্রুর অযথা নিন্দা কিন্তু অনার্য্যের
নহে বীরধর্ম্ম ঋষি। যমুনার জল
নহে তত সুশীতল পবিত্র নির্ম্মল,
জানি আমি গোবিন্দের চরিত্র যেমন।
তাঁহার প্রশস্ত বক্ষে, উন্নত ললাটে,
গর্ব্বিত অধর প্রান্তে, উজ্জ্বল নয়নে,
দীর্ঘ বীর-অবয়বে আছে বিরাজিত
যে দেবত্ব, দেখি নাই মানবে কখন।
সে কিশোর দেবমূর্ত্তি দেখেছি যখন
বনে কিবা রণক্ষেত্রে, জানু পাতি ভূমে,
স্থির উর্দ্ধ নেত্রে চাহি গগনের পানে,
জ্ঞানশূন্য ধ্যানমগ্ন; শুনেছি যখন
সহচরগণ-মধ্যে করিতে প্রচার
সে অপূর্ব্ব নব ধর্ম্ম আনন্দে বিহ্বল;
ভাবিয়াছি নহে কৃষ্ণ মানব কখন।
নীল নীরদের মত সেই কলেবর
বীরত্ব বিদ্যুতে পূর্ণ, প্রেমের সলিলে।
বিশ্বব্যাপী সেই প্রেম, নীরদের মত,
বরষেন বাসুদেব প্রাণিমাত্র সবে,
অভিন্ন অনার্য্যে আর্য্যে সর্ব্বত্রে সমান।
বনের শার্দ্দূল আমি, আমার হৃদয়,
যখন তাহার আমি হই সম্মুখীন,
ভয়েতে ভক্তিতে হয় বালকের মত।
কি প্রতিজ্ঞা, কি দৃঢ়তা, বীরতা অতুল !

বল যদি কেশরীর হব সম্মুখীন,
কিন্তু বিমুখিতে কৃষ্ণে না সরে চরণ ;
দেব কি মানব তাহা বুঝিতে না পারি।

দুর্ব্বাসা। সত্য কথা, নাগরাজ, পার নাই তুমি
বুঝিতে সে প্রবঞ্চকে। দয়া ধর্ম্ম তার
সকলই প্রবঞ্চনা। সমস্ত ভারতে
আপন একাধিপত্য করিবে স্থাপন,
বাঁধিয়া অনার্য্য আর্য্য দাসত্বশৃঙ্খলে।

বাসুকি। তবে কেন মথুরার লব্ধ সিংহাসন
অর্পিল সে উগ্রসেনে ?

দুর্ব্বাসা। সে গূঢ় রহস্য—
সে বিড়াল-তপস্বিতা—বুঝাব তোমায়
অন্য দিন, ক্রমে তুমি পারিবে বুঝিতে।
বল কি ঘটিল পরে।

বাসুকি। হইলে সাধিত
মথুরা-বিজয়, দুষ্ট কংসের নিধন।
দুরাশায় মত্ত আমি হায়। ভাবিলাম
মথুরার সিংহাসন লইব মাগিয়া—
প্রাচীন অনার্য্য রাজ্য ; লইব মাগিয়া
সুভদ্রার করপদ্ম,—কমলকলিকা
ফুটে নাই ফুটি ফুটি, তাহে ভর করি
সমস্ত অনার্য্য রাজ্য করিব উদ্ধার।
বলিলাম—"বাসুদেব! এই দুই দান,
জীবনদাতায় পুত্রে দেও প্রতিদান,
আপন অনন্ত ঋণ করহ উদ্ধার।"
স্থির কণ্ঠে ধীরে কৃষ্ণ করিলা উত্তর—

"বাসুকি! অনন্ত ঋণে ঋণী আমি তব।
জান তুমি উগ্রসেন ভোজবংশপতি,
এই সিংহাসন তাঁর; করিতে অর্পণ
তিলার্দ্ধ তাহার মম নাহি অধিকার।
তবে যেই রাজ্য তব হয়েছিল বলে
কংসরাজ, প্রত্যর্পণ মাগিব তাহার।
সন্ধির সুখদ সূত্রে বন-সিংহাসন
মথুরার সিংহাসনে করিয়া বন্ধন
উভয়ে অক্ষয় শান্তি করিব বিধান।
এখনো বালিকা ভদ্রা, কেমনে তাহারে
অর্পিব পাশব বলে? হে নাগেন্দ্র! হেন
পৈশাচিক পরিণয় আর্য্যধর্ম্ম নহে।"
যেই তরু এত দিন অঙ্কুর হইতে
পালিলাম, হইল কি সম্পূর্ণ নিষ্ফল?
তীরে এসে এতদিনে আশার তরণী
ডুবিল কি এইরূপে? গেল পলাইয়া
আশার পালিত মৃগ বিদ্যুতের মত?
হইনু অধীর ক্রোধে;—কৃতঘ্ন! আমার
জীবনের সব আশা করিলি বিফল!
লও প্রতিফল তার।" উলঙ্গিয়া অসি
হানিলাম বক্ষে তার, বজ্র পদাঘাতে
বলরাম মুহূর্ত্তেকে ফেলিয়া ভূতলে,—
উড়িয়া পড়িল অসি,—বসাইয়া বুকে
তালবৃক্ষ সম জানু, বলিল, চাপিয়া
শার্দ্দুল মুষ্টিতে গ্রীবা—"অসভ্য দুর্ম্মুখ!
জীবনের সব আশা হইবে সফল

এইক্ষণ। বনরাজ্য ছাড়ি, যাও যম-
রাজ্যে এবে! মিশাইবি যাদব শোণিত
তুই বন্য জন্তু সহ!" দ্রুত সরাইয়া
সেই কাল মুষ্টি কৃষ্ণ কহিলা কাতরে—
"কি কর কি কর দাদা। নাগরাজ মম
প্রাণদাতা; উঠ, ক্রোধ কর সম্বরণ।"
করে ধরি শান্ত ভাবে তুলিয়া আমায়
বলিলা—"যে প্রাণ তুমি করিয়াছ' দান,
কেন কলঙ্কিবে অসি বিনাশিয়া তারে
নাগপতি?" না শুনিনু কি বলিলা আর।
মস্তক ঘুরিতেছিল কণ্ঠনিষ্পীড়নে;
অবশ ইন্দ্রিয় ক্রোধে। মুখে না আসিল
কথা, সঘৃণ নয়নে উত্তরিয়া দর্পে
আসিনু চলিয়া বেগে। কত বর্ষ আজি,
সেই ক্রোধবহ্নি ঋষি! জ্বলিছে তেমন।

দুর্ব্বাসা। শুধু কৃষ্ণ বলরাম শত্রু তবে তব?

বাসুকি। শত্রু মম আর্য্য জাতি ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে,
—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,—আসমুদ্র গিরি
আমাদের এই রাজ্য হরিল যাহারা
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ অনার্য্য-শোণিতে।
এখনো যে দিকে দেখি তপ্ত রক্ত জ্যোতিঃ
জ্বলিতেছে প্রজ্বলিত দাবানল মত
তীব্র আর্য্যরবি করে। সেই রক্তে স্নাত
সমুদিত সেই রবি, সেই রক্তে স্নাত
হইবে কি অস্তমিত? সেই রক্তার্ণবে
শত শত আর্য্য-রাজ্য হয়েছে স্থাপিত;

সেই রক্তার্ণবে তাহা হতেছে বৰ্দ্ধিত ;
সেই রক্তার্ণবে তাহা হবে কি ধ্বংসিত ?
আছিল যে জাতি এই ভারত-ঈশ্বর,
আজি তারা, হা বিধাতঃ! বিদরে হৃদয়,
অস্পৃশ্য উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর-অধম !
তাহাদের শূদ্র নাম ; দাসত্ব ব্যবসা ;
অৰ্দ্ধাহার, অনাহার, জীবন নিয়ম,
পরমার্থ আর্য্যদের চরণ-লেহন ;
পদ-চিহ্ন পুরস্কার। দেখিবে যখন
পবিত্র আর্য্যের মূর্ত্তি, যাইবে সরিয়া
শত হস্ত ; প্রণমিবে ধূলি বিলুণ্ঠিয়া।
কেবল সঞ্চিবে অর্থ, ধরিবে জীবন,
আর্য্যের সেবার তরে! তিরস্কার ভাষা ;
পদাঘাত সদাচার ; করে হত্যা যদি
আর্য্য কেহ, নরহত্যা নহে কদাচন !
দুর্ব্বল অনার্য্য জাতি ; শক্তি, সভ্যতায়,
নহে আর্য্য সমকক্ষ ; অন্তর বিগ্রহে—
ক্ষত, খণ্ডীকৃত ; কিন্তু একই শোণিত
বহিছে অনার্য্য আর্য্য উভয় শরীরে,—
এই নির্য্যাতন তবে সহিব কেমন ?
দেখিয়াছ ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অধম
হইলে আহত ক্রোধে হতে উত্তেজিত ;
আমরা মানব হায়! তবু জিজ্ঞাসিবে—
কি সে ক্রোধ? কেমনে তা হইল সঞ্চার ?
কিন্তু বৃথা ; তব কাছে প্রকাশি কি ফল
এ গম্ভীর ক্রোধশিখা। যেই নীতিচক্রে

হতেছে অনার্য্য জাতি এত নিষ্পেষিত,
তোমরা ব্রাহ্মণগণ প্রণেতা তাহার
শীর্ষস্থানে ঋষিগণ ! তুমি কি হে তবে
করিবে আহুতি দান এই হুতাশনে
আপন হৃদয়-রক্তে ? কি স্বার্থ তোমার ?
কহ তবে কি করিতে এ ঘোর নিশীথে,
এমন ভীষণ স্থানে, আনিলে আমায় ?
প্রতিহিংসা-পথ মম দিবে হে বলিয়া ?
বলিবে কেমনে তাহা, বলিবে যে কেন,
বুঝিতে না পারি, তাহে কি স্বার্থ তোমার ?
প্রবঞ্চনা ষড়্‌যন্ত্র থাকে যদি মনে,
নিরস্ত্র যদিও আমি এক পদাঘাতে
করিব বিচূর্ণ ওই অস্থির পঞ্জর।

বাসুকি সক্রোধে উঠি, স্থির নেত্রে চাহি
দুর্ব্বাসার মুখ পানে, কহিলা গর্জ্জিয়া—
"এক পদাঘাতে করিব বিচূর্ণ ওই
অস্থির পঞ্জর।" ঋষি ঈষৎ হাসিয়া
উত্তরিলা স্থিরকণ্ঠে—"নাগেন্দ্র বাসুকি !
নাগ যে জাতির নাম, সেই জাতিপতি
হবে ক্রোধহিংসাধীন, না ভাবি বিস্ময়।
কিন্তু শান্ত কর ক্রোধ। জানিল যে জন
তোমার হৃদয়তত্ত্ব ; আনিল হেথায়
বলিতে উপায় যত্ন ; যার তপোবনে
ওই দেখ জ্বলিতেছে প্রান্তরে অনল ;
পদাঘাতে বিচূর্ণিত হবে না সে জন।
শান্ত কর ক্রোধ ; শুন কি স্বার্থ আমার,

ষড়যন্ত্র সত্য কথা, নহে প্রবঞ্চনা!
কি স্বার্থ আমার? এই বিপুল ভারত
হয় নাই আজি কিংবা কালি আর্য্যাধীন।
শত শত বর্ষ গত; তথাপিও যদি
পূর্ব্ব-আধিপত্য-স্মৃতি হৃদয়ে তোমার
জ্বালায় এ মহাবহ্নি, পার কি বুঝিতে
ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ব্রাহ্মণ যে বলে
ভারতের শীর্ষস্থানে, রাহুগ্রস্ত দেখি,
জ্বলিয়াছে কি অনল হৃদয়ে আমার?
বিধর্ম্মী নাস্তিক ওই গোপের কুমার
বেদদ্বেষী নবধর্ম্মে যেই রুদ্রানল
জ্বালায়েছে এই প্রান্তে, পার কি বুঝিতে
অঙ্কুরেতে যদি নাহি হয় নির্ব্বাপিত,
ভস্মিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম সেই পাপানল

প্লাবিবে ভারতরাজ্য দাবানল মত?
পড়িলে ব্রাহ্মণ, সেই স্থান ক্ষত্রিয়ের।
আনন্দে ক্ষত্রিয় জাতি অনন্ত অসিতে
অনার্য্যের, ব্রাহ্মণের, পার কি বুঝিতে,
কাটিয়া ধর্ম্মের তরু, করিবে বিস্তার
সেই অনলের পথ? পার কি বুঝিতে,
হবে ক্ষত্রিয়েরা শ্রেষ্ঠ, ধরার ঈশ্বর;
শীর্ষস্থানে তার,—সেই ভণ্ড নারায়ণ।
সুশীল ব্রাহ্মণ, নহে শত্রু অনার্য্যের!
ব্রাহ্মণ না ধরে অস্ত্র, নাহি লয় বলে
পরের রাজত্ব, নহে যুদ্ধব্যবসায়ী।
ব্রাহ্মণের নীতিবলে জাতীয় পার্থক্য

না থাকিত যদি, যথা প্রবল সলিলে
মিশিয়া সলিল ক্ষুদ্র হয় বর্ণহীন,
হইত অনার্য্যজাতি বিলুপ্ত তেমন।
নবীন ধর্ম্মের এই তরঙ্গে যখন
জাতীয় ধর্ম্মের রেখা নিবে উড়াইয়া,
হবে কিবা পরিণাম পার কি বুঝিতে?—
এক কৃষ্ণ, এক ধর্ম্ম সমস্ত ভারতে;
দুই জাতি,—প্রভু, দাস। প্রভু ক্ষত্রিয়েরা;
দাস বৈশ্য, শূদ্র, আর পতিত ব্রাহ্মণ।
নিষ্পেষণী যন্ত্রে যথা করে নিষ্পেষিত
দুই শিলামধ্যস্থিত তণ্ডুলনিচয়,
আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য্য শিলায়,
মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিষিয়া তেমন
নূতন ভারত রাজ্য করিব সৃজন।
তোমরা অনার্য্য জাতি যুদ্ধব্যবসায়ী,
নহে ভীত রণে বনে অস্ত্রসঞ্চালনে।
লও ক্ষত্রিয়ের স্থান, হইলে চালিত
ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় অনার্য্যের অসি;
ব্রাহ্মণ মস্তিষ্ক সহ, হইলে মিশ্রিত
অনার্য্যের ভুজবল; হইবে নিহত
বর্ব্বর ক্ষত্রিয় জাতি তৃণরাশি মত।
পারিবে কি নাগরাজ?

বাসুকি। পারিব।

দুর্ব্বাসা। পারিবে?

আইস তবে, অগ্নি সাক্ষী করি
এই মহাসন্ধি আজি করিব স্থাপন।

প্রসারি দক্ষিণ কর উভয়ে তখন
ধরি করে কর, মুষ্টি করিলা স্থাপন
প্রজ্বলিত হুতাশনে, —নিবিল অনল।
ভীষণ বিষাণধ্বনি উঠিল ধ্বনিয়া।
ঘোর অন্ধকার কক্ষে, আবার যখন
জ্বলিয়া উঠিল বহ্নি, দেখিলা বিস্ময়ে
সম্মুখে বিরাটমূর্ত্তি। একি অকস্মাৎ
ধবলা গিরির চূড়া পড়িল কি খসি!
শুভ্র ভীম কলেবর ভস্মে আচ্ছাদিত;
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম; নাগ উপবীত;
ত্রিনয়ন; জটাজুট; ললাট উপরে
শোভিতেছে অর্দ্ধ চন্দ্র, অষ্টমীর চন্দ্র
ধবলা গিরির শিরে শোভিতেছে যথা।
সেই অর্দ্ধ চন্দ্র মাঝে ভুজঙ্গ দ্বিতীয়
সমাসীন, সর্পশ্রেষ্ঠ তীব্র বিষধর,
শোভে মুহুর্মুহু ফণা সঙ্কোচি বিস্তারি,
সঞ্চালিয়া বিষজিহ্বা অগ্নিশিখা সম।
শোভিছে দক্ষিণ করে ভীষণ ত্রিশূল,
ধরি অন্য করে এক প্রচণ্ড বিষাণ
ধ্বনিতেছে মেঘমন্দ্রে। ভয়ে ও বিস্ময়ে
বাসুকি পড়িতেছিলা মূর্চ্ছিত হইয়া,
দুর্ব্বাসা ধরিলা তারে; বলিলা গম্ভীরে—
"বাসুকি! সম্মুখে দেখ অনার্য্য-ঈশ্বর
মহাদেব! ভক্তিভরে কর প্রণিপাত।"
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে ভূমে, করি করযোড়,
দাঁড়াইলা দুই জন। গম্ভীরে তখন

কহিতে লাগিলা মূর্ত্তি—"দুর্ব্বাসা ! বাসুকি !
সাধু সন্ধি ! সাধু ব্রত ! এই সন্ধিবলে
আর্য্য অনার্য্যের ধর্ম্ম, জাতি উভয়ের,
পবিত্র প্রণয়সূত্রে করিয়া বন্ধন,
নাস্তিক এ নব ধর্ম্ম নাশিয়া অঙ্কুরে,
নাশিয়া ক্ষত্রিয় জাতি, করহ স্থাপন
অনার্য্যের মহারাজ্য। বাসুকি আপনি
সমগ্র ধরার ভার করহ বহন।
অন্যথা, হতেছে যেই চিতা বিধূমিত
দুষ্ট গোপসুত করে, জাতি ধর্ম্ম সহ
করিবে উভয়ে ভস্ম,—অনার্য্য ব্রাহ্মণ !
সতর্ক দুর্ব্বাসা !—শত সতর্ক বাসুকি !"
আবার নিবিল বহ্নি। ধ্বনিল বিষাণ
বিদারিয়া গিরিকক্ষ, প্রতিধ্বনি তুলি
স্থির নিশীথিনী গর্ভে নিবিড় কাননে !
আবার সে বহ্নিশিখা জ্বলিল যখন,
উভয়ে বিস্ময়ে, ভয়ে, দেখিলা সে মূর্ত্তি
বিষাণনিনাদ সহ গেছে মিশাইয়া।

পঞ্চম সর্গ।

—•—

অনুরাগ।

রৈবতক শৃঙ্গে বিচিত্র কানন,
বিচিত্র পাদপচয় ;

স্বভাবে রোপিত, স্বভাবে বর্দ্ধিত,
স্বভাবের শোভাময়।
কোথায় তমাল, কোথায় বা তাল,
কোথায় অশ্বথ বট ;
ফল বৃক্ষ নানা, ফুল বৃক্ষ সহ
সাজায়ে বিচিত্র পট।
কোথায় দীর্ঘিকা সরসী কোথায়,
নীল নভঃ অনুকারী।
ঝরিছে নির্জ্জনে, মধুর নিক্কণে
কোথায় নির্ঝরবারি।
বন অন্তরালে পুষ্পের উদ্যান,
পুষ্পের উদ্যানে ঘর,
প্রস্তরে নির্ম্মিত, কোথায় লতায়,
নিকুঞ্জ নিথর থর।
শৃঙ্গ প্রান্ত ভাগ লম্বনীয় যথা
শোভিছে তোরণ দৃঢ় ;
শোভে মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাসাদ
গগন পরশি শির।
প্রাসাদ পশ্চাতে একটি উদ্যানে,
একটি নিকুঞ্জে বসি,
সখী সুলোচনা গাঁথে ফুলমালা,—
মেঘ মাখা মুখ শশী।
শ্যামা সুলোচনা, মধ্যমযৌবনা
মধ্যম শরীর খানি ;
লাবণ্য মাধুরী অজ্ঞাতে কে চুরি,
কে যেন করিছে হানি।

কৈশোরে তাহার প্রেমের কলিকা
পড়েছে ঝরিয়া, বালা
শূন্য বৃন্ত বহে, শূন্য হৃদয়েতে,
সহে সে কণ্টকজ্বালা।
নিরজনে যথা বসি একাকিনী
কপোত কূজনে নীড়ে,
নিকুঞ্জে বসিয়া নিরজনে তথা
গাঁথে মালা গায় ধীরে।

গীত।

১

ফুলের প্রণয় ভাষা মরি কি মধুর রে!
আঁধার আধারে থাকি,
পাতায় পাতায় ঢাকি,
আপনার মনে ফুটি মরে থাকে সরমে;
হৃদয়ে সৌরভ আছে,
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে, উহু বাজে তার মরমে!
কিবা নব অনুরাগ কামিনী কুসুমে রে!

২

প্রেমের কৈশোর ভাব রজনীগন্ধায় রে!
আঁধারে আঁধারে থাকে,
আঁধারে লুকায়ে রাখে
শীতল সৌরভভরা সুকোমল শরীরে;
কিন্তু সহে দরশন,
সুকোমল পরশন,

তোল তারে,—প্রেমভরে কাঁদিবেক শিশিরে।
প্রেমের কৈশোর ভাষা রজনীগন্ধায় রে!

৩

প্রেমের যৌবন দেখ বিকচ গোলাপে রে!
প্রীতিময়, প্রেমময়;
শোভাময়, সুধাময়;
ব্রীড়ার ঈষৎ হাসি ভাসিতেছে অধরে।
অতৃপ্ত সৌরভে, রাগে,
অতৃপ্ত বাসনা জাগে
তথাপি কোমল প্রাণ, ঝড় বেগে ঝরে রে!
প্রেমের যৌবনভাব বিকচ গোলাপে রে।

৪

প্রেমের প্রৌঢ়তা মূর্ত্তি পদ্মিনী সুন্দরী রে!
সুখ শান্তি স্বরূপিণী,
প্রীতিপূর্ণ সরোজিনী,
যৌবনসৌরভ আছে হৃদয়েতে লুকায়ে;
ব্রীড়া নাই, ক্রীড়া নাই,
সেই চঞ্চলতা নাই,
প্রীতি পারাবারে গেছে সেই লজ্জা মিশায়ে,
ঝড়ে বজ্রে নাহি টলে পদ্মিনী সুন্দরী রে!

৫

প্রেমের মিলন-সুখ মালতী কুসুমে রে!
গলায় গলায় থাকে,
হৃদয়ে হৃদয়ে মাখে,
শয্যায় পড়িয়া থাকে অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া,

বিরহতাপিত প্রাণে
কি যে শীতলতা আনে।
সুকোমল সৌরভেতে মন প্রাণ মোহিয়া!
প্রেমের মিলন-সুখ মালতী কুসুমে রে!

৬

প্রেমের দুরাশা ব্রতী ওই সূর্য্যমুখী রে!
কোথায় গগনে রবি,
প্রচণ্ড অনল ছবি,
কোথা গন্ধহীন ফুল ধরাতলে ফুটিয়া!
কি দুরাশা হৃদে বহে!
অনিমিষনেত্রে রহে,
যায় শুকাইয়া সেই রবি পানে চাহিয়া,
প্রেমের দুরাশা ছবি ওই সূর্য্যমুখী রে!

৭

প্রেমের বিধবা শেষ ওই শেফালিকা রে!
আঁধারে আঁধারে ফুটে,
আঁধারে ভূতলে লুটে
কাঁদি সারা নিশি, পড়ি অশ্রুভারে ঝরিয়া।
মাটিতে রাখিয়া বুক,
জুড়ায় মনের দুখ,
আপন সৌরভে থাকে আপনিই মরিয়া;
প্রেমের বিধবা হায়! ওই শেফালিকা রে!

পশ্চাৎ হইতে কে আসি অজ্ঞাতে,
নয়ন চাপিয়া ধরি,

রহিলা নীরবে। কহে সুলোচনা
হাসিয়া—"আ মরি ! মরি !
হেন সুবাসিত, বিকচ গোলাপ,
কে বর্ষিতে পারে আর,
বিনে সত্যভামা ফুলকুলেশ্বরী,
কৃষ্ণ মুগ্ধ রূপে যার !"
ঠোন্‌কা মারি গালে, ভ্রূকুটি করিয়া,
বলিলা আসিয়া আগে—
"ঠাট্টা, পোড়ামুখী, গোলাপের কাঁটা
ফুটিতে কেমন লাগে ?"
"তোর মাথা খাই, ঠাট্টা নহে দিদি,
সত্য বলি এই বার—
বিনে সত্যভামা, দুর্জ্জয় মানিনী,
কৃষ্ণ মুগ্ধ মানে যার।"
সুন্দরী কাড়িয়া, লয়ে ফুলমালা,
বলিলা কৃত্রিম রাগে,—
"ছিঁড়ি ফুলমালা, দিব ফেলাইয়া
দেখিব লাগে না লাগে !"
হাসি সুলোচনা, কহিল তখন,-
"সত্যভামা হার
গলায় যাহার,
কি কাজ তাহার,
ফুলের মালা ?
আছে, কোন ফুল
সাজাতে এমন,
ভূতলে অতুল রূপের ডালা।"

পুন ঠোন্‌কা গালে পড়িল হঠাৎ,
বাড়িল দ্বিগুণ ক্রোধ,
বাড়িল সখীর হাসির তরঙ্গ,
হাসির নাহিক রোধ।
বাম কর কক্ষে, দক্ষিণ করেতে
শোভিছে মোহিনী মালা,
মালা করে নিজে শোভিছে মোহিনী
কানন করিয়া আলা।
গৌরাঙ্গ গৌরবে ঈষৎ রক্তিমা,—
তরুণ অরুণাভাস;
সুগোল বদন বালার্কমণ্ডলে
মহিমার পরকাশ।
বিলাস-বিহ্বল বিস্তৃত নয়নে
মদালসা দুই তারা;
যৌবন তরঙ্গ ছুটিয়া, ফাটিয়া,
অঙ্গে অঙ্গে মাতোয়ারা।
ঈষৎ ফুল্লান রক্তিম অধরে
বাসনা সমুদ্র জাগে;
সুপ্ত ক্রোধানল, মানের ঝটিকা,
সুকুঞ্চিত প্রান্তভাগে।
ভুবন-মোহিনী দাঁড়ায়ে নীরবে
দেখিছে সখীর হাসি;
হাসি হাসি সখী, নয়ন ভরিয়া,
দেখিছে রূপের রাশি।
"মার দিদি মার"— কহে সুলোচনা,—
মার পুন ধরি পায়;

রক্ত শতদল, মরি ! আরবার
লাগুক আমার গায়।
যে কর পরশে রমণীর প্রাণে
এমন অমৃত ঢালে !
আলিঙ্গনে তার, পুরুষের প্রাণে,
না জানি কি শিখা জ্বালে !"
মুখ ভঙ্গিমায়, কথিয়া উত্তর,
স্থিরকণ্ঠে কহে রাণী,—
"কাঁদ্‌ছিলি তুই বল্ পোড়ামুখী
তোর সব আমি জানি।
মিথ্যা যদি তুই বলিবি আবার
নিশ্চয় খাইবি মার।"
"মিথ্যা কবে বলি,— না দিদি এবার,
সত্য ভিন্ন নহে আর।
কর কোকনদ পরশে তোমার
যুগল নয়ন মম
আনন্দে শিশির, করিল বর্ষণ ;—
ক্ষম, পায় পড়ি ক্ষম"—
দুহাতে সাপটি কেশরাশি তার
ধরিলা মহিষী পুনঃ,—
"ছাড় দিদি ছাড়, উহু বড় লাগে,
সত্য বলিতেছি শুন।"
মুক্ত হ'ল কেশ, ধীরে সুলোচনা
বলিল ঈষৎ হাসি—
"সত্য সত্য দিদি, কাঁদিতেছিলাম,
কান্না বড় ভাল বাসি।"

"কিসের রোদন ?"— "মধুর প্রেমের।"
"কার প্রেম ?"—"নাথ মম।"
"বালবিধবার, নাথ কে আবার ?"—
হৃদয়েতে যেই জন।"

"অসম্ভব কথা, বালিকা-হৃদয়ে
কেমনে রহিবে ছায়া ?"
"নাহি ছিল দিদি; কিন্তু তুমি হায়!
জান না প্রেমের মায়া।

"বুঝিবে না তুমি এ প্রেম আমার,
শরীরে বিমুগ্ধ তুমি;
"তোমার প্রণয় বাসুদেব যদি
যান পঞ্চ পদ ভূমি

সম্মুখ সমরে পড়িলেন পতি,—
এই মাত্র জানি আমি;
সম্মুখ সমরে পড়িলেন পতি,—
এই স্মৃতি মম স্বামী

এই চারিটি কথা শরীর তাহার,
তাহার অতুল মুখ!
জিনি কৃষ্ণার্জ্জুন সে রূপ তাহার,
জুড়ায় আমার বুক।

সমস্ত শর্ব্বরী সেই পতি মম
আমারে হৃদয়ে রাখে।
সমস্ত দিবস সেই পতি মম
আমার হৃদয়ে থাকে।

আমার এ প্রেমে মুহূর্ত্ত বিরহ
নাহি ঘটে কদাচন।

নাহি উঠে কভু ঈর্ষ্যার গরল ;
মানের ঝটিকা বণ।
আমার এ প্রেম শান্তি-পারাবার,
হৃদয় ভরিয়া হায়,”—
“মর গিয়া তুমি, সেই পারাবারে
সত্যভামা নাহি চায়।
এলো পোড়ামুখী বালিকা বিধবা
আমায় শিখাতে প্রেম,
আসিল কাঙ্গাল দেখাতে ধনীরে
কাহাকে যে বলে হেম।
তরঙ্গ-বিহীন সে প্রেম কি প্রেম ?—
ক্ষুদ্র সরসীর জল ;
মহাপারাবারে কভু শান্তি, কভু
উত্তাল তরঙ্গদল।
শান্তি ঝটিকায়, আঁধারে জ্যোৎস্না,
জলদে বিজলী খেলা,
নাহি যেই প্রেমে ; না পারে যে প্রেম
প্লাবিয়া পর্ব্বতবেলা
নিতে ভাসাইয়া তৃণের মতন,
উন্মত্ত সংসার করি ;
না ছুটে বিদারি হৃদয়-ভূধর
গৈরিক মুরতি ধরি ;
হাসিতে জ্যোৎস্না, ধাঁধিতে বিদ্যুৎ,
গর্জ্জিতে অশনিপ্রায়,
না পারে সে প্রেমে, সেই তুচ্ছ প্রেম
সত্যভামা নাহি চায়।”

বলিয়া গরবে বসি গরবিণী
লাগিলা গাঁথিতে হার ;
কিছুক্ষণ পরে, ধীরে সুলোচনা
আরম্ভিলা আরবার ;—
"সত্যভামা প্রেম বুঝি বা না বুঝি,—
বজর বিদ্যুৎ গাঁথা,
বুঝিয়াছি আমি আর এক জন
খেয়েছে আপন মাথা।"

সত্যভামা। কে সে ছিন্নমস্তা ?
সুলোচনা। সুভদ্রা আমার।
স। বুঝিয়াছ ভাল তবে।
সেই উদাসিনী ? তারো প্রাণনাথ
চারিটি কথাই হবে।
সু। কথা নহে দিদি, তার চিত্তচোর
সেই বীরচূড়ামণি।
স। বাসুদেব তবে,— বিনে সেই চোর
বীর কারে নাহি গণি।
সু। বাসুদেব বীর ? এ সংবাদ, দিদি,
কোথায় পাইলে তুমি ?
সেই দিন সেই অস্ত্র অভিনয়,
ভুলিলে সে রঙ্গভূমি ?
তব বাসুদেব দাঁড়াইয়া পাশে
ছিলা ফেল্ ফেল্ চেয়ে ;
"ধন্য ধনঞ্জয়"— যবে বারংবার
উঠিল আকাশ ছেয়ে।

বাঘিনীর মত পড়ি বক্ষে তার,
সখীরে ভূতলে ফেলি,
"ছোট মুখে তোর, এত বড় কথা!"—
বলিলা চরণে ঠেলি।
"ছাড়, দিদি ছাড়, তোর মাথা খাই,
এমন কব না আর"—
ব'লে সুলোচনা, হাসিতে হাসিতে
বাঁধিল কেশের ভার।

স। বল্ তবে তুই বুঝিলি কেমনে,
সুভদ্রার অনুরাগ?

সু। বুঝ তুমি কিসে বীণায় আমার
বাজে কি রাগিণী রাগ?

স। বুঝিয়াছি অহো! বুঝাবি আমায়
কোকিলের কুহুস্বনে,—
তাহাও ত নাই, দুরন্ত শরতে
গেছে মলয়ের সনে।
ভ্রমর গুঞ্জনে, কুসুম কাননে,
বলিবি ভদ্রার জ্ঞান
যায় হারাইয়া পদ্মপত্রে, শু'য়ে
জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
অন্ন নাহি খায়, নিদ্রা নাহি যায়,
দিবানিশি কাঁদে বসি;
জ্যোৎস্না দেখিলে, উহু উহু বলে,
বরণ হয়েছে মসী।
পড়িছে খসিয়া প্রকোষ্ঠ বলয়,
বিশুষ্ক অধর দল;

না যতনে আর পশুপক্ষিগণে,
নাহি দেয় বিন্দু জল।
সু। এ সব লক্ষণ নহে সুভদ্রার,
ছাড় উপহাস, বলি,—
নিশ্চয় জানিও ফোট ফোট ফোট
ভদ্রার প্রণয় কলি।
সেই উদাসীন নয়ন তাহার
নহে লক্ষ্যহীন আর;
অথচ সে লক্ষ্য চাহে লুকাইতে
অন্তরে অন্তরে তার।
ব্রীড়ার ঈষৎ ঈষৎ নীলিমা
নয়ন-তারায় ভাসে,
ব্রীড়ার ঈষৎ ঈষৎ রক্তিমা
অধরকোণায় হাসে।
কি যেন হয়েছে কোমলতা আরো,
সন্ধ্যার কোমল মুখে;
কি যেন কি ভাব, কোমলতা আরো,
হয়েছে সন্ধ্যার বুকে।
ফুট ফুট ফুট কমল-কলিতে
পড়েছে অরুণাভাস,
স্থির সিন্ধু জলে হয়েছে ঈষৎ
জ্যোৎস্নার পরকাশ।
বরঞ্চ অধিক যতনে সুভদ্রা
আপনার পক্ষীগুলি;
দিতেছে আহার, কিন্তু চেয়ে দেখ
কি যেন ভাবিছে ভুলি।

কোমলতাময় মূরতি তাহার
হয়েছে কোমলতর ;—
যাই আমি তারে আনিব এখনি,
মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর !
ছুটিল রমণী, বারিভরা মেঘ
ছুটিল পবনে যথা ;
মুহূর্ত্তেক পরে হাসিতে হাসিতে
ফিরিয়া আসিল তথা।
পশ্চাতে সুভদ্রা, ক্ষুদ্র দুই কর
বাঁধা নিজ বস্ত্রাঞ্চলে,
হাসি সুলোচনা চোরের মতন
টানিয়া আনিছে বলে।
"জয় মহারাজ, অখণ্ড-প্রতাপ !"—
নমি বামা ভূমিতলে,
কৃতাঞ্জলিপুটে, বলিতে লাগিল,—
"নিবেদি চরণতলে—
রাজপ্রাসাদের, রুদ্ধ এক কক্ষে
নির্জ্জনে বসিয়া চোর,
করিতেছে চুরি, ধরিয়াছি আমি,
পুরস্কার হ'ক মোর।
চোরাধন সহ আনিয়াছি চোর,
হউক বিচার তার !
সত্যভামা রাজ্যে হয় হেন চুরি,
স্বয়ং কৃষ্ণ চোর যার !"
অঞ্চল হইতে চিত্রপট এক
দিল সত্যভামাকরে ;

মহিষীর মুখ হইল গম্ভীর,
চলিলা আপন ঘরে।
"ছবি,—ছবিখানি,— দিয়ে যাও দিদি"—
সুভদ্রা বলিলা ডাকি।
ফণিনীর মত মুখ ফিরাইয়া,—
"ভদ্রা হেন ছবি আঁকি,
চাহিস্ আবার নিতে ফিরাইয়া,"—
বলিলা মহিষী রোষে,
"দেখাব ভ্রাতারে ভগিনীর গুণ,
গেল কুল তোর দোষে!"
বলে, সুলোচনা,— "সাধু পুরস্কার
নাহি এই ভূমণ্ডলে;"
চলিল গাইয়া, আপনার মালা
পরিয়া আপন গলে।

গীত।

ফুলের প্রণয় ভাবা মরি কি মধুর রে!
আঁধারে আঁধারে থাকি,
পাতায় পাতায় ঢাকি,
আপনার মনে ফুটি ম'রে থাকে সরমে;
হৃদয়ে সৌরভ আছে,
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে উহু! বাজে তার মরমে,
কিবা নব অনুরাগ কামিনী কুসুমে রে!

—⁂—

ষষ্ঠ সর্গ।

—✻—

পুরোদ্যানে।

"গগনের মধ্যস্থলে দেব অংশুমালী,
সৌর রঙ্গভূমে যথা সৌরন্ধ্রে কেশরী,"—
বলিলা ফাল্গুনী ধীরে,
আরোহিয়া শৃঙ্গশিরে,—
"বর্ষিছেন কি অনল! বন অন্তরালে
সে প্রখর কররাশি পড়ি শত শত,
জ্বলিতেছে যেন খণ্ড দাবানল মত
শারদীয় দিন!—
জীবনের প্রতিমূর্ত্তি। প্রভাত তাহার
হাস্যময়, সুকোমল,
সমুজ্জ্বল, সুশীতল;
মধ্যাহ্নে হৃদয়ে জ্বলে জ্বলন্ত অনল;
অপরাহ্নে,—হায়! এই মানব জীবন,
হায় কি তেমতি শান্ত, তেমতি শীতল?"

বসি এক তরুতলে,
শরাসন শরদলে,
রাখিয়া ভূতলে; ক্লান্ত অবসন্ন প্রাণে
রহিলেন কিছুক্ষণ চাহি শূন্য পানে।
"নাহি জানি আজি,
কি ভাবিলা বাসুদেব! একি বিড়ম্বনা!
সম্মুখে রয়েছে মৃগ দেখিতে না পাই,

মৃগ এক দিকে, আমি অন্য দিকে যাই।
মৃগ লক্ষ্য করি যত হানিলাম শর,
—হাসিলেন বাসুদেব—হলো লক্ষ্যান্তর।"
কিছুক্ষণ অন্যমন;—
লয়ে তূণ শরাসন
ধীরে অট্টালিকামুখে চলিলা যখন,—
কুঞ্জগৃহে ও কি মূর্ত্তি!—থামিল চরণ।

২

সুন্দর একটি শ্বেত মর্ম্মর আসনে,
বসি একাকিনী ভদ্রা! সেই আসনের
শ্বেতপৃষ্ঠ উপধানে
রয়েছে অসাবধানে
অধোমুখে; সদ্যঃস্নাত কেশরাশি পড়ি,
রাখিয়াছে তনু মুখ সর্ব্বাঙ্গ আবরি।
একটি হরিণশিশু বসি পদতলে,
কভু ঘ্রাণিতেছে পদ রক্ত শতদল,
কভু নিরখিছে লুপ্ত বদনমণ্ডল।
দূর হ'তে স্থিরনেত্রে পার্থ বহুক্ষণ,
সেই মূর্ত্তি সেই রূপ করিলা দর্শন।
"আকাশের অন্তরালে রয়েছে ত্রিদিব"—
বলিতে লাগিলা পার্থ,—
"তথাপি সে স্বর্গশোভা নিরখি যেমন;
কেশরাশি-অন্তরালে রহিয়াছে পড়ি
যেই স্বর্গ দীনভাবে, নয়নে আমার
তাহার অতুল শোভা ভাসিছে তেমন,
পবিত্রতা, শীতলতা, করি বরিষণ।

পল্লব আঁধারে খণ্ড জ্যোৎস্নার মত,
অলক-আঁধারে ওই অতুল আনন
রয়েছে অসাবধানে কি শোভা বিকাশ,
নিদ্রার আঁধারে যেন স্বপনের হাসি ;—
অতীতের সুখ-স্মৃতি ; ভবিষ্যৎ আশা ;
নিরাশার অন্ধকারে যেন ভালবাসা !"

সুভদ্রা। ছি ছি কি লজ্জার কথা ! বাসুদেব আজি
দেখিবেক সেই চিত্র ! পুরবাসীগণ
দেখিবে, হাসিবে সবে ; ভাবিবে কি—কেন ?
আমি ত কতই চিত্র করেছি অঙ্কিত,
—কত বীররূপ,—কই কেহ ত কখন,
সত্যভামা কখনো ত, দোষে নি এমন

অর্জ্জুন। ঈষৎ ঈষৎ ওই আরক্ত অধর
সুধাসিক্ত কাঁপিতেছে ; মন্দ সমীরণে
কাঁপিতেছে দুই ফুল্ল গোলাপের দল,
পল্লবের অন্তরালে, শিশিরে সজল ?
না পাই শুনিতে কণ্ঠ ; তবু কাণে মম
কি সঙ্গীত প্রেমময় হতেছে বর্ষণ,
নিশীথে স্বপনশ্রুত দূর বংশীমত,—
মধুর, অশ্রুতপূর্ব্ব ! হৃদয় কঠিন
নৈশ সমীরণ মত হতেছে বিলীন
অজ্ঞাতে তাহাতে ; কোনো পুণ্যের জীবন
ত্রিদিব-জ্যোৎস্না-গর্ভে মিশিছে যেমন !

সু। নাহি কোনো দোষ ? তবে হৃদয় আমার
এমন হইল কেন ? আঁকিয়াছি আমি
কত চিত্র, কত রূপ, এই চিত্র খানি

কেন লুকাইয়া আঁকি,
কেন লুকাইয়া রাখি,।
কেন ইচ্ছা হয় সদা লুকাইয়া দেখি ?
কত আবরণে রাখি,
কত আবরণে ঢাকি,
ঢাকিলেও কেন পুনঃ ভয় হয় মনে
দেখা যাইতেছে চিত্র ? ভূতলে, গগনে,
প্রকৃতির অঙ্কে অঙ্কে, হৃদয়ে আমার,
দেখি সেই ঢাকা চিত্র ভাসে অনিবার !
কত দেখি তবু কিছু দেখিতে না পাই,
কিসে মম দুনয়ন
করে আসি আবরণ,
কি ভয় হৃদয়ে মম হয় সঞ্চারিত,
কাঁপে দুরু দুরু বুক, হারাই সম্বিত !
নিশ্চয় ভুলেছি পথ ; এই পুষ্পোদ্যানে
পুষ্প-স্বরূপিণী, যত পুর-নিবাসিনী
করেন বিহার। কিন্তু নাহি শক্তি মম
যাই অন্য পথে। মেঘ আবরণে থাকি
শশাঙ্ক যেমতি করে সিন্ধু বিচঞ্চল,
কেশ আবরণে ওই শশাঙ্ক বদন,
করেছে তেমনি মম হৃদয় বিহ্বল।
যাই স্থানান্তরে,—কই নাহি চাহে মন !
যাই তার কাছে,—কই চলে না চরণ।
কিবা রণে, কিবা বনে,
পশেছে নির্ভয়মনে
যেই জন ; আজি তার কাঁপিছে হৃদয়,

একটি বালিকা কাছে করিতে গমন ;
কাঁপিতেছে পদ ভীত শিশুর মতন।

সু। কত বার কত যত্নে, সেই মুখখানি
আঁকিলাম, কিন্তু কই হলো না তেমন।
হইবে কেমনে ? আমি—আমি ত কখন
দেখি নাই সেই মুখ ভরিয়া নয়ন।
দেখিতে কি জানি হয় হৃদয়ে সঞ্চার,
না পারি তুলিতে মুখ, চাহিতে আবার।
সেই বীরত্বের রেখা, গর্ব্বিত ভঙ্গিমা,
সে গৌরব, সে গাম্ভীর্য্য, অনন্ত মহিমা,
উজ্জ্বল নয়নে সেই বীর্য্য-জ্বালানল,
—দয়াতে মণ্ডিত সদা স্নেহেতে সজল,
কঠিনতা সনে পর-দুঃখ-কাতরতা,
সেই দৃঢ়তার সনে সেই সরলতা,
সুনীল গগন সেই বদনমণ্ডল,
আলিঙ্গি মধ্যাহ্ন-রবি শশী পূর্ণিমার,—
আতপ-জ্যোৎস্না-মাখা,—চিত্রে সাধ্য কার ?
অর্জ্জুন—ফাল্গুন।—পার্থ !

"সুভদ্রে সুভদ্রে !"—

আসি লতা গৃহ-দ্বারে ধীরে ধনঞ্জয়
কহিলা তরল কণ্ঠে—"একি, কে তোমারে
এমন নিষ্ঠুররূপে করিল বন্ধন ?"
চমকি উঠিলা ভদ্রা ; সম্বরি বসন
ভাবিলেন যাই চলি ! ঘুরিল মস্তক ;
আশ্রয়বিহীনা দীনা লতার মতন,
আসনে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা পড়িলেন ঢলি।

কালীদহ সম আলুলায়িত কুন্তল
পড়িল তরঙ্গ খেলি আধারি ভূতল।

অ। দেও অনুমতি, কর-কমল যুগল
বন্ধন হইতে, ভদ্রা, করি বিমোচন।

কে দিবে উত্তর?

বালিকার অবসন্ন প্রাণে ধীরে ধীরে,
ক্লান্ত বিশ্বে প্রদোষের ছায়ার মতন,
সুকোমল নিদ্রা যেন করিছে প্রবেশ!
ভদ্রা ভাবিতেছে মনে—"দেবি বসুন্ধরে!
তোমার হৃদয়ে মাতা লুকাও আমায়!"
সেই নিরাশ্রিতা ক্ষুদ্র লাবণ্যের লতা
নিপতিতা, অর্দ্ধসুপ্তা, কেশ অন্ধকারে,—
মুহূর্ত্তেক ধনঞ্জয় হেরিলা নীরবে
অচলহৃদয়ে। জানু পাতি ভূমিতলে
বসি পার্শ্বে; ধীরে—ধীরে বদ্ধকরদ্বয়
লইলা আপন করে; মধুর পরশে
কি অমৃত উভয়ের শিরায় শিরায়
বহিতে লাগিল ধীরে,—স্রোত জ্যোছনার!
নিবিল মধ্যাহ্ন-রবি, ডুবিল সংসার!

দেখিলা উভয়ে,—

কৌমুদী-মণ্ডিত এক অপূর্ব্ব উদ্যান,
পুষ্পময়, ফলময়, বৃক্ষলতারাজি
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে হাসে চন্দ্রালোকে
ছায়াহীন। চন্দ্রালোকে, স্ফটিকের মত,
বিভাসিত স্বচ্ছ দেহ জ্যোৎস্না শোভাময়।
সেই চন্দ্রকর স্থির; সেই ফল ফুল

সন্তস্ফুট, সুধাপূর্ণ সুসৌরভময় ।
সেই মৃদু সমীরণ, জাগায় হৃদয়ে
কি যেন কি সুখস্মৃতি, সুখের স্বপন ।
শান্ত, নিরজন, স্থির সেই উপবনে
অর্জ্জুন দেখিলা ভদ্রা,—'বিমুক্ত-কবরী
বসি একাকিনী স্থির, কানন-ঈশ্বরী,
সেই স্থির জ্যোছনার স্থির পূর্ণ শশী !
সুভদ্রা দেখিলা পার্থ, একক সে বনে ।
নীল নভঃ সম সেই বপু মনোহর
গৌরব-জ্যোছনা-পূর্ণ করিছে কানন ।
নাহি লজ্জা, নাহি ভয়, দেখিলা উভয়
প্রেম-চন্দ্রালোকে, সেই হৃদয়-কাননে,
উভয়ে উভয়মূর্ত্তি অতৃপ্ত নয়নে ।
বেঁধেছিল সুলোচনা এতই কি দৃঢ় ?
নাহি জানি । কিন্তু জানি বীর ফাল্গুনীর,
বহুক্ষণ সে বন্ধন লাগিল খুলিতে ।
বহুক্ষণ করে কর, কমলে কমল,
আলিঙ্গিল,—আলিঙ্গন কতই মধুর !
বহুক্ষণ করে কর, কমলে কমল,
কি যেন কহিল— ভাষা নীরব সুন্দর !
বহুক্ষণ করে কর, আত্ম সমর্পিল
নীরবেতে,—সমর্পণ অতি মনোহর !
কিছুক্ষণ পরে ভদ্রা, স্বপ্নান্তে যেমন,
নিলা সারাইয়া কর, জাগিয়া অর্জ্জুন
জিজ্ঞাসিলা হাসি—"ভদ্রে করিল বন্ধন
কে তোমারে ? জিজ্ঞাসিলা আবার আবার,

বহুবার। ধীরে ভদ্রা কুন্তল-কাননে
লুকাইয়া অধোমুখ উত্তরিলা ধীরে—
"সুলোচনা"

"সুলোচনা!"—জিজ্ঞাসিলা পুনঃ
ধনঞ্জয়—"সুলোচনা! কেন—কোন দোষে?
নীরব,—শুনিলা প্রশ্ন পাষাণপ্রতিমা!
জিজ্ঞাসিলা বহুবার,—ভদ্রা নিরুত্তর।
হাসিয়া কহিলা পার্থ,—"তবে পুনর্ব্বার
বাঁধিব বন্ধন যাহা করেছি মোচন!"
চমকি সরিয়া ভদ্রা, মেঘখণ্ড মত,
উত্তরিলা ধীরে—"চিত্র"

"বিচিত্র উত্তর!"—
হাসিয়া হাসিয়া পার্থ, কহিলা আবার—
"কি চিত্র? কাহার চিত্র? কি হয়েছে তার?"
এবার বিপদ ঘোর! দিবেন উত্তর
—কি লজ্জা!—কেমনে ভদ্রা! নাহি দেন যদি
অর্জ্জুন বাঁধিবে,—অঙ্গ উঠিল শিহরি।
পুনঃ বসুধায় বালা ডাকিলা কাতরে
লুকাইতে এই লজ্জা, শুনিলা ধরণী,
আনিলা সহায় এক বীরচূড়ামণি।
পঞ্চমবর্ষীয় ক্ষুদ্র শিশু মনমথ,
অবতীর্ণ রঙ্গভূমে!
ফুলধনু, ফুলতূণ, শরফুলাঙ্কুর,
বাজাইছে রণবাদ্য কিঙ্কিণী নূপুর।
অঙ্গে পুষ্প আভরণ
শোভিতেছে অগণন,

কুঞ্চিত কুন্তল শোভে ললাট উপর,
শোভে তদুপরে পুষ্প কিরীট সুন্দর।
ফুল চোক, ফুল মুখ, ফুল তনু খান
ফুলের পুতুল যেন ফুলে শোভমান।
হাসি হাসি ফুলরাশি
আনন্দে ছুটিলা আসি,
জলদ চিকুর জালে শশি বাম করে
ধরিল ভদ্রার গলা, পরম আদরে
ভদ্রা ফুলরাশি বক্ষে করিয়া ধারণ,
বরষিলা ফুলে ফুল, সহস্র চুম্বন।
চুপে চুপে কাণে কাণে ফুলে ফুল রাখি—
"সেই ছবিখানি—সেই, এঁকেছিলে তুমি!
ছোট মা করিল চুরি"—আরো চুপে চুপে
"এই দেখ, চুরি করি আনিয়াছি আমি!"
বলিয়া হাসিয়া শিশু, পুষ্পতূণ হতে
টানিয়া লইয়া চিত্র, করিল অর্পণ
সুভদ্রার করে,—পার্থ লইলা কাড়িয়া
দ্রুত হস্তে। এ কি চিত্র! পড়িল যেমন
দৃষ্টি চিত্রে, আর নাহি ফিরিল নয়ন।
চিত্র অর্জ্জুনের; চিত্রে, যাদবসভায়
অর্জ্জুন সপ্তাহ পূর্ব্বে যেই অস্ত্রক্রীড়া
দেখাইলা রৈবতকে, রয়েছে অঙ্কিত।
রঙ্গভূমি চক্রাকারে করিয়া বেষ্টন,
বসিয়াছে বীরগণ ইন্দ্রধনু মত,
যাদব-ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে ঝলসি নয়ন
এক দিকে; অন্য দিকে পুরনারীগণ

শোভিতেছে যেন ফুল্ল কুসুম-কানন।
অসংখ্য দর্শকবৃন্দ পশ্চাতে তাহার
শোভিছে অনন্ত ঘন আকাশের মত,—
প্রশান্ত গম্ভীর স্থির! পার্থ কেন্দ্রস্থলে
আকর্ণ টানিয়া ধনু কুরিছে গগন
অদ্ভুত আয়ুধপূর্ণ অদ্ভুত কৌশলে,—
মহিমার প্রতিমূর্ত্তি! পুরনারীগণ—
সুভদ্রা নাহিক তথা,—ছাইয়া গগন
পুষ্প-করে করিতেছে পুষ্প বরিষণ।
রঙ্গভূমি এক প্রান্তে শ্লথ শরাসনে
হেলাইয়া বীর দেহ, ত্রিভঙ্গ-মূরতি,
দাঁড়াইলা বাসুদেব,—স্থির দু'নয়ন,
অধরে ঈষৎ হাসি! যদুবীরগণ
স্থানে স্থানে প্রান্তভাগে, স্তম্ভিত-বদন।
অর্জ্জুন অনন্যমনে লাগিলা দেখিতে
আপনার প্রতিকৃতি। চিত্র যেন তাঁরে
নীরবে কহিতেছিল,—"দেখ ধনঞ্জয়,
প্রত্যেক রেখায় তব দেখ চিত্রকর
কি হৃদয়, কি প্রণয়, দিয়াছে ঢালিয়া
ভাষাপূর্ণ,—গীতিপূর্ণ!" উচ্ছ্বসিত চিতে,
সে গীত, সে ভাষা, পার্থ লাগিলা দেখিতে।
অর্জ্জুনের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া
জিজ্ঞাসিল শিশু কাম—"মম সনে তুমি
করিবে সমর?" ভদ্রা হাসিয়া বদন
লুকাইলা, পৃষ্ঠে তার। হাসিয়া অর্জ্জুন
উত্তরিলা—"বৎস তুমি যেই ফুলবাণ

ধরিয়াছ, সাজিয়াছ যেই রণবেশে,
পশিয়াছ যেই দুর্গে, কামারি আপনি
নাহি সাধ্য তব সনে করিবেন রণ।"

ম। কেমন সুন্দর বাণ, কেমন ভূষণ,
দিয়াছে আমায় দেখ পিসীমা আমার ;
তোমার ধনুক কই ? আছে কি এমন ?

অ। না বৎস, কোথায় পাব ? পিসীমা তোমার
যেই ফুলবাণে, বৎস, সাজান তোমারে,
করেন আহত মাত্র হৃদয় আমার।
উচ্চ হাসি হাসি' শিশু বলিল তখন—
"তবে—তবে—পিসীমার সঙ্গে রণে,—তবে
নাহি পার তুমি ?"

অ। সত্য কহিয়াছ, বাছা,
বিনা যুদ্ধে তাঁর কাছে জিত ধনঞ্জয়।
তখন আনন্দে শিশু হাসি পিসীমার
জড়াইয়া ধরি গলা, বলিল আবার—
"দেখ পিসীমায় আমি কত ভাল বাসি,
তুমিও কি বাস ?"

অ। বাসি বৎস মনমথ !
আমায় কি পিসী তব বাসে সেই মত ?
বাম করে ধরি গলা, চিবুক দক্ষিণে,
সুভদ্রার, জিজ্ঞাসিল শিশু কাম—"বাস ?"
লজ্জা-ম্রিয়মাণা ভদ্রা ; অধোমুখ যত
করেন আনত, শিশু তত অধোমুখে
জিজ্ঞাসে—"পিসীমা বাস ?" না পেয়ে উত্তর
"পিসীমাও বাসে"—বলি হাসিল সত্বর।

অ। পারি অকাতরে এই জীবন আমার,
দিতে বিনিময়ে ওই একটি কথার!
অকস্মাৎ চিত্রপট কে নিল কাড়িয়া?
উচ্চ বংশীরবে হাসি শিশু মনমথ
লুকাইল পুষ্পবনে পুষ্পরাশি মত।
ফাল্গুনী ফিরায়ে মুখ দেখিলা বিস্ময়ে,—
সত্যভামা! প্রণিপাত করিলা চরণে।
সসম্ভ্রমে। ভদ্রা ধীরে যেতেছে চলিয়া।
সুলোচনা দ্রুতগতি আনিলা ধরিয়া।

স। না জানি কি ভাগ্য আজি! মধ্যাহ্ন সময়
অন্তঃপুর-উদ্যানেতে পার্থের উদয়!

সু। ভাগ্য বটে! এক চোর আসিনু খুঁজিতে
মিলাইল দুই চোর—

অ। পেয়েছি দেখিতে
দুই চোর চূড়ামণি। পারিনু বুঝিতে
চোরের উদ্যান এই; পশি একবার
হৃদয় লইয়া যায় সাধ্য আছে কার?
মহিষি! প্রভাতে আজি মৃগয়ার তরে
পশিলাম মহাবনে। বিদ্যুৎ-বিক্রমে
ছুটিল মৃগেন্দ্র এক; ছুটিলেন বেগে
বাসুদেব এক পথে, অন্য পথে আমি।
পশিয়া নিবিড় বনে হারাইনু মৃগ,
হারাইনু পথ আমি—

সু। "আসিলাম শেষে
রমণী-উদ্যানে ভ্রমে!" বীর ধনঞ্জয়,
মৃগ তার নারী জাতি,—

অ। না, সখি, তা নয়।
ওই চারি নেত্র ব্যাধ, মৃগ ধনঞ্জয়!
আপনি গোবিন্দ বদ্ধ মৃগের মতন
যার রূপজালে; যার যুগল নয়ন
অনন্ত অস্ত্রের তূণ; সাধ্য আছে কার
তাহার উদ্যানে করে মৃগয়া আবার।
আপনি আহত আমি!

সু। বল, মৃগরাজ,
খুলিল বন্দিনী মম, কাহার এ কায?

অ। আগে বল কোন দোষে বন্দিনী হইল—

সু। সু-ভ-দ্রা, বাজিল নাম গলায় পার্থের!
ভদ্রা চোর।

অ। জানি আমি কিন্তু সুলোচনে,
কেমনে জানিলে তুমি?

সু। একি বিড়ম্বনা!
যে অভাগী জেনে শুনে গোপনে গোপনে
আপন সর্ব্বস্ব দেয় হইতে হরণ,
সে যদি না হবে চোর? রাগে অঙ্গ জ্বলে,
না জানি ধরিতে অস্ত্র; অন্যথা এখন
হেন অভাগীর ধন হরিল যে জন,
বাঁধিতাম নাগপাশে মনের মতন
সেই সুচতুর চোরে—

অ। চোর আমি বটে,
আপনসর্ব্বস্বহারা। কিবা কায আর
অস্ত্রে অরে? ব্রহ্ম অস্ত্র জিহ্বাগ্রে তোমার
চুরি করে, গালি পাড়ে, চোখের উপর

রাজার সম্মুখে চোর, হেন রাজ্যে আর
থাকিব না, চল ভদ্রা"—ক্রোধে সুলোচনা
জড়াইয়া সুভদ্রারে চলিল ঝঙ্কারি।
হাসি হাসি সত্যভামা চলিলে পশ্চাতে,
অর্জ্জুন কহিলা হাসি—"মহারাজ্ঞি! মম
হইয়াছে গুরু দণ্ড; কেন দণ্ড আর?
দেহ ভিক্ষা ছবিখানি"

বিনিময়ে তার

কি দিবে?

সপত্নী এক।

এক লক্ষ আর।

কত তারা ছায়াতলে থাকে চন্দ্রিকার।
মহিষী চলিলা গর্ব্বে। স্থির দুনয়নে
অবলম্বি বৃক্ষ এক দেখিলা অর্জ্জুন
ধীরে তিন শশিকলা বন-অন্তরালে
গেলা অস্ত। বৃক্ষ হতে পড়িল ভূতলে
এ কি অকস্মাৎ? পার্থ দেখিলা চমকি
ভীষণ উরগ এক পড়ি পদতলে
বিদ্ধফণা তীক্ষ্ণ শরে। দিক লক্ষ্য করি
গেলে পার্থ কিছু দূর, দেখিলা বিস্ময়ে
কিশোরবয়স্ক এক বালক সুন্দর
কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, ধনুর্ব্বাণ করে।
"দেখিতে বালক তুমি"—কহিলা অর্জ্জুন—
"কিন্তু যে কৌশলে বিদ্ধি ভীষণ উরগে
রক্ষিলে জীবন মম, মানিনু বিস্ময়,—
অসামান্য শিক্ষা তব! কি নাম তোমার?

আসিয়াছ কেন হেথা, আসিলে কেমনে ?
দিয়াছ জীবন মম কি দিব তোমায় ?”
জানু পাতি করযোড়ে পড়ি পদতলে
সম্ভ্রমে কহিল যুবা—“বীরচূড়ামণি !
মৃগয়া হইতে তব পদ অনুসরি
আসিয়াছে এই দাস ; শৈল নাম তার ;
সেবিবে চরণাম্বুজ, ভিক্ষা চাহে আর।”

—:*:—

সপ্তম সর্গ।

—:*:—

পূর্ব্বস্মৃতি।

শারদীয় শুক্লাষ্টমী। সন্ধ্যা সুশীতল
ধীরে মিশাইছে ছায়া কাঞ্চন বিভায়
দিবসান্তে আতপের ;—মিশিতেছে ধীরে
সুখশান্তি ছায়া যেন সন্তাপ-শিখায়।
উঠিছে পূর্ব্বে ভাসি ধীরে নীলতর
নীলাম্বর ; নীলাম্বরে শুক্ল শশধর।
শারদীয় শুক্লাষ্টমী। কৃষ্ণের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সেই রজত-তিলক
প্রকৃতিললাটে,—স্থির নীলিমা-সাগরে
শুক্ল ফেণাখণ্ড যেন। পার্শ্বের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সান্ধ্য নীলাম্বরতলে
সায়াহ্ন ভূধরশোভা, প্রীতিফুল্ল মন ;—

পুরশৃঙ্গ পূর্ব্ব প্রান্তে বসিয়া দুজন।
"কেশব!"—ফিরায়ে মুখ বলিলা ফাল্গুনী,
"শুনিয়াছি জনরব সহস্র জিহ্বায়
কহিতে সহস্ররূপে জীবন তোমার।
বড় সাধ শুনি সেই অদ্ভুত কাহিনী
তব মুখে; সেই সাধ পূরাও আমার।
সেই বাল্যক্রীড়া, সেই কৈশোর প্রমোদ,
যৌবনের সে বীরত্ব, দেবত্ব তোমার,
সর্ব্বশেষ প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার
রৈবতকে এ অভেদ্য দুর্গের নির্ম্মাণ,
সিন্ধুগর্ভে দ্বারবতী অলকা সমান,—
অদ্ভুত কাহিনী সব! আকুল এ মন
শুনিতে তোমার মুখে; কহ নরোত্তম,
কহ লীলাপূর্ণ তব বিগত জীবন।"
কানন কাকলীপূর্ণ; বিহঙ্গনিচয়
গাইতেছে বৃক্ষে বৃক্ষে; পালে পালে পালে
গোদল মহিষদল ফিরিছে আলয়।
তাহাদের হাম্বা রব গল-ঘণ্টা-ধ্বনি,
রাখালের উচ্চ বংশীরবে সম্ভাষণ;
ইন্ধনবাহিনী ইন্দুমুখীর সঙ্গীত;
হলবাহী অন্যমনা কৃষকের গীত;—
দূরবাহী শৈলানিলে মধুর হইয়া
করিতেছে গিরিশৃঙ্গে অমৃত বর্ষণ।
একটি উপলখণ্ডে পৃষ্ঠ হেলাইয়া
কেশব বসিয়া; স্থির বিশাল নয়নে
নীরবে দেখিতেছিল শুক্ল শশধর,—

ক্রমে শুক্লতর ! সেই রজত-দর্পণে
রয়েছে বিম্বিত যেন বিগত জীবন।
নীরবে শুনিতেছিলা,—কাকলীর স্বনে
বিগত জীবন যেন হতেছে কীর্ত্তন।
সে গোপাল, সে রাখাল, গীত সুললিত,—
হতেছিল যেন সেই কাব্য অভিনীত।
"অদ্ভুত কাহিনী"—ধীরে ঈষৎ হাসিয়া
উত্তরিলা—"সত্য পার্থ, অদ্ভুত-কাহিনী
আমার জীবন। মিলি শত্রু মিত্র সব
করেছে অদ্ভুততর ; পার্থ, সর্ব্বশেষ
করেছে অদ্ভুততম অন্ধ জনরব।
কিন্তু ধনঞ্জয়, এই মহা বিশ্ব ক্ষেত্রে
কি নহে অদ্ভুত বল ? 'অনন্ত সংসারে'
অসংখ্য কুসুম মাঝে একটি কুসুম,
--ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—শোভা-সৌরভ-বিহীন,
কোথায় যে অরণ্যের নিভৃত কোণায়
ফুটিয়া ঝরিছে হায় ! অনন্ত নক্ষত্রে
খচিত অনন্ত ওই গগনের তলে,
অসংখ্য জোনাকিমাঝে, একটি জোনাকি
কোথায় যে প্রান্তরের নিভৃত আধারে
জলিয়া নিবেছে হায় ! অনন্ত জগতে
সংখ্যাতীত পরমাণু, কোথা যে একটি
ক্ষুদ্রতম পরমাণু রহিয়াছে পড়ি
অনন্ত সিন্ধুর গর্ভে ; অনন্ত সাগরে
অসংখ্য তরঙ্গমাঝে কোথায় নীরবে
ক্ষুদ্র জলবিম্ব এক সিন্ধু বিলোড়নে

ফুটিয়া মিশিছে হায় ; তাহার জীবন
নহে কি অদ্ভুত পার্থ ! তাহারাও এই
নর-জ্ঞানাতীত, এই বিস্ময় পূরিত,
অনন্ত বিশ্বের অংশ। অহো কি রহস্য !
এই মহাসৃষ্টিযন্ত্রে তাহারাও হায় !
কোনো গূঢ় কার্য্য ধ্রুব করিছে সাধিত
অচিন্ত্য ; নিষ্ফল সৃষ্টি নহে বিধাতার।
ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র এক মানব হইতে
হতেছে তেমতি কোনো কার্য্যের সাধন
নহে যাহা ক্ষুদ্র নর-জ্ঞানের অধীন।
ভাব যদি এইরূপ, ভাব যদি মনে,
যেই মহারঙ্গভূমে সৌর-জগতের
হতেছে অনন্তব্যাপী মহা অভিনয়
অনন্ত কালের তরে, তুমিও তথায়
করিতেছ রূপান্তরে কত অভিনয়।

অনন্ত কালের তরে, আত্মগরিমায়
ভরিবে হৃদয়, পার্থ। তখন তোমায়
পতঙ্গ বলিয়া আর নাহি হবে জ্ঞান।
তখন,—অনন্ত এই অভিনয়স্থানে,
অনন্ত এ অভিনয়ে, তুমিও অনন্ত
অভিনেতা কি অদ্ভুত মধ্যম জীবনে
দাঁড়াইয়া এস তবে দেখি, ধনঞ্জয়,
পশ্চাৎ ফিরায়ে মুখ,—দেখি ভবিষ্যৎ
জীবনের ছায়া ভূত জীবন দর্পণে।
দেখি তাহে জীবনের কর্ত্তব্যের রেখা
পড়িয়াছে কোন রূপ ; জীবন-তরণী

সেই রেখা অনুসারি দিব ভাসাইয়া।
ঝটিকা তাড়িত যেই অরণ্য অর্ণব,
বিশাল ভূধরমালা হইয়াছি পার,
দেখিয়া হৃদয়ে, পার্থ, পাইব শকতি
দেখিয়াছি মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত
যেই সুখ-স্নেহ-মুখ—নির্ম্মল, শীতল,—
করিবেক ভবিষ্যৎ আশায় পূরিত।
এস তবে, ধনঞ্জয়, রাখিব লিখিয়া
প্রশস্ত হৃদয়ে তব, বীরচূড়ামণি,
আজি মম জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস,—
শত্রুর অযথা নিন্দা, মূর্খতা মিত্রের,
সত্যের বিমলালোকে হইবে বিনাশ।

"স্থান বৃন্দাবন; কুঞ্জ যমুনার তীর;
সন্তাপ-হারিণী শান্ত বরিষার শেষ;—
খুলিল জীবন কাব্য। প্রথমাঙ্কে তার
অভিনেতা,—পিতা নন্দ, জননী যশোদা,
সহচর দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
শুনেছি শৈশবে, ছাড়ি গোকুল নগর
নানা অমঙ্গল ভয়ে ভীত গোপগণ
প্রবেশিল বৃন্দাবনে নবীন কানন;—
অস্পৃষ্ট নবীন তৃণপল্লবে শ্যামল,
অশ্রান্ত যমুনানিলে সতত শীতল।
গোবর্দ্ধনপদমূলে, যমুনার কূলে,
তরুলতা-সুশোভিত সেই বৃন্দাবনে,
শৈশবের উষা-অন্তে, হইল আমার
প্রকৃতি-প্রভাত সনে জীবন প্রভাত।

"জীবনে প্রথম স্মৃতি—প্রভাতে জননী
বাঁধিয়া মস্তকে ক্ষুদ্র চূড়া মনোহর,
সাজায়ে বিচিত্র বাসে ক্ষুদ্র কলেবর,
খাওয়াইয়া সর ননী, চুম্বিয়া বদন,
বলিতেন—'যাও বাছা কর গোচারণ।'
শুনিতাম, শিঙ্গাস্বরে শ্রীদাম বলাই,
ডাকিতেছে—'আয় আয় আয়রে কানাই!'
দেখিতাম হাম্বা রবে ডাকি গাভীগণ
চেয়ে আছে মুখ পানে স্থির দু' নয়ন।
পাঁচনি দক্ষিণ করে, বাম করে বেণু,
পৃষ্ঠে শৃঙ্গ, যাইতাম চরাইতে ধেনু।
গোপাল, মহিষপাল বিচিত্র-বরণ,
অজ মেষ নানা জাতি, উড়াইয়া ধূলি
যাইত; ছুটিত বেগে ক্ষুদ্র পুচ্ছ তুলি
বৎসগণ; যাইতাম নাচিয়া নাচিয়া
পিছে পিছে দুই ভাই বেণু বাজাইয়া।
শত শত শৃঙ্গ বেণু উঠিত বাজিয়া,
শত শত গোপশিশু মিলিত আসিয়া
নিজ নিজ পাল সহ, সেই সম্ভাষণে,
নবীন উৎসাহে সবে পশিতাম বনে।
সকলি নবীন; নীল নবীন গগনে
হাসিত নবীন রবি, নীলিমা নবীন
ভাসিত কালিন্দী-নীল-নবীন-জীবনে।
নবীন প্রভাতানিল বহিত কাননে
নবীন পল্লবে চুম্বি নবীন শিশির,
নবীন কুসুমরাশি চুম্বি গোবর্দ্ধনে

নবীন কিরণে ধৌত সৌন্দর্য্য নবীন।
প্রকৃতির নবীনতা সন্থ সুধাময়
প্রভাতে করিত পূর্ণ নবীন হৃদয়।
"পশিয়া নিবিড় বনে আনন্দে গোপাল,
শ্যাম-মকমল-সম তৃণ সুকোমলে,
চরিত আপন মনে ; আপনার মনে,
গাইতাম, খেলিতাম গোপাল আমরা।
সেই গীত, ক্রীড়া- হাস্য, মধুর পঞ্চমে,
অনুকরি গোবর্দ্ধন আপনার মনে
গাইত, হাসিত যত, ব্যঙ্গ করি' তত
গাইতাম হাসিতাম আনন্দে আমরা।
'কুশল ত গোবর্দ্ধন !—প্রভাতে আসিয়া
জিজ্ঞাসিলে গিরিবরে,—ত্রস্তে গিরিবর
'কুশল ত গোপগণ !'—করিত উত্তর।
শাখায় শাখায় কভু শাখা-মৃগ মত
ছুটিতাম খেদাইয়া একে অন্য জনে,
দুলিতাম কভু শাখে ফল ফুল মত,
কভু খাইতাম ফল ; আবার কখন
করিতাম মধ্যাহ্নের তাপ নিবারণ
নিবিড় ছায়ায়। তুলি কভু বনফুল
সাজিতাম বনমালী : কভু শৃঙ্গে উঠি
দেখিতাম বৃন্দাবন বিশাল কানন,
যেন ক্ষুদ্র উপবন ; রহিয়াছে ফুটি
তৃণাহারী নানা জীব পুষ্পের মতন।
পুণ্য অদ্রি-পদতলে পবিত্র সুন্দর
পুষ্পপাত্র বৃন্দাবন ! সৌধ-সুশোভিত

শোভিত মথুরাপুরী নৈবেদ্যের মত।
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টি ত্রিবলী সুন্দরী
শোভিত যমুনা; দুই যূথিকা-মালার
মধ্যে সুশোভিতা মালা অপরাজিতার।
"সায়াহ্নে আবার বন হইত পূরিত
সুগভীর শৃঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।
'শামলী', 'ধবলী', 'লালী' ?—বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ; আসিত ছুটিয়া
'শামলী' 'ধবলী', 'লালী', লইয়া বদনে
অভুক্ত তৃণের গ্রাস; ঘ্রাণিত আদরে
আপন রাখাল-দেহ;—কত মনোহর
সে নীরব কৃতজ্ঞতা, নির্ব্বাক উত্তর!
উড়াইয়া ধূলি, খণ্ড-জলধর মত
চলিত মন্থরে গৃহে পালে পালে পালে।
মন্দ মন্দ গরজন ঘন হাম্বা রব,
বিজুলী রাখালবালা, গোপশিশুগণ
নাচাইয়া ধড়া চূড়া, পক্ষ প্রসারিত
শোভিত আবদ্ধ হার বলাকার মত।
আসি স্নেহময়ী মাতা যশোদা আপনি
গৃহের বাহিরে, ঝাড়ি ক্ষুদ্র কলেবর,
কহিতেন—'বাছা মোর ননীর পুতুল,
পড়িছে ঝরিয়া যেন গোচারণশ্রমে।
ছাড়িয়া মায়ের কোল থাকিস কেমনে
কণ্টক-কাননে, যাদু? আমি অভাগিনী
থাকি সারা দিন তোর পথ নিরখিয়া
বৎসহীনা গাভী মত!' চুম্বিতেন মাতা

সিক্ত নেত্রে; চুম্বিতাম মায়ের বদন
—স্নেহের ত্রিদিব সেই! সস্নেহে যেমন
চুম্বে পরস্পরে পদ্ম সান্ধ্য সমীরণ।
কত কি যে রাখিতেন তুলিয়া আদরে,
খাইতাম কত কি যে; দুই ভাই মিলি
কহিতাম কত কথা; শুনিতে শুনিতে
কতই সরল গীত, স্নেহসম্ভাষণ,
পড়িতাম ঘুমাইয়া আনন্দে অধীর
স্নেহের ত্রিদিব সেই অঙ্কে জননীর।
"দশম বৎসর যবে, যমুনার তীরে
একদা মধ্যাহ্নে বসি ভাই দুইজন
একটি বকুলমূলে, শান্ত নীল নীরে
দেখিতেছি নভোনিভ শান্ত নীলিমায়
মধ্যাহ্ন কিরণখেলা। ক্ষুদ্র উর্ম্মিগণ
সুবর্ণ শফরী মত খেলিছে কেমন
সংখ্যাতীত! অকস্মাৎ দেখিনু সম্মুখে
যদুকুল-পুরোহিত গর্গ মহামতি!
মার্জ্জিত রজত সম শ্বেত শ্মশ্রুজালে
শোভিতেছে, শ্বেত আলুলায়িত কুন্তলে,
বিভূতিমণ্ডিত শ্বেত প্রসন্ন বদন,
শারদ-জলদাবৃত শশাঙ্ক যেমন।
শ্বেত পরিধান, শ্বেত উত্তরীয় বুকে,
শ্বেত মর্ম্মরের মূর্ত্তি স্থাপিত সম্মুখে।
পদতলে যমুনার বেলা মনোহর,
শ্বেত মর্ম্মরের বেদী পবিত্র সুন্দর।
দেখিতেছি স্থিরভাবে চাহি মম পানে

আরম্ভিলা—“বৎস, কৃষ্ণ! যেই গ্রহগণ
আছে ঝলসিত তব অদৃষ্ট বিমানে
তব পরিণাম, বৎস, নহে গোচারণ।
জন্মি আর্য্য-হিমাদ্রির সর্ব্বোচ্চ শেখরে
দুই কীর্ত্তিস্রোতস্বতী দুইটী নির্ঝরে,
উড়াইয়া বিঘ্নরূপী শত ঐরাবত,
বিদারিয়া প্রতিকূল শৃঙ্গ শত শত,
গঙ্গা যমুনার মত তটিনী যুগল
মিলিবেক অদ্ধপথে;—সেই সম্মিলন
মানবের মহাতীর্থ! স্রোত সম্মিলিত
ছুটিবে অপ্রতিহত, করিয়া বিলীন
শত শত কীর্ত্তিস্রোত, করিয়া মোচন
দলিত ধরার ভার, হইবে পতিত
মানবের অদৃষ্টের মহা পারাবারে—
অনন্ত অতলস্পর্শ! ব্যাপি ভবিষ্যৎ
ঢালিবেক শত মুখে অজস্র ধারায়
পতিত-পাবন সুধা অনন্ত অমৃত।
তব গোচারণক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা;
সমগ্র মানবজাতি গোপাল তোমার;
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হয়ে দিকহারা
দেখি পদচিহ্ন, শুনি বেণুর ঝঙ্কার।
স্থির ভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিয়া মিলিত—
নর-নারায়ণ-মূর্ত্তি!—রহিবে সতত
সর্ব্বধ্বংসী কালস্রোতে হিমাদ্রির মত।
গ্রহগণ মিথ্যাবাদী নহে কদাচন!
মহাব্রতে ব্রতী তুমি! আইস, গোপাল,

আজি শুভক্ষণে আমি করিব দীক্ষিত
পূত যমুনার জলে নিভৃতে দুজনে।
শস্ত্রে, শাস্ত্রে, যথাবিধি করিব শিক্ষিত
উভয়ে নিভৃতে; বৎস! গোপের কুমার,
তোমাদের অধ্যয়নে নাহি অধিকার!'
এ কি ভবিষ্যদ্বাণী। মধ্যম জীবনে
যাহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিনি এখনো,
শিশু গোরক্ষক তাহা বুঝিবে কেমনে?
অবগাহি যমুনার পবিত্র সলিলে,
পড়ি দুই ভাই দুই চরণে ঋষির
করিলাম প্রণিপাত। পবিত্র সলিলে,
চাহি আকাশের পানে গলদশ্রুনীরে,
করিলেন সংস্কার; ভাই দুই জন
পাইলাম যেন, পার্থ, নবীন জীবন।
গোচারণ-অবসরে, অদূর আশ্রমে
মহর্ষির, শিখিতাম নিভৃতে উভয়ে
নানা শস্ত্র, নানা শাস্ত্র। সেই শিক্ষাবলে

শুনিয়াছ ধনঞ্জয় কৈশোরে কেমনে
বধিলাম অঘ, বক, প্রলম্ব, পূতনা,
হিংসাকারী পশু পক্ষী; অনার্য্য তস্কর
করিলাম কোন মতে কালীয় দমন,—
মহাপরাক্রমী নাগ, ভয়েতে যাহার
গোপ গাভী না পারিত ভ্রমিতে কাননে
নির্ভয়ে, করিতে পান যমুনার জল।
কিশোর বয়স যবে, পার্থ, এক দিন
পশিয়াছি গোচারণে নিবিড় কাননে

বহু দূর। অকস্মাৎ ছাইল গগন
নিবিড় জলদজাল, হইল পতিত
ঘোর সন্ধ্যা-ছায়া যেন কাননশোভায়
তট-বিঘাতিনী দূর-সিন্ধুর নির্ঘোষে
আসিতেছে বারিধারা; দুই চারি দশ—
পড়িতে লাগিল ফোঁটা; ছুটিল গোপাল
হাম্বারবে উচ্চপুচ্ছে তরুর আশ্রয়ে।
আমরা রাখালগণ বালক বালিকা—
কেহ গিরিকোটরেতে, কেহ তরুতলে—
প্রশস্ত পল্লবছত্রে—লইনু আশ্রয়।
কেহ বনকদলীর, কচুর, পাতায়
নিবারিছে বৃষ্টিধারা, মেঘ প্রস্রবণ
অবিরল জলধারা করিছে বর্ষণ!
সেই ঘন বরিষণ; ঘন গরজন;
প্রতিধ্বনি শৃঙ্গে শৃঙ্গে; শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘ
মেঘেতে বিজলীখেলা; সজল সে হাসি;
গিরিবাহী প্রপাতের আনন্দ-উচ্ছ্বাস;
সদ্যঃস্নাত কাননের, পরিমলময়,
সুশীতল মন্দ শ্বাস;—করিল হৃদয়
উচ্ছ্বসিত, সুবাসিত, প্লাবিত, পূর্ণিত।
কোটরেতে পার্শ্বে সঙ্গী সঙ্গিনী বসিয়া
বর্ষিতেছে কত মত মেঘের কাহিনী
প্লাবি সেই গিরি-কক্ষ। কহিতেছে কেহ
ইন্দ্র গজযূথ যবে চরান আকাশে,
ডাকে হস্তী, বর্ষে শুণ্ড; বিজলী-সঞ্চার—
রাখাল ইন্দ্রের স্বর্ণ-বেত্রের প্রহার!

একটি বালিকা ধরি চিবুক আমার।
বলিল—'গোপাল দেখ ওই গিরিশিরে,
ইন্দ্রের একটি হস্তী রয়েছে বসিয়া,—
হস্তী মেঘ; শুণ্ড তার সলিলপ্রপাত।'

"থামিল বর্ষণ; বেলা তৃতীয় প্রহর
হাসিল কাননশোভা সজলা শ্যামলা।
মেঘমুক্ত রবি-করে। কাতরে আমারে
বলিল রাখালগণ—'গোষ্ঠ বহুদূর
কি খাইব বল প্রাণ ক্ষুধায় আকুল।'
দেখিনু অদূরে বহু ঋষির আশ্রম;
বলিলাম—'ভিক্ষা তরে যাও সখাগণ।'
ব্রাহ্মণ যজ্ঞের অন্ন না দিবে রাখালে—
নীচ গোপজাতি! শ্রান্ত বালক বালিকা
অপমানে ম্লানমুখে আসিল ফিরিয়া।
ক্রোধে বলরাম গর্জ্জি বলিলা তখন—
'লুটিব আশ্রম চল।' নিবারিয়া তাঁরে
কহিনু—'গোপনে ঋষিপত্নীগণ কাছে
চাহ গিয়া ভিক্ষা সবে। রমণী-হৃদয়,
শৈলময় সংসারের জাহ্নবী আলয়,
দ্রবিল; বহিলা গঙ্গা,—ঋষিপত্নীগণ,
দেখিতে অসুর-ত্রাস কৃষ্ণ বলরাম,
গোপনেতে অন্ন সহ আসিয়া কাননে
করিলেন শিশুদের ক্ষুধা নিবারণ।
সেই দয়া, সেই প্রীতি, স্নেহ-পারাবার,—
কাননে দ্বিতীয় বর্ষা হইল সঞ্চার!
চিকুর প্রপাত মেঘ; বিজলী সে হাসি;

সুশীতল বারিধারা স্নেহ সুধারাশি।
কেবল দুইটি শিশু না করিল পান
বারিবিন্দু! কে তাহারা? কৃষ্ণ, বলরাম!
"একাকী নির্জ্জনে এক তরুর ছায়ায়,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি, জীবনের ভাবনা প্রথম,—
একই মানব সব, একই শরীর,
একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল;
জন্ম মৃত্যু একরূপ; তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ?
চারি বর্ণ; চারি বেদ; দেবতা তেত্রিশ;
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর;
জন্ম মৃত্যু; ধর্ম্মাধর্ম্ম;—ভাবিতে ভাবিতে
হইলাম তন্দ্রাগত! ক্রমে দিঙ্মণ্ডল
কোটী কোটী চন্দ্রালোকে উঠিল ভাসিয়া।
দেখিলাম সুশীতল আলোক-সাগরে
শোভিছে সহস্রদল। মৃণাল তাহার
ক্ষুদ্র বসুন্ধরা শ্যামা, রয়েছে স্থাপিত
অনন্ত আলোক-গর্ভে। শতদল-দল
শোভিতেছে সংখ্যাতীত সবিতৃমণ্ডল।
নয়নে লাগিল ধাঁধা! দেখিলাম যেন
বিরাট-মূরতি এক পদ্মে অধিষ্ঠিত।
চতুর্ভুজ, চতুর্দ্দিক; শোভিতেছে করে
শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম; শোভে সমুজ্জ্বল
কিরণ কিরীট হার কুণ্ডল কেয়ূর;

কিরণের পীতবাস, অনন্ত অসীম,
নীলমণিময় সেই মহা কলেবরে,—
কিরণের উৎস সেই কিরণ-সাগরে।
অনন্ত অচিন্ত্য এক শকতি মহান্
সেই মহাবপুঃ হতে হইয়া নিঃসৃত,
রবি-করে করে যথা স্ফটিক দীপিত,
করিতেছে মহাপদ্ম নিত্য বিমথিত।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র পরমাণু তার
হইতেছে রূপান্তর; কিন্তু অনির্ব্বাণ,
প্রভাকর-কর স্বচ্ছ স্ফটিকে যেমতি,
সেই জ্ঞানাতীত শক্তি, সেই মহাপ্রাণ,
অবিচ্ছিন্ন সর্ব্বত্রই আছে বিদ্যমান,
করিয়া অচিন্ত্য এক একত্ববিধান!
হইল বিরাট ধ্বনি—দেখ, অন্ধ নর!
প্রকৃতির পুরুষের মহা সম্মিলন,—
একমেবাদ্বিতীয়ং!—পূর্ণ সনাতন!
প্রকৃতি পদ্মিনী; শক্তিরূপী নারায়ণ,—
নরের আশ্রয়, বিষ্ণু, সর্ব্বভূতময়!
উভয় অনন্ত নিত্য, উভয় অব্যয়!
জন্ম মৃত্যু রূপান্তর। দেখ অধিষ্ঠিত
বিশ্বাম্বুজে বিশ্বেশ্বর! হতেছে স্থাপিত
জ্ঞান পাঞ্চজন্যে নীতিচক্র সুদর্শন।
নীতির লঙ্ঘন-পাপ হতেছে দণ্ডিত
ভীষণ গদায়; পুণ্য নীতির পালন
শত-সুখ-শতদল করিছে বর্দ্ধন!
শুনিলাম—'এক জাতি মানব সকল;

এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম ;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয় ;
একমাত্র মহাযজ্ঞ,—স্বধর্ম্মসাধন '
যজ্ঞেশ্বর—নারায়ণ। সন্দিগ্ধ মানব !
আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে হও অগ্রসর
দেখিয়া কর্ত্তব্য রেখা জ্ঞানের আলোকে,
বিস্তৃত সম্মুখে পুণ্যা ভাগীরথী মত ;
সুদর্শন নীতিচক্র নমি ভক্তিভরে,
কর্ম্মস্রোতে জীবতরী দেও ভাসাইয়া।'
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে শতদল-দল
মিশাইল গ্রহে গ্রহে ; মৃণাল, ধরায় ;
নীল অনন্তের সনে নীল কলেবর।
সুখ-স্বপ্ন শেষে শিশু জননীর কোলে
জাগিয়া,যেমতি দেখে মায়ের বদন
প্রেমপূর্ণ ; দেখিলাম জাগিয়া তেমতি
বন-প্রকৃতির মুখ, প্রীতি-পারাবার।
কি এক নবীন শোভা আলোক নবীন,
কিবা এক কোমলতা, শান্তি পবিত্রতা,
পড়িতেছে উছলিয়া। বালক-হৃদয়,
বালকের ক্ষুদ্র প্রাণ, গেল মিশাইয়া,
সেই প্রকৃতির সনে ; মিশিল তুষার
অনন্ত সলিলে ; গীত, যন্ত্রের সুতানে
হইল মধুরে লয় ! সমস্ত জগৎ
আমার শরীর। আহা ! সমস্ত প্রাণীতে
আমার হৃদয়, প্রাণ। গাইল সমীর
কি যেন গভীর গীত ! কহিল প্রকৃতি

কি যেন গভীর কথা ! ভরিল হৃদয়
কি উচ্ছ্বাসে, কি উৎসাহে ! জানু পাতি ভূমে
বহুক্ষণ রহিলাম কি যেন চাহিয়া
অনন্ত আকাশপটে ! অশ্রু দুই ধারা
নীরবে বহিতেছিল—যমুনা, জাহ্নবী।
'কৃষ্ণ'—কে ডাকিল ? ত্রস্তে ফিরায়ে নয়ন
দেখিনু অসুর এক স্তম্ভিতের মত
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে মম। লইনু সাপটি
শরাসন। স্থিরমূর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া
কহিল—'বীরেন্দ্র ! ত্যাগ কর শরাসন,
নহি শত্রু আমি তব ! অন্যথা তোমার
হইত না নিদ্রাভঙ্গ আজি কদাচন।
চাহি সন্ধি ; নহে যুদ্ধ কামনা আমার।
'শুনিয়াছ তুমি, কৃষ্ণ, দুরন্ত কংসের
ব্যভিচার ?'

আমি। শুনিয়াছি

অসুর। এস তবে মিলি
শার্দ্দূলের রক্ততৃষা করি নিবারণ।

আমি। কংস মথুরার পতি ; গোরক্ষক আমি ;—
পতঙ্গ হিমাদ্রি কাছে !

অসুর। যেই পরাক্রম
কাননের অঙ্কে অঙ্কে হয়েছে অঙ্কিত,
নাগেন্দ্র কালীয়বক্ষে, অসুর-হৃদয়ে,—
নহে পতঙ্গের তাহা।

আমি। অসহায় আমি !

অসুর। হইব সহায়। হবে সহায় তোমার

গোপজাতি যথা তথা, শতসংখ্যাতীত।
সমগ্র মথুরাবাসী।

আমি। বিনা দেবকীর
অষ্টম গর্ভের পুত্র, শুনেছি অসুর,
অবধ্য অন্যের কংস।

অসুর। কোথায় সে শিশু?

আমি। শুনিয়াছি নাগরাজ বাসুকি আপনি
রাখিয়াছে লুকাইয়া।

অসুর। তাঁর পুত্র আমি!
হইলাম প্রতিশ্রুত করিব না আর
নাগজাতি বিদলিত। কাঁদিত হৃদয়
উগ্রসেন কারাবাসে; কাঁদিত সতত
বসুদেব দেবকীর নিদারুণ শোকে;—
মানব-হৃদয়-ধর্ম্ম, রহস্য নিগূঢ়,
কে বুঝিতে পারে আহা! হইনু দীক্ষিত
মথুরা-উদ্ধার-ব্রতে; কর্ত্তব্যের রেখা
স্বপ্নাদিষ্ট দেখিলাম অঙ্কিত হৃদয়ে।
"অনুসারি সেই রেখা, হইয়া চালিত
কি অজ্ঞাত শক্তিবলে বলিতে না পারি,
ভাঙ্গিলাম ইন্দ্রযজ্ঞ। করিনু প্রচার,—
'কেবা ইন্দ্র? বর্ষে মেঘ স্বভাবে চালিত,
সঞ্জীবনী সুধারাশি; স্বভাবে চালিত
ভ্রমে রবি, শশী, তারা; বহে সমীরণ।
স্বভাব-নিয়ন্তা এক বিষ্ণু বিশ্বেশ্বর;
'স্বভাবের অনুবর্ত্তী বিশ্ব চরাচর।'
গোপালন আমাদের স্বভাব সুন্দর

গোব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধন পূজ্য আমাদের।
পূজ তাহাদের, কর স্বধর্ম্ম-পালন;
পূজি বিশ্ব, পূজ বিশ্বরূপ নারায়ণ।
ভাদ্র মাস; যমুনার সত্তোবিপ্লাবিত,
সত্ত বরিষায় ধৌত, সত্ত সুসজ্জিত
স্বভাব-মন্দিরে, উচ্চ স্বভাবের বেদী
পুণ্য গোবর্দ্ধনশিরে, হইল স্থাপিত
স্বপ্নদৃষ্ট মহামূর্ত্তি! হলো প্রতিষ্ঠিত
গোপদের নিরমল হৃদয়গগনে
বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ নক্ষত্রের মত।
ইন্দ্র-উপাসক অজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল
অন্ধ অনুচর সৈন্যে, মেঘমালা মত,
আচ্ছাদিল গোবর্দ্ধন; করিল বর্ষণ
শরজাল অনিবার মুষলধারায়।
কি যে শক্তি নারায়ণ করিলা প্রদান
অশিক্ষিত গোরক্ষকে করিয়া সহায়
বলদেব, গোপগণ, সপ্ত দিবানিশি
মূঢ় ইন্দ্র-উপাসক সৈন্য প্রতিকূলে
বাহুবলে গোবর্দ্ধন করিনু ধারণ।
সপ্ত দিন শত্রুগণ হইয়া মথিত
গোপমথনের দণ্ডে, পৃষ্ঠ দেখাইয়া
পলাইল বায়ুভরে মেঘদল যথা!
বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধ্বজা হইল স্থাপিত
গোবর্দ্ধন শিরে পার্থ; উড়িল আকাশে
সুনীল পতাকা বক্ষে শ্বেত সুদর্শন।
সেই পুণ্য পতাকার ছায়া সুশীতল

করিবে কি আচ্ছাদিত সমস্ত ভারত
আ-হিমাদ্রি-পারাবার? হইয়া স্থাপিত
ভারতসাম্রাজ্যগর্ভে ধ্বজা দণ্ড তার,
পতিত ভারতবর্ষ করিবে উদ্ধার?
সে দিন হইতে সেই কিশোর গোপাল
হইল সরল গোপ-আরাধ্য ঈশ্বর।
সে দিন হইতে সেই ভক্তি-প্রস্রবণ
বহিতে লাগিল, গোপ গোপাঙ্গনাগণ
গেল ভাসি সেই স্রোতে, ভাসিলাম আমি
সরল ভক্তির সেই প্রথম উচ্ছ্বাসে।
"গেল বর্ষা, ধনঞ্জয়! আসিল শরৎ।
মেঘভাঙ্গা পৌর্ণমাসী কত মনোহর
নীল যমুনার তীরে, শ্যাম বৃন্দাবনে।
ঈষৎ ঈষৎ হাসি আসিল যখন
শরতের সুশীতল সুচন্দ্র শর্ব্বরী,
যূথিকা জ্যোৎস্নামাখা কাননবিতানে
যূথিকা জ্যোৎস্নারূপা গোপাঙ্গনা সহ,
রাসোৎসবে গোপগণ হইল মগন।
বনফলে বনফুলে, ফুল্ল শতদলে,
ফুল্ল যমুনার জলে, হইলা পূজিত
নারায়ণ শতদল-আসনে আসীন।
বন-শোভা ফুল্ল ফলে নবীন পল্লবে
নির্ম্মিত মন্দির সন্ত; মধ্যস্থলে তার
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত বেদীর উপরে
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত মূরতি সুন্দর।
মিলি নরনারী শিশু মাতি সংকীর্ত্তনে

গাইতেছে 'হরিনাম' আনন্দে মধুরে ;
সরল পবিত্র কণ্ঠ প্লাবিছে প্রাঙ্গণ,
প্লাবিছে যমুনাগর্ভ, মধ্যাহ্ন গগন।
প্রেমেতে অধীর নরনারী সংখ্যাতীত
কেহ বা মূৰ্চ্ছিত, কেহ আকুল হৃদয়ে
সেই হরিনামামৃত করিতেছে পান।
বৃদ্ধে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়ে প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী,
কিশোর কিশোরী, করে ধরাধরি করি
অধীর অধীর প্রেমে বেষ্টিয়া আমারে
নাচিতেছে চক্রে চক্রে, শত পুষ্পহার
ভাসিছে জ্যোৎস্নাস্নাত যমুনাপুলিনে,
সঙ্কীর্ত্তন তালে তালে ; নাচিতেছি আমি
অধরে মধুর বাঁশী, আত্ম আত্মহারা।
"প্লাবিয়া সঙ্গীত-পূর্ণ আনন্দের ধ্বনি,
শারদ-কৌমুদী-ধৌত নির্ম্মল গগনে
সহসা ধ্বনিল শঙ্খ ; সুদর্শনরূপে
চলিল সুধাংশু আগে ; চলিলাম আমি
স্বপনে চালিত ক্ষুদ্র বালকের মত
আত্মহারা ; পশিলাম নিবিড় কাননে।
মিশাইল শঙ্খধ্বনি, মিশাইল ধীরে
সুদর্শন সুধাংশুতে, সুধাংশু আকাশে,—
মূর্চ্ছিত হইয়া পার্থ পড়িনু ভূতলে।
তৃতীয় প্রহর নিশি মূৰ্চ্ছান্তে অর্জ্জুন।
দেখিলাম যমুনার পুলিনে বিবশা
আত্মহারা গোপাঙ্গনা খুঁজিছে আমায়
জননী যশোদা সহ উন্মাদিনী প্রায়।

আমাকে পাইয়া পুনঃ প্রেমেতে অধীরা
নাচিতে লাগিল সবে ধরি করে কর
মম নাম কীর্ত্তি গান গাইয়া গাইয়া,
পড়িল পুলিনে কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া।
কেহ দাসীভাবে মম সেবিল চরণ;
কেহ মাতৃস্নেহে মম চুম্বিল বদন;
কেহ সখীভাবে বক্ষে করিল ধারণ;
কেহ বা বিবশা প্রেমে দিল আলিঙ্গন।
পতি পুত্র পিতা মাতা ভুলেছে আলয়,
আমি পতি, আমি পুত্র, যথা প্রেমময়।
সেই ভক্তি, সেই প্রেম,—ভক্তির চরম,
কিশোর শিশুতে সেই আত্ম-সমর্পণ,
নাহি জ্ঞান, নাহি ইচ্ছা, হৃদয় তন্ময়;—
অর্জ্জুন! ধর্ম্মের ক্ষেত্র রমণী-হৃদয়!
হেমন্তে সামন্ত সজ্জা করিতে করিতে
পাতালে সিন্ধুর তরে, আসিল বসন্ত
সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ। হাসিল কানন;
গাইল বিহঙ্গকুল; ফুটিল কুসুম
স্তবকে স্তবকে; ধীরে বহিতে লাগিল
নবীন উৎসাহ ঢালি দক্ষিণ অনিল।
আসিল বসন্ত পার্থ; দেখিতে দেখিতে
বসন্তের প্রীতিপূর্ণ শেষ পৌর্ণমাসী—
পূর্ণচন্দ্রমুখী বামা! বিমুক্ত কবরী
নীলাকাশ; কুন্তলাগ্র সজ্জিত কুসুমে
ব্যাপিয়াছে ধরাতল; অলক-আঁধারে
মার্জ্জিত রজতকান্তি প্রীতি প্রস্রবণ

প্রীতির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল হৃদয়,
প্রীতিভরে নারায়ণে পূজিয়া আবার
বসন্তের ফলে পুষ্পে, পলাশে মন্দারে,
করিলাম প্রতিষ্ঠিত বসন্ত-উৎসব!
কিশোর কিশোরী, ফুল্ল যুবক যুবতী,
প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, সাজি সবে বাসন্তী বসনে
আনন্দ উৎসবে পূর্ণ করিল কানন।
ফাল্গুনের ফল্গুৎসব দেখেছ ফাল্গুনী,—
কি আর কহিব আমি। আবির, কুঙ্কুম,
আবরিয়া বৃন্দাবন, ছাইল গগন,
সায়াহ্নে সিন্দুরমাখা মেঘমালা মত;
ভাসিল কালিন্দীবক্ষে; বহিল সমীরে;
ছুটিল অসংখ্য জলযন্ত্র * প্রস্রবণে।
জলে, স্থলে, দলে দলে, রহিয়া রহিয়া
হইতেছে মহারণ। এক দিকে নারী,
অন্য দিকে নর। এক দিকে ফুল্ল
কমল আনন, আলুলায়িত কুন্তল,
উন্নত উরস, ভুজ কনক মৃণাল
রঞ্জিত কুঙ্কুমরাগে; রণ-রঙ্গিণীর
প্রেমে, অনুরাগে, ছল ছল দুনয়ন।
অন্য দিকে সেইরূপে রঞ্জিত কুঙ্কুমে
শোভিতেছে সূর্য্যপ্রভ বদনমণ্ডল,
প্রশস্ত উরস, ভুজ তালবৃক্ষ সম।
এক দিকে কোমলতা; বীর্য্য অন্যতরে।

* পিচকারি।

জ্যোৎস্না আতপে রণ। ভুজ শরাসন;
আবির কুঙ্কুম শর উভয়ে বর্ষণ
করিতেছে অবিরল। কভু বামাগণ
করিতেছে পলায়ন মানি পরাভব,—
নিবিড় কুন্তল মেঘে, মেঘনাদ মত,
বিদ্যুৎ বরণ ঢাকি; উচ্চ হাস্যধ্বনি
বাজিছে বিজয়-শঙ্খ পূরিয়া কানন।
ধীর সমীরণে ধীর যমুনার নীরে,
বহিছে সঙ্গীতস্রোত রহিয়া রহিয়া।
কেহ নাচে কেহ গায়, শাখায় শাখায়
দুলিতেছে নর নারী বিচিত্র দোলায়
শত শত; দুলিতেছে বাসন্ত অনিলে
জীবন্ত কুসুমগুচ্ছ; কুসুমদোলায়
দোলাইতে বনমালী সাজায়ে আমায়
সুমধুর সংকীর্ত্তনে নাচিয়া নাচিয়া
বরষিয়া সুবাসিত আবির কুঙ্কুম,
অজস্র ধারায়, প্রেমে বিবশ অধীর।
বহিছে যমুনা প্রেমে, হাসিছে জ্যোৎস্না,
হাসিতেছে বৃন্দাবন প্রেমে ফুল্লমনা।
প্রেমে উচ্ছ্বসিত সেই আনন্দ-কাননে
আসি ছদ্ম গোপবেশে নাগ শত শত,
সেই উৎসবের স্রোত করিল বর্দ্ধন
দিবানিশি ধীরে ধীরে। গভীর নিশীথে
নাগ-গোপ-সেনা দশ সহস্র দুর্জ্জয়,
ধীরে যমুনার মত বহিল নীরবে
নিদ্রিত মথুরা পানে; হইল সজ্জিত

নগর অদূরে ঘন নিবিড় কাননে।
বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশি পোহাল যখন,
পোহাল কংসের পাপ জীবন স্বপন।
কেমনে নগরে পশি দধিদুগ্ধবাহী
ছদ্ম ক্ষুদ্র সেনা সহ কিশোর যুগল
আক্রমিনু দুর্গদ্বার, ঘোর ভেরীনাদে
প্লাবিনু মথুরা দশ সহস্র সেনায়;
ভাঙ্গিলাম যজ্ঞধনু; বধিলাম শেষে
কংসরাজে দ্বন্দ্বযুদ্ধে; হাসিতে হাসিতে
করিলাম বিনা যুদ্ধে মথুরাবিজয়;—'
শুনিয়াছ সব্যসাচী। মুহূর্ত্তে তখন
পশিনু বিদ্যুদ্‌বেগে কংস-কারাগারে
বসুদেব দেবকীরে করিতে মোচন।
অহো! কি যে শোকদৃশ্য দেখিনু নয়নে!
অষ্ট সন্তানের শোকে শোকাতুর মুখ
অশ্রুতে অঙ্কিত, ঘোর-যন্ত্রণা-মণ্ডিত,
দীর্ঘ-জটা-সমাছন্ন! অশ্রুরেখাবাহী
তখনো দুইটী ক্ষীণ ধারা অবিরল
বহিতেছে শোকপূর্ণ! কহিল বাসুকি—
'বীরেন্দ্র! সম্মুখে তব জনক জননী।'
'জনক জননী মম!'—মূর্চ্ছিত হইয়া
উভয়ের পদমূলে পড়িতে ভূতলে
পড়িলাম সেই স্বর্গে—হতভাগ্য আমি।—
জীবনে প্রথম সেই জননীর কোলে!
"শুনিয়াছ ধনঞ্জয়, জামাতার শোকে
শোকার্ত্ত মগধেশ্বর সপ্তদশ বার

আক্রমিল ব্রজপুরী, হল পরাজিত
সপ্তদশ বার রণে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে
তরঙ্গে তরঙ্গে এই সমরপ্রবাহ
ষোড়শ সহস্র মম বীর অনুপম
নিল ভাসাইয়া ; পূর্ণ হইল মথুরা
অনাথার হাহাকারে ; পড়িল সরিয়া
নাগপতি সৈন্য সহ ঘোর মনোবাদে।
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, নহে উগ্রসেন
শত্রু মগধের, পার্থ দেখিলাম শেষ
বৃথা শোণিতের স্রোতে, কালের প্রবাহে,
জীবনের ব্রত মম যেতেছে ভাসিয়া।
রৈবতকে এই দুর্গ করিয়া নির্ম্মাণ,
সিন্ধুগর্ভে ওই পুরী, বিদীর্ণ হৃদয়ে
ষোড়শ সহস্র সেই অনাথার সহ
ত্যজিলাম ব্রজভূমি। ত্যজিলাম হায়!
শৈশবের স্নেহ-স্বর্গ অঙ্ক যশোদার ;
কৈশোরের ক্রীড়াঙ্গন চারু বৃন্দাবন,
সেই যমুনা পুলিন, মথুরা নবীন
যৌবনের রঙ্গভূমি, জীবন নাটকে
খুলিল দ্বিতীয় দৃশ্যে অঙ্ক অন্যতর।"

অষ্টম সর্গ।

—*—

দলিত ফণিনী।

—*—

(পাতাল—সন্ধ্যা।)

নীলাকাশে মেঘাকার মিশিয়াছে পারাবার
মিশিয়াছে সেরূপে যথায়
সিন্ধুনদ পারাবারে,— তাহার পশ্চিম পারে
পাতাল প্রদেশ শোভা পায়।
অনন্ত সমুদ্র মত, ব্যাপিয়া অনন্তায়ত,
শোভে মহাবন ভয়ঙ্কর;
শোভে বনে মহাগড়, গড়ে পুর মনোহর,
পুরে শোভে চারু সরোবর।
ফলে পুষ্পে তরুগণ, শোভে তীরে অগণন,
শোভে শৈল-ঘাটে সুহাসিনী,
যেন নীলোৎপল চারু, রূপবতী জরৎকারু,
বাসুকির কনিষ্ঠা ভগিনী।
প্রফুল্ল নীলাব্জ মুখ, ফুটন্ত নীলাব্জ বুক,—
শোভে অঙ্গ নীলাব্জ বরণ,—
কাদম্বিনী মনোহরা, বারি বিদ্যুতেতে ভরা,—
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে নয়ন।
গর্ব্বপূর্ণ রক্তাধরে সদারি বিদ্যুৎ ঝরে;
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে হৃদয়;

হৃদয় ভরিয়া হায়! তরঙ্গ খেলিয়া যায়,—
উত্তাল, উন্মত্ত, ফেনময়।
আকর্ণ সে যুগ্ম ভুরু, পূর্ণ সে নিতম্ব উরু,—
কি লাবণ্য-লীলা স্থূলতায়!
নবীন যৌবন রঙ্গে ছুটিয়াছে যে তরঙ্গে,
কে বলিবে পূর্ণতা কোথায়!
তরঙ্গিত রূপরাশি শেষ সোপানেতে বসি;
পড়িয়াছে দীর্ঘ কেশভার
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে পশ্চাতে সখীর অঙ্গে,
শৈল-ঘাটে, করিয়া আঁধার।
উরু পরে বাম কর, কর-পদ্মে শশধর
এক গুচ্ছ কেশে অন্যকর;
নীরব নয়ন স্থির, চেয়ে আছে নীল নীর,
নীল নীরে প্রতিমা সুন্দর।
আ মরি! আ মরি! মরি! নীল নভঃ জ্ঞান করি"—
ভাবে মনে মনে জরৎকারু—
"সরসীর নীল নীরে, ভাসিছে শশাঙ্ক কিরে,
ফুটেছে কি নীলাম্বুজ চারু!
মরি! মরি! কিবা মুখ! এত কি পীবর বুক!
এমন সফরী দুনয়ন!
এমন কি আঁকা ভুরু! নিতম্ব এতই গুরু।
স্থূল উরু এমন গঠন!
কি গঠন ক্ষীণ কটি, হৃদয়ে তরঙ্গ ছুটি
উথলিছে ছড়ায়ে উচ্ছ্বাস!
আপনার পূর্ণতায়, আপনি উন্মত্তপ্রায়
ফেটে যেন পড়িতেছে বাস!

প্রতিবিম্বে এত শোভা যে রূপের মনোলোভা
নাহি জানি সে রূপ কেমন !
কেমন সে রূপরাশি জলে প্রতিবিম্ব ভাসি
মোহে আমি মহিলার মন !
তথাপি একটি রেখা, নাহি কি গেলরে লেখা,
তাহার হৃদয়ে এক দিন!
সলিল হইতে, হায় ! হেদে বুক ফেটে যায়,
পুরুষ কিরূপ—জ্ঞানহীন ?”

সখী ! রাজবালা মরি ! মরি ! দেখ কেশরাশি পড়ি
ঢাকিয়াছে শরীর আমার।
সে যে কত ভাগ্যবান বাঁধিবে বিমুগ্ধ প্রাণ
এই কেশপাশে তুমি যার।

জর। হেন কেশ যদি মম, হতভাগ্য তার সম
কে আছে জগতে তবে আর,
ইহার বন্ধনে পড়ি যেই জন, সহচরী
নর-জন্ম পাইবে উদ্ধার ?
অন্যথা নিশ্চয় তব, চাটুবাক্য এই সব ;
তুচ্ছ সেই ক্ষীণ কেশভার,
পুরুষ বন্ধনে যার নাহি করে হাহাকার,
নাহি দেয় বাতাসে সাঁতার।

সখী। ছাড় ব্যঙ্গ রাজকন্যা, তোমার যৌবন-বন্যা
এইরূপে করিবে কি ক্ষয় ?
অতুল কুন্তলপাশ পূরাবে না কারো আশ,
বাঁধিবে না কাহারো হৃদয় ?

জর। সখি যে বন্যার টান্ সহস্র অর্ণবযান
ভাসাইতে পারে সুখ পার,

ভাসাইয়া এক তীর, এক ভেলা বক্ষে ধরি,
কি সুখ হইবে বল তার ?
যেই মহা জলধর, এই বিশ্ব চরাচর
ভাসাইতে পারে বরিষণে,
একটি চাতক প্রাণে, ক্ষুদ্র বারিবিন্দু দানে
তার তৃপ্তি হইবে কেমনে ?

সখী। একি কথা ! সতী নারী জুড়াবে কেমন করি
একাধিক চাতকের প্রাণ !

জর। ক্ষুদ্র মুখ ক্ষুদ্র ভাষা, ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র আশা,
ক্ষুদ্র তুই, নাহি তোর জ্ঞান,
যে প্রেম হৃদয়ে মম, পারে পারাবার সম,
প্লাবিবারে বিশ্ব চরাচর ;
যে পিপাসা প্রাণে বহি, বিশ্ব চরাচর দহি,
পোড়াইতে পারি বৈশ্বানর !
অনন্ত সিন্ধুর জল, একটি গোষ্পদ, বল,
ধরিবে, বহিবে সহচরি ?
পিপাসার দাবানল একটি গোষ্পদ জল
নিবাইবে, জুড়াইবে, মরি ?
ক্ষুদ্র স্রোত এক মুখে পড়ে ক্ষুদ্র নদীবুকে,
ক্ষুদ্রত্বের ক্ষুদ্র সম্মিলন !
গঙ্গা পড়ে পারাবারে শত মুখে শত ধারে,
সখি ! সেই মিলন কেমন !

সখী। তুমিও জাহ্নবী মত, ত্যজিয়া কৌমার্য্যব্রত,
নাহি কেন বর পারাবার ?

জর। সখি, হেন জলনিধি কোথা মিলাইবে বিধি,
জুড়াইবে পিপাসা আমার

সখী। মহা সিন্ধু কুরুবংশ, যে কুলের অবতংস
রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন।
কেন নাহি বর তারে?

জয়। বাঁধ পরিণয় হারে
অরণ্যের শার্দ্দূল ভীষণ!
দুর্য্যোধন? ছিছি, সে কি? সেই অভিমান-ঢেঁকি,
ক্ষুদ্রত্বের সেই অবতার!
হিংসায় শ্মশান মত জ্বলিতেছে অবিরত,
তাহে প্রাণ সঁপিব আমার।

সখী। সে কি কথা জলনিধি একটি শ্মশান, দিদি,
পাবে না কি করিতে নির্ব্বাণ?

জয়। রাবণের চিতানল কে পারে নিবাতে বল?
অনির্ব্বাণ হিংসার শ্মশান!

সখী। বর অঙ্গ-অধিপতি, রূপে কর্ণ রতি-পতি
বীরত্বে তুলনা নাহি যার।

জয়। বরিব সে ক্ষুদ্রমতি, দিতেছে যে ঘৃতাহুতি
সেই শ্মশানেতে অনিবার।
হিংসার সে দাস দম্ভ, অহ্লদয় অগ্নিস্তম্ভ,
তারে দিব—

সখী। আচ্ছা, দুঃশাসন!

জয়। বনের ভল্লুক কেন করিনা বরণ?

সখী। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির!

জয়। এই বার চক্ষুঃ স্থির
বিড়াল তপস্বী সুবচন!
দিব্য কথা—ধর্ম্মরাজ! সে ধর্ম্মে পড়ুক বাজ,
যে ধর্ম্ম স্বার্থের আবরণ।

সখী। তবে ভীমসেনে বর,—

জর। তুমি এ মুহূর্ত্তে মর,

জরৎকারু আহার্য্য ত নহে?

পড়ি সেই বৃকোদরে, দিতে তৃপ্তি পতিবরে,—

সখী। সেকি! সিন্ধু নাহি কিহে সহে

একটি উদরে টান? বর তবে বীর্য্যবান

ধনঞ্জয় পাণ্ডব মধ্যম;

পূর্ব্বাহ্ণ কিরণসম, যার কীর্ত্তি অনুপম

ছাইতেছে ভারতগগনে।

জর। বরং এ কথা ভাল, সতীত্বের এ জঞ্জাল

সহিতে হবে না কদাচন।

পাব পতি পঞ্চবীর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির

অর্জ্জুনেরে পাঠাবেন বন।

ঠাট্টা ছাড়ি বলি তবে, পার্থ-প্রণয়িনী হবে

যেই নারী, ভাগ্যবতী সেই।

সে স্থির ধীর বীরত্বে কে আঁটিবে আর্য্যাবর্ত্তে?

ভূতলে তুলনা তার নেই।

কিন্তু জরৎকারু যদি কৈশোর যৌবনাবধি,

বীরত্বে বিকা'ত মন প্রাণ

অনার্য্য-বীরত্ব-খনি, ধরে তবে, কত মণি

পরাক্রমে পার্থের সমান।

বিভিন্নতা এইমাত্র,— তারা অমার্জ্জিত গাত্র,

অবস্থার আঁধারে নিহিত।

পার্থের মার্জ্জিত প্রভা, স্ফটিকে যেমতি জবা,

সৌভাগ্যে কিরণে ঝলসিত।

সখীরে অবস্থা যারে গড়িয়াছে, গড়িবারে
পারে সেইরূপে অন্য জন ;
গাধা পিটে হয় ঘোড়া যষ্টিভরে চলে খোঁড়া,
ভেলা করে সমুদ্র লঙ্ঘন।
অবস্থায় প্রজ্বলিত ক্ষুদ্র দীপ কত শত
এইরূপে জ্বলে নিবে হায় ;
প্রভাকর নিজ করে বিশ্ব সমুজ্জ্বল করে,
জরৎকারু হেন রবি চায়।

সখী। হেন রবি, পারাবার, কোথায় মিলিবে আর ?
নাহি তবে এই ধরাতলে।

জর। আছে !

সখী। সত্য কথা ?

জর। সত্য, অন্যথা সৃষ্টির তত্ত্ব
নিষ্ফল কি অবনীমণ্ডলে ?
আছে,—সখী কমলিনী সৃজিলা যে, দিনমণি
সৃজিয়াছে সেই বিধাতায়,
তটিনী সৃজন যার, সৃজিলা সে পারাবার,
উভয় উভয় দিকে ধায় !
আকাঙ্ক্ষার আকাঙ্ক্ষিত, দরশন দরশিত,
সৃজিলা সে, জল পিপাসার ;
আছে,—যোগ্যপাত্র মম, জানি নহে কদাচন
অভাবের সৃষ্টি বিধাতার।

সখী। আছে যদি, তবে কেন দুর্লভ যৌবন হেন
করিতেছ বৃথা উদ্‌যাপন ?
বনের মালতী ফুটি, বনেতে পড়িছে লুটি,
তারে কেন কর না বরণ !

জর। বরেছিনু ?

"বরে ছিলে ? সেকি কথা ? কি কহিলে ?—
সহচরী ছাড়ি কেশভার
দাঁড়া'য়ে বিস্ময়ান্বিতা, চাহি কেশ-মেঘাবৃতা
জরৎকারু পানে, আরবার
জিজ্ঞাসিল "বরেছিলে ! কাহারে, কোথায় দিলে
প্রেম, প্রাণ, এ তব যৌবন ?
কিবা হ'লো পরিণাম ? পূরেছে কি মনস্কাম ?
কেনই বা করিলে গোপন ?"

জর। কারে ? শিবতুল্য শূরে। কোথায় ?—পাতালপুরে।
কোন্ মতে ?—পতঙ্গ যেমন
প্রজ্বলিত বৈশ্বানরে, আনন্দে উড়িয়া পড়ে ?
পরিণাম ?—ভস্মও তেমন !

সখী। কি কথা রাজকুমারী,—কিছু না বুঝিতে পারি,
প্রহেলিকা ছাড় ধরি পায়।
একি কথা অসম্ভব, আমি চির দাসী তব,
আমাকেও লুকাইলে হায় !
ঈষৎ ঈষৎ হাসি, উঠিল অধরে ভাসি,
স্থির নেত্র ভাসিল কোণায়।
চাহি বাপীজল পানে, সেরূপ বসিয়া ধ্যানে,
জরৎকারু কিবা শোভা পায়।

জর। প্রেম, সখী, লুকান কি যায় !
প্রেমের তরঙ্গ ভঙ্গ, উনমত্ত লীলারঙ্গ,
লুকাইতে পারে যেই জন ;
লুকাইলে, দেখিবারে যেই জন নাহি পারে ;
উভয় লো কাষ্ঠের সৃজন।

বলি তবে,—একদিন অপরাহ্নে ক্রমে হীন
হইতেছে নৈদাঘ কিরণ;
দিবা শেষে সন্ধ্যাবেলা খেলাই কৈশোরখেলা,
পত্র পুষ্প করিয়া চয়ন,
এই ঘাটে, এই স্থানে; সহসা কি যেন কাণে,
শুনিলাম, ফিরায়ে বদন
মরি কিবা দেখিলাম! সেই ক্ষণে মরিলাম,—
সহোদর সঙ্গে কোন জন?
নীল রত্নোজ্জ্বল অঙ্গে যৌবন প্রভাত রঙ্গে
খুলিয়াছে কি অরুণ আভা।
ভঙ্গিমায় কি গাম্ভীর্য্য! কিবা বীর্য্য অনিবার্য্য
কি সৌন্দর্য্য নারী-মনোলোভা!
প্রভাত গগন সম সে ললাট নিরুপম
কি জ্যোতি-তরঙ্গ খে'লে যায়!
কুঞ্চিত কুন্তলরাশি, তীরস্থিতা লতারাশি,
সরোবরে শোভিছে ছায়ায়।
ভুরু ইন্দ্রধনুর্দ্বয়, শুদ্ধ নীল-মণিময়,
আকর্ণ বিশ্রান্ত সমুজ্জ্বল।
প্রদীপ্ত গগন সম, নেত্রদ্বয় নিরুপম,
তারা নীল ভাস্বর মণ্ডল।
প্রশস্ত ললাটে নেত্রে, প্রশস্ত উরস-ক্ষেত্রে
—বীরত্ব মহত্ত্ব রঙ্গাঙ্গন।
বীরত্বের প্রভাকরে, মহত্ত্বের শশধরে,
সমুজ্জ্বল করেছে কেমন!
করে ধনু শ্লথগুণ, পৃষ্ঠে শৃঙ্গপূর্ণ তুণ,
মৃগয়ার বেশে সুসজ্জিত

কি উষ্ণীষ, পরিধান, নহে কিছু মূল্যবান,
নহে মণিমুক্তায় খচিত।
তথাপি সে রূপনিধি মুহূর্ত্তেক দেখ যদি,
নিরবধি ভুলিবে না আর ;
নিশ্চয় ভাবিবে মনে, দেখিতেছ দুনয়নে
পৃথ্বীপতি সম্মুখে তোমার।
শিলাঘাটে শৈলাসনে বসিলা ভ্রাতার সনে।
একি ভাব, হা হত হৃদয় !
গাঁথিতেছিলাম মালা, ছিঁড়িলাম—একি জ্বালা !—
গাঁথা মালা, কুসুমনিচয়।
মরমে পশিয়া দৃষ্টি কি যেন বিদ্যুৎবৃষ্টি
করিতেছে হৃদয়ে আমার !
অন্তরের অন্তঃস্থল দেখিতেছে, যেন জল
আবরণ মাত্র আছে তার।
সেই দৃষ্টি ! সেই হাসি !— যেন তুষারের রাশি
যাইতেছি মাটিতে মিশিয়া।
লাজে চাহি ধরাতল,— দেখি ফুল, ফুলদল,
সেই মুখ, সে হাসি মাখিয়া !
নিক্ষেপি বাপীর জলে শেষে ছিন্ন ফুলদলে,
বেগে গৃহে করিয়া গমন,
উপধানে রাখি মুখ, শয্যায় রাখিয়া বুক,
দেখিলাম কতই স্বপন !
অতঃপর সেই শূর আসিলে পাতালপুর,
করিবারে যুদ্ধ আয়োজন,
সৈন্য শিক্ষা অবসরে আসি এই সরোবরে,
এই ঘাটে বসিত কখন।

ক্রমে দেখা, ক্রমে কথা, অঙ্কুরিতা আশালতা
ক্রমে ক্রমে হলো পল্লবিত।
ক্রমে নিত্য দরশন; নাহি সহে অদর্শন
ক্রমে ক্রমে পল পরিমিত।
গৃহে, কক্ষ-বাতায়নে, সরোবরে, উপবনে,
ছায়াময় কাননে কখন,
কভু বসি জ্যোৎস্নায়, চিত্র নভঃপ্রতিমায়
বাপীজলে করি দরশন,
দিবসের যামে যামে, এ পুরের স্থানে স্থানে,
নিরজনে বসি দুই জন,
শুনিতাম, কহিতাম, কত কথা, দুটি প্রাণ
ঐক্যতান সঙ্গীত যেমন।
সেই কণ্ঠ, সহচরি, প্রেমে, বীণা মুগ্ধকরী;
বীরত্বেতে, ভেরীর ঝঙ্কার;
জ্ঞানে, জলধর-স্বন, মৃদু মন্দ গরজন;
কি বিদ্যুৎ খেলা প্রতিভার।
বীরত্ব উচ্ছ্বাসে ভাসি, কভু যেন অগ্নিরাশি,
ধক্ ধক্ বেষ্টিবে তোমায়;
আবার স্নেহেতে গলি, কভু পড়িতেছে ঢলি,
জুড়াইয়া অমৃতধারায়।
কভু ধর্ম্মজ্ঞানতত্ত্ব, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে মত্ত,
বুঝাইত জলের মতন;
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, শান্ত মূর্ত্তি, সখী! সেই প্রীতিস্ফূর্ত্তি,
মানবের নহে কদাচন।
সখী। নিশ্চয় সে যাদুকর! অন্যথা সম্ভবপর
নহে, জরৎকারু-অহঙ্কার

অটল অচল সম, পারাবার পরাক্রম,
ভাসাইবে সাধ্য আছে কার ?
জর। জরৎকারু-অহঙ্কার অতি তুচ্ছ ; ত্রিসংসার
ত্রিপাদ সমান নহে তার,—
ভাবিতাম পদমূলে বসি যবে বিশ্ব ভু'লে,
দেখিতাম মূর্ত্তি প্রতিভার।
সখী। এরূপে হইল গত কত কাল ?
জর। স্বপ্ন মত
একটি বৎসর এক পল !
সখী। তার পর পরিণাম ?
জর। সুখ-স্বপ্ন অবসান,
আশা-মেঘ বর্ষিল গরল।
এক দিন মধুমাসে, মধুর চাঁদনি হাসে,
মাধুরী ঢালিয়া নীলিমায়
সরসীর নীল নীরে, ঢালিয়া মাধুরী তীরে
উপবন শ্যামল শোভায়।
বহে সন্ধ্যানিল ধীরে চুম্বি ক্ষুদ্র উর্ম্মি নীরে,
চুম্বি উর্ম্মি প্রাণের ভিতর।
কি অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসের, কি অজ্ঞাত নিশ্বাসের,
উচ্ছ্বাসেতে পূর্ণিত অন্তর !
এই ঘাটে এই খানে, বসি উচ্ছ্বসিত প্রাণে,
—এক বৃন্তে কুসুমযুগল,—
কহিতে কহিতে কথা, কি যে এক কোমলতা,
কিবা এক বিষাদ তরল,
মিশিতেছে ক্রমে ক্রমে সেই মুগ্ধ আলাপনে,
সরোবরে মেঘছায়া যথা !

কি যেন হৃদয়ব্যথা চাপিয়া রাখিছে কথা!
হৃদয় কহিবে অন্য কথা।
দেখিয়াছ সিন্ধুনীরে যখন অজ্ঞাতে ধীরে
জোয়ারের হয় সমাবেশ,
উজান বহিয়া জল, মন্দ হয় স্রোতোবল,
ক্রমশঃ নিশ্চল হয় শেষ।
তেমতি ক্রমশঃ ধীর কথা, কণ্ঠ সুগভীর,
ক্রমে ক্রমে হইল নীরব;
হৃদয়ের সে পূর্ণতা, না পারে কহিতে কথা,
ভাষা ভাব কল্পনা-বিভব।
এইরূপে মুগ্ধ-প্রাণে, চাহি চন্দ্র, শূন্য, পানে,
নীরবে বসিয়া দুই জন।
বাড়িল জোয়ারবল, রহিল নিশ্চল জল,
ধীরে কর্ণে শুনিনু তখন—
"জরৎকারু, ফাটে বুক, নাহি জানি এই সুখ,
এ জীবনে পাইব কি আর?
পূর্ণ মম আয়োজন, যে সমুদ্রে এইক্ষণ
দিব ঝাঁপ, কোথা কূল তার?
ডুবি যদি দিতে ঝাঁপ, রবে এই মনস্তাপ,
এ অতুল স্নেহের তোমার,
—পারাবার পরিমাণ,— বিন্দুমাত্র প্রতিদান,
হইল না জীবনে আমার।
যদি ভাসি,—স্রোতোবল, ঘটনা তরঙ্গদল,
কোথায় যে নিবে ভাসাইয়া;
কে কহিবে ভবিষ্যৎ,— পূর্ণ হবে মনোরথ?
পুনর্ব্বার আসিব ফিরিয়া?

আসি কি না আসি আর, ডুবি, ভাসি, অনিবার
হৃদয়েতে রহিবে অঙ্কিত
তব স্নেহমাখা মুখ, তব স্নেহপূর্ণ বুক,
তব মূর্ত্তি স্নেহেতে স্বজিত।
চিন্তা, শ্রান্তি, অবসরে, অবসন্ন কলেবরে,
করিতাম যবে দরশন ;
কি যে স্বর্গ সুশীতল, প্রীতিপূর্ণ নিরমল,—
চলিলাম, বিদায় এখন।”
“বিদায় ;”—জোয়ার-জল, ধরিল ভীষণ বল,
পড়িলাম ঢলিয়া চরণে,—
“বিদায় ! হৃদয়নাথ, দাসীরে এ বজ্রাঘাত,
করিও না অকরুণ মনে !
এই বালিকার প্রাণ চারিটি বছর দান
করিয়াছি চরণে তোমার ;
না পারি সহিতে আর পরস্ব প্রাণের ভার,
পাদপদ্মে লও উপহার।
তোমার অযোগ্যা আমি জানি আমি, আরো জানি
নাহি যোগ্যা রমণী তোমার।
এত রূপ গুণ কভু যোগ্যতা করিতে, প্রভু,
রমণীতে সাধ্য আছে কার ?
দাসী তব পদাশ্রিতা ; নির্গন্ধা অপরাজিতা,
দেবগণ করেন গ্রহণ !
তেমতি এ দীন ফুলে, স্থান দিয়ে পদমূলে
চরিতার্থ কর এ জীবন।”
শিহরিল কলেবর ; দাঁড়াইয়া প্রাণেশ্বর,
প্রেমভরে তুলিয়া আমায়,

বক্ষে রাখি নরোত্তম, চুম্বিল ললাট মম,—
চারি অশ্রু বহিল ধারায়।
আকাশ পাতাল ধরা অমৃতে হইল ভরা;
হইল অমৃত পারাবার;
মুহূর্ত্ত ভরিয়া প্রাণ সখি! করিলাম পান,
দেখিলাম স্বরগ আমার;
সখি! মুহূর্ত্তেক মাত্র,—

সখী। শুনিতে শুনিতে গাত্র
অমৃতে করিল মম স্নান।
কি হলো মুহূর্ত্ত পর? কেন র'লে নিরুত্তর?
শুনিতে আকুল মম প্রাণ।

জর। সে অমৃত পারাবার মরীচিকা আবিষ্কার
করিলেক মুহূর্ত্তেক পর।
জ্বালিল যে তীব্রানল, দহিতেছে অন্তঃস্থল,
অনির্ব্বাণ এই বৈশ্বানর!
"জরৎকারু"—হ'লো বোধ—প্রাণেশ্বর-কণ্ঠরোধ
হলো যেন মুহূর্ত্তেক তরে,—
"জরৎকারু! অভাগিনি!—হায়রে অভাগ্য আমি!—
এই ছিল বিধির অন্তরে!
একটি বছর আমি, যেন তব অন্তর্যামী
দেখিয়াছি হৃদয় তোমার,—
কি অমূল্য রত্নাধার, কি যে প্রেম পারাবার,
কি তরঙ্গ উচ্ছ্বাস তাহার!
কি গুরুত্ব, কি মহত্ব, বিলোড়নে কি উন্মত্ত,
শান্তিতে কি সুধার আধার!
যে রত্ন হৃদয়ে জ্বলে, নিত্য দেহ-লতাফলে,
জগতে তুলনা-নাহি তার!

জরৎকারু তব কাছে, আর কোন্ ফল আছে
লুকাইয়া হৃদয় আমার ?
চারিটি বছর আমি পূজেছি প্রতিমাখানি,—
পুষ্পে ঢাকা বজ্রের ভাণ্ডার।
কিন্তু যেই মহাব্রতে, করিয়াছি যেই মতে,
এই ক্ষুদ্র আত্ম-সমর্পণ,
করিলে সে ব্রত ভগ্ন, তুমি কি, রমণী-রত্ন,
হেন পাপ ক্ষমিবে কখন ?"
চুম্বিয়া ললাট মম,— "এস সহোদরা সম
হও ব্রতে সহায় আমার ;
এস ভগ্নী দুই প্রাণ নারায়ণে করি দান,—
আমি ক্ষুদ্র মানব কি ছার !"
অশ্রুজল ধারা চারি,— দুই বহ্নি দুই বারি,—
মিশাইল মুহূর্ত্তে আবার।
দেখিলাম অন্ধকার, মনে কিছু নাহি আর,—
অঙ্কে শুয়ে মূর্চ্ছান্তে তাহার।
দাঁড়াইয়া তীরবৎ,— সংসার শ্মশান মত
জ্বলিতেছে, গর্জ্জিছে ভীষণ—
"বুঝিলাম, নিরমম! তব ব্রত, তব পণ"—
স্থির কণ্ঠে কহিয়া তখন,—
"বুঝিলাম, নিরমম! তব ব্রত, তব পণ।
অনার্য্যের শোণিতে অধম,
আর্য্য রক্ত কলুষিত করিবে না কদাচিত,—
এই ব্রত, এই তব পণ।
কমলিনী জন্মে পঙ্কে, দেবগণো তারে অঙ্কে
দেয় না কি সমাদরে স্থান ?

মণি ফলে সিন্ধুতলে, পৃথ্বীপতি তারে গলে
পরি কত ভাবে ভাগ্যবান।
নিব ব্রত ? লইলাম,— দিব ঘোর প্রতিদান,
পাইলাম যেই অপমান!
জ্বালাইলে যে শ্মশান, করিবে অনার্য্যপ্রাণ,
তব তপ্ত রক্তে নিরবাণ!"
যাইতেছিলাম ছুটে, পড়িনু ভূতলে লুটে
মূর্চ্ছিত হইয়া আরবার,—

সখী। কি কষ্ট! নাগেন্দ্রবালা, স্মৃতির দংশন জ্বালা
সহিও না, কায নাহি আর।
বলি আমি আরবার, এক মাত্র পারাবার
মরীচিকা হইয়াছে শেষ,
আছে সপ্ত পয়োনিধি,—

জর। আছে;—এক মাত্রে দিদি,
ভাগীরথী করেন প্রবেশ।

সখী। তাহাতে ত দিয়া ঝাঁপ, পেলে এই মনস্তাপ,
তুলিলে এ ঝটিকা কেবল,
আর কি করিবে, আহা!

জর। জাহ্নবী করিল যাহা।

সখী। কি করিবে?

জর। ডুবিব অতল!

সখী। এ দাসীর প্রগল্‌ভতা ক্ষম যদি রাজসুতা,
শুনিতে আকুল বড় মন,—
ধরাতলে দেবোপম কেবা সেই নরোত্তম?

জর। কৃষ্ণ।

সখী। নাগ-শক্র!

জর। নারায়ণ!

নাগরাজ ধীরে ধীরে, আসি সেই বাপীতীরে,
ভগিনীর বসিলা নিকটে।
দাসী গৃহে গেল ফিরে, বাসুকি বলিলা ধীরে—
"এসেছিল ঋষি আজি।"

জর। বটে!

বাসু। তৃতীয় পরীক্ষা মম, করিয়াছে বিজ্ঞাপন,

জর। কি?

বাসু। ব্রাহ্মণ পাণিপ্রার্থী তব।

(এক রেখা মুখোপর, নাহি হলো রূপান্তর,
জরৎকারু রহিল নীরব।)
ভগ্নি তুমি ভাগ্যবতী, ভাগ্যবান্ নাগপতি!
হেন মহাব্রতে, সহোদরে!
আত্মবলিদান তুমি, উদ্ধারিতে নাগভূমি,
দেও যদি প্রফুল্ল অন্তরে।
তুমি প্রাণাধিকা মম,— করিনু যে বিসর্জ্জন
এ অনলে জীবন তোমার,
আমার শোণিত তপ্ত বহে তব হৃদে নিত্য,
তোমারে কহিব কিবা আর।
আবার একটি রেখা নাহি অন্তর দেখা,
গেল ভগিনীর স্থিরাননে,
বুঝি সে নীরব ভাষা, বিধূমিত সে নিরাশা,
নাগেন্দ্র চলিলা অন্যমনে।
কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমী, উঠিলেন নিশামণি,
হাসিল উদ্যান সরোবর।

জরৎকারু কিছুক্ষণ, দেখি হাসি চিত্রোপম,
উচ্চ হাসি হাসিল সত্বর।
জর। সকলই মহাব্রত, সকলই স্বপ্ন মত,
দুরাশার কি ক্রীড়া সুন্দর!
যে রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা তব, যে রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা মম,
কে বলিবে কোন্ মহত্তর!

—※

নবম সর্গ।

—•—

আত্ম-বিসর্জ্জন।

পূর্ণ-চন্দ্র-কিরীটিনী শারদ-শর্ব্বরী
কৌমুদী অমৃতরাশি হাসিয়া হাসিয়া
ঢালিতেছে রৈবতকে; শোভিতেছে গিরি
স্থির বিজলীতে মাখা মেঘমালা মত।
কিংবা যথা নারায়ণ-মূরতি বিশাল,
অমল শ্যামল, শ্বেত চন্দনে চর্চ্চিত।
রাসোৎসবে জনস্রোতে করেছে পূরিত
অধিত্যকা, উপত্যকা। শত রঙ্গভূমি,
শত শত নাট্যশালা, শোভে স্থানে স্থানে,—
কুসুমে পল্লবে চারু কেতনে সজ্জিত,
ঝলসিত দীপালোকে। ফুল্ল চন্দ্রকরে,
ততোধিক ফুল্লতর রূপের কিরণে,

জ্বলিতেছে বিমলিন জোনাকির মত
পত্রে পুষ্পে দীপমালা। শোভিতেছে কেন
বনে চারু উপবন, চারু উপবনে
চারুতর উপবন সজীব সুন্দর!
বহিছে আনন্দধ্বনি ঝিল্লিকার মত,—
নৃত্য, গীত, বহুকণ্ঠ, বহু যন্ত্রধ্বনি।
সর্ব্বশেষ সে জোৎস্না, তরল নির্ম্মল,
হৃদয়েতে কি জ্যোৎস্না করিছে সঞ্চার।
অর্জ্জুনের আবাসের কক্ষ-বাতায়নে,
দাঁড়াইয়া ভৃত্য শৈল—বিষাদ-মূরতি।
বাম ক্ষুদ্র ভুজ কাষ্ঠে, ক্ষুদ্র কায়, মুখ,—
কিবা ক্ষুদ্র মনোহর! কর অন্যতর
স্থাপিত অসাবধানে কাষ্ঠের উপর।
অনিমেষ নেত্রে পূর্ণ সুধাংশুর পানে
রহেছে চাহিয়া—দৃষ্টি স্থির, সুকোমল,
সচিন্তা বিষাদমাখা। উৎসব ঝটিকা
তোলে নাই হৃদয়ের ক্ষুদ্র সরোবরে
একটি হিল্লোল ক্ষুদ্র; পড়ে নাহি তাহে,
একটিও ক্ষুদ্র রেখা সুখ চন্দ্রিকার।
এক দণ্ড, দুই দণ্ড, ক্রমে দণ্ড চারি
বহিল শর্ব্বরী-স্রোতে,—দরিদ্র বালক
সেই ভাবে সেই খানে আছে দাঁড়াইয়া।
দ্বিতীয় প্রহর ক্রমে; নিবিল ক্রমশঃ
উৎসবের কোলাহল; রৈবতক ক্রমে
সেই ফুল্ল জ্যোৎস্নায় হইল নিদ্রিত,—
বালক দাঁড়ায়ে স্থির প্রতিমার মত

সেই ভাবে সেই খানে।
বহুক্ষণ পরে
কক্ষান্তরে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ
ভাঙ্গিল শৈলের ধ্যান। উৎসবান্তে পার্থ
ফিরি কক্ষে শিরস্ত্রাণ রাখিয়া শয্যায়
নীরবে ভ্রমিতেছিলা চাহি কক্ষতল।
অর্জ্জুন স্বগত ধীরে বলিতে লাগিলা—
"কি শোভা ভদ্রার আজি! ফুলের কিরীট
শিরে; কর্ণে ফুল-দুল; কণ্ঠে ফুল-হার;—
পূর্ণিমার চন্দ্র বেষ্টি নক্ষত্র বিহার।
বিমুক্ত অলকাকাশে,
নক্ষত্রের মত ভাসে,
ফুলদল; ফুলদল লহরে লহরে
দুলিছে উচ্চকু বক্ষে;
ফুলহার ক্ষীণ কক্ষে;
ফুলদাম চন্দ্রহার; ফুলের নূপুর;
প্রকোষ্ঠে বাহুতে ফুল-ভূষণ মধুর।
শোভিছে সুভদ্রা যথা
কুসুমিতা বিদ্যুল্লতা;
রূপের সাগরে ফুল লহরী সুন্দর;
জ্যোৎস্না-মণ্ডিত ফুল-বন মনোহর!"
কিছুক্ষণ অধোমুখে ভ্রমিয়া নীরবে
বলিতে লাগিলা পুনঃ—"অহো! সেই কণ্ঠ!
সুভদ্রা গাইলা যবে কৃষ্ণ-কীর্ত্তি-গাথা,
কি মূর্চ্ছনা সুললিত, প্রকম্প মধুর!
প্রীতি, ভক্তি, অভিমান, এক স্রোতে মিশি,

কি সুধা বহিতেছিল,—ত্রিদিব-দুর্লভ,—
সেই কণ্ঠে, সেই ঊর্দ্ধ নয়নে তাহার !
কখন তারায় কণ্ঠ বিহারি গগনে
সুধাংশুর সুধারাশি করিল হরণ,
মুদারায় মধ্যলোকে, মর্ত্ত্যে উদারায়,
সেই সুধা জ্যোৎস্নায় করিল বর্ষণ।
সেই ত্রিতন্ত্রীতে প্রেম মিশিবে যখন,
হবে কিবা শান্তি, সুখ, পুণ্য প্রস্রবণ !"
দাঁড়াইয়া অন্তরালে মুক্ত কপাটের
অধোমুখে, প্রাচীরেতে হেলায়ে শরীর,
শুনিতেছে শৈল সেই প্রণয়-উচ্ছ্বাস।
যতই শুনিতেছিল ততই তাহার
নবজলধরনিভ বদনমণ্ডলে,
কি যেন গভীরতর ছায়া জলদের
হতেছিল ধীরে ধীরে মৃদুলে সঞ্চার,
নীরদের ছায়া যেন নীল সরোবরে।
বহু ক্ষণ ধনঞ্জয় করিয়া ভ্রমণ
প্রকোষ্ঠে, খুলিতেছিলা অঙ্গের ভূষণ।
শৈল ধীরে কক্ষে পশি লাগিল খুলিতে
প্রভুর ভূষণ বাস। সস্নেহে অর্জ্জুন
জিজ্ঞাসিলা মৃদু হাসি—"শৈল এতক্ষণ
উৎসব দেখিতেছিলে বুঝি নানা স্থানে ?"
শৈল কোমলতা-পূর্ণ স্থির দু'নয়নে
চাহি অর্জ্জুনের পানে উত্তরিল ধীরে—
"দেখিনি উৎসব প্রভু।" অর্জ্জুন বিস্ময়ে
চাহি স্থির মুখ পানে—"তবে কি কারণ

করিয়াছ অনিদ্রিত শৈল এতক্ষণ ?”
স্থির নেত্র পলকেতে নামিল ভূতলে,
উত্তরিল অধোমুখ—“প্রভু-প্রতীক্ষায়
আছিল এ দাস।” সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,
অর্জ্জুন আদরে তুলি নিজ বাম করে,
অন্য করে সরাইয়া কুঞ্চিত কুন্তল
দেখিলা সে ক্ষুদ্র মুখ ; যথা সমীরণ
সরাইয়া লতা দেখে কানন-কুসুম।
সেই মুখখানি!—পার্থ অতৃপ্ত নয়নে
দেখিলা সে মুখে, সেই বিস্তৃত নয়নে,
সেই ঘন ভ্রূ-রেখায় ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরে,
প্রভাত-শিশির--সিক্ত অপরাজিতার
করুণামণ্ডিত সেই বর্ণ নীলিমায়,
কি মহত্ত্ব; কি সৌন্দর্য্য, কিবা কোমলতা,
কিবা নিরাশ্রয় ভাবে কি যেন দৃঢ়তা!
স্বপ্নে কল্পনায় যেন হেন মুখখানি
দেখেছেন ধনঞ্জয় পড়িতেছে মনে
ছায়াময় ; উঠিয়াছে অজ্ঞাতে হৃদয়ে
কি যেন উচ্ছ্বাস মৃদু ; ভাসিয়াছে মনে
কি যেন স্মৃতির ছায়া। বলিলা অর্জ্জুন—
“শৈল! এত স্নেহ তব, প্রতিদান তার
দিব কোন মতে আমি ?” পড়িল বালক
প্রভুর চরণতলে। পাতি ভূমিতলে
এক জানু, পাদুখানি ধরি দুই করে,
ঢল ঢল নেত্রে চাহি ঊর্দ্ধে প্রভু পানে
উত্তরিল—“বীরশ্রেষ্ঠ! দিবা নিশি দাস

পাইতেছি যে পবিত্র পদ পরশন,
অনার্য্যের পরমার্থ ; ততোধিক আর
নাহি জানে প্রতিদান অনার্য্যকুমার।"
আদরে সে পদানত প্রীতির মূরতি,
—নেত্রে করুণার ভিক্ষা, অধরে বিষাদ,-
তুলিলেন ধনঞ্জয় ! আদরে বালক
পার্থের প্রমোদসজ্জা করিল মোচন
সুকোমল করে ; পার্থ করিলা শয়ন
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে। পদমূলে তার
বসি শৈল ধীরে ধীরে সুকোমল করে
করিতেছে পদসেবা। ভাবিলা অর্জ্জুন
দুইটি কুসুম যেন কোমল শীতল,
আলিঙ্গিয়া পদমূল, চুম্বিয়া চুম্বিয়া,
করিতেছে যেন অঙ্গে অমৃত বর্ষণ !
"ত্যজ পদসেবা শৈল"—কহিলা অর্জ্জুন
"তৃতীয় প্রহর নিশি, করগে শয়ন।"
মানিল না আজ্ঞা শৈল। পাণ্ডব তখন
পুষ্পনিভ শয্যা-অঙ্কে পুষ্প পরশনে
চারু পুষ্পানন এক ভাবিতে ভাবিতে
হইলেন নিদ্রাগত। প্রীতি-সঙ্কোচিত
পুষ্প-আয়ত লোচনে, দেখিল বালক,
প্রফুল্লিত পুষ্পনিভ সেই বীরানন
সমুজ্জ্বল দীপালোকে সেই সুপ্ত বীর্য্যে,
শান্ত বীরত্বের সেই আকাশমণ্ডলে,
মিশায়েছে হৃদয়ের কোমল উচ্ছ্বাসে
কি কৌমুদী, কি সৌন্দর্য্য ! দেখিতে দে

শৈলের শিথিল শির পড়িল হেলিয়া
প্রভুর চরণাম্বুজে ; হইল স্থাপিত
পদ্মরাগে নীরমণি অতীব সুন্দর।
অর্দ্ধেক ললাট ক্ষুদ্র, অর্দ্ধেক কপোল,
অর্দ্ধ ওষ্ঠাধর, করস্থিত পদাম্বুজ,
আছে পরশিয়া। আছে নিরখিয়া শৈল
চাহি শূন্যপানে,—ঢল ঢল দুটি নেত্র,
অধরে প্রসন্ন হাসি, কি অঙ্গমহিমা।—
নীলমণি-নিরমিত ভক্তির প্রতিমা।
কি আনন্দ ! যেন বহু তপস্যার পর,
পেয়েছে সাধক নিজ অভীষ্ট ঈশ্বর !
বহুক্ষণ এইরূপে বসি আত্মহারা
উঠিল বালক ধীরে ; ধীরে একবার
চাহি সেই বীরমুখ, চিত্রিত নিদ্রায়,
প্রবেশিল পার্শ্বস্থিত নিবিড় কাননে।
অতীত তৃতীয় যাম ; সুপ্ত রৈবতক ;
দাঁড়াইয়া তরুগণ নিদ্রাগত যেন
শারদ জ্যোৎস্নাতলে। আগন্তুক এক
বৃক্ষ অন্তরাল হতে হইয়া বাহির
দাঁড়াইল ছায়াধারে শৈলের সম্মুখে।
প্রণমিল শৈল ; স্নেহভরে আগন্তুক
সম্ভাষিল সমাদরে, ছায়ার আঁধারে
দুজনে বসিল এক বৃক্ষের শিকড়ে।

আগ। বহুক্ষণ বসিয়াছি তব প্রতীক্ষায় ;
বল, শৈল, করেছ কি উদ্দেশ্য সাধন ?

শৈ। করিয়াছি

নাগ। বুঝিয়াছ পাণ্ডবের মন?

শৈ। বুঝিয়াছি।

নাগ। প্রেমাকাঙ্ক্ষী পার্থ সুভদ্রায়?

শৈ। প্রেমাকাঙ্ক্ষী।

আগন্তুক হইল নীরব।

আঁধারে আঁধারতর ছায়া মেঘমত
ছাইল বদন তার; জ্বলিল নয়ন
অন্ধকারে যেন দুই জ্বলন্ত অঙ্গার।
শিকড় হইতে উঠি বেগে কিছুক্ষণ
ভ্রমিল সে অন্ধকারে। "ভেবেছিনু যাহা!"—
বলিতে লাগিল ক্রোধে হইয়া অধীর,—
"বটে? ক্রমে ঊর্ণনাভ পাতিতেছে জাল!
একই ফুৎকারে তাহা দিব উড়াইয়া।"
জিজ্ঞাসিল শৈলে পুনঃ—"ভদ্রা কি সেতন
অর্জ্জুনেতে অনুরক্ত?" নিয়ে নভঃপ্রান্তে
পূর্ণ শশধর পানে চাহি উত্তরিল
শৈল—"নবাগত ক্ষুদ্র ভৃত্য মাত্র আমি,
অন্তঃপুর-নিবাসিনী সুভদ্রা সুন্দরী,
কেমনে বুঝিব আমি হৃদয় তাহার?
কিন্তু ভ্রাতঃ! ওই দেখ পূর্ণ শশধর,
বসি সিন্ধুবক্ষোপরে দেখ, কি সুন্দর
করিছেন আকর্ষণ প্রস্তর যেমন,
নিরুচ্ছ্বাস নীরনিধি আছে কি এখন?"
আগন্তুক পুনঃ ক্রোধে ফিরাইয়া মুখ,
ভ্রমিতে লাগিল বেগে। বহুক্ষণ পরে
বসি শৈলপার্শ্বে, ছাড়ি সুদীর্ঘ নিশ্বাস,

জিজ্ঞাসিল—"কহ, শৈল, অন্য সমাচার।"
পড়ি পদতলে শৈল ধরি দুই করে
আগন্তুক দুই পদ, করুণ নয়নে
চাহি ভীম মুখ পানে, কহিল কাতরে—
"এহেন পাপ অভিসন্ধি কর পরিহার।
নহ নিরমম তুমি। অভাগ্য অনার্য্য
হয়েছে কঙ্কালসার; তথাপি এখন
আছে শান্তি, বনছায়া আছে অগণন।
কেন মিছে দাবানল করি প্রজ্বলিত
ভস্মিবে কঙ্কালরাশি? ঘোর পাপানলে
পোড়াবে ভগিনী তব, পুড়িবে আপনি?"
"পাপ!"—এক পদাঘাতে নিক্ষেপিয়া দূরে
শৈলে, ক্রোধে আগন্তুক উত্তরিল—"পাপ!
অবহেলি আজ্ঞা মম এই ধর্ম্মনীতি
শিখেছিস রৈবতকে, শিখাতে আমারে,
কৃতঘ্ন!"—ক্রোধেতে নাহি স্ফরিল বচন।
পদাঘাতে যেই ধৈর্য্য হয়নি চঞ্চল,
টলিল "কৃতঘ্ন" এই একটি কথায়।
শৈলের ভরিল বুক, ভরিল নয়ন।
জড়াইয়া ধরি গলা, রাখি ক্ষুদ্র মুখ
বিশাল প্রস্তর বুকে, সিক্ত বালকের
অশ্রুর ধারায়, কষ্টে কি কহিল শৈল;—
চলি গেল আগন্তুক নক্ষত্রের মত।
সেই শিকড়েতে শৈল বসি পুনর্ব্বার
চাহি অস্তগামী সেই শশধর পানে,
বৃক্ষে হেলাইয়া শির করিল রোদন।

সে কৃতঘ্ন সম্বোধন, সেই পদাঘাতে,
বালকের পূর্ব্বস্মৃতি অশ্রু স্রোতে তার
বহুক্ষণ তীব্র বেগে যোগাল জোয়ার।
এ অজস্র বরিষণে, হৃদয় ঝটিকা
হলে ক্রমে প্রশমিত, বালক তখন
কহিল স্বগত—"কিন্তু এই মহা পাপে
ডুবিতে আপনি, নাই, ডুবাতে আমারে
নাহি দিব। জানি আমি হইবে নিষ্ফল
তোমার জীবনব্রত, আমার জীবন।
কিবা হিংসানল হৃদে করিয়া বহন,
কিবা ঘোর পাপ-মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
আসিলাম! কিন্তু যেই করিনু প্রবেশ
এ পবিত্র পুরে; যেই দেখিনু নয়নে
সে পবিত্র মুখ,—বীরত্বের প্রতিকৃতি
দয়ার-আধার; নিবিল সে হিংসানল।
ভাসিল কি স্বর্গ নেত্রে। বহিল হৃদয়ে
কি অমৃত মন্দাকিনী! হোক সব স্বপ্ন,
সেই স্বপ্ন আজীবন করিব বহন।
এ জগতে স্বপ্ন শান্তি,—দুঃখ জাগরণ।"
ক্রমে পূর্ণ শশধর, নিরখিল শৈল,
পশিল জলধিগর্ভে আঁধারি জগৎ;
উষার প্রথমালোক উঠিল ভাসিয়া।
ক্রমে পূর্ণ শশধর, নিরখিল শৈল,
ডুবিল অতলে, হায়! আঁধারি তাহার
অতুল হৃদয় স্বর্গ। কাতরে বালক

প্রণত হইয়া, বুক পাতিয়া ভূতলে,
ডাকিল—"অনাথনাথ ! আশা-অস্তকালে
দেও শক্তি এ হৃদয়ে ! যাপিব জীবন,
নিরাশার উষালোকে দেখিয়া স্বপন।"
পুষ্প-স্তর-সুকোমল সুবাস শয্যায়,
সব্যসাচী ! কোন্ স্বপ্ন দেখিছ এখন ?
সেই সুখ রাস দৃশ্য, সেই রাসেশ্বরী,
সেই নৃত্য, সেই গীত, হ'য়ে অভিনীত
দীর্ঘ স্বপ্নে, ক্রমে ক্রমে নিবিল দেউটী
আঁধারিয়া রঙ্গভূমি ; কিন্তু বিকাশিল
আশার যে উষালোক হৃদয়ে তাঁহার।
উৎসাহে ভরিল প্রাণ। উৎসাহে ফাল্গুনী
বসিয়া শয্যায়, পার্শ্বে দেখিলা বিস্ময়ে
বসি করযোড়ে শৈল জানু পাতি ভূমে,—
মুখ শান্ত, দৃষ্টি শান্ত, অঙ্গ অবিচল।

শৈ। এক ভিক্ষা চাহে দাস।

অ। কোন ভিক্ষা শৈল ?

শৈ। একটি প্রতিজ্ঞা। দাস নিবেদিবে যাহা
নাহি জিজ্ঞাসিবে তারে জানিয়াছে তাহা
কার কাছে, কোন্ মতে ; সেই কথা আর
শ্রবণগোচর নাহি করিবে কাহার।
করিলা প্রতিজ্ঞা শৈল।

বালক তখন
ধীরে ধীরে যা কহিল, ভয় ও বিস্ময়
হইল অঙ্কিত তাহে পার্থের বদনে।
—কহিলা ভাবিয়া এ কি অদৃষ্টের খেলা ?

চাহিলা বালক পানে তীব্র দুনয়নে
দেখিলা সে মুখ শান্ত ; শান্ত দুনয়ন,
সরল ও সুশীতল, উষার মতন।
ত্রস্তে মৃগয়ার সজ্জা করি বীরবর
নির্গত হইলা, যেন প্রভাত-ভাস্কর

দশম সর্গ।

—*—

কুমারীব্রত

হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
কিশোরী যাদবী কুমারী যত,
অবগাহি প্রাতে মন-সরোবরে,
চলেছে করিতে কুমারী-ব্রত।
হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
যেন ফুল-মালা অনিলে ভাসি,
কিশোরী কুসুম মালা মনোহরা
অরুণ তরঙ্গে ছুটিছে হাসি।
ফুল্ল ফুল কেহ,—যোড়শী সুন্দরী,-
কেহ বা ফুটন্ত, কলিকা কেহ।
কেহ বা চম্পক, কেহ বা গোলাপ,

কেহ বা নীলাব্জ, কোমল দেহ।
হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া
চলেছে যাদবী কিশোরীগণ;
রাস-জাগরণে আঁখি ঢুলুঢুলু,
প্রেমে ঢল ঢল কাহারো মন।
সঙ্গে সখীগণ, শোভে করে শিরে
মাঙ্গল্যের ডালা, মঙ্গল ঘট;
কটাক্ষ নয়নে, কটাক্ষ বচনে,
অন্তরে বাহিরে কতই নট।
বিচিত্র বসন; বিচিত্র ভূষণ;
রক্ষিগণ পিছে; বাদিত্র আগে।
বাদ্যধ্বনি সহ উঠে হুলুধ্বনি;
তুলি প্রতিধ্বনি পঞ্চম রাগে।

২

শৃঙ্গান্তরে এক চারু উপবনে
মন-সরোবর, বিস্তৃত সর,
শোভিতেছে যেন বন প্রকৃতির
পুষ্পিত কাঠামে আরশী বর।
বাঁধা চারি ঘাট; এক তীরে তার
ফলে, ফুলে, পত্রে, ঢাকিয়া বুক
বিষ্ণুর মন্দির, দেখিছে নীরবে
অমল দর্পণে নির্ম্মল মুখ।
শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গে পথ মনোহর,
পথ পার্শ্বে দুই পাদপশ্রেণী—
চাঁপা, নাগেশ্বর,—রহিয়াছে পড়ি
যেন পার্ব্বতীর মোহিনী বেণী।

৩

হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া
এই চারু পথে কুমারীগণ
পশি উপবনে পড়িল ছড়া'য়ে,
করি নব পুষ্পে পুষ্পিত বন
কেহ তোলে ফুল, কেহ গাঁথে মালা,
কেহ পরে হাতে ফুলের বালা;
কেহ স্বর্ণ পাত্রে, আপনার মত,
সাজায় ফলের ফুলের ডালা।
কেহ করে গান,—বাঁশরীর তান
বাজে উপবন করিয়া ভরা;
ভ্রমর-গুঞ্জন, বিহঙ্গ-কূজন,
অনুকারে কেহ পাগল পারা।
ওটী ওকি?—এক শুকের শাবক
পড়ি বৃক্ষমূলে, আহত দেহ।
চ'লে গেল সব, তৃষ্ণা কাতরতা,—
সেই ভিক্ষা নাহি বুঝিল কেহ।
দেখিল সুভদ্রা সেই কাতরতা,
সে করুণা ভিক্ষা শুনিলা তার;
কাঁদিল পরাণ, ভিজিল নয়ন,
ছুটিলা লইয়া সরসী পার।

৪

করুণা-পূরিত নয়নে হৃদয়ে,
করুণা-মণ্ডিত কোমল করে,
মুখে দিলা জল; অঙ্গে শান্তি বল,
বুলাইয়া কর পরমাদরে।

চক্ষু প্রসারিয়া বিহঙ্গশাবক
কহিছে নীরবে যাতনা কথা ;
করুণাময়ীর কমল নয়ন
ভিজিছে, শিশিরে কমল যথা
দেখে অন্তরাল হ'তে তিন জন
সেই মূর্ত্তিমতী করুণাময়ী।
দেখিতেছে আর সখী সুলোচনা,
অধরে আনন্দ ভুবনজয়ী।

৫

ধীরে ধীরে সখী আসিয়া নিকটে
জিজ্ঞাসিল—"ভদ্রা! একি লো তোর
কুমারীর ব্রত ?" "জীবনের ব্রত"
উত্তরিলা ভদ্রা,—"স্বজনি, মোর।"

সুলো। চল বিহঙ্গিনী, চল যাই তবে
নারায়ণ কাছে মাগি গে বর—
বিহঙ্গম পতি, কানন যৌতুক,
গাছের আগায় বাসর ঘর!

সুভ। না, দিদি, মাগিব—সর্ব্বপ্রাণী পতি,
জগত যৌতুক, স্বভাব ঘর।
বল দিদি বল,—কেমন বিবাহ,
কেমন যৌতুক, কেমন বর!

সুলো। খেয়েছিস লাজ,—"সর্ব্বপ্রাণী পতি"
এত পতি সাধ আছে না জানি।

সুভ। এত কোথা, দিদি, সমস্ত জগতে
এক মহাপ্রাণ, একই প্রাণী!

সুলো। কে সে?

সুভ। নারায়ণ! সেই মহাপ্রাণ
তোমার, আমার জগতময়।
পতঙ্গে, বিহঙ্গে, পাদপে, লতায়,
এক মহাপ্রাণ,—দ্বিতীয় নয়।

সুলো। হরি! হরি! হরি! এখনকার মেয়ে,
বুঝিতে না পারি, কি কথা কয়!
পাঁচটি ভবে সোণা, মাথার উপরে!
এঁর পতি নাহি গণনা হয়
একটিও নাই কপালে আমার,
অনন্তের সুখ বুঝিব কিসে।
বল, পোড়ামুখি, পাখীটিরে জল
দিলি কেন? অঙ্গ জ্বলিছে বিষে।

সুভ। তাহার আমার একই পরাণ,
তাহার ব্যথায় ব্যথিত হই।

সুলো। আমি যে আকুল দারুণ তৃষ্ণায়,
আমি বুঝি আর প্রাণীটি নই?

সুভ। রহিয়াছে দিদি সম্মুখে তোমার
নির্ম্মল সরসী পবিত্রাসার।

সুলো। মর পোড়ামুখি! বিনা জলতৃষ্ণা
নারীর পিপাসা নাহি কি আর?

সুভ। আছে,—ধর্ম্ম, পর-দুঃখ-কাতরতা,
করিতে জগৎ আনন্দময়।
জগতের পত্নী, জগতের মাতা,
জগতের দাসী, রমণীচয়।

সুলো। আমার পিপাসা প্রেমের কেবল;
আমি জানি প্রেম রমণী-প্রাণ।

সুভ। আমিও তা জানি,—সমস্ত জগৎ
গাউক তাহার প্রেমের গান।
সুলো। আমার প্রেমের নাহি সে বিস্তার,
শুধু ক্ষুদ্র এক মানবগর্ত।
সুভ। বড় ক্ষুদ্র তবে;—কিন্তু সে কি, দিদি?
(দেখিলা সুভদ্রা বিস্মিতা মর্ত)—
কে সে ভাগ্যবান্?
সুলো। বীর ধনঞ্জয়!
আবার বিস্ময়ে দেখিলা চাহি
সুভদ্রা সে মুখ; স্থির বাপী যেন,
একটি ব্যঙ্গের হিল্লোল নাই।
কি অরুণ আভা যুগল কপোলে
ভাসিল ভদ্রার, ছাইল মুখ;
রহিলা চাহিয়া সরোবর পানে,
দুরু দুরু দুরু কাঁপিল বুক।
সুভ। তৃষ্ণা কেন, দিদি? সম্মুখে তোমার,—
দেখিতেছ নিত্য নয়ন ভ'রে,
রূপগুণামৃত করিতেছ পান,
তথাপি পিপাসা কিসের তরে?
সুলো। দেখিয়া কি সুখ? করিব বিবাহ!
বিবাহের তরে আকুল প্রাণ।
সুভ! মর তবে ডুবি এই সরোবরে,
করগে সলিলে শ্রীকর দান!
বিবাহ। বিবাহ। বিবাহ কেমন!
কারে বল তুমি বিবাহ ছার?
হৃদয়েতে যবে করেছ স্থাপন,

আছে বাঁকি কিবা বিবাহ আর ?
বিবাহ ! বিবাহ দুইটি হৃদয়
মিলি যবে গঙ্গা যমুনা মত,
আপনা ভুলিয়া, অমৃত ঢালিয়া,
চলিল হইতে সমুদ্রগত ;
পতিতে প্রথম, অপত্যেতে পরে,
পরে পরিজনে শতেক মুখে ;
শেষে সীমা ছাড়ি, ঢালি প্রেমবারি
অনন্ত প্রাণীর অনন্ত বুকে ;—
সেই সে বিবাহ ! পতি পুত্র-লাভ
মাত্র উপাদান, বাণিজ্য ছার।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়াছে যদি,
কিবা তবে তব পিপাসা আর ?

সুলো। কিন্তু যে সপত্নী—

সুভ। দেও পতি তারে

থাকুক গার্হস্থ্য-কৈলাসে সুখে !
কাটিয়া স্নেহের কঠোর বন্ধন
পড় দিয়া ঝাঁপ অনন্ত মুখে !
ভাব সর্ব্বপ্রাণী পতি পুত্র তব,
পতি পুত্র তৃণ পাদপ দল ;
ঢালি প্রেমবারি, পতিতে উদ্ধারি,
তাপিতে জুড়ায়ে বহিয়া চল।
আনন্দ-রূপিণী,—জন্ম বিষ্ণুপদে,—
করি পতিশির, আনন্দময়,
পড়ি পদতলে, অনন্তের কোলে,
নারায়ণপদে হইও লয়।

৬

আর সুলোচনা কহিল না কথা,
রহিল চাহিয়া সরসী পানে।
কি যেন হৃদয়ে খুলিল অনন্ত
কি অমৃত যেন বাজিল কাণে।
"ভাগ্যবতী আমি",—ভাবিল হৃদয়ে—
"ভাগ্যবতী আমি ইহাঁর দাসী।
কিবা মহাতীর্থ চরণ ইহাঁর,
হৃদয় ত নয়,—অমৃতরাশি !"
উঠিয়া বসিল বিহঙ্গশাবক,
আনন্দে ভদ্রার ভরিল প্রাণ।
হৃদয়ে লইয়া কত কি কহিয়া,
কতই করিলা চুম্বন দান।
যেতে পারে পাখী, নাহি ছাড়ে তবু
করুণাময়ীর স্নেহের ক্রোড়।
দেখে সুলোচনা সজল নয়নে,
আনন্দের তার নাহিক ওর।
কর বাড়াইয়া কহিলা সুভদ্রা—
"যারে বাছা যাও আপন নীড়ে।
কাঁদিতেছে কত জননী রে তোর,
যারে বাছা তার বুকেতে ফিরে।"

৭

উড়িল পাখীটি, ভদ্রা সুলোচনা
রহিলা চাহিয়া তাহারি পানে।
ক্ষুদ্র পাখী ক্রমে অনন্তের সনে
মিশাইল, ভদ্রা রহিলা ধ্যানে।

সুভ। দেখ দিদি ক্ষুদ্র পাখীটি কেমন
অনন্তের সনে হইল লয়।
পারি না আমরা মিশিতে তেমন
করিয়া এ প্রাণ অনন্তময় ?
বিহঙ্গের মত উড়িয়া উড়িয়া
দেখিতে মায়ের প্রফুল্ল মুখ !
মুখের ভিতরে লুকাইয়া মুখ,
বুকের ভিতরে রাখিয়া বুক ?
বিহঙ্গের মত উড়িয়া উড়িয়া
দেখি যত গ্রহ নক্ষত্র তারা,—
কি অনন্ত শক্তি ! কি অনন্ত জ্ঞান !
অনন্ত প্রেমের অজস্র ধারা !

সুলে আমারও সে সাধ পরিতাম যদি
উড়িতে পাখীটি আকাশময়,
ক্ষেপাত্মে সত্যভামার আনন্দে
থাকিত না কর-কমল ভয়।

চল বেলা হ'ল—

৮

ওকি কোলা হল
দেখিলা উভয়ে বিস্মিত মন।
রক্ষিগণ সনে যুঝে দস্যুদল
ছুটিয়াছে ত্রাসে কুমারীগণ।
ফিরাইতে মুখ দেখিলা সত্রাসে
দস্যু অন্ত জন আসিছে ছুটি ;
বাড়াইল কর ধরিতে ভদ্রায়;—
সরিল অজ্ঞাতে চরণ ছুটি।

করিল কি তারে বিদ্যুতে আঘাত ?
দাঁড়াইয়া ভদ্রা প্রশান্ত মুখ ;
চাহি স্থিরনেত্রে তস্করের পানে,
কি যেন গরবে গর্ব্বিত বুক।
কি যেন কিরণ, শান্ত, সুশীতল,
দীপিছে কানন উজ্জ্বল করি।
হইল অচল প্রসারিত কর,
অজ্ঞাতে তস্কর পড়িল সরি।
আঁখি পালটিতে দেখিল তস্কর,—
সম্মুখে কিরীটী কৃপাণ-কর !
কহে সুলোচনা—'দস্যু নাহি মরে
কটাক্ষে,—সুভদ্রা এ বেলা সর।"

৯

দস্যু ধনঞ্জয়ে বাজিল সমর,
নহে প্রতিযোগী অযোগ্য কেহ।
বিনাশি প্রহরী আসে দস্যুদল,
প্রহরী-শোণিতে আরক্ত দেহ।
আশ্রয়বিহীনা কুসুমকলিকা
উঠিল কাঁদিয়া কিশোরীগণ !
"যাও দেবীগণ প্রবেশ মন্দিরে"—
কহিল ডাকিয়া এ কোন জন ?
পশিয়া মন্দিরে কিশোরী-সকল
দেখিলা দুয়ারে কিশোর এক,
দৃঢ় করে ধনু, পৃষ্ঠে পূর্ণ তূণ।
কহে সুলোচনা—"সুভদ্রা দেখ !
আমরি ! আমরি ! কি মুখমাধুরী

কি বঙ্কিম ভুরু নয়ন কিবা!
কিবা মনোহরু সুগোল গঠন,
মরি! মরি! কিবা উন্নত গ্রীবা!
রাজহংস মত দাঁড়ায়ে কেমন
যুঝিছে গৌরবে ঈষৎ হাসি।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভিছে কেমন
নীল উতপলে শিশির ভাসি।
দেখ ভদ্রা দেখ!"—ভদ্রার নয়ন,
যথা ধনঞ্জয় করিছে রণ।
"দেখ ভদ্রা দেখ" —মুখ ফিরাইয়া
কহে সুলোচনা ব্যাকুল-মন।

১০

দেখিলা সুভদ্রা অদ্ভুত কৌশলে
যুঝিছে বালক, তুলনা নাই।
ভক্তিতে, বিস্ময়ে, ভরিল হৃদয়,
কাছে গিয়া ভদ্রা কহিলা,—"ভাই!
বহে স্রোতধারা কিশোর বদনে,
রক্তধারা ক্ষত শরীরে বহে।
দেও শরাসন, করি আমি রণ,
অস্ত্রেতে অক্ষম যাদবী নহে।"
কটাক্ষে যুবক দেখিলা ভদ্রায়,—
প্রীতির প্রতিমা দাঁড়ায়ে পাশে।
"পার্থ-প্রণয়িনী অস্ত্রে পরাঙ্মুখ
নহে কভু, তাহা জানে এ দাসে।
আমি বনবাসী,—অস্ত্র আভরণ,
মৃত্যু সহচর ছায়াতে রহে।

শত অস্ত্রাঘাত সহিবে পাষাণ,
কাঁটাটিও নাহি গোলাপ সহে।”—
কহিয়া বালক অপূর্ব্ব কৌশলে
বর্ষিল ধারায় অজস্র শর।
প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বিঁধিল দস্যুর,
হইল অশক্ত, অবশ কর।
পলাইল, সব ভঙ্গ দিয়া রণ,
বিজয়ী বালক ঈষৎ হাসি
ফিরাইল মুখ; দেখিল সুভদ্রা,—
প্রীতির প্রফুল্ল কুসুমরাশি!
আত্মহারা ভদ্রা রয়েছে চাহিয়া
যথায় অর্জ্জুন করিছে রণ।
আত্মহারা শৈল রহিল চাহিয়া
সেই রূপরাশি কুসুমবন।
রূপের স্বপনে রয়েছে নিদ্রিত
কি শান্ত মহিমা প্রীতির ধারা!
রূপের স্বপনে কি স্বর্গবিকাশ!—
দেখিল বালক হৃদয়হারা।

১১

মুহূর্ত্তে সুভদ্রা ফিরাইয়া মুখ
সকৃতজ্ঞ করে লইয়া কর,
বলিলেন—“চাহি জীবনদাতার
পরিচয়, দেও বীরেন্দ্র বর!”
“পরিচয় কিবা”—উত্তরিল শৈল—
“দিব দেবি আমি কাননচর।”
“দিব কিবা তব যোগ্য উপহার।”—

খুলিয়া সুভদ্রা কণ্ঠের হার,
অর্পিয়া শৈলের গলায় কহিলা—
"লও তুই কর ভগ্নীর আর।"
"লইলাম",—বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে শৈল
কহিল—"ভগিনি! প্রতিজ্ঞা মম,—
যেই এক হার উপস্থা আমার,
নাহি দিল যদি পাষাণ-মন
নিদারুণ বিধি, অন্য হার, দিদি,
পরিব না কভু গলায় আর,
বিনা তাঁর স্মৃতি! লও উপহার,
দিলাম তোমারে তোমারি হার,
মম পূর্ণ প্রীতি মাখিয়া তাহাতে;
আমি বনবাসী কি দিব আর?"
সুভদ্রার হার পরাইয়া গলে
চুম্বিল বালক ভদ্রার কর।
দেখিলা সুভদ্রা,—অমূল্য রতন
করে দুই বিন্দু উজ্জ্বলতর।

১২

ঘোর সিংহনাদ উঠিল হঠাৎ
ছাড়িলা চীৎকার সুভদ্রা ত্রাসে,—
শরাসন-ভ্রষ্ট দাঁড়ায়ে অর্জ্জুন,
দস্যু-সেনাপতি ছুটিয়া আসে,
উত্থিত কৃপাণ! বিদ্যুৎগতিতে
মুষ্টিতে তাহার লাগিল শর।
খসিল কৃপাণ; সত্বরি ফাল্গুনী
লইলা তুলিয়া ধনুকবর।

দূরে শঙ্খধ্বনি প্লাবিয়া কানন
উঠিল আকাশে জীমূতস্বন।
পলাইল দস্যু, দেখিলা অর্জ্জুন,
সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ।
কিশোরী সকল মন্দির হইতে
আনন্দে ছুটিয়া আসিছে ওই !
পড়িলা সুভদ্রা কৃষ্ণের গলায়,
কিন্তু কি বিস্ময়, বালক কই !

১৩

যতেক কুমারী বহু কণ্ঠে মিলি
গাইল তাহার বীরত্ব-গান।
বিস্ময়ে শুনিলা যতেক যাদব,
ব্যথিত হইল পার্থের প্রাণ।
বুঝিলা সে শৈল, গুপ্ত শরে যার
দস্যু-কর-অসি পড়িল খসি।
বুঝিলা সে শৈল, অপূর্ব্ব কৌশলে
রক্ষিল তাঁহার হৃদয়-শশী।
ধীরে সুলোচনা, গল-লগ্ন-বাসে,
করি করযোড়, আসিয়া আগে
কহে,—"মহারাজ ! মরি কিবা রূপ !
মরিলেও তাহা হৃদয়ে জাগে !
আধখানি পতি,— যদি সত্যভামা
বারেক দেখিত সে রূপরাশি,
দেড় খানি পতি হইত তাহার ;—
কিন্তু কাছে এই থাকিতে দাসী,
প্রভুর সে বিঘ্ন হইবে না কভু।

চাহে দাসী তার, হৃদয়চোর!
নহে পাঁচ সাত, এক মাত্র সেই
মন-চোরে দিব হৃদয় মোর।"
"তথাস্তু"—বলিয়া হাসিলা কেশব—
"চল ধনঞ্জয় দেখিয়া আসি,
পৃষ্ঠে কত পুরু চর্ম্ম তার, সবে
এই জিহ্বাঘাত তরঙ্গরাশি।"
কহে সুলোচনা—"তবে এত শ্রম
প্রভুর লইতে হবে না আর।
দুই জিহ্বাঘাতে, প্রভুর সমান,
চর্ম্ম পুরু কভু হবে না তার।
প্রভু যে প্রয়াগ; যমুনা জাহ্নবী,
যে তরঙ্গে নিত্য আঘাতি যায়।"
"তুমি সরস্বতী মিশিয়াছ তাহে"—
কহিলা কেশব—"ত্রিবেণী প্রায়।"
"যাই পোড়ামুখি সত্যভামা কাছে,
করি তিন ভাগ লইব কাটি;
আধ ভাগ তোরে দিব ভদ্রা চল্"—
চলিল ভদ্রায় ধরিয়া আঁটি।
লজ্জায় কংসারি লইয়া অর্জ্জুনে
পুর দুর্গ-মুখে চলিলা ধীরে।
চলিল কুমারী ব্রত করিবারে
অবগাহি সবে সরসী-নীরে।

১৪

কহিলা কেশব—"বৃষ্ণিগণমুখে
শুনিয়াছি আমি ঘটনা যত।

চিনিয়াছি আমি দস্যুর নায়কে,
তার অপরাধ ক্ষমিব শত।
কিন্তু সে বালক,—শৈল কি তোমার ?
বুঝেছ কি তুমি হৃদয় তার ?”
“বুঝিয়াছি,—ক্ষুদ্র প্রীতির নির্ঝর”
কহিলা অর্জ্জুন, “অমৃতাধার।”
তথাপি সন্দিগ্ধ রহিলা কেশব;
চলিলা চিন্তিত ভূতল চাহি।
কহিলা,—“হেথায় থাকিব না আর,
চল শীঘ্র সবে দ্বারকা যাই।”

১৫

হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া
বিমুক্ত-করবী কুমারীগণ,
পশিয়া মন্দিরে নারায়ণ কাছে
মাগে পতি-যার যেমন মন।
কেহ চাহে ইন্দ্র, কেহ চাহে চন্দ্র,
কেহ চাহে বায়ু, বরুণ কেহ।
বৃদ্ধা ভূতি দাসী পালিতা বালিকা
কহে, “ভূতি পচি আমালে দেও।”
কৈশোর যাদের পড় পড় পড়,
জাগিছে যৌবন-তরঙ্গ বুকে,
করে কাণাকাণি আঁখি ঠারাঠারি,
ঈষৎ ঈষৎ সুহাসি মুখে।
কেবল সুভদ্রা দাঁড়ায়ে কোণায়
প্রাণশূন্য যেন প্রতিমাখানি।
দেখি সুলোচনা জানু পাতি বসি

কহে, করি যোড় যুগল পাণি,—
"দুই রূপে প্রভু চাহি দুই বর,
নিজ রূপে—সেই বনের সুক।
প্রতিনিধিরূপে চাহি সুভদ্রার"—
সুভদ্রা চাপিয়া রাখিলা মুখ।

একাদশ সর্গ।

—*—

মানিনীর পণ।

১

বিগত প্রহর নিশি,
রৈবতক অঙ্কে মিশি
হাসিছে চন্দ্রিকা, কিবা হাসি মনোহর!
অঙ্গে মাখি সেই হাসি
হাসিছে হাসির রাশি
শ্বেত প্রস্তরের চারু নিকুঞ্জ নিথর,—
কিবা মনোহর!

২

শোভিছে পুষ্পিত বন,
চারি দিকে নিরুপম,
জ্যোৎস্নার পটে চিত্র, কিবা মনোহর
নিশিগন্ধা শেফালিকা,
কোথায় ফুল্ল মল্লিকা,

করিয়াছে সুবাসিত সুধাকর-কর,
সুধাকর-করে স্নাত নিকুঞ্জ সুন্দর।
নিকুঞ্জ-পর্য্যঙ্ক অঙ্ক
আলো করি, নিষ্কলঙ্ক
সুবাসিত জ্যোৎস্নার মূরতি সুন্দর—
"সত্যভামা নিদ্রা যায়,
সুবাসিত জ্যোৎস্নায়
খেলিয়া তরঙ্গ কিবা স্থির মনোহর!
উপধানে বাম কর,
শোভিতেছে তদুপর
সুবাসিত শশধর—চিত্র কল্পনার!
সুবাসিত দীপমালা,
নিকুঞ্জ করিয়া আলা,
দেখায় অতুল সেই সৃষ্টি বিধাতার—
ত্রিভঙ্গ, তরঙ্গায়িত, জ্যোৎস্নার হার!

৩

চাঁদনি-চর্চ্চিত বন
অতিক্রমি, ফুল্ল মন
দাঁড়াইলা বাসুদেব, নিকুঞ্জ দুয়ারে,
পদ না সরিল আর,—
শয্যাশায়ী প্রতিমার
দেখি অবিচল চিত্র পর্য্যঙ্ক আধারে,
কি অমৃতে প্রাণ মন,
হইল যে নিমগন,
কি যে ফুল্ল জ্যোৎস্নায় ভরিল পরাণ,
কৃষ্ণ স্থিরনেত্রে রূপ করিলেন পান।

৪

কৃষ্ণ ! আকাঙ্ক্ষার মরীচিকা,
জ্বলন্ত পাবকশিখা,
কোন কায অনুসারি ? ইহার ছায়ায়,
সুশীতল জ্যোৎস্নায়,
সুখের স্বপনপ্রায়,
মানব-জীবন কি হে বহিয়া না যায় ?
তবে কেন এত আশা ?
তবে কেন এ পিপাসা ?
না, না,—একি মোহ মম হতেছে সঞ্চার !
জীবনে যে আছে মিশি,
অৰ্দ্ধ দিবা, অৰ্দ্ধ নিশি,
অৰ্দ্ধেক আতপ, অৰ্দ্ধ জ্যোৎস্না আবার ;
মানব-জীবন,—চিত্র শান্তি-পিপাসার !

৫

ধীরে অন্তরালে থাকি,
করেতে অধর ঢাকি
কহে সুলোচনা—"শান্তি, আজ বড় নয় ;
হও আরো অগ্রসর,
অলক্ষিতে যেই ঝড়
রহিয়াছে লুকাইয়া শান্তির ছায়ায়,
দেখিব কেমনে হাল রাখিবে তাহায় !"

৬

ক্রমে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে
দাঁড়াইয়া শয্যাশিরে
চুম্বিলেন রক্তাধর সরস সুন্দর ;

কই চমকিয়া বামা
উঠিল না, সত্যভামা
নিদ্রা যায় সংজ্ঞাহীন প্রতিমা মৃণ্ময়,
কৃষ্ণ কহিলেন,—"এত নিদ্রা তবে নয়!"

৭

সুলো। না, তাত নহেই নয়;—
আমার সন্দেহ হয়
এই বোকা কংসে কিহে করিল নিধন?
তবে বড় কৃপাপাত্র,
ছিল কংস; দহে গাত্র
হা বিষ্ণু! পুরুষজাতি বোকা কি এমন?
ভাল, পড়ে নাহি মম ভাগে কেনো জন।

৮

কৃষ্ণ। উঠ সত্য, এ কি ঘুম!
ফুটিয়া কত কুসুম
হাসিতেছে চন্দ্রালোকে, ফুলকুলেশ্বরী
সত্যভামা নিমীলিতা
রহিবে কি বিষাদিতা?
হাসে জগতের চন্দ্র অনন্ত আকাশে,
রবে কি আমার চন্দ্র মান-রাহু-গ্রাসে?
বসি পার্শ্বে প্রেমভরে,
আলিঙ্গিয়া দুই করে
কতই কহিলা কৃষ্ণ, করিলা বিনয়,—
নীরব, নড়ে না দেবী, কথা নাহি কয়।

৯

সুলো। যাদুমণি যদি পার,
রৈবতক শৃঙ্গ নাড়,
তবু এ মানের ঢেঁকি নড়িবে না কভু ;
কেবল এ সুলোচনা,
লেজে চড়ি ধানভাণা
এই প্রেম-যন্ত্র তব পায়ে নাচাইতে,
তাহাতে সে মন্ত্রসিদ্ধ—ইন্দ্রজিতে জিতে।

কৃষ্ণ। কেন এই অভিনয় ?
এই ত সময় নয়,
দিবসের চিন্তাশ্রমে অবসন্ন প্রাণ ;
চেয়ে দেখ মিলি আঁখি,
শুন কে আড়ালে থাকি
হানিতেছে তীক্ষ্ণ শর,—ছাড় অভিমান,
লও বীণা, কি জ্যোৎস্না, গাও দুটি গান।

১০

সুলো। একমাত্র গোবর্দ্ধন
চাপি রাখে বৃন্দাবন ;
এই রূপ-বৃন্দাবনে দুই গোবর্দ্ধন !
আরো দুই গিরিভারে,
মানিনী উঠিতে নারে ;
মানভরা সত্যভামা উঠিবার নয় ;
এখনি যমুনা দুই বহিবে নিশ্চয় !

১১

সখীর সে ব্যঙ্গ স্বর
যেন শব্দভেদী শর

বিঁধিছে সত্যভামায় ; ক্রোধে মানিনীর
ফাটিছে পীবর বুক,
তবু নাহি ফুটে মুখ,
ফুটিলে যে টুটে মান,—উভয় সঙ্কট !
রুদ্ধ ক্রোধে মানিনীর
সত্য সত্য নেত্রনীর
বহিল নীরবে দুই যমুনা-ধারায়,
করকণ্ডুয়নে মান রাখা হলো দায়।

১২

দেখিয়া নীরব ধারা,
কৃষ্ণ ভাবিলেন,—সারা
ক্ষুদ্র পালা, ভাগ্য ভাল বড় কিছু নয়।
মান ঝটিকায় তাঁর
ছিল দীর্ঘ সংস্কার,
জানিতেন বর্ষে যবে, ঝড় নাহি বয়।
মান শেষ, সাক্ষী তার অশ্রুধারাদ্বয়।

১৩

অধর টিপিয়া হাসি
অন্তরাল হ'তে আসি,
অঞ্চলে বেষ্টিয়া গলা কৃতাঞ্জলি করে
কহে সুলোচনা হাসি—
"প্রভুর কুশল দাসী
জিজ্ঞাসে, মানের ডালা সেজেছে কেমন
দাসীর জিহ্বার ধার,
কিবা তেজ কল্পনার,

অধিক, জানিতে দাসী চাহে বাঁকা শ্যাম ?"
কৃষ্ণ উত্তরিল হাসি—"উভয় সমান।"

১৪

"পোড়ামুখি! আমি ঢেঁকি!
ঘাড়ে কত রক্ত দেখি"—
উঠি বাঘিনীর মত এক লম্ফে রাণী,
ধরিলা চুলের রাশ,
ছিঁড়িল কেশের পাশ,
তরঙ্গ খেলিয়া চুল চুম্বিল চরণ,
ছুটিলেক মুক্তকেশী বিজলী যেমন।
ছুটিল পশ্চাতে রাণী,
তরঙ্গিত তনু খানি,
রূপের লহরী কত তুলিতে লাগিল,
দুইটি রূপ-তরঙ্গে নয়ন ভরিল।

১৫

কহে ডাকি সুলোচনা—
"এই তব গুণপণা
দূতীর এ অপমান হাসিছ দেখিয়া ?
পারিলে না, বোকা রাম!
ভাঙ্গিলাম আমি মান,
এই প্রতিফল কিহে ঘটিল আমার,
হা বিষ্ণু!—নিষ্কাম ধর্ম্ম মানিব না আর।"
সুলোচনা পদদ্বয়
জিহ্বা হতে ন্যূন নয়
ক্ষিপ্রতায়. সত্যভামা মন্থর-গামিনী।

১৬

ভঙ্গ দিয়া রণে, ধীরে
নিকুঞ্জে আসিলা ফিরে ;
ঘন শ্বাসে পীবরাঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া
করিতেছে লীলা কিবা !
কিবা আরক্তিম বিভা
বিকাশ কপোলযুগ্ম ! স্বেদবিন্দু, মরি !
শিশিরের বিন্দু যেন রক্তোৎপলে পড়ি !
দুই বাহু প্রসারিয়া
প্রেমভরে আলিঙ্গিয়া,
লইলেন অঙ্কে কৃষ্ণ প্রেমের প্রতিমা,
শোভিল জ্যোৎস্না-অঙ্ক গগন-নীলিমা।
বসিতে না চাহে রাণী,
প্রাণেশ রাখেন টানি,
হাসিয়া কহেন—"মিছে, ত্যজ আজি রোষ
আপনি পাগল সাজ, কাহার কি দোষ ?

১৭

"আপনি পাগল সাজি"—
সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ মাজি
অশুদ্ধ অশ্রুতে, দেবী কহিলা সকোপে—
"ছাড় উপহাস, প্রাণে সহে না আমার,
কাটা গায়ে নুন তুমি দিওনাক আর।
সত্য আমি রাগিয়াছি—"

কৃষ্ণ। তা ত চক্ষে দেখিতেছি।

সত্য। আবার ? কেবল ঠাট্টা ?

কৃষ্ণ। দোহাই তোমার !

কহ, ছাড়িলাম ব্যঙ্গ,
আজি কেন এই রঙ্গ?

সত্য। ভদ্রার বিবাহ দিব—

কৃষ্ণ। এ কথা? কি জ্বালা!
আমি ভেবেছিনু আজ কিষ্কিন্ধ্যার পালা।
কেন হলো এই সাধ?

সত্য। পাছে সাধে মম বাদ?

কৃষ্ণ। তাহা ত বাতাসে মাত্র পারে সাধিবারে;-
তাতেও আদর্শ তুমি অন্যে কি তা পারে?

সত্য। ছেড়ে দাও গৃহে যাব,
কেন মিছে গালি খাব;—

কৃষ্ণ। সে বাণিজ্যে একেশ্বর তব অধিকার।
তাহে তুমি নিঃসম্বল
হবে যবে, ধরাতল
হবে এক হস্ত উচ্চ; থাক্ সেই কথা।
যদি তব নিজ ধনে
প্রীতি না উপজে মনে
খাও অন্য কিছু তবে—
বলিয়া কেশব
চুম্বিলেন পুষ্পাধরে কুসুম আসব।
কৃত্রিম মানেতে ভার,
করি মুখ পুনর্ব্বার
কহিলেন রাণী—"দিব বিবাহ ভদ্রার
মধ্যম পাণ্ডব সনে
স্থির করিয়াছি মনে।"

সত্য। এখন।

কৃষ্ণ। তুমি পাগল নিশ্চয়।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্রতী বীর ধনঞ্জয়।

সত্য। মরি! মরি! কি আশ্চর্য্য!

পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য!

হউক সলিল দৃঢ়, তুষার শীতল,

তথাপি আতপ-তাপে যে জল সে জল।

সুভদ্রার রূপে গলি

সেই ব্রহ্মচর্য্য টলি

রৈবতক গহ্বরেতে করিছে বিশ্রাম;

পুরুষের ব্রত, আর পুরুষের প্রাণ!

কৃষ্ণ। মানিলাম পরাজয়,

পুরুষ কিছুই নয়।

কিন্তু তুমি জান, সত্য, প্রতিজ্ঞা আমার,—

ভদ্রা উদাসিনী যারে

চাহিবে বরিতে, তারে

দিব সুভদ্রার পাণি। জানিলে কেমনে

ভদ্রা যে হৃদয়ে স্থান

পার্থে করিয়াছে দান?

সত্য। তিষ্ঠ, দার্শনিক, দিব প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কি সরল! কিছু যেন দেখিতে না পান!

চলিলেন রাজবালা,—

পুষ্পবনে পুষ্পমালা,

জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নার তরঙ্গ তুলিয়া,

অতলে দ্বিতীয় চন্দ্র চলিল ভাসিয়া।

অতৃপ্ত সে রূপ শোভা
দেখি, কৃষ্ণ, মনলোভা
কিছুক্ষণ, বহুক্ষণ বসিয়া উদ্যানে
রহিলা চাহিয়া স্থির সুধাকর পানে।

কৃষ্ণ। চরণে যে ভিক্ষা যাচি,
আনিলাম সব্যসাচী,
ভগবন্! সে ভিক্ষা কি হইবে সফল
এ তব মহিমা রাজ্য,
সকলই তোমার কার্য্য,
উপাদান মাত্র, নাথ! মানব সকল।
যেই সুপ্রসন্ন হাসি
আজি নীলাম্বরে ভাসি
করিয়াছে সুধাময় বিশ্ব চরাচর;
তেমতি প্রসন্ন হাসি
এ উদ্বাহে পরকাশি,
যমুনা জাহ্নবী সহ করিয়া মিলিত
আর্য্য ইতিহাস কর সুধায় প্লাবিত।
আভরণ রণ-রণ,
ভ্রমরগুঞ্জন সম,
অমৃত বর্ষিল কর্ণে; দেখিতে দেখিতে
যেন উল্কাখণ্ড ভাসি,
রূপের অমৃতরাশি,
রূপের অমৃতে পূর্ণ করি পুষ্পবন,
আসি এক চিত্র করে
প্রাণেশের অঙ্কোপরে

রাখিলেন, কহিলেন—"ভগিনীর গুণ
দেখ ভ্রাতা চক্ষু মেলি,—চিত্র মনাগুন—

কৃষ্ণ। কিছু না বুঝিনু আমি,
চিত্র মাত্র এক খানি,
বাতাসের অর্থ করা সাধ্য মম নয়—
কৃষ্ণের বদন তুলি,
টিপিয়া চম্পকাঙ্গুলি,
কহে সত্যভামা—"তবে প্রেম অভিনয়
দেখিবে কি ভগিনীর?
এই বার চক্ষুঃস্থির!"

কৃষ্ণ। আনিতে ভ্রাতায় তব পাঠাইব দূত।—
কিন্তু যদি বলরাম,
হন এ বিবাহে বাম,

সত্য। টলিলে টলিতে পারে পৃথিবী গগন,
চরাচর,—টলিবে না সত্যভামা পণ।

দ্বাদশ সর্গ।

—:*:—

সোঽহং।

অপরাহ্ণ বেলা, কৃষ্ণ বসিয়া নির্জ্জনে
মন্ত্রকক্ষে, এক পার্শ্বে বসন ভূষণ,
অন্য পার্শ্বে স্তূপাকার রজত, কাঞ্চন।
আসি এক রাজদূত নমিলে চরণে,

সুপ্রসন্ন মুখে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা হাসি—
"কহ দূত মগধের কহ কি সংবাদ ?
কি দেখিলে কি শুনিলে গিরিব্রজপুরে ?
মগধের রাজধানী দেখিলে কেমন ?"
কহে দূত যোড়করে—"প্রভুর প্রসাদে
অতিক্রমি বিন্ধ্যাচল, অনন্ত কান্তার,
মধ্য মরুভূমি ক্লেশে, জুড়াল জীবন
গোপালের লীলাভূমি দেখি বৃন্দাবন,
দেখিয়া মথুরাপুরী ; পান করি সুখে
প্রভুর চরণামৃত যমুনা-সলিল।
অবগাহি গঙ্গানীরে, লইয়া মস্তকে
রামচন্দ্র-পদরেণু সরযূর তীরে,
দেখিলাম জানকীর পবিত্রা জননী
মিথিলা জাহ্নবীতীরে, দেখিলাম শেষে
মগধের মহারাজ্য স্বর্ণ-প্রসবিনী।
সলিল অমৃতনিভ ; অমৃত অনিল ;
অনন্ত পার্ব্বতী নদী সুধা-প্রবাহিণী।
স্থানে স্থানে অবরুদ্ধ সে সুধা-প্রবাহ
সাজায়ে তড়াগ শত, করিছে মগধ
নিরন্তর সুধাসিক্ত, শস্যসুশোভিত।
মনোহর আম্রবন পল্লবে ভূষিত
অনন্ত হরিত ক্ষেত্রে ; অনুর্ব্বর দেহ
শোভে কৃষ্ণকায় শৈল মৈনাকের মত,—
তুলনায় নিরুপম। শোভে উপত্যকা
অগণন গাভিগণে পুষ্পিত সুন্দর,
শৈল স্রোতস্বতী মত সুধা-প্রবাহিণী।

বরাহ, বৈভারাচল, বৃষভ, চৈত্যক,
ঋষিগিরি, সম্মিলিত পঞ্চগিরি মাঝে, *
ওই দেখ”—কহে দূত স্বর্পিয়া কেশবে
মগধের মানচিত্র—“ওই দেখ, প্রভো!
শোভে'পঞ্চানন' তীরে গিরিব্রজপুর
মগধের 'রাজগৃহ',—পর্ব্বত প্রাচীরে
সুরক্ষিত মহাপুরী। অজাগর মত
ছুটিয়াছে তদুপরে দুর্গের প্রাচীর।
প্রাচীরে প্রহরীগণ; শত্রু অদর্শিত
কি সাধ্য মগধ-সীমা করিবে লঙ্ঘন?
 একটি তোরণ মাত্র শোভিছে উত্তরে
রক্ষিত বিপুল সৈন্যে, দুই পার্শ্বে তার
মগধের বীর্য্য-সাক্ষী উষ্ণ প্রস্রবণ
ছুটিতেছে বহুতর অপূর্ব্বদর্শন।
এক কুণ্ডে 'সপ্তধারা' বহিছে সলিল
ঈষদুষ্ণ, মূর্ত্তিমান দেব বৈশ্বানর
'ব্রহ্মকুণ্ডে,' অন্য কুণ্ডে বহে অবিরল
সুশীতল দুই ধারা 'যমুনা,' জাহ্নবী'!
জরাসন্ধ পরাক্রম গোবিন্দ আপনি
দেখিয়াছ; দেখিয়াছি অশীতি নৃপতি
জিনি ভুজবলে বন্দী করি কারাগারে
রাখিয়াছে; শত জন হইলে পূরণ
দিবে বলিদান রুদ্রে”—“নৃশংস শার্দ্দূল!”

---

* মহাভারতে জরাসন্ধ পুরী বর্ণনায় এই পাঁচটি পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। উহারা এখনও বর্ত্তমান আছে।

'চকিতে কহিয়া কৃষ্ণ উঠিলা শিহরি।
"আরো যাহা শুনিলাম ভয় হয় মনে
নিবেদিতে পাদপদ্মে"—আরম্ভিল দূত,—
"শুনিলাম, উগ্রদত্ত যবন ভূপতি,
চেদীশ্বর শিশুপাল, নাগেন্দ্র বাসুকি,
করিতেছে সন্ধি, প্রভো, মাগধের সনে।
অর্ব্বুদ, স্বস্তিক, শক্রবাপী, মুনি নাগ,—
বাসুকির সেনাপতি বীরচতুষ্টয়
আসিয়াছে গিরিব্রজে, উত্তর ভারত
আশু সন্ধিসূত্রে প্রভো হইবে গ্রথিত।
সজ্জিত করিয়া এক মহা অনীকিনী,
শত নৃপতির রক্তে পূজি রুদ্রদেবে,
আক্রমিবে জরাসন্ধ দ্বারকা প্রথম।
উড়াইয়া ভারতের যত সিংহাসন
সেই ঝটিকার পরে, সমস্ত ভারতে
উড়াইবে মগধের বিজয়কেতন।"
নীরবিল দূত। কৃষ্ণ বহু উপহারে
করিলে বিদায়, দূত আসিল দ্বিতীয়।
"কহ, দূত, কহ শুনি চেদীর সংবাদ"—
জিজ্ঞাসিলা বাসুদেব। যোড় করে দূত
নিবেদিলা প্রণমিয়া সাষ্টাঙ্গে চরণে—
বণিকের বেশে, প্রভো ভ্রমিয়াছে দাস
সুবিশাল চেদী রাজ্যে। জগত-জননী
যমুনা জাহ্নবী যারে করি আলিঙ্গন
সঞ্জীবনী সুধারাশি অজস্র ধারায়
ঢালিছেন দিবানিশি,—সেই পুণ্যভূমি,

তাহার সমৃদ্ধি সুখ কি কহিবে দাস ?
রাজ্য নহে, প্রকৃতির প্রমোদ-উদ্যান !
বিরাজিতা অঙ্কে অঙ্কে কমলা আপনি,—
সুবর্ণনলিনী চেদী। গঙ্গা সুখ-ধারা,
সুনীরা যমুনা শান্তি ; সুখ-শান্তি নীরে
ভাসমানা পুণ্যবতী চেদী গরবিণী।
শোভিছে সঙ্গমস্থলে রাজহংস যেন,
পবিত্র প্রয়াগ পুর। উচ্চ গ্রীবা শির
শোভিতেছে মহা দুর্গ, ভ্রূকুটি বিক্ষেপে
সৃজিয়া আতঙ্ক দূর অরাতি-হৃদয়ে।
বিধাতার কি যে লীলা বুঝিতে না পারি,
এমন অমরাবতী করিলা অর্পণ
ক্ষিপ্ত বানরের করে। হিংসিয়া প্রভুরে
ক্ষিপ্তমতি চেদীশ্বর। শঙ্খ চক্র ধরি
কখন পুরুষোত্তম, কভু বাসুদেব,
কভু বিষ্ণু অবতার, করিছে শৃগাল
কেশরীর অভিনয় বানর নরের,
কত যে কৌতুকাবহ কহিতে না পারি।
প্রভুর অজস্র নিন্দা কণ্ঠেতে তাহার
বহে কর্ম্মনাশা স্রোতে। করেছে গ্রহণ
মাগধের সৈনাপত্য ; কহে নিরন্তর
আক্রমিবে দ্বারবতী, সমরতরঙ্গে
ভারতের যত রাজ্য নিবে ভাসাইয়া।
চেদীরাজ্য-মানচিত্র সমর্পিয়া করে
লভিয়া প্রসাদ, দূত হইল বিদায়।
এইরূপে বহু দূত প্রণমিয়া পদে,

একে একে কত রাজ্য গুহ্য সমাচার
নিবেদিয়া, সমর্পিয়া মানচিত্র করে,
লভিয়া প্রসাদ সুখে হইল বিদায়,
চলিলেক রাজ্যান্তরে। মগধের দূত
চেদীতে, চেদীর দূত চলিল মগধে।
সমস্ত ভারত-বার্ত্তা যথাসময়েতে
এরূপে দিগন্তব্যাপী তটিনীর মত
ঢালিত অনন্ত রত্ন অনন্ত বদনে
একমাত্র রত্নাকরে। ভারতের সর্ব্ব
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,
সর্ব্বশক্তি, এক কেন্দ্রে হইত কেন্দ্রিত,
বিমথিত এক দণ্ডে,—সমগ্র ভারত
করিয়া একই নখ-দর্পণে স্থাপিত।
চলি গেলে দূতগণ লইয়া আদেশ,
উঠিয়া কেশব ধীরে ভ্রমিতে লাগিলা
অধোমুখে চিন্তামগ্ন। কক্ষ প্রাচীরেতে
দেখিলা না দুই ছায়া পড়িল যে ধীরে।
দেখিলা না ব্যাসদেব, বীর ধনঞ্জয়,
দাঁড়াইয়া দ্বারে স্থির, রয়েছে চাহিয়া
সেই চিন্তামগ্ন মূর্ত্তি প্রতিভা-মণ্ডিত।
করিলেন আশীর্ব্বাদ ঈষৎ হাসিয়া
ব্যাসদেব- সুপবিত্র একটি হিল্লোলে
করিল নির্জ্জন কক্ষ পবিত্রতাময়।
চমকিলা বাসুদেব,—হইল ঈষৎ
চিন্তার নিবিড় মেঘে জ্যোৎস্না সঞ্চার।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া মহর্ষিচরণে,

বসাইয়া দুই জনে, বসিয়া আপনি,
কহিলেন বাসুদেব—"শুভ আগমন
মহর্ষির রৈবতকে! পদ-পরশনে
চরিতার্থ এই পুরী, চরিতার্থ দাস!
এইমাত্র ভগবন্! স্মরিতেছিলাম
পবিত্র চরণাম্বুজ, ভাবিতেছিলাম
যাইয়া আশ্রমতীর্থ, যে ঘোর সঙ্কট
ভারতের চারি দিকে উঠিছে ভাসিয়া
নিবেদিব পাদপদ্মে, লইব মাগিয়া।
মহর্ষির উপদেশ।" ধীরে দ্বৈপায়ন
উত্তরিলা সুপ্রসন্ন মুখে মৃদুস্বরে,—
"কহ, বৎস বাসুদেব! এ কোন সঙ্কট
ব্যাসের মন্ত্রণা যাহে চাহে বাসুদেব!
বিশ্ব উপদেশ চাহে আশ্রমের কাছে,
সরসীর কাছে সিন্ধু! ব্যাধের কৌশলে
ভীত হয় মৃগ, বৎস, ডরে কি কেশরী?"

কৃষ্ণ। ভারত অদৃষ্টাকাশে চারি দিকে প্রভো,
হইতেছে যে বিপ্লব-নীরদ-সঞ্চার
খণ্ড খণ্ড; ছুটিতেছে মন্থর গতিতে
মিলিতে কোথায় ভীমাকারে, কোথায় ব
আঘাতিয়া পরস্পরে হইতে বিনাশ,
করিতে ভারতভূমি, মহর্ষি, আবার
ঝটিকায় বিদলিত, শোণিতে প্লাবিত।
সাজিতেছে জরাসন্ধ,—দুই পার্শ্বে তার
শিশুপাল, ভগদত্ত, উত্তর ভারত
সুসজ্জিত পৃষ্ঠদেশে,—বিপুল বিক্রমে

ডুবাইয়া দ্বারবতী সমুদ্রের জলে,
সমুদ্র-প্রতিম সৈন্য প্লাবিতে ভারত।
হস্তিনা হিংসায় মত্ত ক্ষিপ্ত গ্রহ মত
আঘাতিতে ইন্দ্রপ্রস্থ। ভারত তখন
হইবেক কেন্দ্রভ্রষ্ট, আর রাজ্য যত
গতিভ্রষ্ট গ্রহ মত একে অন্যতরে
আঘাতিবে,—কিবা ঘাত কিবা প্রতিঘাত,
কি ভীষণ সংঘর্ষণ, বিপ্লব ভীষণ,
ঘটিবে তখন প্রভো! ভাবিতে না পারি।
এ রাষ্ট্রবিপ্লব, এই ঘোর নির্য্যাতন
জননীর, আত্মহত্যা, সাধুর দুর্দ্দশা,
অসাধুর আধিপত্য, ধর্ম্মের বিলোপ,—
সহিব কেমনে শৈলপ্রতিমূর্ত্তি মত?

ব্যাস। এই এক দিক মাত্র, দিক অন্যতর,
বাসুদেব, চিত্রের আরো ভয়ঙ্কর।
শঙ্কিত কুরঙ্গ মত, গ্রীবা উর্দ্ধ করি,
গৃহবাসী বিপ্রগণ, বনবাসী ঋষি,
উর্দ্ধকর্ণে তব কার্য্য করিছে শ্রবণ;
ঘ্রাণিতেছে অভিসন্ধি; ভাবিছে বিপ্লব
সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, উদ্দেশ্য তোমার,—
তুমি এ বিপ্লবকারী।"—হাসিয়া কেশব—
"আমি এ বিপ্লবকারী! মহর্ষি! মহর্ষি!
সরল বৈদিক ধর্ম্ম, পূজা প্রকৃতির,
সারল্য সৌন্দর্য্য মাখা, আর্য্য শৈশবের,—
সে সরল হৃদয়ের তরল প্রবাহ,
পৈশাচিক যজ্ঞে যারা করিছে বিকৃত,—

মহর্ষি! বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা?
পবিত্র উত্তর কুরু হইতে যখন
উচ্চারি পবিত্র ঋচ, গাই সামগান,
আসিলা ভারতে সেই পিতৃদেবগণ,
আছিল কি চারি জাতি? লইল যখন
কেহ শস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য কেহ বা,
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন
কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ বা মস্তক;
আছিল কি জাতিভেদ? কাটিয়া যাহারা
সুন্দর সমাজদেহ,—মূরতি প্রীতির
করিতেছে চারিখণ্ড, প্রতিরোধি বলে
অঙ্গ হতে অঙ্গান্তরে শোণিতপ্রবাহ,—
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা?
নাহি দিবে যারা, প্রভো, ভবিষ্যৎ ব্যাসে
ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ণতুল্য শূদ্রে,
নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন,
বৈশ্যে বাহুবল আদি জাতি ভারতের
করিয়া দাসত্বজীবী রাখিবে যাহারা,—
মহর্ষি! বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা?

ব্যাস। মানিলাম বাসুদেব। কিন্তু, বৎস, বল
কালের অনন্ত বক্ষ হইতে মুছিয়া
ফেলিবে দুইটি যুগ? নিবে ফিরাইয়া
উত্তর কুরুতে আর্য্যজাতি পুনর্ব্বার?
প্রকৃতির গতি-স্রোত নিবে ফিরাইয়া
আদিম নির্ঝরে পুনঃ? করিবে প্রচার
আবার বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক সমাজ?

না, প্রভো, উদ্দেশ্য তাহা নহে কদাচন
এ দাসের। প্রকৃতির ফিরাইবে গতি
নহে সাধ্য মানবের, নহে বিধাতার।
সৃষ্টিরাজ্য নীতিরাজ্য। জানি, ভগবন্,
যথা ওই ক্ষুদ্র ফুল অঙ্কুরিয়া ফুটে,
ফুটিয়া শুকায় বৃন্তে, শুকাইয়া ঝরে,
তথা মানবের আছে শৈশব কৈশোর,
যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু; তেমতি জাতির,
মানবের সমাজের, শৈশব, কৈশোর,
যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, আছে নির্ব্বিশেষ।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নীতি সর্ব্বত্র সমান
অলঙ্ঘ্য, অপরিহার্য্য। শৈশব সমাজ
হাসে দেখি চন্দ্রমুখ, কাঁদে বজ্রাঘাতে,
কাঁপে ঝটিকায় ত্রাসে। সমাজ কৈশোরে
যাগ, যজ্ঞ নানা ক্রীড়া। যৌবনে তাহার
শৈশবের হাসি ত্রাসে, কৈশোর ক্রীড়ায়
ভরে না হৃদয় আর। যখন মানব
দেখে সেই ইন্দ্র, চন্দ্র, নিয়মের দাস,—
সুন্দর শৃঙ্খলে গাঁথা। মানব হৃদয়
হইয়া পিপাসাতুর চাহে বুঝিবারে
সুদর্শন নীতিচক্র, নিয়ন্তা তাহার,
মহান্ বিজ্ঞান বিশ্ব! আর্য্য সমাজের
শৈশবের সত্য যুগ! ত্রেতা কৈশোরের
হয়েছে অতীত দেব; এবে উপস্থিত
যৌবনের যুগান্তর। অভিনেতা তার—
ব্যাসদেব, কৃষ্ণ, পার্থ। কাটিয়া সঙ্কট,

—বলের যৌবন পার্থ, মহর্ষি জ্ঞানের,—
আর্য্যের জাতীয় তরী নিব ভাসাইয়া
শান্তির বৈকুণ্ঠে সুখে ; আছে প্রসারিত
সম্মুখে কর্ম্মের পথ, শিরে নারায়ণ।

ব্যাস। ভুজবল জ্ঞানবল ক্ষুদ্র মানবের
বালকের বালুখেলা, দেবকী-নন্দন,
অনন্তের সিন্ধু তীরে। একটি কুসুম
না পারে ফুটাতে নর, না পারে সৃজিতে
একটি পতঙ্গ, কৃষ্ণ, একটি জাতির
বিপুল অদৃষ্ট বল গঠিবে কেমনে ?
অশ্রান্ত প্রকৃতি দেবী দুই যুগ ধরি
যেই স্রোত ধীরে ধীরে আনিছে বহিয়া
কেমনে রোধিবে তুমি, করিবে বিফল
মানবের জ্ঞানবলে নীতি প্রকৃতির ?

কৃষ্ণ। রোধিবে সে স্রোত, শক্তি নাহি মানবের।
জাতীয় জীবন-স্রোত কিন্তু স্বার্থবলে
অনন্ত মরুর দিকে নিতেছে ঠেলিয়া,
প্রকৃতির গতি, দেব, করিয়া নিষ্ফল,—
বিফল করিব তাহা। নিব ফিরাইয়া
অনন্ত সিন্ধুর মুখে,—নিষ্কাম আমরা,—
সেই সিন্ধু নারায়ণ ! সরল সুন্দর
এই প্রকৃতির গতি ; অনন্ত উন্নতি
প্রকৃতির নীতি, প্রভো, নহে অবনতি।
মানব অপূর্ণ, মাত্র পূর্ণ নারায়ণ !
পূর্ণব্রহ্ম মহাদর্শ রাখিয়া সম্মুখে,
অপূর্ণ আমরা, প্রভো, যাইব ভাসিয়া

সেই পূর্ণতার দিকে, নিব ভাসাইয়া
সমস্ত মানবজাতি উন্নতির পথে।
অনন্ত অভাব-ফল অনন্ত উন্নতি,—
এই মহামন্ত্র, দেব, রয়েছে অঙ্কিত
প্রস্তরে উদ্ভিদে, জীবে মানব হৃদয়ে,
সর্ব্বত্র অমরাক্ষরে। সৃষ্টির বিজ্ঞান
ঘোষিতেছে এই মন্ত্র। সৃষ্টির যখন,
যেরূপ অভাব ঘটে উন্নতি তেমন।
মানবের দুই যুগ, কিন্তু জগতের
এইরূপে কত যুগ গিয়াছে বাহিয়া,
কে বলিবে ভগবন্? যুগ-উপযোগী
চরম উন্নতি অবতারণ যখন
ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার।
প্রথম সলিলে, মৎস্য। এই নীতিবলে
সলিল পঙ্কিল যবে, কূর্ম্ম অবতার।
পঙ্ক দৃঢ়তর যবে, আচ্ছন্ন উদ্ভিদে,
হইল বরাহ সৃষ্টি। প্রাণীর শৃঙ্খল
ক্রমশঃ উন্নতি চক্রে হয়ে দীর্ঘতর,
নরসিংহ অবতার। বিস্ময় মূরতি!—
অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর! ক্রমে পশুভাগ
তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর
বিকৃত মানব মূর্ত্তি জন্মিল বামন।
তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার,—
জগৎ অরণ্যময়, হিংস্র-জন্তু-বাস!
ঘুরিল উন্নতি-চক্র,—সকুঠার কর
আসিলা পরশুরাম। বাধিল সমর

বন, বনচর সহ ; নাহি শরীরেতে
পশুভাগ, পশুবৃত্তি হৃদয়ে প্রবল,—
পশু-নির্ব্বিশেষ নর ! সেই পশুভাব
যে দিন হইতে হ্রাস হইতে লাগিল,
সেই দিন জগতের যুগ বর্ত্তমান
হইল সঞ্চার। সেই দিন মহা দিন !
প্রকৃত মানব জন্ম হইল সে দিন।
অশ্রান্ত উন্নতি পক্ষে আসিল কৈশোর,
কৈশোরের রামচন্দ্র প্রীতি-অবতার,—
ত্রেতার চরমোন্নতি ! যৌবন তাহার
আসিবে না ঋষি-শ্রেষ্ঠ ? সুদর্শন চক্র
উন্নতির এখানে কি হইল অচল ?
না, না, দেব ; নাহি তার মুহূর্ত্ত বিশ্রাম।
উন্নতির পথ ছায়া-পথের মতন,
—প্রীতিময় সুখময়, পবিত্রতাময়,—
রহিয়াছে প্রসারিত, সেই পথে, প্রভো
জাতীয় জীবন-তরী নিব ভাসাইয়া।

ব্যাস। একক কি তুমি বৎস পারিবে সাধিতে
বিশ্বব্যাপী এই ব্রত ? সাধিবে কেমনে ?
সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতি ঋষি নির্ব্বিশেষ,
চারি বেদ; শ্রুতি, স্মৃতি — অচল অটল
হিমাচল,—নহে তাঁহা বালুকাবন্ধন,
সলিলে কি তাহা কৃষ্ণ যাইবে মিশিয়া ?
অনন্ত তোমার জ্ঞান, শক্তি সীমাহীন,
কিন্তু—কিন্তু—বাসুদেব ! একটি জাতির
অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া ! গ্রহ, তারাগণ,

দেশ, কাল, কর্ম্মমতে অদৃষ্ট নরের
অলক্ষিতে সঞ্চালন করে অহরহ
নাহি জানি নাহি জানি মানস জগৎ
—দুর্জ্ঞেয় তাহার ক্রীড়া !—করে রূপান্তর
কত মতে ; কত মতে অনন্ত সৃষ্টির
অনন্ত অজ্ঞেয় নীতি করে বিলোড়িত
মানব অদৃষ্ট সিন্ধু ; করে সঞ্চালিত
কোন্ মতে, কোন্ পথে। নীর-বিন্দু নর
কেমনে গঠিবে সেই সিন্ধু পরিণাম !
একক—একক আমি নহি ভগবন্ !
যাহার সহায় স্রষ্টা, বিষ্ণু বিশ্বরূপ,—
নারায়ণ !—একক সে নহে কদাচন।
আমি কে মহর্ষি ? আমি—আমরা সকল,—
জগৎ,—তাঁহার অংশ ! তাঁর অবতার !
সোঽহং, আমি নারায়ণ ! একক ত' নহি
আমি একত্ব তাঁহার। সর্ব্বভূতময়
আমি, আমি সর্ব্বপ্রাণী, আমি বিশ্বরূপ !
আমার সে বিশ্বরূপ, দেখ ভগবন্ !
দেখ ধনঞ্জয় ! দেখ ওই মহাশূন্যে
বিশ্ব-পদ্মে বিশ্বনাথ ! দেখ শতদল,—
শত গ্রহ, উপগ্রহ, সবিতৃমণ্ডল !
বিশ্ব-পদ্ম-ব্যাপী দেখ মম অধিষ্ঠান।
বিশ্বের জীবন আমি, আমাতে জীবিত
চরাচর ; জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি-রূপান্তর।
নহি ব্রহ্মা, নহি রুদ্র, আমি ক্রীড়াবান্ !
একমেবাদ্বিতীয়ং—আমি ভগবান্।

দেখ এক করে মম, দেখ সুদর্শন
অনন্ত নীতির চক্র ; দেখ অন্য করে
মহা শঙ্খ বিশ্বকণ্ঠ,—অশ্রান্ত কেমন
অনন্ত সে নীতিচক্র করিছে জ্ঞাপন।
সেই মহা শঙ্খ ওই অনন্ত প্লাবিয়া
ডাকিতেছে অবিশ্রান্ত,—"ভ্রান্ত নরগণ!
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ!"
আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্ম্মের মন্দির ;
ভিত্তি সর্ব্ব-ভূত-হিত, চূড়া সুদর্শন ;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম ; লক্ষ্য নারায়ণ।
এই সনাতন ধর্ম্ম, এই মহা নীতি,—
ব্যাসদেব জ্ঞানবলে, পার্থ বাহুবলে,
ভারতে, জগতে, কুরে সর্ব্বত্র প্রচার,
নারায়ণে কর্ম্মফল করি সমর্পণ।
বিনাশিয়া স্বার্থ-জ্ঞান করিলে নিষ্কাম

সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, হইবে অচিরে
খণ্ড এ ভারতে "মহাভারত" স্থাপিত—
প্রেমময়, প্রীতিময়, পবিত্রতাময়!
লও এই মহাব্রত,—চাহি ঊর্দ্ধপানে
দাঁড়ায়ে মহিমাময় মূর্ত্তি নারায়ণ,—
বিগলিত অশ্রুধারা প্রীতির প্রবাহ
ঝরিছে কপোল বাহি. কহিলা গম্ভীরে—
"লও এই মহাব্রত!" চাহি ঊর্দ্ধপানে
দেখিলেন ব্যাসার্জ্জুন, গোধূলিতিমিরে
দীপিছে মহিমাময় কি মূর্ত্তি মহান্!
নহে মানবের তাহা ; সুধাংশু কিরণ

করিতেছে যেন নীলবপু বিকীরণ !
নাহি বাসুদেব আর ; দেখিতে দেখিতে
দীপ্তিমান্ বপু যেন হইয়া বৰ্দ্ধিত
ছাইল এ চরাচর। সবিতৃমণ্ডল
শোভিতেছে পদতলে, শতদল মত,—
অনন্ত অসংখ্য ! রাজরাজেশ্বর মূর্ত্তি
কিবা শোভা সে বদনে, কি জ্যোতি নয়নে,
শোভে করে কিবা শঙ্খ, চক্র সুদর্শন !
অপার্থিব কি আলোক, সঙ্গীত, সৌরভ,
ভাসিছে অনন্ত-ব্যাপী, কিবা অধিষ্ঠান
প্রকৃতিতে পুরুষের,—মিলন মহান্ !
কি একত্বে পরিণত বিশ্ব চরাচর !
"লইলাম মহাব্রত"—স্থির কণ্ঠে ধীরে
কহিলেন ব্যাসদেব, আঁখি ছল ছল,
আনন্দে উজ্জ্বল মুখ ; হৃদয় নির্ম্মল
প্রীতিপূর্ণ, সমুজ্জ্বল ! পাতি দুই কর,
ভক্তি-গদগদকণ্ঠে চাহিয়া বিস্ময়ে,
"লইলাম মহাব্রত"—কহিলা অর্জ্জুন ;
সরিল না কথা আর। আনন্দে তখন
আত্মহারা বাসুদেব বসিলা ভূতলে
জানু পাতি মধ্যস্থলে। আনন্দে তখন
গলদশ্রু তিন জন পাতি ছয় কর,
গাইলেন ঊর্দ্ধ নেত্রে পুলকে গম্ভীরে—
"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী

হারী হিরণ্ময়-বপুর্দ্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।”
অমর ত্রিমূর্ত্তি! দাসে দেও পদধূলি,
পবিত্র চরণামৃত। নয়ন ভরিয়া
দেখিব ত্রিগুণ রূপ, তিষ্ঠ এক পল।
সর্ব্ব-ধ্বংসী মহাকাল বহিছে মস্তকে
যে পবিত্র পদচিহ্ন যুগ-যুগান্তরে,
সেই পদাম্বুজ দাস করিয়া ধারণ
ভক্তিভরে শিরোপর, গাইবে ভারতে
অক্ষয় কীর্ত্তির গান অমৃত সমান
বিহ্বল হৃদয়ে দাস,—দেও পদাশ্রয়!
কহ দেবত্রয় দাসে, কহ দয়া করি
সশরীরে আবির্ভাব আবার কখন
হইবে ভারতে? কহ হবে কি কখন?
নারায়ণ নরোত্তম! কহ দয়া করি
তব ভাগবত, প্রভো, হবে কি বিফল?—
“যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
“অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
“ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥”
পূর্ণ কাল, পূর্ণব্রহ্ম! আসিবে কখন?

—:*:—

ত্রয়োদশ সর্গ।

—*—

দুর্ব্বাসার দৌত্য।

নিমীলিত দুনয়ন অপরাহ্নে বলরাম
বলদেব বল-অবতার
সুকোমল উপধানে হেলাইয়া মহাবপু,—
কি সৌন্দর্য্য মহিমা আধার!—
অপরাহ্ন রবিকরে শোভিছে ঝলসি যেন
হিমাদ্রির শিখর তুষার;
কিবা সে বিশাল বক্ষ, কি বিশাল দুই ভুজ
কি বিশাল ললাট-গগন!
চন্দনে চর্চ্চিত বপু গলায় ফুলের মালা,
পরিধান কৌষিক বসন।
শিরে সুরধুনী মত, বিরাজিতা কাদম্বরী;—
কিবা রঙ্গ তরঙ্গ তাহার!
কি সুখ তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছে হৃদয়েতে,
ঢল ঢল সুখ পারাবার!
এইরূপে নিরজনে বসি, নিমীলিত আঁখি,
ভাবিছে কি রেবতী-রমণ
রেবতীর মুখশশী? কিংবা কত সুধারাশি
কাদম্বরী করেন বহন?
নাহি জানি। অকস্মাৎ থক্ থক্ থক্ থক্
সম্মুখেতে ধ্বনিল কর্কশ;

সুখ ভঙ্গে হলায়ুধ, বিস্তৃত পলাশ আঁখি
মেলিলেন ক্রোধেতে অবশ।
কোথায় বা মুখশশী ? কোথায় বা সুধারাশি,
কাদম্বরী তরঙ্গ তরল ?
সম্মুখে বিকট মূর্ত্তি, কাশিছে বিকট কাশি,
কাশিরই তরঙ্গ কেবল।
উঠিয়া বিরক্তিভরে প্রণমিলা বলরাম,
—কুব্জ মূর্ত্তি বসিল যখন,—
কহিলা, "কি ভাগ্য আজি, কি পুণ্যে কোথায় হ'তে
মহর্ষির হলো আগমন !"
দুর্ব্বাসা স্বগতে কহে,— "পুণ্য বড় মিথ্যা নহে—
কি দুর্গন্ধ রাম ! রাম ! রাম।
পুণ্য বিনা আসে কভু, দুর্ব্বাসা নরকে হেন
নরাধম মদ্যপায়ী স্থান।"
পুনঃ কাশি ছল কাশি, প্রকাশ্যে কহিলা ঋষি—
"কোথায় হইতে বলরাম ?"—
খক্ খক্ খক্ পুনঃ— "ঋষি আমি, বনচর,
রাজ্যধন নাহি ত আমার,
যথায় তথায় যাই, যাগযজ্ঞ-ব্যবসায়ী—
কোথা হতে আসিব আবার ?"

বল। (স্বগত)

কি উৎপাত, ভগবান, করিতেছিনু আরাম,
মধ্যাহ্নে বসিয়া মন সুখে,
একি এক বিড়ম্বনা, খক্ খকানি কি যন্ত্রণা,
নিশ্বাস কি নাহি ঠেকে বুকে ?

পূতি গন্ধে যায় প্রাণ,— নাহি সুরাপাত্র কাছে,—
শ্মশানের গন্ধে ভরপুর।
যে গন্ধ লেগেছে নাকে, ছয় মাসে নাহি যাবে,
কেমনে এ পাপ করি দূর।

(প্রকাশ্যে) পীড়িত কি ভগবান্!

[illegible]। (স্বগত) ভগবান্ মুণ্ড খান,
তোমার বংশের শতবার।
তব বংশ পিণ্ডদান, না দেখি ভরিয়া প্রাণ
ভগবান্ নহে মরিবার।
(প্রকাশ্যে) ব্যাধির মন্দির দেহ— খক্ খক্ খকাখক্—
কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম—
হইলাম বিস্মরণ,— কোথা হ'তে আগমন?
সর্ব্বত্র হইতে, কিন্তু রাম।
যথায় তথায় যাই, সর্ব্বত্র শুনিতে পাই
অদ্ভুত তোমার কীর্ত্তি গান।
রূপের তুলনা নাই, বলে তুমি অবতার,
ভুজবলে সর্ব্বশক্তিমান।
তব নামে সুরনর কাঁপে রাম, নিরন্তর;
তব বীর্য্য জলন্ত পাবক!
সর্ব্বত্র এরূপ শুনি, অপরূপ কীর্ত্তি তব,
কেবল কেবল—খক্ খক্!
আশুতোষ বলরাম, তোষামোদে তুষ্ট প্রাণ,
কাদম্বরী-কৃপায় তরল;
বিস্ফারি অরুণ আঁখি, জিজ্ঞাসিলা সবিস্ময়ে,—
"কেবল" কি? মহর্ষি, "কেবল?"

দুর্ব্বা। কেবল, কেবল, রাম! ইন্দ্রপ্রস্থে শুনিলাম
যেই নিন্দা, হয় কণ্ঠ রোধ,
বল। কি বলিলে, তপোধন, ইন্দ্রপ্রস্থে নিন্দা মম?
ইন্দ্রপ্রস্থে!—পাণ্ডব নির্ব্বোধ!
দুর্ব্বা। কথায় কথায় আমি, কহিলাম ধরাতলে
ভুজবলে অদ্বিতীয় রাম।
হাসি কহে বৃকোদর পঙ্গু তুমি, তব কাছে
সঙ্কর্ষণ মহা বলবান্।
কোথা ছিল সেই বল জরাসন্ধ ভয়ে যবে
পশ্চিম সমুদ্রে দিল ঝাঁপ?
ক্রোধে অঙ্গ থর থর, কাঁপিতে লাগিল মম,
দিতেছিনু ঘোর অভিশাপ,
যুধিষ্ঠির পা'য়ে ধরি বলিল বিনয় করি,
'বালকের ক্ষম অপরাধ'।
বল। অন্ধ ভীম দুরাচার, তার এই অহঙ্কার,
ইন্দ্রপ্রস্থে মম নিন্দাবাদ!
শিমুলের স্তূপে অগ্নি হইল বিক্ষিপ্ত যেন,
বলদেব দীপ্ত হুতাশন!
ক্ষিপ্ত গ্রহ মত কক্ষে, ছুটিতে লাগিলা ক্রোধে,
দন্তে দন্ত করিয়া ঘর্ষণ,—
"এই দণ্ডে ইন্দ্রপ্রস্থ, গ্রাসিব রাহুর মত,
উপাড়িয়া যমুনার জলে
ফেলিব লাঙ্গল বলে, বল্মীকের স্তূপ যেন,
দেখিব কে রাখে ধরাতলে।"
। অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায়, চলিলাম হস্তিনায়,
রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন

কত মতে ভক্তিভরে,　　জিজ্ঞাসিল বারংবার—
"গুরুদেব আছেন কেমন ?"
জাহ্নবী-স্রোতের মত,　　তব স্তুতিগান কত
গাইল যে গান্ধারী-তনয়,
অবশেষে হলায়ুধ,　　করিল এ নিবেদন
বহু মতে করিয়া বিনয়—
"কর যদি ঋষিবর,　　রৈবতকে পদার্পণ,
বলদেবে চরণে প্রণাম
বলিও দাসের, প্রভু ;　　চিরদিন এই দাস
সেই পদে পায় যেন স্থান।
পবিত্র করিতে কুল　　দুর্য্যোধন অকিঞ্চন
চাহে পদে এক ভিক্ষা আর,—
হয় যদি অভিমত,　　মাগিবে সে পদাম্বুজে,
সুভদ্রার পাণি-উপহার।"
এখন শুনিলে সব,—　　থক্ থক্ থক্ থক্—
করি দুই সন্দেশ বহন,
হস্তিনার বাক-দান,　　ইন্দ্রপ্রস্থ-অপমান,
রৈবতকে মম আগমন।

বল। জানি আমি দুর্য্যোধন,　　মম ভক্তিপরায়ণ,
কৃপা করি, মহর্ষি, সত্বরে,
আন দুর্য্যোধনে, আগে　　সুভদ্রা করিব দান,
ইন্দ্রপ্রস্থে দিব দণ্ড পরে !
"প্রহরি ! প্রহরি !"
রাম ডাকিলেন গরজিয়া,
আসিল প্রহরী এক জন।

প্রকম্পিত কলেবর! "কৃষ্ণ"—এই কথা মাত্র
বলদেব করিলা গর্জ্জন।
কৃষ্ণ মুহূর্ত্তেক পরে প্রবেশিলে কক্ষে ধীরে,
কহিলেন, ক্রোধরুদ্ধ স্বর,—
"এই দণ্ডে আয়োজন, মম শিষ্য দুর্য্যোধনে
সমর্পির সুভদ্রার কর।"

দুর্ব্বা। (স্বগত)
কি পাপ! দেখিবামাত্র, কাঁপিতেছে মম গাত্র;
নাহি জানি কি যে ইন্দ্রজাল
জানে এই দুরাচার, দেখিয়া আমারো মনে
উপজিছে ভক্তি, কি জঞ্জাল।

কৃষ্ণ। আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম, কিন্তু, দেব, এ কেমন?
ব্যস্ততার কর্ম্ম এ তো নয়।
রয়েছেন গুরুজন, তাঁহাদের অভিমত
জানা কি উচিত, দাদা, নয়?

বল। গুরুজন! গুরুজন! চিরকাল গুরুজন।
এই তব তর্ক চিরকাল।
না শুনিব কারো কথা, বিলম্ব কাহারো তরে
করিব না তিলার্দ্ধেক কাল।

কৃষ্ণ। যদি বীর ধনঞ্জয় ভদ্রা পাণি-প্রার্থী হয়,
অতিথির হবে অপমান।

বল। নাহি দিব কদাচন, করি নাহি হেন পণ
অতিথিরে ভগ্নী দিব দান।

কৃষ্ণ। রোষিবে পাণ্ডবগণ, দোষিবে যাদবকুল,—
বল। উভয়ে পাঠাব রসাতল।

কেবল পাণ্ডবগণ নিরন্তর তব মুখে !
অতি তুচ্ছ পাণ্ডব সকল।
সবে মাত্র পঞ্চ জন, শত ভাই দুর্য্যোধন,—
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ দাস।
পাণ্ডবের এক গ্রাম, ব্যাপী এই ধরাধাম
কৌরবের সাম্রাজ্য প্রকাশ !
পাণ্ডব বনের পশু, আজীবন ভ্রমি বনে
পশুত্বই শিখিছে কেবল।
আজীবন চক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন মহামতি,
মম শিষ্য খ্যাতি ধরাতল।
তুলনা কাঞ্চনে কাচে, পুনঃ যদি মম কাছে,
করিস্ এরূপে অনুচিত,
এক মুষ্ট্যাঘাতে ক্রুর, করিব মস্তক তোর
রৈবতক সহিত চূর্ণিত।—
(ক্ষেপিয়া নিকটে গিয়া, ভীম মুষ্টি দেখাইয়া
পদ দুই হইয়া অন্তর)—
কৃপা করি ঋষিশ্রেষ্ঠ ! কহিবেন দুর্য্যোধনে
রৈবতকে আসিতে সত্বর।
ঋষিশ্রেষ্ঠ এতক্ষণ, নীরবে বসিয়া সায়
দিতেছিলা,—কৌতুক দর্শন !
দাঁড়াইলা যষ্টি করে,—ধনুতে চড়িল গুণ,—
মুষ্টির আকারে ভীত মন।
কৃষ্ণ। কিন্তু ভদ্রা বরে যদি ধনঞ্জয় বীর-নিধি
কি শঙ্কা হইবে তখন।
বল। আর বার ধনঞ্জয় ? একটী বালিকা ক্ষুদ্র
বিফলিবে বলভদ্র পণ।

(তুলি ভীম উপধান শিরোপরে শক্তিমান
মহা ক্রোধে করিয়া গর্জ্জন)
টলে যদি প্রভাকর, টলে যদি শশধর,
টলিবে না বলভদ্র-পণ।
নিক্ষেপিয়া উপধান, করিলা প্রস্থান রাম,
কক্ষে যেন হলো বজ্রাঘাত,
ধমকেতে তপোধন, হইলা সকুব্জ যষ্টি,—
একেবারে ভূতলে পপাত।
হাসিয়া ঈষৎ কৃষ্ণ, তুলিয়া কৌতুক মূর্ত্তি,
অস্থির পঞ্জর ধনুখান,
"রাম ! রাম ! রাম !"—বলি, সকাশি সকুব্জ যষ্টি,
ঋষি ধীরে করিলা প্রস্থান।
"কি বিপদ !"—হাসি কৃষ্ণ, কহিলা স্বগত কণ্ঠে,—
"দাদার ত এই কার্য্য নয়,
শিরে যেই মহাদেবী রয়েছেন বিরাজিতা,
তাঁর কীর্ত্তি এই সমুদয় !
যা হ'ক এ মন্দ নয়, পাব ভাল পরিচয়,
অর্জ্জুনের কত ভুজবল,
নিজে তুমি, ভগবান ! যোগাইছ উপাদান,
তব কার্য্য সকলি মঙ্গল"

চতুর্দ্দশ সর্গ।

—*—

পাতাল—নাগপুর।

—*—

ঊর্ণনাভ।

জরৎকারু-নামধারী মহর্ষি দুর্ব্বাসা
বসিয়া নীরব কক্ষে। কুঞ্চিত অধরে
কুঞ্চিত কুটিল হাসি আছে লুকাইয়া,
অৰ্দ্ধসুপ্ত ফণী যেন। সম্মুখে বাসুকি
অধোমুখে চিন্তামগ্ন বসিয়া নীরবে।
বন্য-পশু-শির, শৃঙ্গ, শোভিছে ভীষণ
প্রাচীরের স্থানে স্থানে; শোভে স্থানে স্থানে
মৃগয়ার সাংঘাতিক অস্ত্র নানাবিধ
শিশি সমরাস্ত্র সহ; খেলি ছায়া কক্ষে
প্রেত-যোনি-ক্রীড়া যেন ক্ষীণ দীপালোকে!

জরৎ। নিরুত্তরে মৌনভাবে, রহিয়াছ তুমি
বাসুকি! নাগের তুমি এই দীপালোকে
দেখিছ এ কক্ষ যথা, পারি দেখিবারে
যোগালোকে আমি এই বিশ্ব চরাচর।
বিশ্বের ঘটনাস্রোত পারি দেখিবারে
কোন মতে, কোন পথে, বহিছে কোথায়।
কোন মতে, কোন পথে, গ্রহ তারাগণ
ছুটিতেছে মহা শূন্যে, বহিতেছে বারি
সরিৎ সাগর গর্ভে, পারি মানবের
দেখিতে নিভৃততম কক্ষ হৃদয়ের।

বাসুকি। আমি সেই দস্যুপতি!

জরৎ। পাপের স্বীকার,
অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত তার! গুরুতর পাপ
ব্রতাচারী অনূঢ়ার প্রতি অত্যাচার।

বাসু। পাপ যত অনার্য্যের,—শুনি হাসি পায়!
যথা তথা ভুজবলে কুমারীহরণ,
স্বজনশোণিতে লিখি প্রণয়কাহিনী,—
আর্য্যের বীরত্ব, পুণ্য!—পাপ অনার্য্যের!

জরৎ। আর্য্যদের ধর্ম্ম তাহা, আছে শাস্ত্রবিধি।
স্বধর্ম্মপালনে নাহি পাপ, নাগপতি!

বাসু। হা ধর্ম্ম! তুমিও তবে দুই মূর্ত্তি ধর?
এক মূর্ত্তি অনার্য্যের, দ্বিতীয় আর্য্যের?

জরৎ। জাতিভেদে ধর্ম্মভেদ ঘটিবে নিশ্চয়,—
নহে বিস্ময়ের কথা। পক্ষীর যে ধর্ম্ম,
নহে পশুদের তাহা; ধর্ম্ম উদ্ভিদের,
খাটিবে না কোন মতে খনিজে কখন।
স্থলচরে জলচরে কত ধর্ম্মান্তর।

বাসু। তর্কজালে বিজড়িত হেন শাস্ত্র, ঋষি,
কর গিয়া ঐ সিন্ধুনদে বিসর্জ্জন।
সরল অনার্য্য জাতি আমরা সকল,
সকল মানবে ঋষি নিরখি সমান।
কেবল একই ভেদ—রাজায় প্রজায়।

জরৎ। থাকুক আর্য্যের ধর্ম্ম। জিজ্ঞাসি বাসুকি,
প্রতিজ্ঞাপালন কিহে তব ধর্ম্ম নহে?
অনার্য্যের প্রতিজ্ঞা কি সলিল-লিখন?

বাসু।— অনার্য্যের প্রতিশ্রুতি লিপি প্রস্তরের;

ওই বিন্ধ্যাচল সম সতত অটল ;
অনিবার্য্য গতি যেন সিন্ধুর প্রবাহ।

জরৎ। বহে কি উজান সিন্ধু প্রবাহের মত ?

বাসু। ব্রাহ্মণ !

জরৎ। —মহর্ষি। ক্রোধ নিবার, বাসুকি !
কি ছিল প্রতিজ্ঞা তব ? হরিতে অনূঢ়া
আছিলে কি প্রতিশ্রুত ? হরিলে সুভদ্রা
যাবে কি ক্ষত্রিয়কুল ভারত ছাড়িয়া ?
হইবে কি অনার্য্যের সাম্রাজ্য-উদ্ধার
নারী-চৌর্য্যব্রতে ? ছি ! ছি !
হা ধিক বাসুকি !
আমি ভাবিতেছি তুমি যূথরাজ মত
ভ্রমিতেছ বনে বনে ; বনে বনে তুমি
অনার্য্যের যূথদল করিয়া দীক্ষিত
মহামন্ত্রে, জ্বালাইছ ভীম দাবানল
ভস্মিতে ক্ষত্রিয়-রাজ্য ! হা ধিক বাসুকি !
তুমি কোথা মদকল করীর মতন
ঝাঁপ দিয়া নীচ চৌর্য্য-পঙ্কিল-সলিলে
হরিতেছ,—নহে রাজ্য,—সতীত্ব-মৃণাল
নারীর পাশব বলে ! ছি ! ছি ! নাগরাজ
এ ছিল প্রতিজ্ঞা তব ?

বাসু। কর-ধৃত যষ্টি
নহি আমি ঋষি ! তব, ঘুরিব ফিরিব,
ঘুরাইবে ফিরাইবে, তুমি যেইরূপে।
নহে তব শুষ্ক যষ্টি মানব হৃদয়।
তাহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত পিপাসা।

নহে মৃত্তিকার সৃষ্টি, যথা ইচ্ছা তুমি
গড়িবে ভাঙ্গিবে। নাহি ইচ্ছার শকতি
রোধিতে তাহার গতি সর্ব্বত্র সমান !
সাম্রাজ্যও নাহি পারে করিতে পূরণ
সকল পিপাসা তার; প্রণয়-পিপাসা,
মুনি, নহে কদাচন ! উভয়ে আমরা
বনবাসী, কিন্তু বন-শুষ্ক কাষ্ঠ তুমি,
আমি মহা মহীরুহ। তুমি ত নিষ্ফল,
পুষ্প-ফল-আশা-মত্ত যৌবন আমার।
মানি রাজ্য-আশা মম হৃদয়ে প্রবল
কিন্তু যে প্রবলতর সুভদ্রার আশা।
পার যদি যোগবলে দেও হে বলিয়া,—
পড়িব চরণে তব,—কোনো মতে যদি
পারি দুই রাজ্য ঋষি করিতে উদ্ধার।
না পার, সাম্রাজ্য-আশা পারি ছাড়িবারে;
সুভদ্রার আশা নহে জীয়ন্তে কখন।

জরৎ। নহে যে অদমনীয় মানব-হৃদয়,
জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমি সম্মুখে তোমার,
নাগেন্দ্র ! বালকগণ যেই মৃত্তিকায়
ক্রীড়ার পুতুল গড়ে, সেই মৃত্তিকায়
দেব দেবী মূর্ত্তি করি আমরা নির্ম্মাণ।
একই কানন, দেখ করি পুণ্যাশ্রম
আমরা, তোমরা কর হিংস্র-জন্তু-বাস।
একই হৃদয়, শূন্য ইন্দ্রিয়-লালসা
আমাদের; পরিপূর্ণ বাসনা-অনলে
তোমাদের ! জরৎকারু পরিণয়, মম

ব্রত উদ্ধারের তরে। ভদ্রার প্রণয়,
তব ব্রত, নাগপতি, ধ্বংসের কারণ।

বাসু। শরীরের কোন্ অংশ মানব-হৃদয়,
কহ ঋষি, কাটি তাহা কৃপাণে এখনি
নিক্ষেপি সম্মুখে তব জ্বলন্ত অনলে।
নহে চক্ষে, ঋষিবর, মুদিলে নয়ন
নিরখি ভদ্রার রূপ। নহে বক্ষে, অস্ত্রে
বিদীর্ণ যখন বক্ষ দেখেছি সেরূপ
অস্ত্রক্ষতে করিতেছে জ্যোছনা-বর্ষণ
নিরমল, সুশীতল। নহে কোনো অঙ্গে,
অবশ যখন দেহ মূর্চ্ছায় নিদ্রায়
অতুলিত সেইরূপ দেখিছি স্বপন।
ক্ষুদ্র মানবের দেহে, কোথা এ হৃদয়,—
অনিবার্য্য বেগে যার যেতেছি ভাসিয়া
অরণ্য-কেশরী আমি তৃণের মতন?
ঋষিবর! ঋষিবর! চাহিয়াছি আমি
পোড়াইতে ক্রোধানলে, করিতে পেষণ
অভিমানে সে হৃদয়, করিতে ছেদন
অপমান অসিধারে;—হয়েছি নিষ্ফল।

জরৎ। সাবধান নাগরাজ! করেছে বিস্তার
ঊর্ণনাভ যেই জাল অপূর্ব্ব কৌশলে
দিও না তাহাতে ঝাঁপ। ভদ্রা প্রলোভনে
এক দিকে অসতর্ক ফেলিয়া তোমারে
খেলিতেছে ইচ্ছামত। করেছে নির্বিষ
এই মন্ত্রে নাগেশ্বরে। দেখ অন্য দিকে
সেই প্রলোভনে মোহি মধ্যম পাণ্ডবে,

দুইটি বিপুল কুল যাদব পাণ্ডব
বাঁধিতেছে অনশ্বর প্রণয়-বন্ধনে।
ক্ষত্রিয়ের দুই ভুজ মিলি এই রূপে
তুলিবে যে ভীমা অসি, মিলিবে যখন
পঞ্চ-ভুজ সিন্ধু নদে দুর্ব্বার বিক্রমে
শতভুজা শক্তীশ্বরী বিপুলা জাহ্নবী,—
মিশ্রিত, বৰ্দ্ধিত, সেই ক্ষত্রিয়-প্রবাহ,
কে বল রোধিবে, নাগ?

বাসু। কি দারুণ চক্র!
সরল কানন-চর বুঝিব কেমনে
এমন কুটিল তত্ত্ব। হা কৃষ্ণ! শুনেছি
বিষ্ণু অবতার তুমি। এই সর্ব্বগ্রাসী
সর্ব্বধ্বংসী ক্রূর নীতি সত্য কি তোমার?
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, মহা কাল যেন
সর্ব্ব-সংহারক গ্রাস করিয়া বিস্তার
আসিছে গ্রাসিতে যত অনার্য্য দুর্ব্বল!
কে রক্ষিবে ইহাঁদের?

জরৎ। বলেছি, বাসুকি,
চিন নাই তুমি সেই চক্রী দুরাচার,—
পাপ অবতার! কিন্তু চক্র বিফলিব,
কণ্টকে কণ্টক আমি করিব উদ্ধার।
নিবাইব প্রজ্বলিত তব ঈর্ষানল
বরষিয়া প্রতিহিংসা বারি সুশীতল।

বাসু। বিফলিবে!—অসম্ভব মম ঈর্ষানল
নিবাইবে ব্রতাচারী ঋষির কঙ্কাল!
নিশ্চয় প্রলাপ সব,—বৃথা বিড়ম্বনা!

জরৎ। 'অসম্ভব' কথা নাহি মম অভিধানে।
ঋষিরা প্রলাপী নহে। আমার কৌশলে
প্রতিশ্রুত বলরাম করিতে প্রদান
দুর্য্যোধন-করে,তব প্রেমের প্রতিমা।
না হইতে অস্তমিত পূর্ণিমা রজনী
পূর্ণ শশধর সহ, রাহু দুর্য্যোধন
গ্রাসিবেক পূর্ণচন্দ্র ভদ্রার বদন।

বাসু। নৃশংস! নারকি! চাক্র! লভিবি কি ফল
নির্দ্দোষী নারীরে আহা! বধি এইরূপে।
পারি বসাইতে অসি কৃষ্ণের হৃদয়ে,
দ্বিগুণ আহ্লাদভরে বক্ষে অর্জ্জুনের,—
প্রতিযোগী, কিন্তু ঋষি কেশাগ্র ভদ্রার
পরশিবে যেই জন,—শত্রু বাসুকির
সেই জন, ধরাতলে নাহি তার স্থান।
বনের বর্ব্বর আমি, তথাপি না পারি
দেখিতে একটি অশ্রু রমণী-নয়নে,
ভদ্রার বিষাদ মূর্ত্তি সহিব কেমনে?
বনের বর্ব্বর আমি, অযোগ্য তাহার
জানি আমি, তথাপিও দক্ষিণে তাহার
দেখি যদি রুদ্রদেব ফাটিবে হৃদয়,
নরাধম দুর্য্যোধনে দেখিব কেমনে?
মরি সে কিশোরী মূর্ত্তি! কৌমুদী-নির্ম্মাণ,—
সুখের স্বপন-সৃষ্টি! কি শান্তি মাধুরী
ভাসে বিস্ফারিত নেত্রে, করে বরিষণ
সরলতা, কোমলতা, কিবা পবিত্রতা,
প্রতি পদসঞ্চালনে। আত্মহারা আমি

বসিয়া, মহর্ষি, সেই শান্তিচন্দ্রিকায়
দেখিয়াছি কত স্বপ্ন! কত স্বর্গ! কত—
না, না, ঋষি, পারিব না দেখিতে নয়নে,—
আমার শশাঙ্ক অঙ্কে ধরিবে যে জন
নিবাইব আমি তপ্ত শোণিতে তাহার
প্রণয়-পিপাসা মম, মরুময় প্রাণ।

জরৎ। স্থির হও নাগপতি। নাহি চাহি আমি
সমর্পিতে সুভদ্রায় শার্দ্দূলের করে,—
দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে। একই বাসনা
ক্ষত্রিয়বিনাশ মম। ভেবেছ কি মনে,
যেই দিন দুর্য্যোধন দিবে দরশন
দ্বারকার দ্বারদেশে, ভেবেছ কি মনে
সিন্ধুতীরে কি অনল উঠিবে জ্বলিয়া?
অপমানে গরজিয়া উঠিবে ফাল্গুনী
দলিত ভুজঙ্গ মত, মন্ত্রবদ্ধ ফণী
বাসুদেব, নিরখিয়া আশা-কাননের
এরূপে অঙ্কুরে নাশ, কি বিষ-নিশ্বাস
করিবে নির্গত ক্রোধে! কৌরবে পাণ্ডবে
বাজিবে তুমুল রণ। গৃহ-ভেদ-খড়্গে
যদুকুল কলেবর হইয়া ছেদিত
দেবে যোগ দুই দিকে, হইবে লোহিত
ক্ষত্রিয়ের তপ্ত রক্তে কৃষ্ণ পারাবার;
পড়িবেক ঊর্ণনাভ আপনার জালে!
ভারতের রাজলক্ষ্মী সুভদ্রার সহ
আসিবেন অঙ্কে তব, হইবে সফল
মম গুরু দুর্ব্বাসার ঘোর অভিশাপ।

বাসু। ব্রাহ্মণ আশার মন্ত্রে মুগ্ধ এত দূর
হইও না, করিও না আকাশে নির্ম্মাণ
হেন মহা দুর্গ। নহে বালকের ক্রীড়া
কৃষ্ণের মন্ত্রণা।

জরৎ। নাহি হয়, ক্ষতি কিবা?
না পায় সুভদ্রা যদি, ঘোর অপমানে,
প্রত্যাখানে, যেই মহা শত্রুতা-অনল
জ্বলন্ত নরক-নিভ দুর্য্যোধন বুকে
জ্বলিবেক, অনির্ব্বাণ সেই বৈশ্বানর।
এক দিন, দুই দিন, তিন দিন পরে,
কিংবা যুগযুগান্তরে,—অতি ক্ষুদ্র কাল
আমাদের মহাব্রত করিতে সাধন,—
জ্বালাইয়া সেই অগ্নি সমর অনল
ভস্মিবে ক্ষত্রিয় রাজ্য তৃণ-স্তূপ মত।
সমগ্র অনার্য্য জাতি এই অবসরে
বাঁধি দৃঢ় সন্ধিসূত্রে, তুলিব যে ঝড়,
বসুন্ধরা-বক্ষ হতে সেই ভস্মরাশি,
নাগেন্দ্র, ফুৎকারে মাত্র দিব উড়াইয়া।
চলিলাম হস্তিনায় প্রেম-দৌত্য ব্রতে,—
আনিতে ভদ্রার বর, তুমি কর হেথা
উচিত বাসর-সজ্জা উৎসবে মাতিয়া।

—*—

পঞ্চদশ সর্গ।

—*—

রৈবতক—পুরোদ্যান।

—*—

গঙ্গা-যমুনা।

দীর্ঘ দিবা অবসান. শোভিতেছে পুরোদ্যান
অস্তগামী রবির কিরণে,
স্বর্ণ মণ্ডিত যেন,— কারুকার্য্য ছায়াগণ,
মণি মুক্তা কুসুম যতনে।
চূড়ান্ত ফুটিয়া ফুল, ঝর ঝর ঝর কেহ,
পড়িয়াছে কেহ বা ঝরিয়া।
ফুল-বনে দুই ফুল, রুক্মিণী ও সত্যভামা
রহিয়াছে অঝর ফুটিয়া।
একাসনে দুই জন, রুক্মিণী শ্যামাঙ্গী,
অস্তগামী ভানুর কিরণ;
তপ্ত স্বর্ণ সত্যভামা, অস্তগামী রবিকরে
সুরঞ্জিত জলদ বরণ।

রুক্মি। কি ঘোর সঙ্কট, দিদি, হলো এবে সংঘটন
কিছুই যে ভাবিয়া না পাই।
দেখি সুভদ্রার মুখ মরমে যে পাই ব্যথা
সুভদ্রা সুভদ্রা আর নাই।
যদিও প্রসন্ন মুখ, রাখে ভদ্রা পূর্ব্বমত,
সেইরূপ শান্তির প্রতিমা।
তথাপি হৃদয় তার, কি যে করিতেছে আহা!
সে দুঃখের নাহি বুঝি সীমা।

সত্য। তোর যে হৃদয় জল, সর্ব্বদাই টল্ টল্
যথা তথা পড়ে গড়াইয়া।
আকাশে মলিন মেঘে দেখিলে অভাগী তুই
মরমেতে মরিস্ কাঁদিয়া।
নাহি শক্তি দাড়াবার নাহি শক্তি রোধিবার
তুই যেন মোমের পুতুল;
অবিরত পরদুঃখ, অবিরত অশ্রুজল,
নিরন্তর কাঁদিয়া আকুল।
কেন? কি হয়েছে বল? সুভদ্রার কোন্ দুঃখ?
রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন,
মিলিয়াছে বর তার,— বল কোথা পতি আর
মিলবেক দাদার মতন।
রুক্মি। তুমি কি ভদ্রার মন, পার নাহি বুঝিবারে
ভদ্রা ধনঞ্জয়-গত-প্রাণ,
সত্য। ভগ্নীও ভ্রাতার মত, কথায় কথায় কেন
করে হেন পরে প্রাণ-দান?
রুক্মি। তাহা বড় মিথ্যা নয়, ভগিনী ভ্রাতার মত,
কি পবিত্র উভয় হৃদয়।
উভয় অমৃতে ভরা, বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা,
কি মহিমা, কি দেবত্বময়!
সুভদ্রা রমণী-কৃষ্ণ, রমণীর পূর্ণ-সৃষ্টি,
সব্যসাচী যোগ্য পতি তার।
পূর্ণ নর নারী রূপ মিলে ছিল অপরূপ,
কেন এই বাদ বিধাতার!
সত্য। বিধাতা চুলায় যাক্! এমন ঘোটক যদি,—
পূর্ণ-নর লইয়া মাথায়,

কেন সে রমণী-কৃষ্ণ নাহি যায় পলাইয়া,
বিধাতো ত পথে না দাঁড়ায় ?
ভগ্নী ত ভ্রাতার যোগ্যা ; ভ্রাতার যে চুরি-বিদ্যা,
নাহি করে কেন অনুসার ?
ভ্রাতা করে নারী-চুরি, ভগ্নী হাতে দিয়ে তুরী,
করুক পুরুষ সুখে পার !
"চুরি। ছি ছি !"—জিব কাটি কহেন ভীষ্মক-সুতা,
লজ্জায় অরুণ মুখ খানি—
"সতুরে ! পাগল তুই, এমন বলিতে নেই,
পত্নীর পরম দেব স্বামী।
কৈশোর হইতে আমি শুনি দিদি কৃষ্ণনাম
রেখেছিনু লিখিয়া হৃদয়ে ;
যৌবন হইতে ধ্যান করিয়াছি সেই নাম,
চাহিয়াছি চরণে আশ্রয়।"
পদ্মিনী সবিতা সেবি জোনাকির করে প্রাণ
সমর্পণ করে কি কখন ?
রুক্মিণীর হৃদয়েতে সমুদিত যেই রবি,
শত সূর্য্য না হয় তুলন।
বিক্রীত চরণে প্রাণ, তাহাতে মাগিনু স্থান,
করিলাম আত্ম-সমর্পণ ;
করুণার সিন্ধু নাথ ! হৃদে উপজিল দয়া,
এ দাসীরে করিলা হরণ।
াত্য। তুই দিদি বড় হাবি, এমন সুলভ দরে
বেচিতে কি আছে নারী-প্রাণ ?
আমি হলে দেখাতাম্ কেমন সে বাঁকা শ্যাম,—
কি করিব, পিতা দিলা দান।"

রুক্মি। সুলভ সে পদছায়া !— কি বলিস্ সত্যভামা ?
ভাগ্যবতী আমরা দুজন।
জগতে পূজিত সেই পতিত-পাবন পদ
পারি হৃদে করিতে ধারণ।
নহে শত সত্যভামা, রুক্মিণী সহস্র শত,
তার এক ধূলির সমান।
একটি চরণ-রেণু পড়ে যথা, সেই স্থান
জগতের মহাতীর্থ ধাম।
সত্য। থাক সেই গুণগান, 'হরণই' মানিলাম
পার্থ কেন করে না হরণ
সেইরূপে সুভদ্রায় ? তবে ত মিটিয়া যায়
এই প্রেম সঙ্কট বিষম।
রুক্মি। কেশবের প্রিয়তমা ভগ্নী শিষ্যা অনুপমা,
নখাগ্রও পরশিবে, তার,—
করে চক্র সুদর্শন যেই সুধা সংরক্ষণ,
হরিবে এমন সাধ্য কার ?
তবে যদি অনুকূল হন প্রভু দয়াময়,—
সত্য। তাতেও ফলিবে কিবা ফল ?
ওই সিন্ধু তীর মত আছে কৌরবের কত,
মহারথী সমরে অটল।
হেন বীর্য্য-পারাবার আছে কোথা বল, দিদি,
সেই বেলা করিবে লঙ্ঘন ?
রুক্মি। আছে এই রৈবতকে ; দেখ নাহি তুমি কিহে
নারায়ণী সেনার বিক্রম ?
সত্য। দেখিয়াছি ; কিন্তু রাম প্রতিকূলে অস্ত্র, দিদি,
তাহারা কি করিবে ধারণ ?

রুক্মি। থাক্ নারায়ণী সেনা, কি ভয় অভয় যদি
দেন পার্থে নিজে নারায়ণ।
অগগন মৃগগণে বল কিবা প্রয়োজন,
সহায় কেশরী নিজে যার ?
নিজে প্রভাকর যদি করে প্রভা বিকীরণ,
প্রতিবিম্ব কেবা চাহে তার ?
সত্য। তোমার যে নারায়ণ, তিনি কি কখন পণ
করিবেন বিফল ভ্রাতার ?
রুক্মি। সত্য কথা, মূর্খা আমি, ভাবি নাহি এত খানি,
সে যে বড় বিষম ব্যাপার !
পৌর নরনারী যত সাধিয়াছে কত মত,
ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি বলরাম !
যত সাধে বাড়ে ক্রোধ, বহেন গর্জিয়া তত—
'কথা মম না হইবে আন।'
তবে, বোন্ সুভদ্রার নাহি কি নিস্তার আর,
(মহিষীর ভিজিল নয়ন)
একে প্রেম, অন্যে প্রাণ, এরূপে করিতে দান
রমণী কি পারেলো কখন ?
রাজ-দণ্ড, রণ-অসি, জ্ঞান-তত্ত্ব সুধারাশি,
প্রাণ-অবলম্বন অশেষ
রহিয়াছে পুরুষের ; আমাদের ক্ষীণ যষ্টি
এক প্রেম, নারী নির্ব্বিশেষ।
তোমারো রমণী প্রাণ, রমণীর মণি তুমি,
বুঝ না কি দুঃখ সুভদ্রার ?
রমণী মাথার মণি, করুণায় নাথ যদি
বুঝিতেন এ দুঃখ তাহার !

সত্য। তবে কেন তুমি দিদি, দেখ না বলিয়া যদি
পার তাঁর হৃদয় দ্রবিতে ?

রুক্মি। বলিব বলিব, দিদি, ভাবিতেছি কতবার
বলি বলি পারি না বলিতে।
কেমন দুর্ব্বল প্রাণ, প্রাণনাথে যেই ক্ষণ
দেখি, দিদি, সম্মুখে আমার,
কি স্বর্গ ভাসে নয়নে, কি অমৃত বহে প্রাণে
কি যে মোহ হয় লো সঞ্চার !
নর-নারায়ণ রূপ নিরখি নয়নে যাই
আপনার ক্ষুদ্রত্বে মরিয়া।
ইচ্ছা হয় মনে মনে,— চির জীবনের তরে
পদ প্রান্তে পড়ি ঘুমাইয়া।
তুমি কেন একবার বলিয়া দেখনা বোন্,
এই কর্ম্ম নহে লো আমার—

সত্য। বলিয়াছি গুণধাম হেসে হন আটখান্,
ব্যঙ্গে অঙ্গ পুড়ে হয় ক্ষার।
বলেন—"মঙ্গলময় নারায়ণ, ইচ্ছা তাঁর
অবশ্যই হইবে পূরণ।
নাহি সাধ্য মানবের সে মঙ্গল নিয়তির
এক রেখা করিবে লঙ্ঘন।"
এইরূপে বেঁধে বেড়ে দেন যদি নারায়ণ
—বোকারে বুঝাব কিবা বল ?—
রুক্মিণী অমৃতরাশি পড়িত কি পাতে তাঁর ?
সত্যভামা তপ্ত হলাহল ?

রুক্মি। হইয়া অমৃতরাশি সেবিব প্রাণেশে, বোন,
হেন ভাগ্য হবে কি আমার ?

বারিবিন্দু হ'য়ে যদি পারি পদ প্রক্ষালিতে,
নারীজন্ম হইবে উদ্ধার।
পতি জ্ঞান পারাবার,— আমরা সফরী ক্ষুদ্র,
কি বুঝিব সে লীলা বিশাল!
ক্ষুদ্র সফরীর মত থাকি তাহে লুকাইয়া,
আমাদের নীরবতা ভাল।
সত্য। জ্ঞানের চূড়ান্ত ফল,— গলায় সতিনী ছুটি!
জ্ঞানের মহিমা বলিহারি!
এমন লক্ষ্মীর পায়ে আমি সতিনীর কাঁটা
ফুটাল যে, তার জ্ঞান ভারি!
রুক্মি। দিদিরে! দুর্ব্বল প্রাণে কত ব্যথা দিবি আর,
তোর ত হৃদয় দয়াময়;
এমন প্রতিভাময়ী সপত্নী পতির যোগ্যা,
জন্মাজন্মান্তরে যেন হয়।
কি যে অভাগিনী আমি, পতি সেবা নাহি জানি,
আপনি মরমে মরে রই।
পতির প্রসন্ন মুখ দেখি যবে পাই সুখ,
তোর কাছে কত ঋণী হই।
আমরা কে, সত্যভামা? জগতের পতি যিনি,
তুই ক্ষুদ্র নারী পত্নী তাঁর?
পত্নী তাঁর নারী জাতি, পত্নী তাঁর বসুমতী,
পত্নী তাঁর অসংখ্য অপার!
অনন্ত প্রকৃতি সতী, অনন্ত রূপেতে সাজি,
সেবে নিত্য চরণ যাঁহার,
তাঁর প্রেমে ক্ষুদ্র কীট পায় যাহা, ততোধিক
আমাদের নাহি অধিকার।

যিনি বিষ্ণু অবতার, প্রকৃতি রাধিকা যাঁর,
সত্যভামা রুক্মিণী কি ছার!
আমাদের প্রাণনাথ, দিদি, তিনি জগন্নাথ,
আমাদের সপত্নী সংসার!

সত্য। এ কভু মানবী নয়, কি হৃদয় প্রেমময়!—
জগতের পুণ্য প্রস্রবণ!
সপত্নী ইহার আমি? নহে যোগ্যা এ দেবীর
দাসী হয়ে সেবিতে চরণ।
কি যে পাপ অভিমান, হৃদয়েতে মূর্ত্তিমান
কিছুতেই ধ্বংস নাহি হয়;
পরশি প্রাণেশ-অঙ্গ বহে যদি সমীরণ,
ঈর্ষ্যানলে দহে এ হৃদয়।
জগৎ কি নাহি জানি, তুমি আমারই স্বামী,
তুমি সত্যভামার সংসার!
জগৎ যে হয় হোক্, তুমি যে সত্যভামার,
সত্যভামা তেমতি তোমার!
ধীরে ধীরে বাসুদেব, অধরে ঈষৎ হাসি,
উপবনে দিলা দরশন।
হাসি কুসুমবন, হাসি দুই নারী প্রাণে
অমৃত বহিল সমীরণ।

কৃষ্ণ। কিবা দুই চিত্র!
এক দিকে শান্তি, দ্বিতীয়ে সমর!
এক দিকে বারি, অন্যে বৈশ্বানর।
এক দিকে কুলু কুলু নির্ঝরিণী!
অন্য দিকে বিধূনিত তরঙ্গিণী!
এক দিকে মন্দ মলয় পবন!

অন্য দিকে চক্র-বাত্যা বিভীষণ!
এক বিনয়ের কুসুম-হার!
অন্য অভিমান হিমাদ্রি-ভার!
এক দিকে প্রীতি-কৌমুদী-ছবি!
অন্য দিকে ক্রোধ-মধ্যাহ্ন-রবি!
এক দিকে বহে যমুনা নির্ম্মলা!
অন্য দিকে গঙ্গা ধবলা পঙ্কিলা!

সত্য। সমর কে?

কৃষ্ণ। সত্যভামা।

সত্য। বৈশ্বানর?

সত্যভামা

সত্য। বিধূনিত তরঙ্গিণী আর?

কৃষ্ণ। সত্যভামা।

সত্য। চক্রবাত্যা বিভীষণ?

কৃষ্ণ। সত্যভামা।

সত্য। অভিমান হিমাদ্রির ভার?

কৃষ্ণ। গরবিণী সত্যভামা।

সত্য। ক্রোধে মধ্যাহ্নের রবি?

কৃষ্ণ। সত্যভামা ভাস্কর বিভব!

সত্য। পঙ্কিলা জাহ্নবীধারা, সেও তবে সত্যভামা?

কৃষ্ণ। সত্যভামা—সত্যভামা সব।

সত্য। দেখিলি দেখিলি, দিদি, কেমন যমুনা গঙ্গা
এক কণ্ঠে বহালেন স্বামী?
কেমন নির্জ্জন নিন্দা! কেবল আমার দোষ,—
তোর মত হাবি নহি আমি।

তাই লো যমুনা তুই, ব্রজলীলা-রঙ্গভূমি,
আমি সে পঙ্কিলা ভাগীরথী—
(বাজাতে বাজাতে শাঁক্ আসি কহে সুলোচনা)—
"মাঝখানে আমি সরস্বতী।"

কৃষ্ণ। কি লো সুলোচনে, এত শঙ্খধ্বনি কেন আজ ?
সুলো। কালি শুভ বিবাহ আমার।
কৃষ্ণ। এমন যৌবন-ডালা কারে দিবি উপহার ?
সুলো। ঢালিব মাথায় সুভদ্রার।
কৃষ্ণ। অপরাধ সুভদ্রার ?
সুলো। কি দোষ সত্যভামার ?
তাহার মিলেছে যেই স্বামী,
পুরুষত্বে শতবার সুলোচনা শ্রেষ্ঠ তার,
তার চেয়ে যোগ্যপতি আমি।
কৃষ্ণ। গালি দিস্, বিষমুখি, টানি বজ্র জিহ্বা তোর
সাজাইব অনার্য্যের কালী,—
সুলো। বোকা পুরুষের বুকে নাচি তবে মন সুখে
রণরঙ্গে দিয়া করতালি ॥
ব্রহ্মাস্ত্র জিহ্বায় ধরি, বরুণাস্ত্র নেত্র-কোণে,
করে বজ্র ধরি ভীমা ঝাঁটা,—
এরূপে দুর্য্যোধনের দেখি পৃষ্ঠ পরিসর,
ইচ্ছা করে দেখি বুক পাটা।
শিখাই পুরুষে আর কেমনে পত্নীর পণ,
ভগিনীর প্রেম রক্ষা হয় ;
এই বীরকার্য্য যদি নাহি পারে সুলোচনা,
সত্যভামা পারিবে নিশ্চয়।
সত্য। দূর হও, কালামুখি !

সুলো। যাহা আজ্ঞা, সোণামুখি,
দেখিব সোণার কত ধার,
কৃষ্ণ নহে দুর্য্যোধন, অভিমান চাপে আর
পৃষ্ঠভঙ্গ হবে না তাহার।
সত্য। দুর্ম্মুখি! আবার! ফের!— জিজ্ঞাসে প্রভুরে দাসী
ভগ্নীপতি হবে কয় জন?
জিজ্ঞাসে চরণে আর, এরূপে সত্যভামার
পতি কিহে রাখিবেন পণ?
কৃষ্ণ। সতী রমণীর পণ, জানি নাহি কদাচন
নারায়ণ করেন লঙ্ঘন,—
শুনি, বড় মহিষীর এ বিবাহে কিবা মত,
শুনি তাঁর বাসনা কেমন।
রুক্মিণী প্রশান্ত মুখে চাহি প্রাণেশের প্বানে
কহিলা—"দাসীর কিবা মত।
তুমিই করিবে নাথ অর্জ্জুনের সুভদ্রার
এ সঙ্কটে পূর্ণ মনোরথ"
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ— "জানিলাম ধনঞ্জয়
যাজ্ঞকয় হইবে নিশ্চয়।
সকলি গ্রাহক তার. হই পাছে স্থানচ্যুত,
মনে হইতেছে বড় ভয়।
সরলে! উপায় তার হইয়াছে, দুর্য্যোধন
করিয়াছে সন্দেশ প্রেরণ.
পায় যদি সত্যভামা, ফিরিবে সে হস্তিনায়,
এ সঙ্কট হইবে মোচন।
করিয়াছি অঙ্গীকার, দিব তারে সত্যভামা,
কি করিব চারা নাহি আর।

আরো বলিয়াছি, প্রিয়ে, সঙ্গে দিব সুলোচনা,
সুলো। সম্মার্জ্জনী সহিত তাহার।
কেমন গো, ঠাকুরাণি, সন্দেশটি সোণামুখে
কেমন লাগিল দেখি বল?
সত্য। বেশ লাগিয়াছে, বোন, সত্যভামা সুভদ্রার
স্থান বিনিময় হবে চল।
তবু ভাল ভার্য্যাদান দিয়া ভগিনীর মান
রাখিলেন পতিচূড়ামণি!
দেখাইব পত্নী আমি, কেমনে মাথার মণি
রক্ষা করে দলিত ফণিনী।
রাখিব সতীর পণ,— এই দণ্ডে সুভদ্রার
পাণি পাইবেক ধনঞ্জয়।
সুলো। আমি বাজাইব শাঁক, দেখি হস্তিনার পতি
কত দীর্ঘ কর্ণ তাহা সয়।
চলে গেল ক্রোধে রাণী সখীর গলায় ধরি
শঙ্খশব্দে কাণ ফেটে যায়,
হাসিয়া স্বগত কৃষ্ণ কহেন—"কি পুণ্য মম
দুই চিত্র অতুল ধরায়।
রুক্মিণী ও সত্যভামা, নিষ্কাম সকাম প্রেম
প্রবাহিণী যুগল ধরায়,
পবিত্রা যমুনা গঙ্গা বহে এক সিন্ধু মুখে,
আমি সেই পুণ্য পারাবার!
সরল সকাম বেদ ভক্তিময়ী সত্যভামা,
জ্ঞান উপনিষদ রুক্মিণী।
নির্জ্জীব নিষ্কাম ভাব আছে তাহে লুক্কায়িত,
অন্তঃশীলা প্রীতি-প্রবাহিণী।

উভয় মিলন-স্থান, সুভদ্রা তাহার নাম,
বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবতার!
ভারতের ভাবী ধর্ম্ম, বেদ উপনিষদের
পূর্ণ প্রেম-তত্ত্ব পারাবার।"
কাতরে রুক্মিণী কহে— "সতু যে মানিনী, নাথ!
ফিরাইয়া ভাঙ্গ মান তার।"
কহেন কেশব হাসি— "সমরের নাহি সাধ,
শান্তি আজি বাসনা আমার।"

ষোড়শ সর্গ।

—:*:—

রাখী-বন্ধন।

সেই অপরাহ্ণ শেষে ধীরে ধনঞ্জয়
কানন অপর প্রান্তে চিন্তাকুল মন
ভ্রমিছেন অধোমুখে। ভাবিছেন মনে—
"ইন্দ্রপ্রস্থ হতে দূত আসিয়াছে ফিরি'।
ভ্রাতাদের এই মত—ভেবেছিনু যাহা—
গোবিন্দের ইচ্ছা যদি সুভদ্রার কর
অর্পিতে আমার করে, তবে পাণ্ডবের
নাহি ততোধিক আর গৌরব মঙ্গল।
রামের প্রতিজ্ঞা বার্ত্তা গেছে হস্তিনায়;
সাজিতেছে দুর্য্যোধন; ছুঁয়েছে আকাশ
অভিমান-শিখা তার। ভীত ধর্ম্মরাজ

কৌরব যাদবকুল হইলে মিলিত
ভাসিবে পাণ্ডবগণ অকূল সাগরে
শুষ্ক তৃণরাশি মত, ভীত ধর্ম্মরাজ
ততোধিক—কৃষ্ণরাম অভিন্ন-অন্তর!—
যৌবনসুলভ কোনো চাপল্যে আমার
কৃষ্ণের বিরাগ হয় পাণ্ডবের প্রতি।
হরি! হরি! কি সঙ্কট! পারি ভুজবলে
করিতে এ ব্যূহভেদ। পুরনারীগণ—
কালি যবে দ্বারকায় করিবে গমন
করিতে বিবাহসজ্জা, পারি সুভদ্রায়—
আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—করিতে হরণ,
ভুজবলে যদুকুল করি পরাজিত।
যাদব-বিক্রম-সিন্ধু মথি ভুজবলে
পারি উদ্ধারিতে এই অমৃত শীতল,—
সুভদ্রা জীবন্ত সুধা! কিন্তু হলাহল
উঠে যদি সে মন্থনে—কৃষ্ণের বিরাগ?
অম্লানবদনে পারি ত্যজিতে জীবন,
ত্যজিতে জীবনাধিক পারি সুভদ্রায়,
জীবন-সুভদ্রাধিক ভ্রাতা চারি জন,—
পীতাম্বর-পদছায়া তথাপি কখন
না পারি ছাড়িতে,—হরি! কি ঘোর সঙ্কট!"
একটি অশোকমূলে বসি ধনঞ্জয়
অধোমুখ, ন্যস্ত শির যুগ্ম করাধারে,
চিন্তিলেন বহুক্ষণ! "ঘোরতর পাপ!
ভ্রমিতে লাগিলা পুনঃ—"ঘোরতর পাপ!
একে ত অতিথি আমি; তাহাতে আবার

কি যে অকৃত্রিম স্নেহ, প্রীতি পারাবার,
ঢালিছে আবাল বৃদ্ধ কিবা নারী নর
এ পবিত্র যদুপুরে; সর্ব্বোপরি তার—
সেই বাসুদেবপ্রীতি! এই কত দিনে
কি ত্রিদিব খুলিয়াছে নয়নে আমার!
ঘটিয়াছে জীবনের কিবা রূপান্তর!
কি ছিলাম? বন্য পশু, গর্ব্ব ভুজবল;
ধরা ভাবিতাম সরা আত্ম-গরিমায়।
এই নর-হিমাচল বিশাল ছায়ায়,
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপী,—দাঁড়াইয়া এবে
দেখিতেছি কি যে ক্ষুদ্র বালুকণা আমি।
অথচ কি আত্মজ্ঞান, মহত্ত্ব অসীম,
সে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বতে হয়েছে সঞ্চার!
রাম-পদ-পরশনে অহল্যা-উদ্ধার,—
করিব কল্পনা নহে। পাষাণ হৃদয়,—
নৃশংস বীরত্বে দৃঢ়,—হইল উদ্ধার
দেখিলাম দিব্য চক্ষে। পতিতপাবন,
বিষ্ণু সনাতন তুমি! নর-নারায়ণ!,
দ্বাপরের অবতার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান!
আমি ক্ষুদ্র নর, আমি সখা ভ্রাতা তব!
না না, দেব, আমি শিষ্য সেবক তোমার,—
তব পদানত দাস।" আকাশের পানে
রহিলা চাহিয়া পার্থ। ভিজিল নয়ন
ভক্তিরসে। ভক্তিছবি রহেছে চাহিয়া
সেই আকাশের পানে সুভদ্রা বসিয়া
এক অশোকের মূলে। হইল মিলন

চারি চক্ষু প্রীতিময়, কি যেন তরঙ্গ
হৃদয়ে অমৃতময় ছুটিল নাচিয়া।
ভদ্রা ভাবিলেন মনে—"কিবা রূপান্তর
ঘটিয়াছে প্রাণেশের এই কয় দিনে!
নিদাঘ-মধ্যাহ্ন-রবি বীরত্বে কেবল
নহে সেই মুখ আর। জ্ঞানেতে মধুর,
উন্মেব ভক্তিতে আর্দ্র, বালার্কের শোভা
ধরিয়াছে সেই মুখ। ছায়া গাঢ়তর
ঢালিয়া জলদ চিন্তা, গাম্ভীর্য্যে তাহার
করিয়াছে অতুলন মহিমাসঞ্চার।
ভ্রাতার দেবত্ব-আভা ভাসিতেছে তাহে,
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে। কিন্তু হৃদয়েতে
নাহি যেন শান্তি তাঁর। কারণ তাহার
এ দাসী কি, প্রাণনাথ? আমি, হা অদৃষ্ট!
ক্ষুদ্র পতঙ্গের দুঃখ সহিতে না পারি,
আমি তব এ গভীর দুঃখের কারণ!"
দেখিলেন ধনঞ্জয় ভদ্রার বদন
শান্তির চিত্রিত ছবি, রেখাটিও তার
হয় নাই রূপান্তর। কৃষ্ণের মতন
সতত প্রসন্ন, শান্ত, স্থির, চিন্তাশীল,
প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, প্রীতিতে শীতল।
চমকিলা সব্যসাচী। ভাবিলেন,—"একি
বিলোড়িত এ হৃদয় যেই ঝটিকায়,
একটি হিল্লোল ওই কোমল হৃদয়ে
তোলে নাহি? তবে অনুরাগিণী আমার
নহে কি সুভদ্রা?—সম্ভ্রমে অর্জ্জুন

গেলেন অশোকতলে সম্ভ্রমে সুভদ্রা।
উঠিলা, বসিলা পুনঃ বেদীতে দু জন,—
সুশ্যামল নিরমল মর্ম্মর-নির্ম্মিত।
ঈষৎ হাসিয়া পার্থ কহিলা মধুরে—
"জানিতাম আমি এই অশোকের বনে
বনদেবী সুভদ্রার পাব দরশন।"
নহে, সুলোচনে, তব কামিনীকুসুম
ভদ্রা আর, ক্রমে ক্রমে রজনীগন্ধায়
হইয়াছে পরিণত সুভদ্রা এখন,—
সহে দরশন, বুঝি সহে পরশন।—
ঈষৎ হাসিয়া ভদ্রা, হাসিল ঈষৎ
সায়াহ্ন গগন আভা, করিলা উত্তর—
"বড় ভালবাসি আমি অশোক-কানন;
ত্রেতার তরল তত্ত্ব, করুণার গীত,
রামায়ণ অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত ইহার
দেখি আমি; পত্রে পত্রে দেখি পবিত্রিত
লোক-মাতা জানকীর পদচিহ্ন আর।
দেখি দূর্ব্বাদলে সেই অশ্রু পরকাশ,
শুনি সমীরণে সেই শোকের নিশ্বাস।
পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, আত্ম-বিসর্জ্জন
পতিপদে, দেয় শিক্ষা অশোক-কানন।
অশোক করিতে শোকে রমণীহৃদয়,
নাহি হেন শান্তি-স্থান জগতে নিশ্চয়।"
বুঝিলেন পার্থ, এই কয়টি কথায়
কি গভীর প্রেম-কাব্য রয়েছে নিহিত,
কিবা অপার্থিব চিত্র নারীহৃদয়ের।

কহিলেন উচ্ছ্বসিত গদ গদ স্বরে—
"পড়িয়াছি রামায়ণ; আমিও মোহিত,
সুভদ্রে, সীতার সেই চরিত্রে অতুল।
কিন্তু কি যে স্বর্গ তাহে আছে অধিষ্ঠিত,
কি স্বর্গ, কবিত্ব, এই অশোক কাননে,
বুঝি নাই এত দিন। অশোক-কানন
আজি হতে মহাতীর্থ হইবে আমার—
পাইলাম এই বনে আজি সুভদ্রার,
দ্বাপরের সীতা সহ, শেষ দরশন।"
হলো ক্রমে কণ্ঠরোধ, ফাল্গুনী নীরব
রহিলেন কিছুক্ষণ—সুভদ্রা নীরব।
"রজনী প্রভাতে"—পার্থ অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে
বলিতে লাগিলা পুনঃ—রজনী প্রভাত
যাবে তুমি দ্বারকায়, রজনী প্রভাত
ভাঙ্গিবে আমার, দেবি আশার স্বপন;
সুখের শর্ব্বরী মম হইবে প্রভাত।
লুকাব হৃদয় আর নাহি সে সময়,
নাহি সেই শক্তি মম। হৃদয়মন্দিরে
যেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রণয়বেদীতে
করিয়াছি প্রতিষ্ঠিত, যার উপাসনা
করেছি জীবনব্রত, সেই দেবী মম
লইবে কাড়িয়া পরে, কাপুরুষ মত
সহিব কেমনে বল ক্ষত্রিয়শোণিতে?"

সুভদ্রা। বীরবর! একি কথা? তব হৃদয়ের
হবে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রমণী এমন
আছে কি জগতে, প্রভু? সুভদ্রা তোমার

একটি চরণরেণু নহে সমতুল।
বিশ্ব মস্তকের মণি ওই সুধাকর,
ওই চেয়ে দেখ, প্রভু, উৰ্দ্ধে সমাসীন ;
মানবের শিরোমণি, বীরেন্দ্র, তেমতি
মানবের বহু উৰ্দ্ধে আসন তোমার।
ভার্য্যা তব জীব জাতি, তারার মতন
অনন্ত, অসংখ্য ; প্রেমকৌমুদী তোমার
আলোকিত, পবিত্রিত, করিবে সংসার।
যার যথা শক্তি তারে ব্রতে অনুরূপ
করি ব্রতী সমুচিত করেন সৃজন
নারায়ণ ; প্রভাকর প্রভার আকর,
বাঁচাইতে, বাড়াইতে, বিশ্ব চরাচর।
তোমার অনন্ত শৌর্য্য, উন্নত হৃদয়,
জগৎ মঙ্গল কাব্যে তব অভিনব
অমর, অমৃতপূর্ণ। তুচ্ছ নারী তরে
কেন, বীরচূড়ামণি, পাও মনস্তাপ ?

অর্জ্জুন। জ্বলিবে যে মহামরু জীবনের তরে
নিরাশার তীব্রানল হৃদয়ে আমার।
রজনী প্রভাতে ভদ্রে, আশঙ্কাও তার,
এ বিশাল ভুজ মম, বীরের হৃদয়,
করিয়াছে শক্তিহীন বালকের মত।
আগ্নেয় ভূধর মত, অর্জ্জুন তোমার
আপনি হইবে ভস্ম, ভস্মিবে জগৎ,—
শান্তির সলিল, তুমি শান্তিনির্ঝরিণী,
নাহি ঢাল যদি ভদ্রে, হৃদয় তাহার।
ভদ্রা-নারায়ণ-সেবা—জীবনের ব্রত

লইয়াছে ধনঞ্জয়, করিও না তারে
ব্রতহীন, ধর্ম্মহীন! হব তব স্বামী
নাহি সে যোগ্যতা মম, দেও অনুমতি
হৃদয়ে রাখিয়া, দেবি, পূজিব তোমারে
পবিত্র প্রণয়পুষ্পে। দেও অনুমতি,
হরিব সুভদ্রা-সুধা নমি সুদর্শন;
বুকে, সুধাকররূপে, ধরি সেই সুধা
সাধিতে নিয়তি তব অর্পিব জীবন।

সুভদ্রা। জানি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু, বীরমণি,
নর-রক্তে রৈবতক করিয়া রঞ্জিত,—
যাদবের রক্ত প্রভু রক্ত সুভদ্রার,
নর-প্রাণ মম প্রাণ,—নারায়ণ প্রাণ,—
কি ধর্ম্ম সাধিবে বল? নরমুণ্ডমালা
পরাবে গলায় প্রভু, তব সুভদ্রার?
নারায়ণ! এই ছিল অদৃষ্টে তাহার!

অর্জ্জুন। সুভদ্রে। করুণাময়ি! এই রণক্ষেত্রে
যাদববিক্রম সহ কৌরববিক্রমে
হয় যদি সম্মিলিত, হন অগ্রসর
সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতি সিন্ধুপরাক্রমে
প্লাবিতে আমারে, দেবি, প্রতিজ্ঞা আমার,—
নিবারিব অস্ত্র, নাহি করিব প্রহার।
একটি কণ্টকে যদি হয় বিদ্ধ কেহ,
একটি শোণিতবিন্দু করে কলঙ্কিত
ফাল্গুনীর কর যদি সেই কর আর
অর্পিব না তব করে; কাটি সেই কর
নিক্ষেপিব সিন্ধুগর্ভে সহ ধনুঃশর।

একমাত্র ভয় মম,—বাসুদেব যদি
হন অগ্রসর রণে। পড়িবে খসিয়া
শরাসন ; বক্ষ মম পারিবে সহিতে
অস্ত্র তাঁর, অপ্রীতিতে পড়িবে ভাঙ্গিয়া।
সুভদ্রা বীরের জায়া, বীরের রমণী,
বীরা রমণীর মণি,—প্রদীপ্ত বীরত্বে
অবিচল আত্ম-ধৈর্য্য নিল ভাসাইয়া,
তুষারের রাশি যেন। আকাশের পানে
নিরখিয়া বিস্ফারিত নীলাব্জ নয়নে,
রমণী হৃদয় ঢালি কহিতে লাগিলা !—
"নারায়ণ ! ভ্রাতঃ !"—পার্থ দেখিলা সে কণ্ঠ
তরলিত, উচ্ছ্বসিত—"করিলে অঙ্কিত
এত যত্নে সেই চিত্র মহিমামণ্ডিত
দাসীর হৃদয়পটে, দয়াময় তুমি
মুছিবে কি সেই চিত্র, ভাঙ্গিবে সে পট ?
কতবার তুমি স্নেহ-উচ্ছ্বসিত প্রাণে
চুম্বিয়া বদন, বুকে লইয়া তোমার
সুভদ্রায়, বলিয়াছ জননীর কাছে—
"সুভদ্রা আমার, মাতঃ, করিবে পবিত্র
দুইটি বিশাল কুল ! এই পুষ্পহারে
অর্জ্জুনের বীরকণ্ঠ করিয়া ভূষিত
শিক্ষা, দীক্ষা, আশা, মম করিব সফল—
ভূতলে দ্বিতীয় যোগ্য পতি নাহি তার।"
সে অর্জ্জুন সুভদ্রার, ভদ্রা অর্জ্জুনের—
ভদ্রার কি ভাগ্য আজি ! তাহাতে অপ্রীত
হইবে কি প্রীতিময় প্রেমপারাবার ?

তুমি নরনারায়ণ। জানি আমি তব
জগৎমঙ্গলনীতি। সুভদ্রারো তরে
সূত্রমাত্র রূপান্তর হইবে না তার।
সে মঙ্গলনীতিপথে হ'য়ে থাকে যদি
কণ্টক সুভদ্রা তব, নাহি দুঃখ তার,
তোমার মঙ্গল-নীতি হউক পূরণ।
তবঁ দেব-করে তুমি কল্পিলে রোপণ
যেই লতা, সে লতায় ফলিতে কি পারে।
বিষফল ? না না''—ভদ্রা উন্মাদিনী মত
উঠিয়া চকিতে কহে—গলদশ্রু বামা—
"অর্জ্জুন ! ফাল্গুনী ! পার্থ ! আর্য্য ! ধনঞ্জয় !
নীলমণিময় ওই আকাশের পটে,
নীলমণিময় বহু দেখ নারায়ণ—
শত সুধাকর কান্তি, করে শঙ্খ চক্র,
আনন্দাশ্রু দুনয়নে, অধরে সুহাসি।
ওই দেখ ভ্রাতা মম বিষ্ণু অবতার !
ধনঞ্জয় ! বীরবর যুগল হৃদয়
আইস করিব ঐ চরণে বিলীন,
জগতের মোক্ষধাম ! লভিব নির্ব্বাণ ;
ভগবন ! কর পূর্ণ তব মনস্কাম !"
নীলমণিময় সেই আকাশের পটে,
নীলমণিময় বপু, দেখিলা অর্জ্জুন,—
নহে ভ্রান্তি। ভদ্রা পার্শ্বে বসিলা ভূতলে
জানু পাতি, দর দর বহিতে লাগিল
চারি প্রীতিধারা, চারি অচল নয়নে।
পার্থের হৃদয়ে উগ্র কামনা অনলে

কি যেন শান্তির সুধা হইল বর্ষণ,—
বারিধারা দাবানলে ; করিল হৃদয়
নিষ্কাম ; কহিলা পার্থ উচ্ছ্বসিত স্বরে—
"ভগবন ! কর পূর্ণ তব মনস্কাম !"
হইলেন দুই জনে প্রণত ভূতলে।
বহিল কি যেন সুধা সান্ধ্য সমীরণ!
কি যেন সৌরভে পূর্ণ হইল কানন।
জিনিয়া জীমূতমন্দ্র ঘোর শঙ্খধ্বনি
ঘোষিল প্লাবিয়া বিশ্ব, জগতে জগতে
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি প্রীতির সঙ্গীত—
"ভগবন ! কর পূর্ণ তব মনস্কাম !"
সে সমীর, সে সৌরভ, সেই শঙ্খধ্বনি,
গেলে মিশাইয়া ধীরে। উঠিয়া দুজনে
দেখিল সে নীলাকাশে গেছে মিশাইয়া
সেই নীলমণিরূপ। চিত্রিতের মত
রহিলা চাহিয়া সেই আকাশের পানে।
আবার কি শঙ্খধ্বনি ! চমকি ফিরিয়া
দেখিলেন সত্যভামা, অগ্রে সুলোচনা,
শঙ্খ-নিনাদিনী বামা হেলিয়া দুলিয়া,
চাপা হাসি মুখে যেন উঠিবে ফুটিয়া।

সত্যভামা। বীরমণি ! বল তুমি চাহ কি ভদ্রায় ?

অর্জ্জুন। না—দেখেছি সুন্দরতর রূপ কহিনুর।

সত্যভামা। কে সে, পার্থ ?

অর্জ্জুন। সত্যভামা !

সত্য। সুভদ্রা অভাগি !

কি দশা হইবে তোর ?

স্থলো। সেও শ্রেষ্ঠতর
দেখিয়াছে বীরবর।
সত্য। কে সে?
স্থলো। স্থলোচনা!!
তার তরে শাঁক জানি বাজিবে না কভু,
বাজাবে না কেহ যদি, আয় তবে ভাই,
হৃদয়ে লইয়া তোরে হৃদয় ভরিয়া;
হৃদয় ঢালিয়া, শাঁক বাজাইব আজি।
না না, ভাই, পারিব না সহিতে এ প্রাণে
পরের হইবি তুই, হবে তোর পর
স্থলোচনা। তুই লতা গেছে জড়াইয়া
আশৈশব, প্রাণে প্রাণে, বিছিন্ন এখন
কেমনে হইব বল।
হাসিতে হাসিতে
কাঁদিতে লাগিল বামা গলা জড়াইয়া
স্থভদ্রার, সেই সঙ্গে উঠিল কাঁদিয়া
চারিটি পরাণ; বেগে পড়িল খসিয়া
হৃদয়ের আবরণ; চারটি হৃদয়
নিরখিল পরস্পরে, দর্পণে দর্পণ।
অতল গভীর সিন্ধু রাণীর হৃদয়
বহিল ঝটিকা তাহে। লইলা ভদ্রায়
তরঙ্গিত সেই বুকে। তরঙ্গিত বুক
স্থভদ্রার; মধ্যে শুভ্র কুস্থম প্রাচীর
ভাঙ্গি ছুই মত্ত সিন্ধু গেল মিশাইয়া।
উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ের বুক
যাইছে ভিজিয়া, রাণী স্থভদ্রার কর

আর্প অর্জ্জুনের করে কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"ধনঞ্জয়! করিলাম আজি সমর্পণ—
তব করে সুভদ্রায়,—সাক্ষী নারায়ণ।
সুভদ্রা আমার, দেব, জগৎগৌরব,
স্নেহে কন্যা, জ্ঞানে গুরু, দেবত্বে কেশব।
যাদবের কুলদেবী সুধায় সৃজিত,
পাণ্ডবের কুলে আজি হইল স্থাপিত।
শিশুদের চিরানন্দ, আরাধ্যা যুবার,
স্থবিরের শান্তি ছায়া, প্রেমপারাবার
জগতের, জগতের প্রাণ যার প্রাণ,
সেই সুভদ্রায়, পার্থ, করিলাম দান।
যথা নরদেব ভ্রাতা, ভগ্নী নারী-দেবী।
যথা পূর্ণ-ব্রহ্ম পতি পাদপদ্ম সেবি
ভাগ্যবতী সত্যভামা, তথা ভাগ্যবতী,
সুভদ্রা নমদ মম, তুমি তার পতি।
পবিত্রতা, মহত্বতা, সৌন্দর্য্য ধরার,
আজি হতে, সব্যসাচী, হইল তোমার।"
ধনঞ্জয় আত্ম-হারা, স্তম্ভিত, বিস্মিত,
চাহি ছল ছল নেত্রে আকাশের পানে।
কহিলা—"মঙ্গলময়! নিয়তি-নিদান,
এইরূপে কর পূর্ণ তব মনস্কাম?
বুঝিলাম বলদেব বলে অবতার,
কি সাধ্য নিয়তি বল খণ্ডিবে তোমার!"
আপন প্রকোষ্ঠ হতে পুষ্পের বলয়
খুলি সত্রাজিৎ-সুতা, দিল পরাইয়া
পার্থের প্রকোষ্ঠে, গর্ব্বে কহিলা তখন—

"হও সুভদ্রার পতি, করিনু বরণ
শুভক্ষণে এই রাখি করিয়া বন্ধন।
সমগ্র জগৎ যদি হয় সম্মুখীন
লঙ্ঘিতে প্রতিজ্ঞা মম, ধরিয়া মস্তকে
নারায়ণ-পদ চিহ্ন, প্রবেশিও রণ,
রাখিও 'রাখির' মান, এ দাসীর পণ।
ধনঞ্জয়! যোগ্য পতি হও সুভদ্রার,
ততোধিক আশীর্ব্বাদ নাহি জানি আর।"
সেই মুখে সেই বুকে দেখিলা ফাল্গুনী
কি মহিমা, কি মহত্ত্ব! উত্তরিলা ধীরে—
"এরূপ না হ'লে, দেবি পতি নারায়ণ
হইবেন কেন তব। জলধর'ক্ষে
কে পারে দামিনী বিনা করিতে বিহার?
কৌমুদী বিহনে নভে? কার সাধ্য আর
আলোড়িবে উচ্ছ্বাসিবে মহা পারাবার?
আকুল এ প্রাণ, দেবি, সুভদ্রার তরে;
কিন্তু বুঝিয়াছি আজি লভিতে সে স্বর্গ
কত্বই অযোগ্য আমি, অযোগ্য কেমন
তোমাদের পদ প্রান্তে পাইতে এ স্থান!
এক মুখে অস্ত্র ধরি আসুক জগৎ,
নাহি ডরে ধনঞ্জয়; আসুন কেশব,
উঠিবে না অস্ত্র করে, অর্পেছি এ প্রাণ
যেই পদে, সেই পদে লভিবে নির্ব্বাণ।
যতক্ষণ, ভগবতি, থাকিবে এ প্রাণ,
পবিত্র 'রাখির' তব রাখিব সম্মান।
তোমার পবিত্র কর, যে পবিত্র কর

অপবিত্র করে মম করেছে অর্পণ,—
অসির নাহিক শক্তি ঘুচাবে মিলন।
কিন্তু পশুবলে বলী আমি দুরাচার,
নাহি সাধ্য হব যোগ্য পতি সুভদ্রার
হৃদয়ে তাহারে মাত্র করিয়া স্থাপন
পূজিব, সেবিব নিত্য তোমার চরণ।
কৃষ্ণের সেবক আমি, ততোধিক আর
স্বর্গধাম ফাল্গুনীর নাহি আকাঙ্ক্ষার।"
"আজি মম কি সুখের, কি দুঃখের দিন!
আয় ভদ্রা, আয় বুকে,"—সুখাশ্রু-নয়নে
কহিতে লাগিলা রাণী আনন্দে অধীর—
"আয় ভদ্রা, আয় বুকে! অভাগিনী আমি
পাপ অভিমানবিষে, ক্রোধের অনলে,
পুড়িব যখন, বুকে মেয়ের মতন
কেবল রাখিয়া মুখ কাঁদি অবিরল
ঢালিয়া তরল স্নেহ, নিবে ভাসাইয়া
সেই বিষ, সেই বহ্নি?" চুম্বিতে চুম্বিতে
সুভদ্রার অশ্রুসিক্ত বদনকমল,
কহিতে লাগিলা রাণী ব্যাকুল স্বরে—
"এই মুখ, এই চোক, এ দেবী-মূরতি—
পুণ্যের স্বপন-সৃষ্টি, দেখিব না আর।
নিত্য নিত্য; নিত্য নাহি শুনিবে শ্রবণ
শীতল প্রীতির ধারা কণ্ঠ বরিষণ।"।
"হা কৃষ্ণ! তোমার"—হাসি-কান্না-ভরা মুখে
কহে সুলোচনা ধীরে—"হা কৃষ্ণ! তোমার
নিষ্কাম ধর্ম্মের চেলা ইহারা সকল?

এই দেখ কত সুখ গলায় গলায়
জড়িতেছে দুই জন, বিন্দুমাত্র তার
না দেয় এ অভাগীরে। নাহি অভিমান,
নাহি ক্রোধ বহ্নি বিষ, তাই পোড়ামুখী
সুলোচনা নহে কেহ? আয় বোন্ আয়,
একেক গলায় আয়! আসি জড়াইয়া
দুই লতা এত দূর, তুই বোন আজি
শুভক্ষণে সহকার করিয়া আশ্রয়
ছুটিলি আকাশ মুখে, কিন্তু পদমূলে
উভয়ের আমি, বোন, পাই যেন স্থান,
তোর ফুলে, তোর ফলে, জুড়াইতে প্রাণ।"
সুখসমুজ্জ্বল চারি ধারা নিরমল,
বহে সুলোচনা সত্যভামার নয়নে;
সুভদ্রার মুখ স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর,
নাহি সুখ দুঃখ রেখা; বহিছে নয়নে
দুই স্রোতে প্রীতিধারা; ভাসিছে নয়নে
কোমলতা, কাতরতা, স্নেহের উচ্ছ্বাস।
"দিদি, তোমাদের আমি,"—কহিলা কাতরে—
"দিদি তোমাদের আমি; আমরা সকল
নারায়ণপদাশ্রিতা অনন্ত জগৎ
যে চরণ সমাশ্রিত, আমরা বল্লরী,
জগতের প্রাণ সহ আমাদের প্রাণ
গাঁথা সেই পদমূলে। দিদি, আমাদের
অবিচ্ছেদ সে মিলন, অনন্ত সে প্রেম!"
হাসি হাসি সুলোচনা কহে—"প্রাণ ভরি,
সহিবি, বাজাই তবে শাঁক একবার।"

কত ফুঁ, তথাপি শাক বাজিল না ভাল,
কি যেন রোধিল চারু কণ্ঠ বাদিত্রীর।

সপ্তদশ সর্গ।

—:*:—

মহাভারত।

১

সুপ্ত রৈবতক অঙ্কে সচন্দ্র শর্ব্বরী
নিদ্রা যায়, পরকাশি
মৃদু সুখ-স্বপ্ন হাসি।
নিরমল জ্যোৎস্নায়, চুম্বি মনোহর
পুরোদ্যানে ফুটোম্মুখ পুষ্প থরে থর।
এখনো সে ফুলবনে
ফাল্গুনী নিরজনে,—
নাহি নিশীথিনী জ্ঞান, রৈবতক মত
শান্তির জ্যোৎস্নাময় হৃদয় তাহার
শান্ত, স্থির, সমুজ্জল;
মেঘ ছায়া সুকোমল
ঈষৎ মিশায়ে চিন্তা, করিছে বিকাশ
সুখের তরঙ্গে মৃদু বিষাদ-উচ্ছ্বাস।

২

প্রমত্ত-তটিনী-তটে তরু ভগ্ন-মূল
ছিলা পার্থ দাঁড়াইয়া;

পর্ব্বত-প্রবাহ ছিল রুদ্ধ ক্ষুদ্র শৈলে ;
ভেবেছিলা মনে
বসি সুভদ্রার পার্শ্বে প্রণত ভূতলে,—
নারায়ণ-পদে করি আত্ম-সমর্পণ,
রহিবেন স্থির ব্রত,
এই রৈবতক মত ;
একটি তরঙ্গে,
সত্যভামা সেই তরু ফেলিলা উপাড়ি,
দিলা উড়াইয়া শিলা একটি নিশ্বাসে।

৩

নিশ্চয় এখন তরু যাইবে ভাসিয়া,
নাহি সাধ্য দাঁড়াইবে।
নিশ্চয় প্রবাহ এবে যাইবে ছুটিয়া,
কার সাধ্য ফিরাইবে ?
হরিতে হইবে ভদ্রা.—পরিণাম তার ?
এইখানে জ্যোৎস্নায় ছায়ার সঞ্চার !
অপ্রীত কি নারায়ণ
হইবেন ? তাঁর মন
জানে না কি সত্যভামা ? অসম্ভব নয় !
তাঁহার ইঙ্গিত আছে নাহিক সংশয়।
অথবা রমণী-প্রাণ,
চঞ্চলতা মূর্ত্তিমান
তাহাতে যে বেগবতী হৃদয় রাণীর !—
হলো জ্যোৎস্নায় ছায়া দ্বিগুণ গভীর।
এইরূপে
শারদ আকাশ মত ফাল্গুনী-হৃদয়ে

কখনো ভাসিছে মেঘ ; কখনো জ্যোৎস্না
হাসিতেছে মেঘান্তরে ;
কভু ছায়া গাঢ়তর ; কভু সুখ হাসি
ফুল্ল প্রেম চন্দ্রালোক,—সুখ স্বপ্নরাশি।

৪

বাজিল কালের কণ্ঠ, শ্যেন পক্ষিচয়
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বৃক্ষচূড়ে সুপ্ত চরাচর
প্লাবিয়া ঘোষিল,—নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
চমকিয়া ধনঞ্জয় চলিলা আবাসে
অন্য মনে ; অন্য মনে কর পরশনে
খুলিল নীরবে এক কক্ষের দুয়ার।
এ কি কক্ষ ? এতো নহে আবাস তাহার !
এ কি কক্ষ ? নহে ইহা দৃষ্ট-পূর্ব্ব তাঁর !
দেখিলা বিস্ময়ে পার্থ শোভিছে প্রাচীরে
নানারূপ মানচিত্র, চিত্র নানারূপ।
শোভে কক্ষে স্থানে স্থানে গ্রন্থ রাশি রাশি
সুবাসিত দীপালোকে ; স্তবকে স্তবকে
শোভিতেছে স্থানে স্থানে পুষ্প সুবাসিত।
দীপগন্ধ, ধূপগন্ধ, কুসুমসৌরভ,
বহি মুক্ত-দ্বার-পথে মোহিল পাণ্ডব।
এ কি কক্ষ ! সব্যসাচী ভাবিলেন মনে
কি যেন মহান্ তত্ত্ব তাঁর জ্ঞানাতীত,
সেই সব মানচিত্রে আছে প্রকটিত।
কি যেন গভীর কথা, সেই চিত্রাবলী
কহিতেছে জ্ঞানাতীত, নীরবে সকলি।
গ্রন্থে গ্রন্থে অতীতের মনস্বী সকল

মূর্ত্তিমান কক্ষে, যেন সবিতৃমণ্ডল।
এ কি কক্ষ? অতীতের অনন্ত আলয়!
দেখিলা ফাল্গুনী, যেন নিবিড় তিমিরে
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে নক্ষত্রের মত
অমর মানবগণ। মধ্যস্থলে তার
ও কি মূর্ত্তি! ও কি জ্যোতিঃ! কিরণপ্রবাহ
অতীতের গ্রহগণ করি বিমালন,
প্লাবি বর্ত্তমান, যেন জ্যোতিঃ নিরমল
আলোকিছে ভবিষ্যৎ, অনন্ত, অসীম।
কক্ষকেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণ বসি যোগাসনে
সমাধিস্থ; সংজ্ঞা-শূন্য দেব-অবয়ব
শোভিতেছে যেন সিন্ধু নিষ্কম্প নীরব।
সমাধিস্থ, চরাচর। বাতায়নপথে
কেবল বহিছে ধীরে নিশীথসমীর
নীরবে ভকতিভরে কেবল আলোক
নীরবে ভকতিভরে কাঁপিছে ঈষৎ।
সকলি নীরব স্থির পার্থের হৃদয়
হইল ভক্তিতে পূর্ণ পবিত্রতাময়।
ভীত ধনঞ্জয় যেন কার্য্য তস্করের
করেছেন আসি এই পবিত্র মন্দিরে;
করেছেন কলুষিত, এ পবিত্র ধাম
পদপরশনে তাঁর, নিশ্বাসসমীরে।
ভাবিলেন মনে মনে যাইবেন চলি
কৃষ্ণের অজ্ঞাতে—সেও কার্য্য তস্করের!
রহিবেন দাঁড়াইয়া অজ্ঞাতে যোগীর—
সেও তস্করের কার্য্য! দেখিতে দেখিতে

যোগীর শরীরে যেন জীবনসঞ্চার
হইতেছে ধীরে ধীরে, কাঁপিতেছে ধীরে
সেই প্রসারিত বক্ষ, শান্ত সরোবরে
বহিছে হিল্লোল যেন অতি ধীরে ধীরে।
গোবিন্দ মেলিলা আঁখি; কি যেন কি আভা
ভাস সেই চক্ষে, পুনঃ গেল মিশাইয়া।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ, বড় প্রীতি-মাখা
সেই হাসি, ডাকিলেন—"সখে ধনঞ্জয়!"
সভয়ে সম্ভ্রমে পার্থ হয়ে অগ্রসর
হইলা প্রণত পদে, সাদরে কেশব
বসাইয়া পার্শ্বে কাছে অজিন আসনে,
বলিতে লাগিলা প্রীত সস্মিত বদনে—
"অতীত নিশার্দ্ধ, সখে, কেন এতক্ষণ
রহিয়াছ অনিদ্রিত? সুপ্ত চরাচর
নিদ্রার কোমল অঙ্কে।"

অর্জ্জুন। বসিয়া উদ্যানে
দেখিতেছিলাম, দেব, রৈবতক-শোভা
মনোহর চন্দ্রালোকে। অজ্ঞাতে কেমনে
বহিল শর্ব্বরী-স্রোত, ফিরিতে আলয়ে
ভ্রমে প্রবেশিয়া এই পবিত্র নিবাস,
তীর্থধাম, করিয়াছে কলুষিত দাস।

কৃষ্ণ। এই আত্মগ্লানি, সখে, মহত্ত্ব তোমার।
অপূর্ব্ব বীরত্বে, দেবচরিত্রে যাহার,
পুণ্যবান ধরাধাম, এ কি গ্লানি তব!
থাকুক কৃষ্ণের কক্ষ, বক্ষও তাহার
হয় পবিত্রিত দেহপরশে তোমার।

নহে ভ্রম, নারায়ণ আনিলা হেথায়
তোমায় ফাল্গুনী। তব রৈবতকবাস
হইতেছে শেষ, তবে আইস দুজনে
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণ, হৃদয়ে হৃদয়,
পবিত্র সলিলমত, করি প্রক্ষালন
নারায়ণ পাদপদ্ম, নিরখি তাহাতে
আমাদের কি নিয়তি রয়েছে অঙ্কিত
পারিয়াছ সেই লেখা পড়িতে কি তুমি?

অর্জ্জুন। না, দেব; অধম আমি পাইব কোথায়
সেই তত্ত্ব-জ্ঞান-নেত্র, দয়া করি দাসে
নাহি দেও যদি তুমি, সহস্রকিরণ
নাহি দেন দীপ্তি যদি, পাইবে কোথায়
আলোক স্ফটিক-খণ্ড? নিয়তি তাহার
এই মাত্র জানে দাস—যথা ক্ষুদ্র স্রোতঃ
অবিরাম বেগে ক্ষুদ্র জীবন তাহার
অনন্ত সিন্ধুর পদে ঢালে, নরোত্তম,
তেমতি এ দাস ক্ষুদ্র জীবন তাহার
ঢালিবে অশ্রান্ত ওই পদ-পারাবারে,—
জগৎ-জীবন সিন্ধু,—ততোধিক আর
নাহি জানে ধনঞ্জয় নিয়তি তাহার।

কৃষ্ণ। সংসার সমুদ্র, পার্থ; আমরা মানব
অনন্ত সমুদ্র-যাত্রী, জ্ঞান ধ্রুব তারা;
গম্য স্থান সুখধাম,
বৈকুণ্ঠ যাহার নাম;
অনন্ত তাহার পথ; জ্ঞান ধ্রুবলোকে
আপন নিয়তিপথ, আপনার কর্ম্মব্রত,

যে পায় দেখিতে, সখে, সেই পুণ্যবান,
সে পায় বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণু-পদে নিরবাণ।
বিশ্বরাজ্য কর দৃষ্টি,
সর্ব্বত্র সার্থক সৃষ্টি,
কিবা কীট, কি পতঙ্গ, উদ্ভিদ, সলিল,
আকাশ, নক্ষত্র, ক্ষিতি, অনল, অনিল।
সেই অর্থ মূলধর্ম্ম
তাহার সাধন কর্ম্ম,
যার যত উচ্চ শক্তি, তত গুরুতর
কর্ম্ম তার, দেখ সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর।
এ বীরত্ব দুরলভ,
অতুল মহত্ত্ব তব,
জনম ক্ষত্রিয়কুলে, জননী ভারত,—
রয়েছে মহত্ত্বপূর্ণ তব কর্ম্মব্রত।
দেখ ফিরাইয়া মুখ, দক্ষিণ প্রাচীরে।
কি দেখিছ ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। ক্ষুদ্র দেশ-চিত্রচয়।

কৃষ্ণ। মগধ, মিথিলা, চেদী, অযোধ্যা, হস্তিনা,
বিদর্ভ, বিরাট, সিন্ধু, মথুরা, গান্ধার,
অঙ্গ, বঙ্গ, উৎকল,—
চেয়ে দেখ মহাবল
পূরব প্রাচীরে—

অর্জ্জুন। সিন্ধু ভূধর-মালায়
সুরক্ষিত মহাদেশ,—অনন্ত বিস্তার!
যে সসাগরা ধরা,
সরিৎভূধরাম্বরা,—

প্রকৃতির মহারাজ্য!

কৃষ্ণ। দেখ, মহারথ,

পুণ্যভূমি আমাদের জননী ভারত!

এক দিকে কর দৃষ্টি

স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি

অনন্ত সাম্রাজ্য, অন্য দিকে, ধনঞ্জয়

ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রত্বের পরিচয়!

পশ্চিমে চাহিয়া দেখ—

কি ভীষণ চিত্র এক!

অর্জ্জুন। অসংখ্য গৃধিনী,—কিবা বিকটদর্শন!—

কেবা সে দেবী, গোবিন্দ,

—কিবা মুখ-অরবিন্দ!—

খণ্ড খণ্ড করি যারে শকুন নির্ম্মম,

কেহ হস্ত, কেহ পদ, করিছে ভক্ষণ?

বিঁধিতেছে পরস্পরে,

কি হিংসা কটাক্ষশরে!

একে অন্য গ্রাস যেন লইবে কাড়িয়া,

একে অন্যে আক্রমণ

করিতেছে ঘন ঘন,

কিবা পাকসাট! কিবা চীৎকার ভীষণ!

পশিতেছে কর্ণে যেন আকুলিয়া মন!

ছিন্ন নারী-অঙ্গ, হায়,

তবু কিবা মহিমায়

বিমণ্ডিত বরবপু! সহস্র ধারায়,

ছুটিতেছে অঙ্গে অঙ্গে কি শোণিত হায়!

কি করুণা মুখে তাঁর!

দেখিতে না পারি আর,—
পেতেছি হৃদয়ে, দেব, দারুণ আঘাত !
এ কি চিত্র,—কে সে নারী,—কহ, নরনাথ
কৃষ্ণ। চিত্র ভারতের, পার্থ, আর্য্যলক্ষ্মী দেবী।
খণ্ড দেহ, খণ্ড দেশ ;
দেখ গৃধ্রনির্ব্বিশেষ
ভারত নৃপতিগ্রাম দেখ ছর্ব্বিবহ
বর্ত্তমান ভারতের চিত্র শোকাবহ !
হায় মা !—(তিতিল নেত্র,
প্রীতির পবিত্র ক্ষেত্র)
হায় মা ! ধরিয়া কিবা মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী,
করে খড়্গ, দানবের সদ্য ছিন্ন শির,
রণরঙ্গে উন্মাদিনী,
মুণ্ডমালা বিশোভিনী,
দানবের মহা কাল দলি পদতলে,
'মহাকালী' ক্রোধে মহা মেঘস্বরূপিণী—
বিজলী শোণিতধারা,
ঘোরারাবী. ধ্বংসাকারা,
দলিয়া দানব-বল নৃশংস দুর্জ্জয়,
সত্যযুগে পুত্রগণে দিলা বরাভয়।
সিন্ধুগর্ভে বিতাড়িত
করি পুনঃ শিরোত্থিত
ত্রেতায় অনার্য্যশক্তি, প্রতিহিংসাপর,
ভারত দক্ষিণাপথে বাড়াইলে কর,
আবার মা রণরঙ্গে
ডুবালে সিন্ধুতরঙ্গে,

অনার্য্যের অধর্ম্মের শেষ অভ্যুত্থান,
নাচিলে আনন্দে, (তারা) তারিয়ে সন্তান।
অনার্য্যের ধর্ম্ম শব
পড়িয়া চরণে তব,
শিরে অর্দ্ধচন্দ্র মালা, করে কুবলয় !—
সত্যযুগে রণমূর্ত্তি, ত্রেতায় বিজয় !
দ্বাপরে বল তারিণী
এরূপে আত্ম-ঘাতিনী
হইবে কি ? মা ! আমরা যত কুলাঙ্গার,
বিফলিব দু' যুগের শ্রম কি তোমার ?
না না, দেখ, বীরবর,
উত্তর প্রাচীরোপর
"রাজরাজেশ্বরী" মাতা, সাম্রাজ্ঞী-রূপিণী !
শিরে ধর্ম্ম-সুধাকর,
শোভে পঞ্চ ভূতোপর
জননীর রাজাসন ; দূর রণ শ্রম,—
হইয়াছে জননীর অরুণবরণ।
পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
দেখ কিবা মনোহর
সাম্রাজ্ঞীর সমরাস্ত্র, রাজ্য-প্রহরণ
চারি দিক চারি ভুজে শোভিছে কেমন !
ত্রিকাল ত্রিনেত্রে ভাসি,
অধরে প্রীতির হাসি,
পার্থ ! জগন্মাতা-রূপ, দেখ নেত্র ভরি,
"মহাভারতের" চিত্র "রাজরাজেশ্বরী !
স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ,

দেখিলেন দুই জন,
সে চিত্র মহিমাময় ; চারিটি নয়ন
ভক্তিভরে অচঞ্চল করিল দর্শন।

অর্জ্জুন। এ মহা রহস্য জ্ঞান
হয় নাই, ভগবান,
দাসের তব ; কহ দয়া করি
কহ কি অভীষ্ট তব,
এই খণ্ড রাজ্য সব
ধ্বংসিয়া, সাম্রাজ্য এক করিবে স্থাপিত,
আবার ভারত রক্তে করিয়া প্লাবিত ?

কৃষ্ণ। সমর সর্ব্বত্র পাপ নহে, ধনঞ্জয় !
রক্ষিতে দশের ধর্ম্ম,
নহে, পার্থ, পাপ কর্ম্ম
একের বিনাশ। পার্থ ; নিষ্কাম সমর,—
নাহি ততোধিক আর পুণ্য শ্রেষ্ঠতর
দেখ, সখে, সৃষ্টি রাজ্য,
স্বয়ং স্রষ্টার কার্য্য,
দেহ তাহে ধ্বংসনীতি মিলত্য কেমন !
সাধিতে সৃষ্টির তত্ত্ব
প্রতিকূল, কি অশক্ত
যেই জন ; ধ্বংস তার ঘটিছে তখন ;
কি রহস্য ! মৃত্যু এই জগৎ জীবন !
কি ছার নৃপতি শত !
স্রষ্টার মঙ্গল ব্রত,
বিফলি, কোটীর সুখে হইবে কণ্টক ;
পবিত্র ভারত-ভূমি করিবে নরক।

অর্জ্জুন। ধ্বংসনীতি প্রকৃতির
যদি, দেব, সত্য স্থির,
প্রকৃতি রক্ষিবে তবে নীতি আপনার,
আমাদের তাহাতে কি আছে অধিকার?

কৃষ্ণ। ফুটিবে কণ্টক দেহে,
নির্গত করিতে কি হে
সে কণ্টক, আমাদের নাহি অধিকার?
ধর্ম্ম যাহা মানবের,
ধর্ম্ম তাহা সমাজের;
—যেই বারিবিন্দু, সখে; সেই পারাবার,
সমাজ কণ্টক তথা করিবে উদ্ধার।
অন্যথা কণ্টক বিষ,
যেন তীব্র আশীবিষ,
করিবেক জর্জ্জরিত সমাজ-শরীর।
অচিরে পড়িবে গ্রাসে সে ধ্বংস-নীতির।

অর্জ্জুন। সমাজ কণ্টক;—কিসে পাব পরিচয়?

কৃষ্ণ। শরীর কণ্টক যাতে জান, ধনঞ্জয়!
মানব-শরীরে ব্যথা,
সমাজ-শরীরে তথা,
অশান্তি ও অবনতি,—জ্বলন্ত যেমন
দেখিছ সর্ব্বত্র, পার্থ, ভারতে এখন!

অর্জ্জুন। কিন্তু হেন নরমেধ যজ্ঞ বিভীষণ,
দয়াময়! হেন রণ
করিবে কি সংঘটন?

কৃষ্ণ। বরং নিবাব সেই ভীষণ বিগ্রহ,
হইতেছে প্রধূমিত যাহা অহরহ।

গৃহ-ভেদ, জাতি-ভেদ,
রাজ্য-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ,
না, মানবের নীচ দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
জ্বালিছে যে মহা বহ্নি, করিবে নিশ্চয়
ভস্ম এই আর্য্যজাতি!
চাহি আমি বক্ষ পাতি
নিবারিতে সে বিপ্লব। বাসনা আমার
চির-শান্তি; নহে, সখে, সমর দুর্ব্বার।
যেই রাজ্য অসিধারে
সৃজিত, সে পারাবারে
বালির বন্ধন ক্ষুদ্র; মানব হৃদয়
কার সাধ্য অসিধারে করিবে বিজয়?
যে রাজ্যের ভিত্তি ধর্ম্ম,
শাসন নিষ্কাম কর্ম্ম,
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল।
শক্তি ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়, নহে পশুবল।

অর্জ্জুন। ভীষণ শার্দ্দূলগণে,
নাহি বিনাশিলে রণে,
শান্তিতে সাম্রাজ্য, দেব, হবে কি স্থাপিত?

কৃষ্ণ। উপায় মায়ের চিত্রে রয়েছে লিখিত!
বাঁধি ধর্ম্ম-নীতি-পাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ-জ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব একত্ব মর্ম্ম;—
এক জাতি, এক ধর্ম্ম;

এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ !
পাশাঙ্কুশে যদি, পার্থ,
সাধিতে এ পরমার্থ
নাহি পারি, জননীর আছে ধনুঃশর,
প্রবেশিব ধর্ম্মরণে নিষ্কাম অন্তর।
বৃদ্ধি পাপ ঘোরতর
যতক্ষণ বীরবর
থাকে অন্য পথ ধর্ম্ম করিতে পালন ;
নিরুপায়ে, বীরব্রত পুণ্য প্রস্রবণ।

অর্জ্জুন। ধর্ম্ম তবে বলি কারে ?
নরহত্যা ধর্ম্ম ? ধর্ম্ম কর্ম্ম বা কেমন,
দাসে দয়া করি কহ কংসনিসূদন।

কৃষ্ণ। যাহাতে ধারণ যার
সেই, পার্থ, ধর্ম্ম তার ;
যেই নীতিচক্র করে জগৎ ধারণ,
সেই জগতের ধর্ম্ম চক্র সুদর্শন।
তার সূক্ষ্ম অঙ্গমাত্র,
মানবের ধর্ম্মশাস্ত্র ;
ওই নীতিচক্র কার্য্য অশ্রান্ত জগতে,
তিলেক নাহিক সাধ্য তিষ্ঠি কোন মতে।
উন্নতি কি অবনতি,—
জগতের এ নিয়তি ;
ধর্ম্ম-কর্ম্ম,—নীতিশিক্ষা, নীতির সাধন,
কর্ম্মফল নিয়ন্তায় করি সমর্পণ।

আর্য্য সমাজের গতি
আজি ঘোর অবনতি
নীতির লঙ্ঘন পাপে ; আইস দুজন,
ধরার এ পাপভার করিব মোচন।

অর্জ্জুন। জ্ঞানাতীত নারায়ণ,—
কর্ম্মফল সমর্পণ
কেমনে করিব, দেব, চরণে তাঁহার ?

কৃষ্ণ। জননীর ওই চিত্র দেখ আরবার।
বিষ্ণুশক্তি জগন্মাতা,
পঞ্চ ভূতে অধিষ্ঠিতা,
—পঞ্চভূতময় সৃষ্টি,—সর্ব্বত্র সমান
দেখ মহাশক্তিরূপে বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
পার্থ! সর্ব্ব-ভূত-হিত
যাহাতে হয় সাধিত,
নিষ্কাম সে কর্ম্ম,—ধর্ম্ম ; পুণ্যফল তার
হয় সর্ব্বভূত-আত্মা বিষ্ণুতে সঞ্চার।

অর্জ্জুন। কি উদ্দেশ্য এ ধর্ম্মের ?

কৃষ্ণ। স্বর্গ, মোক্ষ সুখ!
বিষ্ণু সর্ব্ব-ভূতময়,
জন্ম মৃত্যু কিছু নয়,
জলবিন্দু জলে জন্মে, জলে হয় লয়।
'সোঽহং' সঙ্গীতে পূর্ণ বিশ্ব সমুদয়।
জগতের সুখ যাহা,
আমাদের সুখ তাহা,—
সকলে জগৎসুখে সমর্পিলে প্রাণ,
হবে ধরাতলে কিবা স্বর্গ অধিষ্ঠান!

অন্যথা সকলে, পার্থ,
সাধে যদি নিজ স্বার্থ,
কি পশুত্বোপরিণত হইবে মানব,
আজি এ ভারত তার দৃষ্টান্ত, পাণ্ডব।

অর্জ্জুন। তবে যাগ যজ্ঞ সব
নহে ধর্ম্ম, হে কেশব?

কৃষ্ণ। নহে পূর্ণ ধর্ম্ম, যদি না হয় নিষ্কাম;
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্ম্ম-জ্ঞানের সোপান।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
অপূর্ণ মানব মন,
অপূর্ণে পূর্ণের জ্ঞান, অন্তে অনন্তের,—
দুরূহ তপস্যা সাধ্য।
অনন্ত সে বিশ্বারাধ্য,—
পূজিয়া অনন্ত মূর্ত্তি অনন্ত শক্তির,
লভিবে বিভক্তি হ'তে জ্ঞান সমষ্টির।
দেখ ওই নীলাকাশ,
অনন্তের কি আভাস!
নাহি সাধ্য পূর্ণ মূর্ত্তি করি দরশন।
যার সাধ্য যত টুক
দেখি সে অনন্ত মুখ
লভি যথা, ধনঞ্জয় আকাশের জ্ঞান,
যাগ যজ্ঞ তথা পার্থ পূর্ণব্রহ্ম ধ্যান।

অর্জ্জুন। এ মহা নিষ্কাম ধর্ম্ম জগতে প্রচার
যদি মহা ব্রত তব,
কি কাজ, মহানুভব,
ভারত সাম্রাজ্যে তবে? যে রাজ্য তোমার,

ক্ষুদ্র নররাজ্য তার কাছে কোন্ ছার !

কৃষ্ণ। যত দিন খণ্ড রাজ্য
রহিবে ভারতে, আর্য্য
জাতি খণ্ড খণ্ড পার্থ রহিবে নিশ্চয়,
রহিবে সমাজ-ভেদে ধর্ম্ম ভেদময়।
ফল ফুল ভিন্ন যথা,
তরু ভিন্ন হবে তথা,
প্রকৃতির এই নীতি ; ক্ষুদ্র ভিন্নতায়
করে ধর্ম্ম-বিভিন্নতা যথায় তথায়।
এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
এক মাত্র রাজনীতি,
একই সাম্রাজ্য, নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।
তত দিন হিংসানল,
হায় ! এই হলাহল,
নিবিবে না, আত্মঘাতী হইবে ভারত ;
আর্য্য জাতি, আর্য্য নাম, হবে স্বপ্নবৎ।
ধর্ম্ম ভিত্তি নাহি যাঁর,
বালিতে নির্ম্মাণ তার,
কি সাম্রাজ্য, কি সমাজ, নিজ পাপ ভারে
নিশ্চয় পড়িবে ভাঙ্গি কাল-পারাবারে।
তেমতি, হে মহাবল,
সমাজ-সাম্রাজ্য-বল
নাহি যে ধর্ম্মের, তাহা হবে না প্রচার,
নহে সত্ত্ব গুণে মাত্র সৃজিত সংসার !
পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম,

তুমি কি তাহার মর্ম্ম,
বুঝিয়াছ, করিয়াছ, সে ধর্ম্ম গ্রহণ?
অর্জ্জুন। করিয়াছি,—লইয়াছি চরণে শরণ।
কৃষ্ণ। দেখ তবে, মহারথ,
তোমার কর্ত্তব্যপথ,
জননীর ওই চিত্রে অঙ্কিত সুন্দর,
ততোধিক নর-ব্রত নাহি মহত্তর!
এস, মিলি দুই জন
করি আত্ম-সমর্পণ
এই কর্ত্তব্যের স্রোতে, যাইব ভাসিয়া
ফলাফল নারায়ণ-পদে সমর্পিয়া।
এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
এক রাজ্য এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্ব্বভূত-হিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,—
একমেবাদ্বিতীয়ং! করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম্ম-রাজ্য মহাভারত স্থাপিত।
ধনঞ্জয় ভক্তি ভরে,
কৃষ্ণের চরণ করে
পরশিয়া কহিলেন, প্রণত ভূতলে—
"কি সাধ্য, পুরুষোত্তম,
আমি ক্ষুদ্র কীটোপম,
একটি ত্রিদিব আমি করিব সৃজন!
নাহি জানি কিবা ধর্ম্ম,
অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম,

জানি এই মাত্র,—তুমি নর-নারায়ণ,
জানি ধর্ম্ম,—তব পদে আত্ম-সমর্পণ।"
ভাসি অশ্রু-প্রীতি-নীরে,
নারায়ণ ফাল্গুনীরে
কহিলেন প্রীতিভরে শান্ত অবিচল,—
"এত দিনে মনে লয়,
বুঝিলাম নিঃসংশয়
মহর্ষি গর্গের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ;
ছুটি নদী অন্ধ পথে,
মিলি মা গো এই মতে,
অদৃষ্টের পারাবারে চলিল বহিয়া,
তব ওই মূর্ত্তি-ধ্যানে হৃদয় ভরিয়া !"
কিছুক্ষণ দুই জন
করিলেন দরশন,
জননীর সেই মূর্ত্তি, সজল-নয়ন,
কহিলেন গদ গদ স্বরে জনার্দ্দন।—
"সব্যসাচি ! সন্ধ্যাকালে
উদ্যানের অন্তরালে
বসি সুভদ্রার সহ, করিলে জ্ঞাপন
যেই হৃদয়ের ভাষা,
যেই হৃদয়ের আশা,
যোগবলে শুনিয়াছি আমি শক্তিমান !
আশীর্ব্বাদ করি হও পূর্ণ মনস্কাম ;
প্রভাতে অরুণোদয়
হবে যবে, ধনঞ্জয়,
দারুক যোগাবে রথ, যাবে মৃগয়ায়—"

(লুকাইল মৃদু হাসি অধর-কোণায়।)
"রজনী বহিয়া যায়,
চিন্তা-অবসন্ন কায়
করগে বিশ্রাম, সখে, কালি জগন্নাথ
করিবেন আমাদের জীবন প্রভাত।"
সে মৃণ্ময়, সেই মৃদু হাসি মনোহর,
বুঝিলেন ধনঞ্জয়।
বন্দি পদকুবলয়
চলিলেন নিজ কক্ষে, নীলাকাশে আর
নাহি মেঘ, কিবা হাসি ফুল্ল চন্দ্রিকার!

অষ্টাদশ সর্গ।

—※—

তপস্বিনী।

পাতাল—নাগপুর।

"তুই রে পোড়ার মুখ!"—নিশীথ সময়ে
জরৎকারু বসি নিজ কক্ষ বাতায়নে;
মৃগ চর্ম্ম শয্যা অঙ্কে; সস্মিত হৃদয়;—
ভাসিছে সরস হাসি অধরে নয়নে।
ভাসিছে শারদ শশী, শারদ আকাশে;
শারদ জলদমালা ঐরাবত মত
ভ্রমিতেছে স্থানে স্থানে মন্থর বিলাসে,—
আবেশে অবশ অঙ্গ। বিলাসীর মত

আবেশে শরদনিল অতি ধীরে ধীরে
কিবা যেন প্রেমকথা যাইছে কহিয়া।
অধর টিপিয়া যেন হাসিতেছে ধীরে
সম্মুখে সরসী-নীর; অধর টিপিয়া
হাসিতেছে জরৎকারু তপস্বিনী বেশ,
পরিধান রক্তবাস, রুদ্রাক্ষের মালা
শোভে অঙ্গে অঙ্গে, ধূলাধূসরিত কেশ,—
ভস্মে ঢাকা যৌবনের অপরূপ ডালা।
কহিছে অধর টিপি—
"তুই পোড়ামুখ।
তুই শশী নিত্য আসি কেন যে আমায়
জ্বালাস্ এরূপে বল্? ফাটে এই বুক,—
বারেক বাহিরে যদি এক পদ যাই,
যেই প্রেমভরে তুই দিস্ আলিঙ্গন
অধীর করিয়া প্রাণ; এলে বাতায়নে
মুখ বাড়াইয়া তুই করিস্ চুম্বন।
গেলে কক্ষে, উঁকি মেরে কটাক্ষ নয়নে
করিস্ রে জ্বালাতন! নিদ্রা যাই যদি,
তুই বাতায়ন-পথে চুরি করি আসি
থাকিস্ রে ঘুমাইয়া বক্ষে নিরবধি,
সতী নারী আমি, মম সতীত্ব বিনাশি।
ওরে গুরুপত্নী-চোর! একবার তোর
ঋষিপত্নী চুরি করি পুড়িয়াছে মুখ,
আমি জরৎকারু-পত্নী, মম মন-চোর
হইবি বাসনা পুনঃ এত বড় বুক?
আসিয়াছে ঋষি আজি নটবর মম,

তোর ব্যভিচার-কথা দিব রে কহিয়া ;
এক দীর্ঘ-অভিশাপে দেখিস্ কেমন
মুহূর্ত্তে চন্দ্রত্ব তোর দিবে ঘুচাইয়া।
তবু হাসে পোড়ামুখ! সাম্রাজ্য-প্রয়াসী
জানিস্ না ভ্রাতা মম, করেছে আমার
সমর্পণ এ যৌবন, এই রূপরাশি,
প্রজ্বলিত হোমানলে;—হাসি কি আবার?
এক অভিশাপে তোর বংশধরগণ—
যাদব কৌরব সব—যজ্ঞ-কাষ্ঠ মত
হবে ভস্মে পরিণত ; সাম্রাজ্য-স্বপন
ফলিবে ভ্রাতার, হবে পূর্ণ মনোরথ।
হাসি বড় নহে, এ যে মুনি জরৎকারু
এমন যোটক আর মিলিবে কোথায়?
জরৎকারু জরৎকারু!—সোহাগা সোণায়!
কুসুমের মালা পোড়া কাঠের গলায়!
তবু হাসে কালা মুখ! তোর ও রগড়
আমি পতি-পরায়ণা দেখিব না আর।"
ক্রোধে জরৎকারু বেগে প্রসারিয়া কর,
রোধিল বজ্রের শব্দে গবাক্ষের দ্বার।
মুহূর্ত্তেক রূপবতী মুদিয়া নয়ন
রহিল শায়িতা ; ত্রস্তে উঠিয়া আবার
পড়ি ভূমিতলে—"পোড়া নিদ্রাও এমন,
কিছুতেই চক্ষে নাহি হইবে সঞ্চার।
জাগি কি বা নিদ্রা যাই কিছুই না জানি ;
এক পিপাসায় প্রাণ সতত আকুল ;
অনিবার হৃদয়েতে কিবা আত্ম-গ্লানি!

বিধে কি কণ্টক শুষ্ক আশার মুকুল।
রাজ্য-স্বপ্নে প্রেম-স্বপ্ন পার ভুলিবারে,
তুমি সহোদর! হায়! আমি অবলার
নাহি সে সান্ত্বনা, কিবা বিধি বিধাতার—
একই সাম্রাজ্য প্রেম, সর্ব্বস্ব আমার!
হয়েছি সর্ব্বস্বহারা; বিদরে হৃদয়
কৃষ্ণ-প্রেমরাজ্যের যে ছিল আকাঙ্ক্ষিণী
—নিদারুণ অদৃষ্ট কি এতই নির্দ্দয়!—
আজি জরৎকারুর সে শয্যার সঙ্গিনী!
ফুলকুলেশ্বরী সেই গর্ব্বিতা পদ্মিনী
সদা ভানু-প্রয়াসিনী, যে বিধি তাহারে
নিক্ষেপিল পঙ্কে,—সেই মানিনী নলিনী।
নিক্ষেপিল যজ্ঞ-ভস্মে সেই কি আমারে?
কুলরাণী কমলিনী যথা পঙ্কজিনী,
জরৎকারু তপস্বিনী হইল তেমন;
মথি প্রেম-পয়োনিধি, সুধা-প্রয়াসিনী,
অদৃষ্টে কি হলাহল মিলিল এমন?"

শয্যা-পার্শ্বে ছিল পড়ি অযতনে
বিচিত্র দর্পণ,
লইয়া রূপসী গেল সুবাসিত
দীপের সদন।—
"তপস্বিনী বেশ,— তথাপি কেমন
পড়িছে ঝরিয়া
রূপের মাধুরী, যৌবন-তরঙ্গ
যাইছে ছুটিয়া।

শরতের মেঘ শোভিছে কেমন
ধূসরিত কেশ।
উদাসীন সব, হইয়াছে যেন
সুখ-নিশি শেষ।
ফুটন্ত নলিনী দেখি ত তোমার
ভুলিল না মন ;
হয় ত ভুলিতে মুদিতা নলিনী
দেখি, প্রাণধন ;
ফুটন্ত শোভায় কে বল না ভুলে,
ভুলে বালকের প্রাণ ;
মুদিতের শোভা যে বুঝিতে পারে,
সেই সে হৃদয়বান।
জানি আমি, নাথ! তোমার হৃদয়
কোমল উচ্ছ্বাসময় ;
এ উদাসীন, ঘুমন্ত ঘুমন্ত
মেঘে ঢাকা চন্দ্রোদয়,
হয় ত ভুলিতে বারেক দেখিলে,—
না, না, প্রাণে নাহি সয়।
তুই মিথ্যাবাদী, তুই রে দর্পণ!
নিত্য প্রতারণা তোর
না পারি সহিতে, বুঝিয়াছি আমি
তোর এ চাতুরী ঘোর।
সত্য যদি হ'ত রূপের গগনে
এমন যৌবন-লীলা!
প্রেম-বিনিময়ে পাইতাম আমি
তবে কি এমন শিলা?

তুই প্রবঞ্চক, তুই ত প্রথম
এই প্রতিবিম্ব ধরি
করিলি গর্ব্বিতা, যে গর্ব্বে ডুবিয়া
এইরূপে আমি মরি!
আজি তপস্বিনী সাজিয়াছি আমি,
তবু প্রবঞ্চনা তোর?
দেখাইয়া ছবি, মিছা অভিমানে
পোড়াস্ পরাণ মোর।
আর তোরে কাছে রাখিব না আমি,
দূর হও চাটুকার।"
বাতায়ন পথ ছুটিল দর্পণ,—
আঘাতে কাঁপিল দ্বার।
"জরৎকারু! কুঞ্জ- দ্বারে নটবর।
শবগন্ধে সুবাসিত,
এসেছে রে ওই মনচোরা তোর;
পৃষ্ঠে কুব্জ দোলায়িত।"
দুর্ব্বাসা অধীর ক্রোধে; ভীম যষ্টি দিয়া,
করিতেছে কপাটেতে আঘাত ভীষণ।
"কি বালাই! পুরবাসী উঠিবে জাগিয়া"—
বলি জরৎকারু দ্বার করিল মোচন।
"রে নাগিনি! পিশাচিনি! বাঙ্গ মম সনে—
আমি ঋষি জরৎকারু দাঁড়াইয়া দ্বারে
এতক্ষণ! কিছু তোর শঙ্কা নাহি মনে!
এখনি পাঠাব তোরে শমন-আগারে।"
উঠিল ভীষণ যষ্টি, ছাদেতে ঠেকিয়া
হলো কুব্জ কেন্দ্রচ্যুত, দুর্ব্বাসা ভূতলে

পড়িতেছে, জরৎকারু বাহু প্রসারিয়া
ধরিল,—পড়িল, ঘৃত জ্বলন্ত অনলে !
"পাপীয়সি ! দুশ্চারিণি ! ধরিলি আমারে,
ছুঁইলি পবিত্র অঙ্গ,—গরব এমন !"
করিলা শ্রীপদাঘাত.; ফুল্ল পুষ্প-হারে
বিঁধিল কঠিন শুষ্ক কণ্টক যেমন !
"ভ্রাতার সাম্রাজ্য যাক চুলায় এখন !
চূর্ণ করি এই দণ্ডে অস্থির পঞ্জর,
ইচ্ছা বাতায়ন-পথে করিতে প্রেরণ
যম-রাজ্যে ; একি পাপ ! কেমন বর্ব্বর !"—
স্বগত ভাবিয়া কারু, কহিল কাতরে—
"ভূতলে পড়িলে, প্রভো, লাগিত বিষম,
ধরেছিল তাই দাসী।"

দুর্ব্বাসা। পড়িবে ভূতলে !
জরৎকারু ধরাতলে হইবে পতন !
জরৎকারু মহাঋষি ! ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে !

কারু। (স্বগত) জ্বলিতে কি আছে বাকি ?
কপাল আমার !

দুর্ব্বাসা। আমার পতন চক্ষে দেখিবে বসুধা !—

কারু। (স্বগত)
তিন পদাঘাত ! ভাল অদৃষ্ট এবার,
পাইলেন বসুন্ধরা পদাম্বুজ-সুধা !

দুর্ব্বাসা। নিজে বসুমতী উঠি ধরিত আমারে,
তুই দুশ্চারিণী কেন ছুঁইলি আমায় ?

কারু। (স্বগত) চিরদিন তাঁর গর্ভে ধরুন তোমারে
মাতা বসুন্ধরা, কারু এই ভিক্ষা চায় !

দুর্ব্বাসা। কি বলিলি ভুজঙ্গিনি ?

কারু। কিছুই না প্রভো !

দুর্ব্বাসা। কিছুই না প্রভো ! দ্বারে আমি জ :কারু
দাঁড়াইয়া এতক্ষণ,—কিছুই না প্রভো !
মনের আনন্দে তুই করিলি বিহার
তখন পশিল কর রমণী-চাঁচরে,
কান্তে যেন নব তৃণরাশির ভিতরে
দুর্ব্বাসার দুই পদ ধরি দুই করে,
—দুইটি পঙ্কজ যেন পড়িয়া প্রস্তরে !—
বিস্ফারিত দুই নেত্রে চাহি করি ছল,
কহে জরৎকারু, কণ্ঠ কোমল তরল !—
"নহে ভুজঙ্গিনী দাসী। হ'তে যেই দিন
পাইয়াছে স্থান দাসী পবিত্র চরণে,—
আশা সরসিজ তার,—হ'তে সেই দিন
সাজিয়াছে জরৎকারু যোগিনী যৌবনে।
একই তপস্যা তার, হ'তে সেই দিন—
প্রভুর চরণাম্বুজ ; দাসী উদাসীন
সংসারবিলাস সুখে, হ'তে সেই দিন ;
পাইয়াছে জরৎকারু জীবন নবীন
কেশ-মুষ্টি দুর্ব্বাসার হইল শিথিল।
বলিতে লাগিল বামা—"দেখিনু যখন
প্রবেশি[illegible] [illegible]পুরী পদ পুণ্যশীল
আনন্দে অধীর প্রাণ হইল তখন !
ভাবিতেছিলাম শুয়ে অজিনশয্যায়
কতক্ষণে এ হৃদয়ে করিব ধারণ
সে পবিত্র পাদপদ্ম ; সঁপেছি যথায়

পাণি মম, প্রাণ তথা করিব অর্পণ।
না জানি কেমনে নিদ্রা শত্রুবেশে মম
আচ্ছন্ন করিল পাপ নয়ন আমার।
স্বপনে স্বামীর পদ করি দরশন
ছিনু সুখে অভিভূত; কপাটে প্রহার”—
“নিলি না ভুজঙ্গিনি! জানি ছয় মাস
নিদ্রা যায় ভুজঙ্গিনী। কিন্তু ইচ্ছামত
নাহি মরে জরৎকারু তোর অভিলাষ
করি পূর্ণ; নাহি হয় স্বপ্নে পরিণত।

কারু। (স্বগত)
দূর হক্ ইচ্ছামত,—যদি একবার
বুঝিতেন যমরাজ ভুল আপনার!
প্রকাশ্যে) জন্মায়ন্তি এ দাসীর। সমান তাহার
ধরাতলে ভাগ্যবতী কেবা আছে আর?

জরৎ। ঋষি-পুত্রী ভাগ্যবতী! রহস্য নূতন!
বিলাসিনী জরৎকারু রাজার নন্দিনী
বেড়াইবে বনে বনে! বল্কল বসন,
আহার বনের ফল, অজিন-শায়িনী!

কারু। আপনি তপস্বী তুমি, ক্ষমিবে কি, প্রভু!
প্রগল্ভতা এ দাসীর?—রমণী-হৃদয়
কি যে রমণীয়,—তাই বুঝ নাহি কভু,
রমণীর প্রাণ কিবা সহিষ্ণুতাময়।
রমণী জগৎপত্নী, জগৎ-জননী,
জগৎ-দুহিতা নারী। হৃদয় তাহার
না হইলে রূপান্তর, সলিল যেমনি,
যখন যেরূপ হয় ছায়ার সঞ্চার;

সলিলের মত যদি রমণীর প্রাণ
না হইত সমভাবে সর্ব্বত্র বিলীন ;
হইত জগৎ কিবা ভীষণ শ্মশান—
পত্নীহীন, মাতৃহীন, দুহিতা-বিহীন।
সলিলের মত নারী যাহাতে যখন
যায় মিশাইয়া, প্রভু, করে অধিকার
তার ধর্ম্ম ; মিশাইয়া জীবনে জীবন
অবিচ্ছিন্ন, হয় সহধর্ম্মিণী তাহার।
শিখিয়াছি গুরুমুখে এ আত্ম-নির্ব্বাণ
রমণীর মহা সুখ, মহত্ব মহান ;
বিলাস প্রসাদ, কিবা ভীষণ শ্মশান,
রমণীর মহাব্রত সর্ব্বত্র সমান।
ছাড় প্রভো! অপবিত্র এই কেশভার—
পাপ বিলাসের সাক্ষী,—কাটিয়া এখন
দিব পায়ে ; স্থান তথা দেও অবলার,
দেখাইব বিলাসিনী যোগিনী কেমন!
খসিল কেশের মুষ্টি, ভ্রমি কিছুক্ষণ
কহিলা দুর্ব্বাসা—"কিবা তত্ত্ব সুগভীর!
গুরু তব বিচক্ষণ!"

কারু। (স্বগত) না হ'লে কি কভু
বিকাতেন মন প্রাণ এই অভাগীর ?

শরৎ। সত্যই কি ইচ্ছা তব হ'বে তপস্বিনী ?
পারিবে সহিতে তুমি সে দুঃখ বিষম ?

কারু নীরজা নলিনী প্রভু, ভানু-আকাঙ্ক্ষিণী,
আতপের তাপে সে কি ডরায় কখন ?
সুখ দুঃখ, শুনিয়াছি সেই গুরুমুখে,

রূপান্তরে পরিণামমাত্র বাসনার।
সফল বাসনা সুখে, নিষ্ফল যে দুঃখে
হয় পরিণত মাত্র; মানব আবার
এত অবস্থার দাস, তাহার বাসনা
শতে এক নাহি ফলে; মানবজীবন
তাহে এত দুঃখময়, এত বিড়ম্বনা!
যাহার আকাঙ্ক্ষা যত দুঃখও তেমন।
নিষ্কাম জীবন সুখ; পতির চরণে
সকল কামনা তার করি সমর্পণ,
প্রবেশিবে এই দাসী শান্তির আশ্রমে,
হইবে তপস্যা তার পতির চরণ।

জরৎ। (স্বগত)

বিলাসিনী, ঘোর অভিমানিনী, ইহায়
ভাবি মনে করিলাম এত অপমান
করিবারে গর্ব্ব চূর্ণ; সত্যই কি হায়!
তপস্বীর নাহি নারী-হৃদয়ের জ্ঞান?
বৃথা ভস্ম ঘেঁটে মরি, মহর্ষি আমরা!
পুণ্য খনি গৃহাশ্রম! কতই রতন
ফলে এইরূপে তথা; প্রকৃত আমরা
রমণী-হৃদয়, চির-শান্তি-নিকেতন।
কিন্তু এ "নিষ্কাম" কথা শেল সম কাণে
বাজিয়াছে, এই কথা শিখিল কেমনে?
শুনিয়াছি সেই পাপ ছিল এইখানে,
সে কি গুরু? সন্দেহ যে হইতেছে মনে!

(প্রকাশ্যে)

সরলে! "নিষ্কাম" কথা আনিও না আর

তব মুখে, নাস্তিকতা মূলে আছে তার।
সকাম মানব ধর্ম্ম, তাহার সাধন
যাগ যজ্ঞ; মূল বেদ; সাধক ব্রাহ্মণ।
পবিত্র বৈদিক ধর্ম্ম শিখাব তোমারে
অবসরে জরৎকারু। করিতে উদ্ধার

রাহুগ্রস্ত সত্য ধর্ম্ম, কারু। স্থাপিবারে
অনার্য্য সাম্রাজ্য এই ভারতে আবার;—
সাধিতে এ মহাযজ্ঞ, বনবাসী আমি
পরিয়াছি পরিণয়-সংসার-বন্ধন।
হবে তপস্বিনী তুমি? আমি তব স্বামী,
এ মহা তপস্যা আজি করাব গ্রহণ,—
ত্যজিয়া বিলাস তুমি শক্তি-স্বরূপিণী,
স্বামী সহোদর সহ হইয়া মিলিত,
প্রবাহিয়া ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিণী,
ভারতে অনার্য্য রাজ্য কর অধিষ্ঠিত।
হবে তুমি নাগমাতা অধিষ্ঠাত্রী তার,
রুদ্রাণীর মত পূজা হবে মনসার!

কারু। জরৎকারু-পত্নী আমি; ভগ্নী বাসুকির;
নাগরাজকুলে জন্ম; প্রতিজ্ঞা আমার
পরশি পতির পদ,—অসাধ্য নারীর
সাধিব, অনার্য্য রাজ্য করিব উদ্ধার।

জরৎ। ধন্য ধন্য জরৎকারু! সিংহের কুমারী,
সিংহিনীর যোগ্য এই প্রতিজ্ঞা তোমার!
অনুকূল দেবগণ,—হইয়া কাণ্ডারী
করাইব নাগরাজে এই সিন্ধু পার।
অনুকূল দেবগণ,—কুরুকুল-পতি

আসিতেছে ক্ষিপ্ত মত্ত মাতঙ্গের মত
রৈবতকে যে কৌশলে, নিজে রতিপতি
নিশ্চয় মানিবে হারি ; মুক্ত আশা-পথ,—
ধনঞ্জয় দুর্য্যোধন আকুল উভয়
রূপসী সুভদ্রা তরে ; ক্রুদ্ধ বলরাম
এক দিকে ; অন্য দিকে কৃষ্ণ পাপাশয় ;
আশু শুভ পরিণয় হবে সমাধান !
আশু রৈবতকমূলে হইবে নির্ম্মূল
বিপুল ক্ষত্রিয়কুল,—যাদব কৌরব।
ফুটিয়াছে সুভদ্রার বিবাহের ফুল,
বাসুকি হইবে, কারু, সুভদ্রাবল্লভ।
তৃতীয় প্রহর নিশি করিব বিশ্রাম
ক্লান্ত দেহ পথশ্রমে,—
　　　　　মুদিয়া নয়ন
কুঞ্জোপরে মহা মূর্ত্তি হইল শয়ান,
হাসি নিবারিয়া কারু সেবিছে চরণ।

কারু। (স্বগত)

প্রকৃত অনঙ্গদেব ! কিবা চোক মুখ !
কি নাসিকা, কিবা গ্রীবা,—অনঙ্গ সকল !
মৃণাল-চরণ করে বিঁধিছে কণ্টক ;
শ্বিত্র রোগে শ্বেত পদ্ম চরণ যুগল ?
এ কি শব্দ !—বাপ !—কিবা ধ্বনি নাসিকার !
অদূরে গর্দ্দভ যেন করিছে চীৎকার !
শুনিলে ক্ষত্রিয়জাতি ভয়ে পলাইয়া
নিশ্চয় যাইত চলি ভারত ছাড়িয়া।
সরি দাঁড়াইল বামা অন্য বাতায়নে।

শারদ নিশির শেষ বহিছে সমীর
মৃদু মৃদু ; ডাকিতেছে দয়েল কাননে ;
জ্বলিছে হীরকরাজি আকাশ খনির।
বহুক্ষণ জরৎকারু চাহিয়া চাহিয়া
কহিল—"কঠোর কিবা পুরুষের প্রাণ !
কেমন হৃদয় স্বার্থ পাষাণে বাঁধিয়া
আমরা অবলাগণে দেয় বলিদান।'
কি দশা ভদ্রার আজি ! কি দশা আমার
দেখ আসি প্রাণনাথ ! আদরে তোমার
এক দিন ছিল পূর্ণ হৃদয় যাহার
আজি পদাঘাত, নাথ, অদৃষ্টে তাহার !
অনার্য্যা স্বার্থের পথে নহ হলে কণ্টক
ঠেলিতে কি পারে তারে ? কিন্তু আর প্রাণ
না পারে বহিতে এই নিরাশা নরক,
জ্বলিতেছে বুকে সদা কি যেন শ্মশান।
পাপিষ্ঠের ঘূর্ণ চক্রে ঝাঁপ দিয়া পড়ি
দেখিব নিজে কি জ্বালা, দেখিব কি করি
প্রতিদান দিতে আর পারি, প্রাণনাথ,
সেই প্রত্যাখ্যান,—আর এই পদাঘাত।"
ফিরি কক্ষে অভাগিনী করিল শয়ন
দুর্ব্বাসার পদপ্রান্তে, ক্লান্ত কলেবর।
নিদ্রার মাদকে মুগ্ধ হইল তখন।
পোহাল শর্ব্বরী, ঋষি জাগিলা সত্বর।

জরৎ। (স্বগত)

এ ত নহে নারীরূপ, জলন্ত অনল !
বেড়াইব বনে বনে লইয়া ইহায় ;

বর্ব্বর অনার্য্য জাতি পতঙ্গের দল
ঝাঁপ দিবে এ বহ্নিতে যথায় তথায়
এইবার আশামত না ফলিলে ফল,
যে বিষ-অঙ্কুর তবু হইবে রোপিত,
কালে প্রধূমিত হ'য়ে বৈরিতা-অনল,
ক্ষত্রিয়ের দুই বাহু হইবে ভস্মিত।
তখন এ রূপানলে জ্বালি দাবানল,
বাহুশূন্য কলেবর করিব দাহন।
দেখিবি, দেখিবি, কৃষ্ণ, দেখিবি তখন
দুর্ব্বাসার অভিশাপ অব্যর্থ কেমন।

ঊনবিংশ সর্গ।

রৈবতক—অর্জ্জুনের শয়নকক্ষ।

অদৃষ্টফল।

এইরূপে ভারতের অদৃষ্ট-আকাশে
দুই দিকে প্রতিঘাতী দুই মহামেঘ
করিয়া সঞ্চার, অস্ত গেলা নিশানাথ।
ভারতের ইতিহাসে, মানবজীবনে,
ঈষৎ জলদাচ্ছন্ন শান্ত সুগভীর
এক মহাদিন ধীরে হইল প্রভাত।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য; বৈতালিকগণ

গাইছে মঙ্গলগীত; পুরদেবীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতী,—কুসুম-উদ্যান
মন্থর তরঙ্গে যেন চলেছে ভাসিয়া।
তুরঙ্গের তীব্র কণ্ঠ, মাতঙ্গগর্জ্জন,
বাদ্যের নিনাদ, উচ্চ বৈতালিক-গীত,
রমণীর হুলুধ্বনি রহিয়া রহিয়া,
মিলাইয়া একতানে মঙ্গলসঙ্গীত
শত কণ্ঠে রৈবতক গাইছে গম্ভীরে।
ভাঙ্গিল পার্থের নিদ্রা। নবীন উৎসাহে
উঠিলা ফাল্গুনী যবে, দেখিলা বিস্ময়ে
সসজ্জিত রণসজ্জা সম্মুখে শয্যার।
কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শৈল
অনিমেষ দুনয়নে রয়েছে চাহিয়া
অর্জ্জুনের মুখপানে,—বড়ই কোমল
দৃষ্টি, শান্ত, সুশীতল। ঈষৎ হাসিয়া
কহিলা প্রসন্নমুখে পার্থ স্নেহস্বরে,

"কেমনে জানিলে, শৈল প্রয়োজন মম
রণসজ্জা?" নিরুত্তর রহিল বালক
অন্য মনে, সেই দৃষ্টি দ্বিগুণ কোমল।
বিস্মিত হইলা পার্থ। জানিতা বালক
থাকে নিরন্তর চাহি মুখপানে তাঁর।
বালকের কুতূহল, প্রভুভক্তি কিবা,—
ভাবিতেন মনে, পার্থ। কিন্তু আজি যেন
পার্থের সেরূপ নাহি হইল বিশ্বাস।
সেই রণবেশ শূর উৎসাহে যখন
পরিতে লাগিলা, ধীরে হয়ে অগ্রসর

পরাতে লাগিল শৈল। যেখানে যখন
পরশিছে অঙ্গ কর, হইতেছে জ্ঞান
পরশিছে অঙ্গ যেন পুষ্প সুকোমল ;—
পুষ্প যেন সেইখানে রহিবে লাগিয়া।
হইলেন অন্যমন, পার্থ কিছুক্ষণ।
কহিলেন—"শৈল, মম রৈবতকবাস
"হইয়াছে শেষ, তুমি ছাড়িয়া আমায়
"যাইবে কি গৃহে তব ?" দর দর দর
বহিল শৈলের অশ্রু ; কহিলা কাতরে
"নাহি গৃহ এ দাসীর।" সে কি ! "এ দাসীর !"—
পার্থ ভাবিলেন ভ্রম ; বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কহিলেন—"শৈল, তবে চল হস্তিনায়,

পাবে প্রেমপূর্ণ গৃহ। পুত্রানাধিশেষ
পালিবে তোমায় পার্থ, তব স্বার্থহীন
শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা হইবে তাহার
জীবনের মহাসুখ। হৃদয় তোমার
জগতে দুর্লভ বৎস !" ছুটিল কাঁদিয়া
নিরুত্তরে ক্ষুদ্র শৈল কক্ষে আপনার।
প্রাচীরে একটি চিত্র চাহিয়া চাহিয়া
কি যেন ভাবিলা পার্থ, কি যেন সন্দেহ
ভাসিল হৃদয়ে,—চিত্র ও কি অন্যতর !
চাহিলেন পার্থ, চক্ষু ফিরিল না আর,—
মরি ! মরি ! কিবা শোভা স্বর্গ নীলিমার
অপূর্ব্ব যোগিনী মূর্ত্তি, মাধুরী-মণ্ডিত ;
অপরাজিতার সৃষ্টি, সদ্য সুবাসিত।
কোথায় স্তবকে পুষ্প, কোথা পুষ্পহার,

অঙ্গে অঙ্গে কি তরঙ্গ সশঙ্কে সঞ্চার !
কৃষ্ণার নীলিমা—সে যে প্রভাতগগন
বালার্ককিরণে দীপ্ত, নীল হুতাশন।
জরৎকারু নীলিমার উপমা কেবল,
বারি বিদ্যুতেতে ভরা জলদমণ্ডল।
নীলিমা এ রমণীর,—শারদ আকাশ,
অস্ফুট চন্দ্রাভ, শান্তি-করুণা-নিবাস।
শীতল মাধুর্য্য অঙ্গ, মধুর রেখায়,
শান্তি ও করুণা যেন ঝরিছে ধারায়।
সে স্থির সুন্দর নেত্র ঈষৎ সজল,—
শান্তি করুণার স্বর্গ দর্পণযুগল।

ঈষৎ আরক্ত ক্ষুদ্র অধর-কোণায়,
শান্তি করুণার স্বপ্ন, সমাধি, তথায়।
নহে দীর্ঘ, নহে স্থূল, সুতন্বী শরীর,
শান্তি করুণার যেন পবিত্র মন্দির।
দেখ মুখ,—দেখিবে সে হৃদয় তাহার,
কি শান্তি-করুণা-মাখা প্রেম-পারাবার,
নীরব,—কি যেন এক করুণা উচ্ছ্বাস
অন্তর অন্তরে ধীরে ফেলিছে নিশ্বাস।
যোগিনীর পরিধান আরক্ত বসন,
একটি কুসুমহার অঙ্গের ভূষণ
সেই মুখখানি!—ওকি মুখ বালিকার ?
কিবা সরলতা-মাখা কিবা সুকুমার !
কিন্তু সেই শান্তি শোভা স্থির সরসীর,
নহে বালিকার,—চিন্তা রেখা সুগভীর।
"শৈল! শৈল!"—কহি পার্থ বিস্ময়ে বিহ্বল,

বসিলা পর্য্যঙ্কোপরি—"দেবী কি মায়াবী
কে তুমি? এরূপে কেন ছলিলে আমায়?"
অতি ধীরে জানু পাতি বসি পদতলে,
দুই করে দুই পদ করিয়া গ্রহণ,—
কাতরে কহিলা বামা—"ছলনা দাসীর
ক্ষমা কর বীরমণি। ভেবেছিনু মনে
অজ্ঞাতে চরণাম্বুজে হইয়া বিদায়
ছলনা করিব পূর্ণ। কিন্তু এই পাপে
সতত ব্যথিত প্রাণ; করিলাম স্থির
এই প্রায়শ্চিত্ত পদে। কহিব দাসীর—
আত্মপরিচয়, কিন্তু সেই শোকগীত
করুণ হৃদয় তব করিবে ব্যথিত।"—

আত্মবিস্মৃতের মত রহিলা চাহিয়া
ফাল্গুনী সে মুখ পানে—করুণার ছবি!
কহিতে লাগিল বামা—"নাগবালা আমি
নাগকুলে জন্ম মম। নিবিড় কানন
যে খাণ্ডবপ্রস্থ আজি, শুনেছি তথায়
পিতৃরাজ্য যুগব্যাপী অলকা সমান
ছিল বিরাজিত, প্রভু; পিতৃগণ মম
শাসিতেন সেই রাজ্য প্রবল প্রতাপে।
যেই রাজছত্র তথা আছিল স্থাপিত
ছায়ায় ভারতভূমি ছিল আচ্ছাদিত।
শুনিয়াছি, যবে আর্য্য-বিপ্লব-ঝটিকা
নিল উড়াইয়া সেই ছত্র সুবিশাল,
খাণ্ডব করিয়া এই বনে পরিণত,
ধ্বংস-শেষ নাগজাতি লইল আশ্রয়

পাতালে পশ্চিমারণ্যে ; পশ্চিম সাগরে
অস্ত গেলা নাগ-রবি চিরদিন তরে।
আমার পিতৃব্যসুত, নাগপুরে যিনি
বাসুকি এখন, ক্রোধী দাম্ভিক যেমন,
বনের শার্দ্দূল নহে ভীষণ তেমন।
নাগরাজ কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণভক্ত পিতা,—
মতভেদে মনোভেদ ; ত্যজিয়া পাতাল
কিশোর বয়সে পিতা সংসারসাগরে
দিলা ঝাঁপ অসিমাত্র করিয়া সহায়।
যুদ্ধক্ষেত্রে নাগরাজ্যে ছিল না সোসর—
জনকের ; কিন্তু যেই প্রেমপারাবার
হৃদয়েতে, হ'ল অসি ভিক্ষা যষ্টি সার।
বেড়াইলা বনে বনে, অচলে অচলে,
ভারতের নানা স্থানে। শুনিয়াছি, প্রভু,
শিখিলেন ছদ্মবেশে ঋষিদের কাছে
আর্য্যবিদ্যা, আর্য্যধর্ম্ম। নির্ম্মাইয়া শেষে,
এই বিন্ধ্যাচলশিরে, "সুনীরার" তীরে,
সুন্দর কুটীর ক্ষুদ্র—"পুলিনকুটীর,"—
হইলা আশ্রমবাসী। সেই কুটীরেতে,
সেই শৈলে জন্ম, নাম "শৈলজা" আমার
দেখেছ কি বীরমণি শোভা সুনীরার ?
কি সুন্দর সরোবর ! সলিলসীমায়
শোভিতেছে চারি দিকে তাল নারিকেল
নানা জাতি, শোভিতেছে স্তবকে স্তবকে
বেষ্টি চারি দিকে তীরে মেখলার মত
ফল পুষ্প লতা গুল্ম বৃক্ষ মনোহর,

সৃজিয়া নয়নানন্দ কানন সুন্দর।
শিলায় বিচ্ছেদে তীরে ক্ষুদ্র পুষ্পবন
শোভিতেছে স্থানে স্থানে; জংজ কুসুম
শোভে তীরপার্শ্বে জলে; বাপী-মধ্যস্থল
সুনীল আকাশ সম পবিত্র নির্ম্মল
জলে জলচর, স্থলে পশুপক্ষিগণ;
আনন্দ কণ্ঠেতে পূর্ণ করিয়া কানন
বাপীর পশ্চিম তীরে, পুলিনকুটীর,—
তরুলতাসমাচ্ছন্ন; পশ্চিমে তাহার
দূরে নীলাকাশে মিশি মহা পারাবার।
শুনিয়াছি, ঋষি কেহ তপস্যার বলে
সৃজিলা সে সরোবর। সলিল তাহার
সুতরল পুণ্যরাশি; স্নিগ্ধ সমীরণ
পুণ্য শ্বাস; পুণ্য ভাষা বিহঙ্গকূজন।
"এই কুটীরেতে গেল শৈশব আমার,
জনকজননী-অঙ্কে, প্রকৃতির কোলে।
আমার জনক, প্রভু, আমার জননী,—
দেব দেবী দুই মূর্ত্তি। সে প্রসন্ন মুখ,—
সেই প্রেমপূর্ণ বুক, সুনীরা যুগল,—"
কাঁদিতে লাগিল বামা,—"করুণার সিন্ধু,
অভাগিনী ইহজন্মে দেখিবে না আর।
অষ্টম বৎসর যবে, পড়ে মনে, প্রভু,
স্থলে স্থলচর সহ করিতাম ক্রীড়া,
জলে জলচর সহ দিতাম সাঁতার
সুনীরার তরঙ্গেতে ডুবিয়া ভাসিয়া।
কভু ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে পর্ব্বতশিখরে,

করিতাম কৃষি সুখে জনকের সহ;
কভু থাকি জননীর ছায়ায় ছায়ায়
করিতাম গৃহকার্য্য। জনক জননী
কি আদরে হাসিতেন, চুম্বিতেন মুখ।
কি আদরে নাচিত এ অভাগীর বুক!
কার্য্য-অবসরে পিতা কতই আদরে
শিখাতেন আর্য্য ভাষা, অস্ত্রসঞ্চালন,—
লক্ষ্য ফুল ফল পত্র। কহিতেন পাপ
অকারণ জীবহত্যা, জীবমনস্তাপ।

"অষ্টম বৎসর যবে,—অষ্টম বৎসরে
ভাঙ্গিল কপাল, দেব, এই অভাগীর!—
অষ্টম বৎসর যবে, খাণ্ডবদর্শনে
গেলা সহৃদয় পিতা। যাইতেন সদা
দেখিতে সে অনার্য্যের গৌরব-শ্মশান,
মানিতেন তাহা যেন পুণ্যতীর্থস্থান।
শুনিয়াছি কত দিন সে গৌরবগাথা
গাইতে আকুল প্রাণে। জননীর কাছে
কহিয়া পূরব সেই গৌরবকাহিনী
দেখেছি কাঁদিতে, মাতা কাঁদিতা বিষাদে,
শুনিতাম অঙ্কে আমি বসি অবসাদে।
হইনু পীড়িতা আমি, দুগ্ধ-অন্বেষণে
গেলা পিতা ইন্দ্রপ্রস্থে, ফিরিলা না আর,
তব অস্ত্রে"—রমণীর শোক-নির্ঝরিণী
ছুটিল দ্বিগুণ বেগে। উঠিয়া ফাল্গুনী—
"শৈলজে! শৈলজে! তুমি সে অনাথা বালা।
চন্দ্রচূড়-কন্যা তুমি!" উন্মত্তের মত

শোকের প্রতিমা খানি লইয়া হৃদয়ে,
চুম্বিলেন বার বার নীলাব্জ বদন
অশ্রুসিক্ত। কহিলেন—"শৈলজে! শৈলজে!
আমি তব পিতৃহন্তা জানিয়া কেমনে
দেবতার মত তুমি সেবিলে আমায়
এতদিন? নাহি স্বর্গ, কে বলে ধরায়?
এ যে স্বর্গ বক্ষে মম পূর্ণিত সুধায়!
করেছি বৎসর দশ তব অন্বেষণ
শৈল! আম। আমি পাপী, ক্ষমিয়া আমায়
দেহ পিতৃ"—মুখে হাত দিয়া নাগবালা
সরিল; বসিলা পার্থ বিস্ময়ে বিহ্বল;
বসিল শৈলজা ধরি চরণযুগল।
জিজ্ঞাসিলা পার্থ—"তব জননী কোথায়?"
"যথায় জনক মম; বৈকুণ্ঠ যথায়।"—
কহিতে লাগিল বামা—"শোকসমাচার—
শুনিলা জননী, চাহি মুহূর্ত্ত আকাশ
পড়িলা ভূতলে, ছিন্ন এ জীবনপাশ।
বিধির অপূর্ব্ব যন্ত্র,—দেবতা বিভব,—
মধ্য-গীতে ছিন্ন তার হইল নীরব।
এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য যুগল আমার—
ডুবিল, বালিকা প্রাণ করিয়া আঁধার।
মুখে মুখে বুকে বুক দিয়া জননীর
কত ডাকিলাম আমি কত কাঁদিলাম!
কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতা জননীর বুকে—
পড়িলাম ঘুমাইয়া,"—না ফুটিল মুখে
রমণীর কথা আর। অশ্রু অবিরল

বহিল্য তিতিল পার্থ-চরণ-যুগল।
মনোবেদনায় পার্থ হইয়া অধীর
ভ্রমিতে লাগিলা কক্ষে। চাহি ঊর্দ্ধ পানে
কহিলেন—"নারায়ণ! এ ঘোর পাপের
আছে কোন প্রায়শ্চিত্ত কহ এ দাসেরে।
কি পুণ্য-কুটীর শূন্য করিয়াছি আমি!।
নিবায়েছি কিবা দুই পবিত্র প্রদীপ!
কি দুঃখীর সুখ-স্বপ্ন নির্দ্দয় অর্জ্জুন
করিয়াছে ভঙ্গ আহা! কপোত কপোতী
পাপ মর্ত্ত্যে কি ত্রিদিব করিয়া নির্ম্মাণ
ছিল সুখে। সেই স্বর্গ মম ধনুর্ব্বাণ
করিয়াছে ধ্বংস। আজ শাবক তাহার
পড়ি পদতলে মম করে হাহাকার।
হা কৃষ্ণ! নারকী হেন সখা কি তোমার?
ধরিব না ধনুর্ব্বাণ; দেও অনুমতি,
বীরবেশ পরিহরি যোগিবেশ ধরি
দেশে দেশে গাব এই শোকসমাচার;—
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহি বুঝি আর!"
কাতরে শৈলজা কহে পড়িয়া চরণে—
"ক্ষম এই অনাথায়; কি মনোবেদনা
দিতেছে তোমায় দাসী। বৃথা মনস্তাপ
কেন পাও বীরমণি! পিতৃমুখে আমি
শুনিয়াছি, সুখ দুঃখ পূর্ব্ব কর্ম্ম ফল।
তুমি যদি পাপী, তবে পুণ্যস্থান, হায়!
আছে কোথা ধরাতলে কহ অবলায়।"
অর্জ্জুন লইয়া বুকে পুনঃ অনাথায়

বসিলা পর্য্যঙ্কে, অঙ্কে লইয়া তাহায়।
কহিলা কাতরে—"শৈল! পাষাণে অন্তর
বাঁধিয়াছি, কহ শুনি এ দশ বৎসর
কাটাইলে কত দুঃখে? নিকটে আমার
আসিলে কি এ পতিতে করিতে উদ্ধার?"
মুহূর্ত্তেক নাগবালা রহিল বসিয়া,—
সে মুহূর্ত্ত স্বর্গ তার; মুহূর্ত্তেক মুখ
রাখি সেই বীর বক্ষে শুনিল নীরবে
বাজিতেছে কি সঙ্গীত বুঝিল নিশ্চয়
দুইটি হৃদয়যন্ত্র একতান লয়।
কহিতে লাগিল পুনঃ বসি পদমূলে—
"পবিত্র খাণ্ডবে নাহি দিলা পিতৃগণ
অঙ্কে স্থান অভাগীরে। মূর্চ্ছান্তে আমার
দেখিনু পাতালপুরে বাসুকি-আলয়ে
রয়েছি শায়িতা আমি। দুঃখী নাহি মরে;
মরিল না এই দাসী। আশ্রয়ে তাহার
বহিয়াছি এত দিন এ জীবনভার।
রৈবতকে যবে তব হলো আগমন,
কহিলেন নাগরাজ,—'পিতৃহন্তা তোর
আসিয়াছে রৈবতকে; সম্মুখসমরে
পরাভবে নাহি বীর ভারত ভিতরে।
ছদ্মবেশে করি তার দাসত্বগ্রহণ,
কালভুজঙ্গিনী মত করিবি দংশন।
আমার সুযোগ দেখি দিবি সমাচার,
হরিব সুভদ্রা, চির বাসনা আমার।
সন্দেহ আমার, সেই চক্রী নারায়ণ

পার্থে সুভদ্রার পাণি করিয়া অর্পণ,
যাদব কৌরব শক্তি করিবে মিলিত,
তা হলে অনার্য্য ধ্বংস হইবে নিশ্চিত।'
আসিলাম রৈবতকে, কি ঘটিল পরে,
জান তুমি, বীরমণি!"

অর্জ্জুন। শৈলজা কি তবে
বাসুকি সে দস্যুপতি?

শৈলজা। বাসুকি আপনি।

অর্জ্জুন। কি যে অভিসন্ধি তব; ক্ষুদ্র হৃদয়েতে
প্রেমময়, কি রহস্য রয়েছে নিহিত
বুঝিতে না পারি আমি। নারায়ণ তব
রহস্য অপার! ক্ষুদ্র শুক্তির হৃদয়ে
ফলে মুক্তা, কি সৌরভ, ক্ষুদ্র যূথিকায়!

শৈলজা। দেখিলাম দেবরূপ রৈবতক বনে;
আসিলাম দেবপুরে; শুনিলাম কাণে
শোকপূর্ণ অনুতাপ জনকের তরে,
অনাথার অন্বেষণে দেশদেশান্তরে,—
ভরিল হৃদয় ক্ষুদ্র। করিনু অর্পণ
পিতৃহন্তা-পদে এই অনাথ জীবন।
দেখিলাম কত স্বপ্ন! পড়িল ভাঙ্গিয়া
অচিরে সে স্বপ্নসৃষ্ট আশার মন্দির,
যেন বালিকার ক্রীড়া-কুসুম-কুটীর।
প্রতিজ্ঞা বাসুকি সনে করিল ঈর্ষ্যায়
দৃঢ়তর; আত্মহারা দিনু সমাচার
কুমারী ব্রতের। নাথ! উঠিল ভাসিয়া
ঈর্ষ্যায় তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমার

পূর্ণ শশধর সম মুখ সুভদ্রার,—
সেই চন্দ্রালোক ভরা হৃদয় তোমার।
শৈলজা অপরাজিতা পাইবে কি স্থান
সেই সমুজ্জ্বল স্বর্গে ? অনাথার নাথে
মাটিতে পাতিয়া বুক ডাকিনু কাতরে !
শুনিলেন দয়াময় ভিক্ষা এ দাসীর,
পাইনু অপূর্ব্ব শান্তি। কি ঘটিল পরে
জান তুমি, প্রাণনাথ !

"শৈলজে ! শৈলজে !"—

সাপটি ধরিয়া ক্ষুদ্র কর বালিকার
কহিলা কাতরে পার্থ,—'করেছি প্রতিজ্ঞা
জনক-শ্মশানে তব, দুহিতার মত
পালিব তোমায় আমি ! অনুতাপ মম,
তব পিতৃ-হত্যা পাপ, জুড়াইব, শৈল,
দেখি সুখহাসি তব সুধাংশুবদনে।
চল ইন্দ্রপ্রস্থে, শৈল। অথবা খাণ্ডব
পোড়াইয়া অস্ত্রানলে করিব উদ্ধার—
হিংস্র-বন্য-পশু-বাস; স্থাপিব আবার
পিতৃ-রাজ্য তব ; তব পিতৃসিংহাসন,
শৈলজে, তোমায় বক্ষে করিয়া ধারণ,
শোভিবে চন্দ্রিকা-বক্ষ শারদ গগন।
কে আছে ভারতে, নারীরত্ন ! তব কর,
হৃদয় অমরাবতী পবিত্র সুন্দর,
পাইতে আগ্রহে নাহি হবে অগ্রসর।
জীবনের মরীচিকা করি অনুসার
হইব সন্তপ্ত যবে, হৃদয়াতোমার

হবে মম শান্তিরাজ্য; এই ক্ষুদ্র মুখ
লইয়া হৃদয়ে আমি জুড়াইব বুক।"

শৈল। দাসীরও বাসনা তাহা। দাসীর হৃদয়ে
যেই শান্তিরাজ্য, নাথ, হয়েছে স্থাপিত,
তুমি সে রাজ্যের রাজা। মাতা প্রকৃতির
বনে বনে অঙ্কে অঙ্কে করিয়া ভ্রমণ
বাড়াইব সেই রাজ্য। বিশ্বচরাচর
হবে সব পার্থময়। বনের কুসুম,
গগনের সুধাকর নির্ঝর সলিল
হইবে অর্জ্জুন মম; আমার হৃদয়
রহিবে অভিন্ন নিত্য অর্জ্জুনেতে লয়।
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, তুমি প্রাণেশ্বর,
তুমি শৈলজার এক অনন্ত, ঈশ্বর।
যেই রক্তবাসে যোগী সাজি, প্রাণনাথ,
খুঁজিলে এ অভাগীরে; পরি সেই বাস
তব পুরাতন, নাথ! শৈলজা তোমার
চলিল খুঁজিতে আজি অর্জ্জুন তাহার।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য, পুরনারীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতী, যাও প্রাণনাথ,
শুভ বিভাবরী এবে হয়েছে প্রভাত।
লও এই ফুলমালা; যখনই যখন
পরিবে সুভদ্রা হার, ত্রিদিবভূষণ,
শুকায়ে পড়িবে মালা; মালাদাত্রী, হায়!
হয় তো বাসুকি-অঙ্কে শুকাবে ধরায়।"

চাহি ঊর্দ্ধপানে অশ্রু দর দর মুখে
কহিলা কাতরে পার্থ—"ব্যাসদেব! আজি

তব ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল দুর্ব্বার,—
পিতৃহন্তা হলো আজি হন্তা অনাথার।”
মুছি অশ্রু ধনঞ্জয় দেখিলা বিস্ময়ে—
নাহি সেই অনাথিনী। “শৈলজে, শৈলজে!”
ডাকিতে ডাকিতে পার্থ গেলা গৃহদ্বারে,
ছুটিয়া নক্ষত্রবেগে। দেখিলা সম্মুখে
সরথ দারুক রথী, যেন স্বপ্নবৎ
এক লম্ফে ধনঞ্জয় আরোহিলা রথ।

বিংশ সর্গ।

—*—

অক্রুর।

অমল মর্ম্মরে চারু সুনির্ম্মিত মনোহর,
বিখ্যাত “সুধর্ম্মা” নাম যার,
রৈবতক সভাগৃহ, যেন মর্ম্মরের স্বপ্ন
বালার্ক-কিরণে মহিমার।
অষ্টকোণসমন্বিত কিবা কক্ষ সুবিশাল,
কোণে কোণে স্তম্ভ মনোহর।
বিরাজিত স্তম্ভোপর বৈদিক দেবতাগণ,
সহ দেবী প্রতিমা সুন্দর।।
নীলাভ আকাশনিভ, বিশাল গুম্বজ বক্ষ,
রতন-নীলাম্বে ব্যাপ্ত কায়;

শতদল দলে দলে, শোভে গ্রহ উপগ্রহ,
পত্নীগণ সহ প্রতিমায়।
সেই সরসিজবক্ষে, বিরাজিত নারায়ণ,
রত্নমূর্ত্তি শঙ্খচক্রধর ;
কিবা সুপ্রসন্ন হাসি, কিবা মহিমার রাশি
নীলমণি বপু মনোহর।
রত্ন ফুল, রত্ন পাতা, রত্ন ফল, রত্ন লতা,
রত্ন পুষ্প-কানন, প্রাচীর ;
অঙ্কিত প্রাচীরপটে রামায়ণ চিত্রাবলী
জগৎপূজিত বাল্মীকির।
প্রশস্ত অলিন্দে শোভে স্তম্ভরূপী নারীনর,
শিরে ছাদ করিয়া বহন ;
শোভে স্তম্ভ-অবসরে, খচিত মর্ম্মর পাত্রে,
পুষ্পবৃক্ষলতা অগণন।
উড়িতেছে হর্ম্ম্যশিরে যাদবের বৈজয়ন্তী,
বালার্ক আতপে সুকেতন।
কক্ষকেন্দ্রে কি নির্ঝর, কি পুষ্প সুবাসবারি
কি রঙ্গে করিছে উৎক্ষেপণ।
চারি দিকে রত্নবেদী, পৃষ্ঠে বীর-রত্নগণ,
পদ্মে যেন ভানুর কিরণ।
সুবাসিত তৃণময়, শিখিপুচ্ছশোভিত,
খেলিতেছে সহস্র ব্যজন,—
যেমতি শিখণ্ডী শত, উড়িতেছে অবিরত,
বেড়ি শত শিখণ্ডিবাহন।
দ্বারে দ্বারে দ্বারপাল, প্রতিভাতি রবিকর
বজ্র অস্ত্র করে ঝল ঝল ;

সবার প্রফুল্ল মুখ ; ঈষৎ চিন্তার ছায়া
গোবিন্দের বদনে কেবল।

রাম। যেমতি অনন্ত কোলে, অনন্তের গ্রহদলে,
ভগবান সহস্ররশ্মিগণ,
তেমতি ভারত রাজ্যে, ভারত নৃপতি মাঝে,
রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন।
কি শৌর্য্যে, কি ঐশ্বর্য্যে, ধন মান কুলে যশে
দুর্য্যোধন মহা পারাবার ;
মম শিষ্য প্রিয়তম, গদা-যুদ্ধে অনুপম,
অর্জ্জুন গোষ্পদ, কিবা ছার।

ব্যাস। সব সত্য মানিলাম, কিন্তু, বৎস বলরাম !
অনুরাগ-নীতি জ্ঞানাতীত।
দেখিয়াছ সরোজিনী সবিতার প্রয়াসিনী,
কুমুদিনী শশাঙ্কে মোহিতা।
কমলিনী শশধরে, কুমুদিনী প্রভাকরে ;
অনুরক্ত হইবে কি বলে ?
বৎস কর,—শুকাইবে ; সুদর্শন নীতিচক্র
মানবের নাহি সাধ্য ছলে।

বলরাম। কে বলিল ধনঞ্জয়ে সুভদ্রা যে অনুরক্তা ?
উদাসিনী সুভদ্রা আমার।
লঙ্ঘিবারে কথা মম, এ কল্পনা পরিজন
করিয়াছে কৌশলে বিস্তার।

ব্যাস। এক বাক্যে পরিজন, চাহে যাহা, সঙ্কর্ষণ !
তাহে ভিন্ন কথা, মহাশয় !
হয় কি উচিত তব ? ব্যথিত করিয়া সবে
হবে তব কিবা সুখোদয় ?

না জান ভদ্রার মন, কর তবে স্বয়ংবর,—

বলরাম। পাদপদ্মে ক্ষমা চাহে দাসে,

অন্যথা করিতে কথা—

ওকি শব্দ! শতভেরী,

গরজিল একই নিশ্বাসে!

বাজে ভেরী ঘন ঘন, এ চাহে উঁহার পানে,

রৈবতক পূর্ণ কোলাহলে।

চমকিল সভাস্থল, করি রণে আবাহন

"কি হলো? কি হলো"—সবে বলে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে এক আসিয়া সৈনিক

কহে কৃতাঞ্জলিপুটে,—

"ঘটিয়াছে যাহা, কহিতে দাসের

মুখে নাহি কথা ফুটে।

পূজি রৈবতক, পুরদেবীগণ

চলেছিলা দ্বারবতী,

সসৈন্য-বাদিত্র, পুষ্পময় রথে,

মৃদুল মন্থর গতি।

নক্ষত্রের বেগে কেশবের রথ

গেল সৈন্য ভাগ করি,

বারি বিদারিয়া ছুটিল মকর

যেন ভীম মূর্ত্তি ধরি।

দাঁড়াইল রথ,— বিক্রমে ফাল্গুনী

উত্তরিলা ধরাতলে।

নমিলা বীরেন্দ্র, দেবীগণ ফুল

চরণ কমলদলে।

সত্রাজিৎ-সুতা সুভদ্রার সহ
যেই রথে বিরাজিতা,
গেলা ধীরে তথা হাসিয়া হাসিয়া,
সত্যভামা শুচিস্মিতা।
বন্দিলা চরণ, হাসিলা দুজন,
কি যেন কহিয়া কথা।
কহিল কি কথা, হাসিল জলদ,
হাসিল বিদ্যুৎ লতা।
এক পদ রথে, এক কর কক্ষে
দেখিলাম সুভদ্রার;
দেখিলাম ভদ্রা, ফাল্গুনীর বক্ষে
নীলাকাশে তারাহার।
ধরি সুলোচনা করে টানাটানি,
ডাকি কহে—“চোর! চোর!”
অঙ্ক করে তারে ধরিয়া অর্জ্জুন
তুলিলেন রথোপর।
ভীম কোলাহলে পূরিল আকাশ,
বাজিল শত্তেক ভেরী;
ছুটিল সামন্ত, বাজিল সমর,
আসিনু নয়নে হেরি।”
শুনি বলরাম, কাঁপে থর থর,
ক্রোধে দন্তে দন্ত কাটি;
লোহিত লোচনে ছুটে বহ্নি যেন
আগ্নেয় ভূধর ফাটি।
“শুনিলেন ভগবান!”—দুন্দুভিনির্ঘোষে
কহিলেন হলায়ুধ—“শুনিলা অচ্যুত!

কেমনে নীরবে বল রয়েছ বসিয়া
রৈবতকশৃঙ্গ মত? এই অপমান
সহিবে কি পাতি বক্ষ কাপুরুষ মত?
পালিয়াছে পার্থ ভাল ধর্ম্ম অতিথির
কুলাঙ্গার,—যেই পাত্রে করিল ভোজন,
ভাঙ্গিয়া সে পাত্র; দিল যে কর, হৃদয়,
প্রেমভরে আলিঙ্গন, কাটিয়া সে কর,
করি পদাঘাত সেই পবিত্র হৃদয়ে।
সুভদ্রা শুক্তির মুক্তা ভাবিয়াছে মনে
মত্তগজমুক্তা, ভদ্রা, ভুজঙ্গের মণি,—
নাহি জানে দুরাচার, দেখাইব তারে
মহাকাল বিষদন্ত; দিব বুঝাইয়া
ভদ্রা নহে, সত্ত মৃত্যু, করেছে হরণ।
রে অন্ধক ভোজ বৃষ্ণি বংশ কুলাঙ্গার!
এখনও বসিয়া তোরা! হইলি কাতর
একটি তস্কর ভয়ে? কেশরীর পাল
একটি শৃগাল ভয়ে কাতর, হা ধিক্!
বসিয়া তোদের রথে,—তোদের সারথি,—
হরিল তোদের মান, তোদের ভগিনী,
যদুরাজ্যে নর নারী হাসিবেক লাজে!
যাও সভাপাল! আন সাজাইয়া রথ!
না লজ্জিবে হলায়ুধ মৃত কলেবর,
না পাইবে ধনঞ্জয় সুভদ্রার কর।
পুনঃ কোলাহলে পূর্ণ হলো সভাস্থল।
আরো কত বীরবৃন্দ ছুটিলা তখন,
আহত মৃগেন্দ্র যথা। রথের ঘর্ঘর,

তুরঙ্গের হ্রেষারব, মন্দ্র মাতঙ্গের,
সিংহনাদ, অস্ত্রধ্বনি, রণবাদ্য সহ
মিশিয়া সগরভূমে ছুটিল বিক্রমে,—
বহিল ঝটিকা যেন মুহ্য পারাবারে।
বহুক্ষণ অধোমুখে রহিয়া কেশব—
কহিলা বিনীত কণ্ঠে—"জ্ঞান তুমি, দেব,
সর্ব্বশাস্ত্র। তব পদে ধর্ম্মকথা আর
নিবেদিবে কিবা দাস, কহিবে যথায়
বিরাজিত শাস্ত্র-সিন্ধু স্বয়ং ভগবান।
ভুজবলে হরি কন্যা করিতে বরণ
আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। জানে ধনঞ্জয়
সুভদ্রার স্বয়ংবর নহে তব মত।
জানে যদুকুলে কন্যা না হয় বিক্রয়;
পণ্ডবলে দুহিতায় নাহি করে দান।
আছে কি ক্ষত্রিয় তবে হেন কুলাঙ্গার
মাগিবে যে দারভিক্ষা? বীরকুলর্ষভ
ধনঞ্জয়! বীর কুলে হেন নরাধম
আছে কি অর্পিবে কন্যা ভিক্ষুকের করে?
সুভদ্রা বীরের জায়া, বীরবালা মত
বরিয়াছে ধনঞ্জয়ে, করি সম্মানিত
যদুকুল, দুই কুল করি সমুজ্জ্বল।
ভরতবংশের রবি, শান্তনু-তনয়,
পিতৃস্বসা কুন্তীসুত, মধ্যম পাণ্ডব,
অতুল চরিত্রে বীর্য্যে কীর্ত্তির কিরণে
উজ্জ্বল ভারতভূমি আসিন্ধু অচল,—
এ কি ভ্রান্তি, পূজ্যতম!—কোন মহাকুল

আছে এই ধরাতলে, করে ফাল্গুনীর
না হবে গৌরবান্বিত, পবিত্র শরীর।

ব্যাস। সুধাংশু হইতে দুই অমৃতের ধারা
অবতীর্ণ নরলোকে, এই পুণ্যভূমি
হইতেছে পবিত্রিত প্রবাহে যাহার,
মিলিলেক আজি সেই পুণ্য ধারাদ্বয়,—
আজি মানবের, রাম, বড় শুভ দিন!
সে সুধাংশু বিষ্ণু-পদ; স্রোত সম্মিলিত
মানব অদৃষ্ট বৎস, করিবে গ্রথিত,
সেই সুধাকর সহ, জাহ্নবীর মত;
মোক্ষধাম পথে শেষে হবে পরিণত।
যেই কীর্ত্তিরত্নরাশি ফলিবে হৃদয়ে
কালের তিমির গর্ভ করি আলোকিত,
দেখাইবে ধর্ম্মপথ; যেই সুধাসার
বহিবে অনন্তকাল, করিয়া বিধান
পাপে মুক্তি, দুঃখে শান্তি, পতিতে উদ্ধার,
করিবে এ ধরাতলে স্বর্গের সঞ্চার।
"কি বিচিত্র রণ, আসিনু দেখিয়া—"
কহিল সৈনিক আর,
আসি ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্বাস-রুদ্ধ স্বরে—
"নাহি সাধ্য বর্ণিবার।
রাখি সুভদ্রার রথের উপর—
পার্শ্বে তার সৈন্যজিনী,
শিবির প্রাঙ্গণে চালাইতে রথ
আজ্ঞা দিলা বীরমণি।
কৃতাঞ্জলি কহে দারুক,—'হরিলে'

প্রভুর ভগিনী মম ;
চালাইবে রথ কেমনে এ দাস ?
তার অপরাধ ক্ষম।'
কহিলা অর্জ্জুন,—'দারুক পালিলে
তব ধর্ম্ম, নাহি রোষ ;
বীরধর্ম্ম মম পালিব এখন,
ক্ষমিও আমার দোষ।'
বাঁধিলা দারুকে উত্তরীয়বাসে
রথদণ্ডে ধনঞ্জয়।
কহে সুলোচনা—'আমি বুঝি আর
যাদবের কেহ নয় ?'
হাসি ধনঞ্জয় তারো দুই কর
বাঁধিয়া বসনাঞ্চলে,
অঞ্চলাগ্র পার্থ অর্পিলা ভদ্রার
কোমল কর-কমলে।
কহে সহচরী,—'এইরূপে ভদ্রা
দিলি প্রতিফল মোর।
থাক্ থাক্ থাক্, জিহ্বা ত আমার
বাঁধিতে না পারে চোর।'
ধরিয়া চরণে অশ্বরশ্মিজাল,
—কি শিক্ষা বিস্ময়কর!—
বাজাইয়া শঙ্খ, চালাইলা রথ
পলকেতে বীরবর।
সৈন্য রঙ্গভূমে দাঁড়াইল রথ,
বাজে শঙ্খ ঘন ঘন ;
বাজাইয়া শঙ্খ [illegible] যোদ্ধগণ

বাজিল তুমুল রণ।
নেলা রশ্মি করে সুভদ্রা, শোভিল
মৃণালেতে মৃণালিনী ;
সিংহ সহ রণে মিলিল সিংহিনী,
সূর্য্যে উষা তেজস্বিনী।১০
নারায়ণী সেনা ছুটিল স্তবকে
বন্যার লহরী মত ;
অক্রূর, সারণ, বভ্রু, বিদূরথ,
বর্ষে শর শত শত।
অর্দ্ধ পথে শর কাটিছে হেলায়,
কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রকর !
ফল্গু খেলা যেন খেলিছে ফাল্গুনী,
হাসি হাসি বীরবর।
ধনু আকর্ষণ, শর বিক্ষেপণ,
কিছু নাহি দেখা যায়।
আকর্ষিত ধনু দেখি স্থির, অস্ত্রে
অস্ত্রাঘাত শুনা যায়।
কি কৌশলে রথ ঘুরিছে ফিরিছে,
কি বিজলী খেলা ছলে !
যদি রথ কাছে গেল অস্ত্র, পড়ে
লক্ষ্যহীন ভূমিতলে।
মুক্তকেশরাশি, বিজয় পতাকা,
উড়িছে ভদ্রার কিবা !
পতাকার গায়ে কি বিজুলি লেখা,
লেখায় মহিমা কিবা।

কিবা মূর্ত্তি মহিমার !
শোভিছে সুভদ্রা নভ:প্রান্তে যেন
সুচন্দ্রমা পূর্ণিমার !
রূপ বীরত্বের অপূর্ব্ব মিলন
সকলে চাহিয়া রয় ;
নাট্য-রঙ্গভূমি হলো রণস্থল,
যুদ্ধ নাট্য-অভিনয়।
হাসে ধনঞ্জয়, অস্ত্রে অস্ত্র কাটে,
নাহি করে অস্ত্রাঘাত ;
রণস্থলে, প্রভু, হয় নাই এক-
বিন্দু মাত্র রক্তপাত।
কাটি শরাসন, উড়াইয়া তূণ,
হাসে পার্থ প্রীতি-হাসি ;
সাত্যকি, সারণ, মহারথিগণ
যেতেছে দেখিনু আসি।
নারায়ণী সেনা, দেখিয়াছে, প্রভু,
কত রণ বিভীষণ,—
শোণিতপ্রবাহ ! দেখে নাহি কভু
এমন অরক্ত রণ !

কৃষ্ণ। শুনিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ,
কি অপূর্ব্ব বীরগাথা !
কিবা রণনৈপুণ্য অসীম !
এ অদ্ভুত খেলা যার,
সে যদি করে সমর,
কার সাধ্য হবে সম্মুখীন।
আমার সে রথ, অশ্ব,

—অজেয় সুগ্রীব, শৈব্য,—
সারথ্যে সুভদ্রা শিষ্যা মম।
অজয় যাহার নাম,
যোদ্ধা সেই ধনঞ্জয়,
সুভদ্রার কর যদ্ধ পণ।
যদি পার্থ করে রণ,
সহস্র-কিরণ মত
একা সব ফেলিবে মুছিয়া,
যাদব নক্ষত্র যত;
হরিবে সুভদ্রা বলে
যদুনামে কলঙ্ক ঢালিয়া।
তাও ভাল, যদি পার্থ
নাহি করি অস্ত্রাহত,
অস্ত্রহীন করি সমুদায়,
সুভদ্রা হরিয়া যায়,—
এমন কলঙ্ক, দেব,
কেমনে সহিবে বল, হায়!
শুন ভেরী-গরজন!
আবার বাজিল রণ!
সিংহনাদে কাঁপে সভাতল।
চমকি উঠিয়া সবে,
ছুটিলা ব্যাকুল চিত্তে,
যেই দিকে সেই রণস্থল।
শৃঙ্গ-প্রান্তে তরুমূলে
দাঁড়াইলা,—ও কি দৃশ্য!
এক পদ সরিল না আর।

সাত্যকির অস্ত্রাঘাতে
অর্জ্জুন মূর্চ্ছিত রথে,
ক্ষতদেহ পুষ্পিত মন্দার।
সুভদ্রার করে ধনু,
চরণে রথের রশ্মি,
পৃষ্ঠে মুক্তকেশ ঘনবর,
পার্থের মূর্চ্ছিত দেহ
করিতেছে সংরক্ষণ,
ব্যর্থ করি সাত্যকির শর।
রণরঙ্গে গৌর অঙ্গ
আরক্তিম কিবা শোভা
কেশাধারে করিছে বিকাশ!
নিবিড় আকাশ কোলে
দীপিতেছে উষা কি রে,
শর করে ছাইয়া আকাশ!
কিবা রথ-সঞ্চালন,
কিবা অস্ত্র-বারষণ,—
সেই আলুলায়িতকুন্তলা!
"জয়! সুভদ্রার জয়!"—
গর্জ্জিলেক বীরগণ,
বামাগণ বিস্ময়ে বিহ্বলা।
"জয়। সুভদ্রার জয়!"—
গর্জ্জে দুই বাহু তুলি
বলরাম আনন্দে বিহ্বল—
"ধন্যা রে সুভদ্রা তুই!
ধন্য আজি বৃষ্ণিকুল।"

আশুতোষ নেত্র ছল ছল !

সেই জয়নাদে ঘন,
ভাঙ্গিল পার্থের মূর্চ্ছা,
মস্তক তুলিলা বীরবর।
প্রেমাশ্রু নয়নে চাহি
রণরঙ্গিণীর পানে,
লইলেন করে ধনুঃশর।
আঁখি নাহি পালটিতে
কাটি সাতাকির ধনু,
বর্ম্ম চর্ম্ম কাটিলা সকল।
লয় ধনু যতবার,
কাটে পার্থ ততবার,
কি অদ্ভুত শিক্ষার কৌশল !
কহেন মহর্ষি—"রাম !
দেখ ফাল্গুনীর, দেখ
কি মহত্ত্ব, কিংবা ক্ষিপ্র হাত !
সর্ব্ব অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে
ফুটিয়াছে রক্তজবা,
তবু নাহি করে প্রতিঘাত।"
কহেন মাধব খেদে,—
"এ তো নহে রণ, প্রভু !
হত্যাকাণ্ড অতি নিরমম।
এতেও যাদবগণ,
হইতেছে কি লাঞ্ছিত,
সিংহ-করে মূষিক যেমন।"
নিরস্ত্র সাত্যকি লাজে,

অপমানে গেল সরি
সারণ হইল অগ্রসর।
না ধরিতে শরাসন,
কাটিলেন ধনঞ্জয়;
না লইতে চাপ অন্যতর,
অস্ত্রে উড়াইয়া তূণ
কাটিলা অশ্বের রশ্মি,
ছুটিলেক তুরঙ্গযুগল।
অস্ত্রহীন, রথহীন,
সারণ কাঁপিছে ক্রোধে,
বামাগণ হাসে খল খল।
বীরত্বে বীরের প্রাণ
মোহিল, আনন্দে রাম
শান্তি-আজ্ঞা করিলা প্রচার।
কেতন রজত প্রভা
দুর্গ-শিরে দিলা দেখা,
উথলিল আনন্দ অপার।
"জয়! ভদ্রার্জ্জুন জয়!—"
ঘন ঘন সিংহনাদে
পরিপূর্ণ হলো রণস্থল।
"জয়! ভদ্রার্জ্জুন জয়!"—
শৃঙ্গবাহী প্রতিধ্বনি
গাইল পূরিয়া দিঙ্মণ্ডল।
"জয়! ভদ্রার্জ্জুন জয়!—"
গায় পুরদেবীগণ,
পুষ্পে পুষ্প ঝরি রাঝরণ

"জয়! ভদ্রার্জ্জুন জয়!"—
গাইতেছে ঘন ঘন,
উনমত্ত রেবতী-রমণ।
"জয়! কৃষ্ণ বলরাম!
জয়! যদুবীরগণ!"—
ঘোষিলা গম্ভীরে ধনঞ্জয়।
"জয়! কৃষ্ণ বলরাম!"—
গায় নারায়ণী সেনা,
সিংহনাদে করিয়া দিগ্‌জয়।
ছিন্ন যেই পুষ্পহার
কুন্তলে ছিল ভদ্রার,
সেই ফুল করিয়া গ্রহণ,
শরে দুই দুই ফুল
প্রেরিয়া, পূজিলা পার্থ
কৃষ্ণ, বলরাম, দ্বৈপায়ন
তুলিয়া লইয়া ফুল
আশীষিলা তিন জন
দুই বাহু করি উত্তোলন
অশ্ব-বল্গা লয়ে করে
দারুক ফিরাল রথ,
উঠিল আনন্দ-প্রভঞ্জন:
বাজিল মঙ্গলবাদ্য,
রমণীর হুলুধ্বনি
উঠিতেছে রহিয়া রহিয়া;
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে
আনন্দ-তরঙ্গ তুলি,

জনস্রোত আসিছে বহিয়া।
বন্ধন হইল মুক্ত,
আগে ভাগে সুলোচনা
দুই গাল্ল ভদ্রার টিপিয়া
কাড়িয়া লইয়া শঙ্খ
অর্জ্জুনের কর হতে,
বাজাইছে মুখ ফুলাইয়া।
দম্পতীরে আবাহন
দিতে বেগে সঙ্কর্ষণ
ছুটিলেন আনন্দে বিহ্বল।
সর্ব্বত্র আনন্দধ্বনি,
সর্ব্বত্র হাসির রাশি,
সর্ব্বত্র আনন্দ ঢল ঢল;
কেবল চারিটি মুখ,
গম্ভীর অবাক্তক্ষুব্ধ
মহিমামণ্ডিত পারাবার
রথে,—ভদ্রা ধনঞ্জয়;
শৃঙ্গে, কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন;
ঝড়-গর্ভ মহা মেঘাকার।
চাহি অনন্তের পানে
ব্যাস বাসুদেব নেত্র,
চাহি সেই বদনমণ্ডল,
অনন্তপ্রতিম মুখ,
রহিয়াছে ভদ্রার্জ্জুন,
অপলক আঁখি ছল ছল।
যথা শুকপক্ষী স্রোত

নাথ তব প্রেমসূত্রে,
বাঁধিলাম সমর্পণ
তব পদে, করহ গ্রহণ।
তুমি সর্ব্বশক্তিমান,
পার ক্ষুদ্র তৃণে তুমি
সৃষ্টিকার্য্য সাধিতে তোমার।
দেও শক্তি এই তৃণে,
তব প্রেমময় রাজ্য
ধরাতলে করিব প্রচার।
আজি শুভক্ষণে, নাথ!
তোমার করুণাবলে
যে অঙ্কুর হইল রোপিত,
দেও শক্তি, সে অঙ্কুরে
করিব শান্তির ছায়া
নাথ! 'মহাভারত' স্থাপিত।"

সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

অবকাশরঞ্জিনী সম্পর্কে পাঠকমহাশয়দিগকে দুই একটি কথা
তে চাহি। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া অবকাশরঞ্জিনী পাঠ
লে জানিতে পারিবেন, ইহার রচয়িতা এক জন চট্টগ্রাম স্কুলের
। চট্টগ্রামের নাম শুনিয়া, পাছে বিনা পাঠে পুস্তকখানি দূরে
প করেন, এই ভয়ে যদিও তিনি, চট্টগ্রামের সঙ্গে তাঁহার কি
তাহা এইখানে বলিতে ক্ষান্ত হইলেন, তথাপি ইহা মুক্ত
লিতে পারেন যে, চট্টগ্রাম সামাজিক অবস্থাতে যতদূর অবনত
না কেন, ইহা প্রকৃতির সোহাগের স্থান, তাহা সকলেই
র করিবেন। বিদ্বেষবিহীননয়নে যিনি এই স্থানটী নিরীক্ষণ
য়াছেন, বোধ হয় তিনি ইহার সৌধশির গিরিমালা, অনিবার-
ত নির্ঝরিণী, অস্তাচলবিলম্বি-রবিকরে ইহার অনন্ত নীল
র সমুদ্রশোভা; সর্ব্বশেষে ইহার বাড়বানল, কখনও বিস্মৃত
পারিবেন না। ফলতঃ কল্পনার চক্ষে যাহা কিছু আনন্দ-
হইতে পারে, সকলই চট্টগ্রামে বিরাজমান আছে।
ই আমাদের কোন এক বন্ধু এক দিন কথায় কথায়
লেন—

"Oh Caledonia! stern and wild,
Meet nurse for a poetic child." &c.

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শৈশবকালে গ্রন্থকার চট্টগ্রাম স্কুলে বিদ্যা-ভ্যাস করেন। আশৈশব কবিতা দেবীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, এবং সেই সময়ের স্কুলের পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যত্নে তাঁহার সেই শ্রদ্ধা সমধিক পরিবর্দ্ধিত হয়। তখন গ্রন্থকার কবিতা লিখিতেন, বন্ধুদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন, তাঁহারা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলে যথেচ্ছা ফেলিয়া রাখিতেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে পাঠাবস্থায়, এক দিন "বিধবা কামিনী" কবিতাটী রচনা করেন। অকস্মাৎ তাঁহার দুই জন প্রিয়সুহৃৎ, সংস্কৃত কালেজের ছাত্র, তাহা দেখিতে পাইয়া কবিতাটীর যথেষ্ট প্রশংসা করেন, এমন কি তাঁহাদের যত্নে তাহা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্যারিচরণ সরকার মহাশয় তখন উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তিনি গ্রন্থকারের রচনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কয়েক মাস প্রায় প্রতি কাগজেই তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহার কয়েকটী এই পুস্তকে নিবিষ্ট হইয়াছে। সময়ক্রমে "পিতৃহীন যুবক" তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল এবং উহা ক্রমান্বয়ে দুই কাগজে প্রকাশ করিতে গ্রন্থকার তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এইরূপ খণ্ডগ্রন্থ একেবারে পাঠ না করিলে পাঠকের হৃদয়ে অভিলষিত ভাবোদয় হয় না বলিয়াই গ্রন্থকার এইরূপ অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি কেবল অষ্ট শ্লোক মাত্র প্রথমবার প্রকাশিত করেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের বিখ্যাত সংস্কৃত প্রফেসার পূজ্যাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই কয়েক শ্লোক পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের কোন এক বন্ধুর নিকট তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে প্রস্তাবটী খণ্ড খণ্ড করিয়া

াগজে প্রকাশ করা অপেক্ষা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে ভাল
য়। গ্রন্থকারের সেই অনন্যহৃদয় সুহৃৎ তাঁহার কতিপয় কবিতা
স্তকাকারে প্রকাশ করিতে অন্তরের সহিত অনুরোধ করেন,
াহাতেই অবকাশরঞ্জিনী অঙ্কুরিত হয়।

কোন এক রাজপদে নিয়োজিত হইয়া গ্রন্থকার যশোহরে
প্রেরিত হন, এবং এইখানেই তাঁহার জীবন কাব্যের একটী চির-
রণীয় নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হয়। এইখানে সুগভীর বিদ্বান্
যুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার আলাপ
য়। ইঁহার সদৃশ বঙ্গভাষায় কবিতাপ্রিয় এবং তদ্গুণগ্রাহী লোক
এদেশে বোধ হয় অতি অল্পই আছেন। ক্ষেত্র বাবু অন্তরের
হিত গ্রন্থকারের রচনা ভাল বাসিতেন, এমন কি তিনি এতদূর
লিয়াছেন যে, কেবল তাঁহার কবিতা পাঠ করিবার জন্যেই তিনি
দো এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক হন। সময়ে সুবিখ্যাত নাটক-
ণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীদীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের কাছেও গ্রন্থকার
সৌভাগ্যক্রমে পরিচিত হন। রচয়িতা সকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে স্বীকার
রিতেছেন যে তিনি ইঁহার দ্বারা, বিশেষতঃ ক্ষেত্র বাবু এবং
ণ্ডিতবর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বারা কতদূর উৎসাহিত
এবং উপকৃত হইয়াছেন বলিতে পারেন না।

যশোহরে আগমনাবধি এডুকেশন গেজেটের সঙ্গে গ্রন্থকারের
ার ততদূর সংস্রব রহিল না। কৃষ্ণকমল বাবুর উপদেশ মতেই
উক, কি সম্পাদক তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন বলিয়াই
উক, "পিতৃহীন যুবক" প্রকাশে গ্রন্থকার অসম্মত হইলেন। কিছু-
পরে এডুকেশন গেজেট বর্ত্তমান সম্পাদকের করে ন্যস্ত হইলে
রে বাবর স্নেহে তাঁহার সঙ্গে গ্রন্থকার পত্রের দ্বারা পরিচিত হন

এবং সম্পাদক আর কয়েক জন প্রতিষ্ঠিত কবির সঙ্গে তাঁহা
সময়ে সময়ে লিখিতে অনুরোধ করেন। গ্রন্থকার প্রতিশ্রুত হ
"স্বায়ং চিন্তা" এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্য
যশোহরের "অমৃতবাজার" পত্রিকায় কবিতা লিখেন, তাহার অ
কাংশই স্থান ও পাত্রবিশেষ বলিয়া এই পুস্তকে প্রকাশ হইল ন
ঢাকার অবলাবান্ধব নামক পাক্ষিক পত্রিকাতেও তিনি সময়ে স
লিখিতেছেন, এবং সম্পাদক আগ্রহের সহিত তাঁহার রচনা গ্র
করিতেছেন। প্রত্যুত অবকাশরঞ্জিনী এই অবয়বে যিনি দেখি
ছেন, সকলেই মুদ্রাঙ্কনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। অত
অবকাশরঞ্জিনী বন্ধুসমাজে যেমন আদরিত হইয়াছে, জনসমা
যদি অবকাশ রঞ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে রচয়িতার ভবি
আশা ফলবতী হয়।

পণ্ডিতবর ও গ্রন্থকারের অনন্যসহায় পূজ্যাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈ
চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে অনেক সাহায্য এবং উৎস
প্রদান করিয়াছেন এবং বাবু দীনবন্ধু মিত্র গুরুতর রাজ
ব্যাপৃত থাকিয়াও ইহার প্রুফসিট সংশোধন করিয়া দিয়া
উপসংহারকালে গ্রন্থকার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ
করিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতের ম
জ্জ্বল করুন।

গ্রন্থকারস্য।

হিতবাদীর উপহার

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড।

—*—

কলিকাতা,

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, ধন্বন্তরী ষ্টীম মেশিন যন্ত্রে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদারের দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।